



॥ नमो तस्य भगवते। अरहते। समाम्बुक्षस्य ॥

By the noble gift of
Mr. Joyendra Lal Barua
and his wife
Mrs. Rupasibala Barua.

* * *

श्रीयुक्त योगेन्द्रलाल बडूया महाशय
उ तदीय सहधर्मिणी
श्रीमती रूपसीबाला बडूया महाशयार
अर्धानुकुलेन प्रकाशित ।



শ্রীশোভেন্দ্র লাল বড়ুয়া



শ্রীমতী রূপসীবামা বড়ুয়া

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানোক মহাশিবির

পিতৃব্য মহোদয়ের শ্রীকল্পকমলে—

দেব, শিশুকাল হইতে সযত্নে ও সম্মেহে
আপনি আমার মানস-উদ্যানে যে প্রসূন
ফুটাইবার জন্য অপারিসীম চেষ্টা
করিয়া আসিয়াছেন, সেই উদ্যানেই
প্রস্ফুটিত এই প্রসূন আপনারই
করে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন
স্বরূপ অর্পণ করিলাম ।

ইতি—

স্বেবক

প্রজ্ঞানন্দ

মুখবন্ধ

মহাবর্গ পালি বিনয়-পিটকের অন্ততম বিশিষ্ট গ্রন্থ। ইহা দশপরিচ্ছেদে বিভক্ত, প্রত্যেক পরিচ্ছেদ খঙ্কক, স্কন্ধ বা খণ্ড নামে প্রসিদ্ধ। এই দশস্কন্ধের প্রত্যেকটির আয়তন তুলনায় বৃহৎ বলিয়া সমগ্র গ্রন্থ মহাবর্গ নামে অভিহিত। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তন দ্বাদশস্কন্ধে চুলবঙ্গ বা ক্ষুদ্রবর্গ নামক বিনয়-পিটকের অপর একটি গ্রন্থ বিভক্ত। মহাবর্গের দশস্কন্ধ এবং ক্ষুদ্রবর্গের দ্বাদশস্কন্ধ একত্রে দ্বাবিংশতি স্কন্ধ। মহাবর্গ এবং ক্ষুদ্রবর্গ এই দুই গ্রন্থে বিনয়-নিদান উপস্থাপিত করা হইয়াছে। খঙ্ককগুলি এমনভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে যাহাতে ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ লইতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-সংজ্ঞার ধারাবাহিক বিবরণ নির্দেশ করা চলে। ভগবান বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ হইতেই বৌদ্ধ ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। কাজেই মহাবর্গে বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে ভগবান বুদ্ধের জীবনের কোন ঘটনা উল্লিখিত হয় নাই। যে ভাবে ক্রমে সংজ্ঞার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিনয়ের বিধানগুলি প্রবর্তিত ও পরিবর্তিত হয় তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্নয়োজনে কোন অবাস্তুর বিষয়ের অবতারণা করা হয় নাই। এই বিনয়-বিধানগুলি ভিক্ষুসংজ্ঞার পক্ষে এবং প্রকারান্তরে সভ্য সমাজের পক্ষে কত উপযোগী তাহা পাঠক নিজে বিচার করিবেন। গ্রন্থের বিশদ পরিচয় অধ্যাপক শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া সংকলিত 'বৌদ্ধ-গ্রন্থ-কোষের' পিটক গ্রন্থাবলীতে পাঠক পাইবেন। আমার পক্ষে ইহা বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, মহাবর্গ বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ একটি অমূল্য বৌদ্ধগ্রন্থ। ইহাতে প্রাচীন ভারতের নাগরিক ও সামাজিক বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী-দিগের পক্ষে মহাবর্গ একটি অমূল্য রত্ন যাহার সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে ভিক্ষু-জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং ভগবান বুদ্ধের অতুলনীয় কৃতিত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিতে হয়।

বাংলা ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ পূর্বে হয় নাই। ইহাই প্রথম অনুবাদ। বৎসর কাল পূর্বে হিন্দী ভাষায় পণ্ডিতপ্রবর ভিক্ষু রাহুল সাক্ত্যায়ন ইহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি যে প্রণালী অবলম্বনে বাংলাভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছি তাহা পাঠকের জানা আবশ্যিক। ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষায় যে সকল অনুবাদ ইতোপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে আমি উহাদের বিশেষ সাহায্য অবলম্বন করি নাই। পালি মূলগ্রন্থ, আচার্য্য বুদ্ধঘোষ কৃত অর্থকথা এবং সারার্থদীপনী ও বিমতিবিনোদনী প্রভৃতি টীকা পুনঃপুন পর্য্যালোচনা করিয়া এবং প্রতিপদে পালি মূলের সহিত বাংলা ভাষায় উপযোগিতা বিচার করিয়া গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছি। অনুবাদে মূলের শব্দ ও অর্থ বধাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং বাঙ্গালী পাঠকের উপযোগী করিয়া সরলভাবে বুদ্ধ-বচন উপস্থিত করিবার বধাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অথবা পাদটীকা বাড়াইয়া গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিত করি নাই। যাহাতে বুদ্ধ-বচন আমার ক্রটিতে কোন অংশে বিকৃত না হয়

তদ্বিষয়ে সতর্ক হইয়া চলিয়াছি। অনুবাদ কার্যে অনুবাদকের দায়িত্ব অনেক। এই দায়িত্ব আমার পক্ষে গুরুতর হইত না যদি বাংলা শব্দগুলি পালি শব্দের প্রকৃত অর্থজ্ঞাতক হইত। তত্পরি মূলে বহু পারিভাষিক শব্দ আছে যাহার প্রতিশব্দ বাংলায় পাওয়া যায় না। যে স্থলে কাছাকাছি কোন প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নাই সে স্থলে মূল পালি শব্দ রাখিয়া পাদটীকা ও বন্ধনীর মধ্যে উহার অর্থ নির্দেশ করিয়াছি। এই দায়িত্ব সম্পাদনে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় পাঠকেরই বিবেচ্য। বোধ মৌকর্ষার্থ পরিচ্ছেদগুলি যথাসম্ভব বিভক্ত করিয়াছি। আশা করি, পাঠক সহজে বিধানগুলির মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন। অনুবাদের শেষভাগে যথারীতি শব্দ-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। নাগ-সূচী সাধারণ শব্দ-সূচী হইতে পৃথকভাবে রাখিয়াছি।

গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট গাথা সমূহের পঞ্চানুবাদই প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুত এই পঞ্চানুবাদ অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি-লিট (লণ্ডন) মহাশয় হইতেই গ্রহণ করিয়াছি। অনুবাদ কার্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি আমার সহায়তা করিয়াছেন এবং পরস্পর আলোচনা দ্বারা আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। বাংলাভাষায় বৌদ্ধ-গ্রন্থ প্রচারে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ না থাকিলে তিনি কিছুতেই এরূপ ধৈর্য ও অক্লান্ত উত্তমের পরিচয় দিতে পারিতেন না। আমার এই প্রচেষ্টায় পরম শ্রদ্ধাভাজন স্থানীয় নালন্দা-বিদ্যালয়ের উপাধ্যায় শ্রীমৎ বংশদীপ মহাশয়ের মহোদয় বিশেষ উৎসাহদানে আমাকে চিরবাধিত করিয়াছেন। তাঁহার অকৃত্রিম মেহ এবং পবিত্র সাহচর্য না পাইলে এই গ্রন্থের অনুবাদ এত সত্বর সমাপ্ত করিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। **যোগেন্দ্র-রূপসীবালা** ত্রিপিটক ট্রাষ্টের সম্পাদক শ্রীযুত অধরলাল বড়ুয়া মহাশয় অনুক্ষণ তাঁহার সহৃদয়তা, সৌজন্য এবং কস্মতৎপরতার দ্বারা গ্রন্থের পরিশোধন ও মুদ্রণ কার্যের পথ সুগম করিয়াছেন। যখন যে বিষয়ের অভাব হইয়াছে তিনি ট্রাষ্টের পক্ষ হইতে তাহা সত্বর পূর্ণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

পরিশেষে অবসরপ্রাপ্ত ইন্জিনিয়ার শ্রদ্ধাবান উপাসক শ্রীযুত যোগেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী রূপসীবালা বড়ুয়া বাংলা অক্ষরে ও ভাষায় পালি ত্রিপিটক প্রচারের জন্ত অকাতরে অর্থদান করিয়া বঙ্গীয় পাঠকসমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা দানের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন তাহা জগতে বিরল। এই অনুবাদে তাঁহাদের উভয়ের হৃদয় প্রীত হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

নালন্দা-বিদ্যালয়
কলিকাতা
মাঘীপূর্ণিমা, ২৪৮০ বুদ্ধাব্দ

ইতি—

প্রজ্ঞানন্দ হুবি

প্রকাশকের নিবেদন

ত্রিপিটক গ্রন্থ অমূল্য রত্নের আকর। তথাগত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ ভাষিত বাণী ইহার ভিত্তি। ভগবান বুদ্ধ আৰ্য্যভূমি ভারতবর্ষের অন্তর্গত কপিলবাস্তু রাজ্যের পুত্র চরিত্র রাজা শুক্লোদনের পুত্র কুমার সিদ্ধার্থরূপে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। জগতের প্রাণিগণের দুঃখ বিমোচনের জন্ম, জন্ম, জরা, মরণ দুঃখের অন্তসাধনের জন্ম এবং জীবগণের মুক্তির জন্ম উনত্রিংশবর্ষ বয়সে তিনি কপিলবাস্তু রাজ্যের স্বর্ণ সিংহাসন উপেক্ষা করিয়া, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, পরিজনবর্গ এবং সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সত্যের সন্ধানে, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুদিগের শিক্ষা ও নীতিতে সত্যের সন্ধান না পাওয়ায় তিনি গয়াধামের উরুবেলায় ছয়বৎসর ব্যাপিয়া কঠোর সমাধির পর বোধিবৃক্ষমূলে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সম্যক সম্বোধি বা সর্বজ্ঞতা লাভ করেন। পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া তিনি তাঁহার লক্ষ সত্য জগতে প্রথম প্রচার করেন। অশীতিবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি আৰ্য্যাবর্তের নানা স্থানে সশিষ্য পর্য্যটন ও প্রচার করিয়া আৰ্য্যভূমিতে সঙ্ঘ স্বেপ্রতিষ্ঠিত করেন। অশীতিবর্ষ বয়সে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। সম্যকসম্বোধি লাভের পর হইতে পরিনির্বাণ পর্য্যন্ত ৪৫ বৎসর ব্যাপিয়া ভগবান বুদ্ধ বিভিন্ন স্থানে ও আরামে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা, ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত ও পূর্ববৃত্তান্ত সহ যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাই ত্রিপিটক গ্রন্থ।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ তৎপরবর্তী বর্ষায় রাজগৃহে মগধরাজ অজাতশত্রুর সহায়তায়, অর্হৎ স্ববির মহাকাণ্ডপের সভাপতিত্বে নির্বাচিত ৫০০ অর্হৎ ভিক্ষু সপ্তপর্ণী গুহাদ্বারে সমবেত হইয়া প্রথম সঙ্গীতিতে এই গ্রন্থ সর্বপ্রথম সংগ্রহ ও আবৃত্তি করেন। তাহার প্রায় ১০০ বৎসর পরে রাজা কালাশোকের সহায়তায় বৈশালীর বালুকামে ষণ স্ববিরের সভাপতিত্বে নির্বাচিত ৭০০ অর্হৎ ভিক্ষু সমবেত হইয়া দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে ধর্ম বিনয়াদি আবৃত্তি করেন। ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২৩৬ তম বর্ষে জগতবরেন্য পূণ্যলোক সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের রাজত্ব কালে, তাঁহারই উদ্যোগে পাটলীপুত্র সমীপে অশোকামে উপস্থিত ৬০,০০০ ভিক্ষু হইতে নির্বাচিত ১০০০ অর্হৎ ভিক্ষুকে লইয়া মৌদগলীপুত্র তিষ্য স্ববিরের সভাপতিত্বে তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সঙ্গীতিতে

বিভিন্নবাদী তৌখিকগণের দ্বারা ইতিমধ্যে প্রক্ষিপ্ত অনাচার গুলিকে বর্জন করিয়া ত্রিপিটক শাস্ত্রকে পরিপূর্ণ করা হয়। ইহার অব্যবহিত পরে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র স্থবির অপর কয়েকজন ভিক্ষুসহ এই ত্রিপিটকের প্রতিলিপি সিংহল দ্বীপে লইয়া যান এবং সিংহলের তৎকালীন রাজা দেনপ্রিয় তিষ্যের সহায়তায় তথায় ইহা প্রচার করেন। বর্তমানে সিংহলে, ব্রহ্মদেশে ও শ্রামদেশে যে ত্রিপিটক প্রচলিত আছে ইহা তাহারই প্রতিলিপি। ছুংখের বিষয় এই ত্রিপিটক গ্রন্থ ঘটনাবিপর্ক্যে ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং জাপান, কোরিয়া, চীন, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, ইন্দোচীন, শ্রাম, ব্রহ্ম ও সিংহল প্রভৃতি দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তদদেশবাসীদিগকে শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিল্পে ও সভ্যতায় জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছে। ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান পণ্ডিতগণুলী ত্রিপিটক গ্রন্থ নিহিত রত্নরাজীর বিষয় অবগত হইয়া ইহার মূল ও অনুবাদ নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু ভারতবাসী এই রত্ন আহরণে বঞ্চিত। ভারতীয় কোন ভাষাতে বা অক্ষরে বর্তমানে সম্পূর্ণ মূল ত্রিপিটক গ্রন্থ নাই। সম্প্রতি সুধিগণের চেষ্টায় ত্রিপিটকান্তর্গত কয়েকটি গ্রন্থ বাঙ্গালা ও হিন্দী অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্রাম দেশাদির দ্বারা সম্পূর্ণ ত্রিপিটক গ্রন্থাবলী ভারতীয় কোন ভাষায় বা অক্ষরে মুদ্রণের ব্যবস্থা এপর্যন্ত হয় নাই। ব্রহ্মদেশ বাদ দিলে ভারতবর্ষে বর্তমানে ৪৩৮,৭৬৯ জন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আছেন। তন্মধ্যে বঙ্গদেশে ৩৩০,৫৬৩ জন। এই বাঙ্গালী বৌদ্ধেরাই বৌদ্ধধর্মের জন্মস্থান ভারতবর্ষে এই ধর্মকে সজীব রাখিয়াছেন। সুতরাং ত্রিপিটক গ্রন্থ ভারতীয় ভাষা সমূহে বিশেষতঃ বঙ্গাঙ্করে মুদ্রিত করিয়া প্রচার ও রক্ষা করা সম্বন্ধে তাঁহাদের দায়িত্ব অসীম। যদিও ত্রিপিটক গ্রন্থ ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে তথাপি এই গ্রন্থ নিহিত অনেক নীতি এখনও ভারতীয় আর্ধ্যজাতির মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। সম্রাট অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধনীতি সমূহ তৎকালীয় ভারতবাসীদিগকে নূতন চিন্তা ধারায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। সেই প্রেরণার স্মৃতি এখনও আর্ধ্যজাতি ও হিন্দুশাস্ত্রে জড়িত আছে। আর্ধ্যঋষিরাই তথাগত গৌতম বুদ্ধকে ভগবানের নবম অবতার বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তদ্বৎ এই বৌদ্ধ গ্রন্থ ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে আর্ধ্য হিন্দু জাতির দায়িত্বও কম নহে। ত্রিপিটক গ্রন্থ পালি ভাষায় লিখিত। পরলোকগত স্বনামধন্য সম্মুদ্রাগমচক্রবর্তী সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা শিক্ষা প্রবর্তন করিয়া ভারতবাসীকে ত্রিপিটক নিহিত রত্ন আহরণের সুযোগ দিয়া ভারতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গাঙ্করে বা ভারতীয় কোন অক্ষরে মূল ত্রিপিটক না থাকায় তাঁহার মহান উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতেছে না।

ত্রিপিটক গ্রন্থাবলীকে কোন সম্প্রদায় বিশেষের এক চেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া মনে করা সমীচীন নহে। কারণ এই শাস্ত্র আৰ্য্য সত্য, সনাতন নীতি ও সার্কজনীন মৈত্রী প্রচার করিয়াছে। দ্বিসহস্র পাঁচশত বৎসর পূর্বের, ভারতবর্ষের সাহিত্য, দর্শন, রসায়ন, বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি ও সমাজনীতি ইত্যাদির নিখুঁত বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং ঐহিক ও পারত্রিক সুখ সম্পদের জন্ম মানব জাতির মধ্যে সার্কজনীন মৈত্রী স্থাপনের জন্ম এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের জন্ম এই শাস্ত্র নিহিত আৰ্য্য নীতির বহুল প্রচার যে কিরূপ বাঞ্ছনীয় তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে, ভারতীয় আৰ্য্য বৌদ্ধগণের বংশধর চট্টগ্রাম পাহাড়তলী নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত যোগেন্দ্র লাল বড়ুয়া মহোদয় ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী রূপসীবালা বড়ুয়া মহোদয়া আৰ্য্যসত্য পূর্ণ সদ্ধর্মের বহুল প্রচার মানসে, ত্রিপিটক গ্রন্থের মূল বঙ্গাক্ষরে ও তাহার বঙ্গানুবাদ মুদ্রণের ও প্রকাশের জন্ম দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই কার্যের শৃঙ্খলা বিধান ও স্থায়িত্ব রক্ষার জন্ম “যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক ফাণ্ড” নামে একটি ফাণ্ড গঠন করিয়া উক্ত টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত করিয়াছেন এবং উক্ত ফাণ্ডের কার্য পরিচালনের জন্ম একটি ট্রাষ্ট বোর্ড গঠন করিয়াছেন। ট্রাষ্ট বোর্ডের কার্য যাহাতে পুরুষানুক্রমে অব্যাহত ভাবে চলিতে পারে তাহার বিধানও করা হইয়াছে।

এই ফাণ্ড হইতে প্রথমত ত্রিপিটকের মূল বঙ্গাক্ষরে ও তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইবে। তৎপরে সম্ভব হইলে ত্রিপিটকের অর্থকথা, বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় অন্যান্য গ্রন্থ ও অন্যান্য ভাষায় ত্রিপিটক প্রকাশ করা হইবে। গ্রন্থাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যয়ভার ফাণ্ড হইতে দেওয়া হইবে। ব্যয়ের হিসাবে গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ করা হইবে এবং প্রকাশিত গ্রন্থ বিক্রয়লব্ধ অর্থ ফাণ্ডে জমা হইবে। এইরূপে ফাণ্ড এবং ট্রাষ্ট বোর্ডের কার্য অব্যাহত ভাবে চলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ত্রিপিটক গ্রন্থ বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে পৃথক পৃথক অনেকগুলি গ্রন্থ রহিয়াছে। তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিনয় পিটক

১। পারাজিক, ২। পাচিস্তিয়, ৩। মহাবগ্গো, ৪। চুলবগ্গো, ৫। পরিবার পাঠো।

সূত্রপিটক

১। দীঘ নিকায়ো, ২। মজ্জিম নিকায়ো, ৩। সংযুক্ত নিকায়ো, ৪। অসুত্তর নিকায়ো, ৫। খুদ্ধক নিকায়ো :—(১) খুদ্ধক পাঠো (২) ধম্মপদং (৩) উদানং (৪) ইতিবুত্তকং (৫) সুত্ত নিপাতো (৬) বিমান বখ (৭) পেত্তবখু (৮) থেরগাথা (৯) থেরীগাথা

(১০) জাতকং (১১) চুলনিক্বেসো (১২) মহানিক্বেসো (১৩) অপাদানং (১৪)
বুদ্ধবংসো (১৫) চরিয়্যাপিটকং (১৬) পটিসম্বিদামগ্গো ।

অভিধর্ম্য পিটক

১। ধম্মসঙ্গনি, ২। বিভঙ্গো, ৩। কথারথু, ৪। ধাতুকথা, ৫। পুঙ্গলপুঞ্জাঙ্গি,
৬। বমকং, ৭। পর্ত্তানং ।

ত্রিপিটকের আকার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে কিছু আভাস পাওয়া যাইবে ।
শ্রামদেশ হইতে শ্রামী অক্ষবে মুদ্রিত মূল ত্রিপিটক রয়েল আকারের বহির ৪৫ খণ্ডে সমাপ্ত
হইয়াছে । প্রত্যেক খণ্ডে গড়ে প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠা করিয়া আছে । বিনয়পিটক ৮ খণ্ডে
৩২৭২ পৃষ্ঠা, অভিধর্ম্যপিটক ১২ খণ্ডে ৫৪৭২ পৃষ্ঠা ও সূত্রপিটক ২৫ খণ্ডে ১১১৩৬ পৃষ্ঠা
মোট ১৯৮৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ত্রিপিটকের মূল প্রকাশিত হইয়াছে । ইহাব বঙ্গানুবাদও ৪৫
খণ্ড হইবে । ট্রাষ্ট বোর্ড স্থির করিয়াছেন যে এই ফাণ্ড হইতে প্রকাশিত ত্রিপিটকও রয়েল
আকারের হইবে এবং মূল ও বঙ্গানুবাদ পৃথক পৃথক ভাগে প্রকাশিত হইবে । সুতরাং
এরূপ বৃহৎ গ্রন্থের মূল ও বঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, মুদ্রণ ও প্রকাশ করা কিরূপ
দুর্কর ও গুরুতর ব্যাপার তাহা সহজেই অনুমেয় । এই কার্যের সাফল্যের জন্ত আগাদের
ভরসা সর্বোপবি ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ ও তৎপবে পালি ভাষা ও বঙ্গভাষাবিদ সুধীবৃন্দ ।

ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পালি অধ্যাপক
ডাক্তার শ্রীযুত বেণীমাধব বড়ুয়া এম, এ, ডি-লিট (লণ্ডন) মহাশয় এবং শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ
মহাশিবির প্রমুখ ভিক্ষুগণ এই গ্রন্থের মূল ও বঙ্গানুবাদের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের ভার
গ্রহণ করিয়াছেন । এই কার্য সম্পাদনের জন্ত তাঁহারা একটা সম্পাদকীয় সমিতি গঠন
করিয়াছেন । কার্য সাফল্য মণ্ডিত হইলে তাঁহাদের নাম বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে ও
বঙ্গভাষা ভাষী জনগণের নিকট চিবস্মরণীয় হইয়া থাকিবে । ডাঃ বড়ুয়া ও শ্রীমৎ
প্রজ্ঞানন্দ মহাশিবির মহোদয়গণ এপর্যন্ত অতি কঠোর পরিশ্রম, অসম্ভব ধৈর্য ও
সহিষ্ণুতার সহিত এই দুর্কর ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন,
তাঁহাদের এই নিঃস্বার্থপরতা মূলক কার্যের জন্ত ট্রাষ্ট বোর্ড তাঁহাদের প্রতি প্রগাঢ়
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন । ইতি—

৬এ নিউ বউবাজার লেন

কলিকাতা ।

৩রা ফাস্তন

২৪৮০ বুদ্ধাব্দ

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ

লাল বড়ুয়া

সম্পাদক, ট্রাষ্ট বোর্ড

যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক ফাণ্ড ।

বিষয়-সূচী

মহাস্কন্ধ	১-১১৪	ত্রিশরণদানে প্রব্রজ্যা-বিধি প্রত্যাহার	৫৭
বুদ্ধত্বলাভও প্রথম যাত্রা	১	উপসম্পদা-কর্মপদ্ধতি	৫৯
বোধি-কথা	১	ভিক্ষুর চতুর্বিধ আশ্রয়	৬০
অজপাল-কথা	৩	উপসম্পদা দানের অযোগ্য উপাধ্যায়	৬১
মুচলিন্দ-কথা	৪	আচার্যের ব্রত	৬৪
রাজাযতন-কথা	৪	অন্তেষাসীর ব্রত	৬৬
ব্রহ্মার যাক্কা-কথা	৫	অন্তেষাসীকে 'প্রণমিত' করিবার নিয়ম	৬৭
ধর্মচক্র প্রবর্তন	৮	আশ্রয়দানের অযোগ্য আচার্য	৬৭
পঞ্চবর্গীয়ের দীক্ষালাভ	১৪	আশ্রয় রহিত হইবার কারণ	৬৭
যশের প্রব্রজ্যা	১৬	উপসম্পদা ও প্রব্রজ্যা-বিধি	৬৮
যশের পিতার দীক্ষা	১৭	উপসম্পদা দানের যোগ্য এবং অযোগ্য	
যশের চারিগৃহী সহায়ের প্রব্রজ্যা	১৯	উপাধ্যায়	৬৮
যশের অপর পঞ্চাশগৃহী সহায়ের কথা	২১	পূর্বতীর্থিকের কথা	৭৩
মার-কথা	২২	(ক) প্রত্যাবৃত্ত ব্যক্তির উপসম্পদা	৭৩
ত্রিশরণদানে উপসম্পদা-কথা	২৩	(খ) অনারাধক	৭৪
ভদ্রবর্গীয় সহায়দের কথা	২৪	(গ) আরাধক	৭৫
উরুবেলায় ঋদ্ধিপ্রদর্শন	২৬	নগবেশের বিশেষ বিধান	৭৬
উরুবেল কাণ্ড-কথা	২৬	প্রব্রজ্যা লাভের অযোগ্য ব্যক্তি	৭৭
আদীপ্ত পর্যায়-দেশনা	৩৬	কেশমুণ্ডনের জন্ম সম্বন্ধ-সম্বন্ধ	৮২
বিষিসারের দীক্ষা	৩৭	উনবিংশতি বৎসর বয়স্কের উপসম্পদা	
শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়নের উপসম্পদা		নিষিদ্ধ	৮৩
লাভ	৪১	পঞ্চদশ বৎসরের কম বয়স্কের প্রব্রজ্যা	
সহবিহারী ও উপাধ্যায়ের ব্রত	৪৬	নিষিদ্ধ	৮৫
উপাধ্যায়ের ব্রত	৪৬	শ্রামণের সংখ্যা	৮৬
সহবিহারীর ব্রত	৫৩	আশ্রয়ের সীমা	৮৬
সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবার নিয়ম	৫৪	আশ্রয় কাহার আবশ্যিক	৮৭
		দণ্ডকর্ম কথা	৯০

প্রব্রজ্যার্থ মাতাপিতার অনুমতি	৯০	সংখ্যা এবং স্থান	১২৪
শ্রামণের সঙ্ঘকে বিধান	৯২	উপোষথে আসিবার সময় চীবরের	
দণ্ডনীয় শ্রামণেরের দণ্ড-বিধান	৯৩	বিধান	১২৫
উপসম্পদার অযোগ্য ব্যক্তি	৯৫	সীমা এবং চীবরের বিধান	১২৬
প্রব্রজ্যার অযোগ্য ব্যক্তি	১০২	এক সীমাত্যন্তরে অন্য সীমা নির্ণয়	
উপসম্পদা-বিধি	১০৩	অবিধেয়	১২৭
আশ্রমের নিয়ম	১০৩	উপোষথের সংখ্যা	১২৮
জ্যেষ্ঠের গোত্র-নাম উচ্চারণ	১০৫	প্রাতিমোক্ আবৃত্তি এবং	
অনুশ্রাবণের নিয়ম	১০৫	পূর্বকৃত্য	১২৯
গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়স্কের		আবৃত্তি-পদ্ধতি	১২৯
উপসম্পদা	১০৬	বিপদের সময় সজ্জিগু আবৃত্তি	১২৯
উপসম্পদার অন্তরায়কর বিষয়	১০৬	অযাচিতভাবে উপদেশ দান অবিধেয়	১৩০
অনুশাসন-বিধি	১০৭	অনির্বাচিতের 'বিনয়' জিজ্ঞাসা	
চতুর্বিধ অবলম্বন	১১০	অবিধেয়	১৩০
চতুর্বিধ অকরণীয় বিষয়	১১১	অবকাশ করাইয়া দোষারোপ করা	১৩২
উৎক্লিপ্তের বিষয়	১১২	নিয়মবিরুদ্ধ কার্যে বাধা দান	১৩৩
উপোষথ-সংক্রান্ত ১১৫—১৭৮		মনোযোগ সহকারে প্রাতিমোক্-	
প্রাতিমোক্-আবৃত্তি	১১৫	আবৃত্তি	১৩৩
উপোষথের বিধান	১১৫	প্রাতিমোক্ আবৃত্তিতে স্বয়ং সঙ্ঘীয়	
উপোষথ দিবসে ধর্মোপদেশ	১১৬	নিয়ম	১৩৩
প্রাতিমোক্ আবৃত্তির নিয়ম	১১৬	কোথায় এবং কখন প্রাতিমোক্	
প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করিবার দিন	১১৮	আবৃত্তি নিষিদ্ধ ?	১৩৪
প্রাতিমোক্ আবৃত্তির অন্ত্র সমবেত		কি জাতীয় ভিক্ষু প্রাতিমোক্ আবৃত্তি	
হইবার নিয়ম	১১৯	করিবে ?	১৩৪
উপোষথকেন্দ্রের সীমা ও		সময় এবং গণনা শিক্ষা করা	১৩৬
উপোষথের সংখ্যা	১২০	পূর্বেই উপোষথের সময় জ্ঞাপন	১৩৬
সীমা নির্ণয়	১২০	উপোষথাগার সন্মার্জনা দি কর্তব্য	
উপোষথাগার নির্ণয় করা	১২২	কর্ম	১৩৭
একটি আবাসে উপোষথাগারের		অসাধারণাবস্থায় উপোষথ	১৩৯
		দীর্ঘপর্যটনের অনুমতি গ্রহণ	১৩৯

প্রাতিমোকে অনভিজ্ঞ ভিক্ষু আবাসে	
বাস করিতে পারিবে না	১৩৯
উপোষথ কিংবা সজ্ব-কর্মে অন্ন	
পস্থিত ভিক্ষুর কর্তব্য	১৪০
উন্নাদের জন্ত সজ্জের অনুমোদন	১৪৩
সূত্রোদ্দেশ্যে উপোষথ	১৪৪
পরিণীতি উপোষথ	১৪৫
অধিষ্ঠানোপোষথ	১৪৬
উপোষথ দিবসে অপরাধের প্রতিকার	১৪৭
অপরাধের প্রতিবিধান	১৪৭
কোন ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত	
নীতিবিরুদ্ধ উপোষথ	১৫০
(১) আবাসস্থ অন্ন ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে	
কৃত আবাসস্থের উপোষথ	১৫০
ক. (a) আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুর	
অনুপস্থিতি না জানিয়া	
কৃত নির্দোষ উপোষথ	১৫০
(b) আবাসস্থ অন্ন ভিক্ষুর	
অনুপস্থিতি জানিয়া কৃত	
সদোষ উপোষথ	১৫৫
(c) আবাসস্থ অন্নের অনুপস্থিতিতে	
সন্নিগ্ধভাবে কৃত সদোষ	
উপোষথ	১৫৮
(d) আবাসস্থ অন্নের অনুপস্থিতিতে	
সসঙ্কোচে কৃত সদোষ	
উপোষথ	১৬১
(e) আবাসস্থ অন্নের অনুপস্থিতিতে	
ভেদেচ্ছায় কৃত সদোষ উপোষথ	১৬৫
খ. আবাসস্থ অন্নের অনুপস্থিতি না	
জানিয়া কৃত উপোষথ	১৬৮

গ. আবাসস্থ অন্নের অনুপস্থিতি না	
দেখিয়া কৃত উপোষথ	১৬৯
ঘ. আবাসস্থ অন্নের অনুপস্থিতি না	
শুনিয়া কৃত উপোষথ	১৭০
(২) অভ্যাগতের অনুপস্থিতি না	
জানিয়া, না দেখিয়া, না শুনিয়া	
আবাসস্থদিগের কৃত উপোষথ	১৭১
(৩) আবাসস্থের অনুপস্থিতি না	
জানিয়া, না দেখিয়া, না শুনিয়া	
অভ্যাগতদিগের কৃত উপোষথ	১৭১
(৪) অভ্যাগতের অনুপস্থিতি না	
জানিয়া, না দেখিয়া, না শুনিয়া	
অভ্যাগতের কৃত উপোষথ	১৭১
উপোষথের কাল, স্থান এবং	
ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম	১৭২
ইই তিথিতে উপোষথ	১৭২
আবাসিক এবং অভ্যাগতের পৃথক	
উপোষথ হইতে পারে না	১৭৩
উপোষথ দিবসে আবাসত্যাগের নিয়ম	১৭৫
প্রাতিমোক আবৃত্তির অন্ন নীতিবিরুদ্ধ	
সম্মিলন	১৭৭
বর্ষোপনাসিক-স্কন্ধ	
	১৭৯—২০৫
বর্ষাবাস-বিধান এবং তাহার সময়	
	১৭৯
বর্ষাবাস-বিধান	১৭৯
বর্ষাবাসের সময়	১৭৯
বর্ষাবাসের মধ্যে বহির্গমন নিষিদ্ধ	১৮০
বর্ষাবাসের দিন আবাসত্যাগ নিষিদ্ধ	১৮১

রাজকীয় অধিমাঙ্গ স্বীকার	১৮১	প্রবারণা-ক্ষত্র ২০৬-২০২	
বর্ষাভ্যন্তরে সপ্তাহের নিমিত্ত		প্রবারণার স্থান, কাল এবং	
বহির্গমন	১৮১	ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম	২০৬
সংবাদ পাইয়া সপ্তাহের জন্ত বহির্গমন	১৮১	মৌনব্রত ধারণ অবিধেয়	২০৬
বিনা সংবাদে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন		বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মুখে বসিবার নিয়ম	২০৯
	১৮৫	প্রবারণার তিথি	২১০
সংবাদ প্রাপ্তিতে সপ্তাহের নিমিত্ত		প্রবারণা-কর্ম	২১০
বহির্গমন	১৯০	অনুপস্থিত ভিক্ষুর প্রবারণা	২১১
বর্ষাবাস করিবার স্থান	১৯১	সজ্ব-প্রবারণায় প্রত্যাশিত ভিক্ষুর	
বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানত্যাগ	১৯১	সংখ্যা	২১৩
গ্রাম পরিত্যক্ত হইলে গ্রামবাসীদিগের		অগ্রাণ্ড প্রবারণার বিষয়	২১৩
সঙ্গে গমন	১৯২	একজনের প্রবারণা	২১৪
স্থানের প্রতিকূলতায় গ্রাম ত্যাগ	১৯৩	প্রবারণা-সময়ে অপরাধের প্রতিকার	২১৫
ব্যক্তি বিশেষের প্রতিকূলতার স্থান		কোন ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত	
ত্যাগ	১৯৩	নীতিবিরুদ্ধ প্রবারণা	২১৫
সজ্বভেদে প্রতিরোধের নিমিত্ত স্থান		ক. (৯) আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুর	
ত্যাগ	১৯৪	অনুপস্থিতি না জানিয়া কৃত	
ভ্রাম্যমাণ গৃহীর সহিত বর্ষাবাস	১৯৬	নির্দোষ প্রবারণা	২১৫
বর্ষাবাসের অযোগ্য স্থান	১৯৭	অসাধারণাবস্থায় প্রবারণা	২১৬
বর্ষাবাসের মধ্যে প্রব্রজ্যা	১৯৮	বিশেষ অবস্থায় সংক্ষিপ্ত প্রবারণা	২১৬
স্থান পরিবর্তনে দোষী এবং		অপরাধীর প্রবারণা নিষিদ্ধ	২১৯
নির্দোষী	১৯৯	প্রবারণা স্থগিত করা	২১৯
প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া		অবকাশ না করিলে স্থগিত করিবে	২১৯
ব্যতিক্রম নিষিদ্ধ	১৯৯	অন্যভাবে স্থগিত করা	২১৯
প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া		প্রবারণা স্থগিত করিবার পদ্ধতি	২২০
আবাসে গমনাগমনে অপরাধ	২০০	বাধাদানে প্রবারণা পূর্ণ করা	২২০
কখন গমনাগমন উচিত এবং অমুচিত	২০১	দণ্ডদানে প্রবারণা করা	২২১
দ্বিতীয় বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া		বস্ত বা ব্যক্তি স্থগিত করা	২২৫
গমনাগমনে দোষী-নির্দোষী	২০৩	কলহপ্রিয় হইতে রক্ষা পাইবার উপায়	২২৭

প্রবারণা স্থগিত করিবার অধিকারী	২২৯
প্রবারণার তিথি বৃদ্ধি করা	২৩০
ধ্যানাদির অমুকুলতা	২৩০
প্রবারণা বন্ধ করার পর গমনেচ্ছকের	
জ্ঞা বিশেষ বিধান	২৩১
চর্ম-স্কন্ধ	২৩৩—২৬০
উপানং সন্মুখে নিয়ম	২৩৩
শোণকোটবিশের প্রব্রজ্যা	২৩৩
কঠোর সাধনা অবিধেয়	২৩৬
অর্হস্ত বর্ণনা	২৩৮
একতলা উপানতের বিধান	২৪১
চর্মপাছকার রঙ্ এবং প্রভেদ	২৪১
বহুতলার পুরাণ চর্মপাছকা-বিধান	২৪৩
গুরুজনের সন্মুখে চর্মপাছকা ব্যবহার	
অবিধেয়	২৪৩
অবস্থা বিশেষে আরামেও চর্মপাছকা	
ব্যবহার বিধেয়	২৪৪
আরামে চর্মপাছকা, মশাল, প্রদীপ এবং	
দণ্ড রাখিবার বিধান	২৪৫
কাষ্ঠপাছকা (খড়ম) পরিধান অবিধেয়	২৪৫
নিষিদ্ধ পাছকা	২৪৬
গাভী ও গোবৎস স্পর্শ এবং ইত্যাদি করা	
অবিধেয়	২৪৯
যান, মঞ্চ এবং চৌকি সন্মুখে নিয়ম	২৫০
যান নিষিদ্ধ	২৫০
রুগ্নের জ্ঞা যানের বিধান	২৫০
বিহিত যান	২৫১

মহার্ষশয্যা নিষিদ্ধ	২৫১
সিংহাদির চর্ম নিষিদ্ধ	২৫২
প্রাণিহিংসায় প্রেরণাদান ও চর্ম ব্যবহার	
নিষিদ্ধ	২৫২
চর্মাবৃত মঞ্চাদিতে বসা যায়	২৫৩
জুতা পায়ে গ্রামে গমন নিষিদ্ধ	২৫৪
মধ্যদেশের বাহিরে বিশেষ বিধান	
	২৫৪
শোণকোটিকর্ণের প্রব্রজ্যা	২৫৪
প্রত্যন্ত দেশের জ্ঞা বিশেষ বিধান	২৫৮
ভৈষজ্য-স্কন্ধ	২৬১—৩৩২
ভৈষজ্য এবং তাহার প্রস্তুত প্রণালী	
	২৬১
পঞ্চবিধ ভৈষজ্যের বিধান	২৬১
চর্বি সংযুক্ত ভৈষজ্য	২৬৩
মূল-সংযুক্ত ভৈষজ্য	২৬৩
কষায়-সংযুক্ত ভৈষজ্য	২৬৪
পত্র-ভৈষজ্য	২৬৪
ফল-ভৈষজ্য	২৬৪
জতু-ভৈষজ্য	২৬৪
লবণের ভৈষজ্য	২৬৫
চূর্ণসংমিশ্রিত ভৈষজ্য, উদুখল, মুষল এবং	
চালনী	২৬৫
সত্ত্বঃ মাংস ও রক্তের ভৈষজ্য	২৬৬
অঞ্জন, অঞ্জনদানি, শলাকা ইত্যাদি	২৬৬
মস্তকের তৈল	২৬৮
নস্ত্র এবং নস্ত্রকরণী	২৬৯
ধূমনেত্র	২৬৯
বাতের তৈল	২৭০

তৈলে মণ্ড সংমিশ্রণ করা	২৭০.	ভোজনাবশ্যে আনীত উদ্ভেদ	
তৈল-পাত্র	২৭১	বিধান	২৮৪
স্বেদমোচন এবং শস্ত্র চিকিৎসা	২৭১	কর্মকারকের অভাবে ফল খাইবার	
স্বেদমোচন	২৭১	বিধান	২৮৭
শিকার সাহায্যে বৃক্ষ মোচন	২৭২	গুপ্তস্থানে অস্ত্রোপচার এবং মূত্রস্থলী	
পদে মালিশের তৈল এবং ভৈষজ্য	২৭৩	পীড়ন নিষিদ্ধ	২৮৭
শস্ত্র-চিকিৎসা	২৭৩	অভক্ষ্য মাংস	২৮৮
মলমের প্রলেপ	২৭৩	সুপ্রিয়া কর্তৃক স্বীয় মাংস দান	২৮৮
সর্প-চিকিৎসা	২৭৪	মনুষ্য এবং হস্তী আদির মাংস অভক্ষ্য	২২১
বিষ-চিকিৎসা	২৭৫	যবাগু এবং লাডুর বিধান	২২৩
ঘরদিল্লক রোগ-চিকিৎসা	২৭৫	একজনের নিমন্ত্রিত হইয়া অশ্রের	
ছুইগ্রহ-চিকিৎসা	২৭৫	যবাগু গ্রহণ নিষিদ্ধ	২২৬
পাণ্ডুরোগ-চিকিৎসা	২৭৫	বরিষ্ঠকাত্যায়নের গুড়ের ব্যবস্থা	২২৮
বিরেচকাদি পান	২৭৬	কৃষ্ণের জন্তু গুড় এবং সুস্থের জন্তু	
আরামে দ্রব্যাদি রাখা	২৭৬	গুড়ের জল	৩০০
পিলিন্দবৎস কর্তৃক রাজগৃহে গুহা		পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্মাণ	৩০০
প্রস্তুত করা	২৭৬	সেনাপতি সিংহের ধর্মাস্ত্র গ্রহণ	৩০৮
আরামে কর্মকারক রাখা	২৭৭	স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত জীবের মাংস	
পিলিন্দবৎসের ঋদ্ধিশক্তি	২৭৮	জাতসারে ভক্ষণ নিষিদ্ধ	৩১৪
ভৈষজ্য সপ্তাহকাল রাখিতে পারা যায়	২৭৯	সজ্জারামে দ্রব্যাদি রাখিবার	
গুড় খাইবার বিধান	২৮০	স্থান	৩১৪
মুগের বিধান	২৮০	ছুভিক্ষ সময়ের বিধান সুভিক্ষে	
বেণার মূলের বিধান	২৮১	নিষিদ্ধ	৩১৪
আরামের ভিতরে দ্রব্য রাখা, পাক করা		বিহিত স্থান (কপ্পিয় ভূমি)	৩১৫
এবং স্বয়ং পাক করিয়া আহার করা		বিধিসম্মত ভূমিতে খাদ্য পাক	
নিষেধ	২৮১	করা নিষিদ্ধ	৩১৪
ছুভিক্ষের সময় বিহারে রাখা, পাক		গোরস এবং ফলরসের বিধান	৩১৭
করা, স্বয়ং পাক করা বিহিত	২৮২	যেওক শ্রেষ্ঠী এবং তাঁহার পরিজনবর্গের	
নিভৃত অরণ্যে স্বয়ং ফলাদি		দ্রব্য বিভূতি	৩১৭
গ্রহণ করা	২৮৩	মগধরাজ বিধিসার কর্তৃক পরীক্ষা	৩১৮

পক্‌বিধ খোরস-বিধান	৩২০	নিরাশায় কঠিনের বিনাশ	৩৪১
পাণ্ডেয়ের বিধান	৩২৩	আশায় কঠিনের বিনাশ	৩৪৪
স্বর্ণ, রৌপ্য গ্রহণ নিবিদ্ধ	৩২৪	করণীয় দ্বারা কঠিন বিনাশ	৩৪৬
অষ্টবিধ পানীয় এবং সমস্ত		স্বত্ব ত্যাগ না করার কঠিনের বিনাশ	৩৪৯
ফল-রসের বিধান	৩২৪	নিরাপদ বাসে কঠিন চীবরের বিনাশ	৩৫১
রোজমলের সংকার	৩২৬	কঠিন চীবরের প্রতিবন্ধক	৩৫২
শাক এবং পিষ্টক গ্রহণে অমুক্তা	৩২৯	চীবর-সংক্র	৩৫৩-৪০৭
সুর-ভাণ্ড ধারণ নিবিদ্ধ	৩২৯	বিধিসম্মত চীবর এবং ভাণ্ডার	
সজ্জের ভূমি এবং বীজাদি সম্বন্ধে		প্রভেদ	৩৫৩
নিয়ম	৩৩০	জীবক-চরিত	৩৫৩
বিধিসম্মত এবং বিধিবিরুদ্ধ	৩৩১	নূতন বস্ত্রে প্রস্তুত চীবরের বিধান	৩৬৩
কোন সময়ে গৃহীত দ্রব্য কোন সমক		প্রাচার ব্যবহারে আদেশ	৩৬৭
পর্যন্ত বিহিত	৩৩১	কমল ব্যবহারের আদেশ	৩৬৭
কঠিন-সংক্র	৩৩৩-৩৫২	ষড়্‌বিধ চীবরের বিধান	৩৬৮
কঠিন চীবরের বিধান	৩৩৩	নূতন চীবরের সঙ্গে পাংগুকুল	৩৬৮
কঠিন চীবরের অমুক্তা দান	৩৩৩	সজ্জের কর্ম্মকারক	৩৭০
কঠিন চীবর লাভী ভিক্ষুর জন্ত		চীবর প্রতিগ্রাহক নির্বাচন	৩৭০
বিশেষ বিধান	৩৩৪	চীবর-রক্ষক নির্বাচন	৩৭১
কঠিন চীবরের প্রসারণ এবং		ভাণ্ডার গৃহ নির্ণয়	৩৭১
অপ্রসারণ	৩৩৪	ভাণ্ডারী নির্বাচন	৩৭২
কঠিন চীবর ধ্বংস	৩৩৬	সঙ্কিত চীবর ভাগ করা	৩৭২
কিভাবে কঠিন চীবরের ধ্বংস		চীবর ভাজক নির্বাচন	৩৭২
সাধিত হয় ?	৩৩৬	চীবর ভাগ করিবার নিয়ম	৩৭৩
সপ্তবিধ আদায়	৩৩৭	শ্রামণেরকে অংশ প্রদান	৩৭৩
সপ্তবিধ সমাচার	৩৩৮	চীবরের উপর কুশ নিক্ষেপ	৩৭৪
ষড়্‌বিধ আদায়	৩৩৮	চীবর রঞ্জনাতি করা	৩৭৫
ষড়্‌বিধ সমাদায়	৩৩৮	চীবর রঞ্জিত করিবার রঙ	৩৭৫
'আদায়' কঠিন বিনাশ	৩৩৯	রঙ পাক করা	৩৭৫
'সমাচার' কঠিন বিনাশ	৩৩৯	রঙ রাখিবার পাত্র	৩৭৫

চীবর শুখাইবার সামগ্রী	৩৭৬	একস্থানে বর্ষাবাস করিয়া অন্তত চীবরাংশ	
রঞ্জিত করিবার নিয়ম	৩৭৬	গ্রহণ অনুচিৎ	৩৯৪
চীবর ছেদন, সংখ্যা এবং জীর্ণ		দুই আবাসে বর্ষাবাস করিলে অর্ধেকাংশ	
সংস্কার	৩৭৭	প্রাপ্য	৩৯৬
ছিঁড়িয়া সেলাই করা চীবরের বিধান	৩৭৭	রোগীর পরিচর্যা এবং মৃতের	
চীবরের সংখ্যা	৩৭৮	দায়ভাগ	৩৯৬
অতিরিক্ত চীবর সম্বন্ধে নিয়ম	৩৭৯	রোগীর পরিচর্যায় নিয়োগ	৩৯৬
চীবরে তালি দেওয়া	৩৮০	কিরূপ রোগীর পরিচর্যা কষ্টকর	৩৯৭
বিশাখার বর	৩৮১	কিরূপ রোগীর পরিচর্যা সুখকর	৩৯৭
স্নানবস্ত্রের বিধান	৩৮৩	অযোগ্য রোগী পরিচারক	৩৯৮
দেহ, চীবর এবং আসন রক্ষা করিয়া		যোগ্য রোগী পরিচারক	৩৯৮
উপবেশন	৩৮৬	মৃত ভিক্ষু বা শ্রামণেরের দ্রব্যের মালিক	
অশ্রাণ্য বস্ত্র এবং চীবর সম্বন্ধে		সম্ব	৩৯৮
বিধান	৩৮৭	মৃতের দ্রব্যে শুশ্রূষক ভিক্ষু এবং	
বিছানার চাদর	৩৮৭	শ্রামণেরের অংশ	৪০০
কণ্ডু আচ্ছাদনের বস্ত্র	৩৮৭	চীবরের বস্ত্র এবং রঙ	৪০০
মুখ মুছিবার তোয়ালে	৩৮৮	নগ্ন থাকা অবিধেয়	৪০০
পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাসের যোগ্য	৩৮৮	কুশচীরাদি ব্যবহার অবিধেয়	৪০১
অশ্রাণ্য বস্ত্রের বিধান	৩৮৮	নীল এবং পীতাদিবর্ণের চীবর ধারণ	
বেনামাযোগ্য বস্ত্রের প্রমাণ	৩৮৯	নিষিদ্ধ	৪০২
চীবর পাতলা, কোমল আদি করিবার		অবস্থান্তর প্রাপ্ত ব্যক্তির চীবরাদি সম্বন্ধে	
নিয়ম	৩৯০	সম্ভের কর্তব্য	৪০২
বস্ত্র না কুলাইলে ত্রিচীবর ছিন্ন করিয়া		চীবরের মালিক সম্ব	৪০৩
প্রস্তুত না করা	৩৯০	চীবর দান এবং চীবর বাহক	৪০৪
মাতাপিতাকে বস্ত্র দেওয়া যায়	৩৯১	সম্ভভেদ হইলে চীবর ভাগ করার নিয়ম	৪০৪
দুই চীবরে গ্রামে গমন অনুচিৎ	৩৯১	অন্তের জন্ত প্রেরিত চীবর চীবরবাহকের	
কোন একটি চীবর রাখিয়া যাইবার		ব্যবহার করিবার বিধি	৪০৪
কারণ	৩৯১	অষ্টবিধ চীবর দান এবং তাহার	
চীবর ভাগ করা	৩৯২	ভাগ	৪০৬
সম্ভবদেখে প্রদত্ত চীবরে অধিকার	৩৯২		

চম্পেয়্য-ক্রম	৪০৮—৪৫৫	ধর্মসম্মত কর্ম	৪৩১
কর্ম ও অকর্ম	৪০৮	ধর্মবিরুদ্ধ কর্মের স্বরূপ	৪৩১
নিরপরাধীকে উৎক্রিষ্ট করা অপরাধ	৪০৮	ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম	৪৩৩
অকর্মের পার্থক্য	৪১২	তর্জনীয় কর্ম	৪৩৩
কর্মের পার্থক্য	৪১৩	নির্ঘণ কর্ম	৪৩৭
অকর্মের পার্থক্য	৪১৪	প্রব্রাজনীয় কর্ম	৪৩৮
ষড়বিধ কর্ম	৪১৫	প্রতিস্মারণীয় কর্ম	৪৩৯
ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম	৪১৫	উৎক্ষেপনীয় কর্ম	৪৩৯
বর্গ কর্ম	৪১৬		
সমগ্র কর্ম	৪১৭	শ্রায়বিরুদ্ধ দণ্ড প্রত্যাহার	৪৪২
ধর্মপ্রতিরূপ বর্গ কর্ম	৪১৭	তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার	৪৪২
ধর্মপ্রতিরূপ সমগ্র কর্ম	৪১৮	নির্ঘণকর্ম প্রত্যাহার	৪৪৬
ধর্মসম্মত সমগ্র কর্ম	৪১৯	প্রব্রাজনীয়কর্ম প্রত্যাহার	৪৪৭
পাঁচপ্রকার সজ্ব এবং তাহার		প্রতিস্মারণীয়কর্ম প্রত্যাহার	৪৪৭
অধিকার	৪১৯	উৎক্ষেপনীয়কর্ম প্রত্যাহার	৪৪৭
বর্গ (কোরাম্) দ্বারা সজ্জের পার্থক্য	৪১৯	শ্রায়বিরুদ্ধ দণ্ড-সংশোধন	৪৪৮
অশ্রায়ভাবে বর্গ (কোরাম্) পূর্ণ করা	৪২০	তর্জনীয়কর্ম-সংশোধন	৪৪৮
সজ্বসভায় কাহার বাধাদান গ্রাহ্য এবং		নির্ঘণকর্ম-সংশোধন	৪৪৯
অগ্রাহ্য ?	৪২২	প্রব্রাজনীয়কর্ম-সংশোধন	৪৪৯
শ্রায়সম্মত এবং শ্রায়বিরুদ্ধ বহিষ্করণ	৪২২	প্রতিস্মারণীয়কর্ম-সংশোধন	৪৫০
প্রবেশাধিকার দানের যোগ্য এবং		উৎক্ষেপনীয়কর্ম-সংশোধন	৪৫০
অযোগ্য ব্যক্তি	৪২৩		
ধর্মবিরুদ্ধ উৎক্ষেপনীয় কর্ম	৪২৪	শ্রায়বিরুদ্ধ দণ্ড প্রত্যাহার-সংশোধন	৪৫১
ধর্মসম্মত উৎক্ষেপনীয় কর্ম	৪২৬		
কোনটি ধর্মসম্মত এবং কোনটি		তর্জনীয়কর্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন	৪৫১
ধর্মবিরুদ্ধ	৪২৮	নির্ঘণকর্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন	৪৫২
ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম	৪২৮	প্রব্রাজনীয়কর্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন	৪৫২
ধর্মসম্মত কর্ম	৪২৯	প্রতিস্মারণীয়কর্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন	৪৫৩
ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম	৪৩০	উৎক্ষেপনীয়কর্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন	৪৫৩

কৌশালী-স্কন্ধ ৪৫৬—৪৮৪	নির্জনবাসে আনন্দ	৪৭৪	
ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে কলহ	৪৫৬	অধর্মবাদী এবং ধর্মবাদী	৪৭৬
কলহের উৎপত্তি	৪৫৬	অধর্মবাদীর পরিচয়	৪৭৭
উৎক্লিপ্তকগণকে উপদেশ	৪৫৭	ধর্মবাদীর পরিচয়	৪৭৭
উৎক্লিপ্তানুবর্তীগণকে উপদেশ	৪৬০	সঙ্ঘ-সম্মেলন	৪৭৯
সীমার অভ্যন্তরে এবং বাহিরে উপোষণ		সঙ্ঘ-সম্মেলন-প্রণালী	৪৮১
করা	৪৬০	স্বায়ংবিরুদ্ধ সঙ্ঘ-সম্মেলন	২৮৪
কলহবশত স্বায়ংবিরুদ্ধ কাণ্ডিক, বাচনিক		নিয়মানুগ সঙ্ঘ-সম্মেলন	৪৮২
কার্য করা অনুচিত	৪৬২	দ্বিবিধ সঙ্ঘ-সম্মেলন	৪৮২
কলহকারিগণের জেদ	৪৬২	উপযুক্ত বিনয়ধরের প্রসংসা	৪৮৩
দীর্ঘায়ুর কথা	৪৬৩	নাম-সূচী	৪৮৫
ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিত্যাগ	৪৭০	শব্দ-সূচী	৪৯০

মহাবর্গ

1

বিনয়-পিটক

মহাবর্গ

=নমো তস্ম=

১—মহাস্কন্ধ'

শুদ্ধভ্রমলাভ ও প্রথম যাত্রা

[স্থান—উরুবেলা]

(১) বোধি-কথা

তখন বুদ্ধ ভগবান সবে মাত্র বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া উরুবেলায়^২ অবস্থান করিতেছিলেন, নৈরঞ্জনা নদী-তীরে বোধিবৃক্ষ-মূলে^৩। অনন্তর ভগবান বোধি-তরুমূলে সপ্তাহকাল একাসনে ধ্যানপদ্মাসনে বিমুক্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। ভগবান রাত্রির প্রথম-যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অধুলোম-প্রতিলোম ভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধ বশে, স্বমনে আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করিলেন :—

অবিজ্ঞা-প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হইতে নামরূপ, নামরূপ-প্রত্যয় হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন-প্রত্যয় হইতে স্পর্শ, স্পর্শ-প্রত্যয় হইতে বেদনা, বেদনা-প্রত্যয় হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা-প্রত্যয় হইতে উপাদান, উপাদান-প্রত্যয়

১. তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত মূল সর্বাশ্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিনয়-বস্তুতে ইহা প্রব্রজ্যা-বস্তু নামে অভিহিত। ২. উরুবেলা অর্থে মহাবেলা, বৃহৎ বালুকারাশি অথবা উরু অর্থ বালুকা, বেলা অর্থ মধ্যাহ্ন (সীমা), বেলাতিক্রম করিয়া ভূপাকার উরু (বালুকা)। অতীতকালে বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে দশ-সহস্র কুলপুত্র-তাপস প্রব্রজ্যাবলম্বন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতেন। এক দিবস তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া একপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন : 'কারিক এবং বাচনিক অপরাধ সকলের গোচরীভূত হইবে ; কিন্তু মানসিক অপরাধ অপরের নিকট ছুজের। যিনি কাম-বিতর্ক (কাম বিষয়ে চিন্তা), ব্যাপাদ-বিতর্ক (পরের অহিত কামনা) এবং বিহিংসা-বিতর্ক (পরপীড়নেচ্ছা) চিন্তা করিবেন তিনি নিজেকে নিজে দিকার দিয়া পাত্রে করিয়া বালুকা আহরণ করিয়া এইস্থানে আকীর্ণ করুন। ইহা তাঁহার পক্ষে দণ্ডকর্ম (শাস্তি) হইবে।' সেই হইতে বাহাদের মনে তাদৃশ বিতর্ক জাগিত তাঁহারা তথায় পাত্রে করিয়া বালুকা আকীর্ণ করিতেন। একপে তথায় ক্রমে ক্রমে প্রভূত বালুকারাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। পরে জন-সাধারণ তাহা চৈতন্যস্থানে পরিণত করিয়াছিলেন। কালক্রমে এইস্থান উরুবেলা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।—সম-পাসা। ৩. বোধি অর্থ চতুর্মার্গ সম্বন্ধে জ্ঞান। ভগবান বুদ্ধ ঐ বৃক্ষমূলে বোধি-জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা বোধিবৃক্ষ নামে অভিহিত হইবে।—সম-পাসা।

হইতে ভব, ভব-প্রত্যয় হইতে জন্ম, জন্ম-প্রত্যয় হইতে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, ছঃখ, দৌর্মনশ্র ও নৈরাশ্র উৎপন্ন হয়। এইরূপে সমগ্র ছঃখস্বক্কের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

নিঃশেষে সেই অবিষ্কার নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, নামরূপ-নিরোধে ষড়ায়তন-নিরোধ, ষড়ায়তন-নিরোধে স্পর্শ-নিরোধ, স্পর্শ-নিরোধে বেদনা-নিরোধ, বেদনা-নিরোধে তৃষ্ণা-নিরোধ, তৃষ্ণা-নিরোধে উপাদান-নিরোধ, উপাদান-নিরোধে ভব-নিরোধ, ভব-নিরোধে জন্ম-নিরোধ, জন্ম-নিরোধে জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন, ছঃখ, দৌর্মনশ্র ও নৈরাশ্রের নিরোধ হয়। এইরূপে সমগ্র ছঃখস্বক্কের নিরোধ হয়।

এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া ভগবান সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

“সমুদিত যবে ধর্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
দূরে যায় সর্ব শঙ্কা,—সকল সংশয়,
জানে যাহে হেতু-বশে ধর্ম-সমুদয়।”

ভগবান পুনরায় রাত্রির মধ্যম যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অনুলোম-প্রতিলোম ভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধ বশে, স্বমনে আত্মপূর্বিক পর্যালোচনা করিলেন :—

অবিষ্কা-প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হইতে নামরূপ ইত্যাদি।—এইরূপে সমগ্র ছঃখস্বক্কের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

নিঃশেষে সেই অবিষ্কার নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ, ইত্যাদি।—এইরূপে সমগ্র ছঃখস্বক্কের নিরোধ হয়।

এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া ভগবান সেই শুভক্ষণে আবেগ পূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

“সমুদিত যবে ধর্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
দূরে যায় সর্ব শঙ্কা,—সকল সংশয়,
জানে যাহে হেতু-কয়ে প্রত্যয়ের ক্ষয়।”

ভগবান পুনরায় রাত্রির শেষ যামে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অনুলোম-প্রতিলোম ভাবে, উৎপত্তি ও নিরোধ বশে, স্বমনে আত্মপূর্বিক পর্যালোচনা করিলেন :—

অবিষ্কা-প্রত্যয় হইতে সংস্কার, সংস্কার-প্রত্যয় হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-প্রত্যয় হইতে নামরূপ ইত্যাদি।—এইরূপে সমগ্র ছঃখস্বক্কের সমুদয় (উৎপত্তি) হয়।

নিঃশেষে সেই অবিচার নিরোধে সংস্কার-নিরোধ, সংস্কার-নিরোধে বিজ্ঞান-নিরোধ, বিজ্ঞান-নিরোধে নামরূপ-নিরোধ ইত্যাদি।—এইরূপেই সমগ্র হৃৎস্বক্কের নিরোধ হয়।

এই তস্বার্থ বিদিত হইয়া ভগবান সেই শুভক্ৰমে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

“সমুদিত যবে ধর্ম জ্ঞানের বিষয়,
বীর্যবান, ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়,
রহে বীর মারসৈন্ত বিধ্বস্ত করিয়া,
অংশুমালী যথা অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিয়া।”

বোধি-কথা সমাপ্ত ১১

(২) অজপাল-কথা

ভগবান সপ্তাহ গতে সেই সমাধি হইতে উঠিয়া অজপাল-স্ত্রোগ্রোধ তরু-মূলে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানেও সপ্তাহকাল একাসনে, ধ্যানপদ্মাসনে, বিমুক্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। তখন ‘হৃৎস্বক্ক’ জাতীয়^৩ জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া তিনি প্রীত্যালাপচ্ছলে ভগবানের সহিত কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে কহিলেন :—

“হে গৌতম ! কিসে ব্রাহ্মণ হয়, ব্রাহ্মণ-করণীয় ধর্ম কি-কি ?”

ভগবান ইহা বিদিত হইয়া সেই শুভক্ৰমে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

“বাহিত সকল পাপ ব্রাহ্মণ সে জন,
নাহি ‘হৃৎস্বক্ক’ মুখে, সংযত জীবন,
নিষ্কাম, নাহি মল, স্বভাব নির্মল,
বেদান্তগ, ব্রহ্মচর্য হয়েছে সফল,
স্ত্রায় ধর্মে ব্রহ্মবাদ বলে সে ব্রাহ্মণ,
জগতে কোথাও যার নাহিক স্থলন।”

অজপাল স্ত্রোগ্রোধ-কথা সমাপ্ত ১২

১. ভগবান বৈশাখী পূর্ণিমা রজনীর প্রথম ঘাসে পূর্বনিবাসানুস্মৃতি (জাতিস্মরণ) জ্ঞান লাভ করিলেন, মধ্যমঘাসে দিব্যনেত্র লাভ করিলেন এবং অন্তিমঘাসে প্রতীত্যসমুৎপাদ-তত্ত্ব অনুলোম প্রতিলোমভাবে স্বমনে আনুপূর্বিক পর্ব্যালোচনা করিয়া অরুণোদয়ের সময় সম্যক সঘোষি (সর্বজ্ঞতা) লাভ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অরুণোদয় হইল। ভগবান সেই দিবস সেই আসনেই অতিবাহিত করিয়া প্রতিপদ রাত্রির ত্রিবিধঘাসে এরূপ পর্ব্যালোচনা করিয়া আবেগপূর্ণ এই উদান গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ২. এই স্ত্রোগ্রোধ তরু-হারার অজপালকরণ বিজ্ঞান করিত বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল অজপাল স্ত্রোগ্রোধ। ৩. তিনি অহঙ্কার এবং জ্যোৎস্বক্ক হৃৎস্বক্ক রব করিয়া বিচরণ করিতেন। এই হেতু সাধারণ্যে তিনি ‘হৃৎস্বক্ক’ জাতীয় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।—স্ব-পাস।

(৩) মুচলিন্দ-কথা

ভগবান সপ্তাহ গতে সেই সমাধি হইতে উঠিয়া ‘মুচলিন্দ’^১ তরু-মূলে উপস্থিত হইলেন এবং তথায়ও সপ্তাহকাল একাসনে, ধ্যানপদ্মাসনে, বিমুক্তিসুখ অমুভব করিতেছিলেন। সেই সময় মহা অকালমেঘ উথিত হইল। সপ্তাহ ব্যাপিয়া বৃষ্টি-বাদল, শীতল হাওয়া ও ছুর্দিন^২। মুচলিন্দ (মুচকুন্দ) নাগরাজ স্বীয় ভবন হইতে বাহির হইলেন। ভগবানের দেহ স্বীয় সপ্ত দেহকুণ্ডলে বেষ্টিত করিয়া, ভগবানের শিরোপরি ফণা বিস্তৃত করিয়া রহিলেন,—উদ্দেশ্য যাহাতে ভগবান শীতোষ্ণক্লিষ্ট অথবা দংশ, মশক, বাঁতাতপ ও সরীসৃপ দ্বারা স্পৃষ্ট না হন। সপ্তাহ গতে মুচলিন্দ নাগরাজ আকাশ মেঘ-মুক্ত দেখিয়া, ভগবানের দেহ হইতে স্বীয় দেহবেষ্টন অপসারিত করিয়া, নাগবেশ পরিহার পূর্বক মানবরূপ ধারণ করিয়া ভগবানের পুরোভাগে কৃতাজলি হইয়া ভগবানকে প্রণতি জ্ঞাপনের ভাবে দাঁড়াইলেন। ভগবান তাহা বিদিত হইয়া সেই শুভক্ষণে আবেগপূর্ণ এই উদান-গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

“বিবেক-বৈরাগ্য সুখে তুষ্ট যার মন,
বহুশ্রুত ধর্ম্মে, লভে জ্ঞান-দরশন।
অহিংসা অক্রোধ সুখ, হিংসায় সংঘম,
বিশ্বে বিরাগতা সুখ, কাম-অতিক্রম।
‘অস্মি’, ‘আছি’, ‘আমি’, এই মান-অতিমান,
অস্মিতার জয়ে সুখ পরম মহান্।”

মুচলিন্দ-কথা সমাপ্ত ৷৩

(৪) রাজায়তন-কথা

সপ্তাহ গতে ভগবান সেই সমাধি হইতে উঠিয়া মুচলিন্দ-মূল হইতে রাজায়তন-মূলে উপস্থিত হইলেন এবং সেই স্থানেও সপ্তাহকাল একাসনে ধ্যানপদ্মাসনে বিমুক্তি-সুখ অমুভব করিতেছিলেন। তখন ত্রপুত্র ও ভল্লিক নামে দুই জন বণিক উৎকল হইতে সেই স্থান দিয়া দীর্ঘপথ পর্য্যটন করিতেছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞাতি-সলোহিত দেবতা তাঁহাদিগকে কহিলেন, “মারিষ, ভগবান বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া রাজায়তন-মূলে অবস্থান করিতেছেন। আপনারা তাঁহাকে ‘মহু’^৩ ও ‘মধুপিণ্ড’^৪ দানে পূজা করুন। তাহা আপনাদের দীর্ঘকাল

১. সংস্কৃতে মুচকুন্দ। ২. গ্রীষ্মঋতুর অন্তিমমাসে এই মেঘের সঞ্চার হইয়াছিল। এই সময়ের বৃষ্টি সপ্তাহ পর্য্যন্ত অবিরল ধারায় ববিত হইয়াছিল। এই সপ্তাহব্যাপী বৃষ্টি-জল মিশ্রিত শীতল বায়ু চতুর্দিকে প্রসারিত হওয়ার ছুর্দিন নামে উক্ত হইয়াছে।—সম-পাসা।

৩. শকু (ভাঙ্গা যব ও ছোলা প্রভৃতির গুঁড়া)। ৪. চর্বি, মধু ও শুভ্র সংমিশ্রিত শকুর গাড়া।

হিত ও সুখের কারণ হইবে।” অনন্তর তাঁহারা ‘মহু’ ও ‘মধুপিণ্ড’ হস্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহারা ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আপনি আমাদের ‘মহু’ ও ‘মধুপিণ্ড’ গ্রহণ করুন, যেন ইহা আমাদের দীর্ঘকাল হিত ও সুখের কারণ হয়।”

ভগবান ভাবিলেন—“তথাগত স্বহস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করেন না; আমি ‘মহু’ ও ‘মধুপিণ্ড’ কিসে গ্রহণ করিব?” তখন চারি লোকপাল মহারাজা স্বচিন্তে ভগবানের চিত্ত-পরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া চতুর্দিক হইতে চারিটি শিলাপাত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত করিয়া কহিলেন :—“প্রভো! ইহাতে ‘মহু’ ও ‘মধুপিণ্ড’ গ্রহণ করুন।”

ভগবান সেই মহার্ঘ শিলাপাত্রের প্রত্যেকটিতে ‘মহু’ ও ‘মধুপিণ্ড’ গ্রহণ করিয়া ভোজন করিলেন। বণিকদ্বয় ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আমরা উভয়ে ভগবানের শরণাগত এবং তদুপদিষ্ট ধর্মের শরণাগত হইতেছি, ভগবান আমাদের আজ হইতে আমরণ শরণাগত উপাসক বলিয়া অবধারণ করুন।”

তাঁহারা জগতে সর্বপ্রথম দ্বিবাচিক উপাসক হইয়াছিলেন^২।

রাজায়তন-কথা সমাপ্ত ॥৪

(৫) ব্রহ্মার যাত্রা-কথা

তদনন্তর সপ্তাহগতে ভগবান সমাধি হইতে উঠিয়া রাজায়তন-মূল হইতে পুনরায় অজপাল-শ্রোগ্রোধ তরু-মূলে গমন করিলেন। তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। নিভৃতে ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় তাঁহার মনে এই বিতর্ক উৎপন্ন হইল :—“আমি গন্তীর, হৃদর্শ (হুরধিগম্য), ছরনুবোধ্য, শাস্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ, পণ্ডিত-বেদনীয় ধর্ম আয়ত্ত

১. ভগবানের অধিষ্ঠান প্রভাবে চারিটি পাত্রই একটিতে পরিণত হইয়াছিল।—সম-পাসা।

২. ভগবান এই ভাবে প্রতিপদ (বৈশাখী পূর্ণিমার দ্বিতীয় দিবস) রাত্রিতে স্বমনে পর্য্যালোচনা করিয়া (১) বোধিবৃক্ষের নীচে সপ্তাহকাল একাসনে উপবিষ্ট রহিলেন। অষ্টম দিবসে সমাধি হইতে উঠিয়া (২) বজ্রাসনের কিঞ্চিৎ পূর্বোত্তর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া বজ্রাসন এবং বোধিবৃক্ষের দিকে অনিমেঘ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানের নাম হইল অনিমেঘচৈত্যা। পুনরায় (৩) বজ্রাসন এবং স্থিত (অনিমেঘচৈতোর) স্থানের মধ্যস্থলে পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত রত্নচক্রমে (রত্নময় পাদচারণের-স্থানে) পাদচারণ করিয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানের নাম হইল রত্ন-চক্রমচৈত্যা। উহার পশ্চিমাংশে দেবগণ কর্তৃক নির্মিত (৪) রত্নঘরে একাসনে বসিয়া স্বমনে অভিধর্ম পর্য্যালোচনা করিয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। এই স্থানের নাম হইল রত্নঘরচৈত্যা। ভগবান এই ভাবে বোধিবৃক্ষের পার্শ্বে চারি সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। পঞ্চম সপ্তাহে বোধিবৃক্ষের পূর্বাংশে অবস্থিত (৫) অজপাল-শ্রোগ্রোধ তরু-মূলে গমন করিয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন। অতঃপর মহাবোধির পূর্বকোণায় অবস্থিত (৬) মুচলিন তরু-মূলে যাইয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া (৭) সেই মুচলিন বৃক্ষ-মূলের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত রাজায়তন বৃক্ষ-মূলে যাইয়া সপ্তাহ অতিবাহিত করিলেন।—সম-পাসা।

করিয়াছি। জন সাধারণ আলয়ারাম, আলয়রত, আলয়সম্বোধিত^১। তাহাদের পক্ষে হৈদপ্রত্যয়তা প্রতীত্য-সমুৎপাদ, এই তত্ত্বহান দর্শন করা হুফর। তাহাদের পক্ষে সর্বসংস্কার-শমধ, সর্বউপাধি-মুক্ত, তৃষ্ণাক্রয়, রাগবিহীনতা, এই তত্ত্বহান দর্শন করা আরও হুফর। যদি আমি ধর্ম উপদেশ করি এবং অপরে তাহা বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে তাহা আমার পক্ষে ক্লেশ ও বিরক্তির কারণ হইবে।” তখন তাঁহার মুখ হইতে অশ্রুতপূর্ব্ব এই আশ্চর্য্য গাথাগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল :—

“কষ্টে যাহা অধিগত প্রকাশে কি কাজ,
রাগ-দেষ-পরায়ণ মানব-সমাজ।
রাগদেষ-অভিভূত, অজ্ঞান, অবোধ,
এই ধর্ম তাহাদের নহে সুখ-বোধ।
শ্রোত-প্রতিকূলগামী নিপুণ, গভীর,—
হুরদশ, অতি সূক্ষ্ম, ধর্ম সূগভীর।
কেমনে দেখিবে তাহা রাগাসক্ত জন,
তমস্কন্ধে, অন্ধকারে আবৃত নয়ন।”

এই চিন্তা করিয়া ভগবান অনৌৎসুক্যের প্রতি তাঁহার চিত্ত নমিত করিলেন, ধর্ম-দেশনার প্রতি নহে। তখন ‘সহস্পতি’ ব্রহ্মা স্বচিন্তে ভগবানের চিত্ত-পরিবিতর্ক জানিয়া বলিয়া উঠিলেন—“অহো! বিশ্ব যে নাশ হইয়া যাইবে! অহো! জগৎ যে বিনষ্ট হইয়া যাইবে!! তথাগত অর্হৎ সম্যক্ সঙ্ঘুদ্ধের চিত্ত যে ধর্ম-প্রচারের পরিবর্তে অনৌৎসুক্যের প্রতি নমিত হইল!”

ইহা ভাবিয়া ‘সহস্পতি’^২ (সো’হস্পতি, সো’হং স্বামী) ব্রহ্মা যেমন কোন বলবান পুরুষ সঙ্ঘুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্ঘুচিত করে তেমনই ভাবে ব্রহ্মলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়া ভগবানের সঙ্ঘুখে আবিভূত হইলেন এবং উত্তরীয় একাংসে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ জাম্বুয়ণ্ডলে ভূমি স্পর্শ করিয়া এবং কৃতান্তলি হইয়া ভগবানকে কহিলেন :—

“প্রভু তথাগত! আপনি ধর্ম উপদেশ করুন; সূগত! আপনি ধর্ম উপদেশ করুন। স্বল্পরজ:-জাতীয় জীব আছে, যাহারা ধর্ম শ্রবণ করিতে না পারিলে অধঃপতিত হইবে। ধর্মের রসগ্রাহী শ্রোতা অবশুই মিলিবে।” [ব্রহ্মা সোহস্পতি এইভাবে তিনবার যাক্ষা করিলেন, ভগবান তিনবার প্রত্যাখ্যান করিলেন] ব্রহ্মা সোহস্পতি পুনঃ ইহা বলিলেন। ইহা বলিয়া অতঃপর গাথার প্রকাশ করিলেন :—

১. রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চকামভোগে রমিত, নিরত এবং প্রমুদিত।
২. ‘সন্ন্যাসের লোপং’ সূত্রানুসারে সো + অহং হলে স্বরবর্ণ পরে থাকিতে পূর্ব্ব স্বর লোপ পাইয়া ‘সহং’ হইয়াছে। পতি শব্দের অর্থ স্বামী।

“উদিত মগধে পূর্বে ধরমু সমল,
 নহে স্ফুটিত তাহা, শুদ্ধ নিরমল ।
 উদ্বাটিত এবে জান অমৃতের দ্বার,
 জন্ম-জরা-মৃত্যু হ’তে করিতে উদ্ধার ।
 সমুদিত ধর্ম হেথা শুদ্ধ স্ফুটমল,
 স্ফুটিত, গুণ তাহা, শুদ্ধ নিরমল ।
 শৈলে স্থিত যথা কেহ দেখে জনতারে—
 পর্বত-শিখর হ’তে নিম্নে চারি ধারে—
 সেইরূপ, হে স্ফুমেধ ! করি আরোহণ
 ধর্মময় প্রাসাদেতে কর বিলোকন
 সর্বদশি ! বীতশোক ! শোকাকুল জনে
 হের তুমি, চারিধারে রয়েছে কেমনে ।
 জন্ম-জরা-অভিভূত করিছে ক্রন্দন,
 অজ্ঞাতে অজরে তুমি পেয়েছ দর্শন ।
 উঠ বীর ! জয়ী তুমি, বিজিত সংগ্রাম,
 ধ্বংসহীন সার্থবাহ তুমি গুণধাম ।
 বিচরণ কর লোকে তুমি ভগবান,
 উপদেশ কর ধর্ম তব স্মহান্,
 অবশ্য মিলিবে শ্রোতা বহু জ্ঞানবান,
 বুঝিতে পারিবে ধর্ম, হ’বে আশ্রয়ান ।”

অনন্তর ভগবান ব্রহ্মার মনোভাব বিদিত হইয়া সর্ব সত্ত্বের প্রতি কারুণ্য বশত বুদ্ধনেত্রে বিশ্ব বিলোকন করিতে গিয়া দেখিতে পারিলেন জীবের মধ্যে কেহ কেহ স্বল্পরজঃ, কেহ কেহ মহারজঃ, কেহ বা তীক্ষ্ণেন্দ্রিয়, কেহ বা মৃদু-ইন্দ্রিয়, কেহ বা স্ফুটাকার বিশিষ্ট, কেহ বা কদাকার, কেহ বা স্ফুটবোধ, কেহ বা অবোধ, কেহ কেহ পরলোক ও পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে, কেহ বা পরলোক ও পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে না । যেমন উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীকের মধ্যে কোন কোন উৎপল, পদ্ম অথবা পুণ্ডরীক জলে উৎপন্ন হইয়া, জলে সংবর্দ্ধিত হইয়া, জলাভ্যন্তরেই পোষিত হয় ; কোন কোনটা জলে উৎপন্ন ও সংবর্দ্ধিত হইয়া জল-সীমায় স্থিত থাকে । আবার কোন কোনটা জলে উৎপন্ন ও সংবর্দ্ধিত হইয়া, জল হইতে অভ্যুত্থিত হইয়া, জলের সহিত মিশ্র না হইয়াই অবস্থিত থাকে, তেমনই ভাবে ভগবান বুদ্ধ বিশ্ব বিলোকন করিয়া দেখিতে পারিলেন—জীবগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বল্পরজঃ, কেহ কেহ মহারজঃ,

কেহ বা তীক্ষ্ণপ্রিয়, কেহ বা মৃদু-ইন্দ্রিয়, কেহ বা স্ত্রীআকারবিশিষ্ট, কেহ বা কদাকার, কেহ বা সুবোধ, কেহ বা অবোধ, কেহ কেহ পরলোক ও পাপভয়দর্শী হইয়া অবস্থান করিতেছে, কেহ বা পরলোক ও পাপভয়দর্শী নহে। তাহা দেখিয়া ভগবান 'সহস্রপতি' ব্রহ্মাকে গাথাযোগে কহিলেন :—

“উন্মাত্তিত জান তবে অমৃতের দ্বার,
জন্ম-জরা-মৃত্যু হ'তে করিতে উদ্ধার।
শ্রোতা যারা, শুনিবারে ব্যাকুল যাহারা,
শ্রদ্ধা প্রকাশিয়া ধর্ম শুনুক তাহারা।
কষ্ট জানি করি নাই, ব্রহ্মা ! অস্বীকার
প্রচারিতে ধর্ম যাহা অভ্যস্ত আমার,—
বিশ্বের মনুজ-মাঝে করিতে প্রচার,
ধর্ম সুপ্রণীত যাহা অমৃতের দ্বার।”

ব্রহ্মার যাজ্ঞিক-কথা সমাপ্ত ॥ ৫

‘ভগবান ধর্ম প্রচার করিবেন বলিয়া আমাকে সম্মতি দিতেছেন’ জানিয়া ব্রহ্মা সহস্রপতি ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

(৬) ধর্মচক্র প্রবর্তন

ভগবানের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—“আমি সর্বপ্রথম কাহার নিকট এই ধর্ম উপদেশ করিব, কে-ই বা তাহা বুঝিতে পারিবে ?” পরক্ষণে তাঁহার মনে হইল, “কেন আরাড় কালাম ত দক্ষ, মেধাবী, সুপণ্ডিত, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সাধনায় রত এবং তাঁহার স্বভাব নির্মল। অতএব আমি সর্বপ্রথম তাঁহারই নিকট ধর্ম উপদেশ করিব, তিনি নিশ্চয় তাহা সত্ত্বর বুঝিতে পারিবেন।”

তখন নেপথ্যে জনৈক দেবতা ভগবানকে জানাইলেন—“প্রভো ! সপ্তাহকাল হইল আরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।” ভগবানেরও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল,— “সপ্তাহ পূর্বে আরাড় কালাম দেহত্যাগ করিয়াছেন।” ভগবানের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল, “আরাড় কালাম মহাজ্ঞানী ছিলেন বটে ; যদি তিনি এই ধর্ম প্রবণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহা সত্ত্বর বুঝিতে পারিতেন।” অতঃপর তাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল, “আমি কাহার নিকট সর্বপ্রথম এই ধর্ম উপদেশ করিব, কে এই ধর্ম সত্ত্বর বুঝিতে পারিবে ?” তখন তাঁহার মনে হইল, “রুদ্রক রামগুত্র ত দক্ষ,

মেধাবী, সুপণ্ডিত, দীর্ঘকাল সাধনায় রত এবং স্বভাবে নিৰ্মল। অতএব আমি ঠাঁহাবই নিকট সৰ্ব্বপ্রথম ধৰ্ম উপদেশ করিব, তিনি এই ধৰ্ম সত্বর বুঝিতে পারিবেন।” তখন নেপথ্যে জনৈক দেবতা ঠাঁহাকে জানাইলেন, “প্রভো! গতরাত্রে রুদ্রক রামপুত্র কালগত হইয়াছেন।” ভগবানেবও জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হইল, “সত্যই রুদ্রক রামপুত্র গতরাত্রে কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন।” তখন ঠাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল, “রুদ্রক রামপুত্র মহাজ্ঞানী ছিলেন। যদি তিনি এই ধৰ্ম শ্রবণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি ইহা সত্বর বুঝিতে পারিতেন।”

পুনরায় ঠাঁহার মনে হইল,—“আমি কাহাব নিকট সৰ্ব্বপ্রথম ধৰ্ম উপদেশ করিব, কে-ই বা এই ধৰ্ম সত্বর বুঝিতে পারিবে?” তখন ঠাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল,—“পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আমার বহু-উপকাৰী। যখন আমি সাধনা-তৎপর ছিলাম তখন তাহাবা নিকটে উপস্থিত থাকিয়া আমাব পরিচর্যা করিয়াছিল; আমি সৰ্ব্বপ্রথম তাহাদেব নিকট ধৰ্ম উপদেশ করিব।” অতঃপর ঠাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল,—“এখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ কোথায় অবস্থান করিতেছে?” ভগবান দিব্য-নেত্রে, বিশুদ্ধ ও লোকাতীত দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ বাবাণসীর সন্নিকটে ঋষিপত্তন-মৃগদাবে অবস্থান করিতেছে।

ভগবান উকবেলায় যথাক্রমে অবস্থান করিয়া বাবাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। উপক নামক আজীবক দেখিতে পাইল যে ভগবান দীর্ঘপথযাত্রী হইয়া গয়া ও বোধিফলমের মধ্যবর্তী স্থানে উপনীত হইয়াছেন। ভগবানকে দেখিয়া উপক কহিল—“এই যে দেখিতেছি তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সুবিমল হইয়াছে, তোমাব দেহকান্তি যে পরিশুদ্ধ এবং সুপরিষ্কৃত হইয়াছে! বন্ধো! তুমি কাহাব উদ্দেশে প্রব্রজিত হইয়াছ? কে বা তোমার শাস্তা? কোন্ ধৰ্মেই বা তোমার রুচি?” তদন্তবে ভগবান উপক আজীবককে গাথাযোগে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—

“সকলেব (বিত্ত) আমি, সৰ্ববিদ্ হযেছি এখন,
কোন ধৰ্মে নহি লিপ্ত, ছিন্ন মম সকল বন্ধন।
সৰ্বগ্রহ সৰ্বত্যাগী, তৃষ্ণাক্রমে বিমুক্ত-মানস,
নিজ অভিজ্ঞায় যদি সিদ্ধ আমি পূবিত-মানস।
কল তবে আজীবক! কারে আমি করিব উদ্দেশ,
স্বয়ম্ হইয়া নিজে গুরুরূপে করিব নির্দেশ?
আচার্য্য নাহিক মোর, নাহি গুরু, নাহি উপাধ্যায়,
সব্বশ যে কেহ নাই, প্রতিদ্বন্দ্বী মম এ ধরায়।

আব্রহামভুবন-মাকে কোথা আছে হেন কোন জন,
প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী, যুঝিবারে লোকাভীত রণ !
অর্হৎ আমি যে বিশ্বে, আমি হই শাস্তা অন্তর,
সম্যক্ সম্বন্ধ আমি, শীতিভূত, নিবৃত্ত অন্তর ।
ধর্মচক্র প্রবর্তিতে চলিয়াছি কাশীর নগর,
অন্ধবিশ্বে বাজাইয়া অমৃতদুন্দুভি নিরন্তর ।”

“বন্ধো ! তুমি যেভাবে তোমার পরিচয় দিতেছ তাহাতে তুমি কি অনন্তজিন
হইবার যোগ্য ?”

ভগবান বলিলেন :—

“জিন যারা জয়ী তাঁরা, জিত-অরি যারা রিপুঞ্জয়,
মাদৃশ যে জিন তাঁরা, সিদ্ধ,—করি আসবের ক্ষয় ।
আছে যত পাপ ধর্ম, সব আমি করিয়াছি জয়,
তাইত, উপক ! তোমা দিই আমি জিন-পরিচয় ।”

ভগবান একথা বলিলে ‘বন্ধো ! তাহা হইবে’ বলিয়া উপক আজীবক মাথা নাড়িয়া
উন্মার্গ অবলম্বনে প্রশ্নান করিল !

[স্থান—বারাণসী]

ভগবান ক্রমাগত পর্যটন করিতে করিতে বারাণসী-সন্নিকটস্থে ঋষিপত্তন-মৃগদাবে
উপনীত হইলেন যেখানে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ অবস্থান করিতেছিলেন । পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ
দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে ভগবান আসিতেছেন । তিনি আসিতেছেন দেখিয়া
তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করিয়া রাখিলেন—“এই যে দ্রব্যবহুল, সাধনালব্ধ,
বাহুল্যে প্রবৃত্ত শ্রমণ গৌতম আসিতেছেন ! তাঁহাকে অভিবাদন করা হইবে না, তাঁহার
সম্মানার্থ গাত্রোত্থান করা হইবে না এবং তাঁহার সর্ধর্কনা করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে
পাত্র-চীবর গ্রহণ করা হইবে না, কেবলমাত্র আসন প্রস্তুত করিয়া রাখা হইবে । যদি
তিনি ইচ্ছা করেন তবে তাহাতে উপবেশন করিতে পারিবেন ।”

কিন্তু যেহেতু ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের নিকটবর্তী হইলেন তখন তাঁহারা
কেহ স্ব-স্ব প্রতিজ্ঞা বজায় রাখিতে সমর্থ হইলেন না । তাঁহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে
অসমর্থ হইয়া, ভগবানের দিকে অগ্রসর হইয়া একজন তাঁহার পাত্র-চীবর গ্রহণ করিলেন,
একজন আসন নির্দিষ্ট করিয়া রাখিলেন, একজন পাদোদক, পাদপীঠ ও পিড়ি প্রস্তুত
করিয়া রাখিলেন । ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । উপবেশন করিয়া
ভগবান পাদ প্রক্ষালন করিলেন । তখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানকে স্বনামে বহু

মহাস্কন্ধ

সম্বোধন করিয়া তাঁহার সহিত দোসরভাবে আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে কহিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! স্বনামে বন্ধু সম্বোধন করিয়া তথাগতের সহিত আচরণ করিও না। তিনি যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ! হে ভিক্ষুগণ! অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্ম উপদেশ করিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেইজন্ম কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয়, সেই অনন্তর ব্রহ্মচর্যা-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্ম (প্রত্যক্ষজীবনে) অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে।”

তদন্তরে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানকে বলিলেন :—“সে কি গৌতম! তুমি সেই কঠোর বিহার, কঠোর পস্থা, সেই দুষ্করচর্যা দ্বারা অতীন্দ্রিয় ধর্ম লাভ করিতে পারিলে না, আর্য্যজ্ঞান দর্শন লাভত দুয়ের কথা; আর এখন দ্রব্যবহুল, সাধনাদ্রষ্ট এবং বাহুল্যে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি কি বলিতে চাও যে তুমি আর্য্য জ্ঞানদর্শন সহ অতীন্দ্রিয় ধর্ম আয়ত্ত করিতে পারিবে?” তদন্তরে ভগবান কহিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ, তথাগত দ্রব্যবহুল, সাধনাদ্রষ্ট এবং বাহুল্যে প্রবৃত্ত নহেন, তিনি যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ। তোমরা অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্মোপদেশ দিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেইজন্ম কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয় সেই অনন্তর ব্রহ্মচর্যা-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞাদ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে।”

পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার একই উক্তি করিলে ভগবান তাঁহাদিগকে কহিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি জান যে আমি পূর্বে নিজ সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলিয়াছি?”

“না, প্রভু, আপনি বলেন নাই।”

“হে ভিক্ষুগণ! তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ, তোমরা অবহিত হও, অমৃত অধিগত হইয়াছে, আমি অনুশাসন প্রদান করিতেছি, ধর্ম উপদেশ দিতেছি। তোমরা যেভাবে উপদিষ্ট হইবে সেভাবে প্রতিপন্ন হইলে অচিরে যেইজন্ম কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হয় সেই অনন্তর ব্রহ্মচর্যা-পরিসমাপ্তি দৃষ্টধর্ম স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে পারিবে।”

ইহাতে ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে বিষয়টি জানাইতে সমর্থ হইলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানের উপদেশ শ্রবণেচ্ছ হইলেন, অবহিত হইলেন এবং তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্ত চিত্ত উপস্থাপিত করিলেন।

ভগবান পঞ্চমর্গীয় ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! প্রব্রজিত এই দুই অস্ত অশুশীলন করিবে না : প্রথম, কামে কামসুখোদ্ভেকের প্রতি আনুরক্তি যাহা হীন, গ্রাম্য, ইতরসাধারণের সেব্য, অনার্যজনোচিত ও অনর্থযুক্ত ; দ্বিতীয়, আত্মনিগ্রহে আনুরক্তি যাহা হৃৎখদায়ক, অহুৎকৃষ্ট ও অনর্থযুক্ত । হে ভিক্ষুগণ ! এই দুই অস্তের অনুগামী না হইয়া তথাগত মধ্যম প্রতিপদ (মধ্যপন্থা) অভিসম্বোধি-জ্ঞানে লাভ করিয়াছেন যাহা চক্ষুকরণী ও জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্কারণের অভিমুখে সংবর্তিত হয় । সেই মধ্যম প্রতিপদ কি, যাহা তথাগত অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন, যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্কারণ অভিমুখে সংবর্তিত হয় ? আৰ্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই সেই মধ্যম প্রতিপদ । অষ্টাঙ্গ যথা :—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কৰ্ম্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি । হে ভিক্ষুগণ ! ইহাই সেই মধ্যম প্রতিপদ যাহা তথাগত অভিসম্বোধিজ্ঞানে লাভ করিয়াছেন, যাহা চক্ষুকরণী, জ্ঞানকরণী এবং যাহা উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্কারণ অভিমুখে সংবর্তিত হয় ।

হে ভিক্ষুগণ ! জন্ম হৃৎখ, জরা হৃৎখ, ব্যাধি হৃৎখ, মরণ হৃৎখ, অপ্ৰিয়সংযোগ হৃৎখ, প্রিয়বিয়োগ হৃৎখ, ঈপ্সিত বস্তুর অপ্ৰাপ্তি হৃৎখ । সঙ্ক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই হৃৎখ । ইহাই ‘হৃৎখ’ আৰ্য্য সত্য ।

হে ভিক্ষুগণ ! পুনর্ভব-সাম্বিকা নন্দিরাগ-সহগতা এবং তত্র-তত্র-গমনাভিলাষিণী এই যে তৃষ্ণা—কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা,—ইহাই ‘হৃৎখ-সমুদয়’ আৰ্য্য সত্য ।

হে ভিক্ষুগণ ! যাহা নিঃশেষে সেই তৃষ্ণার বিরাগ, সেই তৃষ্ণার নিরোধ, ত্যাগ ও বিসর্জন এবং তাহা হইতে অনালয়-মুক্তি—তাহাই ‘হৃৎখ-নিরোধ’ আৰ্য্য সত্য ।

হে ভিক্ষুগণ ! আৰ্য্যষ্টাঙ্গিক মার্গই ‘হৃৎখনিরোধগামী প্রতিপদ’ আৰ্য্য-সত্য । অষ্টাঙ্গ যথা :—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ কৰ্ম্ম, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি, সম্যক্ সমাধি ।

হে ভিক্ষুগণ ! অশ্রুতপূর্ব্ব ধৰ্ম্মে ‘ইহা হৃৎখ আৰ্য্য-সত্য’—আমার এইরূপ স্মৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এইরূপে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইবে । সেই হৃৎখ পরিজ্ঞেয় এবং আমা কর্তৃক তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াছে,—অশ্রুতপূর্ব্ব ধৰ্ম্মে আমার এই স্মৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে ।

হে ভিক্ষুগণ ! ‘ইহা হৃৎখ-সমুদয় আৰ্য্য-সত্য’—অশ্রুতপূর্ব্ব ধৰ্ম্মে আমার এইরূপ স্মৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিজ্ঞা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে । সেই হৃৎখ-সমুদয়

মহাস্কন্ধ

পরিত্যাজ্য এবং তাহা আমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে,—অশ্রুতপূর্ব ধর্ম আমা
এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ-নিরোধ আর্ধ্যসত্য'—অশ্রুতপূর্ব ধর্ম আমা এইরূপ
সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।
সেই দুঃখ-নিরোধ সাংসারিক এবং তাহা আমা কর্তৃক সাংসারিক হইয়াছে,—
অশ্রুতপূর্ব ধর্ম আমা এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক
উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! ইহা 'দুঃখ-নিরোধ-গামী' প্রতিপদ আর্ধ্য-সত্য,—অশ্রুতপূর্ব ধর্ম
আমা এইরূপ সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক উৎপন্ন হইয়াছে।
সেই দুঃখ-নিরোধ-গামী প্রতিপদ বর্জনীয় এবং তাহা আমা কর্তৃক বর্জিত হইয়াছে,—
অশ্রুতপূর্ব ধর্ম আমা এই সৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও জ্ঞানালোক
উৎপন্ন হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ! যদবধি এই চতুরার্য্য সত্যে এই ত্রিপরिवर्त द्वादशाकार-विशिष्ट यथार्थ
জ্ঞানদর্শন সুবিগ্ধ হয় নাই তদবধি কি দেবলোকে, কি মারলোকে, কি ব্রহ্মলোকে,
কি শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অন্তর সম্যকসম্বোধি লাভ করিয়াছি বলিয়া
প্রকাশ করি নাই।

হে ভিক্ষুগণ! যখন চতুরার্য্য সত্যে এই ত্রিপরिवर्त (सत्यज्ञान, कृतज्ञान,
कृतज्ञान) द्वादशाकारविशिष्ट यथार्थ ज्ञान सुविग्ध হয় তখনই আমি দেবলোকে,
মারলোকে, ব্রহ্মলোকে, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে অন্তর সম্যকসম্বোধি
লাভ করিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করি। তখন আমা এইরূপ জ্ঞানদর্শন উৎপন্ন
হয় : 'আমা বিমুক্তি অচলা, এই আমা শেষ জন্ম, এখন আ পুনর্জন্মের সম্ভাবনা
নাই।'

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া
আনন্দিত হইলেন। এই বিবৃতি প্রদানকালে আয়ুমান কোণ্ডিণ্যের বিরজ স্বিমল
ধর্মচক্র উৎপন্ন হয় : 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী (উৎপত্তিশীল) তৎসমস্তই নিরোধ-
ধর্মী (বিনাশশীল)।' পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ ভগবানের বাক্য সাদরে অনুমোদন করিলেন।

ভগবান কর্তৃক ধর্মচক্র প্রবর্তিত হইলে ভৌম্য (পৃথিবীস্থ) দেবগণ ঘোষণা
করিলেন :—“বারাণসীর উপকণ্ঠে ঋষিপুত্র-মৃগদাবে ভগবান যেই অন্তর ধর্মচক্র
প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণ, দেব, মার কিংবা ব্রহ্ম, অথবা জগতে
অপর কাহারও দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে না।”

ভৌম্য দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া চতুর্মহারাজিক দেবগণ, চতুর্মহারাজিক

দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণ, ত্রয়স্ত্রিংশ দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া যাম দেবগণ, যাম দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া তুষিত দেবগণ, তুষিত দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া নির্মাণরতি দেবগণ, নির্মাণরতি দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণ এবং পরনির্মিতবশবর্তী দেবগণের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মকায়িক দেবগণ একইরূপ ঘোষণা করিলেন।

এইরূপে সেই ক্ষণে, সেই মুহূর্ত্তে ব্রহ্মলোক পর্যান্ত ঘোষণা অভ্যুত্থিত হইল, দশসহস্র চক্রবাল কম্পিত, সঙ্কম্পিত এবং সংবেপথুমান হইল, জগতে দেবগণের দেবমহিমা অতিক্রম করিয়া অপরিমিত উদার (বিপুল) দীপ্তি প্রাদুর্ভূত হইল।

তখন ভগবান উদাত্তস্বরে ব্যক্ত করিলেন :—“কৌণ্ডিন্য সত্য জ্ঞাত হইয়াছে, কৌণ্ডিন্য সত্য জ্ঞাত হইয়াছে!” এই তেতু আয়ুস্মান কৌণ্ডিন্য “জ্ঞাতকৌণ্ডিন্য” নামে অভিহিত হইলেন।

(৭) পঞ্চবর্গীর দীক্ষা লাভ

তখন আয়ুস্মান জ্ঞাতকৌণ্ডিন্য ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারথ্য প্রাপ্ত হইয়া, আয়ুপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো! আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ ও উপসম্পদা লাভ করিব।”

ভগবান বলিলেন :—“হে ভিক্ষু, এস ; সূ-আখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর সম্যকভাবে হৃৎখের অন্তসাধনের জন্ম।” তাহাতেই আয়ুস্মান কৌণ্ডিন্যের উপসম্পদা লাভ হইল।

অতঃপর ভগবান অবশিষ্ট ভিক্ষুদিগকে ধর্ম উপদেশ ও ধর্মের অনুশাসন প্রদান করিলেন। ভগবান ধর্মপ্রসঙ্গে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলে আয়ুস্মান বাম্প ও আয়ুস্মান ভদ্রিয়ার বিরজ ও বিমল ধর্মচক্রে উৎপন্ন হইল ; ‘বাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’ তাহার। ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারথ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আয়ু-প্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ ও উপসম্পদা লাভ করিব।”

ভগবান বলিলেন :—“ভিক্ষুগণ! এস ; সূ-আখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর সম্যক ভাবে হৃৎখের অন্তসাধনের জন্ম।” তাহাতেই আয়ুস্মান বাম্প ও আয়ুস্মান ভদ্রিয়ার উপসম্পদা লাভ হইল।

ভগবান ভিক্ষুদের আহরিত ভিক্ষার ভোজন করিয়া অবশিষ্ট ভিক্ষুদিগকে ধর্ম

উপদেশ ও ধর্মের অনুশাসন প্রদান করিলেন। তিন ভিক্ষু ভিক্ষার সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, তাহাতে ছয়জন দিন যাপন করিতেন। ভগবান ধর্মপ্রসঙ্গে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলে আয়ুমান মহানাম ও আয়ুমান অশ্বজিতের বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল; 'যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্ত নিরোধধর্মী।' তাঁহার ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্ত্রের শাসনে আত্ম-প্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।”

ভগবান বলিলেন—“ভিক্ষুগণ! এস; সু-আখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য্য পালন কর সম্যক প্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্ম।” তাহাতেই আয়ুমান মহানাম ও আয়ুমান অশ্বজিতের উপসম্পদা লাভ হইল।

অতঃপর ভগবান পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“হে ভিক্ষুগণ! রূপ অনাত্মা, আত্মা নহে। যদি রূপ আত্মা হইত তবে তাহা পীড়ার কারণ হইত না এবং রূপে এইরূপ অধিকার লাভ করা যাইত—‘আমার রূপ এইরূপ হউক’, ‘আমার রূপ এইরূপ না হউক।’ যেহেতু রূপ আত্মা নহে তদ্বৎ রূপ পীড়ার কারণ হইয়া থাকে এবং ‘আমার রূপ এইরূপ হউক’, ‘এইরূপ না হউক’ এই অধিকার লাভ হয় না।”

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

“হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর—রূপ নিত্য কিংবা অনিত্য?”

“অনিত্য।”

“যাহা অনিত্য তাহা দুঃখ কিংবা সুখ?”

“দুঃখ।”

“যাহা অনিত্য ও বিপরিনামী (পরিবর্তনশীল) তাহা কি তোমরা এইরূপ দেখিতে পার—‘ইহা আমার’, ‘ইহা আমি’, ‘ইহাই আমার আত্মা’ (নিজস্ব বস্তু)?”

“না, প্রভু। আমরা সেরূপ দেখিতে পারি না।”

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

“হে ভিক্ষুগণ! তদ্বৎ যাহা কিছু রূপ (রূপনামধেয়) অতীত, অনাগত, প্রত্যুৎপন্ন বা আসন্ন, অধ্যাত্ম অথবা বাহ্য, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, হীন কিংবা উৎকৃষ্ট, যাহা দূরে অথবা যাহা নিকটে, এই যে সর্বরূপ তাহা আমার নহে, তাহা আমি নহি, তাহা আমার আত্মা নহে—বিষয়টি এইরূপে ষথাযথ ভাবে সম্যক প্রজ্ঞা দ্বারা দেখিতে হইবে।”

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধেও এইরূপ।

এইরূপে বিষয়টি দেখিলে ভ্রতবান আর্ধ্যপ্রাবক রূপে মির্কোদ প্রাপ্ত হয়, সংজ্ঞায়

Digitized by Sankarajit Dasgupta

Open. No. Date.

নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, সংস্কারে নির্বেদ প্রাপ্ত হয় এবং বিজ্ঞানে নির্বেদ প্রাপ্ত হয়, নির্বেদহেতু বীতরাগ হয়, বিরাগহেতু বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে 'বিমুক্ত হইয়াছি' বলিয়া জ্ঞান হয়, 'জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে', ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্ঘাপিত হইয়াছে', 'করণীয় কার্য্য কৃত হইয়াছে,' অতঃপর 'অত্র পুনরাগমন হইবে না' বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে।

ভগবান ইহা বিবৃত করিলেন। পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ তাহা প্রসন্নমনে শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন।

এই বিবৃতি উচ্চারিত হইলে অনাসক্তিহেতু পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণের চিত্ত আসব হইতে বিমুক্ত হইল।

সেই সময়ে জগতে মাত্র ছয়জন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

॥ প্রথম ভগিতা সমাপ্ত ॥

(৮) যশের প্রব্রজ্যা

সেই সময় বারাণসীতে যশ নামে উচ্চকুল-জাত স্কুমার শ্রেষ্ঠী-পুত্র ছিলেন। তাঁহার তিনটি প্রাসাদ ছিল, একটি হেমস্তের উপযোগী, একটি গ্রীষ্মের উপযোগী, একটি বর্ষার উপযোগী। তিনি বর্ষার উপযোগী প্রাসাদে বর্ষার চারিমাস নিম্পুরুষত্বর্ঘ্যে (নটা প্রভৃতি দ্বারা) পরিসেবিত হইয়া কখনও প্রাসাদ হইতে নিম্নে অবতরণ করিতেন না। তিনি একদিন পঞ্চকামগুণে সমর্পিত, সমঙ্গীভূত (তন্ময়) এবং নারী-পরিসেবিত হইয়া সকলের পূর্বেই নিদ্রিত হইলেন। পরিজনগণও পরে নিদ্রিত হইল। সর্ক-রাত্রি তৈল প্রদীপ জলিতেছিল। অনন্তর কুলপুত্র যশ সকলের পূর্বে জাগিয়া দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার পরিজনগণ নিদ্রা যাইতেছে : কাহারও কক্ষে বীণা, কাহারও কক্ষে মৃদঙ্গ, কাহারও কক্ষে 'আলম্বর', কাহারও বিকীর্ণ কেশ, কাহারও মুখে মালা নিঃসৃত, কেহ বা প্রলাপ বকিতেছে, মনে হইল যেন হাতের কাছে শ্মশান। তাহা দেখিয়া পাপে আদীনব প্রোত্ভূত হইল এবং নির্বেদে চিত্ত সংস্থিত হইল। তখন কুলপুত্র যশ এই উদান (ভাবোক্তি) ব্যক্ত করিলেন—'এই যে বড় উপদ্রব! এই যে বড় উৎপাত !!'

কুলপুত্র যশ স্বর্ণ-পাছকা পরিয়া গৃহদ্বারে আসিলেন, অদৃষ্টভাবে অমল্লুগ্যগণ (দেবগণ) দ্বারমুক্ত করিয়া দিলেন, যাহাতে আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইবার পক্ষে কেহ কুলপুত্র যশের অন্তরায় ঘটাইতে না পারে। অনন্তর কুলপুত্র যশ নগরদ্বারে উপনীত হইলেন, অমল্লুগ্যগণ সেইস্থানেও দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন,

যাহাতে কেহ কুলপুত্র যশের প্রব্রজিত হইবার পথে অন্তরায় ঘটাইতে না পারে। কুলপুত্র যশ ঋষিপুত্র-মৃগদাবে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে ভগবান রাত্রি শেষে, অতি প্রত্যাষে শয্যা ত্যাগ করিয়া উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে কুলপুত্র যশ তাঁহার দিকে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া চক্ৰম (পাদচারণ) হইতে নামিয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। কুলপুত্র যশ ভগবানের অদূরে থাকিয়া এই উদান (খেদোক্তি) ব্যক্ত করিলেন :—‘এই যে বড় উপদ্রব ! এই যে বড় উৎপাত !!’

ভগবান কহিলেন—“যশ, এইস্থান যে উপদ্রবরহিত ও উৎপাতশূন্য। এস যশ, তুমি বস, আমি তোমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিব।” ‘এইস্থান উপদ্রবরহিত ও উৎপাতশূন্য’—ইহা শুনিয়া কুলপুত্র যশ ছষ্ট ও উদগ্রচিত্ত (প্রফুল্ল) হইয়া স্বর্ণপাছকা খুলিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্মানে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট কুলপুত্র যশের নিকট ভগবান আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব (উপদ্রব), অবকার (জঞ্জাল) ও সংক্লেশ (মালিন্য) এবং নৈষ্কাম্যের আশংসা (প্রত্যাশিত সুখদ ফল) প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে যশের চিত্ত কল্যা (সুস্থ), মূঢ়, নীবরণমুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল) ও প্রসন্ন হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা, দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্তু সম্যকভাবে রঙ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই ভাবে কুলপুত্র যশের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’

(৯) যশের পিতার দীক্ষা

কুলপুত্র যশের মাতা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া যশকে দেখিতে না পাইয়া গৃহপতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—“গৃহপতি ! তোমার পুত্র যশকে ত দেখিতেছি না।”

শ্রেষ্ঠী চতুর্দিকে অথারোহী দূত পাঠাইয়া স্বয়ং ঋষিপুত্র-মৃগদাবে গমন করিলেন। তিনি স্বর্ণপাছকার চিহ্ন দেখিতে পাইলেন ; চিহ্ন দেখিয়া উহারই অনুগমন করিলেন। ভগবান দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন শ্রেষ্ঠী তাঁহার দিকে আসিতেছেন ; তিনি আসিতেছেন দেখিয়া ভগবানের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল, ‘আমি এমন এক ঋদ্ধিমায়া উৎপাদন করিব যাহাতে শ্রেষ্ঠী এইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া এইস্থানে উপবিষ্ট কুলপুত্র যশকে দেখিতে পাইবেন না।’ এই ভাবিয়া ভগবান সেইরূপ ঋদ্ধিমায়া সৃষ্টি করিলেন।

শ্রেষ্ঠী ধীরপদে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো ! আপনি কুলপুত্র যশকে দেখিয়াছেন কি ?”

“গৃহপতি ! তাহা জানিতে চাহিলে আপনি উপবেশন করুন। উপবেশন করিয়া আপনি অল্প সময়ের মধ্যে এখানে উপবিষ্ট কুলপুত্র যশকে দেখিতে পাইবেন।” ‘সেখানে উপবিষ্ট হইয়া, সেখানে উপবিষ্ট পুত্রকে দেখিতে পাইবেন’ জানিয়া, শ্রেষ্ঠী হৃষ্ট এবং উদগ্রচিত্ত হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সমস্ত্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান একান্তে উপবিষ্ট শ্রেষ্ঠীকে দান-কথা, শীল-কথা ক্রমে আত্মপূর্বিক ধর্মোপদেশ প্রদান করিলেন।.....শ্রেষ্ঠী গৃহপতি শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো ! অতি সুন্দর, অতি মনোহর ! যেমন কেহ উন্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুস্থান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তুসমূহ) দেখিতে পায়, তেমনই ভাবে ভগবান বহু পর্যায়ে (বিবিধ উপায়ে) ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো ! আমি ভগবানের শরণাগত হইতেছি, ধর্ম এবং ভিক্ষু-সংঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমার শরণাগত আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন।”

ইনিই জগতে সর্বপ্রথম ‘ত্রিবাচিক’^১ উপাসক হইয়াছিলেন।

যখন ভগবান কুলপুত্র যশের পিতার নিকট ধর্মদেশনা করিতেছিলেন তখন যথাদৃষ্ট ও যথাবিদিত জ্ঞানভূমি পর্যবেক্ষণ করিবার ফলে কুলপুত্র যশের চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইল। তখন ভগবানের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল— “যখন আমি কুলপুত্র যশের পিতার নিকট ধর্মদেশনা করিতেছিলাম, তখন যথাদৃষ্ট এবং যথাবিদিত জ্ঞানভূমি পর্যবেক্ষণ করিবার ফলে যশের চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এখন কুলপুত্র যশের পক্ষে হীনস্তরে আবর্তিত হইয়া, পূর্বের ছায় আগারভুক্ত থাকিয়া কাম উপভোগ করা সম্ভব নহে। অতএব আমি এখন সেই ঋদ্ধিমায়া স্থগিত করিব।” এই ভাবিয়া ভগবান সেই ঋদ্ধিমায়া স্থগিত করিলেন।

শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সেইস্থানে উপবিষ্ট পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইয়া তিনি কুলপুত্র যশকে কহিলেন—“বৎস ! তোমার মাতা শোকাকুলা হইয়া তোমার জন্ম বিলাপ করিতেছে, তুমি তোমার মাতার জীবন দান কর !” তখন যশ ভগবানের মুখপানে চাহিলেন। ভগবান শ্রেষ্ঠীকে কহিলেন—“গৃহপতি ! কুলপুত্র যশ শৈক্ষ্যের (শিশিক্ষুর) জ্ঞানে, শৈক্ষ্যের দর্শনে ধর্ম দর্শন করিয়াছে, যেমন স্বয়ং তাহা আপনি দর্শন করিয়াছেন। যথাদৃষ্ট ও যথাবিদিত জ্ঞান-ভূমি দর্শন করিবার ফলে তাহার চিত্ত অনাসক্ত হইয়া

১. বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আসব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। আপনি কি মনে করেন যে, আর তাহার পক্ষে হীনস্তরে আবর্তিত হইয়া, পূর্বের ঞায় আগারভুক্ত থাকিয়া কাম উপভোগ করা সম্ভব ?”
“না, প্রভু। তাহা আর সম্ভব নহে।”

“গৃহপতি ! কুলপুত্র যশ শৈক্ষ্যের জ্ঞানে, শৈক্ষ্যের দর্শনে ধর্ম দর্শন করিয়াছে, যেমন স্বয়ং তাহা আপনি দর্শন করিয়াছেন। যথাদৃষ্ট ও যথাবিদিত জ্ঞান-ভূমি দর্শন করিবার ফলে তাহার চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এখন তাহার পক্ষে হীনস্তরে আবর্তিত হইয়া, পূর্বের ঞায় আগারভুক্ত থাকিয়া কাম উপভোগ করা সম্ভব নহে।”

“প্রভো ! কুলপুত্র যশের পক্ষে মহালাভ, স্কলক সৌভাগ্য যে, তাহার চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। প্রভো ! কুলপুত্র যশকে আপনার অনুগামী শ্রমণরূপে লইয়া অগ্ৰই আমার গৃহে অন্ন ভোজন করিতে সম্মত হউন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর শ্রেষ্ঠী ভগবান সম্মত হইয়াছেন জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া ধীরপদে প্রস্থান করিলেন। শ্রেষ্ঠী প্রস্থান করিলে অনতিবিলম্বে কুলপুত্র যশ ভগবানকে কহিলেন—
“প্রভো ! আমি ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি ?”

ভগবান কহিলেন—“তবে এস ভিক্ষু, ধর্ম স্ম-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর সগাঢ় ভাবে হৃৎখের অন্তসাধনের জন্ত।”

তাহাই আয়ুস্থান যশের উপসম্পদার পক্ষে যথেষ্ট হইল। সেই সময় (তখন পর্য্যন্ত) জগতে মাত্র সাত জন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

॥ যশের প্রব্রজ্যা সমাপ্ত ॥

(১০) যশের চারি গৃহী সহায়ের প্রব্রজ্যা

ভগবান পূর্ক্বে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, যশকে অনুগামী শ্রমণরূপে লইয়া গৃহপতির গৃহে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর আয়ুস্থান যশের মাতা এবং পূর্ক্বে সম্বন্ধে তাঁহার বিবাহিতা পত্নী ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সমস্ত্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাদের নিকট আত্মপূর্ক্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা, দান-কথা শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব (উপদ্রব), অবকার (জঞ্জাল) ও সংক্লেশ (মালিণ্ড) এবং নৈক্ষ্ম্যের আশংসা (প্রত্যাপিত স্কলক ফল) প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন

যে, তাঁহাদের চিত্ত কল্যা (সুস্থ), মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হইয়াছে, তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা, ছঃখ, ছঃখ-সমুদয়, ছঃখ-নিরোধ ও ছঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিয়ারহিত বস্ত্র সম্যকভাবে রঙ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই তাঁহাদের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’ তাঁহারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারণ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! অতি সুন্দর! অতি মনোহর! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অথবা অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুস্থান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তুসমূহ) দেখিতে পায়; তেমনই ভাবে ভগবান বহু পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো! আমরা ভগবানের শরণাগত হইতেছি, ধর্ম এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরা আমাদিগকে উপাসিকারূপে অবধারণ করুন।”^১ তাঁহারাই সর্বপ্রথম ‘ত্রিবাচিকা’ উপাসিকা হইয়া ছিলেন।

আয়ুস্থান যশের মাতা, পিতা এবং পূর্ব সঙ্ঘে বিবাহিতা পত্নী ভগবান ও আয়ুস্থান যশকে স্বহস্তে, আরও দিতে সম্পূর্ণরূপে বারণ না করা পর্যন্ত, খাণ্ড ভোজ্য দানে সন্তুষ্ট করিলেন। ভুক্তাবসানে যখন ভগবান ভোজন-পাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলেন, তখন তাঁহার সসঙ্ঘে একান্তে উপবেশন করিলেন। অতঃপর ভগবান আয়ুস্থান যশের মাতা, পিতা এবং পূর্ব সঙ্ঘে তাঁহার বিবাহিতা পত্নীকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ করিয়া, সন্দৃপ্ত করিয়া, সমুত্তেজিত করিয়া এবং সম্প্রকৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

বারাণসীর শ্রেষ্ঠী ও অনুশ্রেষ্ঠীকুলের সন্তান বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ ও গবম্পতি,— আয়ুস্থান যশের এই চারিজন গৃহী সহায় গুণিতে পাইলেন যে, কুলপুত্র যশ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—সেই ধর্ম-বিনয় এবং সেই প্রব্রজ্যা অবর (নগণ্য) হইতে পারে না যাহাতে কুলপুত্র যশ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া এবং কষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। তাঁহারা আয়ুস্থান যশের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুস্থান যশকে অভিবাদন করিয়া সসঙ্ঘে একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। আয়ুস্থান যশ তাঁহাদিগকে লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসঙ্ঘে একান্তে উপবেশন করিলেন।

নারী জাতির মধ্যে ইহারাই সর্বপ্রথম বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

একান্তে উপবিষ্ট হইয়া আয়ুজ্ঞান যশ ভগবানকে কহিলেন—“ইহারা, বিমল, সুবাহ, পূর্ণজিৎ ও গবম্পতি, আমার চারিজন গৃহী সহায়, যাহারা বারাণসীর শ্রেষ্ঠী ও অনুশ্রেষ্ঠী কুলের সন্তান। ভগবান ইহাদিগকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করুন।” ভগবান তাঁহাদের নিকট আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেণ এবং নৈজ্জম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের চিত্ত কল্য, যুদ্ধ, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা, হুঃখ, হুঃখ-সমুদয়, হুঃখ-নিরোধ ও হুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যকভাবে বড়্ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই তাঁহাদের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধ-ধর্মী।’ তাঁহারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারণ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্ত্রের শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।”

ভগবান বলিলেন—“ভিক্ষুগণ, এস, সু-আখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য্য পালন কর সম্যকভাবে হুঃখের অন্ত সাধনের জন্ত।” তাহাতেই সেই আয়ুজ্ঞানগণের উপসম্পদা লাভ হইল। অনন্তর ভগবান তাঁহাদিগকে ধর্মকথায় উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিলেন। তাঁহারা ভগবান কঙ্ক ধর্ম কথায় উপদিষ্ট ও অনুশাসিত হইলে অনাসক্তি-হেতু তাঁহাদের চিত্ত আসব হইতে বিমুক্ত হইল। সেই সময় (তখন পর্য্যন্ত) জগতে মাত্র এগারজন অর্হৎ হইয়াছিলেন।

। যশের চারি গৃহী সহায়ের প্রব্রজ্যা সমাপ্ত ।

(১১) যশের অপর পঞ্চাশ গৃহী সহায়ের কথা

জনপদবাসী প্রাচীন ও অপ্ৰাচীন কুলের সন্তান আয়ুজ্ঞান যশের অপর পঞ্চাশ জন গৃহী সহায় গুণিতে পাইলেন যে, কুলপুত্র যশ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া, কষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের মনে ত্রই চিন্তা উদ্ভিত হইল—সেই ধর্মবিনয় এবং প্রব্রজ্যা অধর হইতে পারে না যাহাতে কুলপুত্র যশ কেশ-শ্মশ্রু মুণ্ডিত করিয়া এবং কষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারিকরূপে প্রব্রজিত হইয়াছেন।…………… সেই সময় (তখন পর্য্যন্ত) জগতে মাত্র একষষ্টি অর্হৎ হইয়াছিলেন।

অনন্তর ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হে ভিক্ষুগণ! দিব্য এবং

মানুষ সর্বপাশ হইতে আমি মুক্ত হইয়াছি, তোমরাও দিব্য এবং মানুষ সর্বপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছ। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা দিকে দিকে বিচরণ কর, বহুজনের হিতের জ্ঞ, বহুজনের সুখের জ্ঞ, জগতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের জ্ঞ, দেবতা ও মনুষ্যের অর্থ-হিত-সুখের জ্ঞ; কিন্তু দুইজন একপথে যাইও না। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা ধর্মদেশনা কর, যাহার আদিতে কল্যাণ, মধ্য কল্যাণ, এবং পর্য্যবসানে বা অন্তে কল্যাণ; এবং অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশিত কর। অন্নরজ্জাতীয় সত্ত্বগণ আছে যাহারা ধর্ম শ্রবণ করিতে না পারিলে পরিহীন হইবে, ধর্মের তত্ত্ব জ্ঞাতা অবশ্যই মিলিবে। হে ভিক্ষুগণ! আমিও ধর্মদেশনার জ্ঞ উরুবেলার সেনানীগ্ৰাম অভিমুখে যাত্রা করিব।”

॥ যশের অপর পক্ষাণ গৃহী সহায়ের কথা সমাপ্ত ॥

(১২) মার-কথা

তখন পাপাত্মা মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে সম্বোধন করিয়া গাথাযোগে বলিল :-

“দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
সর্বপাশে বদ্ধ তুমি বৃথা মুক্তি-আশ।
যে বন্ধনে বদ্ধ তুমি সে মহা বন্ধন,
আমা হ’তে মুক্ত তুমি হবে না শ্রমণ।”
“দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
সর্বপাশ-মুক্ত আমি, ছিন্ন সর্ব পাশ।
সকল বন্ধন-মুক্ত, স্থলিত বন্ধন,
রে অন্তক ! হত তুমি, নিহত এখন।”
“অন্তরীক্ষের পাশ, করে মনে বিচরণ,
বাধিব তাহাতে, মুক্ত হবে না শ্রমণ।”
“রূপ শব্দ-গন্ধ রস স্পর্শ যা’ পঞ্চম,
পঞ্চকামগুণ যাহা অতি মনোরম।
নাহি ছন্দ তাহে মম, বীতছন্দ মন,
রে অন্তক ! হত তুমি, নিহত এখন।”

‘ভগবান দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন, সুগত দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন’, ইহা বুঝিতে পারিয়া মার দুঃখী ও দুর্মনা হইয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইল।

॥ মার-কথা সমাপ্ত ॥

(১৩) ত্রিশরণ দানে উপসম্পদা-কথা

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ নানাদিক ও নানা জনপদ হইতে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদা প্রার্থী বহুলোক আনিতেন, উদ্দেশ্য ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন। তাহাতে ভিক্ষুগণ নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদা-প্রার্থী ব্যক্তিগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন। একদিন ভগবান নির্জনে, ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার অবস্থায় তাঁহার চিত্তে এই পরিবর্তক উৎপন্ন হইল—“এখন ভিক্ষুগণ নানাদিক ও নানা জনপদ হইতে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী বহুলোক আনিতেছে ; উদ্দেশ্য ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন। তাহাতে ভিক্ষুগণ নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী ব্যক্তিগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিব :— “হে ভিক্ষুগণ ! এখন হইতে যেই যেই দিকে যাও সেই সেই দিকে সেই সেই জনপদে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর।”

অনন্তর ভগবান সারাঞ্জে সমাধি হইতে উঠিয়া এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্ম-কথা বলিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—হে ভিক্ষুগণ ! আমি নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকিবার সময় আমার চিত্তে এই পরিবর্তক উৎপন্ন হইয়াছিল :—এখন ভিক্ষুগণ নানাদিক ও নানা জনপদ হইতে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী বহুলোক আনিতেছে, উদ্দেশ্য ভগবান স্বয়ং তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিবেন। তাহাতে ভিক্ষুগণ নিজে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রব্রজ্যাপ্রার্থী ও উপসম্পদাপ্রার্থী ব্যক্তিগণ পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। অতএব আমি ভিক্ষুদিগকে এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রদান করিব :—হে ভিক্ষুগণ ! এখন হইতে যেই যেই দিকে যাও সেই সেই দিকে সেই সেই জনপদে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর। হে ভিক্ষুগণ ! আমি তোমাদিগকে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি—“তোমরা এখন হইতে যেই যেই দিকে গমন কর সেই সেই দিকে সেই সেই জনপদে নিজেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর।” এই ভাবেই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করিতে হইবে। সর্বপ্রথমে কেশ-শ্রদ্ধা মুণ্ডিত^১ করাইয়া,

১. যদি উপযুক্ত এবং বিখ্যাত কুলপুত্র প্রব্রজ্যাপ্রার্থী হয় তাহা হইলে স্বীয় কাৰ্য্য স্থগিত রাখিয়া স্বয়ং প্রব্রজ্যা দান করিতে হইবে। ‘স্মৃত্তিকা লইয়া যাইয়া, স্নান করিয়া, কেশ ভিজাইয়া আইস’ এইরূপ বলিয়া একাকী পাঠাইতে পারিবে না। প্রব্রজ্যার্থীগণ প্রথম প্রব্রজ্যার জন্ত বড় উৎসাহিত হয় কিন্তু যখন কষাণ বস্ত্র ও কেশমুণ্ডনের অস্ত্র দেখে তখন ভয়ে পলাইয়া যায়, এই হেতু উপাধ্যায়কে স্বয়ংই প্রব্রজ্যার্থীকে সঙ্গে লইয়া স্নান-ঘাটে যাইতে হইবে। প্রব্রজ্যার্থীর বয়স অত্যন্ত না হইলে ‘স্নান কর’ বলিতে হইবে। তাহার কেশ নিজেই স্মৃত্তিকা মাখিয়া ধুইতে হইবে। অত্যন্ত বয়স্ক বালককে স্বয়ং জলে নামিয়া গোময় ও

কষায় বস্ত্রে প্রার্থীকে আচ্ছাদিত করিয়া, একাংস আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয় বস্ত্র) পরিহিত করাইয়া, সমবেত ভিক্ষুগণের পাদ বন্দনা করাইয়া, উৎকৃষ্টিক (পদাগ্রে ভার দিয়া) বসাইয়া, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া, তাহাকে বলিবে, “তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে বল—আমি বুদ্ধের শরণাগত হইতেছি, ধর্মের শরণাগত হইতেছি, সজ্জের শরণাগত হইতেছি।” [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ]। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি—“তোমরা এই ত্রিশরণ দ্বারা প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান কর।”

॥ ত্রিশরণ দানে উপসম্পদা-কথা সমাপ্ত ॥

(১৪) ভদ্রবর্গীয় সহায়দের কথা

অনন্তর ভগবান বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—
“হে ভিক্ষুগণ ! যোনিশ মনস্কার^১ ও সম্যক্-প্রধান^২ দ্বারা আমি অনন্তর বিমুক্তি লাভ করিয়াছি, অনন্তর বিমুক্তি সাক্ষাৎকার (প্রত্যক্ষ) করিয়াছি। তোমরাও তদ্বারা অনন্তর বিমুক্তি লাভ কর, অনন্তর বিমুক্তি সাক্ষাৎকার কর।”

তখন পাপাত্মা মার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে সম্বোধন করিয়া গাথাযোগে বলিল—

“দিব্য ও মানুষ, ভবে আছে যত পাশ,
মারপাশে বদ্ধ তুমি, বৃথা মুক্তি-আশ।
যে বন্ধনে বদ্ধ তুমি সে মহা বন্ধন,
আমা হতে মুক্ত তুমি হবে না শ্রমণ।”
“দিব্য ও মানুষ ভবে আছে যত পাশ,
মার-পাশমুক্ত আমি, ছিন্ন মারপাশ।
মারের বন্ধন মুক্ত, স্থলিত বন্ধন,
রে অন্তক ! হত তুমি, নিহত এখন।”

‘ভগবান দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন, স্মৃগত দেখিতেছি আমাকে জানিতে পারিয়াছেন।’ ইহা উপলব্ধি করিয়া পাপাত্মা মার হুঃখী ও ছন্দনা হইয়া তথা হইতে অন্তর্দ্বান করিল।

যুক্তিকা দ্বারা দেহ রগড়াইয়া স্নান করাইতে হইবে। যদি তাহার নিকট খোস কিংবা পাঁচড়া থাকে তাহা হইলে মাতার স্নান ঘৃণা না করিয়া উত্তমরূপে হস্তপদ ও মস্তকাদি সর্বদা রগড়াইয়া স্নান করাইতে হইবে। এইরূপ স্নেহ প্রদর্শনে কুলপুত্রগণ আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং বুদ্ধশাসনের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়ে, গৃহিত কাশনা করে না। সম-পাসা।

১. জ্ঞানবশে অনিত্যাদিতে মনোনিবেশ করা ; ২. সম্যক্ বীর্ঘ্য।

ভগবান বারাণসীতে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া উরুবেলা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর ভগবান গমনমার্গ হইতে অবতরণ করিয়া এক বনখণ্ডে উপনীত হইলেন, উপনীত হইয়া ঐ বনখণ্ডে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিলেন। সেই সময়ে ত্রিশ জন সহায় সঙ্গীক সেই বনখণ্ডে প্রমোদবিহারে আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজনের পত্নী ছিল না, তাঁহার জন্ত এক বারাননা আনীত হইয়াছিল। যখন তাঁহারা প্রমত্তভাবে প্রমোদবিহারে রত ছিলেন তখন ঐ বারাননা তাঁহাদের বস্ত্রভাণ্ড লইয়া পলায়ন করিল। তাঁহারা তাঁহাদের বন্ধুর সেবার জন্ত ঐ স্ত্রীলোকের অন্বেষণে বনখণ্ডে বিচরণ করিতে করিতে ভগবানকে এক বৃক্ষ-মূলে সমাসীন দেখিতে পাইলেন, দেখিতে পাইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে বলিলেন—

“প্রভো! আপনি কি এই স্থানে কোন স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়াছেন?”

“কুমারগণ! স্ত্রীলোকে তোমাদের কি প্রয়োজন?”

“প্রভো! আমরা ত্রিশজন ভদ্রবর্গীয় সহায় সঙ্গীক এই বনখণ্ডে প্রমোদবিহারে আসিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে মাত্র একজনের পত্নী ছিল না, তাহার জন্ত এক বারাননা আনীত হইয়াছিল। যখন আমরা প্রমত্তভাবে প্রমোদে রত ছিলাম তখন সে আমাদের বস্ত্রভাণ্ড লইয়া পলায়ন করিয়াছে। আমরা বন্ধুর সেবার জন্ত ঐ স্ত্রীলোকের অন্বেষণে এই বনখণ্ডে বিচরণ করিতেছি।”

“কুমারগণ! তোমরা কি মনে কর—তোমাদের পক্ষে এই স্ত্রীলোক অন্বেষণ করা শ্রেয়স্কর কিংবা আত্মানুসন্ধান শ্রেয়স্কর?”

“প্রভো! যাহা আত্মানুসন্ধান তাহাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর।”

“কুমারগণ! তোমরা উপবেশন কর, আমি তোমাদের নিকট ধর্মোপদেশ প্রদান করিব।”

‘যথা আজ্ঞা, প্রভু!’ বলিয়া ভদ্রবর্গীয় সহায়গণ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া সসম্মুখে একান্তে উপবেশন করিলেন, ভগবান তাঁহাদের নিকট আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেপ এবং নৈজ্জম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের চিত্ত কল্যাণ, মুক্ত, নীবরণমুক্ত, উদগ্র ও প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা, হুঃখ, হুঃখ-সমুদয়, হুঃখ-নিরোধ, এবং হুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্ত্র সম্যকভাবে রঙ, প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই তাঁহাদের সেই আসনে বিরজ, বিমল ধর্মচক্রে উৎপন্ন হইল; ‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’ তাঁহারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া,

ধর্মের বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্ত্রের শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—
—“প্রভো ! আমরা ভগবানের নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিব।”

ভগবান কহিলেন :—“ভিক্ষুগণ ! এস, সুআখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর সম্যক্
ভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্ম।” তাহাতেই সেই আয়ুজ্ঞানগণের উপসম্পদা লাভ
হইল।

॥ উদ্ভবগৌর সহারদের কথা সমাপ্ত ॥

॥ দ্বিতীয় ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান—উরুবেলা]

উরুবেলায় ঋদ্ধি প্রদর্শন

(১৫) উরুবেলা কাশ্যপ-কথা

ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিতে করিতে যথাসময়ে উরুবেলায় উপনীত হইলেন।
সেই সময়ে উরুবেলায় তিনজন জটিল বাস করিতেন। তাঁহাদের নাম—উরুবেলা-কাশ্যপ,
নদী-কাশ্যপ এবং গয়ী-কাশ্যপ। তন্মধ্যে উরুবেলাকাশ্যপ পঞ্চশত জটিলের নায়ক,
বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ ও প্রমুখ্য ছিলেন। নদী-কাশ্যপ তিনশত জটিলের নায়ক,
বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ ও প্রমুখ্য ছিলেন, এবং গয়ী-কাশ্যপ দুইশত জটিলের নায়ক,
বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ ও প্রমুখ্য ছিলেন। ভগবান জটিল উরুবেলাকাশ্যপের আশ্রমে
উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া উরুবেলাকাশ্যপকে কহিলেন :—“কাশ্যপ ! যদি
তোমার অসুবিধা না হয় তবে আমি একরাত্রি তোমার অগ্ন্যাগারে (অগ্নিশালায়) বাস
করিব।”

“মহাশ্রমণ ! আমার কোন অসুবিধা হইবে না ; কিন্তু এই স্থানে এক প্রচণ্ড
ঋদ্ধিমায়াসম্পন্ন আশীবিষ, ঘোরবিষ নাগরাজ বাস করে, সে যেন তোমাকে ব্যথিত না
করে।” দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও ভগবান তাহাই জানাইলেন এবং উরুবেলাকাশ্যপও
তাহাই উত্তর করিলেন। ভগবান কহিলেন—“নিশ্চয় নাগরাজ আমাকে ব্যথিত করিবে
না ; অতএব তুমি আমায় তোমার অগ্ন্যাগারে থাকিবার অসুবিধা দাও।”

“মহাশ্রমণ ! তুমি যথাসুখে থাক।”

১নং প্রতিহার্য্য (ঋদ্ধিক্রিয়া)।—ভগবান জটিলের অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিয়া,
তৃণাসন পাতিয়া উহাতে ঋদ্ধিকারে পরিমুখে স্থিতি উপস্থাপিত করিয়া, পদ্মাসন
করিয়া আসীন হইলেন। ভগবান অগ্ন্যাগারে প্রবেশ হইয়াছেন দেখিয়া, সেই নাগ

ছঃখী ছর্শনা হইয়া নাসিকা হইতে কোষ কোঁস শব্দে ধূম উদগীরণ করিতে লাগিল। তখন ভগবানের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—এখন আমি এই নাগের দেহচ্ছবি, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও অস্থিমজ্জা উপহৃত না করিয়া স্বতেজে উহার তেজ পর্য্যদস্ত করিব। এই ভাবিয়া ভগবান তদনুযায়ী ঋদ্ধিমায়ী নির্মাণ করিয়া ধূম উদগীরণ করিতে লাগিলেন। নাগ ব্রহ্ম (ক্রোধ) বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রজ্জ্বলিত হইল। ভগবানও তেজধাতু সমাপন্ন হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইলেন। উভয়ের জ্যোতি-প্রভাবে সেই অধ্যাগার আদীপ্ত, সম্প্রজ্বলিত, জ্যোতিভূত হইল। তখন জটিলগণ অধ্যাগার পরিবেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

“আহা ! এই মহানুভব পরম সুন্দর মহাপ্রমণ নাগ দ্বারা ব্যথিত হইতেছেন !”

ভগবান সেই রাত্রিশেষে নাগের দেহচ্ছবি, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও অস্থিমজ্জা উপহৃত না করিয়া, স্বতেজে উহার তেজ পর্য্যদস্ত করিয়া, উহাকে পাত্রে পুরিয়া জটিল উরুবলকাশ্রুপকে দেখাইলেন, “কাশ্রুপ, এই তোমার নাগ, যাহার তেজ আমার তেজে পর্য্যদস্ত হইয়াছে।”

তখন উরুবলকাশ্রুপের মনে এই চিন্তা হইল—“মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহাপ্রমণশালী এই মহাপ্রমণ, যেহেতু তিনি স্বতেজে এই প্রচণ্ড ঋদ্ধিমায়ীসম্পন্ন ঘোরবিষ আশীবিষ নাগরাজের তেজ পর্য্যদস্ত করিতে পারিয়াছেন। তবে তিনি মাদৃশ অর্হৎ নিশ্চিত নহেন।”

ভগবানের এইরূপ ঋদ্ধি-প্রতিহার্য্যে (ঋদ্ধি প্রদর্শনে) উরুবলকাশ্রুপ অভিপ্রসন্ন হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাপ্রমণ ! এই স্থানেই অবস্থান কর, আমি নিত্য আহার্য্যদানে তোমার সেবা করিব।”

২নং প্রতিহার্য্য।—ভগবান জটিল উরুবলকাশ্রুপের আশ্রমের অবিদূরে এক বনখণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। চারি লোকপাল মহারাজা অতি মনোহর নিশীথে অতি মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিতে যেন চারিদিকে চারি বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ। জটিল উরুবলকাশ্রুপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাপ্রমণ ! এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাপ্রমণ ! তাঁহারা কে যাহারা গত মনোহর নিশীথে মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া তোমার নিকট

১. এই স্থানে মূলগ্রন্থে কতকগুলি গাথা আছে। তাহা পরে প্রকৃষ্ট বলিয়া বুদ্ধদেব লিখিয়াছেন।

কতকগুলি গাথা আছে। তাহা পরে প্রকৃষ্ট বলিয়া বুদ্ধদেব লিখিয়াছেন।

উপস্থিত হইয়াছিলেন ; উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিবাদন করিয়া চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, দেখিতে যেন চারিদিকে চারি বৃহৎ অগ্নিস্কন্ধ ?”

“কাশ্যপ ! তাঁহারা চারি লোকপাল মহারাজা, ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন ।”

তখন উরুবল কাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—“মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে চারি লোকপাল মহারাজাই তাঁহার নিকট ধর্ম শ্রবণ করিবার জন্ত আগমন করেন । তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন ।”

ভগবান উরুবলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

৫নং প্রতিহার্য্য ।—দেবরাজ শক্র অতি মনোহর নিশীথে অতি মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ববর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট । জটিল উরুবলকাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাশ্রমণ ! এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে । মহাশ্রমণ ! তিনি কে যিনি গত মনোহর নিশীথে মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ; উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন । দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ, যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ববর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট ?”

“কাশ্যপ ! ইনি দেবরাজ শক্র, ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন ।”

তখন উরুবলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—“মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার নিকট ধর্ম শ্রবণ করিবার জন্ত আগমন করেন । তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন ।”

ভগবান উরুবলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।

৪নং প্রতিহার্য্য ।—ব্রহ্মা সোহম্পতি অতি মনোহর নিশীথে অতি মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ব বর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট । জটিল উরুবলকাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত

হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ! তিনি কে যিনি গত মনোহর নিশীথে মনোহর বর্ণে সমগ্র বনখণ্ড উদ্ভাসিত করিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন; উপস্থিত হইয়া তোমাকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, দেখিতে যেন মহা অগ্নিস্কন্ধ যাহা বর্ণে ও আভায় পূর্ববর্ণিত অগ্নিস্কন্ধ হইতে অধিকতর দীপ্তিমান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট?”

“কাশ্যপ! ইনি ব্রহ্মা সোহম্পতি, ধর্ম শ্রবণের নিমিত্ত আসিয়াছিলেন।”

তখন উরুবলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—“মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে ব্রহ্মা সোহম্পতি তাঁহার নিকট ধর্ম শ্রবণ করিবার জন্ত আগমন করেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।”

ভগবান উরুবলকাশ্যপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৫নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিল উরুবলকাশ্যপের আশ্রমে মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। অঙ্গ-মগধবাসী সকলে খাণ্ডভোজ্য লইয়া উরুবলকা অভিমুখে যাত্রা করিতে অভিলাষী হইত। উরুবলকাশ্যপের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—“এখন আমার মহাযজ্ঞ উপস্থিত হইয়াছে, অঙ্গ-মগধবাসী সকলে প্রচুর খাণ্ডভোজ্য লইয়া যাত্রা করিবে। যদি মহাশ্রমণ এই জনতার মধ্যে ঋদ্ধিপ্রতিহার্য্য প্রদর্শন করেন তাহাতে তাঁহার লাভসংকার অত্যধিক বর্দ্ধিত হইবে এবং আমার লাভসংকার হ্রাস পাইবে, মহাশ্রমণ আগামীকাল্য আহারের জন্ত এখানে না আসিলেই যেন ভাল হইত।”

ভগবান স্বচিন্তে জটিল উরুবলকাশ্যপের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া, উত্তরকুরু গমন করিয়া, তথা হইতে ভিক্ষার আহরণ করিয়া, অনবতপ্ত হৃদে ভিক্ষার ভোজন করিয়া ঐস্থানেই দিবা বিহার করিলেন। উরুবলকাশ্যপ সেই রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত লইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাশ্রমণ! আহারের সময় উপস্থিত, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাশ্রমণ! গতকাল্য আগমন হয় নাই কেন? আমরা কিন্তু ভাবিয়াছিলাম মহাশ্রমণ না আসিতেও পারেন, তবে আমরা তোমার খাণ্ডভোজ্যের অংশ রাখিয়াছিলাম।”

“কাশ্যপ! তোমার মনে কি এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হইয়াছিল না ‘এখন আমার মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। অঙ্গ-মগধবাসী সকলে প্রচুর খাণ্ডভোজ্য লইয়া যাত্রা করিবে। যদি মহাশ্রমণ এই জনতার মধ্যে ঋদ্ধিপ্রতিহার্য্য প্রদর্শন করেন তাহাতে তাঁহার লাভসংকার বর্দ্ধিত হইবে এবং আমার লাভসংকার হ্রাস পাইবে, মহাশ্রমণ আগামী কাল্য আহারের জন্ত এখানে না আসিলেই যেন ভাল হইত।’ কাশ্যপ! আমি স্বচিন্তে তোমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া, উত্তরকুরু গমন করিয়া, তথা হইতে

ভিক্ষার আহরণ করিয়া, অনবতপ্ত হৃদে ভিক্ষার ভোজন করিয়া, ঐস্থানেই দিবাবিহার করিয়াছিলাম।”

তখন উরুবলকাশ্রুপের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—“মহাপ্রমণ এত ঋদ্ধিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তি সম্পন্ন যে তিনি স্বচিন্তে পরচিত্ত জানিতে পারেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হিত নহেন।”

ভগবান উরুবলকাশ্রুপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৬নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে ভগবান ধূলাধূসরিত পরিত্যক্ত (পাংগুকুল) বস্ত্র লাভ করিলেন। তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—কোথায় আমি এই পাংগুকুল বস্ত্র ধৌত করিব? তখন দেবেন্দ্র শত্রু স্বচিন্তে ভগবানের চিত্তবিতর্ক জানিতে পারিয়া পাণির দ্বারা এক পুষ্করিণী খনন করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! এইখানেই আপনি পাংগুকুল বস্ত্র ধৌত করুন।” পুনরায় ভগবানের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—কিসের উপর আমি এই পাংগুকুল বস্ত্র কাঁচিব? দেবেন্দ্র শত্রু স্বচিন্তে ভগবানের চিত্তবিতর্ক জানিতে পারিয়া সেইস্থানে এক বৃহৎ শিলা স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আপনি ইহার উপর পাংগুকুল বস্ত্র কাঁচিতে পারেন।” পুনরায় ভগবানের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—আমি কি অবলম্বনে পুষ্করিণীতে অবতরণ করিব? ককুধবৃক্ষশাসী দেবতা স্বচিন্তে ভগবানের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া বৃক্ষশাখা অবনত করিলেন এবং ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! ইহা অবলম্বন করিয়া আপনি অবতরণ করুন।” পুনরায় ভগবানের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—আমি কিসের উপর পাংগুকুল বস্ত্র প্রসারিত করিব? দেবেন্দ্র শত্রু স্বচিন্তে ভগবানের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া বৃহৎ শিলা স্থাপন করিলেন এবং ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আপনি এই শিলার উপর পাংগুকুল বস্ত্র প্রসারিত করুন।”

সেই রাত্রি অবসানে জটিল উরুবলকাশ্রুপ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাপ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, ভোজন প্রস্তুত হইয়াছে। মহাপ্রমণ! যেখানে পূর্বে পুষ্করিণী ছিল না সেখানে পুষ্করিণী, যেখানে পূর্বে শিলা স্থাপিত ছিল না সেখানে শিলা স্থাপিত, পূর্বে যেই ককুধশাখা অবনত ছিল না তাহা এখন অবনত?”

“কাশ্রুপ! আমি পাংগুকুল বস্ত্র লাভ করিয়াছিলাম। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইয়াছিল—কোথায় আমি এই পাংগুকুল বস্ত্র ধৌত করিব? দেবেন্দ্র

শক্র স্বচিন্তে আমার চিত্তবিতর্ক জানিতে পারিয়া পাণির দ্বারা পুষ্করিণী খনন করিয়া আমাকে কহিলেন—প্রভো! আপনি এইস্থানেই পাংশুকুল বস্ত্র ধোত করুন। অমনুষ্য পাণির দ্বারা খনিত এই পুষ্করিণী। পুনরায় আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—কিসের উপর আমি এই পাংশুকুল বস্ত্র কাঁচিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিন্তে আমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া সেই স্থানে এক বৃহৎ শিলা স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং আমাকে বলিলেন—প্রভো! আপনি ইহার উপর পাংশুকুল বস্ত্র কাঁচিতে পারেন। এই শিলা অমনুষ্য দ্বারা স্থাপিত। পুনরায় আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—আমি কি অবলম্বনে পুষ্করিণীতে অবতরণ করিব? ককুধবৃক্ষবাসী দেবতা স্বচিন্তে আমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া বৃক্ষশাখা অবনত করিলেন এবং আমাকে কহিলেন—প্রভো! ইহা অবলম্বন করিয়া আপনি অবতরণ করুন। এই অবনত ককুধবৃক্ষ। পুনরায় আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—আমি কিসের উপর পাংশুকুল বস্ত্র প্রসারিত করিব? দেবেন্দ্র শক্র স্বচিন্তে আমার চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া এক বৃহৎ শিলা স্থাপন করিয়া রাখিলেন এবং আমাকে কহিলেন—প্রভো! এইস্থানে পাংশুকুল প্রসারিত করুন। অমনুষ্য দ্বারা স্থাপিত এই শিলা।”

তখন জটিল উরুবলকাশ্রুপের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—“মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধি-সম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে দেবেন্দ্র শক্রও তাঁহার পরিচর্যা করিতেছেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।”

ভগবান উরুবলকাশ্রুপের অন্ন ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৭নং প্রতিহার্য্য।—জটিল উরুবলকাশ্রুপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।”

“কাশ্রুপ চল, আমি আসিতেছি”—এই বলিয়া ভগবান জটিলকে পূর্বে বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণ এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে, সেই বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া কাশ্রুপের পূর্বেই অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইলেন। জটিল দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান পূর্বে হইতে অগ্ন্যাগারে সমাসীন আছেন। তাঁহাকে সমাসীন দেখিয়া তিনি কহিলেন—“মহাশ্রমণ! তুমি কোন্ পথে আসিলে? আমি ত তোমার পূর্বেই যাত্রা করিয়াছি; কিন্তু তুমি আমার পূর্বেই আসিয়া এই অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছ।”

কাশ্রুপ। আমি তোমাকে পূর্বেই বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণ এই

দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে . সেই বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া তোমার পূর্বেই অগ্নিশালায় সমাসীন হইয়াছি। কাশ্চপ! যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে এই বর্ণ-সম্পন্ন, রসসম্পন্ন ও গন্ধসম্পন্ন জম্বুফল খাইতে পার।”

“না, মহাশ্রমণ! তুমি আহরণ করিয়াছ তুমিই ইহা ভোগ কর।”

তখন জটিল উরুবলকাশ্চপের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—“মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তিনি আমাকে পূর্বে বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণ এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে সেই বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া আমার পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।”

ভগবান জটিল উরুবলকাশ্চপের অন্তর্ভুক্ত ভোজন করিয়া ঐ বনখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৮. ৯ ও ১০নং প্রতিহার্য্য।— জটিল উরুবলকাশ্চপ রাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।”

“কাশ্চপ! চল, আমি আসিতেছি”—এই বলিয়া ভগবান জটিলকে পূর্বে বিদায় করিয়া যেই জম্বুবৃক্ষের কারণ এই দ্বীপ জম্বুদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছে তাহার অবিদূরে অবস্থিত আম্র, আমলকী এবং হরীতকী বৃক্ষ হইতে ফল আহরণ করিয়া কাশ্চপের পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইলেন। ইত্যাদি [পূর্ববৎ]

১১নং প্রতিহার্য্য।— জটিল উরুবল কাশ্চপরাত্রি অবসানে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“মহাশ্রমণ! এখন ভোজনের সময়, আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।”

“কাশ্চপ! চল, আমি আসিতেছি”—এই বলিয়া ভগবান জটিলকে পূর্বে বিদায় করিয়া, ত্রয়স্বিংশ দেবলোকে গমন করিয়া, পারিজাত পুষ্প সংগ্রহ করিয়া, কাশ্চপের পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইলেন। জটিল দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান পূর্বে হইতে অগ্ন্যাগারে সমাসীন আছেন। তাঁহাকে সমাসীন দেখিয়া তিনি কহিলেন—“মহাশ্রমণ! তুমি কোন্ পথে আসিলে? আমি ত তোমার পূর্বেই যাত্রা করিয়াছি; কিন্তু তুমি আমার পূর্বেই আসিয়া এই অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছ।”

“কাশ্চপ! আমি তোমাকে পূর্বেই বিদায় করিয়া ত্রয়স্বিংশ দেবলোকে গমন করিয়া, পারিজাত পুষ্প সংগ্রহ করিয়া, তোমার পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছি। কাশ্চপ, ইহাই বর্ণসম্পন্ন, গন্ধসম্পন্ন পারিজাত পুষ্প।”

তখন জটিল উরুবলকাণ্ডের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তিনি আমাকে পূর্বে বিদায় করিয়া, ত্রয়ত্রিংশ দেব-লোকে গমন করিয়া, পারিজাত পুষ্প সংগ্রহ করিয়া, আমার পূর্বেই আসিয়া অগ্ন্যাগারে সমাসীন হইয়াছেন। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।

১২নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিলগণ অগ্নির পরিচর্য্যাকল্পে কাষ্ঠ ফারিতে (চিরিতে) সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহাদের মনে হইল,—নিশ্চয় মহাশ্রমণের ঋদ্ধিমায়্যা-প্রভাবে আমরা কাষ্ঠ ফারিতে পারিতেছি না।

ভগবান জটিল উরুবলকাণ্ডপকে কহিলেন—“কাণ্ডপ! আমি কি কাষ্ঠ ফারিব?” “মহাশ্রমণ! ফার দেখি।” ভগবান এক আঘাতেই পঞ্চশত কাষ্ঠ ফারিলেন।

তখন জটিল উরুবলকাণ্ডের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার প্রভাবে কাষ্ঠও ফারিয়া যাইতেছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।

১৩নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিলগণ অগ্নির পরিচর্য্যাকল্পে অগ্নি জ্বালিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—নিশ্চয় ইহা মহাশ্রমণের ঋদ্ধিমায়্যা, যেই জন্ম আমরা অগ্নি জ্বালিতে পারিতেছি না। তখন ভগবান জটিল উরুবলকাণ্ডপকে কহিলেন—“কাণ্ডপ! অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইবে কি?” “মহাশ্রমণ! অগ্নি প্রজ্বলিত করা হউক।” একসঙ্গেই পঞ্চশত অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিল।

তখন জটিল উরুবলকাণ্ডের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার প্রভাবে অগ্নিও প্রজ্বলিত হইতেছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।

১৪নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিলগণ অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়া অগ্নি নির্ঝাপিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন জটিলদের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—নিশ্চয় ইহা মহাশ্রমণের ঋদ্ধিমায়্যা, যেই জন্ম আমরা অগ্নি নির্ঝাপিত করিতে পারিতেছি না। ভগবান জটিল উরুবলকাণ্ডপকে কহিলেন—“কাণ্ডপ অগ্নি নির্ঝাপিত করা হইবে কি?” “মহাশ্রমণ! অগ্নি নির্ঝাপিত করা হউক।” একসঙ্গেই পঞ্চশত অগ্নিকুণ্ড নির্ঝাপিত হইল।

তখন জটিল উরুবলকাণ্ডের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার প্রভাবে অগ্নিও নির্ঝাপিত হইতেছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।

১৫নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে জটিলগণ শীত ও হেমন্ত রাত্রিতে, অন্তরাষ্টকে

হিমপাত-সময়ে^১ নৈরঞ্জনা নদীতে ডুব দিতেন, ভাসিয়া উঠিতেন, এবং পুনঃ পুনঃ ডুবা-উঠা করিতেন। তখন ভগবান ঋদ্ধিবলে পঞ্চশত মালসা নির্মাণ করিয়া রাখিলেন, যাহাতে জটিলগণ জল হইতে উঠিয়া দেহ উত্তপ্ত করিতে পারিলেন। [পূর্ববৎ]

তখন জটিল উরুবলকাশ্রুপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—মহাশ্রমণ এত ঋদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন যে তাঁহার প্রভাবে এই মালসাসমূহ নির্মিত হইয়াছে। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।

১৬নং প্রতিহার্য্য।—সেই সময়ে মহা অকালমেঘ উথিত হইয়া প্রচুর বারি বর্ষিত হইল, মহাজলস্রোত সঞ্জাত হইল। যেখানে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন তাহা জলে ভরপুর হইল। তখন ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—‘আমি চতুর্দিকের জলরাশি অপসারিত করিয়া মধ্যস্থলে ‘রেণুহত’ (ধূলিযুক্ত) ভূমিতে পাদচারণ করিব।’ এই ভাবিয়া ভগবান চতুর্দিক হইতে জলরাশি অপসারিত করিয়া মধ্যে রেণুহত ভূমিতে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। ‘মহাশ্রমণ জলে নিমগ্ন না হউক’ এই উদ্দেশ্যে জটিল উরুবলকাশ্রুপ নৌকা লইয়া বহুসংখ্যক জটিল সহ সেই স্থানে ভগবান অবস্থান করিতেছিলেন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ভগবান চতুর্দিকের জলরাশি অপসারিত করিয়া মধ্যস্থলে রেণুহত ভূমিতে পাদচারণ করিতেছেন। তাহা দেখিয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন—“তুমিই কি মহাশ্রমণ?” “হাঁ, কাশ্রুপ, আমি এই স্থানেই!” ভগবান এই বলিয়া আকাশে উথিত হইয়া নৌকায় অবতরণ করিলেন।

তখন উরুবলকাশ্রুপের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—মহাশ্রমণ দিব্যশক্তি ও ঐশী-শক্তিসম্পন্ন, যেহেতু জলও তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই। তথাপি তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।

অনন্তর ভগবানের মনে এই চিন্তা উদিত হইল—এই মোঘপুরুষ (মুর্থ) চিরকালই ভাবিবে, ‘মহাশ্রমণ মহা দিব্যশক্তি ও ঐশীশক্তিসম্পন্ন বটে, কিন্তু তিনি মাদৃশ অর্হৎ নহেন।’ অতএব আমি এই জটিলের মধ্যে উদ্বেগ সঞ্চার করিব। এই ভাবিয়া তিনি উরুবলকাশ্রুপকে কহিলেন—“কাশ্রুপ! তুমি অর্হৎ নও, অর্হৎ-মার্গারূঢ়ও নও,

১. বিনয়-মতে সংবৎসরে ঋতু তিনটি। তন্মধ্যে কাশ্তিকী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে ফাগুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত চারিমাস হেমন্ত ঋতু নামে কথিত। মাঘমাসের শেষ চারিরাত্রি এবং কাশ্তন মাসের প্রথম চারিরাত্রি ‘ঋতুরাষ্টক’ বলিয়া অভিহিত হয়। এই সময়েই অধিক পরিমাণে হিমপাত হইয়া থাকে। আখ্যায়ন গৃহসূত্র (২-৪-১) মতে : হেমন্ত-শিশিরমোক্ষতুর্ণাম্ অষ্টমীম্ অষ্টকাঃ। “হেমন্ত ও শীত ঋতুর চারি কৃষ্ণপক্ষের প্রথম অষ্ট তিথি লইয়াই অষ্টকা, যাহা পিতৃপুরুষের তর্পণের পক্ষে, গম্বাকার্যের পক্ষে প্রশস্ত সময়। —বড়ুয়া, *Gaya and Buddha Gaya*, পৃ: ২৪৩।

তোমার সেই প্রতিপদও (পছাও) নাই যদ্বারা তুমি অর্হং কিংবা অর্হৎ-মার্গারূঢ় হইতে পার।”

তখন জটিল উরুবলকাশ্রুপ ভগবানের পদে শির বিলুপ্তিত করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আমি আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?”

“কাশ্রুপ! তুমি যে পঞ্চশত জটিলের নায়ক, বিনায়ক, অগ্র, প্রমুখ, প্রমুখ্য। তাহাদের প্রতিও ফিরিয়া দেখ। তারপর তাহারা যাহা ভাল মনে করে তাহাই করিবে।” তিনি জটিলদের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া জটিলদিগকে কহিলেন—“আমি মহাপ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, তোমরা যাহা ভাল মনে কর তাহা কর।”

“আচার্য্য! আমরা ত চিরদিনই মহাপ্রমণে অভিপ্রসন্ন (শ্রদ্ধাবান), যদি আপনি তাঁহার অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করেন তাহা হইলে আমরা সকলেও তাহা করিব।” এই বলিয়া ঐ জটিলগণ কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রী জলে প্রবাহিত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদে শির বিলুপ্তিত করিয়া কহিলেন—“প্রভো! আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?”

“ভিক্ষুগণ! এস, ধর্ম্ম স্ম-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর, সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্ত।” তাহাতেই তাঁহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

জটিল নক্ষীকাশ্রুপ দেখিতে পাইলেন—কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসিতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল—‘আশাকরি আমার ভ্রাতার কোন বিপদ হয় নাই।’ এই ভাবিয়া তিনি জটিলগণকে পাঠাইয়া দিলেন—যাও, আমার ভ্রাতা কেমন আছেন গিয়া জান। তিনি স্বয়ং তিনশত জটিল সহ আয়ুয়ান উরুবলকাশ্রুপের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—“কাশ্রুপ! ইহা কি তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ?”

“হাঁ ভাই, ইহাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।”

তখন ঐ জটিলগণও কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসাইয়া দিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদে শির বিলুপ্তিত করিয়া কহিলেন—“প্রভো! আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি?”

“ভিক্ষুগণ! এস, ধর্ম্ম স্ম-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর, সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্ত।” তাহাতেই তাঁহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

জটিল গয়াকাণ্ডপ দেখিতে পাইলেন—কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসিতেছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—‘আশাকরি আমার ভ্রাতার কোন বিপদ হয় নাই!’ এই ভাবিয়া তিনি জটিলগণকে পাঠাইয়া দিলেন—‘যাও, আমার ভ্রাতা কেমন আছেন গিয়া জান। তিনি স্বয়ং দুইশত জটিলসহ আয়ুস্থান উরুবলকাণ্ডপের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন—“কাণ্ডপ ! ইহা কি তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ?”

“হাঁ ভাই, ইহাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।”

তখন ঐ জটিলগণও কেশ, জটা, খারিভার এবং অগ্নিহোত্রের সামগ্রীনিচয় জলে ভাসাইয়া দিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদে শির বিলুপ্তি করিয়া কহিলেন—“প্রভো ! আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে পারিব কি ?”

“ভিক্ষুগণ ! এস, ধর্ম সু-আখ্যাত, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর, সম্যকভাবে দুঃখের অন্ত-সাধনের জন্ত।” তাহাতেই তাঁহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

[স্থান—গয়ানীর্ষ পর্বত]

(১৬) আদীপ্ত-পর্যায়-দেশনা

ভগবান উরুবলকায় যথাক্রমে অবস্থান করিয়া গয়ানীর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে এক বৃহৎ ভিক্ষুসমূহ,—সহস্রসংখ্যক ভিক্ষু, যাহারা সকলেই পূর্বে জটিল ছিলেন। ভগবান সহস্র ভিক্ষু সহ গয়ার গয়ানীর্ষ পর্বতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে ভিক্ষুগণ ! সমস্তই জলিতেছে। সমস্ত কি কি ? চক্ষু জলিতেছে, রূপ জলিতেছে, চক্ষু-বিজ্ঞান জলিতেছে, চক্ষু-সংস্পর্শ জলিতেছে এবং সংস্পর্শজ বেদনা—সুখবেদনা, দুঃখবেদনা কিংবা নাহুঃখ-নাসুখ বেদনা জলিতেছে। কিসের দ্বারা জলিতেছে ? আমি বলি—রাগাগ্নিতে, ঘেঘাগ্নিতে, মোহাগ্নিতে জলিতেছে ! জন্মের কারণ, জরার কারণ, মৃত্যুর কারণ, শোক, পরিদেবন, দুঃখ, দৌর্মনশ্র ও নৈরাগ্ণের কারণ জলিতেছে।

হে ভিক্ষুগণ ! শ্রোত্র এবং শব্দ, স্রাব এবং গন্ধ, জিহ্বা এবং রস, কায় এবং স্পর্শ, মন এবং ধর্ম সম্বন্ধেও এইরূপ।

হে ভিক্ষুগণ ! ইহা দেখিয়া ঋতবান আর্ধ্যশ্রাবক চক্ষুবিষয়ে, রূপে, চক্ষু-বিজ্ঞানে, চক্ষুসংস্পর্শে, চক্ষুসংস্পর্শজ সুখবেদনায়, দুঃখবেদনায় অথবা নাহুঃখ-নাসুখ বেদনায় নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। শ্রোত্রে, শব্দে, স্রাবে, গন্ধে, জিহ্বায়, রসে, কয়ে, স্পর্শে, মনে এবং ধর্মেও নির্বেদ প্রাপ্ত হয়। নির্বেদ প্রাপ্ত হইলে বীতরাগ হয়, বীতরাগ হইলে

বিমুক্ত হয়, বিমুক্ত হইলে ‘বিমুক্ত হইয়াছি’ বলিয়া জ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং সে প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারে—‘আমার জন্ম-বীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে, করণীয় কার্য্য কৃত হইয়াছে, এবং অতঃপর আমাকে অত্র আসিতে হইবে না।’

এই বিবৃতি প্রদানকালে সহস্র ভিক্ষুর চিত্ত অনাসক্ত হইয়া আসব হইতে বিমুক্ত হইল।

॥ আদীপ্ত-পর্ধ্যায়-সমাপ্ত ॥

॥ উরুবেল-প্রতিহার্য্য নামক তৃতীয় ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান—রাজগৃহ]

(১৭) বিম্বিসারের দীক্ষা

ভগবান গয়াশীর্ষ পর্ব্বতে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে বৃহৎ ভিক্ষু-সঙ্ঘ—সহস্রসংখ্যক ভিক্ষু, যাহারা সকলে পূর্বে জটিল ছিলেন। ভগবান ক্রমাগত পর্য্যটন করিয়া রাজগৃহে উপনীত হইলেন এবং তথায় যষ্ঠিবনোত্তানে সুপ্রতিষ্ঠ-চৈত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মগধ-রাজ শ্রেণিক বিম্বিসার শুনিলেন যে, শাক্যকুল-প্রব্রজিত শ্রমণ গৌতম রাজগৃহে উপনীত হইয়া রাজগৃহ-সন্নিধানে যষ্ঠিবনোত্তানে^১ সুপ্রতিষ্ঠ-চৈত্রে^২ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এইরূপ কল্যাণ কীর্ত্তিশব্দ অভ্যুখিত হইয়াছে—‘তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিজ্ঞাচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, দম্যপুরুষসারথি, দেবমনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।’ তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং দেবমনুষ্য, এই সর্ব্ব লোক স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়া উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন যাহার আদিত্তে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ। তিনি অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, সমগ্র, পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য প্রকাশিত করেন। এইরূপ অর্হতের দর্শন লাভ করা উত্তম হইবে মনে করিয়া মগধ-রাজ শ্রেণিক বিম্বিসার একলক্ষ বিশ হাজার মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতি কর্ত্তক পরিবৃত্ত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ঐ একলক্ষ বিশ হাজার ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণও কেহ ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, কেহ বা তাঁহার সহিত প্রীত্যালাপ-প্রসঙ্গে কুশলপ্রশ্নাদি বিনিময় করিয়া, কেহ বা কৃতজ্ঞলি হইয়া, কেহ বা ভগবানের নিকট নামগোত্রে আত্মপরিচয় দিয়া, আর কেহ বা মৌনভাবে অবলম্বন করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন একলক্ষ বিশ হাজার মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহস্থগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—‘মহাশ্রমণই

১. ভালোত্তানে। ২. বটবৃক্ষমূলে।

কি উরুবলকাশ্যপের অধীনে অথবা উরুবলকাশ্যপই মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছেন ?

তখন ভগবান স্বচিন্তে তাঁহাদের চিত্তপরিবিতর্ক জানিতে পারিয়া আয়ুহ্মান উরুবল কাশ্যপকে গাথাযোগে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

“ওহে উরুবলবাসি, কুশতনু জটিলের গুরু তুমি ছিলে,
বল তুমি কি দেখিয়া, হে কাশ্যপ, হে তপস্বি, অগ্নিরে ত্যজিলে ?
জিজ্ঞাসি তোমারে, কহ এবিষয়, জটিলের গুরু তুমি ছিলে,
কি কারণে অগ্নিহোত্র, অগ্নিচর্যা, ইষ্টযজ্ঞ, সকলি ত্যজিলে ?”

কাশ্যপ—

“রূপে শব্দে আর রসে, স্নবাখানে ইষ্টযজ্ঞে স্নকামিনিগণ,
এই মল উপাধিতে, জানি তা’ই, যজ্ঞেহোত্রে রত নাহি মন ।”

ভগবান—

“রূপে শব্দে আর রসে, হে কাশ্যপ, যদি হেথা রত নাহি মন,
তবে বল, হে কাশ্যপ, কোথা এবে, কোন্ লোকে রত তব মন ?”

কাশ্যপ—

“হেরি সেই শান্তিপদ, নিরুপাধি, কামমুক্ত, যাহা অকিঞ্চন,
অনুথা যাহার নাই, ভুততা তথতা যাহা, অনুগমন ।
সেই শান্তিপদে রত, নিরুপাধি, অনাসক্তি, যাহা অকিঞ্চন,
ইষ্টযজ্ঞে, অগ্নিহোত্রে, রূপে শব্দে আর রসে রত নাহি মন ।”

অতঃপর আয়ুহ্মান উরুবলকাশ্যপ আসন হইতে উঠিয়া একাংস আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ পরিধান করিয়া, ভগবানের পাদে শির বিলুপ্তি করিয়া ভগবানকে তিনবার কহিলেন :—“প্রভো ! আপনি শাস্তা, আমি শ্রাবক ।” তখন মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের মনে হইল :—“কাশ্যপই মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছেন ।”

ভগবান স্বচিন্তে ঐ মগধবাসী ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণের চিত্তপরিবিতর্ক জানিয়া তাহাদিগকে আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন । যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা । ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেষণ এবং নৈক্রম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন । যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের চিত্ত কল্যা, মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল) ও প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন, যথা—দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ ও দুঃখ-নিরোধের উপায় । যেমন শুদ্ধ ও কালিয়া রহিত বস্তু সম্যকভাবে রঙ প্রভিগ্রহণ করে তেমনই রাজা বিধিসারপ্রমুখ মগধবাসী

একাদশ অযুত ব্রাহ্মণ গৃহস্থদের সেই আসনে বিরজ বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’ এক অযুত ব্যক্তি ভগবানের উপাসকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জানাইলেন।

তখন মগধ-রাজ শ্রেণিক বিশ্বিসার ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারণ্য প্রাপ্ত হইয়া, শাস্তার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! কুমার অবস্থায় আমার পাঁচটি কামনা ছিল, তাহা এখন পূর্ণ হইল। প্রথম, আমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইব ; দ্বিতীয়, আমার রাজ্যে অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ অবতীর্ণ হইবেন ; তৃতীয়, আমি সেই ভগবানের পর্যাপাসনা করিব ; চতুর্থ, ভগবান আমাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিবেন ; পঞ্চম, আমি ভগবানের ধর্ম উপলব্ধি করিব। প্রভো ! কুমার অবস্থায় আমার এই পঞ্চ কামনা ছিল যাহা এখন পূর্ণ হইয়াছে।

“প্রভো ! অতি সুন্দর ! অতি মনোহর ! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুস্থান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায়, তেমনই ভাবে ভগবান বহু পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো ! আমি ভগবানের শরণাগত হইতেছি, ধর্ম এবং ভিক্ষু-সজ্জের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরণ আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন। প্রভো ! আগামী কালের জন্মে ভগবান ভিক্ষু-সজ্জ সহ আমার গৃহে অন্নভোজন করিতে সম্মত হউন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর রাজা শ্রেণিক বিশ্বিসার ভগবান সম্মত হইয়াছেন জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া ধীর-পদে প্রস্থান করিলেন। তিনি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাণ্ডভোজ্য প্রস্তুত করাইলেন। ভগবানকে সময় জানাইলেন :—“প্রভো ! এখন ভোজনের সময়, অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে।” ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে বৃহৎ ভিক্ষুসজ্জ—সহস্রসংখ্যক ভিক্ষু, যাহারা সকলে পূর্বে জটিল ছিলেন।

তখন দেবেশ্বর শক্র মনোহর মানবরূপ (তক্ষণ ব্রাহ্মণের রূপ) নির্মাণ করিয়া (গ্রহণ করিয়া) নিম্নোক্ত গাথাগুলি গীতন্বরে আবৃত্তি করিতে করিতে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সজ্জের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

“দান্ত সজে দান্ত পূর্ব-জটিলের দল,
বিমুক্তের সজে যারা বিমুক্ত সকল।
সুবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।

শাস্ত্র সঙ্গে শাস্ত্র পূর্ব-জটিলের দল,
 বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
 সূবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
 রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
 মুক্ত সঙ্গে মুক্ত পূর্ব-জটিলের দল,
 বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
 সূবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
 রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
 তীর্ণ সঙ্গে তীর্ণ পূর্ব-জটিলের দল,
 বিমুক্তের সঙ্গে যারা বিমুক্ত সকল।
 সূবর্ণবিগ্রহরূপে হয়ে শোভমান,
 রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।
 দশআর্ঘ্যবাসে বাস, দশবলধর,
 দশধর্মবিদ, দশগুণে গুণধর।
 দশশত-পরিবৃত শাস্ত্রা স্মহান,
 রাজগৃহে প্রবেশিছে প্রভু ভগবান।”

জনতা দেবেন্দ্র শক্রকে দেখিয়া বলিতে লাগিল :—আহা! এই মানব (ব্রাহ্মণ যুবক) দেখিতে বড় সুন্দর! কি মনোহর! না জানি সে কাহার তনয়! তদন্তরে দেবেন্দ্র শক্র ঐ জনতাকে সম্বোধন করিয়া গাথাযোগে বলিলেন :—

“যিনি ধীর শাস্ত্র দাস্ত্র সকল প্রকারে,
 যিনি শুদ্ধ অদ্বিতীয় ধরার মাঝারে।
 যিনি অরহৎ লোকে স্মৃগত স্মৃজন,
 সেবক তাঁহার আমি নগণ্য ব্রাহ্মণ।”

অতঃপর ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের গৃহে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে, আরও দিতে সম্পূর্ণরূপে বারণ না করা পর্যন্ত, খাদ্য ও ভোজ্য দানে সম্মুগ্ধ করিলেন। ভুক্তাবসানে ভগবান ভোজনপাত্র হইতে হস্ত অপসারিত করিলে সমস্ত্রমে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল :—“ভগবান কোথায় বাস করিবেন, তিনি এমন একস্থানে বাস করিবেন যাহা লোকালয় হইতে অতিনূরেও নহে, অতি নিকটেও নহে, যেখানে দর্শনকামী ব্যক্তিগণ সহজে গমনাগমন করিতে পারে, যাহা দিবাভাগে জনাকীর্ণ নহে,

রাত্রিকালে নিঃশব্দ, নির্ঘোষ (কোলাহলরহিত), নির্জ্বল, যাহা মনুষ্যের নিকট রহস্তোদ্দীপক এবং ধ্যানের পক্ষে উপযোগী।” আবার মগধ-রাজ শ্রেণিক বিধিসারের মনে হইল—“এই বেণুবনোত্থানই সেই স্থান, যাহা লোকালয় হইতে অতিদূরেও নহে, অতিনিকটেও নহে, যেখানে দর্শনকামী ব্যক্তিগণ সহজে গমনাগমন করিতে পারে, যাহা দিবাভাগে জনাকীর্ণ নহে, রাত্রিকালে নিঃশব্দ, নির্ঘোষ (কোলাহলরহিত), নির্জ্বল, যাহা মনুষ্যের নিকট রহস্তোদ্দীপক এবং ধ্যানের পক্ষে উপযোগী। অতএব আমি এই বেণুবনোত্থান বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিব।” এই ভাবিয়া তিনি স্বর্ণভূজার হস্তে গ্রহণ করিয়া যথারীতি জল ঢালিয়া ভগবানের নিকট উত্থান অর্পণ করিলেন: “প্রভো! আমি এই বেণুবনোত্থান বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিতেছি।” ভগবান সাদরে প্রদত্ত আরাগ গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ করিয়া, সন্দ্বপ্ত করিয়া, সমুত্তেজিত করিয়া এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভগবান এই প্রসঙ্গে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন:—“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি, তোমরা আরামে (বিহারে) বাস কর।”

(১৮) শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়নের উপসম্পদা লাভ

সেই সময়ে সঞ্জয় পরিব্রাজক আড়াইশত পরিব্রাজক-গঠিত বৃহৎ পারিষদ সহ রাজগৃহে বাস করিতেন। শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন সঞ্জয় পরিব্রাজকের অধীনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেন। তাঁহারা পরস্পর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম অমৃতপদ লাভ করিবেন তিনি অপরকে তাহা জানাইবেন। একদিন আয়ুয়ান্ অখজিৎ পূর্কাত্তে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, ভিক্ষানের জন্ত রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার গমন, আলোকন, বিলোকন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ অতি সুন্দর। অধোদিকে তাঁহার দৃষ্টি বিচলিত এবং তাঁহার ঈর্ষ্যাপথ (দেহের ভঙ্গী) সৌষ্ঠবযুক্ত। শারীপুত্র পরিব্রাজক দেখিতে পাইলেন যে, আয়ুয়ান্ অখজিৎ ভিক্ষানের জন্ত রাজগৃহে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার গমন, আলোকন, বিলোকন, সঙ্কোচন ও প্রসারণ অতি সুন্দর। অধোদিকে তাঁহার দৃষ্টি বিচলিত এবং তাঁহার ঈর্ষ্যাপথ সৌষ্ঠবযুক্ত। তাহা দেখিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল, জগতে অর্হৎ বা অর্হৎ-মার্গাক্রমের মধ্যে এই ভিক্ষু অগ্রতম। আমি তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিব, ‘বন্ধো! তুমি কাহার উদ্দেশ্যে প্রব্রজিত হইয়াছ, কে তোমার শাস্তা, কোন্ ধর্ম্মই বা তোমার কৃচি?’ তখন আবার তাঁহার মনে হইল,

‘এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পক্ষে এখন অসময়, যেহেতু ভিক্ষু লোকালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভিক্ষার জন্ত বিচরণ করিতেছেন। অতএব আমি তাঁহার জানিত মুক্তিমার্গ জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিব।’ অনন্তর আয়ুস্মান্ অশ্বজিৎ রাজগৃহে ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণ করিয়া, ভিক্ষার লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। শারীপুত্র পরিব্রাজক আয়ুস্মান্ অশ্বজিতের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া প্রীত্যালাপচ্ছলে তাঁহার সহিত কুশলপ্রশ্ন বিনিময় করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন, একান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি আয়ুস্মান্ অশ্বজিৎকে কহিলেন :—“বন্ধো ! তোমার ইন্দ্ৰিয়গ্রাম বিপ্রসন্ন (অনাবিল ও পরিশুদ্ধ হইয়াছে) এবং তোমার দেহচ্ছবি অতি পরিষ্কার। কাহার উদ্দেশ্যে তুমি প্রব্রজিত, কে-বা তোমার শাস্তা এবং কোন্ ধর্ম্মেই বা তোমার রুচি ?”

“বন্ধো ! যেই মহাশ্রমণ শাক্যপুত্র এবং শাক্যকুল-প্রব্রজিত সেই ভগবানের উদ্দেশ্যেই আমি প্রব্রজিত, তিনি আমার শাস্তা এবং তাঁহার ধর্ম্মেই আমার রুচি।”

“আপনার শাস্তা কোন মতবাদী এবং কি-ই বা তিনি প্রচার করেন ?”

“বন্ধো ! আমি এই পথে নূতন পথিক, অচির-প্রব্রজিত, এই ধর্ম্ম-বিনয়ে অধুনাগত, আমি তোমার নিকট বিস্তারিত ভাবে ধর্ম্ম উপদেশ করিতে সমর্থ নহি, তবে সংক্ষেপে ইহার মর্ম্ম বলিতে পারি।”

তখন শারীপুত্র পরিব্রাজক আয়ুস্মান্ অশ্বজিৎকে কহিলেন : বন্ধো ! তাহাই হউক।

“অল্প বল কিংবা বল অধিক বচন,
কহ সার অর্থ, অর্থে মম প্রয়োজন,
অর্থ নিয়া কাজ মোর, অর্থে প্রয়োজন,
কি করিবে অর্থহীন অধিক ব্যঞ্জন ?”

তখন আয়ুস্মান্ অশ্বজিৎ শারীপুত্র পরিব্রাজকের নিকট এই ধর্ম্মপর্যায় (ধর্ম্মোক্তি) ব্যক্ত করিলেন :—

“যে সব ধর্ম্মের হয় হেতুতে উদ্ভব,
সুগত তাদের হেতু প্রকাশিল সব।
তা’দের নিরোধ যাহা করিল বর্গন,—
এই মতবাদী জান সে মহাশ্রমণ।”

এই ধর্ম্মপর্যায় শ্রবণ করিলে শারীপুত্র পরিব্রাজকের বিরজ বিমল ধর্ম্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্ম্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্ম্মী।’

“তা’ই যদি হয়, ধর্ম্ম ইহা সুনিশ্চয়,
পেয়েছ পরম পদ, অশোক অব্যয়।

অদৃষ্ট আছিল চির, লোকেৰু অজ্ঞাত,
যদিও খুঁজেছে নৱ বহু কল্প শত ।”

অনন্তৰ শারীপুত্ৰ পৰিব্ৰাজক মৌদাল্যায়ন পৰিব্ৰাজকেৰ নিকট উপস্থিত হইলেন । মৌদাল্যায়ন দূৰ হইতেই দেখিতে পাইলেন যে, শারীপুত্ৰ তাঁহাৰ দিকে আসিতেছেন । তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে কহিলেন :—“শারীপুত্ৰ ! তোমাৰ ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাম যে অতি প্ৰসন্ন ও পৰিশুদ্ধ হইয়াছে, তোমাৰ দেহচ্ছবি যে অতি পৰিষ্কাৰ হইয়াছে, তুমি কি অমৃতপদ লাভ কৰিয়াছ ?”

“হাঁ, মৌদাল্যায়ন, আমি অমৃতপদ লাভ কৰিয়াছি ।”

“শারীপুত্ৰ ! কিৰূপে তুমি তাহা লাভ কৰিলে ?”

“মৌদাল্যায়ন ! আমি দেখিতে পাইলাম ভিক্ষু অশ্বজিৎ ৰাজগৃহে ভিক্ষাচৰ্য্যা কৰিতেছেন, তাঁহাৰ গমন, আলোকন ও বিলোকন, সঙ্কোচন ও প্ৰসাৰণ অতি সুন্দৰ । অধোদিকে তাঁহাৰ দৃষ্টি বিচলিত এবং তাঁহাৰ ঈৰ্ষ্যাপথ (দেহেৰ ভঙ্গী) সৌষ্ঠবযুক্ত । তাঁহাকে দেখিয়া আমাৰ মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—জগতে অৰ্হৎ বা অৰ্হৎ-মার্গাৰূঢ়েৰ মধ্যে এই ভিক্ষু অশ্ৰুতম । অতএব আমি ইহাৰ নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা কৰিব, ‘বন্ধো ! তুমি কাহাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰব্ৰজিত হইয়াছ, কে তোমাৰ শাস্তা, কোন্ ধৰ্ম্মেই বা তোমাৰ ৰুচি ?’ তখন আবার আমাৰ মনে হইল, ‘এই প্ৰশ্ন জিজ্ঞাসা কৰাৰ পক্ষে এখন অসময়, যেহেতু ভিক্ষু লোকালয়ে প্ৰবিষ্ট হইয়া ভিক্ষানেৰ জন্ত বিচৰণ কৰিতেছেন ! অতএব আমি তাঁহাৰ জানিত মুক্তিমাৰ্গ জানিবাৰ অভিপ্ৰায়ে তাঁহাৰ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কৰিব ।’ অনন্তৰ অশ্বজিৎ ভিক্ষু ৰাজগৃহে ভিক্ষান্ন সংগ্ৰহে বিচৰণ কৰিয়া, ভিক্ষান্ন লইয়া প্ৰত্যাগমন কৰিলেন । আমি অশ্বজিৎ ভিক্ষুৰ নিকট উপস্থিত হইলাম, উপস্থিত হইয়া প্ৰীত্যালাপছলে তাঁহাৰ সহিত কুশল প্ৰশ্ন বিনিময় কৰিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলাম, একান্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমি অশ্বজিৎ ভিক্ষুকে কহিলাম, ‘বন্ধো ! তোমাৰ ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাম বিপ্ৰসন্ন ও পৰিশুদ্ধ, তোমাৰ দেহচ্ছবি অতি পৰিষ্কাৰ । তুমি কাহাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰব্ৰজিত, কে-বা তোমাৰ শাস্তা এবং কোন্ ধৰ্ম্মেই বা তোমাৰ ৰুচি ?’ ‘বন্ধো ! যে মহাপ্ৰমণ শাক্যপুত্ৰ এবং শাক্যকুল প্ৰব্ৰজিত সেই ভগবানেৰ উদ্দেশ্যেই আমি প্ৰব্ৰজিত, তিনি আমাৰ শাস্তা এবং তাঁহাৰ ধৰ্ম্মেই আমাৰ ৰুচি ।’ ‘আপনাৰ শাস্তা কি মতবাদী এবং কি-বা তিনি প্ৰচাৰ কৰেন ?’ ‘বন্ধো ! আমি এই পথে নূতন পথিক, অচিৰ-প্ৰব্ৰজিত, এই ধৰ্ম্ম-বিনয়ে অধুনাগত, আমি তোমাৰ নিকট বিস্তাৰিত ভাবে ধৰ্ম্ম উপদেশ কৰিতে সমৰ্থ নহি, তবে সংক্ষেপে ইহাৰ মৰ্ম্ম বলিতে পাৰি ।’

“অল্প বল কিংবা বল অধিক বচন,

কহ সার অৰ্থ, অৰ্থে মম প্ৰয়োজন ।

অর্থ নিয়া কাজ মোর, অর্থে প্রয়োজন,
কি করিবে অর্থহীন অধিক ব্যঞ্জন ?”

তখন অশ্বজিৎ ভিক্ষু এই ধর্মপর্যায় (ধর্মোক্তি) ব্যক্ত করিলেন :—

“যে সব ধর্মের হয় হেতুতে উদ্ভব,
সুগত তাদের হেতু প্রকাশিল সব ।
তাদের নিরোধ যাহা করিল বর্ণন,—
এই মতবাদী জান সে মহাশ্রমণ ।”

এই ধর্মপর্যায় (ধর্মতত্ত্ব) শ্রবণ করিলে মৌদগল্যায়ন পরিব্রাজকের বিরজ বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী ।’

“তা’ই যদি হয়, ধর্ম ইহা সুনিশ্চয়,
পেয়েছ পরম পদ অশোক অব্যয় ।
অদৃষ্ট আছিল চির, লোকের অজ্ঞাত,
যদিও খুঁজেছে নর বহু কল্প শত ।”

অনন্তর মৌদগল্যায়ন শারীপুত্রকে কহিলেন :—“শারীপুত্র ! চল আমরা ভগবানের নিকট যাই, তিনিই আমাদের শাস্তা । এই যে আড়াই শত পরিব্রাজক আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া এখানে বাস করিতেছে তাহাদের দিকেও ফিরিয়া দেখিব, তাহারা যাহা ভাল মনে করিবে তাহাই করিবে ।” শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ঐ পরিব্রাজকগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন :—
“বন্ধুগণ ! আমরা ভগবানের নিকট যাইতেছি, তিনিই আমাদের শাস্তা ।”

“আমরা আপনাদের আশ্রয়ে আপনাদের মুখপানে তাকাইয়া এখানে আছি, যদি আপনারা মহাশ্রমণের অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন তবে আমরা সকলেও তাহাই করিব ।”

অতঃপর শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন সঞ্জয় পরিব্রাজকের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন :—“পরিব্রাজক ! আমরা ভগবানের নিকট যাইতেছি, তিনিই আমাদের শাস্তা ।”

“তোমাদের যাইয়া কাজ নাই, তোমরা যাইও না, আমরা তিনজনেই এই পরিব্রাজকগণের পরিচালনা করিব ।”

দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও শারীপুত্র এবং মৌদগল্যায়ন তাহাই বলিলেন এবং সঞ্জয় পরিব্রাজকও তাহাই উত্তর করিলেন ।

অনন্তর শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন আড়াই শত পরিব্রাজককে লইয়া বেণুবনে উপস্থিত হইলেন । এদিকে সেইস্থানেই সঞ্জয় পরিব্রাজকের মুখ দিয়া সত্ত্ব রক্ত নির্গত হইল ।

ভগবান দূর হইতেই দেখিতে পাইলেন যে, শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন তাঁহার দিকে আসিতেছেন, তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! কোলিত এবং উপতিষ্ঠ্য নামে তোমাদের ঐ যে ছুই সহায় আসিতেছে তাহারাই আমার অগ্রশ্রাবকযুগল, ভদ্রযুগল হইবে।”

যাহারা গভীর জ্ঞানবিষয়ে পারদর্শী হইয়া উপাধিক্ষয়ে অন্তরের বিমুক্তি আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাঁহারা বেণুবনে উপস্থিত হইবার পূর্বেই শাস্তা তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! কোলিত ও উপতিষ্ঠ্য নামে তোমাদের ঐ যে ছুইজন সহায় আসিতেছে তাহারাই আমার অগ্রশ্রাবকযুগল, ভদ্রযুগল হইবে।”

শারীপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের চরণে শির বিলুপ্তিত করিয়া কহিলেন :—“প্রভো! আমরা আপনার নিকট প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিতে ইচ্ছা করি।”

ভগবান কহিলেন :—“ভিক্ষুগণ এস; স্ন-আখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ কর, সম্যকভাবে দুঃখের অন্ত সাধনের জন্ম।” তাহাতেই তাঁহাদের উপসম্পদা লাভ হইল।

সেই সময়ে মগধের প্রসিদ্ধ ও অভিজাত কুলপুত্রগণ ভগবৎ শাসনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছেন দেখিয়া জনসাধারণ আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে এবং সর্বত্র ছূর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“লোককে অপুত্রক করিবার জন্মই শ্রমণ গৌতম বদ্ধপরিকর, নারীর বৈধব্য সাধনের জন্মই শ্রমণ গৌতম বদ্ধপরিকর এবং কুলোচ্ছেদ করিবার জন্মই শ্রমণ গৌতম বদ্ধপরিকর। এইত সেদিন সহস্র জটিলকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন, এইত সেদিন সঞ্জয়ের দল হইতে আড়াই শত পরিব্রাজককে প্রব্রজিত করিলেন, আর এখন মগধের যত প্রসিদ্ধ ও অভিজাত কুলপুত্রগণ তাঁহার অধীনে ব্রহ্মচর্য আচরণ করিতেছেন।” তাহার। বুদ্ধপ্রব্রজিত ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া নিম্নগাথায় উত্তেজিত করিতে লাগিল :—

“দেখি মোরা, সমাগত সে মহাশ্রমণ,
মগধের গিরিব্রজে, করিয়া হরণ
সঞ্জয়ের শিষ্য সবে, তবু তুষ্ট ন’ন,
না জানি এবার কারে করিবে হরণ।”

ভিক্ষুগণ শুনিতে পাইলেন যে, জনসাধারণ এইরূপে আন্দোলন, নিন্দা এবং ছূর্নাম প্রচার করিতেছে। তাঁহারা ভগবানের নিকট সেই বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান কহিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! এই কোলাহল চিরদিন থাকিবে না, মাত্র সপ্তাহকাল থাকিবে, সপ্তাহগতে অন্তর্হিত হইবে। অতএব হে ভিক্ষুগণ! যাহারা উক্তপ্রকার গাথায় তোমাদিগকে উত্তেজিত করে তোমরা তাহাদিগকে নিম্নগাথায় প্রত্যুত্তর দিবে।

“সত্য বটে মহাবীর করেন হরণ,
সন্ধর্মের বলে জয়ী তথাগত হন ।
ধর্মের প্রভাবে যদি করেন হরণ,
বিদ্বানে অহুয়া তবে কর কি কারণ ?”

সেই সময়ে জনসাধারণ ভিক্ষুগণকে দেখিয়া নিম্নোক্ত প্রকারে উত্তেজিত করিতে লাগিল—

“দেখি মোরা, সমাগত সে মহাশ্রমণ,
মগধের গিরিব্রজে, করিয়া হরণ
সঞ্জয়ের শিষ্য সবে, তবু তুষ্ট ন’ন,
না জানি এবার কারে করিবে হরণ !”

ভিক্ষুগণ সেই জনসাধারণকে নিম্নোক্ত গাথায় প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ।

“সত্য বটে মহাবীর করেন হরণ,
সন্ধর্মের বলে জয়ী তথাগত হন ।
ধর্মের প্রভাবে যদি করেন হরণ,
বিদ্বানে অহুয়া তবে কর কি কারণ ?”

তখন জনসাধারণ বলিতে লাগিল :—“ধর্মের প্রভাবেই নাকি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ লোককে দলে নিয়া বাইতেছেন, অধর্মের দ্বারা নহে !” সত্যসত্যই এই কোলাহল সপ্তাহমাত্র ছিল, সপ্তাহগতে তাহা অন্তর্হিত হইল ।

॥ চতুর্থ ভণিতা সমাপ্ত ॥

সহবিহারী ও উপাধ্যায়ের ব্রত

(১) উপাধ্যায়ের ব্রত

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ উপাধ্যায় অভাবে, উপদেশ ও অমুশাসন অভাবে অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষাম্নের জন্ত বিচরণ করিতেন । যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাপ্তভোজ্য লেছপেয়ের উপর, ‘উত্তিট্ঠ’^১ পাত্র উপনমিত করিতেন । স্বয়ং অনব্যঞ্জন যাক্কা করিয়া ভোজন করিতেন । তাঁহারা ভোজনের সময়ও উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেন । জনসাধারণ এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে এবং হুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—

১. ‘উত্তিট্ঠ’ পাত্র অর্ধ ভিক্ষাপাত্র । লোকেরা তাহা উচ্ছিন্ন মনে করার ‘উত্তিট্ঠ’ পাত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে ; অথবা উঠিয়া পাত্র উপনমিত করে এই অর্থও হয় ।—সম-পাসা ।

“কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষানের জন্তু বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাণ্ডভোজ্য লেহুপেয়ের উপর ‘উত্তিট্ঠ’ পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচ্ছা করিয়া ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে, যেমন ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় ব্রাহ্মণেরা করিয়া থাকে ?”

ভিক্ষুগণ শুনিতে পাইলেন যে, জনসাধারণ এইরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্নাম প্রচার করিতেছে। ভিক্ষুদের মধ্যে যাহারা অশোভন, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জাসঙ্কোচশীল এবং শিশিক্ষু তাঁহারাও আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে এবং প্রকাণ্ডে আপত্তি করিতে লাগিলেন :—“কেন ভিক্ষুগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষানের জন্তু বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাণ্ডভোজ্য লেহুপেয়ের উপর ‘উত্তিট্ঠ’ পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচ্ছা করিয়া ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে ?” তখন তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে (সম্বন্ধে) এবং এই প্রকরণে (প্রসঙ্গে) ভিক্ষুসত্ত্বকে সমবেত করাইয়া ঐ ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! সত্যই কি ভিক্ষু অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষানের জন্তু বিচরণ করে, সত্যই কি তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাণ্ডভোজ্য লেহুপেয়ের উপর ‘উত্তিট্ঠ’ পাত্র উপনমিত করে, সত্যই কি স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচ্ছা করিয়া ভোজন করে, সত্যই কি ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে ?”

“ভগবন্ ! তাহা সত্য।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! ঐ মোঘপুরুষগণের (মুর্থদিগের) পক্ষে তাহা অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকার্য্য হইয়াছে। কেন সেই মোঘপুরুষগণ অশোভন-পরিহিত, অশোভন-আচ্ছাদিত এবং অসৌষ্ঠবান্বিত হইয়া ভিক্ষানের জন্তু বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাণ্ডভোজ্য লেহুপেয়ের উপর ‘উত্তিট্ঠ’ পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাচ্ছা করিয়া ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে ? হে ভিক্ষুগণ ! তাহাদের কার্য্যে অপ্রসনের (শ্রদ্ধাহীনের) মধ্যে প্রসাদ (শ্রদ্ধা) উৎপন্ন অথবা প্রসনের প্রসাদ (শ্রদ্ধাবানের শ্রদ্ধা) বর্দ্ধিত করিতে পারে না, বরং তাহাতে

অপ্রসন্নের মধ্যে অধিকতর প্রসাদহীনতা এবং কোন কোন প্রসন্নের মধ্যে ভাবান্তর আনয়ন করিবে।”

ভগবান বিবিধ প্রকারে ঐ ভিক্ষুগণের নিন্দা করিয়া, নানাভাবে দুর্ভরতা, দুস্পোষতা, মহেচ্ছতা, অসন্তুষ্টিতা, সঙ্গপ্রিয়তা, অলসতার অপষণ এবং বহু প্রকারে সুভরতা, সুপোষতা, অল্লেখ্যতা, সন্তুষ্টিতা, ধূতব্রত, সল্লেখ্য, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং বীর্য্যারম্ভের (উত্তমশীলতার) গুণ বর্ণনা করিয়া তদনুরূপ এবং তদনুযায়ী ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন :—হে ভিক্ষুগণ! আমি উপাধ্যায় গ্রহণের অনুজ্ঞা দিতেছি। উপাধ্যায় সহবিহারীর প্রতি পুত্রচিত্ত (অপত্যম্নেহ) উপস্থাপিত করিবে, সহবিহারী উপাধ্যায়ের প্রতি পিতৃচিত্ত (বাৎসল্য) উপস্থাপিত করিবে। এইরূপে তাহার। পরস্পর সগৌরবে, সমম্মমে এবং সমজীবী হইয়া অবস্থান করিলে এই ধর্ম্ম-বিনয়ে (শাসনে) বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং বিপুলতা লাভ করিবে।

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে উপাধ্যায় গ্রহণ (স্বীকার) করিতে হইবে :—উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) একাংসে স্থাপন করিয়া, পাদ-বন্দনা করিয়া, উৎকৃষ্টভাবে বসিয়া, কৃতাজলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে :—“প্রভো! আপনি আমার উপাধ্যায় হউন, প্রভো! আপনি আমার উপাধ্যায় হউন, প্রভো! আপনি আমার উপাধ্যায় হউন।” উপাধ্যায়,—‘সাধু’, ‘লঘু’, ‘সহপায়’, ‘প্রতিক্রম’, অথবা ‘শোভন ভাবে সম্পাদন কর’ এই পঞ্চ উক্তির যে কোনটি দ্বারা কায়-বিজ্ঞপ্তি, বাক্-বিজ্ঞপ্তি অথবা কায় এবং বাক্-বিজ্ঞপ্তি দ্বারা বিজ্ঞাপিত করিলে উপাধ্যায় গৃহীত হইয়া থাকে। উপাধ্যায় এইরূপ কায়-বিজ্ঞপ্তি, বাক্-বিজ্ঞপ্তি অথবা কায় এবং বাক্ দ্বারা বিজ্ঞাপিত না করিলে, উপাধ্যায় গৃহীত হয় না।

হে ভিক্ষুগণ! সহবিহারী উপাধ্যায়ে সম্যকভাবে অনুবর্তন করিবে। সম্যক অনুবর্তন করিবার নিয়ম এই :—প্রত্যুবে শয্যা ত্যাগ করিয়া, উপানহ (পাছকা) খুলিয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংসে স্থাপন করিয়া, দন্তকাষ্ঠ প্রদান করিতে হইবে। মুখ ধুইবার জল প্রদান করিতে হইবে, আসন প্রস্তুত করিতে হইবে, যবাগু প্রস্তুত হইলে পাত্র ধৌত করিয়া যবাগু প্রদান করিতে হইবে, যবাগু পান করিবার পর জল প্রদান করিয়া অবনত ভাবে পাত্র গ্রহণ করিয়া, ঘর্ষণ না করিয়া, সূচাকরূপে ধৌত করিয়া, তাহা সময়ে রাখিয়া দিতে হইবে। উপাধ্যায় আসন হইতে উঠিলে, আসন তুলিয়া রাখিতে হইবে। যদি সেই স্থান ময়লা হয়, তাহা হইলে বাঁট দিতে হইবে। যদি উপাধ্যায় গ্রামে প্রবেশেচ্ছ হন, তাহা হইলে পরিধেয় বসন প্রদান করিতে হইবে, পরিহিত

বসন প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে, কটিবন্ধ প্রদান করিতে হইবে, দুইটি চীবর একত্র করিয়া প্রদান করিতে হইবে, পাত্র ধৌত করিয়া সজল পাত্র প্রদান করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায় তাঁহার অনুগামী শ্রমণ সঙ্গে রাখিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলে ত্রিমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া, মণ্ডলাকারে চীবর পরিধান করিবার পর কটিবন্ধ বাধিতে হইবে, দুইটি চীবর একত্র করিয়া, দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, গ্রন্থি বন্ধন করিয়া, ধৌত পাত্র গ্রহণ করিয়া, উপাধ্যায়ের অনুগামী শ্রমণ হইতে হইবে। নাতিদূরে গমন করিবে না, নাতিসমীপে গমন করিবে না। পাত্র পরিবর্তন^১ করিয়া প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে। উপাধ্যায় কথা বলিবার সময় মাঝখানে কথা বলিতে পারিবে না। উপাধ্যায় আপত্তিজনক ভাবে কথা বলিলে তাঁহাকে নিবারণ করিতে হইবে। ফিরিবার সময় পূর্বে আমিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হইবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক (পাদ রগড়াইবার পিঁড়ি) স্থাপন করিতে হইবে, সম্মুখে অগ্রসর হইয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে, বাস পরিবর্তনের জন্ত পরিধেয় বস্ত্র দিতে হইবে, পরিহিত বস্ত্র প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে। যদি চীবর শ্বেদসিক্ত হয়, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত-কাল উত্তাপে উত্তপ্ত করিতে হইবে, উত্তাপে অধিকক্ষণ চীবর ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না, চীবর ভাঁজ করিতে হইবে, যাহাতে চীবর মাঝখানে ছিঁড়িয়া না যায় তেমন ভাবে উহার কোণা চারি আসুল উপরে তুলিয়া ভাঁজ করিতে হইবে, কটিবন্ধ গুটাইয়া চীবরের ভাঁজের মধ্যস্থলে রাখিতে হইবে। যদি আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং উপাধ্যায়ও ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে জল সহ আহাৰ্য্য প্রদান করিতে হইবে। পানীয় সম্বন্ধে উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। ভোজনান্তে জল প্রদান করিয়া, অবনতভাবে পাত্র গ্রহণ করিয়া, ঘর্ষণ না করিয়া, সূচাক্রমে ধৌত করিয়া, মুছিয়া নির্জল করিবার পর মুহূর্ত্তকাল উত্তাপে উত্তপ্ত করিতে হইবে। উত্তাপে অধিকক্ষণ পাত্র রাখিয়া দিতে পারিবে না। পাত্রচীবর রাখিয়া দিতে হইবে, পাত্র রাখিবার সময় একহস্তে পাত্র ধারণ করিয়া অপর হস্তে মঞ্চ বা পীঠের নিম্নস্থান মুছিয়া পাত্র রাখিতে হইবে, ভূমিতে পাত্র ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না। চীবর রাখিবার সময় একহস্তে চীবর ধারণ করিয়া অপরহস্তে চীবর রাখিবার বাশ বা রজ্জু মুছিয়া, চীবর মধ্যভাগ হইতে নিম্নপ্রান্ত পর্য্যন্ত একহস্তে লম্বিত করিয়া, অপরহস্তে উপরাংশ বাকাইয়া, ষংশদণ্ডে বা রজ্জুতে স্থাপন করিবে। উপাধ্যায় আসন হইতে উঠিবার পর আসন তুলিয়া রাখিবে, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক সামলাইয়া রাখিবে। যদি সেইস্থানে

১. পাত্র পরিবর্তন :—উপাধ্যায় কর্তৃক লক্ষ যবাগু বা অন্তে তাঁহার পাত্র গরম বা ভারী হইলে স্বীয় পাত্র তাঁহাকে দিয়া তাঁহার পাত্র স্বয়ং গ্রহণ করা।—সম-পাসা।

ময়লা হয়, তাহা হইলে তথায় কাঁচ দিতে হইবে। যদি উপাধ্যায় স্নান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে স্নানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি শীতল জলের প্রয়োজন হয়, শীতল জল দিতে হইবে, যদি উষ্ণ জলের প্রয়োজন হয়, উষ্ণ জল দিতে হইবে, যদি উপাধ্যায় স্নানাগারে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে চূর্ণ প্রস্তুত করিতে হইবে, মৃত্তিকা সিক্ত করিতে হইবে, স্নানাগারের পীঠ লইয়া উপাধ্যায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া স্নানাগারের পীঠ (চোকি) দিয়া, চীবর প্রতিগ্রহণ করিয়া একান্তে স্থাপন করিতে হইবে, চূর্ণ প্রদান করিতে হইবে, মৃত্তিকা প্রদান করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায় ইচ্ছা করেন, স্নানাগারে প্রবেশ করিতে হইবে, প্রবেশ করিবার সময় মুখে মৃত্তিকা মাখিয়া, পুরোভাগ ও পশ্চাৎভাগ আচ্ছাদিত করিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিতে হইবে। স্থবির ভিক্ষুদের সঙ্গে ষেঁষাধেঁষি না করিয়া বসিতে হইবে, নূতন ভিক্ষুদিগকে আসনচ্যুত করিতে পারিবে না। স্নানাগারে উপাধ্যায়ের অঙ্গ মার্জন করিতে হইবে, স্নানাগার হইতে বাহির হইবার সময় স্নানাগারের পীঠ লইয়া পুরোভাগ ও পশ্চাৎভাগ আচ্ছাদিত করিয়া বাহির হইতে হইবে, জলদ্বারাও উপাধ্যায়ের অঙ্গসেবা করিতে হইবে, স্নানের পর প্রথমেই জল হইতে উঠিয়া নিজের দেহ জলরহিত করিয়া, পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া, উপাধ্যায়ের দেহ হইতে জল মুছিতে হইবে, পরিধেয় বস্ত্র দিতে হইবে, সজ্যাটি দিতে হইবে, স্নানাগারের পীঠ লইয়া প্রথমেই আসিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হইবে, পাদদোদক, পাদপীঠ, পাদ-কথলিক (পাপোষ) স্থাপন করিতে হইবে। উপাধ্যায়কে জলপান করিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যদি পাঠ গ্রহণ করাইতে ইচ্ছা হয় তবে পাঠ গ্রহণ করাইতে হইবে, যদি পরিপ্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হয় তবে পরিপ্রশ্ন করিতে হইবে। যেই বিহারে উপাধ্যায় অবস্থান করেন, যদি সেই বিহার ময়লা হয়, ইচ্ছা হইলে পরিষ্কার করিতে হইবে। বিহার পরিষ্কার করিবার সময় প্রথমে পাত্রচীবর বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, বসিবার প্রত্যাস্তুরণ (চাদর) বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, মাদুর ও বালিশ বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, মঞ্চ নীচ করিয়া কপাটে না ঠেকাইয়া বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, পীঠ নীচ করিয়া কপাটে না ঠেকাইয়া বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, মঞ্চপদ বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, পিকদানি (ডাবর) বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, ঠেস দিবার ফলক বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে, ভূম্যাস্তুরণ যেইস্থানে পাতা আছে সেইস্থান লক্ষ্য করিয়া বাহির করিয়া একান্তে রাখিতে হইবে। যদি বিহারে মাকড়সাদির জাল হয় তাহা হইলে প্রথমে ছাদের নিম্নাংশ হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে, আলোকসন্ধির (বাতায়নের) কোণা মুছিতে হইবে। যদি গৈরিক পত্রিকর্মকৃত ভিত্তিগাত্র ক্লেদাক্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে শ্রাকড়া ভিত্তাইয়া জল নিওড়াইয়া লইয়া মুছিতে হইবে, যদি কৃষ্ণবর্ণ

যেথেকে ক্লান্ত হইয়া থাকে তবে ভিজা স্নানকড়া নিঙড়াইয়া মুছিতে হইবে। যদি মেঝে কাঁচা হয়, তাহা হইলে ধূলি নিবারণের জন্য জল ছিটাইয়া কাঁট দিতে হইবে, আবর্জনা বাছিয়া একান্তে ফেলিয়া দিতে হইবে। ভূম্যাস্তরণ (গালিচা) উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে বিস্তৃত করিতে হইবে। মঞ্চপদ উত্তপ্ত করিয়া, মুছিয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। মঞ্চ উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, কপাটে না ঠেকাইয়া, অবনত ভাবে পুন আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। পীঠ উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, কপাটে না ঠেকাইয়া অবনতভাবে পুনঃ আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিতে হইবে। মাছর ও বালিশ উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। বসিবার প্রত্যাস্তরণ উত্তপ্ত করিয়া, পরিষ্কার করিয়া, ঝাড়িয়া, পুনরায় আনিয়া, যথাস্থানে বিস্তারিত করিতে হইবে। পিকদানি উত্তপ্ত করিয়া, মুছিয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। ঠেস দিবার ফলক উত্তপ্ত করিয়া, মুছিয়া, পুনরায় আনিয়া যথাস্থানে রাখিতে হইবে। পাত্রচীবর রাখিতে হইবে। পাত্র রাখিবার সময় একহস্তে পাত্র ধারণ করিয়া অপর হস্তে মঞ্চের নিম্নাংশ বা পীঠের নিম্নাংশ মুছিয়া পাত্র রাখিতে হইবে। ভূমিতে পাত্র রাখিতে পারিবে না। চীবর রাখিবার সময় একহস্তে চীবর ধারণ করিয়া অপর হস্তে চীবর রাখিবার বংশদণ্ড বা চীবর রাখিবার রজ্জু মুছিয়া, চীবর মধ্যভাগ হইতে নিম্নপ্রাপ্ত পর্য্যন্ত একহস্তে লম্বিত করিয়া অপর হস্তে উপরাংশ ঝাঁকাইয়া বংশদণ্ডে বা রজ্জুতে স্থাপন করিবে।

যদি পূর্বদিক হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তবে পূর্বপার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে। যদি পশ্চিম দিক হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলে পশ্চিম পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে। যদি উত্তর দিক হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলে উত্তর পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে। যদি দক্ষিণ দিক হইতে ধূলিযুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় তাহা হইলে দক্ষিণ পার্শ্বের বাতায়ন বন্ধ করিতে হইবে। যদি নীতকাল হয় তাহা হইলে দিবসে বাতায়ন উন্মুক্ত রাখিতে হইবে, রাত্রিতে বন্ধ রাখিতে হইবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয় তাহা হইলে দিবসে বাতায়ন বন্ধ রাখিতে হইবে, রাত্রিতে উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। যদি অঙ্গনে আবর্জনা হয় তাহা হইলে অঙ্গনে কাঁট দিতে হইবে। যদি প্রকোষ্ঠে আবর্জনা হয় তাহা হইলে প্রকোষ্ঠে কাঁট দিতে হইবে। যদি উপস্থানশালায় (বৈঠকখানায়) আবর্জনা হয় তাহা হইলে উপস্থানশালায় কাঁট দিতে হইবে। যদি অগ্নিশালায় (পাকশালায়) আবর্জনা হয় তাহা হইলে অগ্নিশালায় কাঁট দিতে হইবে। যদি পাইখানায় আবর্জনা হয় তাহা হইলে পাইখানায় কাঁট দিতে হইবে। যদি পানীর জল না থাকে তাহা হইলে

তাহা উপস্থাপন করিতে হইবে। যদি পরিভোগ্য জল না থাকে তাহা হইলে তাহা উপস্থাপন (আনয়ন) করিতে হইবে। যদি আচমন-কুন্তে জল না থাকে তাহা হইলে আচমন কুন্তে জল ঢালিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়ের অনভিৱতি (ব্রহ্মচর্য্য পালনে অনিচ্ছা) উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সহবিহারী উক্ত বিষয় হইতে তাঁহাকে বিরত করিবে কিংবা করাইবে অথবা ধর্ম্মকথা কহিবে। যদি উপাধ্যায়ের সন্দেহ উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সহবিহারী তাহা নিরসন করিবে কিংবা করাইবে অথবা ধর্ম্মকথা কহিবে। যদি উপাধ্যায়ের মিথ্যা দৃষ্টি উৎপন্ন হয় তাহা হইলে সহবিহারী তাহা বিবেচনা করিবে কিংবা করাইবে অথবা ধর্ম্মকথা কহিবে। যদি উপাধ্যায় পরিবাস^১ যোগ্য গুরুতর অপরাধ প্রাপ্ত হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকর্থা প্রকাশ করিবে যাহাতে সজ্জ উপাধ্যায়কে পরিবাস প্রদান করেন। যদি উপাধ্যায় মূলে প্রতিকর্ষণ^২ যোগ্য অপরাধগ্রস্থ হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকর্থা প্রকাশ করিবে যাহাতে সজ্জ উপাধ্যায়কে মূলে প্রতিকর্ষণ করেন। যদি উপাধ্যায় মানস্ক যোগ্য হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকর্থা প্রকাশ করিবে যাহাতে সজ্জ উপাধ্যায়কে মানস্ক প্রদান করেন। যদি উপাধ্যায় আহ্বান যোগ্য হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকর্থা প্রকাশ করিবে যাহাতে সজ্জ উপাধ্যায়কে আহ্বান করেন। যদি সজ্জ উপাধ্যায়ের 'তর্জ্জনীয়', 'নির্ঘণ', 'প্রব্রাজনীয়', 'প্রতিস্মরণীয়' অথবা 'উৎক্ষেপনীয়' কশ্ম (দণ্ড) বিধান করিতে অভিলাষী হন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকর্থা প্রকাশ করিবে যাহাতে সজ্জ উপাধ্যায়ের প্রতি দণ্ড বিধান না করেন অথবা তাহা লঘুত্বে পরিণত করেন। যদি সজ্জ তাঁহার প্রতি 'তর্জ্জনীয়', 'নির্ঘণ', 'প্রব্রাজনীয়', 'প্রতিস্মরণীয়' অথবা 'উৎক্ষেপনীয়' দণ্ড বিধান করেন তাহা হইলে সহবিহারী উৎকর্থা প্রকাশ করিবে যাহাতে উপাধ্যায় সম্যকভাবে অনুবর্তন করেন, মান ত্যাগ করেন, দণ্ডমুক্তির অনুরূপ আচরণ করেন এবং সজ্জ সেই দণ্ড প্রত্যাহার করেন।

যদি উপাধ্যায়ের চীবর ধৌত করিবার যোগ্য হয় তাহা হইলে সহবিহারীকে তাহা ধৌত করিতে হইবে, অথবা যাহাতে ধৌত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য (ব্যগ্রতা) প্রকাশ করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়ের জন্ত চীবর প্রস্তুত করিতে হয় তাহা হইলে সহবিহারীকে তাহা প্রস্তুত (সেলাই) করিয়া দিতে হইবে, অথবা যাহাতে তাহা প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়ের জন্ত রঙ প্রস্তুত^৩ করিতে হয় তাহা হইলে সহবিহারীকে তাহা প্রস্তুত করিতে হইবে, অথবা

১. চুলবগ্গের ২য় স্বক্ক (পারিবাঙ্গিক স্বক্ক) এবং ৩য় স্বক্ক (সমুচ্চয় স্বক্ক) দ্রষ্টব্য। ২. চুলবগ্গের পারিবাঙ্গিক ও সমুচ্চয় স্বক্ক দ্রষ্টব্য। ৩. কাঁঠাল গাছ টুকরা টুকরা করিয়া সিদ্ধ করা।

যাহাতে তাহা প্রস্তুত হয় তদ্বিষয়ে ঐৎসুক্য প্রকাশ করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়ের চীবর রঞ্জিত করিতে হয় তাহা হইলে সহবিহারীকে তাহা রঞ্জিত করিতে হইবে অথবা যাহাতে তাহা রঞ্জিত হয় তদ্বিষয়ে ঐৎসুক্য প্রকাশ করিতে হইবে। চীবর রঞ্জিত করিবার সময় সম্যকভাবে 'উন্টাইয়া পান্টাইয়া' (এপিট ওপিট করিয়া) রঞ্জিত করিতে হইবে। যতক্ষণ চীবর হইতে বিন্দু বিন্দু রঙ ক্ষরণ বন্ধ না হইতেছে ততক্ষণ সেইস্থান হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে না ; উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া অগ্নিকে ভিক্ষাপাত্র দিতে পারিবে না কিংবা অগ্নের ভিক্ষাপাত্র প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না ; অগ্নিকে চীবর দিতে পারিবে না কিংবা অগ্নের চীবর প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না ; অগ্নিকে 'পরিক্খার' (ভিক্ষুর নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য)^১ দিতে পারিবে না কিংবা অগ্নের 'পবিক্খার' প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না ; অগ্নের কেশছেদন করিতে পারিবে না কিংবা অগ্নের দ্বারা নিজের কেশছেদন করাইতে পারিবে না ; অগ্নের পরিকর্ষ^২ করিতে পারিবে না কিংবা অগ্নের দ্বারা নিজের পরিকর্ষ করাইতে পারিবে না ; অগ্নের পরিচর্যা করিতে পারিবে না কিংবা অগ্নের দ্বারা নিজের পরিচর্যা করাইতে পারিবে না ; অগ্নের অনুগামী শ্রমণ^৩ হইতে পারিবে না কিংবা অগ্নিকে নিজের অনুগামী শ্রমণ করিতে পারিবে না ; অগ্নের ভিক্ষান্ন আহরণ করিতে পারিবে না কিংবা অগ্নের দ্বারা নিজের ভিক্ষান্ন আহরণ করাইতে পারিবে না ; উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ঋশনে গমন করিতে পারিবে না, কোনদিকে যাইতে পারিবে না। যদি উপাধ্যায় পীড়িত হন, রোগমুক্তি আনয়নের জন্ত যাবজ্জীবন তাঁহার পরিচর্যা করিতে হইবে।

॥ উপাধ্যায়ের ব্রত সমাপ্ত ॥

(২) সহবিহারীর ব্রত

হে ভিক্ষুগণ ! উপাধ্যায় সম্যকভাবে সহবিহারীর অনুবর্তী হইবেন। সম্যকভাবে অনুবর্তী হইবার নিয়ম এই :—হে ভিক্ষুগণ ! উপাধ্যায় সহবিহারীকে পাঠোদ্দেশ্য^৪, পরিপৃচ্ছা^৫, উপদেশ^৬, অনুশাসন^৭ দ্বারা উপকৃত ও অনুগৃহীত করিবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট ভিক্ষাপাত্র থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে তাহা হইলে উপাধ্যায়

১. অন্তর্বাস, উত্তরাসঙ্গ, সন্ধ্যাটি, ভিক্ষাপাত্র, স্কুর, ছুঁচ, কটিবন্ধ এবং জল ছাঁকনি। ২. দেহ রগড়াইয়া দেওয়া। ৩. পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করা। ৪. পালিবাচনা ; ৫. পালিবা অর্থবধনা ; ৬. অনোতিথে বধুপ্নিং 'ইদং করোহি', 'ইদং মা করিথ'তি. বচনং ; ৭. পুনঃ পুনঃ বচনং অনুশাসনি।— সম-পাসা ।

সহবিহারীকে ভিক্ষাপাত্র প্রদান করিবেন অথবা যাহাতে সহবিহারী পাত্র পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঐৎসুক্য প্রকাশ করিবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট পরিধেয় চীবর থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে, তাহা হইলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে পরিধেয় চীবর প্রদান করিবেন অথবা যাহাতে সহবিহারী চীবর পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঐৎসুক্য প্রকাশ করিবেন। যদি উপাধ্যায়ের নিকট 'পরিক্খার' থাকে এবং সহবিহারীর নিকট না থাকে তাহা হইলে উপাধ্যায় সহবিহারীকে 'পরিক্খার' প্রদান করিবেন অথবা যাহাতে সহবিহারী 'পরিক্খার' পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঐৎসুক্য প্রকাশ করিবেন। যদি সহবিহারী পীড়িত হয় তাহা হইলে উপাধ্যায় প্রত্যাশে উঠিয়া তাহাকে দস্তকাষ্ঠ প্রদান করিবেন, মুখোদক (আচমনের জল) প্রদান করিবেন, তাহার জন্ত আসন প্রস্তুত করিবেন। [অবশিষ্টাংশ উপাধ্যায়-ব্রত সদৃশ।]

॥ সহবিহারীর ব্রত সমাপ্ত ॥

(৩) সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবার নিয়ম

১—(ক) সেই সময়ে সহবিহারী সম্যকভাবে উপাধ্যায়ের অনুবর্তী হইত না। ভিক্ষুদের মধ্যে যাহারা অল্পেচ্ছ, সন্তুষ্টচিত্ত, লজ্জাসঙ্কোচশীল এবং শিশিকু তাঁহারা আন্দোলন^১ করিতে, নিন্দা^২ করিতে এবং প্রকাশে আপত্তি^৩ করিতে লাগিলেন—“কেন সহবিহারীগণ সম্যকভাবে উপাধ্যায়গণের অনুবর্তী হইতেছে না ?” তখন তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সত্যই কি সহবিহারীগণ সম্যকভাবে উপাধ্যায়গণের অনুবর্তী হইতেছে না ?”

“হাঁ, ভগবন ! তাহাই বটে।”

.....ভগবান উক্ত কার্যের নিন্দা করিয়া এবং ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! সহবিহারী সম্যকভাবে উপাধ্যায়ের অনুবর্তী না হইয়া চলিতে পারিবে না, যে সম্যকভাবে অনুবর্তী না হইবে তাহার 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।”

(খ) তথাপি তাহারা সম্যকভাবে অনুবর্তী হইল না। ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অন্নজ্ঞা প্রদান করিতেছি : যে সম্যকভাবে উপাধ্যায়ের অনুবর্তী হইবে না তাহাকে 'প্রণমিত' করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে 'প্রণমিত' করিতে হইবে। 'তোমাকে 'প্রণমিত' করিতেছি', 'তুমি এইখানে আসিও না', 'তোমার পাত্ৰচীঘর ঘরের বাহির কর' অথবা 'তুমি আমার পরিচর্যা করিও না।' এইভাবে কায়ে (দেহসঙ্কেতে), বাক্যে অথবা কায়ে এবং বাক্যে বিজ্ঞাপিত করিলে সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করা হয়। কায়ে বিজ্ঞাপিত করে না, বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে না, কায়ে এবং বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে না, সেক্ষেত্রে সহবিহারী 'প্রণমিত' হইবে না।

২—(ক) সেই সময়ে সহবিহারী 'প্রণমিত' হইয়া ক্ষমা চাহিত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা দিতেছি : ক্ষমা চাহিতে হইবে।"

(খ) তথাপি তাহার ক্ষমা চাহিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! 'প্রণমিত' ভিক্ষু ক্ষমা না চাহিয়া পারিবে না, যে ক্ষমা চাহিবে না তাহার 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।"

৩—(ক) সেই সময়ে উপাধ্যায় ক্ষমা চাহিলে ক্ষমা দিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি : উপাধ্যায়কে ক্ষমা করিতে হইবে।"

(খ) তথাপি উপাধ্যায় ক্ষমা করিলেন না। সহবিহারিগণ উপাধ্যায়ের নিকট হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল, ভিক্ষু ত্যাগ করিল, তীর্থিকগণের নিকট চলিয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় ক্ষমাপ্রার্থী সহবিহারীকে ক্ষমা না করিতে পারিবে না, যে ক্ষমা করিবে না তাহার 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।"

৪—(ক) সেই সময়ে উপাধ্যায় সম্যকভাবে অনুবর্তী সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিতে লাগিলেন অথচ সম্যকভাবে অননুবর্তী সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! সম্যকভাবে অনুবর্তী সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিতে পারিবে না। যে 'প্রণমিত' করিবে তাহার 'দুর্কট' অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ! সম্যকভাবে অননুবর্তী সহবিহারীকে 'প্রণমিত' না করিয়া পারিবে না, যে 'প্রণমিত' করিবে না তাহার 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।"

(খ) হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবে। পঞ্চাঙ্গ, যথা :—(১) উপাধ্যায়ের প্রতি বাহার অধিকনাত্ম্য প্রেরণ নাই; (২)

অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ (শ্রদ্ধা) নাই; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল নহে; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে না; (৫) যে অধিকমাত্রায় উপাধ্যায় সম্বন্ধে চিন্তা করে না। হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবে।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবে না। পঞ্চাঙ্গ, যথা :—(১) উপাধ্যায়ের প্রতি যাহার অধিকমাত্রায় প্রেম আছে; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ (শ্রদ্ধা) আছে; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে; (৫) যে অধিকমাত্রায় উপাধ্যায় সম্বন্ধে চিন্তা করে। হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায় এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিবে না।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে প্রণমিত করা একান্ত কৰ্তব্য। পঞ্চাঙ্গ, যথা :—(১) উপাধ্যায়ের প্রতি অধিকমাত্রায় যাহার প্রেম নাই; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ নাই; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল নহে; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে না; (৫) যে অধিকমাত্রায় উপাধ্যায় সম্বন্ধে চিন্তা করে না। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করা একান্ত কৰ্তব্য।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করা নিতান্ত অনুচিত। পঞ্চাঙ্গ, যথা :—(১) উপাধ্যায়ের প্রতি যাহার অধিকমাত্রায় প্রেম আছে; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ আছে; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে; (৫) যে উপাধ্যায় সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় চিন্তা করে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করা নিতান্ত অনুচিত।

(চ) হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' না করিলে উপাধ্যায় দোষগ্রস্ত হইবে এবং 'প্রণমিত' করিলে দোষগ্রস্ত হইবে না। পঞ্চাঙ্গ, যথা :—(১) উপাধ্যায়ের প্রতি অধিকমাত্রায় যাহার প্রেম নাই; (২) অধিকমাত্রায় যাহার প্রসাদ নাই; (৩) যে অধিকমাত্রায় লজ্জাশীল নহে; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে না; (৫) যে উপাধ্যায় সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় চিন্তা করে না। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল সহবিহারীকে 'প্রণমিত' না করিলে উপাধ্যায় দোষগ্রস্ত হইবে এবং 'প্রণমিত' করিলে দোষগ্রস্ত হইবে না।

(ছ) হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন সহবিহারীকে 'প্রণমিত' করিলে উপাধ্যায় দোষগ্রস্ত হইবে এবং প্রণমিত না করিলে দোষগ্রস্ত হইবে না। পঞ্চাঙ্গ, যথা :—(১) উপাধ্যায়ের প্রতি যাহার অধিকমাত্রায় প্রেম আছে; (২) অধিকমাত্রায় যাহার

প্রসাদ আছে; (৩) অধিকমাত্রায় যে লজ্জাশীল; (৪) যে অধিকমাত্রায় গৌরব পোষণ করে; (৫) যে উপাধ্যায় সম্বন্ধে অধিকমাত্রায় চিন্তা করে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন সহবিহারীকে ‘প্রণমিত’ করিলে উপাধ্যায় দোষগ্রস্থ হইবে এবং ‘প্রণমিত’ না করিলে দোষগ্রস্থ হইবে না।

(৪) ত্রিশরণ দানে প্রব্রজ্যা-বিধি প্রত্যাহার

সেই সময়ে (রাধ নামে) জনৈক ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করিতে না পারিয়া ক্রুশ, ক্রুশ, দুর্বল, পাণ্ডুরজাত হইলেন এবং তাঁহার গাত্রে শিরাসমূহ ক্ষুণ্ণ হইল। ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে ক্রুশ, ক্রুশ, দুর্বল, পাণ্ডুরজাত এবং শিরাজাল বিস্তৃত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন “হে ভিক্ষুগণ! এই ব্রাহ্মণ কেন ক্রুশ, ক্রুশ, দুর্বল, পাণ্ডুরজাত হইয়াছে এবং কেনইবা তাহার গাত্রে শিরাসমূহ বিস্তৃত হইয়াছে?”

“প্রভো! এই ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভিক্ষুগণ তাঁহাকে প্রব্রজ্যা প্রদানে ইচ্ছা করেন নাই। ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যা লাভ করিতে না পারিয়া ক্রুশ, ক্রুশ, দুর্বল, পাণ্ডুরজাত হইয়াছেন এবং তাঁহার গাত্রে শিরাজাল বিস্তৃত হইয়াছে।” অতঃপর ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! এই ব্রাহ্মণের ‘অধিকার’ (কৃত উপকার) কে স্মরণ কর?” আয়ুমান্ শারীপুত্র কহিলেন—“প্রভো! তাঁহার কৃত উপকার আমি স্মরণ করি।”

“শারীপুত্র! তুমি ব্রাহ্মণের কোন্ উপকার স্মরণ কর?”

১. বাহারা অননুবর্তী তাহারা ‘চীবর রঞ্জিত করা’ পর্য্যন্ত ব্রত সম্পাদন না করিলে উপাধ্যায়ের পরিহানি হয়, এই হেতু যে উক্ত ব্রত সম্পাদন না করিলে সে আশ্রয় মুক্ত হউক বা না হউক তাহার অপরাধই হইবে। ‘কাহাকেও পাত্র দিবে না’ এই হইতে আশ্রয় অমুক্ত সহবিহারীরই অপরাধ হয়, আশ্রয়মুক্তের অপরাধ হুঁ না। যদি সহবিহারী অননুবর্তী হয় কিন্তু উপাধ্যায় অননুবর্তী না হন তাহা হইলে উপাধ্যায়ের অপরাধ হয়। যদি উপাধ্যায় অননুবর্তী হন কিন্তু সহবিহারী অননুবর্তী না হয় তাহা হইলে সহবিহারীরই অপরাধ। যদি উপাধ্যায় বহু সহবিহারীর ব্রত (সেবা) গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহার ব্রতপূরণ না করিলে সকলের অপরাধ হয়। যদি উপাধ্যায় কহেন, ‘আমার সেবক আছে তোমরা স্ব স্ব শিক্ষা এবং ধ্যানাদিতে উত্তমশীল হও’ তাহা হইলে সহবিহারীগণের অপরাধ হইবে না। যদি উপাধ্যায় সেবা গ্রহণ অগ্রহণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হন, সহবিহারীও অনেক থাকে এবং তন্মধ্যে জনৈক ব্রত পূরক ভিক্ষু ‘উপাধ্যায়ের কার্য আমি সমাধা করিব, আপনারা তদ্বিষয়ে উৎসুক্য প্রকাশ করিবেন না’ এই বলিয়া ভার গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার ভার গ্রহণ দিবস হইতে সমগ্র সহবিহারীরই অপরাধ হইবে না।—সম-পাসা।

“প্রভো! আমি একদিন রাজগৃহে ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণ করিবার সময় এই ব্রাহ্মণ আমাকে এক চামচ ভিক্ষা প্রদান করাইয়াছিলেন। প্রভো! আমি ব্রাহ্মণের এই উপকার স্মরণ করিতেছি।”

“সাধু, সাধু, শারীপুত্র! সৎপুরুষগণ কৃতজ্ঞ ও কৃতবিদ্ব হইয়া থাকেন। শারীপুত্র! তাহা হইলে তুমি এই ব্রাহ্মণকে প্রব্রজ্যা প্রদান কর, উপসম্পদা প্রদান কর।”

“প্রভো! আমি ব্রাহ্মণকে কিরূপে প্রব্রজ্যা প্রদান করিব এবং কিরূপেই বা উপসম্পদা প্রদান করিব?”

অনন্তর ভগবান ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন—“হে ভিক্ষুগণ! আমি পূর্বে ত্রিশরণ দানে উপসম্পদা প্রদান করিবার যেই অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলাম তাহা অত্ন হইতে প্রত্যাহার করিলাম। হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: ‘জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম’^১ দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে উপসম্পদা প্রদান করিতে হইবে: দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবে:—

জ্ঞপ্তি—“মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুস্থানের^২ নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। যদি সজ্ব উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সজ্ব এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতে পারেন অমুক নামীয় ভিক্ষুর উপাধ্যায়ত্বে। ইহাই জ্ঞপ্তি (প্রস্তাব-জ্ঞাপনা)।”

অনুশ্রাবণ- (১) “মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুক নামীয় আয়ুস্থানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। সজ্ব এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন অমুকনামীয় ভিক্ষুর উপাধ্যায়ত্বে। এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদা-লাভ যে আয়ুস্থান কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি যৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।”

(২) দ্বিতীয়বারও এইকথা বলিতেছি—“মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুস্থানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। সজ্ব এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুস্থানের উপাধ্যায়ত্বে। এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদা-লাভ যে আয়ুস্থান কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত

১. একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং তিনবার অনুশ্রাবণ করিয়া যেই কার্য করা হয় তাহাকে ‘জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম’ বলে।

২. অমুক নামীয় ব্যক্তি এবং আয়ুস্থানের স্থানে উপসম্পদা প্রার্থী এবং উপাধ্যায়ের প্রকৃত নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রায়ই ‘নাগ’ এবং ‘তিত্ত’ নামক কাল্পনিক নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।” (৩) তৃতীয়বারও এই কথা বলিতেছি—“মাননীয় সজ্জ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুস্থানের নিকট উপসম্পদা-প্রার্থী হইয়াছেন। সজ্জ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুস্থানের উপাধ্যায়ত্বে। এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদা-লাভ যে আয়ুস্থান কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।”

ধারণা—“সজ্জ কর্তৃক এই নামীয় ব্যক্তি উপসম্পন্ন হইলেন অমুকনামীয় আয়ুস্থানের উপাধ্যায়ত্বে। প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সজ্জ মৌন আছেন,—আমি এইরূপ মনে করিতেছি।”

(৫) উপসম্পদা-কর্ম্য পদ্ধতি

১—সেই সময়ে জর্নৈক ভিক্ষু উপসম্পদা লাভের পর অনাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষুগণ কহিলেন, ‘বন্ধো ! এইরূপ করিবেন না, এরূপ করা উচিত নহে।’ তিনি বলিলেন, ‘আমি আয়ুস্থানদের নিকট যাক্ষা করি নাই যে, আমাকে উপসম্পদা প্রদান করুন। কেন আপনারা অযাচিত হইয়া আমাকে উপসম্পদা প্রদান করিয়াছেন?’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অযাচিত হইয়া কাহাকেও উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা প্রদান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাচিত হইয়াই উপসম্পদা প্রদান করিবে।”

২—উপসম্পদা যাক্ষা—“হে ভিক্ষুগণ ! এইরূপেই উপসম্পদা যাক্ষা করিতে হইবে : উপসম্পদাকামী ব্যক্তি সজ্জের নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংসে স্থাপন করিয়া, উপস্থিত ভিক্ষুদিগের পদ বন্দনা করিয়া, ‘উৎকুট-ভাবে’ বসিয়া, কৃতাজলি হইয়া এরূপ বলিবে :—“মাননীয় সজ্জের নিকট আমি উপসম্পদা যাক্ষা করিতেছি, মাননীয় সজ্জ অনুকম্পা পূর্বক আমাকে উদ্ধার করুন।” [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এইরূপে যাক্ষা করিতে হইবে।]

দক্ষ, সমর্থ ভিক্ষু সজ্জকে এইরূপে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞাপ্তি—“মাননীয় সজ্জ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুস্থানের নিকট উপসম্পদাকামী হইয়াছেন। এই নামীয় ব্যক্তি সজ্জের নিকট উপসম্পদা যাক্ষা করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুস্থানের উপাধ্যায়ত্বে। যদি সজ্জ

উচিত মনে করেন তাহা হইলে সজ্ব তাঁহাকে উপসম্পদা প্রদান করিতে পারেন উক্ত নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। ইহাই জ্ঞপ্তি।”

অনুশ্রাবণ—“মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের নিকট উপসম্পদাকামী হইয়াছেন। এই নামীয় ব্যক্তি সজ্বের নিকট উপসম্পদা যাচ্ছা করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। সজ্ব এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন উক্ত নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদালাভ যে আয়ুষ্মান কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।” [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এরূপ বলিতে হইবে।]

ধারণা—“সজ্ব কর্তৃক এই নামীয় ব্যক্তি উপসম্পন্ন হইলেন অমুক নামীয় আয়ুষ্মানের উপাধ্যায়ত্বে। প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সজ্ব মৌন আছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।”

(৬) ভিক্ষুর চতুর্বিধ আশ্রয়

সেই সময়ে রাজগৃহে উত্তম আহারের ‘পালা’ চলিতেছিল। জনৈক ব্রাহ্মণ ভাবিল, ‘সুখশীলী, সুখবিহারী এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুস্বাদুভোজ্য ভোজন করিয়া নিরুদ্ধেগে শয্যায় শয়ন কবেন। অতএব আমিও শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।’ এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ছা করিল। তাহাকে ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন, উপসম্পদাও প্রদান করিলেন। তাহার প্রব্রজ্যালাভের পর ঐ আহারের ‘পালা’ বন্ধ হইল। ভিক্ষুগণ তাহাকে কহিলেন, “বন্ধো ! এস, ভিক্ষায় সংগ্রহের জন্ত গমন করিব।” সে বলিল, “বন্ধুগণ ! আমি ভিক্ষার্চ্যার জন্ত প্রব্রজিত হই নাই। যদি আপনারা আমাকে আহাৰ্য্য প্রদান করেন তাহা হইলে ভোজন করিব, যদি প্রদান না করেন, তাহা হইলে ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিব।”

“বন্ধো ! আপনি কি উদরপূর্তির জন্তই প্রব্রজিত হইয়াছেন ?”

“হাঁ, বন্ধো ! তাহাই বটে।”

যেই ভিক্ষুগণ অলোচ্ছ.....তাঁহারা আন্দোলন করিতে, নিন্দা করিতে এবং প্রকাণ্ডে আপত্তি করিতে লাগিলেন—“কেন ভিক্ষু এইরূপ সু-আখ্যাত ধর্ম-বিনয়ে (বুদ্ধ-শাসনে) উদরপূর্তির জন্ত প্রব্রজিত হইতে পারেন ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “ভিক্ষু ! সত্যই কি তুমি উদরপূর্তির জন্ত প্রব্রজিত হইয়াছ ?”

“হাঁ, ভগবন্ ! তাহাই বটে।”

ভগবান ইহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : “মোঘপুরুষ ! কেন তুমি এই সু-আখ্যাত ধর্মবিনয়ে উদরপূর্তির জন্ত প্রব্রজিত হইয়াছ ? তোমার এই কার্যে অপ্রসনের (অশ্রদ্ধের) মধ্যে প্রসাদ উৎপাদন অথবা প্রসনের মধ্যে প্রসাদ বর্দ্ধিত করিতে পারে না.....।”

ভগবান ঐ ভিক্ষুর নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তোমরা উপসম্পদা (ভিক্ষু-দীক্ষা) প্রদানের সময় নিয়োক্ত চারি আশ্রয়ের কথা উল্লেখ করিবে :—(১) ভিক্ষার মাত্র সম্বল স্বরূপ করিবার জন্তই তোমরা প্রব্রজ্যা ; এই বিষয়ে তুমি যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে । তোমার পক্ষে অতিরিক্ত ভোজন সম্বল হইতে পারে সজ্ব-ভোজন^১, উদ্ভিষ্ট ভোজন^২, নিমগ্নণ^৩, শলাকভোজন^৪, পাক্ষিক ভোজন^৫, উপবসথ ভোজন^৬, এবং প্রাতিপদিক ভোজন^৭ । (২) পাংশুকূল^৮ চীবর মাত্র আচ্ছাদন সম্বল করিবার জন্তই তোমার প্রব্রজ্যা ; এই বিষয়ে তুমি যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে । তোমার পক্ষে অতিরিক্ত আচ্ছাদন সম্বল হইতে পারে ক্ষৌম বস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, কোবেয় বস্ত্র, কম্বল, পটুবস্ত্র এবং ভঙ্গ (বৃক্ষ-ত্বকে প্রস্তুত) বস্ত্র । (৩) বৃক্ষমূল (তরুতল) মাত্র শয্যাসন^৯ সম্বল করিবার জন্তই তোমার প্রব্রজ্যা ; এই বিষয়ে তুমি যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে । তোমার পক্ষে অতিরিক্ত শয্যাসন সম্বল হইতে পারে বিহার, অর্কযোগ^{১০}, প্রাসাদ, হর্ম্ম্য এবং গৃহ । (৪) পুতিমূত্র (গোমূত্র) ভৈষজ্য সম্বল করিবার জন্তই তোমার প্রব্রজ্যা, এই বিষয়ে তোমাকে যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিতে হইবে । তোমার পক্ষে অতিরিক্ত ভৈষজ্য সম্বল হইতে পারে চর্কি, তৈল, নবনীত, মধু এবং খাঁড় (শক্ত গুড়) ।

॥ উপাধ্যায়-ব্রত ভণিতা সমাপ্ত ॥

(৭) উপসম্পদা দানের অযোগ্য উপাধ্যায়

সেই সময়ে জর্নৈক মানব (ব্রাহ্মণ যুবক) ভিক্ষুদিগের নিকট আসিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিল । ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যাদানের পূর্বেই তাহাকে প্রব্রজ্যার চারি আশ্রয় জানাইলেন । মানব কহিল, যদি মাননীয় ভিক্ষুগণ আমাকে প্রব্রজ্যাদানের পূর্বে আশ্রয় সমূহ না

১. ভিক্ষুসম্মেলনের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোজন ; ২. মৃত পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোজন (শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রদত্ত ভোজন) ; ৩. সাধারণভাবে প্রদত্ত ভোজন ; ৪. শলাকা (টিকেট) দ্বারা প্রদত্ত ভোজন ; ৫. পক্ষান্তে প্রদত্ত ভোজন ; ৬. উপোসথ দিবসে প্রদত্ত ভোজন ; ৭. প্রতিপদ দিবসে প্রদত্ত ভোজন ; ৮. আবর্জনা স্তুপ হইতে কুড়ানো বস্ত্রে প্রস্তুত চীবর ; ৯. বাসস্থান ; ১০. গরুড়াকৃতি গৃহ ।

জানাইতেন, তাহা হইলে আমি আনন্দিত হইতাম। এখন কিন্তু আমি প্রব্রজিত হইব না। যেহেতু কথিত আশ্রয়সমূহ আমার পক্ষে কঠিবিগর্হিত এবং আমার স্বভাবের প্রতিকূল।

ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! প্রব্রজ্যাদানের পূর্বে আশ্রয়সমূহ জানাইতে পারিবে না, যদি কেহ জানায় তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপসম্পদাদানের অব্যবহিত পরে আশ্রয় সমূহ জ্ঞাপন করিবে।”

সেই সময়ে মাত্র দুইজন, তিনজন কিংবা চারিজন ভিক্ষু মিলিত হইয়া উপসম্পদা প্রদান করিতেন। ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! দশজনের কম হইলে ভিক্ষুগণ উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না। যদি কেহ উপসম্পদা প্রদান করে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দশজন অথবা দশাধিক ভিক্ষু মিলিত হইয়া উপসম্পদা প্রদান করিবে।”

সেই সময়ে ষাঁহাদের বয়স মাত্র একবৎসর কিংবা দুইবৎসর এইরূপ ভিক্ষুগণও সহবিহারীকে উপসম্পদা প্রদান করিতেন। বঙ্গাস্তপুত্র আয়ুস্মান উপসেন ভিক্ষুর বর্ষ গণনায় যখন তাঁহার বয়স মাত্র এক বৎসর^১ তখন সহবিহারীকে উপসম্পদা প্রদান করিলেন। বর্ষাবাসব্রত উদ্ঘাপন করিয়া যখন তিনি স্বয়ং মাত্র দুইবৎসর বয়স্ক হইলেন তখন তিনি তাঁহার একবৎসর বয়স্ক সহবিহারীকে সঙ্গে করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। অত্যাগত ভিক্ষুদিগকে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধগণের রীতি। ভগবান বঙ্গাস্তপুত্র আয়ুস্মান উপসেনকে কহিলেন : “হে ভিক্ষুগণ! তোমরা নিরুপদ্রবে আছ ত? সুখে দিনযাপন করিতেছ ত? দীর্ঘপথ আসিতে তোমাদের বিশেষ কষ্ট হয় নাই ত?”

“ভগবন্! আমরা নিরুপদ্রবে আছি, সুখে দিনযাপন করিতেছি এবং দীর্ঘপথ আসিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হয় নাই।”

তথাগতগণ জানিয়াও কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোন কোন বিষয় জানিয়া জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণ সময় বুঝিয়া কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, আবার সময় বুঝিয়া কোন কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণ অর্থযুক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করেন নিরর্থক বিষয় নহে; নিরর্থক আলাপে তথাগতের

১. সেইদিন ভিক্ষু গ্রহণ করা হয় সেইদিন হইতেই ভিক্ষুর বয়স গণনা করা হয়, জন্ম দিবস হইতে নহে।

সকল প্রবৃত্তি সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে। বুদ্ধগণ দ্বিবিধ কারণে ভিক্ষুদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন : (১) ধর্মোপদেশ প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে অথবা (২) শ্রাবকগণের জগু শিক্ষাপদ নির্দিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে। ভগবান আয়ুস্মান বঙ্গাস্তপুত্র উপসেনকে কহিলেন,—“ভিক্ষু! তোমার বয়স কত?” “ভগবন্! আমার বয়স দুই বৎসর হইয়াছে।” “এই ভিক্ষুর বয়স কত হইয়াছে?” “এক বৎসর।” “এই ভিক্ষু তোমার কে হয়?” “এ আমার সহবিহারী।”

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন :—“মোঘপুরুষ! তাহা তোমার পক্ষে অননুরূপ, অননুযায়ী, অপ্রতিক্রম, অশ্রমগোচিৎ, অবিধেয় এবং অকার্য্য হইয়াছে। তুমি নিজে উপদেশ এবং অনুশাসনের যোগ্য হইয়া কেন অপরকে উপদেশ ও অনুশাসন প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ? অতি শীঘ্রই যে তুমি দলপুষ্টিরূপ বাহুল্যে আবর্তিত হইয়াছ! মোঘপুরুষ! তোমার এই কার্য্যে অপসন্নদের মধ্যে প্রসাদ উৎপন্ন অথবা.....।” ভগবান এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম কথ্য উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! দশবৎসরের কম বয়স্ক ভিক্ষু স্বয়ং উপাধ্যায় হইয়া অপরকে উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে না, যদি কেহ উপসম্পদা প্রদান করে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: দশ কিংবা দশাধিক বয়স্ক ভিক্ষুই স্বয়ং উপাধ্যায় হইয়া অপরকে উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে।”

সেই সময়ে ‘আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে’, ‘দশ বৎসর হইয়াছে’ ভাবিয়া অদক্ষ ও অসমর্থ ভিক্ষুগণ উপসম্পদা প্রদান করিতেছিলেন। দেখা গেল উপাধ্যায় অজ্ঞ, সহবিহারী পণ্ডিত; উপাধ্যায় অসমর্থ, সহবিহারী সমর্থ; উপাধ্যায় অল্পশ্রুত, সহবিহারী বহুশ্রুত; উপাধ্যায় অপ্রাজ্ঞ, সহবিহারী প্রাজ্ঞ। জনৈক তীর্থিক উপাধ্যায় কর্তৃক সহবিহারীর আচরণীয় ধর্ম উপদিষ্ট হইলে উপাধ্যায়ের উপর দোষারোপ করিয়া পূর্ব তীর্থিক আশ্রমে চলিয়া গেল। ভিক্ষুদের মধ্যে ষাঁহারা অন্তেছু..... তাঁহার আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে আপত্তি করিতে লাগিলেন :—“আমার বয়স ‘দশ বৎসর হইয়াছে,’ ‘দশ বৎসর হইয়াছে’ ভাবিয়া কেন অদক্ষ ও অসমর্থ ভিক্ষুগণ উপসম্পদা দিতেছে? দেখা যাইতেছে উপাধ্যায় অজ্ঞ, সহবিহারী পণ্ডিত; উপাধ্যায় অসমর্থ, সহবিহারী সমর্থ; উপাধ্যায় অল্পশ্রুত, সহবিহারী, বহুশ্রুত; উপাধ্যায় অপ্রাজ্ঞ, সহবিহারী প্রাজ্ঞ।” তাঁহার ভগবানকে এই বিষয় জামাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি অদক্ষ ও অসমর্থ ভিক্ষুগণ ‘আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে’, ‘দশ বৎসর হইয়াছে’

ভাবিয়া উপসম্পদা প্রদান করিতেছে, দেখা যাইতেছে উপাধ্যায় অজ্ঞ, সহবিহারী পণ্ডিত ; উপাধ্যায় অবিশারদ, সহবিহারী বিশারদ ; উপাধ্যায় অল্পশ্রুত, সহবিহারী বহুশ্রুত ; উপাধ্যায় অপ্রাজ্ঞ, সহবিহারী প্রাজ্ঞ ?”

“হাঁ, ভগবন্ ! তাহাই বটে।”

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন :—হে ভিক্ষুগণ ! কেন অদক্ষ ও অসমর্থ মোঘপুরুষগণ ‘আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে’, ‘দশ বৎসর হইয়াছে’ ভাবিয়া উপসম্পদা দিতেছে ? দেখা যাইতেছে উপাধ্যায় অজ্ঞ.....অপ্রাজ্ঞ। হে ভিক্ষুগণ ! এই কার্যে অপ্রসন্নদের মধ্যে প্রসাদ উৎপন্ন.....ভগবান এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! অদক্ষ ও অসমর্থ ভিক্ষুগণ উপাধ্যায় হইয়া কাহাকেও উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে না, যদি কেহ উপসম্পদা প্রদান করে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দক্ষ ও সমর্থ দশ কিংবা দশাধিক বৎসর বয়স্ক ভিক্ষুই উপসম্পদা প্রদান করিবে।”

(৮) আচার্যের ব্রত

সেই সময়ে উপাধ্যায় বিহার হইতে অত্র প্রস্থান করিলেও, ভিক্ষু পরিত্যাগ করিলেও, কালপ্রাপ্ত হইলেও, তীর্থিকাশ্রমে চলিয়া গেলেও, ভিক্ষুগণ আচার্য্য অভাবে উপদেশ ও অনুশাসনের অভাবে, অশোভনভাবে চীবর পরিধান করিয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষানের জন্ত বিচরণ করিতেন। যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপরে, খাণ্ড ভোজ্য লেহু পেয়ের উপর ‘উত্তিট্ট’ পাত্র উপনমিত করিতেন। স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জন যাক্কা করিয়া ভোজন করিতেন। ভোজনের সময়ও উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেন। জনসাধারণ এই বিষয়ে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্গাম প্রচার করিতে লাগিল :—“কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অশোভন ভাবে চীবর পরিধান করিয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষানের জন্ত বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাণ্ড ভোজ্য লেহু পেয়ের উপর ‘উত্তিট্ট’ পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জন যাক্কা করিয়া ভোজন করে, কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে, যেমন ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় ব্রাহ্মণেরা করিয়া থাকে ?”

ভিক্ষুগণ শুনিত পাইলেন যে, জনসাধারণ এইরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং দুর্গাম প্রচার করিতেছে। ভিক্ষুদের মধ্যে যাহারা অল্পে সন্তুষ্টচিত্ত লজ্জাসঙ্কোচশীল এবং

শিষ্যগণ তাঁহারাও আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আপত্তি করিতে লাগিলেন :—“কেন ভিক্ষুগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান করিয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষানের জন্ত বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত, তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাণ্ড ভোজ্য লেহু পেয়ের উপর ‘উত্তিট্ট’ পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জন যাক্কা করিয়া ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে ?” তখন তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন।

ভগবান এই নিদানে (সঙ্কে) এবং এই প্রকরণে (প্রসঙ্গে) ভিক্ষু-সঙ্কে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! সত্যই কি ভিক্ষু অশোভন পরিহিত হইয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষানের জন্ত বিচরণ করে, সত্যই কি তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাণ্ড ভোজ্য লেহু পেয়ের উপর ‘উত্তিট্ট’ পাত্র উপনমিত করে, সত্যই কি স্বয়ং অন্নব্যঞ্জন যাক্কা করিয়া ভোজন করে, সত্যই কি ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে ?”

“প্রভো ! তাহা সত্য বটে।”

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! ঐ মোঘপুরুষগণের পক্ষে তাহা অননুরূপ, অননুভাবী, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিধেয় এবং অকার্য্য হইয়াছে। কেন মোঘপুরুষগণ অশোভনভাবে চীবর পরিধান করিয়া, অশোভনভাবে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, অসৌষ্ঠবভাবে ভিক্ষানের জন্ত বিচরণ করে, কেনই বা তাহারা যখন লোকেরা ভোজনে রত তখন তাহাদের ভোজনের উপর, খাণ্ড ভোজ্য লেহু পেয়ের উপর ‘উত্তিট্ট’ পাত্র উপনমিত করে, কেনই বা স্বয়ং অন্ন ব্যঞ্জন যাক্কা করিয়া ভোজন করে এবং কেনই বা ভোজনের সময় উচ্চশব্দ মহাশব্দ করে ? হে ভিক্ষুগণ ! তাহাদের এই কার্য্যে অপ্রসঙ্গের মধ্যে প্রসাদ উৎপন্ন অথবা প্রসঙ্গের প্রসাদ বর্জিত করিতে পারে না বরং তাহাতে অপ্রসঙ্গের মধ্যে অধিকতর প্রসাদহীনতা এবং কোন কোন প্রসঙ্গের মধ্যে ভাবান্তর আনয়ন করিবে।”

ভগবান বিবিধ প্রকারে ঐ ভিক্ষুগণের নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! আমি আচার্য্য গ্রহণের অনুজ্ঞা দিতেছি। আচার্য্য অন্তেষামীর প্রতি পুত্রচিত্ত (অপত্যম্নেহ) উপস্থাপিত করিবে, অন্তেষামী আচার্য্যের প্রতি পিতৃচিত্ত (বাৎসল্য) উপস্থাপিত করিবে। এইরূপে তাহারা পরস্পর সগৌরবে, সমন্বয়ে এবং সমজ্ঞাবী হইয়া অবস্থান করিলে এই ধর্ম্মবিনয়ে (বুদ্ধ-শাসনে) বুদ্ধি, সমৃদ্ধি এবং বিপুলতা লাভ করিবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দশ বৎসর অগ্নের আশ্রয়ে (অধীনে) থাকিবে এবং অন্যান্য দশ বৎসর বয়স্ক ভিক্ষু অপরকে আশ্রয় প্রদান করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইরূপে আচার্য্য গ্রহণ করিতে হইবে,—উত্তরাসঙ্গ একাংসে স্থাপন করিয়া, পাদ বন্দনা করিয়া, পদাগ্রে ভার দিয়া বসিয়া, কৃতাজলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে—“প্রভো ! আপনি আমার আচার্য্য হউন, আমি আপনার আশ্রয়ে বাস করিব।” [দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে।]

যদি আচার্য্য ‘সাধু’, ‘লঘু’, ‘সহপায়’, ‘প্রতিক্রম’ অথবা ‘শোভন ভাবে সম্পাদন কর’—এই পঞ্চবিধ উক্তির যে কোনটি দ্বারা ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, অথবা ইঙ্গিতে ও বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, তবে আচার্য্য গৃহীত হয়। যদি ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত না করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, ইঙ্গিতে এবং বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, সেক্ষেত্রে আচার্য্য গৃহীত হয় না।

“হে ভিক্ষুগণ ! অন্ত্বেবাসীকে আচার্য্যের সম্যক্ অনুবর্তী হইতে হইবে। সম্যক্ অনুবর্তী হইবার বিধি এই :—প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া, উপানহ খুলিয়া, উত্তরাসঙ্গ একাংসে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে দস্তকাষ্ঠ দিতে হইবে, মুখোদক দিতে হইবে, তাঁহার জন্ম আসন প্রস্তুত করিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ উপাধ্যায়ের ব্রত সদৃশ।]

(৯) অন্ত্বেবাসীর ব্রত

হে ভিক্ষুগণ ! আচার্য্যকে অন্ত্বেবাসীর সম্যক্ অনুবর্তী হইতে হইবে। সম্যক্ অনুবর্তী হইবার নিয়ম এই :—হে ভিক্ষুগণ ! আচার্য্য অন্ত্বেবাসীকে পাঠোদ্দেশ্য, পরিপৃচ্ছা, উপদেশ এবং অনুশাসন দ্বারা উপকৃত ও অনুগৃহীত করিবেন। যদি আচার্য্যের নিকট ভিক্ষাপাত্র থাকে এবং অন্ত্বেবাসীর নিকট না থাকে, তাহা হইলে আচার্য্য অন্ত্বেবাসীকে ভিক্ষাপাত্র দিবে অথবা যাহাতে অন্ত্বেবাসী পাত্র পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে। যদি আচার্য্যের নিকট পরিধেয় চীবর থাকে এবং অন্ত্বেবাসীর নিকট না থাকে, তাহা হইলে আচার্য্য অন্ত্বেবাসীকে চীবর দিবে অথবা যাহাতে অন্ত্বেবাসী চীবর পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে। যদি আচার্য্যের নিকট ‘পরিষ্কার’ (নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু) থাকে এবং অন্ত্বেবাসীর নিকট না থাকে, তাহা হইলে আচার্য্য অন্ত্বেবাসীকে ‘পরিষ্কার’ দিবে অথবা যাহাতে অন্ত্বেবাসী ‘পরিষ্কার’ পাইতে পারে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে। যদি অন্ত্বেবাসী পীড়িত হয়, তাহা হইলে প্রত্যুষে উঠিয়া তাহাকে দস্তকাষ্ঠ প্রদান করিতে হইবে, মুখোদক

দিতে হইবে, তাহার জন্ম আসন প্রস্তুত করিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ সহবিহারীর ব্রত সদৃশ।]

॥ ষষ্ঠ ভগিতা সমাপ্ত ॥

(১০) অন্তেবাসীকে ‘প্রণমিত’ করিবার নিয়ম

সেই সময়ে অন্তেবাসিগণ আচার্যের সম্যক্ অনুবর্তী হইত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অন্তেবাসিগণ সম্যক্ভাবে আচার্যগণের অনুবর্তী না হইয়া পারিবে না, যদি কেহ সম্যক্ভাবে অনুবর্তী না হয়, তাহার হৃকট ‘অপরাধ’ হইবে।”

তথাপি তাহারা সম্যক্ভাবে আচার্যগণের অনুবর্তী হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুজ্জা করিতেছি : যে সম্যক্ভাবে আচার্যগণের অনুবর্তী হইবে না তাহাকে ‘প্রণমিত’ করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে প্রণমিত (সাময়িক দণ্ড দান) করিতে হইবে,—‘তোমাকে ‘প্রণমিত করিতেছি’, ‘এইস্থানে আসিও না’, ‘তোমার পাত্র চৌবর বাহির কর’ অথবা ‘তুমি আমার পরিচর্যা করিও না।’ যদি এইভাবে ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে অথবা ইঙ্গিতে ও বাক্যে বিজ্ঞাপিত করে, তাহা হইলে অন্তেবাসীকে ‘প্রণমিত’ করা হয়। যদি ইঙ্গিতে বিজ্ঞাপিত না করে, বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, অথবা ইঙ্গিতে ও বাক্যে বিজ্ঞাপিত না করে, তাহা হইলে অন্তেবাসীকে ‘প্রণমিত’ করা হয় না। [অবশিষ্টাংশ সহবিহারী ‘প্রণমিত’ করা সদৃশ।]

(১১) আশ্রয়দানের অযোগ্য আচার্য

সেই সময়ে অজ্ঞ ও অবিশারদ ভিক্ষুগণ ‘আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে’, ‘দশ বৎসর হইয়াছে’ ভাবিয়া (অন্তেবাসীকে) আশ্রয় প্রদান করিতেছিলেন। দেখা গেল আচার্য অজ্ঞ, অন্তেবাসী পণ্ডিত ; আচার্য অদক্ষ, অন্তেবাসী দক্ষ ; আচার্য অল্পশ্রুত, অন্তেবাসী বহুশ্রুত ; আচার্য অপ্রাজ্ঞ, অন্তেবাসী প্রাজ্ঞ। ভিক্ষুদের মধ্যে যাহারা অল্পেচ্ছ...তাহারা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে আপত্তি করিতে লাগিলেন :—“কেন ‘আমার বয়স দশ বৎসর হইয়াছে’, ‘দশ বৎসর হইয়াছে’, ভাবিয়া অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুগণ অল্প ভিক্ষুকে আশ্রয় দিতেছে ? দেখা যাইতেছে আচার্য অজ্ঞ, অন্তেবাসী পণ্ডিত। [অবশিষ্টাংশ উপসম্পদা দানের অযোগ্য উপাধ্যায় সদৃশ।]

(১২) আশ্রয় রহিত হইবার কারণ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ আচার্য্য ও উপাধ্যায় বিহার হইতে প্রস্থান করিলেও, ভিক্ষু ত্যাগ করিলেও, কালগত হইলেও, তীর্থিক পক্ষে চলিয়া গেলেও কিরূপে আশ্রয় রহিত হয় তাহা জানিতেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

১—হে ভিক্ষুগণ! উপাধ্যায়ের আশ্রয় রহিত হইবার পাঁচটি কারণ আছে। যথা :—
(১) উপাধ্যায় বিহার হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন, (২) ভিক্ষু ত্যাগ করিয়া থাকেন, (৩) কালকবলিত হইয়া থাকেন, (৪) তীর্থিকাশ্রমে প্রস্থান করিয়া থাকেন, অথবা (৫) তাহাকে আশ্রয় হইতে ‘প্রণমিত’ করা হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ কারণে উপাধ্যায়ের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়।

২—হে ভিক্ষুগণ! ষড়বিধ কারণে আচার্য্যের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়। যথা :—
(১) আচার্য্য বিহার হইতে প্রস্থান করিয়া থাকেন, (২) ভিক্ষু ত্যাগ করিয়া থাকেন, (৩) কালগত হইয়া থাকেন, (৪) তীর্থিকাশ্রমে প্রস্থান করিয়া থাকেন, (৫) তাহাকে আশ্রয় হইতে ‘প্রণমিত’ করা হয়, (৬) সে উপাধ্যায়ের সহিত সম্মিলিত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়বিধ কারণে আচার্য্যের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়।

উপসম্পদা ও প্রব্রজ্যা-বধি

(১) উপসম্পদা দানের যোগ্য এবং অযোগ্য উপাধ্যায়

১—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল’ ভিক্ষু অথকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা :—

১. যদি উপাধ্যায় বলেন, ‘তোমাকে প্রণমিত করিতেছি’, ‘এখানে আসিও না,’ ‘তোমার পাত্রটীবর বাহির কর’ অথবা ‘তুমি আমার সেবা করিও না’...তাহা হইলে আশ্রয় হইতে ‘প্রণমিত’ করা হয়। যদি ক্ষমা প্রার্থনা না করে এবং উপাধ্যায়ও ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে আশ্রয় রহিত হইয়া যায়—সম-পাসা।

২. উপাধ্যায়কে দর্শন করিলে কিংবা উপাধ্যায়ের শব্দ শ্রবণ করিলেও মিলিত হয় বৃদ্ধিতে হইবে। যদি আচার্য্যের আশ্রয়স্থিত অশ্বেবাসী চৈত্যানন্দনার রত অথবা ভিক্ষাচর্য্যায় রত উপাধ্যায়কে দেখিতে পায়, তাহা হইলে আচার্য্যের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়। উপাধ্যায় বিহারে বা গ্রামে ধর্ম্মদেশনা করিবার সময় যদি তাহার শব্দ আচার্য্যের অশ্বেবাসী শ্রবণ করিতে পায় এবং শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধিতে পারে যে তাহার উপাধ্যায়ের শব্দ, তাহা হইলেও আচার্য্যের আশ্রয় রহিত হইয়া যায়।—সম-পাসা।

৩. পঞ্চবিধ গুণহীন অঙ্গ। শীলরাশিতে অপূর্ণ হেতু পঞ্চাঙ্গ-বিকল নামে কথিত হয়।—সম-পাসা।

(১) যাহার অশৈক্ষ্য^১ শীলের অপূর্ণতা, (২) সমাধির অপূর্ণতা, (৩) প্রজ্ঞার অপূর্ণতা, (৪) বিমুক্তির অপূর্ণতা, (৫) বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের অপূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না, শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অত্নকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে, শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা :—(১) যাহার অশৈক্ষ্য শীলের পূর্ণতা, (২) সমাধির পূর্ণতা, (৩) প্রজ্ঞার পূর্ণতা, (৪) বিমুক্তির পূর্ণতা, (৫) বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে, শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

৩—হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অত্নকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা :—(১) যে নিজেও অশৈক্ষ্য শীলে পূর্ণ নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য শীলে নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে ; (২) নিজেও অশৈক্ষ্য সমাধিতে পূর্ণ নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য সমাধিতে নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে ; (৩) নিজেও অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞায় পূর্ণ নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞায় নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে ; (৪) নিজেও অশৈক্ষ্যবিমুক্তিসম্পন্ন নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিতে নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে ; (৫) নিজেও অশৈক্ষ্যবিমুক্তিজ্ঞানদর্শনসম্পন্ন নহে, অপরকেও অশৈক্ষ্যবিমুক্তিজ্ঞানদর্শনে নিয়োগ করিতে সমর্থ নহে। হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অত্নকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

৪—হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অত্নকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা :—(১) নিজেও অশৈক্ষ্য-শীলে পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য শীলে নিয়োগ করিতে সমর্থ ; (২) নিজেও অশৈক্ষ্য-সমাধিতে পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য সমাধিতে নিয়োগ করিতে সমর্থ ; (৩) নিজেও অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞায় নিয়োগ করিতে সমর্থ ; (৪) নিজেও অশৈক্ষ্য-বিমুক্তিতে পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্য বিমুক্তিতে নিয়োগ করিতে সমর্থ ; (৫) নিজেও অশৈক্ষ্যবিমুক্তিজ্ঞানদর্শনে পরিপূর্ণ, অপরকেও অশৈক্ষ্যবিমুক্তিজ্ঞান দর্শনে নিয়োগ করিতে সমর্থ। হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চাঙ্গসম্পন্ন ভিক্ষু অত্নকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

১. অর্হৎকলে প্রতিষ্ঠিত আর্হৎপুরুষকে অশৈক্ষ্য বলে অথবা যাহার করণীয়ও নাই এবং কৃতের বৃদ্ধিও নাই তাঁহাকে অশৈক্ষ্য বলে।

৫—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্তকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা :—(১) যে শ্রদ্ধাহীন হয়, (২) হ্রীবিহীন হয়, (৩) সঙ্কোচশূণ্ণ হয়, (৪) অলস হয়, (৫) স্মৃতিহীন হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্তকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

৬—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্তকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা :—(১) যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, (২) হ্রীসম্পন্ন হয়, (৩) সঙ্কোচশীল হয়, (৪) বীর্যবান হয়, (৫) স্মৃতিমান হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্তকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

৭—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্তকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা :—(১) যে অধিশীলে^১ শীলবিপন্ন হয়, (২) অধিআচারে^২ আচার বিপন্ন হয়, (৩) অতিদৃষ্টিতে^৩ দৃষ্টিবিপন্ন হয়, (৪) অল্পশ্রুত^৪ হয়, (৫) প্রজ্ঞাহীন^৫ হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্তকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

৮—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্তকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা :—(১) যে অধিশীলে শীলবিপন্ন নহে, (২) অধিআচারে আচারবিপন্ন নহে, (৩) অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টিবিপন্ন নহে, (৪) বহুশ্রুত হয়, (৫) প্রজ্ঞাবান হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্তকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

৯—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্তকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা :—(১) যে রুদ্র অন্তেবাসী অথবা সহবিহারীর সেবা করিতে কিংবা সেবা করাইতে অসমর্থ, (২) অনভিরতি উপশম করিতে বা করাইতে অসমর্থ, (৩) উৎপন্ন সন্দেহ ধর্ম্মানুসারে

১. পারাজিক, সম্বাদিশেষ অপরাধে অপরাধী হওয়া।

২. খুলচয়, অনিয়ত, পাচিতির, দুষ্কট, দুতাসিত অপরাধে অপরাধী হওয়া।

৩. শাখত ও উচ্ছেদবাদী হওয়া।

৪. পারিষদ পরিচালনে যেরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার অভাব হওয়া।

৫. অর্থাৎ জাতব্য আপত্তি আদি (অপরাধাদি) সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা।

নিরসন করিতে বা করাইতে অসমর্থ, (৪) অপরাধ জানে না,^১ (৫) অপরাধ হইতে উত্থান^২ (মুক্তি) জানে না। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

১০—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা :—(১) যে পীড়িত অন্ত্বেবাসী বা সহবিহারীর পরিচর্যা করিতে অথবা করাইতে সমর্থ, (২) অনভিরতি উপশম করিতে অথবা করাইতে সমর্থ, (৩) উপস্থিত সন্দেহ ধর্ম্মত নিরসন করিতে অথবা করাইতে সমর্থ, (৪) আপত্তি (অপরাধ) বিষয়ে অভিজ্ঞ, (৫) আপত্তি (অপরাধ) মুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

১১—হে ভিক্ষুগণ! আরও পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা :—(১) অন্ত্বেবাসী বা সহবিহারীকে অভিসমাচার^৩ শিক্ষাদ্বারা শিক্ষা দিতে অসমর্থ, (২) আদিত্রক্ষচর্যা^৪ শিক্ষা দ্বারা শিক্ষা দিতে অসমর্থ, (৩) অভিধর্ম্মে^৫ বিনীত করিতে অসমর্থ, (৪) অভিবিনয়ে^৬ বিনীত করিতে অসমর্থ, (৫) উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি ধর্ম্মত পরিত্যাগ করাইতে অসমর্থ। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

১২—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা :—(১) যে অন্ত্বেবাসী বা সহবিহারীকে অভিসমাচার শিক্ষাদ্বারা শিক্ষা দিতে সমর্থ, (২) আদিত্রক্ষচর্যা শিক্ষাদ্বারা শিক্ষা দিতে সমর্থ, (৩) অভিধর্ম্মে বিনীত করিতে সমর্থ, (৪) অভিবিনয়ে বিনীত করিতে সমর্থ, (৫) উৎপন্ন মিথ্যাদৃষ্টি ধর্ম্মত পরিত্যাগ করাইতে সমর্থ। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

১. কি কাজে কি আপত্তি (অপরাধ) হয় তদ্বিষয় জ্ঞাত না থাকা। ২. উত্থানগামী (মুক্তিযোগ্য) আপত্তি (সম্বাদিশেষ অপরাধ) এবং দেশনাগামী (প্রকাশ করিয়া পরিত্যক্ত হওয়া) আপত্তি (ধুলচর্যা পঞ্চ অপরাধ) হইতে মুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব। ৩. স্বর্গে (মহাবর্গ ও চুলবর্গে) বণিত ব্রত শিক্ষাদানে অসমর্থ। ৪. কুদ্রাষ্টুকুদ্র নিয়ম ব্যতীত অবশিষ্ট নিয়ম শিক্ষাদানে অসমর্থ। ৫. নাম-রূপ পরিচ্ছেদ শিক্ষাদানে অসমর্থ। ৬. সমস্ত বিনয়-পিটক শিক্ষাদানে অসমর্থ।

১৩—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা :—(১) যে আপত্তি (অপরাধ) কাহাকে বলে জানে না, (২) অনাপত্তি (অপরাধহীনতা) কাহাকে বলে জানে না, (৩) লঘু অপরাধ কাহাকে বলে জানে না, (৪) গুরু অপরাধ কাহাকে বলে জানে না, (৫) সূত্র ও অনুব্যাঞ্জন (ব্যাখ্যা) অনুসারে উভয় প্রাতিমোক্ষ (ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ) যাহার বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত এবং সুনির্গীত হয় নাই। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

১৪—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা :—(১) যে আপত্তি (অপরাধ) কাহাকে বলে জানে, (২) অনাপত্তি (অপরাধহীনতা) কাহাকে বলে জানে, (৩) লঘু অপরাধ কাহাকে বলে জানে, (৪) গুরু অপরাধ কাহাকে বলে জানে, (৫) সূত্র ও অনুব্যাঞ্জন অনুসারে উভয় প্রাতিমোক্ষ যাহার বিস্তৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত এবং সুনির্গীত হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

১৫—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না, শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা :—(১) যে আপত্তি জানে না, (২) অনাপত্তি জানে না, (৩) লঘু আপত্তি জানে না, (৪) গুরুতর আপত্তি জানে না (৫) যাহার বয়স দশ বৎসরের কম হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

১৬—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা :—(১) যে আপত্তি জানে, (২) অনাপত্তি জানে, (৩) লঘু আপত্তি জানে, (৪) গুরুতর আপত্তি জানে, (৫) যাহার বয়স দশ বৎসর বা দশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অগ্ৰকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।

১—হে ভিক্ষুগণ ! ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্মকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না। যথা :—(১) যাহার অশৈক্ষ্য শীলের অপূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য সমাধির অপূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞার অপূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য বিমুক্তির অপূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের অপূর্ণতা আছে এবং (৬) যাহার বয়স দশ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ ! এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু অন্মকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, আশ্রয় দিতে পারিবে না এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ ! ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্মকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। যথা :—(১) যাহার অশৈক্ষ্য শীলের পূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য সমাধির পূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞার পূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য বিমুক্তির পূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পূর্ণতা আছে এবং (৬) যাহার বয়স দশ বৎসর কিংবা দশ বৎসরের অধিক হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ ! এই ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু অন্মকে উপসম্পদা দিতে পারিবে, আশ্রয় দিতে পারিবে এবং শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে। [৩ নম্বর হইতে ১৬ নম্বর পর্য্যন্ত পূর্বে পঞ্চকের ৩ নম্বর হইতে ১৬ নম্বরের পাঁচ পাঁচটি বাক্য সদৃশ। ষষ্ঠ বাক্যটি দশ বা দশাধিক বৎসরের 'অপূর্ণতা' ও 'পূর্ণতা' বলিয়া জ্ঞাতব্য।]

॥ উপসম্পদা প্রদান বিষয়ে ষষ্ঠ ষোড়শবার সমাপ্ত ॥

(২) পূর্বতীর্থিকের কথা

(ক) প্রত্যাবৃত্ত ব্যক্তির উপসম্পদা

সেই সময়ে জনৈক পূর্বতীর্থিক উপাধ্যায় কর্তৃক সহআচরণীয় ধর্ম উপদিষ্ট হইলে উপাধ্যায়ের সহিত তর্কবাদ উপস্থিত করিয়া পূর্বতীর্থিক আশ্রমে চলিয়া গেল। সে পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুদিগের নিকট উপসম্পদা যাচ্ছা করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ ! যে পূর্বতীর্থিক উপাধ্যায় কর্তৃক সহআচরণীয় ধর্ম উপদিষ্ট হইয়া, উপাধ্যায়ের সহিত তর্কবাদ উপস্থিত করিয়া পূর্বতীর্থিক আশ্রমে চলিয়া যায়, সে পুনরায় আসিলে তাহাকে উপসম্পদা প্রদান করিবে না। হে ভিক্ষুগণ ! যদি অপর কোনও পূর্বতীর্থিক এই ধর্ম-বিনয়ে (বুদ্ধ-শাসনে) প্রব্রজ্যা আকাজ্জা করে, উপসম্পদা আকাজ্জা করে তাহা হইলে তাহাকে চারিমাস 'পরিবাস' (প্রার্থীর প্রতীক্ষা) প্রদান করিবে।

হে ভিক্ষুগণ ! এই ভাবে পরিবাস প্রদান করিতে হইবে :—সর্বপ্রথম কেশশৃঙ্গ অপহৃত (মুণ্ডিত) করাইয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করাইয়া, একাংস আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) পরিধান করাইয়া, সমবেত ভিক্ষুগণের পাদবন্দনা করাইয়া, 'উৎকট' ভাবে বসাইয়া, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া তাহাকে বলিবে : তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ বল :—“আমি বুদ্ধের শরণাগত হইতেছি, ধর্মের শরণাগত হইতেছি, সজ্জ্বের শরণাগত হইতেছি।” [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে।]

হে ভিক্ষুগণ ! সেই পূর্বতীর্থিক সজ্জ্বের নিকট উপস্থিত হইয়া, একাংস আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ পরিধান করিয়া, ভিক্ষুদিগের পাদবন্দনা করিয়া, পদাগ্রে ভার দিয়া বসিয়া, হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া এইরূপ বলিবে :—

প্রার্থনা—“প্রভো ! আমি (অমুক) পূর্বতীর্থিক এই ধর্মবিনয়ে উপসম্পদা আকাজ্জা করিতেছি। প্রভো ! আমি সজ্জ্বের নিকট চারিমাংস পরিবাস যাচ্ছা করিতেছি।” [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ যাচ্ছা করিতে হইবে।]

দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সজ্জ্বকে এইরূপে প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞপ্তি—“মাননীয় সজ্জ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় এই পূর্ব-তীর্থিক, এই ধর্মবিনয়ে উপসম্পদা আকাজ্জা করিতেছেন। তিনি সজ্জ্বের নিকট চারিমাংস ‘পরিবাস’ যাচ্ছা করিতেছেন। যদি সজ্জ্ব উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সজ্জ্ব অমুক পূর্বতীর্থিককে পরিবাস দিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।”

অনুশ্রাবণ—“মাননীয় সজ্জ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় এই পূর্বতীর্থিক এই ধর্মবিনয়ে উপসম্পদা আকাজ্জা করিতেছেন। তিনি সজ্জ্বের নিকট চারিমাংস পরিবাস যাচ্ছা করিতেছেন। সজ্জ্ব অমুক নামীয় পূর্বতীর্থিককে চারিমাংস পরিবাস দিতেছেন। অমুক নামীয় পূর্বতীর্থিককে পরিবাস দান করা যেই আয়ুস্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন, যিনি উচিত মনে করেন না তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।”

ধারণা—“সজ্জ্ব অমুক নামীয় পূর্বতীর্থিককে চারিমাংস পরিবাস প্রদান করিলেন। সজ্জ্ব এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।”

(খ) অনারাধক

হে ভিক্ষুগণ ! পূর্বতীর্থিক এইরূপে আরাধক এবং এইরূপে অনারাধক হয়। কি প্রকারে পূর্বতীর্থিক অনারাধক হয় ?

(১) হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্বতীর্থিক অতি প্রত্যাঘে গ্রামে প্রবেশ করে, অতি বিলম্বে প্রত্যাবর্তন করে, সে অনারাধক হয়।

(২) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্বতীর্থিক বেষ্ঠা-গোচর হয়, বিধবা-গোচর হয়, অধিক বয়স্কাকুমারী-গোচর^১ হয়, পণ্ডক-গোচর^২ হয় অথবা ভিক্ষুণী-গোচর হয়, সে অনারাধক হয়।

(৩) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্বতীর্থিক সত্রঙ্গচারীদের ছোটবড় কার্যে দক্ষ এবং অনলস হয় না, তদুপায় চিন্তায় প্রত্যাৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয় না, স্বহস্তে * করিতে অথবা করাইতে সমর্থ হয় না, সে এইভাবেও অনারাধক হয়।

(৪) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্বতীর্থিক অবিশীল, অধিচিত্ত ও অধি-প্রজ্ঞা শিক্ষায় এবং পরিপূচ্ছায় তীব্রছন্দসম্পন্ন নহে, সে এইভাবেও অনারাধক হয়।

(৫) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্বতীর্থিক যেই তীর্থিকাশ্রম হইতে সংক্রমিত হয় সেই তীর্থগুরু, তাঁহার দৃষ্টির (মতের), তাঁহার স্বীকৃতির, তাঁহার অভিরুচির এবং তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাসের দোষ বর্ণনা করিলে কোপান্বিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্নচিত্ত হয়, বুদ্ধ, ধর্ম্ম অথবা সজ্জের দোষ বর্ণনা করিলে সন্তুষ্ট, উদগ্র (প্রফুল্ল), প্রসন্নচিত্ত হয়, অথবা যেই তীর্থিকাশ্রম হইতে সংক্রমিত হয় সেই তীর্থগুরু, তাঁহার দৃষ্টির, তাঁহার স্বীকৃতির, তাঁহার অভিরুচির এবং তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাসের গুণ বর্ণনা করিলে সন্তুষ্ট, উদগ্র এবং প্রসন্নচিত্ত হয়, বুদ্ধ, ধর্ম্ম অথবা সজ্জের গুণ বর্ণনা করিলে কোপান্বিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্নচিত্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! সেই পূর্বতীর্থিকের অনারাধনীয় বিষয়ে ইহা সাজ্বাতিক।

হে ভিক্ষুগণ! পূর্বতীর্থিক এইভাবে অনারাধক হয়। এইরূপ অনারাধক পূর্ব-তীর্থিক আসিলে উপসম্পদা দান করিবে না।

(গ) আরাধক

হে ভিক্ষুগণ! কিরূপে পূর্বতীর্থিক আরাধক হয়?

(১) হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্বতীর্থিক অতি প্রত্যাঘে গ্রামে প্রবেশ করে না, অতিবিলম্বে প্রত্যাবর্তন করে না, সে এইভাবেও আরাধক হয়।

(২) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্বতীর্থিক বেষ্ঠা-গোচর হয় না, বিধবা-গোচর

১. বেষ্ঠা-গোচর, বিধবা-গোচর ইত্যাদি শব্দের অর্থ বেষ্ঠা ও বিধবা প্রভৃতির সান্নিধ্যে গমন, যাহার ফলে তীর্থিকের চরিত্রহানির সম্ভাবনা হইতে পারে।—সম-পাসা। ২. পণ্ডক=নপুংসক।

হয় না, অধিক বয়স্হা কুমারী-গোচর হয় না, পশুক-গোচর হয় না, ভিক্ষুণীগোচর হয় না সে এইভাবেও আরাধক হয়।

(৩) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্বতীর্থিক সত্রকচারীদের যেই ছোটবড় কর্তব্যাদি আছে তাহাতে দক্ষ ও অনলস হয়, তদুপায় চিন্তায় প্রত্যাৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেয়, স্বহস্তে করিতে অথবা করাইতে সমর্থ হয়, সে এইভাবেও আরাধক হয়।

(৪) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্বতীর্থিক অধিশীল, অধিচিত্ত, অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষায় এবং পরিপৃচ্ছায় তীব্রহন্দসম্পন্ন হয় সে এইভাবেও আরাধক হয়।

(৫) পুনশ্চ, হে ভিক্ষুগণ! যে পূর্বতীর্থিক যেই তীর্থিকাশ্রম হইতে সংক্রমিত হয়, সেই তীর্থগুরুর, তাঁহার দৃষ্টির, তাঁহার স্বীকৃতির, তাঁহার অভিরুচির এবং তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাসের দোষ বর্ণনা করিলে সন্তুষ্ট, উদগ্র, প্রসন্নচিত্ত হয়; বুদ্ধ, ধর্ম বা সজ্জের দোষ বর্ণনা করিলে কোপান্বিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্নচিত্ত হয়, অথবা যেই তীর্থিকাশ্রম হইতে সংক্রমিত হয়, সেই তীর্থগুরুর, তাঁহার দৃষ্টির, তাঁহার স্বীকৃতির, তাঁহার অভিরুচির, তাঁহার দৃঢ়ধারণার গুণ বর্ণনা করিলে কোপান্বিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্নচিত্ত হয় এবং বুদ্ধ, ধর্ম কিংবা সজ্জের গুণ বর্ণনা করিলে সন্তুষ্ট, উদগ্র, প্রসন্নচিত্ত হয়। হে ভিক্ষুগণ! সেই পূর্বতীর্থিকের আরাধনীয় বিষয়ে ইহা সাজ্বাতিক।

হে ভিক্ষুগণ! পূর্বতীর্থিক এইভাবে আরাধক হয়। এইরূপ আরাধক পূর্ব-তীর্থিক আসিলে উপসম্পদা প্রদান করিবে।

(৩) নগ্নবেশের বিশেষ বিধান

হে ভিক্ষুগণ! যদি পূর্বতীর্থিক নগ্নবেশে আসে তাহা হইলে উপাধ্যায়কে মুখ্য করিয়া চীবর অন্বেষণ করিতে হইবে। যদি অচ্ছিন্নকেশে আসে, তাহা হইলে কেশচ্ছেদনের নিমিত্ত সজ্জের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে। হে ভিক্ষুগণ! যাহারা অগ্নিহোত্রী জটিল তাহারা আসিলেই উপসম্পদা প্রদান করিবে, তাহাদিগকে পরিবাস দিবে না। তাহার কারণ কি? হে ভিক্ষুগণ! তাহারা কর্মবাদী, ক্রিয়াবাদী, এই জন্ত তাহাদিগকে পরিবাস দিতে হয় না।

হে ভিক্ষুগণ! যদি শাক্যজাতীয় কোন পূর্বতীর্থিক আসে, তাহা হইলে

১. শাক্যবংশীয় লোক অন্ততীর্থিকাশ্রমে প্রব্রজ্যাবলম্বন করিলেও তাহাদের জ্ঞাতিশ্রেষ্ঠের প্রবর্তিত ধর্ম বলিয়া তাহারা বুদ্ধ-শাসনের মিন্দা করে না, প্রশংসাই করে, এই জন্ত ভগবান শাক্যদের জন্ত বত্বর ব্যবস্থা দিয়াছেন।—সম-পাসা।

আসামাত্র তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে, তাহাকে পরিবাস দিবে না। হে ভিক্ষুগণ! এই সম্বন্ধে আমি জাতিদিগকে কুলগত 'পরিহার' (স্তবিধা) দিতেছি।

। পূর্বতীথিকের কথা সমাপ্ত ।

। সপ্তম ভণিতা সমাপ্ত ।

(৪) প্রব্রজ্যা লাভের অযোগ্য ব্যক্তি

১—সেই সময়ে মগধে পাঁচ প্রকার রোগ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। যথা :—
(১) কুষ্ঠ, (২) গণ্ড (ফোড়া), (৩) কিলাস (চর্মরোগ), (৪) ক্ষয়রোগ ও (৫) অপস্মার। জনসাধারণ পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট হইয়া, কৌমারভৃত্য জীবকের নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিল, “আচার্য্য! আমাদের চিকিৎসা করুন।” “আর্য্যগণ! আমার বহুকার্য্য, বহু করণীয় বিষয় আছে, আমাকে মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার, রাণিগণ এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিতে হয়, আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না।” “আচার্য্য! আমাদের সমস্ত সম্পত্তি আপনার হউক, আমরাও আপনার দাস হইব, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের চিকিৎসা করুন।” “আর্য্যগণ! আমি বহুকার্য্যে বহু করণীয় বিষয়ে ব্যাপৃত; আমাকে মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার, রাণিগণ এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিতে হয়, এই জন্ত আমি আপনাদের চিকিৎসা করিতে পারিব না।”

তখন তাহাদের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখশীলী, সুখবিহারী এবং সুভোজন ভোজন করিয়া নিরুদ্ধেগে শয়ন শয়ন করেন, ভালই, আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হইব। তথায় ভিক্ষুগণও আমাদের সেবা করিবেন এবং কৌমারভৃত্য জীবকও চিকিৎসা করিবেন।” অনন্তর তাহারা ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ছা করিল, ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে প্রব্রজিত করিলেন, উপসম্পদাও দান করিলেন। তখন ভিক্ষুগণও তাহাদের সেবা করিতে লাগিলেন এবং কৌমারভৃত্য জীবকও চিকিৎসা করিলেন।

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ অধিকসংখ্যক রুগ্ন ভিক্ষুর সেবা করিতে যাইয়া বহল যাক্ষাপরায়ণ, বহল বিজ্ঞপ্তিপরায়ণ হইয়া পড়িলেন,—‘রোগীর আহাৰ্য্য দাও’, ‘রোগী পরিচারকের আহাৰ্য্য দাও’, ‘রোগীর ভৈষজ্য দাও।’ কৌমারভৃত্য জীবকও বহু রুগ্ন ভিক্ষুর চিকিৎসায় রত থাকায় কোনও এক রাজ-কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।’

১. অর্থাৎ, কোনও এক রাজকৃত্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না। এহলে রাজকার্য্য পরিত্যাগ অর্থে পদত্যাগ বুঝাইতেছে না।

অগ্র একজন লোকও পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট হইয়া কোমারভৃত্য জীবকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল :—“আচার্য্য ! অমুগ্রহ করিয়া আমার চিকিৎসা করুন।” “আর্য্য ! আমি বহুকার্য্যে, বহু করণীয় বিষয়ে ব্যাপৃত; আমাকে মগধরাজ শ্রেণিক বিদ্বিসার, রাণিগণ এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করিতে হয়। আমি আপনার চিকিৎসা করিতে পারিব না।” “আচার্য্য ! আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার হউক, আমিও আপনার দাস হইব। অতএব আপনি আমার চিকিৎসা করুন।” “আর্য্য ! আমার বহুকার্য্য, বহু করণীয় বিষয় আছে, আমাকে মগধরাজ শ্রেণিক বিদ্বিসার, রাণিগণ এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের চিকিৎসা করিতে হয়, আমি আপনার চিকিৎসা করিতে পারিব না।”

তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—“সুখশীলী, সুখবিহারী এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুস্বাদুভোজন ভোজন করিয়া নিরুদ্ধেগে শব্যায় শয়ন করেন। অতএব আমিও শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব। তথায় ভিক্ষুগণও আমার সেবা করিবেন এবং কোমারভৃত্য জীবকও চিকিৎসা করিবেন। আমি আরোগ্য লাভের পর গৃহী হইয়া যাইব।” এই ভাবিয়া সে ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা বাঞ্ছা করিল। তাহাকে ভিক্ষুগণ প্রব্রজ্যা প্রদান করিলেন, উপসম্পদাও প্রদান করিলেন। তখন ভিক্ষুগণও তাহার সেবা করিলেন, কোমারভৃত্য জীবকও চিকিৎসা করিলেন। সে আরোগ্যলাভের পর গৃহী হইয়া গেল। কোমারভৃত্য জীবক একদিন সেই ব্যক্তিকে গৃহী-অবস্থায় দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া তাহাকে কহিলেন,—“আর্য্য ! আপনি ভিক্ষুর মধ্যে ভিক্ষুরূপে প্রব্রজিত ছিলেন কি ?” “আচার্য্য ! হাঁ, ছিলাম।” “আর্য্য ! আপনি কেন এরূপ করিয়াছেন ?”

অনন্তর সে কোমারভৃত্য জীবকের নিকট ইহার কারণ প্রকাশ করিল। জীবক এবিধে আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিলেন :—“কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিতেছেন ?” অতঃপর জীবক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! আর্য্যগণ যেন পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজিত না করেন।” ভগবান তাঁহাকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। জীবক ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, দক্ষিণ পার্শ্ব ভগবানের পুরোভাগে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চবিধ রোগে স্পৃষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘হৃকট’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের প্রত্যন্তে (রাজ্য-সীমান্তে) বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। মগধরাজ সেনা-নায়ক মহামাত্যকে আদেশ করিলেন : “আপনি প্রত্যন্তে যাইয়া বিদ্রোহ প্রশমিত করিয়া আসুন।”

“যথা আজ্ঞা, দেব !” বলিয়া সেনানায়ক প্রত্যাভূত্রে সম্মতি জানাইলেন। অনন্তর অভিজ্ঞ অভিজ্ঞ বোদ্ধগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “আমরা যুদ্ধাভিনন্দী (রণোন্মাদী) হইয়া প্রত্যন্তে গমন করিয়া পাপ করিব, বহু অপুণ্য সঞ্চয় করিব ; কোন্ উপায়ে আমরা পাপ হইতেও বিরত থাকিতে পারিব এবং কল্যাণকর্মণ্ড করিতে পারিব ?” তখন তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্মচারী, শমচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান, কল্যাণধর্মী ; যদি আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণের নিকট প্রব্রজিত হই, তাহা হইলে পাপ হইতেও বিরত থাকিতে পারিব এবং কল্যাণকর্মণ্ড করিতে পারিব।”

অনন্তর সেই বোদ্ধগণ ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ছা করিলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন, উপসম্পদাও প্রদান করিলেন। সেনানায়ক মহামাত্যগণ রাজকর্মচারিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “অনুক নাগীয়, সন্নুক নাগীয় যোদ্ধাকে দেখা যাইতেছে না কেন ?” “স্বামি ! অনুক নাগীয়, সন্নুক নাগীয় যোদ্ধা ভিক্ষুদিগের নিকট প্রব্রজিত হইয়াছে।”

সেনানায়ক মহামাত্যগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে ছর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন :—“কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ রাজভৃত্যকে প্রব্রজ্যা দিতেছেন ?” সেনানায়ক মহামাত্যগণ মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার ব্যবহারিক মহামাত্যগণকে (ব্যবহারজীবী মন্ত্রীবর্গকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, “যিনি রাজভৃত্যকে প্রব্রজ্যা দান করেন তাঁহার কি দণ্ডবিধান করা কর্তব্য ?”

“দেব ! উপাধ্যায়ের শিরশ্ছেদ, অনুশাসকের (আচার্য্যের) জিহ্বা উৎপাটন এবং ‘গণ’ভিক্ষুদের অর্ধেক পশুর্কা (পাঁজরার হাড়) ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্তব্য।”

মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, একান্তে উপবেশন করিয়া তিনি ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! বুদ্ধশাসনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, অপ্রসন্ন রাজাও আছেন। তাঁহার সামান্য কারণেও ভিক্ষুদিগকে উৎপীড়ন করিতে পারেন, অতএব আর্ধ্যগণ রাজভৃত্যকে প্রব্রজ্যা দানে বিরত থাকিলে ভাল হয়।”

ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত,

সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং ভগবানকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! রাজভৃত্যকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

৩—সেই সময়ে অঙ্গুলিমাল নামক চোর ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। জনসাধারণ তাহাকে দেখিয়া উদ্ভিগ্ন হইতে লাগিল, উত্তম্ব হইতে লাগিল, পলায়ন করিতে লাগিল, অশ্রুদিকে গমন করিতে লাগিল, অশ্রুদিকে মুখ ফিরাইতে লাগিল এবং গৃহ-দ্বারও রুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে ছূর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল :—“কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ‘ধ্বজবন্ধ’ (নামজাদা, প্রসিদ্ধ) চোরকে প্রব্রজিত করিতেছেন?” ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে ছূর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! ধ্বজবন্ধ চোরকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

৪—সেই সময়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার কর্তৃক এই অশুভ্রা (ঘোষণা) প্রচারিত হইয়াছিল : “যে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের নিকট প্রব্রজিত হয় তাহাকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না। সূআখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ করুক সম্যকপ্রকারে ছুঃখের অন্তসাধনের জন্ত।”

সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি চোর্যাপরাধে কারারুদ্ধ ছিল। সে কারা ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইল। জনসাধারণ তাহাকে দেখিয়া বলিল :—“এই সেই কারাভেদী চোর, অতএব তাহাকে লইয়া যাইব।” কেহ কেহ বলিল, আর্ধ্যগণ! এরূপ কহিবেন না, কেননা মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার কর্তৃক আদেশ প্রচারিত হইয়াছে : “যাহারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হয় তাহাদিগকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না; সূআখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ করুক সম্যকপ্রকারে ছুঃখের অন্তসাধনের জন্ত।” তখন জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে ছূর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভয়বিবর্ত নহেন, ইহাদিগকে কিছু করিতে পারা যায় না; কেন কারাভেদী চোরকে তাঁহারা প্রব্রজিত করেন?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! কারাভেদী চোরকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

৫—সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি চুরি করিয়া, পলায়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। তাহার সম্বন্ধে রাজান্তঃপুরে লিখিত ছিল : অমুককে যেখানে দেখিবে সেখানে হত্যা করিবে। একদিন জনসাধারণ তাহাকে দেখিয়া কহিল, “এই সেই ‘লিখিতক’ চোর, অতএব তাহাকে লইয়া বাইব।” কেহ কেহ বলিল, আৰ্য্যগণ ! এইরূপ বলিবেন না, কেননা মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার কর্তৃক আদেশ প্রচারিত হইয়াছে : “যাহারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হয় তাহাদিগকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না ; সুআখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করুক সম্যকপ্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্ত।” জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে ছূর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভয়বিরত নহেন, ইহাদিগকে কিছু করিতে পারা যায় না, কেন তাঁহারা ‘লিখিতক’ চোরকে প্রব্রজিত করেন ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! ‘লিখিতক’ চোরকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

৬—সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি কশাহত (বেত্রাঘাত দণ্ডপ্রাপ্ত) হইয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে ছূর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল :—“কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কশাহত (বেত্রাঘাত দণ্ডপ্রাপ্ত) ব্যক্তিকে প্রব্রজিত করিতেছেন ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! কশাহতদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

৭—সেই সময়ে জনৈক ব্যক্তি ‘লক্ষণাহত দণ্ড’ (উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত হইবার শাস্তি) লাভ করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে ছূর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ লক্ষণাহত দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রব্রজিত করিতেছেন ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! ‘লক্ষণাহত’ দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

৮—সেই সময়ে একজন ঋণগ্রাহী লোক পলায়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। উত্তমর্গগণ তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিল, “এইত আমাদের

১. যাহাকে হত্যার জন্ত রাজার পরোয়ানা জারি হইয়াছে।

ঋণগ্রাহী (খাতক), অতএব ইহাকে লইয়া যাইব।” কেহ কেহ বলিল, আর্ঘ্যগণ ! এইরূপ বলিবেন না, কেননা মগধরাজ শ্রেণিক বিশ্বিসার আদেশ প্রচার করিয়াছেন : “বাহারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হয় তাহাদিগকে কেহ কিছু করিতে পারিবে না ; সুআখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ করুক সম্যকপ্রকারে দুঃখের অন্তসাধনের জন্ত।” জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে ছনাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল :—“এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভয়বিরত নহেন, ইহাদিগকে কিছু করিতে পারা যায় না। কেন তাঁহারা ঋণগ্রাহীকে প্রব্রজ্যা দিতেছেন ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! ঋণগ্রস্তকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

৯— সেই সময়ে জনৈক দাস পলায়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। মনিবগণ তাহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, “এইত আমাদের দাস, অতএব ইহাকে লইয়া যাইব।” কেহ কেহ বলিল, আর্ঘ্যগণ ! এইরূপ বলিবেন না, কেননা মগধরাজ শ্রেণিক বিশ্বিসার আদেশ প্রচার করিয়াছেন : “বাহারা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের মধ্যে প্রব্রজিত হয় তাহাদের কেহ কিছু করিতে পারিবে না ; সুআখ্যাত ধর্ম, ব্রহ্মচর্য আচরণ করুক সম্যকভাবে দুঃখের অন্তসাধনের জন্ত।” জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে ছনাম প্রচার করিতে লাগিল :—“এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ভয়বিরত নহেন, ইহাদের কিছু করিতে পারা যায় না, কেন তাঁহারা দাসকে প্রব্রজিত করিতেছেন ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! দাসকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

(৫) কেশমুণ্ডনের জন্ত সজ্জ-সম্মতি

সেই সময়ে জনৈক ‘কম্মারভণ্ডু’^১ মাতাপিতার সহিত ঋগড়া করিয়া, আরামে (বিহারে) যাইয়া, ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। কম্মারভণ্ডুর মাতাপিতা তাহার অনুসন্ধান আরামে যাইয়া ভিক্ষুদের নিকট জিজ্ঞাসা করিল :—“প্রভো ! এইরূপ একটি ঋালকের কি দেখা পাইয়াছেন ?” ভিক্ষুগণ না জানিয়াই বলিলেন, “জানি না।” না দেখিয়াই বলিলেন, “দেখি নাই।” সেই কম্মারভণ্ডুর মাতাপিতা সেই ‘কম্মারভণ্ডু’কে অনুসন্ধান করিতে করিতে ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত দেখিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং

১. পঞ্চটিকিয়ুক্ত বর্ণকার পুত্র।—সম-পাসা।

প্রকাশে দুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল :—“এই শাকাপুত্রীয় শ্রমণগণ নির্লজ্জ, দুঃশীল, মিথ্যাবাদী এবং জানিয়াই বলিয়াছে—‘জানি না’, দেখিয়াই বলিয়াছে—‘দেখি নাই।’ এই বালক ত তাহাদের মধ্যেই প্রব্রজিত।” ভিক্ষুগণ সেই ‘কম্মারভণ্ড’র মাতাপিতার আন্দোলন, মিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার শ্রবণ করিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কেশমুণ্ডনের জন্ত সত্ত্বের সন্মতি গ্রহণ করিবে।”

(৬) উনবিংশতি বৎসর বয়স্কের উপসম্পাদা নিষিদ্ধ

সেই সময়ে রাজগৃহে সপ্তদশবর্গীর বালকগণ পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। উপালি ছিল তাহাদের মধ্যে প্রধান। উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “কোন উপায়ে উপালি আমাদের অবর্তমানে সুখে থাকিবে এবং ক্লেশ পাইবে না?” অনন্তর উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “যদি উপালি লিপি^১ শিক্ষা করে, তাহা হইলে সে আমাদের অবর্তমানে সুখে থাকিবে এবং ক্লেশ পাইবে না।” পুনরায় উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “যদি উপালি লিপি শিক্ষা করে তাহা হইলে তাহার অনুলি ক্লিষ্ট হইবে। যদি উপালি গণনা^২ শিক্ষা করে, তাহা হইলে সে আমাদের অবর্তমানে সুখে থাকিবে এবং ক্লেশ পাইবে না।” পুনরায় উপালির মাতাপিতার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “যদি উপালি গণনা শিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার হৃদয় ক্লিষ্ট হইবে। যদি উপালি রূপ^৩ শিক্ষা করে তাহা হইলে উপালি আমাদের অবর্তমানে সুখে থাকিবে এবং ক্লেশ পাইবে না।” আবার উপালির মাতাপিতার মনে

১. অক্ষর।—সম-পাসা। লিপি=লেখ (হাথিগুফা অনুশাসন)। অশোকের অনুশাসন সমূহে লিপি, দ্বিপি শব্দের ব্যবহার আছে। লিপি অর্থে লিপিবিজ্ঞা, লিপিকরের কাজ, লেখকের কাজ। পত্রলেখা, প্রস্তরাদির গাত্রে লিপি উৎকীর্ণ করা, গাণাদি রচনা, এই সমস্তই লিপিবিজ্ঞার অন্তর্গত।—ডক্টর বড়ুয়া।

২. কোটিল্য অর্থশাস্ত্র মতে ‘গণনা’ অর্থে হিসাব রাখা সম্বন্ধে যাবতীয় কাজ। অশোকের তৃতীয় শিলালিপিতে ‘গণনা’ শব্দে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়কেই নির্দেশ করে। হাথিগুফা অনুশাসনেও সম্ভবত এই অর্থেই ‘গণনা’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।—ডক্টর বড়ুয়া।

৩. রূপ সূত্র।—সম-পাসা; ‘রূপসূত্রস্তি’ হেরাক্লিডিসের সূত্র।—সা-দী। ‘রূপ’ ও বিজ্ঞাবিশেষের নাম। হাথিগুফা অনুশাসনেও ইহার উল্লেখ আছে। লেখ, রূপ ও গণনা রাজকুমারগণের শিক্ষণীয় ছিল। রূপ শব্দে মুদ্রা পরীক্ষা, চিত্রবিজ্ঞা ইত্যাদি নির্দেশ করে।—ডক্টর বড়ুয়া।

এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “উপালি যদি রূপ শিক্ষা করে, তাহা হইলে তাহার চক্ষু ক্লিষ্ট হইবে। এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখশীলী, সুখবিহারী এবং সুস্বাদুভোজন ভোজন করিয়া নিরুদ্ধেগে শয্যায় শয়ন করেন, যদি উপালি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের মধ্যে প্রব্রজিত হয়, তাহা হইলে সে আমাদের অবর্তমানে সুখে থাকিতে পারিবে এবং ক্লেশ পাইবে না।” বালক উপালি মাতাপিতার এই কথোপকথন শ্রবণ করিল। অতঃপর সে তাহার সমবয়স্ক বন্ধুগণের নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া সেই বালকদিগকে কহিল :—“আর্য্যগণ! এস, আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের নিকট প্রব্রজিত হই।” “আর্য্য! যদি তুমি প্রব্রজিত হও, তাহা হইলে আমরাও প্রব্রজিত হইব।”

অনন্তর সেই বালকগণ স্ব স্ব মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল :— “মা ও বাবা! আমাকে আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজ্যায় অনুমতি প্রদান করুন।” সেই বালকদের মাতাপিতা ‘এই সকল বালক সমচ্ছন্দ সম্পন্ন এবং কল্যাণাভিলাষী’ এই ভাবিয়া অনুমতি প্রদান করিল। তাহার ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাচ্ছা করিল, ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন, উপসম্পদাও দান করিলেন। তাহার রাত্রিশেষে প্রত্যুবে শয্যা ত্যাগ করিয়া এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল :—“যবাগু দাও, ভাত দাও, খাণ্ড দাও।” ভিক্ষুগণ কহিলেন :—“বন্ধুগণ! প্রভাত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, যদি যবাগু হয় পান করিতে পাইবে, যদি ভাত হয় ভোজন করিতে পাইবে, যদি খাণ্ড প্রস্তুত হয় খাইতে পাইবে, যদি যবাগু, ভাত কিংবা খাণ্ড প্রস্তুত না হয় তাহা হইলে ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণ করিয়া ভোজন করিতে পারিবে।” সেই বালক প্রব্রজিতগণ ভিক্ষুগণ কর্তৃক এইরূপে আশ্বস্ত হইয়াও “যবাগু দাও, ভাত দাও, খাণ্ড দাও” বলিয়া রোদন করিতে লাগিল, এবং শয্যাসন মলমূত্রে কলুষিত করিতে লাগিল।

ভগবান রাত্রিশেষে প্রত্যুবে উঠিয়া বালকের শব্দ শুনিতে পাইলেন, শুনিতে পাইয়া আয়ুস্থান আনন্দকে আহ্বান করিলেন :— “আনন্দ! বালকের শব্দ কেন শোনা যাইতেছে?” আয়ুস্থান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষুগণ জ্ঞাতসারে ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছে?”

“হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন :—হে ভিক্ষুগণ! কেন সেই মোঘপুরুষগণ (মূর্খগণ) জ্ঞাতসারে ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা

দিতেছে ? হে ভিক্ষুগণ ! ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি অক্ষম হয় শীত, উষ্ণ, বুভুক্ষা, পিপাসা, দংশ, মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ-সংস্পর্শ এবং ছরুস্ত ছরুচ্চারিত বাক্য, ছঃখপ্রদ তীব্র প্রথর কটু প্রতিকূল অপ্রিয় প্রাণহর শারীরিক বেদনা সহ করিতে। হে ভিক্ষুগণ ! বিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তি সক্ষম হয় শীত, উষ্ণ, বুভুক্ষা, পিপাসা, দংশ মশক, বাতাতপ ও সরীসৃপ-সংস্পর্শ এবং ছরুস্ত ছরুচ্চারিত বাক্য, ছঃখপ্রদ তীব্র প্রথর কটু প্রতিকূল অপ্রিয় প্রাণহর শারীরিক ব্যাধি সহ করিতে। হে ভিক্ষুগণ ! তাহাদের এই কার্যে অপ্রসন্নদের প্রসাদ উৎপন্ন.....এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! ঊনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে ধর্মাত্মসারে তাহার দণ্ডবিধান করিতে হইবে।”

(৭) পঞ্চদশ বৎসরের কম বয়স্কের প্রব্রজ্যা নিষিদ্ধ

১—সেই সময়ে এক পরিবারের সকলে (বংশ) অহিঁবাত (মহামারী) রোগে কালগত হইয়াছিল, কেবল মাত্র পিতাপুত্র দুইজন রক্ষা পাইয়াছিল। তাহারা ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়া একসঙ্গেই ভিক্ষাচর্চার বিচরণ করিত। পুত্র তাহার পিতাকে ভিক্ষা দিবার সময় দৌড়িয়া গিয়া বালক :—“তাত ! আমাকেও দাও, তাত ! আমাকেও দাও !” জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে ছর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :— “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ব্রহ্মচারী নহে। এই বালক ভিক্ষুণী গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে !” ভিক্ষুগণ সেই আন্দোলন, নিন্দা এবং ছর্নাম প্রচার শ্রবণ করিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চদশ বৎসরের কম বয়স্ক বালককে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে আয়ুস্থান আনন্দের প্রতি প্রদ্বারিত ও প্রসন্ন এক পরিবারের সকলে অহিঁবাত রোগে কালগত হইয়াছিল, কেবল মাত্র দুইটি বালক অবশিষ্ট ছিল। তাহারা পূর্বের অভ্যাসবশত ভিক্ষুদিগকে দেখিয়া তাহাদের নিকট ধাবিত হইত। ভিক্ষুগণ তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতেন। তাহারা ভিক্ষুদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিত। আয়ুস্থান আনন্দের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : পঞ্চদশ বৎসরের কমবয়স্ক বালককে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, এই বালকগণের বয়স কিন্তু পঞ্চদশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কোন্ উপায়ে এই

বালকগণ রক্ষা পাইবে ?” আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন।

(ভগবান কহিলেন :—)

“হে আনন্দ ! সেই বালকগণ কাক উড়াইতে (তাড়াইতে) সমর্থ হইবে কি ?”

“হাঁ, ভগবন্ ! সমর্থ হইবে।”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুজা করিতেছি : কাক তাড়াইতে সমর্থ পঞ্চদশ বৎসরের কমবয়স্ক বালককে প্রত্যা দান করিবে।”

(৮) শ্রামণের সংখ্যা

সেই সময়ে আয়ুস্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রের সঙ্গে কণ্টক ও মহক নামে দুইজন শ্রামণের ছিল। তাহারা পরস্পরকে দ্বিষিত করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে আলোচনা করিলেন :—“কেন শ্রামণেরগণ এইরূপ অনাচার আচরণ করিতেছে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! এক ভিক্ষু দুইজন শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না, যে সঙ্গে রাখিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

(৯) আশ্রয়ের সীমা

সেই সময়ে ভগবান সেই রাজগৃহেই বর্ষাঋতু অতিবাহিত করিলেন, তথায় হেমন্ত এবং গ্রীষ্মঋতুও অতিবাহিত করিলেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে হুঁসুম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল :—“এই শাক্যপুত্রীয় শ্রামণদের জন্ত চতুর্দিক শূন্য এবং অন্ধকারময় হইয়াছে, ইহাদের কোন দিক দেখা যাইতেছে না।” ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে হুঁসুম প্রচার শুনিতে পাইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান আয়ুস্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন :—“হে আনন্দ ! যাও, চাবি লইয়া প্রতি পরিবেশে ভিক্ষুদিগকে জ্ঞাপন কর : ‘বিক্ষুগণ ! ভগবান দক্ষিণগিরি পর্যটনে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, যাহার যাওয়ার প্রয়োজন আছে তিনি আগমন করুন’।”

আয়ুস্মান আনন্দ “তথাস্তু, প্রভো !” বলিয়া চাবি লইয়া, প্রতি পরিবেশে ভিক্ষুদিগকে

১. সেই বালক বয়স্ক বটি ধারণ করিয়া উপস্থিত কাক বিতাড়িত করিয়া সম্মুখে স্থাপিত অন্ন ভোজন করিতে পারে।—মহ-পাসা।

জ্ঞাপন করিলেন, “বন্ধুগণ! ভগবান দক্ষিণগিরি পর্যটনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, যাহার যাওয়ার প্রয়োজন আছে তিনি আসুন।”

ভিক্ষুগণ কহিলেন :—“বন্ধু আনন্দ! ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : দশবৎসর অন্তের আশ্রয়ে (অধীনে) বাস করিতে হইবে এবং দশ বৎসর বরঞ্চ ভিক্ষু অন্তকে আশ্রয় দিতে পারিবে। যদি আমাদের তথায় যাইতে হয়, তাহা হইলে পুনরায় অন্তের আশ্রয় (অধীনতা) গ্রহণ (স্বীকার) করিতে হইবে, সেই আশ্রয়গ্রহণও মাত্র কয়েকদিনের জন্ত হইবে ; পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। যদি আমাদের আচার্য্য-উপাধ্যায়গণ গমন করেন, তাহা হইলে আমরাও গমন করিব, যদি আমাদের আচার্য্য-উপাধ্যায়গণ গমন না করেন তাহা হইলে আমরাও গমন করিব না। বন্ধু আনন্দ! অন্তথা আমরা সাধারণের চক্ষে লঘুচেতা বলিয়া পরিদৃষ্ট হইব।”

ভগবান অল্পসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে লইয়া দক্ষিণগিরি পর্যটনে প্রস্থান করিলেন। ভগবান দক্ষিণগিরিতে ষথাক্রুচি অবস্থান করিয়া পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভগবান আয়ুয়ান আনন্দকে আহ্বান করিলেন :—“হে আনন্দ! তথাগতকে অল্পসংখ্যক ভিক্ষুসহ দক্ষিণগিরি পর্যটনে যাইতে হইয়াছিল কেন?”

আয়ুয়ান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। তখন ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যেই ভিক্ষু দক্ষ এবং সমর্থ তাহাকে পাঁচ বৎসর অন্তের আশ্রয়ে (অধীনে) বাস করিতে হইবে এবং যেই ভিক্ষু অদক্ষ ও অসমর্থ তাহাকে আজীবন অন্তের আশ্রয়ে বাস করিতে হইবে।”

(১০) আশ্রয় কাহার আবশ্যিক ?

ক—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে (স্বাধীনভাবে) বাস করিতে পারিবে না। যথা :—(১) বাহার অশৈক্ষ্য শীলের অপূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য সমাধির অপূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞার অপূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য বিমুক্তির অপূর্ণতা, ও (৫) অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের অপূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

খ—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে (স্বাধীনভাবে) বাস করিতে পারিবে। যথা :—(১) বাহার অশৈক্ষ্য শীলের পূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য সমাধির পূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞার পূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য বিমুক্তির পূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

গ—হে ভিক্ষুগণ ! আরও পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না ।
যথা :—(১) যাহার শ্রদ্ধার অপূর্ণতা, (২) হ্রীর অপূর্ণতা আছে, (৩) যে সঙ্কোচহীন,
(৪) অলস ও (৫) স্মৃতিবিহীন । হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে
বাস করিতে পারিবে না ।

ঘ—হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে । যথা :—
(১) যাহার শ্রদ্ধার পূর্ণতা, (২) হ্রীর পূর্ণতা আছে, (৩) যে সঙ্কোচশীল, (৪)
আলস্যহীন ও (৫) স্মৃতিসম্পন্ন । হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে
বাস করিতে পারিবে ।

ঙ—হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না ।
যথা :—(১) যাহার অধিশীলে শীলের অপূর্ণতা, (২) অধিআচারে আচারের
অপূর্ণতা, (৩) অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টির অপূর্ণতা আছে, (৪) যে অল্পশ্রুত ও (৫) অপ্ৰাজ্ঞ ।
হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না ।

চ—হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে । যথা :—
(১) যাহার শীলের পূর্ণতা, (২) আচারের পূর্ণতা, (৩) সংদৃষ্টির পূর্ণতা আছে,
(৪) যে বহুশ্রুত ও (৫) প্রজ্ঞাবান । হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু
বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে ।

ছ—হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে
না । যথা :—(১) যাহার আপত্তি (অপরাধ) সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (২) অনাপত্তি
(নিরপরাধ) সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (৪) গুরু
আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা আছে, এবং যাহার (৫) উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ হৃদয়ঙ্গম হয়
নাই, সূত্র ও অনুব্যঞ্জন সহ স্মৃতিভক্ত, স্মৃতিপ্রবর্তিত এবং স্মৃতিনির্গত হয় নাই । হে ভিক্ষুগণ !
এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না ।

জ—হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে । যথা :—
(১) যাহার আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (৩) লঘু
আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে এবং যাহার
(৫) উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্তৃত ভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, সূত্র ও অনুব্যঞ্জন সহ
স্মৃতিভক্ত, স্মৃতিপ্রবর্তিত ও স্মৃতিনির্গত হইয়াছে । হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু
বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে ।

ঝ—হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না ।
যথা :—(১) যাহার আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা,
(৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা

আছে এবং (৫) যাহার বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ঞ—হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা :—
(১) যাহার আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা এবং (৫) পঞ্চ বৎসর বয়সের পূর্ণতা আছে। হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ট—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। যথা :—(১) যাহার অশৈক্ষ্য শীলের অপূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য সমাধির অপূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞার অপূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য বিমুক্তির অপূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের অপূর্ণতা আছে এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ঠ—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা :—
(১) অশৈক্ষ্য শীলের পূর্ণতা, (২) অশৈক্ষ্য সমাধির পূর্ণতা, (৩) অশৈক্ষ্য প্রজ্ঞার পূর্ণতা, (৪) অশৈক্ষ্য বিমুক্তির পূর্ণতা, (৫) অশৈক্ষ্য বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পূর্ণতা আছে এবং (৬) যাহার বয়স পাঁচ বৎসর বা তদতিরিক্ত বৎসর হইয়াছে। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ড—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। যথা :—(১) যে শ্রদ্ধাহীন, (২) হ্রীবিহীন, (৩) সঙ্কোচহীন, (৪) অলস, (৫) স্মৃতিহীন, এবং (৬) যাহার বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ঢ—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা :—
(১) যাহার শ্রদ্ধার পূর্ণতা, (২) হ্রীর পূর্ণতা আছে, (৩) যে সঙ্কোচশীল, (৪) উত্তমশীল, (৫) স্মৃতিসম্পন্ন, এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসর বা তদধিক। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

ণ—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। যথা :—(১) যে অধিশীলে শীলহীন, (২) অধি-আচারে আচারহীন, (৩) অতি-দৃষ্টিতে দৃষ্টিবিপন্ন, (৪) অন্নশ্রুত, (৫) প্রজ্ঞাহীন, এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

ত—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা :—

(১) যে অধিশীলে শীলপূর্ণ, (২) অধিআচারে আচারপূর্ণ (৩) অতিদৃষ্টিতে দৃষ্টি-বিপন্ন নহে, (৪) বহুশ্রুত, (৫) প্রজ্ঞাসম্পন্ন, এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসর বা তদধিক। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

খ—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। যথা :—(১) আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, (৫) উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ বিস্মৃতভাবে সূত্র ও অনুব্যঞ্জন সহ হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত ও সুনির্গীত হয় নাই এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচ বৎসরের কম। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-বিকল ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না।

দ—হে ভিক্ষুগণ! ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে। যথা :—(১) আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (২) অনাপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (৩) লঘু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (৪) গুরু আপত্তি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (৫) উভয়বিধ প্রাতিমোক্ষ সূত্র ও অনুব্যঞ্জন সহ বিস্মৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম, সুবিভক্ত, সুপ্রবর্তিত ও সুনির্গীত হইয়াছে, এবং যাহার (৬) বয়স পাঁচবৎসর বা তদধিক। হে ভিক্ষুগণ! এই ষড়ঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষু বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।

॥ অষ্টম ভাগিঃ সমাপ্ত ॥

দশুর্কর্ম-কথা

[স্থান :—কপিলবাস্তু]

(১) প্রব্রজ্যার্থ মাতাপিতার অনুমতি

রাহুলের প্রব্রজ্যা :—ভগবান রাজগৃহে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া কপিলবাস্তু অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যাটন করিয়া কপিলবাস্তুতে গমন করিলেন। ভগবান সেই শাক্যরাজ্য কপিলবাস্তুতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—ব্রহ্মপ্রোধারামে।

ভগবান পূর্কালে বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া, শুক্লোদন শাক্যের নিবাসে উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। রাহুলের মাতৃদেবী কুমার রাহুলকে কহিলেন :—“রাহুল! উনিই তোমার পিতা, উহার নিকট যাইয়া দায়াদ (উত্তরাধিকার) যাচ্ছা কর।”

কুমার রাহুল ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া কহিলেন :—

“মহানুভব শ্রমণ ! আপনার ছায়া কতই না সুখদ !”

ভগবান আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। কুমার রাহুল ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অমুসরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন :—“মহানুভব শ্রমণ ! আমাকে দায়াদ (উত্তরাধিকার) প্রদান করুন, মহানুভব শ্রমণ ! আমাকে দায়াদ প্রদান করুন।”

ভগবান আয়ুত্মান শারীপুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন :—“শারীপুত্র ! কুমার রাহুলকে প্রব্রজ্যা দান কর।”

“প্রভো ! আমি কুমার রাহুলকে কিভাবে প্রব্রজ্যা দান করিব ?”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

শ্রামণের প্রব্রজ্যার বিধি :—“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অন্তজ্ঞা করিতেছি : ত্রিশরণাগতি দ্বারা শ্রামণের-প্রব্রজ্যা দান করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে প্রব্রজ্যা দান করিতে হইবে : প্রথম প্রার্থীর কেশশশ্রা মুগুন করাইয়া, কাষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছদিত করাইয়া, একাংস আবৃত করিবার ভাবে উত্তরাসঙ্গ (উত্তরীয়) পরিধান করাইয়া, ভিক্ষুদের পাদবন্দনা করাইয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসাইয়া, উভয় হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া ‘এইরূপ বল’ বলিতে হইবে : “বুদ্ধের শরণ গমন করিতেছি, ধর্মের শরণ গমন করিতেছি, সজ্জের শরণ গমন করিতেছি।” [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে ।]

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অন্তজ্ঞা করিতেছি : এই ত্রিবিধ শরণাগতি দ্বারা শ্রামণের-প্রব্রজ্যা দান করিবে।”

আয়ুত্মান শারীপুত্র কুমার রাহুলকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন। শুদ্ধোদন শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন, একান্তে উপবেশন করিয়া শুদ্ধোদন শাক্য ভগবানকে কহিলেন :—

“প্রভো ! আমি ভগবানের নিকট একটি বর যাক্কা করিতেছি।”

“হে গৌতম ! তথাগতগণ বরদানের অতীত হইয়াছেন।”

“প্রভো ! যাহা বিহিত এবং অনবশ্য সেইরূপ বরই আমার প্রার্থনীয়।”

“হে গৌতম ! তাহা হইলে আপনি আপনার মনোভাব ব্যক্ত করুন।”

“প্রভো ! ভগবান প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে এবং পরে নন্দ প্রব্রজিত হইলে, আমার অন্ন দুঃখ হয় নাই, রাহুল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় আমার সর্বাপেক্ষা অধিক দুঃখ হইয়াছে। প্রভো ! পুত্রপ্রেম দেহচ্ছেদ করে, দেহচ্ছেদ করে, চর্মচ্ছেদ করে, চর্মচ্ছেদ করিয়া মাংসচ্ছেদ করে, মাংসচ্ছেদ করিয়া স্নায়ুচ্ছেদ করে, স্নায়ুচ্ছেদ করিয়া অস্থিচ্ছেদ করে এবং অস্থিচ্ছেদ করিয়া অস্থিমজ্জা বিদ্ধ করিয়া স্থিত

থাকে। অতএব যেন আৰ্য্যগণ মাতাপিতা কর্তৃক অননুজ্ঞাত পুত্রকে প্রব্রজ্যা প্রদান না করেন।”

মাতৃপিতৃ অনুমতিতে প্রব্রজ্যা :—ভগবান শুদ্ধোদন শাক্যকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত, সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। শুদ্ধোদন শাক্য ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, এবং তাঁহাকে দক্ষিণপার্শ্বে পুরোভাগে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! মাতাপিতা কর্তৃক অননুজ্ঞাত পুত্রকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

[স্থান :- শ্রাবস্তী]

(২) শ্রামণের সম্বন্ধে বিধান

শ্রামণের সংখ্যা :—অনন্তর ভগবান কপিলবাস্ততে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন, ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তী-সন্নীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডের আরামে। সেই সময়ে আয়ুস্মান শারীপুত্রের সেবককুল আয়ুস্মান শারীপুত্রের নিকট এই বলিয়া একটি বালক প্রেরণ করিল : ‘স্ববির এই বালককে প্রব্রজিত করুন।’ আয়ুস্মান শারীপুত্রের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : এক ভিক্ষু দুইজন শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে না, আমার সঙ্গে রাখল শ্রামণের আছে, এখন আমায় কি করিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু দুইজন শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে, অথবা যতজনকে উপদেশ অনুশাসন করিতে সমর্থ ততজন শ্রামণের সঙ্গে রাখিতে পারিবে।”

শ্রামণের শিক্ষাপদ :—শ্রামণেরগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “আমাদের শিক্ষাপদ কয়টি এবং আমাদের কি-ই বা শিক্ষা করিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শ্রামণেরগণের শিক্ষাপদ দশটি এবং তাহাই শ্রামণেরদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। যথা :—(১) প্রাণীহত্যা হইতে বিরতি, (২) অদত্তাদান হইতে বিরতি, (৩) অত্রক্ষর্চ্যা হইতে বিরতি, (৪) মিথ্যাকথনাদি

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শ্রামণের যেখানে বাস করে অথবা যেখানে প্রবেশ করে মাত্র সেইস্থান সম্পর্কে বারণ করিবে।”

(b) সেই সময়ে ভিক্ষুগণ শ্রামণেরদিগের সম্মুখে আনীত আহার সম্পর্কে বারণ (নিষেধ) দণ্ড প্রদান করিতে লাগিলেন। জনসাধারণ যবাগু, পানীয় এবং সজ্জভোজন প্রস্তুত করিয়া শ্রামণেরদিগকে বলিল :—“প্রভো ! আসুন, যবাগু পান করুন, অন্ন ভোজন করুন।” শ্রামণেরগণ বলিল :—“বিক্ষুগণ ! ভিক্ষুগণ বারণ করায় আমরা পানভোজন করিতে পারিব না।” জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ শ্রামণেরদিগের সম্মুখে আনীত আহার সম্পর্কে বারণ করিতেছেন ?” ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সম্মুখে আনীত আহার সম্পর্কে বারণ করিতে পারিবে না, যে বারণ করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

॥ দণ্ডকর্ম-কথা সমাপ্ত ॥

॥ উপসম্পদা প্রদান বিষয়ক একবিংশতিবার সমাপ্ত ॥

(c) সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ উপাধ্যায়ের অনুমতি না লইয়া শ্রামণেরগণকে বারণ দণ্ড প্রদান করিতেছিল। উপাধ্যায়গণ ‘কেন আমাদের শ্রামণেরদিগকে দেখিতে পাইতেছি না’ এই বলিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ কহিলেন :—“বিক্ষুগণ ! ষড়বর্গীয় ভিক্ষু শ্রামণেরদিগকে বারণ করিয়াছে।” উপাধ্যায়গণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে আলোচনা করিতে লাগিলেন :—“কেন ষড়বর্গীয় ভিক্ষু আমাদের জিজ্ঞাসা না করিয়া আমাদের শ্রামণেরদিগকে বারণ করিয়াছে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! উপাধ্যায়ের অনুমতি না লইয়া বারণ করিতে পারিবে না, যে বারণ করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

(d) সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষুগণ স্থবির ভিক্ষুর শ্রামণেরদিগকে প্রলোভন দিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। স্থবিরগণ স্বয়ং দন্তকাষ্ঠ এবং মুখোদক (আঁচমন জল) সংগ্রহে ক্রেশ পাইতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অন্নের পারিষদকে প্রলোভন দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, যে প্রলোভন দিয়া লইয়া যাইবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

সেই সময়ে আয়ুস্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রের (বৌদ্ধ ভিক্ষুর) কণ্টক নামক শ্রামণের কণ্টকী নামী ভিক্ষুণীকে কলুষিত করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে

আলোচনা করিতে লাগিলেন :—“কেন শ্রামণের এতাদৃশ অনাচার আচরণ করিতেছে ?”
ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দশাঙ্গ-বিকল শ্রামণেরকে বহিষ্কৃত করিবে ।
যথা :—(১) প্রাণীহত্যা রত হয়, (২) অদত্তাদায়ী হয়, (৩) অবস্কচাৰী হয়, (৪)
মিথ্যাবাদী হয়, (৫) মগ্ধপাগী হয়, (৬) বুদ্ধের অগুণ বর্ণনা করে, (৭) ধর্মের অগুণ
বর্ণনা করে, (৮) সজ্জ্বের অগুণ বর্ণনা করে, (৯) মিথ্যাদৃষ্টি-পরায়ণ হয়, (১০) ভিক্ষুণী-
দুষক হয় । হে ভিক্ষুগণ, আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই দশাঙ্গ-বিকল শ্রামণেরকে বহিষ্কৃত
করিবে ।”

(৪) উপসম্পদার অযোগ্য ব্যক্তি

১—সেই সময়ে জৈনিক পণ্ডক (নপুংসক) ভিক্ষুদের মনো প্রব্রজিত হইয়াছিল ।
সে তরুণ ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “আয়ুশ্রামণ ! আসুন, আমাকে
কলুষিত করুন ।” ভিক্ষুগণ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, “রে পণ্ডক ! চলিয়া যাও, দূর
হইয়া যাও, তোমার কি প্রয়োজন ?” সে ভিক্ষুগণ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া বয়স্ক স্কুলকায়
শ্রামণেরদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল :—“আয়ুশ্রামণ ! আসুন, আমাকে কলুষিত
করুন ।” শ্রামণেরগণ বাধা দিয়া বলিল :—“রে পণ্ডক ! চলিয়া যাও, দূর হইয়া যাও,
তোমার কি প্রয়োজন ?” সে শ্রামণেরগণ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া হস্তীরক্ষক,
অশ্বরক্ষকদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল :—“বিক্ষুগণ ! এস, আমাকে কলুষিত কর ।”
হস্তীরক্ষক ও অশ্বরক্ষকগণ তাহাকে কলুষিত করিল । অনন্তর তাহারা আন্দোলন,
নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“এই শাক্যপুত্রীয় শ্রামণগণ পণ্ডক !
ইহাদের মধ্যে যাহারা পণ্ডক নহে তাহারাও পণ্ডককে কলুষিত করিয়া থাকে । এইরূপে
ইহারা সকলেই অবস্কচাৰী ।” ভিক্ষুগণ সেই হস্তীরক্ষক, অশ্বরক্ষকদের আন্দোলন,
নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন । অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে
এই বিষয় নিবেদন করিলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অনুপসম্পন্ন পণ্ডককে উপসম্পদা দান করিবে না, এবং উপসম্পন্ন
পণ্ডককে বহিষ্কৃত করিবে ।”

২—সেই সময়ে প্রাচীনবংশের জৈনিক সন্তান আত্মীয়স্বজনহীন এবং স্ককোমল ছিল ।
সেই আত্মীয়স্বজনবিহীন প্রাচীন কুলপুত্রের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “আমি
স্ককোমল বিধায় অনর্জিত ধন অর্জন করিতে অথবা অর্জিত ধন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ
হইতেছি না ; কোন উপায় অবলম্বন করিলে সুখে জীবন ধারণ করিতে পারিব এবং
ক্লিষ্ট হইব না ?” আবার সেই আত্মীয়স্বজনবিহীন প্রাচীন কুলপুত্রের মনে এই চিন্তা

উদিত হইল : “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সুখশীলী, সুখবিহারী এবং সুস্বাদুভোজন ভোজন করিয়া নিরুদ্ধেগে শয্যায় শয়ন করেন। অতএব আমি স্বয়ং পাত্ৰচীবর সংগ্রহ করিয়া, কেশশঙ্ক মুণ্ডিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আরামে (বিহারে) যাইয়া, ভিক্ষুদের সহিত বাস করিব।” এই ভাবিয়া সেই আত্মীয়স্বজন-বিহীন প্রাচীন কুলপুত্র স্বয়ং পাত্ৰচীবর সংগ্রহ করিয়া, কেশশঙ্ক মুণ্ডিত করিয়া, কাষায় বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আরামে যাইয়া ভিক্ষুদিগকে অভিবাদন করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ কহিলেন :—“বন্ধো ! আপনি কয় বর্ষ হইয়াছেন ?” “বন্ধো ! ‘কয় বর্ষ’ ইহার অর্থ কি ?” “বন্ধো ! আপনার উপাধ্যায় কে ?” “বন্ধো ! ‘উপাধ্যায়’ ইহার অর্থ কি ?”

ভিক্ষুগণ আয়ুস্থান উপালিকে কহিলেন :—“বন্ধু উপালি ! এই প্রব্রজিতকে পরীক্ষা করুন।” অনন্তর সেই আত্মীয়স্বজনবিহীন প্রাচীন কুলপুত্র উপালি কর্তৃক সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিল। আয়ুস্থান উপালি ভিক্ষুদিগকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে সেই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অমুপসম্পন্ন স্তেয়সংবাসককে (চোরাবেশে আগত ব্যক্তিকে) উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে বহিষ্কৃত করিবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! অমুপসম্পন্ন তীর্থিক-প্রস্থানককে (অগ্ন্যশ্রয়ে প্রস্থানকারীকে) উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেও তাহাকে বহিষ্কৃত করিবে।”

৩—সেই সময়ে একটি নাগের নাগযোনিতে জন্মহেতু দুঃখ উপস্থিত হইল, লজ্জা

১. স্তেয়সংবাসক ত্রিবিধ ; যথা :—(১) লিঙ্গ (চিহ্ন) স্তেনক, (২) সংবাস স্তেনক, (৩) উত্তর স্তেনক। যে স্বয়ং প্রব্রজিত হইয়া, বিহারে যাইয়া, ভিক্ষু-বর্ষ গণনা করে না, জ্যেষ্ঠানুক্রমে বন্দনা গ্রহণ করে না, ভিক্ষুকে আসনচ্যুত করে না, উপবস্বথ প্রবারণাদি কার্যে উপস্থিত হয় না তাহাকে লিঙ্গ স্তেনক কহে। যে ভিক্ষুদ্বারা শ্রামণেররূপে প্রব্রজিত হইয়া বিদেশে গমন করিয়া ‘আমি দশবর্ষ হইয়াছি’, ‘আমি বিংশতিবর্ষ হইয়াছি’ বলিয়া মিথ্যাকথা বলিয়া ভিক্ষু-বর্ষ গণনা করে, জ্যেষ্ঠানুসারে বন্দনা গ্রহণ করে, ভিক্ষুকে আসনচ্যুত করে, উপবস্বথ প্রবারণাদি কার্যে উপস্থিত হয় তাহাকে সংবাস স্তেনক কহে। যে স্বয়ং প্রব্রজিত হইয়া, বিহারে যাইয়া, ভিক্ষু-বর্ষ গণনা করে, জ্যেষ্ঠানুক্রমে বন্দনা গ্রহণ করে, ভিক্ষুকে আসনচ্যুত করে, উপবস্বথ প্রবারণাদি কার্যে উপস্থিত হয় তাহাকে উত্তর (লিঙ্গ ও সংবাস) স্তেনক কহে। এই ত্রিবিধ স্তেয়সংবাসক অমুপসম্পন্ন থাকিলে উপসম্পদা দিতে পারিবে না, উপসম্পন্ন হইলে বিভাঙিত করিবে। পুনরায় প্রব্রজ্যা বাজ্জা করিলেও প্রব্রজ্যা দিতে পারিবে না।—সম-পাস।

২. তীর্থিকদের নিকট ভিক্ষু অবস্থায় যে গমন করে তাহাকে তীর্থিক-প্রস্থানক কহে। তাহাকে কে কেবল পুনরায় উপসম্পদা দিতে পারিবে না তাহা নহে, প্রব্রজ্যাও দিতে পারিবে না।—সম-পাস।

উপস্থিত হইল এবং ঘৃণা উপস্থিত হইল। অনন্তর সেই নাগের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “আমি কোন্ উপায়ে নাগযোনি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব, এবং শীঘ্র মানবত্ব লাভে সমর্থ হইব ?” আবার সেই নাগের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্মচারী, শমচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান এবং কল্যাণধর্মী। যদি আমি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের মধ্যে প্রব্রজিত হই, তাহা হইলে আমি নাগযোনি হইতেও মুক্তিলাভ করিতে পারিব এবং শীঘ্র মানবত্ব লাভেও সমর্থ হইব।” অনন্তর সেই নাগ মানববেশে (ব্রাহ্মণ যুবকের বেশে) ভিক্ষুদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাক্কা করিল, ভিক্ষুগণ তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিলেন, উপসম্পদাও দান করিলেন। সেই সময়ে সেই নাগ একজন ভিক্ষুর সহিত প্রত্যন্তদেশের বিহারে অবস্থান করিতেছিল। একদিন সেই ভিক্ষু রাত্রির প্রভাত্য সময়ে উঠিয়া খোলা জায়গায় পাদচারণ করিতেছিলেন। সেই নাগ সেই ভিক্ষু বাহির হইবার পর গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হইল। তখন সমস্ত বিহার অহিতে পরিপূর্ণ হইল, বাতায়ন দিয়া দেহকুণ্ডল বাহির হইয়া পড়িল। সেই ভিক্ষু ‘বিহারে প্রবেশ করিব’ এই ভাবিয়া কপাট উন্মুক্ত করা মাত্র দেখিতে পাইলেন : সমগ্র বিহার অহিতে পরিপূর্ণ এবং বাতায়ন দিয়া দেহ-কুণ্ডল বাহির হইয়া পড়িয়াছে ; দেখিয়া ভয়ে বিকট শব্দ করিয়া উঠিলেন। অগ্ৰাণ্ড ভিক্ষুগণ দৌড়িয়া আসিয়া সেই ভিক্ষুকে কহিলেন :—“বন্ধো ! আপনি বিকটশব্দ করিলেন কেন ?” “বন্ধো ! এই সমগ্র বিহার অহিতে পরিপূর্ণ, বাতায়ন দিয়া দেহকুণ্ডল বাহির হইয়া পড়িয়াছে !” সেই নাগ সেই শব্দে জাগ্রত হইয়া স্ব আসনে উপবেশন করিল। ভিক্ষুগণ কহিলেন :—“বন্ধো ! তুমি কে ?”

“প্রভো ! আমি নাগ।”

“বন্ধো ! কেন তুমি এইরূপ করিয়াছ ?”

সেই নাগ ভিক্ষুদের নিকট সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে সেই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষু-সজ্বকে সমবেত করাইয়া সেই নাগকে কহিলেন :—“নাগ ! তোমরা নাগত্বহেতু এই ধর্মবিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পার না। নাগ ! তুমি স্বভবনে চলিয়া যাও, তথায় চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবসথ প্রতিপালন কর, এইরূপে তুমি নাগযোনি হইতেও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে এবং শীঘ্র মনুষ্যত্ব (মানবযোনি) লাভেও সমর্থ হইবে।” সেই নাগ ‘আমি ঠাকি এই ধর্মবিনয়ে শ্রীবৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইব না’ এই ভাবিয়া, হুঃখী ও হুর্মনা হইয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে বিকট শব্দ করিয়া প্রস্থান করিল। ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! নাগের স্বভাব প্রকটিত হইবার দ্বিবিধ হেতু আছে। যথা :—

(১) যখন স্বজাতীয়া স্ত্রীর সহিত মৈথুন সেবন করে এবং (২) যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। হে ভিক্ষুগণ! নাগের স্বভাব প্রকটিত হইবার এই দ্বিবিধ কারণ।

“হে ভিক্ষুগণ! অনুপসম্পন্ন মানবেতর প্রাণিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেও বহিষ্কৃত করিবে।”

৪—সেই সময়ে এক মানব (ব্রাহ্মণ যুবক) মাতৃহত্যা করিয়াছিল। সে সেই পাপকার্য্যে দুঃখিত হইল, লজ্জিত হইল এবং ঘৃণাবোধ করিতে লাগিল। সেই মানবের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “আমি কোন উপায়ে এই পাপকর্ম্মের অবসান করিব ?” আবার তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ধর্ম্মচারী, শমচারী, ব্রহ্মচারী, সত্যবাদী, শীলবান এবং কল্যাণধর্ম্মী। যদি আমি শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের মধ্যে প্রব্রজিত হইতে পারি তাহা হইলে এই পাপকর্ম্মের অবসান করিতে পারিব।” সেই মানব ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা বাচ্ছা করিল। ভিক্ষুগণ আয়ুস্থান উপালিকে কহিলেন :—“বদ্ধ উপালি! পূর্বেও একটি নাগ মানববেশে ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। অতএব এই মানবকে পরীক্ষা করুন।” সেই মানব আয়ুস্থান উপালি কর্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিল। আয়ুস্থান উপালি ভিক্ষুদিগকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে সেই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! অনুপসম্পন্ন মাতৃহন্তাকে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদা-প্রাপ্ত মাতৃহন্তাকে বহিষ্কৃত করিবে।”

৫—সেই সময়ে এক মানব পিতৃহত্যা করিয়াছিল।.....

“হে ভিক্ষুগণ! অনুপসম্পন্ন পিতৃহন্তাকে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদা-প্রাপ্ত পিতৃহন্তাকে বহিষ্কৃত করিবে।”

৬—সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু সাক্ষাত হইতে শ্রাবস্তী-অভিমুখে দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। রাস্তার মধ্যে বহু চোর বাহির হইয়া কোন কোন ভিক্ষুর সাগরী লুণ্ঠন করিল আবার কোন কোন ভিক্ষুকে হত্যা করিল। শ্রাবস্তী হইতে রাজ-কর্ম্মচারিগণ আসিয়া কোন কোন চোরকে ধৃত করিল, কোন কোন চোর পলায়ন করিল। যাহারা পলায়ন করিল তাহারা ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইল। যাহারা ধৃত হইল তাহারা বধের জন্ত নীত হইতেছিল। সেই প্রব্রজিতগণ ধৃত চোরদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইতে দেখিতে পাইল, দেখিয়া পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল :— “আমরা পলাইয়া ভাল করিয়াছি, যদি আমরা ধৃত হইতাম তাহা হইলে আমরাও এইরূপে নিহত হইতাম।” ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন :—“বদ্ধগণ! আপনারা কি

করিয়াছিলেন ?” অনন্তর সেই প্রব্রজিতগণ ভিক্ষুদের নিকট সত্য বিষয় প্রকাশ করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সেই ভিক্ষুগণ (পথে নিহত ভিক্ষুগণ) অর্হৎ ছিল। হে ভিক্ষুগণ ! অনুপসম্পন্ন অর্হৎহস্তাকে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত হইলেও বহিষ্কৃত করিবে।”

৭—সেই সময়ে সাক্ষেত হইতে বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী শ্রাবস্তী-অভিমুখে দীর্ঘপথ পর্যাটনে রত ছিলেন। পথের মধ্যে বহু চোর বাহির হইয়া কোন কোন ভিক্ষুণীর সাগ্ৰী লুণ্ঠন করিল এবং কোন কোন ভিক্ষুণীকে কলুষিত করিল। শ্রাবস্তী হইতে রাজ-কর্মচারিগণ আসিয়া কোন কোন চোরকে ধৃত করিল, কোন কোন চোর পলায়ন করিল। যাহারা পলায়ন করিল তাহারা ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইল ; যাহারা ধৃত হইয়াছিল তাহারা বধের জন্ত নীত হইতেছিল। সেই প্রব্রজিতগণ ধৃত চোরদিগকে বধের জন্ত লইয়া যাইতে দেখিয়া পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিল :— “আমরা পলাইয়া ভালই করিয়াছি, যদি আমরা ধৃত হইতাম তাহা হইলে আমরাও এইরূপে নিহত হইতাম।” ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন :—“বন্ধুগণ ! আপনারা কি করিয়াছিলেন ?” অনন্তর সেই প্রব্রজিতগণ ভিক্ষুদিগকে সত্য বিষয় জ্ঞাপন করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অনুপসম্পন্ন ভিক্ষুণীদ্বয়কে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত ভিক্ষুণীদ্বয়কে বিতাড়িত করিবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! অনুপসম্পন্ন সজ্বভেদককে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত সজ্বভেদককে বিতাড়িত করিবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! অনুপসম্পন্ন রক্তোৎপাদককে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত রক্তোৎপাদককে বিতাড়িত করিবে।”

৮—সেই সময়ে জনৈক স্ত্রী-পুরুষ উভয়ব্যঞ্জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভিক্ষুদের মধ্যে প্রব্রজিত হইয়াছিল। সে ব্যাভিচার করিতেছিল,.....। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! অনুপসম্পন্ন স্ত্রী-পুরুষ উভয় লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিবে না, উপসম্পদাপ্রাপ্ত হইলেও বিতাড়িত করিবে।”

৯—সেই সময়ে উপাধ্যায়বিহীন ব্যক্তিকে ভিক্ষুগণ উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

১. যে দেবদেবের স্থায় নিহত করিবার ইচ্ছায় তথাগতের জীবন্ত দেহ হইতে ক্ষুদ্র মক্ষিকা পানের যোগ্য রক্তপাতক করে সে রক্তোৎপাদক নামে অভিহিত হয়।—সম-পাসা।

“হে ভিক্ষুগণ ! উপাধ্যায়বিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

১০—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ সজ্জের উপাধ্যায়ত্বে অত্রকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সজ্জের উপাধ্যায়ত্বে অত্রকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

১১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ গণের (পাঁচজনের কম এবং একজনের অধিক সংখ্যক ভিক্ষুর) উপাধ্যায়ত্বে অত্রকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! গণের উপাধ্যায়ত্বে অত্রকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

১২—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ পণ্ডকের (ক্লীবের) উপাধ্যায়ত্বে অত্রকে উপসম্পদা দিতে-
ছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! পণ্ডকের উপাধ্যায়ত্বে অত্রকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

১৩—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ স্ত্রয়সংবাসকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন ;
১৪—তীর্থিক প্রস্থানকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন ; ১৫—মানবেতর
জীবের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন ; ১৬—মাতৃহস্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা
দিতেছিলেন ; ১৭—পিতৃহস্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন ; ১৮—অর্হৎহস্তার
উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন ; ১৯—ভিক্ষুদূষকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা
দিতেছিলেন ; ২০—সজ্জভেদকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন ; ২১—(বুদ্ধের
দেহ হইতে) রক্তোৎপাদকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন, ২২—উভয়ব্যঞ্জনকের
উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন।
(ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! স্ত্রয়সংবাসকের উপাধ্যায়ত্বে অত্রকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না ;
তীর্থিক-প্রস্থানকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না ; মানবেতর জীবের
উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না ; মাতৃহস্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে
পারিবে না ; পিতৃহস্তার উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না ; অর্হৎহস্তার
উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না ; ভিক্ষুদূষকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা
দিতে পারিবে না ; সজ্জভেদকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না ;
রক্তোৎপাদকের উপাধ্যায়ত্বে উপসম্পদা দিতে পারিবে না ; উভয়ব্যঞ্জনকের উপাধ্যায়ত্বে

উপসম্পদা দিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুষ্কট' অপরাধ হইবে।

২৩—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্রবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। তাহারা বিনাপাত্রে করপুটে করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—“কেন ভিক্ষু বিনাপাত্রে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ করিয়া থাকে!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষাপাত্রবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুষ্কট' অপরাধ হইবে।”

২৪—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ চীবরবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। তাহারা নগ্নাবস্থায় ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—“কেন নগ্নাবস্থায় ভিক্ষু ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ করিয়া থাকে!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! চীবরবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুষ্কট' অপরাধ হইবে।”

২৫—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ভিক্ষাপাত্র ও চীবরবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছিলেন। তাহারা নগ্নাবস্থায় করপুটে করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে লাগিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—“কেন ভিক্ষু নগ্নাবস্থায় করপুটে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ করিয়া থাকে!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষাপাত্র এবং চীবরবিহীন ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুষ্কট' অপরাধ হইবে।”

২৬—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ধার করা পাত্রদ্বারা উপসম্পদা দিতেছিলেন। উপসম্পদার পর মালিক ভিক্ষাপাত্র প্রত্যাহরণ করিল। তাহারা অগত্যা করপুটে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে লাগিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—“কেন ভিক্ষু বিনাপাত্রে করপুটে ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া থাকে!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! ধার করা ভিক্ষাপাত্র দ্বারা উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার 'দুষ্কট' অপরাধ হইবে।”

২৭—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ধার করা চীবর দ্বারা উপসম্পদা দিতেছিলেন। উপসম্পদার পর মালিক চীবর প্রত্যাহরণ করিল। অগত্যা তাহারা নগ্নাবস্থায় ভিক্ষার সংগ্রহে রত হইল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—“কেন ভিক্ষুগণ নগ্নাবস্থায় ভিক্ষাচর্যা করিতেছে, যেমন তীর্থিকগণ করিয়া থাকে!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! ধার করা চীবর দ্বারা উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

২৮—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ধার করা ভিক্ষাপাত্র এবং চীবর দ্বারা উপসম্পদা দিতেছিলেন। উপসম্পদার পর মালিক ভিক্ষাপাত্র এবং চীবর প্রত্যাহরণ করিল। অগত্যা তাহারা নগ্নাবস্থায় করপুটে ভিক্ষাচর্যা করিতে লাগিল। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—“কেন ভিক্ষু নগ্নাবস্থায় করপুটে ভিক্ষাচর্যা করিতেছে? যেমন তীর্থিকগণ ভিক্ষার সংগ্রহ করিয়া থাকে!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! ধার করা ভিক্ষাপাত্র এবং চীবর দ্বারা উপসম্পদা দান করিতে পারিবে না, যে উপসম্পদা দান করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

(৫) প্রব্রজ্যার অযোগ্য ব্যক্তি

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ হস্তচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপযশ প্রচার করিতে লাগিল :—“কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হস্তচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছেন?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! হস্তচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ পদচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৩—হস্তপদচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৪—কর্ণচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৫—নাসিকাচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৬—কর্ণনাসিকাচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৭—অঙ্গুলিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৮—অঙ্গুষ্ঠচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ৯—স্নায়ুচ্ছিন্ন ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১০—বাহুড়ের ডানার ত্রায় হস্তবিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন; ১১—কুসকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন;

১২—বামনকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ১৩—গলগণ্ডবিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতে-
ছিলেন ; ১৪—লক্ষণাহত (জলস্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত) ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ;
১৫—কশাহত (বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত) ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ১৬—লিখিতক
(হত্যা করিবার পরোয়ানা জারি হইয়াছে) ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ১৭—
শ্লীপদকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ১৮—দুরারোগ্য রোগীকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ১৯—
পারিষদ-দূষককে (বিকটাকৃতি ব্যক্তিকে) প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ২০—কাণাকে প্রব্রজ্যা
দিতেছিলেন ; ২১—কুণীকে^১ প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ২২—খঙ্ককে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ;
২৩—পক্ষাঘাত রোগীকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ২৪—ঈর্ষ্যাপথরহিত (চলচ্ছক্তিহীন)
ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ২৫—জরাগ্রস্থ দুর্বল ব্যক্তিকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ;
২৬—অন্ধকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ২৭—মূককে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ২৮—বধিরকে
প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ২৯—অন্ধ ও মূককে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ৩০—অন্ধ ও বধিরকে
প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন ; ৩১—মূক ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন এবং ৩২—অন্ধ, মূক ও
বধিরকে প্রব্রজ্যা দিতেছিলেন। জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে অপবশ-প্রচার
করিতে লাগিল :—‘কেন শাকপুত্রীয় শ্রমগণ অন্ধ, মূক ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দিতেছেন ?’
ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অন্ধ, মূক ও বধিরকে প্রব্রজ্যা দান করিতে পারিবে না, যে
প্রব্রজ্যা দান করিবে তাহার ‘দুষ্কট’ অপরাধ হইবে ।”

॥ দায়াদ ভণিতা সমাপ্ত ॥

উপসম্পদা-বিধি

(১) আশ্রয়ের নিয়ম

১—সেই সময়ে ষড়বর্গীয়^২ ভিক্ষু নির্লজ্জকে^৩ আশ্রয় দিতেছিলেন । ভিক্ষুগণ
ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! নির্লজ্জকে আশ্রয় দিতে পারিবে না, যে আশ্রয় দিবে তাহার
‘দুষ্কট’ অপরাধ হইবে ।”

২—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ নির্লজ্জদিগের আশ্রয়ে বাস করায় তাঁহারাও অচিরেই

১. বাহার হস্ত, পদ কিম্বা অঙ্গুলি বক্র ।—সম-পাসা ।

২. পাণ্ডুক, লোহিতক, অখঞ্জিৎ, পুনর্দগ্ন, মৈত্রের ও ভৌমাজক এই ছয় ব্যক্তি এবং তাহাদের
শিষ্যবর্গ ষড়বর্গীয় নামে অভিহিত । ৩. যে ব্যক্তি সজ্ঞানে অপরাধ করে, অপরাধ গোপন করে এবং
খেচ্ছাচারের বশীভূত হয় তাহাকে নির্লজ্জ বলে ।—সম-পাসা ।

লজ্জাহীন, পাপী ভিক্ষু হইয়া পড়িতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! নির্লজ্জদিগের আশ্রয়ে অবস্থান করিতে পারিবে না, যে অবস্থান করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

৩—অনন্তর ভিক্ষুদের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান নির্দেশ দিয়াছেন : নির্লজ্জদিগকে আশ্রয় দিতে কিংবা নির্লজ্জদিগের আশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। কে সলজ্জ এবং কে নির্লজ্জ আমরা তাহা কিরূপে জানিতে পারিব ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ভিক্ষুর স্বভাব অবগত হইবার জগু চারি কিংবা পাঁচ দিন প্রতীক্ষা করিবে।”

৪—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু কোশল জনপদে দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না। আমি কিন্তু আশ্রয় গ্রহণের যোগ্য হইয়াও দীর্ঘ পথ পর্য্যটনে রত আছি, এখন আমায় কি করিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ভিক্ষু আশ্রয়দাতার অভাবে বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।”

৫—সেই সময়ে দুইজন ভিক্ষু কোশল জনপদে দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। ঠাঁহার একটি আবাসে উপস্থিত হইলেন। সেই আবাসে একজন পীড়িত হইয়া পড়িলেন। সেই পীড়িত ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না, অথচ আমি আশ্রয় গ্রহণের যোগ্য হইয়াও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছি, এখন আমায় কি করিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পীড়িত ভিক্ষু আশ্রয়দাতার অভাবে বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।”

৬—সেই রোগী পরিচারক ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না ; অথচ আমি আশ্রয় গ্রহণ-যোগ্য এবং এই ভিক্ষুও পীড়িত ; অতএব আমায় কি করিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রোগী পরিচারক ভিক্ষু যাক্ষা করিয়াও আশ্রয়দাতা না পাইলে বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে।”

৭—সেই সময়ে জ্ঞানৈক ভিক্ষু অরণ্যে বাস করিতেছিলেন। সেই শয্যাসন (বাসস্থান) তাঁহার অনুকূল হইয়াছিল। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : বিনাশ্রয়ে বাস করিতে পারিবে না, আমি কিন্তু আশ্রয় গ্রহণ-বোধ্য হইয়াও অরণ্যে বাস করিতেছি, এই শয্যাসন আমার অনুকূল হইয়াছে। অতএব আমায় কি করিতে হইবে?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অরণ্যবাসী ভিক্ষুর বাসস্থান (শয্যাসন) অনুকূল বোধ হইলে ‘যখন উপযুক্ত আশ্রয়দাতা আসিবেন তখন তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিব’ মনে এইরূপ সঙ্কল্প পোষণ করিয়া আশ্রয় দাতার অভাবে বিনাশ্রয়ে বাস করিবে।”

(২) জ্যেষ্ঠের গোত্র-নাম উচ্চারণ

সেই সময়ে আয়ুগ্নান মহাকাশ্যপের নিকট জ্ঞানৈক ব্যক্তি উপসম্পদাপ্রার্থী ছিল। আয়ুগ্নান মহাকাশ্যপ আয়ুগ্নান আনন্দের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন,—“আনন্দ! আসিরা ইহার অনুশ্রাবণ কর।” আয়ুগ্নান আনন্দ কহিলেন :—“আমি স্থবিরের (মহাকাশ্যপের) নাম উচ্চারণ করিতে পারিব না, কেননা স্থবির আমার গুরু।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : গোত্রের নামোল্লেখ করিয়া অনুশ্রাবণ করিবে।”

(৩) অনুশ্রাবণের নিয়ম

১—সেই সময়ে আয়ুগ্নান মহাকাশ্যপের নিকট দুইজন উপসম্পদাকামী ছিল। তাহারা ‘আমি প্রথম উপসম্পন্ন হইব’, ‘আমি প্রথম উপসম্পন্ন হইব’ এই বলিয়া পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুইজনকেই এক অনুশ্রাবণ দ্বারা উপসম্পদা দান করিবে।”

২—সেই সময়ে বহু স্থবিরের নিকট বহু উপসম্পদাকামী ছিল। তাহারা ‘আমি প্রথম উপসম্পন্ন হইব’, ‘আমি প্রথম উপসম্পন্ন হইব’ এই বলিয়া বিবাদ করিতে লাগিল।

১. উপসম্পদা দানের সময় উপসম্পদা দানের সম্মতি এবং উপাধ্যায়ের নাম উচ্চৈঃস্বরে সজ্বকে গিসবার শ্রবণ করাইবার নাম অনুশ্রাবণ।

স্ববিরগণ কহিলেন :—“বন্ধুগণ ! আমরা সকলকেই এক অনুশ্রাবণ দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করিব।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুই কিংবা তিন জনকে এক অনুশ্রাবণ দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করিবে। তাহাও আবার একজনের উপাধ্যায়ত্বে, বহুজনের উপাধ্যায়ত্বে নহে।”

(৪) গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়স্কের উপসম্পদা

সেই সময়ে আয়ুস্মান কুমারকাণ্ডপ গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়সে উপসম্পন্ন হইয়াছিলেন। আয়ুস্মান কুমারকাণ্ডপের মনে এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : ‘উনবিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতে পারিবে না।’ আমি কিন্তু গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়সে উপসম্পদা লাভ করিয়াছি। আমি কি উপসম্পন্ন হইয়াছি, না হই নাই ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! যখনই মাতৃগর্ভে প্রথম চিত্ত উৎপন্ন হয়, প্রথম বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইত হয় তখনই তাহার জন্ম।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : গর্ভ হইতে বিংশতি বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দান করিবে।”

(৫) উপসম্পদার অন্তরায়কর বিষয়

সেই সময়ে উপসম্পন্নদের মধ্যে দেখা যাইতে লাগিল, কুষ্ঠরোগী, গণ্ড (ফোড়া) রোগী, চর্মরোগী, ক্ষয়রোগী এবং অপস্মার (মৃগী) রোগী।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপসম্পদা দিবার সময় ত্রয়োদশ অন্তরায় (বাধক) কর বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিবে : তোমার নিকট এইরূপ কোন রোগ আছে কি ? যথা :—(১) কুষ্ঠ ? (২) গণ্ড (এক প্রকার বিষাক্ত ব্রণ) ? (৩) কিলাস (ছুলি, এক প্রকার বিষাক্ত চর্ম রোগ) ? (৪) ক্ষয়রোগ (৫) অপস্মার ? (৬) তুমি মানুষ্য ত ? (৭) তুমি পুরুষ ত ? (৮) তুমি কাহারও দাস নও ত ? (৯) তুমি অধনী ত ? (১০) তুমি রাজসেবক নও ত ? (১০) তুমি তোমার মাতাপিতার অনুমতি পাইয়াছ ত ? (১১) তোমার বয়স বিংশতি বৎসর পূর্ণ

হইয়াছে ত ? (১৩) তোমার নিকট পাত্রচীবর পরিপূর্ণ আছে ত ? তোমার নাম কি ?
তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি ?”

(৬) অনুশাসন বিধি

(ক) ১—অনুশাসন :—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ অননুশাসিত (অনুপদিষ্ট) উপসম্পদাকামীদিগকে অন্তরায়জনক বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। উপসম্পদাকামিগণের মধ্যে কেহ বিস্তৃতভাবে উত্তর দিতে লাগিল, কেহ নীরব হইল এবং কেহবা উত্তরদানে অসমর্থ হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রথম অনুশাসন প্রদান করিয়া (উপদেশ দিয়া) পরে অন্তরায়কর বিষয় সমূহ জিজ্ঞাসা করিবে।”

২—ভিক্ষুগণ সঙ্ঘ সভায়ই অনুশাসন প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহাতে উপসম্পদাকামিগণের মধ্যে কেহ পূর্বেই বিস্তৃতভাবে উত্তর দিতে লাগিল, কেহ নীরব হইল এবং কেহবা উত্তর দিতে অসমর্থ হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : একান্তে (সামান্য ব্যবধানে) অনুশাসন প্রদান করিয়া সঙ্ঘ সভায় অন্তরায়জনক বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এই ভাবে অনুশাসন প্রদান করিতে হইবে : প্রথম উপাধ্যায় গ্রহণ করাইতে হইবে, উপাধ্যায় গ্রহণ (স্বীকার) করাইয়া পাত্রচীবর সম্বন্ধে বলিতে হইবে : ‘এই তোমার পাত্র’, ‘এই তোমার সঙ্ঘাটি’, ‘এই তোমার উত্তরাসঙ্গ’ এবং ‘এই তোমার অন্তর্বাস।’ ‘যাও, অমুক স্থানে দণ্ডায়মান হও।’

৩—অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষুগণ অনুশাসন প্রদান করিতে লাগিল। অযথার্থভাবে অননুশাসিত উপসম্পদাকামিগণের মধ্যে কেহ বিস্তৃতভাবে উত্তর দিতে লাগিল, কেহ নীরব রহিল এবং কেহ বা উত্তরদানে অসমর্থ হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষুগণ অনুশাসন প্রদান করিতে পারিবে না, যে অনুশাসন করিবে তাহার ‘দুষ্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু অনুশাসন প্রদান করিবে।”

(খ) অনুশাসকের অধিকার লাভ :—অনির্বাচিত ভিক্ষুগণ অনুশাসন

করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অনির্বাচিত ভিক্ষু অনুশাসন করিতে পারিবে না, যে নির্বাচিত না হইয়া অনুশাসন প্রদান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নির্বাচিত ভিক্ষুই অনুশাসন প্রদান করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে নির্বাচন করিতে হইবে। নিজেকে নিজে নির্বাচন করিবে অথবা অগ্ৰকে অগ্ৰ দ্বারা নির্বাচন করিবে। নিজেকে নিজে কি ভাবে নির্বাচন করিতে হয় ? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্জকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

“মাননীয় সজ্জ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন :—অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুস্থানের নিকট উপসম্পদাকামী। যদি সজ্জ উচিত মনে করেন তাহা হইলে আমি অমুক নামীয় ব্যক্তিকে অনুশাসন প্রদান করিতে পারি।” এইভাবে নিজেকে নিজে নির্বাচিত করিবে।

কি ভাবে অগ্ৰ দ্বারা অগ্ৰকে নির্বাচিত করিবে ? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্জকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞাপ্তি—“মাননীয় সজ্জ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুস্থানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। যদি সজ্জ উচিত মনে করেন, তাহা হইলে অমুক ভিক্ষু অমুক উপসম্পদাপ্রার্থীকে অনুশাসন প্রদান করিতে পারেন।” এইভাবে অগ্ৰ দ্বারা অগ্ৰকে নির্বাচিত করিবে।

সেই নির্বাচিত (সঙ্গতেন) ভিক্ষু উপসম্পদাকামী ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া এইরূপ বলিবে :

অনুশাসন—“অমুক ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ কর : এখন তোমার সত্যকথা বলিবার সময়, ষথার্থকথা বলিবার সময়, যাহা তোমার নিকট আছে তৎসম্বন্ধে তুমি সজ্জসভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া, থাকিলে ‘আছে’ বলিয়া প্রকাশ করিবে, না থাকিলে ‘নাই’ বলিয়া প্রকাশ করিবে। বাক্য দীর্ঘ করিও না, কিংবা নীরব থাকিও না। তোমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন : ‘তোমার নিকট কি এইরূপ কোন রোগ আছে ? যথা :— কুষ্ঠ ? গণ্ড ? কিলাস (চর্ম রোগ বিশেষ) ? ক্ষয়রোগ ?’ অপস্মার ? তুমি মানব ত ? তুমি পুরুষ ত ? কাহারও দাস নও ত ? অধনী ত ? রাজসেবক নও ত ? তোমার মাতাপিতার অনুমতি পাইয়াছ ত ? তোমার বয়স বিংশতি বৎসর পূর্ণ হইয়াছে

ত ? তোমার নিকট পাত্রচীবর পূর্ণ আছে ত ? তোমার নাম কি ? তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি ?”

(অনুশাসক ও উপসম্পদাকামী উভয়ে) একসঙ্গে আসিতে লাগিলেন । (ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন । (ভগবান কহিলেন :—) “এক সঙ্গে আসিতে পারিবে না ।”

উপসম্পদায় জ্ঞপ্তি, অনুশ্রাবণ এবং ধারণা—অনুশাসক প্রথমে আসিয়া সজ্জকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

“মাননীয় সজ্জ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন । অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুজ্ঞানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন । আমি তাঁহাকে অনুশাসন প্রদান করিয়াছি, যদি সজ্জ উচিত মনে করেন তাহা হইলে অমুক (উপসম্পদাকামী) আসিতে পারেন ।” ‘এম’ বলিতে হইবে । (পুনরায়) উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করাইয়া, ভিক্ষুদের পাদবন্দনা করাইয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া উপবেশন করাইয়া, হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ করাইয়া, (এইভাবে) উপসম্পদা বাঞ্ছা করাইতে হইবে :—

“মাননীয় সজ্জের নিকট উপসম্পদা বাঞ্ছা করিতেছি, মাননীয় সজ্জ অমুকম্পা পূর্কক আমাকে উদ্ধার করুন ।” [দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বারও এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিবে ।]

দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্জকে (এইরূপ) প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

মাননীয় সজ্জ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : অমুকনামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুজ্ঞানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন । যদি সজ্জ উচিত মনে করেন তাহা হইলে আমি অমুক উপসম্পদাকামীকে অন্তরায়কর বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করিতে পারি ।

“অমুক ! এখন তোমার সত্যকথা এবং যথার্থকথা বলিবার সময় উপস্থিত, বাহা আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, থাকিলে ‘আছে’ বলিয়া বলিবে, না থাকিলে ‘নাই’ বলিয়া বলিবে । তোমার নিকট কি এইরূপ রোগসমূহ আছে ? যথা :—কুষ্ঠ ? গণ্ড ? কিলাস ? ক্ষয়রোগ ? অপস্মার ? তুমি মানব ত ? তুমি পুরুষ ত ? তুমি কাহারও দাস নও ত ? তুমি অশ্বী ত ? তুমি রাজসেবক নও ত ? তোমার পিতামাতার অনুমতি পাইয়াছ ত ? তোমার বয়স বিংশতি বৎসর পরিপূর্ণ হইয়াছে ত ? তোমার নিকট পাত্রচীবর পূর্ণ আছে ত ? তোমার নাম কি ? তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি ?”

(পুনরায়) দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্জকে (এইরূপ) প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

জ্ঞপ্তি—“মাননীয় সজ্জ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন । অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুজ্ঞানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন । তিনি অন্তরায়কর

বিষয়সমূহে পরিশুদ্ধ (নির্দোষ) আছেন এবং তাঁহার পাত্রচীবরও পরিপূর্ণ আছে। তিনি সজ্জের নিকট উপসম্পদা যাক্কা করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুস্থানের উপাধ্যায়ত্বে। যদি সজ্জ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সজ্জ অমুকনামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতে পারেন অমুকনামীয় আয়ুস্থানের উপাধ্যায়ত্বে। ইহাই জ্ঞপ্তি।”

(১) অনুশ্রাবণ—“মাননীয় সজ্জ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক নামীয় ব্যক্তি অমুকনামীয় আয়ুস্থানের নিকট উপসম্পদাপ্রার্থী হইয়াছেন। তিনি অন্তরায়কর বিষয়সমূহে পরিশুদ্ধ এবং তাঁহার পাত্রচীবর পরিপূর্ণ আছে। অমুকনামীয় ব্যক্তি সজ্জের নিকট উপসম্পদা যাক্কা করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুস্থানের উপাধ্যায়ত্বে। সজ্জ এই নামীয় ব্যক্তিকে উপসম্পদা প্রদান করিতেছেন অমুকনামীয় আয়ুস্থানের উপাধ্যায়ত্বে। অমুকনামীয় আয়ুস্থানের উপাধ্যায়ত্বে এই নামীয় ব্যক্তির উপসম্পদা লাভ যে আয়ুস্থান কর্তৃক যোগ্য বিবেচিত হয় তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি যোগ্য বিবেচনা না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাবার প্রকাশ করিবেন।” [দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার ও এইরূপ বলিতে হইবে।]

ধারণা—“সজ্জ কর্তৃক এই নামীয় ব্যক্তি উপসম্পন্ন হইলেন অমুকনামীয় আয়ুস্থানের উপাধ্যায়ত্বে। প্রস্তাব সঙ্গত মনে করিয়া সজ্জ মৌন আছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।”

॥ উপসম্পদা-কর্ম সমাপ্ত ॥ *

(৭) চতুর্বিধ অবলম্বন

সময় নির্ধারণের জন্ত ছায়া পরিমাপ করিবে, ঋতুর উল্লেখ করিবে, দিবসের অংশ উল্লেখ করিবে, সঙ্গীতির^১ উল্লেখ করিবে এবং নিম্নোক্ত চারি আশ্রয়ের কথা উল্লেখ করিবে। (১) ভিক্ষান্নমাত্র সম্বলস্বরূপ করিবার জন্তই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তুমি যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত ভোজন সম্বল হইতে পারে, যথা :—সজ্জভোজন, উদ্দিষ্টভোজন, নিমন্ত্রণ, শলাকভোজন, পাক্কিকভোজন, উপোষথভোজন এবং প্রাতিপদিকভোজন। (২) ‘পাংগুকুল’ চীবরমাত্র আচ্ছাদন সম্বল করিবার জন্তই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে যাবজ্জীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত আচ্ছাদন সম্বল হইতে পারে, যথা :—ক্লেমবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, কোষেয়বস্ত্র, কঞ্চল, পট্টবস্ত্র এবং বৃক্ষ-ত্বকে প্রস্তুত বস্ত্র। (৩) বৃক্ষমূল (তুকুল) মাত্র শয্যাসন সম্বল করিবার জন্তই তোমার প্রব্রজ্যা; এই বিষয়ে তুমি

১. ছায়া, ঋতু এবং দিবসের অংশ এই তিনটির সমষ্টির নাম সঙ্গীতি।—সম-পাসা।

আজীবন উৎসাহান্বিত থাকিবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত শয্যাসন সম্বল হইতে পারে, যথা :—বিহার অর্ধবোগ প্রাসাদ, হর্ম্মা এবং গুহা। (৪) পুতিম্ন মাত্র ভৈষজ্য সম্বল করিবার জগুই তোমার প্ররজ্যা ; এই বিষয়ে তোমাকে আজীবন উৎসাহান্বিত থাকিতে হইবে। তোমার পক্ষে অতিরিক্ত ভৈষজ্য সম্বল হইতে পারে, যথা :—চর্বি, তৈল, নবনীত, মধু এবং ঝাঁড় (শক্ত গুড়)।

(৮) চতুর্বিধ অকরণীয় বিষয়

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ জৈনক ভিক্ষুকে উপসম্পদা প্রদান করিয়া একাকী পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। নূতন উপসম্পন্ন পরে একাকী আসিবার সময় রাস্তার মধ্যে তাহার পুণ্ড্রের বিবাহিতা পত্নীর সাক্ষাৎ পাইল। সেই পত্নী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল :—“তুমি কি এখন প্ররজিত হইয়াছ ?” “হাঁ, আমি প্ররজিত হইয়াছি।” “প্ররজিতগণের পক্ষে নারী সম্ভোগ বড় তর্জিত, অতএব এস, রতি সম্ভোগ কর।”

সেই নব উপসম্পন্ন ভিক্ষু রতি সম্ভোগ করিয়া বিলম্বে আগমন করিল। ভিক্ষুগণ তাহাকে কহিলেন :—“বন্ধো ! তোমার আসিতে বিলম্ব হইল কেন ?” সে ভিক্ষুগণের নিকট এই বিষয় প্রকাশ করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নূতন উপসম্পন্নকে সঙ্গী প্রদান করিবে এবং চতুর্বিধ অকরণীয় বিষয় বলিয়া দিবে।” (চতুর্বিধ অকরণীয় বিষয় এই :—)

(১) উপসম্পন্ন ভিক্ষু মৈথুন সেবন করিতে পারিবে না, এমন কি মানবেতর জীবের সঙ্গেও নহে। যেই ভিক্ষু মৈথুন সেবন করে সে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয়। যেমন শিরশ্ছিন্ন পুরুষ স্বদেহে জীবন ধারণে অসমর্থ হয় তেমন ভিক্ষু মৈথুন সেবন করিলে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহা তুমি আজীবন করিতে পারিবে না।

(২) উপসম্পন্ন ভিক্ষু অদত্ত, অপহরণ মধ্যে গণ্য কোন দ্রব্য লইতে পারিবে না, এমন কি তর্জিতগাছও নহে। যেই ভিক্ষু একপাদ^১ বা এক পাদের সমমূল্য অথবা এক পাদের চেয়ে অধিক মূল্যবান অপহরণে গণ্য কোন অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করে তাহা হইলে সে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। যেমন বৃশ্চ্যুত পাণ্ডুরবর্ণ পত্র পুনরায় হরিদ্বর্ণ হইতে পারে না তেমন যেই ভিক্ষু একপাদ বা একপাদসম মূল্যের অথবা এক পাদের চেয়ে অধিক মূল্যের অপহরণ মধ্যে গণ্য কোন অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করে সেই

১. ৫ মাষকে ১ পাদ, ৪ পাদে ১ কাণাপণ (মুদ্রাবিশেষ)।

ভিক্ষু অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহা তুমি আজীবন করিতে পারিবে না।

(৩) উপসম্পন্ন ভিক্ষু সজ্ঞানে কোন জীবহত্যা করিতে পারিবে না, এমন কি পিপীলিকাও নহে। যেই ভিক্ষু সজ্ঞানে মনুষ্য হত্যা করে, এমন কি গর্ভপাতও করে বা করায় সে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। যেমন কোন বৃহৎ শিলাখণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হইলে পুনরায় সংলগ্ন হইতে পারে না তেমন যে ভিক্ষু জ্ঞাতসারে মনুষ্য হত্যা করে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহা তুমি আজীবন করিতে পারিবে না।

(৪) উপসম্পন্ন ভিক্ষু স্বীয় অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে কাহাকেও বলিতে পারিবে না, এমন কি 'আমি শূন্যাগারে প্রীতলাভ করি' তাহাও নহে। যেই ভিক্ষু পাপেচ্ছার বশীভূত হইয়া অবিদ্যমান, অসত্য, অলৌকিক শক্তি, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, মার্গ অথবা ফল স্বয়ং লাভ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে সেই ভিক্ষু অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। যেমন মস্তকচ্ছিন্ন তালবৃক্ষ পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে পারে না তেমন পাপেচ্ছার বশীভূত ভিক্ষু অবিদ্যমান, অসত্য, অলৌকিক শক্তি নিজের নিকট বিদ্যমান আছে বলিয়া প্রকাশ করিলে অশ্রমণ, অশাক্যপুত্রীয় মধ্যে পরিগণিত হয়। তাহা তুমি আজীবন করিতে পারিবে না।

(৯) উৎক্ষেপের বিষয়

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু কৃত অপরাধ অবলোকন (স্বীকার) না করায় (সজ্বকর্তৃক) উৎক্ষেপনীয়' দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়াছিল। সে পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুদিগের নিকট উপসম্পদা যাচ্ছা করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় নিবেদন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

১—“হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কৃত অপরাধ (আপত্তি) অবলোকন (স্বীকার) না করায় (সজ্ব কর্তৃক) উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং সে পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুগণের নিকট উপসম্পদা যাচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ বলিবে : 'সেই (কৃত) অপরাধ অবলোকন (স্বীকার) করিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি অবলোকন করিব' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে। যদি বলে, 'আমি অবলোকন করিব না' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে না। প্রব্রজ্যা দান করিয়া বলিবে, 'সেই অপরাধ দেখিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি দেখিব' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে; যদি বলে, 'আমি দেখিব

না' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে না। উপসম্পদা দান করিয়া বলিবে, 'সেই অপরাধ দেখিবে কি?' যদি বলে, 'আমি দেখিব' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে; যদি বলে, 'আমি দেখিব না' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে না। দণ্ড প্রত্যাহার করিয়া বলিবে, 'সেই অপরাধ দেখিতেছ কি?' যদি সে দেখে তাহা হইলে ভাল, যদি না দেখে তাহা হইলে উপস্থিত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমমতাবলম্বী হইতে পারিলে পুনরায় তাহাকে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত করিবে, সমমতাবলম্বী হইতে না পারিলে তাহার সহিত ভোজন কিংবা বাস করিলে অপরাধ হইবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কৃত অপরাধের প্রতিকার না করায় সঙ্ঘ কর্তৃক উৎক্রিষ্ট হইয়া ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুগণের নিকট উপসম্পদা যাচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ বলিবে: 'সেই কৃত অপরাধের প্রতিকার করিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি প্রতিকার করিব' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে, যদি বলে, 'আমি প্রতিকার করিব না' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে না। প্রব্রজ্যা দান করিয়া বলিবে, 'সেই কৃত অপরাধের প্রতিকার করিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি প্রতিকার করিব' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে, যদি বলে, 'আমি প্রতিকার করিব না' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে না। উপসম্পদা দান করিয়া বলিবে, 'সেই অপরাধের প্রতিকার করিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি প্রতিকার করিব' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে, যদি বলে, 'আমি প্রতিকার করিব না' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে না। দণ্ড প্রত্যাহার করিয়া বলিবে, 'সেই কৃত অপরাধের প্রতিকার কর', যদি সে প্রতিকার করে তাহা হইলে ভাল; যদি প্রতিকার না করে তাহা হইলে সঙ্ঘ সমমতাবলম্বী হইতে পারিলে তাহাকে পুনরায় উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত করিবে। সঙ্ঘ সমমতাবলম্বী হইতে না পারিলে তাহার সহিত ভোজন কিংবা বাস করিলে অপরাধ হইবে না।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু হীনধারণা পরিত্যাগ না করায় সঙ্ঘ কর্তৃক উৎক্রিষ্ট হইয়া, ভিক্ষুত্ব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং সে পুনরায় আসিয়া ভিক্ষুগণের নিকট উপসম্পদা যাচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ বলিবে: 'তুমি সেই হীন ধারণা পরিত্যাগ করিবে কি?' যদি সে বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে, যদি বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব না' তাহা হইলে তাহাকে প্রব্রজ্যা দান করিবে না। প্রব্রজিত করিয়া বলিবে, 'তুমি সেই হীন ধারণা পরিত্যাগ করিবে কি?' যদি বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব' তাহা হইলে তাহাকে উপসম্পদা দান করিবে, যদি বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব না' তাহা হইলে তাহাকে

উপসম্পদা দান করিবে না। উপসম্পদা দান করিয়া বলিবে, 'সেই মিথ্যাধারণা পরিত্যাগ করিবে কি?' যদি সে বলে 'পরিত্যাগ করিব' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে, যদি বলে, 'আমি পরিত্যাগ করিব না' তাহা হইলে দণ্ড প্রত্যাহার করিবে না। দণ্ড প্রত্যাহার করিয়া বলিবে, 'সেই হীন ধারণা পরিত্যাগ কর', যদি পরিত্যাগ করে তাহা হইলে ভাল; যদি পরিত্যাগ না করে তাহা হইলে সজ্ব সমমতাবলম্বী হইতে পারিলে পুনরায় তাহাকে উৎক্ষেপনীয় দণ্ডে দণ্ডিত করিবে। সমমতাবলম্বী হইতে না পারিলে তাহার সহিত ভোজন কিংবা বাস করিলে অপরাধ হইবে না।

॥ মহাস্কন্ধ সমাপ্ত

২—উপোষথ-স্কন্ধ

প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি

[স্থান :—রাজগৃহ]

(১) উপোষথের বিধান

সেই সময়ে বৃদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন,—গৃধকূট পর্বতে । সেই সময়ে অশ্রুতীর্থিক পরিব্রাজকগণ চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করিতেন । জনসাধারণ তাঁহাদের নিকট ধর্মশ্রবণ করিবার জন্ম উপস্থিত হইত । অশ্রুতীর্থিক পরিব্রাজকগণের প্রতি তাহারা প্রেম ও প্রসাদ (শ্রদ্ধা) লাভ করিত, অশ্রুতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তাহাদিগকে স্বপক্ষে (আনিবার সুযোগ) লাভ করিত । মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার মনে এইরূপ পরিবর্তক (চিন্তা) উদ্ভিত হইল : ‘এখন অশ্রুতীর্থিক পরিব্রাজকগণ চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট জনসাধারণ ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছে । তাহারা অশ্রুতীর্থিক পরিব্রাজকগণের প্রতি প্রেম লাভ করে, প্রসাদ লাভ করে । অশ্রুতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তাহাদিগকে স্বপক্ষে পাইতে সমর্থ হন । অতএব আর্ধ্যগণও (ভিক্ষুগণও) চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইলে ভাল হয়’ । এই ভাবিয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন । একান্তে উপবিষ্ট হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! আমি নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইয়াছে : ‘এখন অশ্রুতীর্থিক পরিব্রাজকগণ চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করিতেছেন, জনসাধারণ তাঁহাদের নিকট ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত উপস্থিত হইতেছে । তাহারা অশ্রুতীর্থিক পরিব্রাজকগণের প্রতি প্রেম লাভ করে, প্রসাদ লাভ করে । অশ্রুতীর্থিক পরিব্রাজকগণ তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হইতেছেন । অতএব আর্ধ্যগণও চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হউন ।’ প্রভো ! আর্ধ্যগণও চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইলে ভাল হয় ।”

ভগবান মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, ভগবানের পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চতুর্দশী পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইবে।”

(২) উপোষথ দিবসে ধর্মোপদেশ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ভগবান ‘চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমীতে সমবেত হইবার জন্ত আদেশ দিয়াছেন’ এই ভাবিয়া চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমী তিথিতে সমবেত হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহাদিগের নিকট জনসাধারণ ধর্মশ্রবণের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগকে নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে ছর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমীতে সমবেত হইয়া নীরবে বসিয়া থাকে, যেমন নির্ঝাক শূকরের গাল! সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করা কি উচিত নহে?” ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে ছর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমীতে সমবেত হইয়া ধর্মালোচনা করিবে।”

(৩) প্রাতিমোক্ আবৃত্তির নিয়ম

১—ভগবান নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার মনে এই পরিবিতর্ক (চিন্তা) উদ্ভূত হইল : ‘আমি ভিক্ষুগণের জন্ত যেই শিক্ষাপদসমূহের ব্যবস্থা দিয়াছি তাহাই তাহাদের প্রাতিমোক্ উদ্দেশের (আবৃত্তির) জন্ত অনুজ্ঞা দিলে ভাল হয়, তাহাই তাহাদের উপোষথ-কর্ম হইবে’। ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যান হইতে উঠিয়া এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় আমার মনে এই পরিবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে : ‘আমি ভিক্ষুগণের জন্ত যেই শিক্ষাপদসমূহের ব্যবস্থা

দিয়াছি তাহাই তাহাদের প্রাতিমোক্শ-উদ্দেশ্যেব জন্তু অনুজ্ঞা দিলে ভাল হয়, তাহাই তাহাদের উপোষধ-কর্ম হইবে।’

“হে ঙ্গগণ। আমি অনুজ্ঞা কবিত্তেছি : প্রাতিমোক্শ উদ্দেশ্যে (আবৃত্তি) কবিবে।”

হে ঙ্গগণ। এইভাবে প্রাতিমোক্শ উদ্দেশ্যে কবিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ঙ্গগ সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন কবিবে :—

জ্ঞাপ্তি—“মাননীয় সঙ্ঘ। আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে কবেন তাহা হইলে সঙ্ঘ উপোষধ কবিত্তে পাবেন এবং প্রাতিমোক্শ আবৃত্তি কবিত্তে পারেন।”

সঙ্ঘের পূর্বকৃত্য কি? আয়ুজ্ঞানগণ স্বীয় পবিত্রকৃত্য প্রকাশ করুন, প্রাতিমোক্শ আবৃত্তি কবিব, তাহা আমবা সকল সৎপুরুষগণই সম্যকভাবে শ্রবণ কবিব এবং হৃদয়ে গ্রহিত কবিব। যাহার অপরাধ আছে তিনি প্রকাশ করুন এবং যাহার অপরাধ নাই তিনি মৌন থাকুন। মৌন থাকিলে আয়ুজ্ঞানদিগকে পবিত্রকৃত্য বর্ণনা ধারণা কবিব। মৌন প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কবিলে উত্তর দিতে হয় তেমন এই পবিষদে তিনবার পর্গ্যন্ত শুনান যাইতেছে, যেই ঙ্গগ তিনবার পর্গ্যন্ত শুনান সত্ত্বেও স্মৃতিপথাগত বিজ্ঞান অপরাধ প্রকাশ না কবিবেন তাঁহাব সজ্ঞানে মিথ্যা বলা হইবে। আয়ুজ্ঞানগণ। জ্ঞাতসাবে মিথ্যা বলাকে ভগবান অন্তর্বাষকব বর্ণনাছেন। এইজন্তু যাহার কৃত অপরাধ শ্রবণ হয় তাঁহাব উচিত পবিত্রকৃত্য হইবাব কামনায় বিজ্ঞান অপরাধ প্রকটিত কবা। প্রকটিত কবিলে তাঁহাব পক্ষে নিবাপদ হয়।

[‘প্রাতিমোক্শ’ অর্থে যাজ্ঞা কুশল ধর্মসমূহেব আদি, (প্রথম), মুখ (দ্বাব), প্রমুখ (পূর্বোভাগ)। ‘আয়ুজ্ঞান’ একটি প্রিয়বচন গৌববহুচক বচন, সঙ্ঘমার্গেই ‘আয়ুজ্ঞানগণ’ এই সম্বোধন। ‘উদ্দেশ্য কবিব’ অর্থে বলিব, দেশনা কবিব, প্রজ্ঞাপন করিব, স্থাপন করিব, বিবৃত্ত কবিব, বিভাগ কবিব, উল্লুঙ্গ কবিব, প্রকাশ কবিব। ‘সকল সৎগণ’ সেই পরিষদে স্থবিব, মধ্যম ও নুতন যত ঙ্গগ উপস্থিত আছেন তাঁহারা। ‘উত্তমরূপে শ্রবণ কবিব’ অর্থে স্থিরভাবে, মনোযোগ সহকাবে একাগ্রতাব সহিত মনে ধারণ কবিব। ‘মনে করিব’ অর্থে একাগ্রচিত্তে, অবিক্রিপ্তচিত্তে, অচঞ্চল-চিত্তে, মনোযোগ দিব। ‘যাহার অপরাধ আছে’ অর্থে স্থবিব, নব বা মধ্যম ঙ্গগ পঞ্চবিধ অপরাধের অন্ততম অপরাধ বা সপ্তবিধ অপরাধেব অন্ততম অপরাধ বিজ্ঞান

১. উপোষধ বা উপবস জন্মসাধারণের পক্ষে উপবাস ও ব্রতনিরমাদি পালন কবিবার দিন। তাহা পরিব্রাজকগণের পক্ষে ধর্মাসোচনা ও ধর্মোপদেশ প্রদানের উপযুক্ত সময়। বৌদ্ধভিক্ষুদিগের পক্ষে তাহা প্রাতিমোক্শের নিয়মসমূহ পর পর উল্লেখ করিয়া পাপপাশন ও পবিত্রকৃত্য জ্ঞাপনের জন্তু নির্দিষ্ট হয়।

আছে। ‘তিনি প্রকাশ করিবেন’ অর্থে তিনি দেশনা করিবেন, বিবৃত করিবেন, উন্মুক্ত করিবেন, ব্যক্ত করিবেন সজ্জের নিকট বা গণের নিকট অথবা এক ব্যক্তির নিকট। ‘অপরাধ না থাকিলে’ অর্থে দোষ প্রাপ্ত না হইলে অথবা প্রাপ্ত হইয়াও উত্তিত (দোষ মুক্ত) হইলে। ‘নীরব থাকিতে হইবে’ অর্থে চুপ থাকিতে হইবে, নিরুত্তর থাকিতে হইবে। ‘পরিশুদ্ধ বলিয়া অবগত হইব’ অর্থে জ্ঞাত হইব, ধারণা করিব। ‘যেমন প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে হয়’ অর্থে যেমন একব্যক্তি দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া অগ্রব্যক্তি উত্তর দান করে তেমন সেই পরিষদের জ্ঞাতব্য বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ভাবিয়া উত্তর প্রদান করিতে হয়। ‘এইরূপ পরিষদ’ অর্থে ভিক্ষু পরিষদ। ‘তিনবার অনুপ্রাণণ করা হয়’ অর্থে একবারও গুনান হয়, দুইবারও গুনান হয়, তিনবারও গুনান হয়। ‘স্মরণ করিয়া’ অর্থে জানিয়া, জ্ঞাত হইয়া। ‘বিদ্যমান অপরাধ’ অর্থে দোষগ্রস্ত হইলে অথবা কৃত অপরাধ হইতে মুক্ত না হইলে। ‘প্রকাশ করে না’ অর্থে দেশনা করে না, বিবৃত করে না, উন্মুক্ত করে না, ব্যক্ত করে না, সজ্জের নিকট বা গণের নিকট অথবা একজনের নিকট। ‘সজ্ঞানে মিথ্যা বলা হয়’। সজ্ঞানে মিথ্যা বলিলে কি হয়? ছকট অপরাধ হয়। ভগবান অন্তরায়কর বলিয়াছেন এস্থলে কিসের অন্তরায়? প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান লাভের অন্তরায়, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, নৈশ্ৰম্য, নিঃসরণ, বিবেক, কুশলধর্মসমূহ লাভের অন্তরায়। ‘তদ্বৎ’ অর্থে সেই কারণে। ‘স্মরণকারী’ অর্থে যে জ্ঞাত, অবগত। ‘বিশুদ্ধি-প্রত্যাশী’ অর্থে মুক্তিকামী, বিশুদ্ধিকামী। ‘প্রাপ্ত অপরাধ’ অর্থে প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত হইয়া অমুক্ত। ‘প্রকাশ করিতে হইবে’ অর্থে সজ্জ, গণ অথবা একজনের নিকট প্রকাশ করিতে হইবে। ‘ব্যক্ত করিলে অনুকূল হয়’। কিসের অনুকূল হয়? প্রথমধ্যান, দ্বিতীয়ধ্যান, তৃতীয়ধ্যান, চতুর্থধ্যান লাভের অনুকূল হয়, ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, নৈশ্ৰম্য, নিঃসরণ, প্রবিবেক এবং কুশল ধর্মসমূহ লাভের অনুকূল হয়।]

(৪) প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার দিন

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ‘ভগবান প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবার অনুজ্ঞা করিয়াছেন’ এই ভাবিয়া প্রত্যহ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! প্রত্যহ প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোষপ দিবসেই প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে।”

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ “ভগবান প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে আদেশ দিয়াছেন” এইজন্য একপক্ষে তিনবার, চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং পক্ষের অষ্টমীতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! পক্ষে তিনবার প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘দুষ্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পক্ষে একবার চতুর্দশী অথবা পঞ্চদশীতে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে।”

(৫) প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তির জন্য সমবেত হইবার নিয়ম

১—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু পরিষদানুক্রমে স্ব স্ব পারিষদ লইয়া প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! পারিষদানুক্রমে স্ব স্ব পারিষদ লইয়া প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘দুষ্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সকলে সমবেত হইয়া উপোষথ-কর্ম করিবে।”

অনন্তর ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল,—“ভগবান অনুজ্ঞা করিয়াছেন : সমগ্র সঙ্ঘ (সকলে সম্মিলিত হইয়া) উপোষথ-কর্ম করিবে। এখন সমগ্র সংজ্ঞায় কতদূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধিতে হইবে, এক আবাসে অবস্থিত সকলের অথবা সমস্ত পৃথিবীতে অবস্থিত সকলের ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এক আবাসে অবস্থিত সকলকে ‘সমগ্র’ বলিয়া মনে করিবে।”

২—সেই সময়ে আয়ুস্মান মহাকপ্তিন রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন,—মর্দকুক্ষি যুগদাবে’। আয়ুস্মান মহাকপ্তিন নিরুজ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উদ্ভিত হইল : ‘আমি উপোষথে যাইব, না যাইব না ? সঙ্ঘকর্মে

১. এই স্থানের নাম কেবল যুগদাব ছিল। যুগধরাজ বিধিসার মহিষী অজাতশত্রু পিতৃহত্যা হইবে এই কথা মৈবজ্ঞের নিকট জানিতে পারিয়া গর্ভপাতের জন্য এইস্থানে কুক্ষি (উদর) মর্দন করার পরে এই স্থানের নাম হয় ‘মর্দকুক্ষি যুগদাব’।—সু-বি।

যাইব, না যাইব না ? আমিত পরম বিগুন্ধিতে বিগুন্ধ আছি ।’ ভগবান স্বচিন্তে আয়ুত্মান মহাকপিনের চিন্তা-পরিবিতর্ক জানিয়া যেমন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমন ভাবেই গৃধকূট পর্কত হইতে অন্তর্হিত হইয়া মর্দকুক্ষি মৃগদাবে আয়ুত্মান মহাকপিনের সন্মুখে আবিভূত হইলেন । আবিভূত হইয়া ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । আয়ুত্মান মহাকপিনও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন । ভগবান একান্তে উপবিষ্ট আয়ুত্মান মহাকপিনকে কহিলেন :—“কপিন ! তুমি নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তোমার মনে কি এই চিন্তা উপস্থিত হয় নাই, ‘আমি উপোষথে যাইব, না যাইব না ; সম্ভবকর্মে যাইব, না যাইব না ? আমিত পরম বিগুন্ধিতে বিগুন্ধ আছি’ ?”

“হাঁ, ভগবন ! আমার ঐরূপ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল ।”

“ব্রাহ্মণ ! যদি তোমরা উপোষথকে সমীহ সংকার, গৌরবযুক্ত, সম্মান এবং পূজা না কর তাহা হইলে কে-ই বা উপোষথকে তাহা করিবে ? ব্রাহ্মণ ! তুমি উপোষথে গমন কর, গমন না করা তোমার উচিত নহে, সম্ভবকর্মে গমন কর, গমন না করা তোমার উচিত নহে ।”

“তথাস্তু, প্রভো !” বলিয়’ আয়ুত্মান মহাকপিন ভগবানকে প্রত্যাশ্রয় প্রদান করিলেন ।

ভগবান আয়ুত্মান মহাকপিনকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া যেমন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনভাবেই মর্দকুক্ষি মৃগদাবে আয়ুত্মান মহাকপিনের সন্মুখে অন্তর্হিত হইয়া গৃধকূট পর্কতে আবিভূত হইলেন ।

✓ উপোষথ কেন্দ্রের সীমা ও উপোষথের সংখ্যা

(১) সীমা নির্ণয়

১.—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : এক আবাসে যতজন ভিক্ষু বাস করে ততজন ভিক্ষুকে ‘সমগ্র’ বলিয়া মনে করিবে ; কিন্তু কতদূর পর্য্যন্ত এক আবাস বুঝাইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি সীমা নির্ণয় করিবার আদেশ দিতেছি ।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে সীমা নির্ণয় করিবে : প্রথম নিমিত্ত (চিহ্ন) সমূহের উল্লেখ করিবে, যথা :—পর্কত-নিমিত্ত, পার্বাণ-নিমিত্ত, বন-নিমিত্ত, বৃক্ষ-নিমিত্ত, মার্গ-

নিমিত্ত, বন্যীক-নিমিত্ত, নদী-নিমিত্ত, এবং উদক-নিমিত্ত। নিমিত্তের (চিহ্নের) উল্লেখ করিয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চতুর্দিকে যেই পর্য্যন্ত নিমিত্তসমূহ (চিহ্ন সকল) কীর্তিত (বর্ণিত) হইল, যদি সজ্ব উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সজ্ব এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চতুর্দিকে যেই পর্য্যন্ত নিমিত্তসমূহ কীর্তিত হইল, সজ্ব এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নির্ণয় করিতেছেন। যেই আয়ুগ্নান উচিৎ মনে করেন এই নিমিত্ত সমূহ দ্বারা ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নির্ণয় করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সজ্ব কর্তৃক এই নিমিত্তসমূহ দ্বারা ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নির্ণীত হইল। সজ্ব এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

২—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ‘ভগবান সীমা নির্ণয় করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন’ এই ভাবিয়া অতি বৃহৎ সীমা, চারিযোজন, পাঁচযোজন এবং ছয়যোজন পরিমিত সীমাও নির্ণয় করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ উপোষধ করিতে আসিয়া কেহ প্রাতিমোক্‌ক আবৃত্তি করিবার সময়ও উপস্থিত হইতে লাগিলেন, কেহ প্রাতিমোক্‌ক আবৃত্তি সমাপ্তির পরও উপস্থিত হইতে লাগিলেন, কেহ সীমার মধ্যস্থলেও রহিয়া গেলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অতিবৃহৎ সীমা, চারিযোজন, পাঁচযোজন অথবা ছয়যোজন পরিমিত সীমা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যে নির্ণয় করিবে তাহার ‘ত্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তিন যোজন পরিমিত সীমা নির্ণয় করিবে।”

৩—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু নদীতটে সীমা নির্ণয় করিতে লাগিলেন। উপোষধে আসিবার সময় ভিক্ষুগণ জলে সিক্ত হইলেন, তাঁহাদের ভিক্ষাপাত্রও সিক্ত হইল এবং চীবরও সিক্ত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

১. বাহাদের সঙ্গে বিনয়-কার্য এবং আহাৰাদি করিতে পারা যায় তাহারা ‘সমান সংবাসক’ নামে অভিহিত। তেমন সমানসংবাসক ভিক্ষুগণ যেই স্থানে একটি উপোষধ করেন তাহা ‘একুপোসথ সীমা’ বলিয়া কথিত হয়।

“হে ভিক্ষুগণ! নদীতীরে সীমা নির্ণয় করিতে পারিবে না, যে নির্ণয় করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যেখানে নিত্য নৌকা অথবা সেতু আছে সেইরূপ নদীতীরে সীমা নির্ণয় করিবে।”

(২) উপোষথাগার নির্ণয় করা

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ পূর্বে সঙ্কত না করিয়া প্রতিপরিবেগে প্রাতিমোক্খ আবৃত্তি করিতেছিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণ জানিতে পারিতেন না অথ উপোষথ কোথায় করিবেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! পূর্বে সঙ্কত না করিয়া প্রতিপরিবেগে প্রাতিমোক্খ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোষথাগার নির্ণয় করিয়া উপোষথ করিবে। সজ্জ বিহার, আচ্যযোগ, প্রাসাদ অথবা হর্ষ্যের মধ্যে যেইটি ইচ্ছা করে সেইটিই উপোষথাগার নির্ণয় করুক।”

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে উপোষথাগার নির্ণয় করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্জকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞাপ্তি—মাননীয় সজ্জ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্জ যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে অমুক বিহার উপোষথাগারের জন্ত নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞাপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সজ্জ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্জ অমুক বিহার উপোষথাগারের জন্ত নির্ণয় করিতেছেন। যেই আয়ুমান অমুক বিহার উপোষথাগার নির্ণয় করা উচিৎ মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সজ্জ অমুক বিহার উপোষথাগার নির্ণয় করিলেন। সজ্জ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

২—সেই সময়ে একটি আবারে দুইটি উপোষথাগার নির্ণয় করা হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ‘এইস্থানে উপোষথ করিবেন’, ‘এইস্থানে উপোষথ করিবেন’ এই ভাবিয়া উভয় স্থানেই সমবেত হইতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে দুইটি উপোষথাগার নির্ণয় করিতে পারিবে না, যে নির্ণয় করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : একটি বিনষ্ট করিয়া অপরটিতে উপোষথ করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে বিনষ্ট করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্ব যদি উচিত মনে করেন তাহা হইলে সজ্ব অমুক উপোষথাগার বিনষ্ট (ত্যাগ) করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্ব অমুক উপোষথাগার সমূহনন (পরিত্যাগ) করিতেছেন। যেই আয়ুয়ান অমুক উপোষথাগার পরিত্যাগ করা উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন, এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সজ্ব অমুক উপোষথাগার পরিত্যাগ করিলেন। সজ্ব এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৩—সেই সময়ে একটি আবাসে অতিক্রম উপোষথাগার নির্ণীত হইয়াছিল। এক উপোষথ দিবসে তথায় বহুসংখ্যক ভিক্ষুসজ্ব সমবেত হইয়াছিলেন। স্থানাভাবে ভিক্ষুগণ অননুমোদিত ভূমিতে বসিয়া প্রাতিমোক্ আবৃত্তি শ্রবণ করিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : উপোষথাগার নির্ণয় করিয়া উপোষথ করিবে। অথচ আমরা অননুমোদিত ভূমিতে বসিয়া প্রাতিমোক্-আবৃত্তি শ্রবণ করিলাম, আমাদের উপোষথ করা হইল, না হইল না?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ! নির্ণীত ভূমিতে অথবা অনির্ণীত ভূমিতে বসিয়া যেখানেই প্রাতিমোক্ শ্রবণ করা যাউক না কেন উপোষথ করা হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সজ্ব উপোষথাগারের বত বড় বারান্দা ইচ্ছা করে, ততবড় বারান্দা নির্ণীত করুক।

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্ণয় করিবে : প্রথম নিমিত্ত (চিহ্ন) কীর্তন (বর্ণনা) করিবে, নিমিত্ত কীর্তন করিয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সজ্জ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চতুর্দিকে যেই পর্য্যন্ত নিমিত্ত কীর্তন করা হইল, সজ্জ যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সজ্জ এই নিমিত্ত সমূহদ্বারা উপোষথাগারের বারান্দা নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সজ্জ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। চতুর্দিকে যেই পর্য্যন্ত নিমিত্ত সমূহ কীর্তন করা হইল, সজ্জ এই নিমিত্ত সমূহদ্বারা উপোষথাগারের বারান্দা নির্ণয় করিতেছেন। যেই আয়ুস্মান উচিৎ মনে করেন এই নিমিত্ত সমূহ দ্বারা উপোষথাগারের বারান্দা নির্ণয় করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সজ্জ এই নিমিত্ত সমূহদ্বারা উপোষথাগারের বারান্দা নির্ণয় করিলেন। সজ্জ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৪—সেই সময়ে একটি আবাসে উপোষথ দিবসে নূতন ভিক্ষুগণ প্রথম সমবেত হইয়া ‘স্ববিরগণ এখনও আসিতেছেন না’ এই বলিয়া প্রশ্ন করিয়াছিল। উপোষথ অপূর্ণ রহিয়া গেল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোষথ দিবসে স্ববির ভিক্ষুগণকে সর্বপ্রথম সমবেত হইতে হইবে।”

(৩) একটি আবাসে উপোষথাগারের সংখ্যা এবং স্থান

১—সেই সময়ে রাজগৃহে অনেকগুলি আবাস এক সীমাত্তরে অবস্থিত (সমসীম) ছিল। সেখানে ভিক্ষুগণ ‘আমাদের আবাসে উপোষথ করা হউক’, ‘আমাদের আবাসে উপোষথ করা হউক’ এই বলিয়া বিবাদ করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! যদি বহু আবাস সমসীম হয় এবং তথায় ভিক্ষুগণ ‘আমাদের আবাসে উপোষথ করা হউক’, ‘আমাদের আবাসে উপোষথ করা হউক’ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে তাহা হইলে সেই সমস্ত ভিক্ষুকেই একস্থানে সমবেত হইয়া উপোষথ করিতে হইবে অথবা যেখানে স্ববির ভিক্ষু বাস করে তথায় সকলে সমবেত হইয়া উপোষথ করিবে ; কিন্তু কোন প্রকারেই দল (বগ্গেন) বাধিয়া পৃথকভাবে উপোষথ করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে আয়ুস্মান মহাকাশ্রপ অন্ধকবিন্দ হইতে রাজগৃহে উপোষথে আসিবার সময় পথের মধ্যে নদী পার হইতে বাইয়া তাঁহার দেহে জীবৎ জল ছিটকাইয়া পড়ায় তাঁহার চীবর সিক্ত হইল। ভিক্ষুগণ আয়ুস্মান মহাকাশ্রপকে কহিলেন :—
“বন্ধো ! আপনার চীবর কেন সিক্ত হইয়াছে ?”

“বন্ধুগণ ! আমি অন্ধকবিন্দ হইতে রাজগৃহে উপোষথে আসিবার সময় পথে নদী অতিক্রম করিতে যাইয়া দেখে ঈষৎ জল ছিটকাইয়া পড়িয়াছিল এই হেতু আমার চীবর সিক্ত হইয়াছে।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সত্য যেই ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নির্ণয় করিয়াছে সত্য সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্ত অনুমোদন করুক।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে অনুমোদন করিবে। দক্ষ ও সমর্থ ভিক্ষু সত্যকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞাপ্তি—মাননীয় সত্য ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সত্য যেই ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সত্য যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সত্য সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্ত অনুমোদন করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞাপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সত্য ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সত্য যেই ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সত্য সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্ত অনুমোদন করিতেছেন। যেই আয়ুমান উচিৎ মনে করেন সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্ত অনুমোদন করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সত্য সেই সীমা বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্ত অনুমোদন করিলেন। সত্য এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৪) উপোষথে আসিবার সময় চীবরের বিধান

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ‘ভগবান বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্ত অনুজ্ঞা দিয়াছেন’ এই ভারিয়া গ্রামের মধ্যে চীবর রাখিতে লাগিলেন। সেই স্থানে চীবর নষ্ট হইতে লাগিল, অগ্নিদগ্ধ হইতে লাগিল এবং ইন্দুরে কাটিতে লাগিল। এই হেতু ভিক্ষুগণের চীবর নিকৃষ্ট এবং রুদ্ধ হইয়া গেল। অতঃপর ভিক্ষুগণ তাঁহাদিগকে কহিলেন :—
“বন্ধুগণ ! আপনাদের চীবর নিকৃষ্ট এবং রুদ্ধ কেন হইয়াছে ?”

“বন্ধুগণ ! আমরা ভগবান ‘বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্ত অনুজ্ঞা দিয়াছেন’ এই ভারিয়া গ্রামাভ্যন্তরে চীবর রাখিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে সেই চীবরগুলি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অগ্নিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ইন্দুরে কাটিয়া ফেলিয়াছে, এইহেতু আমাদের চীবর নিকৃষ্ট ও রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সত্য যেই ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নির্ণয় করিয়াছে সত্য সেই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপাস্থ ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্ত অনুমোদন করুক।”

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে অনুমোদন করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্ব যেই ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সজ্ব যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সজ্ব সেই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপাস্ত্র ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্ত অনুমোদন করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্ব যেই ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সজ্ব সেই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপাস্ত্র ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্ত অনুমোদন করিতেছেন। যেই আয়ুস্থান এই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপাস্ত্র ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাস করা সম্বন্ধে উচিৎ মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সজ্ব এই সীমা কেবল গ্রাম এবং গ্রামোপাস্ত্র ব্যতীত বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্ত অনুমোদন করিলেন। সজ্ব এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৫) সীমা এবং চীবরের বিধান

১—হে ভিক্ষুগণ! সীমা নির্ণয় করিবার সময় প্রথম ‘সমানসংবাস’ সীমা নির্ণয় করিবে এবং পরে বিনা ত্রিচীবরে বাসের জন্ত অনুমোদন করিবে। হে ভিক্ষুগণ! সীমা পরিত্যাগ করিবার সময় প্রথম বিনা ত্রিচীবরে বাসের বিধান রহিত করিবে এবং পরে ‘সমানসংবাস’ সীমা পরিত্যাগ করিবে।

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে বিনা ত্রিচীবরে বাসের বিধান প্রত্যাখ্যান করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্ব বিনা ত্রিচীবরে বাসের যেই বিধান দিয়াছেন সজ্ব যদি উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সজ্ব বিনা ত্রিচীবরে বাসের সেই বিধান প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্ব বিনা ত্রিচীবরে বাসের যেই বিধান দিয়াছেন সজ্ব সেই বিধান প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। যেই আয়ুস্থান উচিৎ মনে করেন বিনা ত্রিচীবরে বাসের বিধান প্রত্যাখ্যান করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সজ্ব বিনা ত্রিচীবরে বাসের বিধান প্রত্যাখ্যান করিলেন। সজ্ব এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

২—হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে ‘সমানসংবাস’ সীমা পরিত্যাগ করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্ব যেই ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সজ্ব যদি উচিত মনে করেন তাহা হইলে সজ্ব সেই সীমা পরিত্যাগ করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্ব যেই ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নির্ণয় করিয়াছেন সজ্ব সেই সীমা পরিত্যাগ করিতেছেন। যেই আয়ুস্মান উচিত মনে করেন এই ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা পরিত্যাগ করা, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সজ্ব সেই ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা পরিত্যাগ করিলেন। সজ্ব এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

৩—হে ভিক্ষুগণ ! সীমা নির্ণীত এবং স্থাপিত হইবার পূর্বে যেই গ্রাম বা জনপদ আশ্রয় করিয়া (ভিক্ষু) বাস করে সেই গ্রামের যেই গ্রাম-সীমা অথবা সেই জনপদের যেই জনপদ-সীমা তাহাই সেখানে ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নামে অভিহিত। ভিক্ষুগণ ! গ্রামের বহির্ভূত অরণ্যের চতুর্দিকে ‘সত্তত্তুর’ স্থান ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নামে অভিহিত। হে ভিক্ষুগণ ! সমস্ত নদী অসীম, সমস্ত সমুদ্র অসীম এবং সমগ্র স্বাভাবিক সরোবর অসীম। ভিক্ষুগণ, নদী, সমুদ্র অথবা স্বাভাবিক সরোবরে দাঁড়াইয়া মাঝারি রকম ব্যক্তি চতুর্দিকে জল নিক্ষেপ করিলে জল পতিত স্থানের যেই অভ্যন্তর ভাগ তাহাই সেখানে ‘সমানসংবাস একুপোসথ’ সীমা নামে অভিহিত।

(৬) এক সীমাভ্যন্তরে অন্য সীমা নির্ণয় অবিধেয়

১—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু এক সীমাভ্যন্তরে অন্য সীমা নির্ণয় করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ ! বাহাদের সীমা প্রথম নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের সেই কার্য

১. অরণ্যের বেই স্থানে ভিক্ষু বাস করে তাহার বাসস্থানের চতুর্দিকে ১২৬ হাতের অভ্যন্তর ভাগ ‘সত্তত্তুর’ সীমা নামে কথিত হয়।—সম-পাসা।

২. যেমন অক্ষত্রীড়ক কাষ্টগোলক নিক্ষেপ করে এইরূপ জল বা বালুকা মাঝারি রকমের ব্যক্তি সামান্যাত্মকারী চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিলে যেখানে জল বা বালুকা পতিত হয় তাহার অভ্যন্তর ভাগ ‘উদক উৎক্ষেপ’ সীমা নামে কথিত হয়।—সম-পাসা।

ধর্ম্মানুকূল, নিখুঁত এবং যথোচিত। যাহাদের সীমা পরে নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের সেই কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইয়াছে এবং নিখুঁত ও যথোচিত হয় নাই।

“হে ভিক্ষুগণ! এক সীমান্তস্থরে অত্র সীমা নির্ণয় করিতে পারিবে না। যে নির্ণয় করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু এক সীমার সঙ্গে অত্র সীমা সংলগ্ন করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ! যাহাদের সীমা প্রথম নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের কার্য্য ধর্ম্মানুকূল, নিখুঁত এবং যথোচিত হইয়াছে। যাহাদের সীমা পরে নির্ণীত হইয়াছে তাহাদের সেই কার্য্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইয়াছে এবং নিখুঁত ও যথোচিত হয় নাই।

হে ভিক্ষুগণ! এক সীমার সঙ্গে অত্র সীমা সংলগ্ন করিতে পারিবে না, যে সংলগ্ন করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সীমা নির্ণয় করিবার সময় ব্যবধান রাখিয়া সীমা নির্ণয় করিবে।”

(৭) উপোষথের সংখ্যা

১—সেই সময়ে ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “উপোষথ কয়টি ?” তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ দুইটি,—চতুর্দশী ও পঞ্চদশী। ভিক্ষুগণ! উপোষথ এই দুইটি।”

২—অনন্তর ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “উপোষথ-কর্ম্ম কয় প্রকার ?” তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! উপোষথ-কর্ম্ম চারি প্রকার। যথা :—(১) সজ্জের একাংশের কৃত ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপোষথ-কর্ম্ম ; (২) সমগ্র সজ্জের কৃত ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপোষথ-কর্ম্ম ; (৩) সজ্জের একাংশের কৃত ধর্ম্মানুকূল উপোষথ-কর্ম্ম ; (৪) সমগ্র সজ্জের কৃত ধর্ম্মানুকূল উপোষথ-কর্ম্ম।”

হে ভিক্ষুগণ! তন্মধ্যে এই যে সজ্জের একাংশের ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপোষথ-কর্ম্ম, এইরূপ উপোষথ-কর্ম্ম করিতে পারিবে না, আমি এইরূপ উপোষথ-কর্ম্ম করিবার

১. যদি প্রথম প্রস্তত বিহারের সীমা অনির্ণীত থাকে তাহা হইলে সীমার উপচার (উপকর্ষ) রাখিতে হইবে। যদি সীমা নির্ণয় করা হয় তাহা হইলে অন্ততঃ এক হাত প্রমাণ স্থান সীমার উপকর্ষ রাখিতে হইবে।—মহ-পাসা।

অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই। এই যে সমগ্র সত্ত্বের ধর্মাবিরুদ্ধ উপোষথ-কর্ম, তাহা করিতে পারিবে না, আমি এইরূপ উপোষথ-কর্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই। এই যে সত্ত্বের ক্রিয়দংশের ধর্মামুকুল উপোষথ-কর্ম তাহা করিতে পারিবে না, আমি এইরূপ উপোষথ-কর্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই। এই যে সমগ্র সত্ত্বের ধর্মামুকুল উপোষথ-কর্ম তাহা করিবে, আমি এইরূপ উপোষথ-কর্ম করিবারই অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছি।

“হে ভিক্ষুগণ! তদ্ব্যতীত ‘ধর্মামুকুল সমগ্র সত্ত্বের উপোষথ-কর্মই করিব’ এইরূপ তোমাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে।”

প্রাতিমোক্শ আবৃত্তি এবং পূর্বকৃত্য

(১) আবৃত্তি-পদ্ধতি

অনন্তর ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি-পদ্ধতি কয় প্রকার ?” তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ! প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি-পদ্ধতি পাঁচ প্রকার। যথা :—(১) নিদান আবৃত্তি করিয়া অবশিষ্টাংশ সংক্ষেপে শ্রবণ করাইবে, ইহা প্রথম প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি-পদ্ধতি ; (২) নিদান আবৃত্তি করিয়া, চারি পারাজিক আবৃত্তি করিয়া অবশিষ্টাংশ সংক্ষেপে শ্রবণ করাইবে, ইহা দ্বিতীয় প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি-পদ্ধতি ; (৩) নিদান আবৃত্তি করিয়া, চারি পারাজিক আবৃত্তি করিয়া এবং ত্রয়োদশ সত্ত্বাদিশেষ আবৃত্তি করিয়া অবশিষ্টাংশ সংক্ষেপে শ্রবণ করাইবে, ইহা তৃতীয় প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি-পদ্ধতি ; (৪) নিদান, চারি পারাজিক, ত্রয়োদশ সত্ত্বাদিশেষ এবং দুই অনিয়ত আবৃত্তি করিয়া অবশিষ্টাংশ সংক্ষেপে শ্রবণ করাইবে, ইহা চতুর্থ প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি-পদ্ধতি ; (৫) সমগ্র প্রাতিমোক্শ আবৃত্তি করা। হে ভিক্ষুগণ! এইরূপে প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি-পদ্ধতি পাঁচ প্রকার।

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ‘ভগবান সংক্ষেপে প্রাতিমোক্শ আবৃত্তির অনুজ্ঞা দিয়াছেন’ এই ভাবিয়া সর্বদা সংক্ষেপে প্রাতিমোক্শ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সংক্ষেপে প্রাতিমোক্শ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

(২) ষিপদের সময় সজিকপ্ত আবৃত্তি

১—সেই সময়ে কোশল জনপদের একটি আবাসে উপোষথ-দিবসে শবরের (বস্ত্রলোকের) উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। এইজন্য ভিক্ষুগণ বিবৃতভাবে প্রাতিমোক্শ

আবৃত্তি করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কোন বিষ উপস্থিত হইলে সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ণ আবৃত্তি করিবে।”

২—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু কোন বিষ না থাকিলেও সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ণ আবৃত্তি করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! কোন বিষ উপস্থিত না হইলে সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ণ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বিষ উপস্থিত হইলে সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ণ আবৃত্তি করিবে। • বিষ এই :—(১) রাজার উপদ্রব, (২) চোরের উপদ্রব, (৩) অগ্নির ভয়, (৪) জলের ভয়, (৫) মনুষ্যের উপদ্রব, (৬) অমনুষ্যের উপদ্রব, (৭) হিংস্রজন্তুর উপদ্রব, (৮) সরীসৃপের উপদ্রব, (৯) জীবন-নাশের আশঙ্কা, এবং (১০) ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এইরূপ যে কোন আশঙ্কা থাকিলে সংক্ষেপে প্রাতিমোক্ণ আবৃত্তি করিবে এবং আশঙ্কা না থাকিলে বিস্তৃতভাবে আবৃত্তি করিবে।”

(৩) অযাচিতভাবে উপদেশ দান অবিধেয়

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় অযাচিতভাবে ধর্মোপদেশ দিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘসভায় অযাচিতভাবে ধর্মোপদেশ দিতে পারিবে না, যে দিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : হুবির ভিক্ষু স্বয়ং ধর্মোপদেশ প্রদান করিবে অথবা অপরের দ্বারা প্রদান করাইবে।”

(৪) অনির্বাচিতের ‘বিনয়’ জিজ্ঞাসা অবিধেয়

১—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু নির্বাচিত না হইয়া সঙ্ঘসভায় বিনয়সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! অনির্বাচিত ব্যক্তি সঙ্ঘসভায় বিনয় সংক্রান্ত প্রশ্ন করিতে পারিবে না, যে প্রশ্ন করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুক্তা করিতেছি : নির্বাচিত ব্যক্তিই সঙ্ঘসভায় বিনয় সঙ্ঘে প্রেরণ করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্বাচন করিবে। নিজেকে নিজে নির্বাচিত করিবে অথবা একজন অন্তর্জনকে নির্বাচিত করিবে। কিরূপে নিজেকে নির্বাচিত করিতে হয়? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘের এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—‘মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে আমি অমুকনামীয় আয়ুমানকে বিনয় সঙ্ঘে প্রেরণ করিব।’ এইভাবে নিজেকে নিজে নির্বাচিত করিবে। কিরূপে একজন অন্তর্জনকে নির্বাচন করিবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘের নিকট এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—‘মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে অমুকনামীয় ভিক্ষু অমুকনামীয় আয়ুমানকে বিনয় সঙ্ঘে প্রেরণ করিতে পারেন।’ এইভাবে একজন অন্তর্জনকে নির্বাচিত করিবে।

২—সেই সময়ে নির্বাচিত স্তম্ভীল ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় বিনয় সঙ্ঘে প্রেরণ করিতেছিলেন তাহাতে বড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত পাইল, অসন্তোষ লাভ করিল। এইজন্য তাহার হত্যার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুক্তা করিতেছি : নির্বাচিত ভিক্ষুও সঙ্ঘসভায় পারিষদের অবস্থা বুঝিয়া এবং লোক যাচাই করিয়া বিনয় সঙ্ঘে প্রেরণ করিবে।”

৩—সেই সময়ে বড়বর্গীয় ভিক্ষু নির্বাচিত না হইয়া সঙ্ঘসভায় বিনয় সঙ্ঘীয় প্রয়োত্তর দিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! নির্বাচিত না হইয়া সঙ্ঘসভায় বিনয় সঙ্ঘে প্রয়োত্তর দিতে পারিবে না, যে উত্তর দিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুক্তা করিতেছি : নির্বাচিত হইয়া সঙ্ঘসভায় বিনয় সঙ্ঘে প্রয়োত্তর প্রদান করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্বাচন করিবে : নিজেকে নিজে নির্বাচিত করিবে অথবা অন্ত অন্তকে নির্বাচিত করিবে। কিরূপে নিজেকে নিজে নির্বাচিত করিবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—‘মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ যদি উচিত মনে করেন তাহা হইলে আমি অমুক কর্তৃক বিনয় সঙ্ঘে প্রেরণ করিয়াসিত হইলে উত্তর প্রদান করিতে পারি।’ এইভাবে নিজেকে নিজে নির্বাচিত করিবে। কিরূপে একজন অন্তর্জনকে নির্বাচিত করিবে? দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—‘মাননীয়

সম্ভব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সম্ভব যদি উচিত মনে করেন তাহা হইলে অমুক আয়ুগ্মান অমুক আয়ুগ্মান কর্তৃক বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর প্রদান করিতে পারেন।' এইভাবে একজন অগ্রজকে নির্বাচিত করিবে।

৪—সেই সময়ে সুশীল ভিক্ষুগণ নির্বাচিত হইয়া সম্ভবসভায় বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর দিতেছিলেন তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত এবং পীড়া বোধ করিল। এইজন্য তাহারা হত্যার ভয় প্রদর্শন করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নির্বাচিত ভিক্ষুকেও পারিষদ এবং লোকের অবস্থা যাচাই করিয়া বিনয় সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।”

(৫) অবকাশ করাইয়া দোষারোপ করা

১—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অবকাশ না করাইয়া অগ্র ভিক্ষুর উপর দোষারোপ করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অবকাশ না করাইয়া কোন ভিক্ষুর উপর দোষারোপ করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘আয়ুগ্মান অবকাশ করুন, আমি আপনাকে কিছু বলিতে চাই’ এই বলিয়া অবকাশ করাইয়া দোষারোপ করিবে।”

২—সেই সময়ে সুশীল ভিক্ষু অবকাশ করাইয়া ষড়বর্গীয় ভিক্ষুর দোষারোপ করিতেছিলেন তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত এবং পীড়া পাইতে লাগিল। এইজন্য তাহারা হত্যার ভয় প্রদর্শন করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অবকাশ করা হইলেও লোকের অবস্থা বুঝিয়া দোষারোপ করিবে।”

৩—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু ‘সুশীল ভিক্ষুগণ পূর্বেই আমাদের অবকাশ করাইতেছেন’ এই ভাবিয়া তাহারাই অকারণে প্রথম নিরপরাধ ও পরিপূর্ণ ভিক্ষুগণের অবকাশ করাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অকারণে নিরপরাধ পরিপূর্ণ ভিক্ষুগণের অবকাশ করাইতে পারিবে না, যে করাইবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : লোক যাচাই করিয়া অবকাশ করাইবে।”

(৬) নিয়মবিরুদ্ধ কার্যে বাধা দান

১—সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় নীতিবিরুদ্ধ কার্য করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সঙ্ঘসভায় নীতিবিরুদ্ধ কার্য করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

তথাপি তাহারা নীতিবিরুদ্ধ কার্যই করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নীতিবিরুদ্ধ কার্য করিলে বাধাদান করিবে।”

২—সেই সময়ে সুশীল ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষু নীতিবিরুদ্ধ কার্য করিবার সময় বাধা দিতে লাগিলেন। তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত এবং অসন্তোষ প্রাপ্ত হইল। এইজন্ত তাহারা হত্যার ভয় দেখাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্বীয় অভিমতও প্রকাশ করিবে।”

ভিক্ষুগণ ষড়বর্গীয় ভিক্ষুর নিকট অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু মনে আঘাত এবং পীড়া লাভ করিল। এইজন্ত তাহারা হত্যার ভয় দেখাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চারি কিংবা পাঁচজনে মিলিয়া বাধা দিবে, ছই কিংবা তিনজনে অভিমত প্রকাশ করিবে এবং একজনে ‘ইহা আমি উচিত বোধ করি না’ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিবে।”

(৭) মনোযোগ সহকারে প্রাতিমোক-আবৃত্তি

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় প্রাতিমোক আবৃত্তি করিবার সময় ইচ্ছা পূর্বক শ্রবণ করাইত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! প্রাতিমোক আবৃত্তিকারী ইচ্ছাপূর্বক শ্রবণ না করাইতে পারিবে না, যে না করাইবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

(৮) প্রাতিমোক আবৃত্তিতে স্বর সম্বন্ধীয় নিয়ম

সেই সময়ে কাকের স্তায় স্বরবিশিষ্ট আয়ুমান উদায়ি সম্ভের প্রাতিমোক আবৃত্তিকারী ছিলেন। আয়ুমান উদায়ির মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা

দিয়াছেন : 'প্রাতিমোক্ আবৃত্তিকারী (প্রাতিমোক্ উচ্চৈঃস্বরে) শ্রবণ করাইবে' কিন্তু আমার কর্তৃস্বর কাকের শ্রায় । এখন আমার কি করিতে হইবে ?" ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রাতিমোক্ আবৃত্তিকারী 'কিরূপে শ্রবণ করাইব' এই বিষয়ে উত্তম করিবে । উচ্চৈঃস্বরে অপরাধ হইবে না ।”

(৯) কোথায় এবং কখন প্রাতিমোক্ আবৃত্তি নিষিদ্ধ ?

১—সেই সময়ে দেবদত্ত গৃহীসহ উপবিষ্ট ভিক্ষু-পরিষদে প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করিতেছিলেন । ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! গৃহীসহ উপবিষ্ট ভিক্ষু-পরিষদে প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'ছকট' অপরাধ হইবে ।”

২—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু সঙ্ঘসভায় অবাচিতভাবে প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করিতেছিল । ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অবাচিতভাবে সঙ্ঘসভায় প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'ছকট' অপরাধ হইবে ।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রাতিমোক্ আবৃত্তি স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ স্থবিরের কর্তৃত্বাধীন ।”

। অন্তর্গতিক ভণিতা সমাপ্ত ।

[স্থান :—চোদনাবাস]

(১০) কি জাতীয় ভিক্ষু প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করিবে ?

অনন্তর ভগবান রাজগৃহে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া চোদনাবাসে অভিমুখে যাত্রা করিলেন । তিনি ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া চোদনাবাসে গমন করিলেন ।

১—সেই সময়ে একটি আবাসে বহুসংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন । সেইস্থানে অবস্থিত স্থবির ভিক্ষু অজ্ঞ এবং অদক্ষ ছিলেন । তিনি জানিতেন না উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ষ এবং প্রাতিমোক্ অথবা প্রাতিমোক্-আবৃত্তি কাহাকে বলে । সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভূত হইল : 'ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : প্রাতিমোক্ (আবৃত্তি) স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ স্থবিরের কর্তৃত্বাধীন ; কিন্তু আমাদের এই স্থবির অজ্ঞ এবং অদক্ষ । তিনি জানেন না উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ষ এবং প্রাতিমোক্ অথবা প্রাতিমোক্-আবৃত্তি কাহাকে বলে । এখন আমাদের কিরূপে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে ?' তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তথায় যেই ভিক্ষু দক্ষ এবং সমর্থ প্রাতিমোক্ (আবৃত্তি) তাহারই অধীন।”

২—সেই সময়ে একটি আবাসে উপোষথ দিবসে অনেক অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিল। তাহারা জানিত না উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ম এবং প্রাতিমোক্ অথবা প্রাতিমোক্-আবৃত্তি কাহাকে বলে। তাহারা স্থবিবকে নিবেদন করিল, ‘মাননীয় স্থবির! প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করুন।’ স্থবির কহিলেন, ‘বন্ধুগণ! প্রাতিমোক্ আমার মুখস্থ নাই।’ তাহারা দ্বিতীয় স্থবিরকে নিবেদন করিল, ‘মাননীয় স্থবির! প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করুন।’ তিনি কহিলেন, ‘বন্ধুগণ! প্রাতিমোক্ আমার কণ্ঠস্থ নাই।’ তাহারা তৃতীয় স্থবিবকে নিবেদন করিল, ‘মাননীয় স্থবির! প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করুন।’ তিনিও কহিলেন, ‘বন্ধুগণ! প্রাতিমোক্ আমার কণ্ঠস্থ নাই।’ এই নিয়মে ক্রমান্বয়ে যে সঙ্ঘের মধ্যে সর্ককনিষ্ঠ ছিল তাহারা তাহাকে বলিল, ‘আয়ুয়ান প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করুন।’ সেও কহিল, ‘প্রভো! আমাব কণ্ঠস্থ নাই।’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন একটি আবাসে উপোষথ দিবসে অনেক অজ্ঞ এবং অদক্ষ ভিক্ষু অবস্থান কবে। তাহারা জানে না যে উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ম এবং প্রাতিমোক্ অথবা প্রাতিমোক্ আবৃত্তি কাহাকে বলে। তাহারা স্থবিরকে নিবেদন করে, ‘মাননীয় স্থবির! প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করুন।’ সে বলে, ‘বন্ধুগণ! প্রাতিমোক্ আমার কণ্ঠস্থ নাই।’ তাহারা দ্বিতীয় স্থবিবকেও নিবেদন করে, ‘মাননীয় স্থবির! প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করুন।’ সেও বলে, ‘বন্ধুগণ! আমার কণ্ঠস্থ নাই।’ তাহারা তৃতীয় স্থবিরকেও নিবেদন করে, ‘মাননীয় স্থবিব! প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করুন।’ সেও বলে, ‘বন্ধুগণ! প্রাতিমোক্ আমার কণ্ঠস্থ নাই।’ এইভাবে তাহারা সঙ্ঘের মধ্যে যে সর্ককনিষ্ঠ তাহাকে বলে, ‘আয়ুয়ান প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করুন।’ সেও বলে, ‘প্রভো! প্রাতিমোক্ আমার কণ্ঠস্থ নাই।’ হে ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সেই ভিক্ষুগণ সত্ত্ব প্রত্যাবর্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে চতুর্দিকে অবস্থিত যে কোন আবাসে এই বলিয়া পাঠাইবে : “বন্ধো! আপনি যে কোন আবাসে যাইয়া সঙ্ক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ কণ্ঠস্থ করিয়া আসুন।”

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “কাহাকে প্রেরণ করিতে হইবে?” তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্থবির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ করিবে।”

৩—স্থবিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু গমন করিল না। তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! স্ববিদের আদেশে স্তম্ভ নুতন ভিক্ষু না যাইতে পারিবে না, যে যাইবে না তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

[স্থান :—রাজগৃহ]

(১১) সময় এবং গণনা শিক্ষা করা

১—ভগবান চোদনাবাস্ততে যথাক্রটি অবস্থান করিয়া পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই সময়ে জনসাধারণ ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণের সময় জিজ্ঞাসা করিল : “প্রভো ! আজ পক্ষের কোন্ তিথি ?” ভিক্ষুগণ কহিলেন : “বন্ধুগণ ! আমরা তাহা জানি না।” জনসাধারণ এই বলিয়া আন্দোলন নিন্দা এবং প্রকাশ্যে হুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : “যেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ পক্ষ গণনা মাত্রও জানে না, তাহারা আবার অশ্রু ভাল বিষয় কি জানিবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পক্ষ গণনা শিক্ষা করিবে।”

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “পক্ষ গণনা কাহাকে শিখিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সকলকেই পক্ষ গণনা শিখিতে হইবে।”

২—সেই সময়ে জনসাধারণ ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণের সময় জিজ্ঞাসা করিল : “প্রভো ! বিহারে ভিক্ষু কয়জন আছেন ?” ভিক্ষুগণ কহিলেন : “বন্ধুগণ ! আমরা তাহা জানি না।” জনসাধারণ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে হুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : “যেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একজন অন্ত্রজনকে চিনে না, তাহারা আবার কি ভাল বিষয় জানিতে পারিবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ভিক্ষুদিগকে গণনা শিক্ষা করিতে হইবে।”

৩—ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “কখন বিহারে অবস্থিত ভিক্ষুদিগকে গণিতে হইবে ?” তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপস্থিত উপোষথ দিবসে নামোন্মেষ করিয়া অথবা শলাকা বণ্টন করিয়া গণিবে।”

(১২) পূর্বেই উপোষথের সময় জ্ঞাপন

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ‘অশ্রু উপোষথ’ এই বিষয় না জানিয়া দুঃখভী প্রায়ে ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণ করিতেন। তাহারা প্রাতিমোক আবৃত্তি হইতেছে এমন

সময়ও আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং প্রাতিমোক আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময়ও আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘অষ্ট উপোষথ-দিবস’ এই কথা পূর্বে জানাইতে হইবে।”

২—ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “কাহাকে বলিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্ববির ভিক্ষু কর্তৃক প্রত্যুষে সকলকে বলিতে হইবে।”

৩—সেই সময়ে জনৈক স্থবিরের প্রত্যুষে স্মরণ হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ভোজনের সময় জ্ঞাপন করিবে।”

৪—ভোজনের সময়ও স্মরণ হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যখন স্মরণ হয় তখন বলিবে।”

(১৩) উপোষথাগার সম্মার্জ্জনাদি কর্তব্য কর্ম

১—(ক) সেই সময়ে একটি আবাসে উপোষথাগার অপরিচ্ছন্ন ছিল। অভ্যাগত ভিক্ষুগণ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে আলোচনা করিতে লাগিলেন : “কেন আবাসস্থ ভিক্ষুগণ উপোষথাগার ঝাঁট দেন না ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোষথাগার ঝাঁট দিবে।”

(খ) অতঃপর ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “কে উপোষথাগার ঝাঁট দিবে ?” তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্ববির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ দিবে।”

(গ) স্ববিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু ঝাঁট দিল না। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! স্ববিরের আদেশে স্বস্থ নূতন ভিক্ষু ঝাঁট না দিতে পারিবে না, যে দিবে না তাহার ‘ছট’ অপরাধ হইবে।”

২—(ক) সেই সময়ে উপোষথাগারে আসন প্রস্তুত থাকিত না। ভিক্ষুগণ

ভূমিতে উপবেশন করিতেন, তাহাতে ভিক্ষুগণের গাত্র এবং চীবর পাংশুলিপ্ত হইয়া যাইত। তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোষথাগারে আসন প্রস্তুত রাখিবে।”

(খ) ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “উপোষথাগারে কাহাকে আসন প্রস্তুত রাখিতে হইবে?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্ববির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ করিবে।”

(গ) স্ববিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু আসন প্রস্তুত রাখিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন —)

“হে ভিক্ষুগণ! স্ববিরের আদেশে স্তম্ভ নূতন ভিক্ষু আসন প্রস্তুত না রাখিতে পারিবে না, যে প্রস্তুত রাখিবে না তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

৩—(ক) সেই সময়ে উপোষথাগারে প্রদীপ থাকিত না। ভিক্ষুগণ অন্ধকারে অস্ত্রের দেহ এবং চীবর মাড়াইতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোষথাগারে প্রদীপ জালিবে।”

(খ) ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “কে উপোষথাগারে প্রদীপ জালিবে?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্ববির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ করিবে।”

(গ) স্ববিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু প্রদীপ জালিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! স্ববিরের আদেশে স্তম্ভ নূতন ভিক্ষু প্রদীপ না জালিতে পারিবে না, যে জালিবে না তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

৪—(ক) সেই সময়ে একটি আবাসে আবাসবাসী ভিক্ষুগণ পানীয় কিংবা পরিভোগ্য জল রাখিত না। অভ্যাগত ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : “কেন আবাসবাসী ভিক্ষুগণ পানীয় জলও রাখিতেছেন না, পরিভোগ্য জলও রাখিতেছেন না?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পানীয় এবং পরিভোগ্য জল রাখিবে।”

(খ) ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “কে পানীয় এবং পরিভোগ্য জল রাখিবে?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্ববির ভিক্ষু নূতন ভিক্ষুকে আদেশ প্রদান করিবে !”

(গ) স্ববিরের আদেশে নূতন ভিক্ষু (জল) রাখিল না। তাহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! স্ববিরের আদেশে স্নান নূতন ভিক্ষু জল না রাখিতে পারিবে না, যে রাখিবে না তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

অসাধারণা বহ্যায় উপোষথ

(১) দীর্ঘ পর্যটনের অনুমতি গ্রহণ

সেই সময়ে অনেক অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষু দীর্ঘ পর্যটনের জন্ত আচার্য্য-উপাধ্যায়ের অনুমতি লইত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ! দীর্ঘ পর্যটনেচ্ছুক অনেক অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষু আচার্য্য, উপাধ্যায়ের নিকট দীর্ঘ পর্যটনের জন্ত অনুমতি লইতেছে না। ভিক্ষুগণ! তাহাদিগকে আচার্য্য উপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসা করিতে হইবে : ‘কোথায় যাইবে?’ ‘কাহার সঙ্গে যাইবে?’ ভিক্ষুগণ! যদি সেই অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুগণ অল্প অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুদিগকে সঙ্গী বলিয়া দেখাইয়া দেয় তাহা হইলে আচার্য্য, উপাধ্যায় অনুমতি দিতে পারিবে না, যদি অনুমতি প্রদান করে তাহা হইলে তাহাদের ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। সেই অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুগণ যদি আচার্য্য-উপাধ্যায়ের বিনানুমতিতে গমন করে তাহা হইলে তাহাদেরও ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

(২) প্রাতিমোক্ষে অনভিজ্ঞ ভিক্ষু আবাসে বাস করিতে পারিবে না

(ক) হে ভিক্ষুগণ! কোন আবাসে অনেক অজ্ঞ ও অদক্ষ ভিক্ষুগণ বাস করে। তাহারা জানে না উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ক, প্রাতিমোক্ষ অথবা প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি কাহাকে বলে। তথায় যদি অল্প একজন বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ (বুদ্ধোপদেশে অভিজ্ঞ), ধর্ম্মধর (বুদ্ধোপদিষ্ট সূত্রে অভিজ্ঞ), বিনয়ধর (ভিক্ষু-নিয়মে অভিজ্ঞ), মাতৃকাধর (সূত্রে উপদিষ্ট দর্শন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ), পণ্ডিত, নিপুণ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচশীল ও শিথিল ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুগণের এই ভিক্ষুর উপকার করিতে হইবে, তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহার সহিত মধুর আলাপ করিতে হইবে, ঘানচূর্ণ, মৃত্তিকা, দস্তকাঠ এবং সুখোদক দানে পরিচর্যা করিতে হইবে। যদি তাহার উপকার না করে, তাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন না

করে, তাহার সহিত মিষ্টালাপ না করে, এবং তাহাকে মানচূর্ণ, মৃত্তিকা, দস্তকাঠ ও মুখোদক দানে পরিচর্যা না করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! কোন আবাসে উপোষথ দিবসে অনেক অঙ্গ এবং অদক্ষ ভিক্ষুগণ বাস করে। তাহারা জানে না উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ম, প্রাতিমোক্ক-অথবা প্রাতিমোক্ক-আবৃত্তি কাহাকে বলে। হে ভিক্ষুগণ! তাহাদিগকে সত্ত্ব প্রত্যাবর্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে 'বন্ধো! আপনি যান, সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ক কর্তৃস্থ করিয়া 'আম্বুন' এই বলিয়া চতুর্দিকের কোনও এক আবাসে প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই সমগ্র ভিক্ষুদিগকেই যেখানে জানে উপোষথ বা উপোষথ কর্ম, প্রাতিমোক্ক অথবা প্রাতিমোক্ক-আবৃত্তি সেরূপ আবাসে বাইতে হইবে। যদি গমন না করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! কোন আবাসে অনেক অঙ্গ এবং অদক্ষ ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস করে। তাহারা জানে না উপোষথ অথবা উপোষথ-কর্ম, প্রাতিমোক্ক অথবা প্রাতিমোক্ক-আবৃত্তি কাহাকে বলে। ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুদিগকে সত্ত্ব প্রত্যাবর্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে 'বন্ধো! আপনি যান, সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ক কর্তৃস্থ করিয়া 'আম্বুন' এই বলিয়া চতুর্দিকের কোনও এক আবাসে প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে একজন ভিক্ষুকে 'বন্ধো! আপনি যান, সংক্ষেপে অথবা বিস্তৃতভাবে প্রাতিমোক্ক কর্তৃস্থ করিয়া 'আম্বুন' এই বলিয়া সপ্তাহের জন্ত অন্তত প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুগণ সেই আবাসে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যদি বর্ষাবাস করে তাহা হইলে তাহাদের 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(৩) উপোষথ কিংবা সঙ্ঘ-কর্ম্মে অনুপস্থিত ভিক্ষুর কর্তব্য

১—ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! সমবেত হও, সঙ্ঘ উপোষথ করিবে।” ভগবান এইরূপ বলিলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন : “প্রভো! একজন ভিক্ষু পীড়িত হইয়াছেন, তিনি আসিতে পারেন নাই।” (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুজ্জা করিতেছি : রুগ ভিক্ষুকে পরিণতি প্রদান করিতে হইবে।”

হে ভিক্ষুগণ! এই ভাবে পরিণতি দিতে হইবে; সেই রুগ ভিক্ষুকে একজন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, দেহের একাংশ উত্তরাসন (উত্তরীর) দ্বারা আবৃত

করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া, কুতাজলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে : 'আমার পরিশুদ্ধি দিতেছি (জ্ঞাপন কবিতেছি), আমাব পবিশুদ্ধি লইয়া গমন করুন এবং আমার পবিশুদ্ধি [সজ্বকে] জ্ঞাপন করুন।' এই ভাবে ইসারায জ্ঞাপন কবিলে, বাক্যে জ্ঞাপন করিলে কিংবা ইসাবা ও বাক্যে জ্ঞাপন করিলে পবিশুদ্ধি প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইসাবায জ্ঞাপন না করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন না কবিলে কিংবা ইসাবা ও বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে পবিশুদ্ধি প্রদত্ত হয় না। যদি একপ পাবা যায় তাহা হইলে ভাল, যদি পাবা না যায় তাহা হইলে সেই কথ ভিক্ষুকে মধ্যে অথবা চৌকিতে করিয়া সজ্ব সভাখ আনিয়া উপোষথ কবিতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ। যদি বোগী পবিচারক ভিক্ষুগণেব মনে এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'আমরা এই ভিক্ষুকে স্থানচ্যুত কবিলে তাঁহাব বোগ বৃদ্ধি পাইতে কিংবা মৃত্যু হইতে পাবে', তাহা হইলে বোগীকে স্থানচ্যুত কবিবে না, সজ্বকে সেই স্থানে (বোগীব বাসস্থানে) যাঠিয়া উপোষথ করিতে হইবে ; কিন্তু কোন অবস্থাতেই সজ্জিব একাংশ পৃথকভাবে (বগুগেন) উপোষথ করিতে পারিবে না, যদি কবে 'দুর্কট' অপবাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ। পবিশুদ্ধি বাহক (ভাবক) যদি পবিশুদ্ধি প্রদানেব পব সেই স্থান হইতে অন্ত্র প্রস্থান কবে তাহা হইলে অন্ত্রকে (পুনবায়) পবিশুদ্ধি দিতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ। যদি পবিশুদ্ধি বাহক পবিশুদ্ধি প্রদানেব পর সেই স্থানেই ভিক্ষু পরিত্যাগ কবে, কালগত হয়, শ্রামণেব হইবা যাব, ভিক্ষু-শিক্ষা প্রত্যখ্যাতক হইবা যাব, অস্তিমবস্ত (পাবাজিক অপরাধ) প্রাপ্ত হয়, উন্মাদ হইবা যাব, বিক্ষিপ্ত চিত্ত হইবা যাব, বেদনার্ত হইবা যাব, অপবাধ স্বীকার না কবাব উৎক্ষিপ্ত হইবা যাব, অপবাধেব প্রতিকাব না কবাব উৎক্ষিপ্ত হইবা যাব, মিথ্যাধারণা পবিত্যাগ না কবায় উৎক্ষিপ্ত হইবা যাব, পণ্ডক (ক্লীব) হইয়া যাব, স্তেযসংবাসক হইবা যাব, তীর্থিকপ্রস্থানক হইয়া যাব, মানবেতরজীব হইয়া যাব, মাতৃহস্তা হইয়া যাব, পিতৃহস্তা হইবা যাব, অর্হৎহস্তা হইবা যাব, ভিক্ষুগীদুবক হইয়া যাব, সজ্বভেদক হইয়া যাব, বস্তোৎপাদক হইয়া যাব, উভয় লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া যাব তাহা হইলে পুনবায় অন্ত্রকে পবিশুদ্ধি প্রদান কবিতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ ! পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানেব পব রাস্তাব মধ্যে প্রস্থান করে তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি অনাহত হইয়া থাকে।

হে ভিক্ষুগণ ! পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানেব পব সজ্ব সান্নিধ্য লাভ করিয়া প্রস্থান করে তাহা হইলে পরিশুদ্ধি আহত হইয়া থাকে।

হে ভিক্ষুগণ ! পরিশুদ্ধি বাহক যদি পবিশুদ্ধি প্রদানের পর সজ্ব সান্নিধ্য লাভ করিয়া ভিক্ষু পরিত্যাগ করে... উভয় লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া যাব তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি আহত হইয়া থাকে।

হে ভিক্ষুগণ ! পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সজ্ব সান্নিধ্য লাভ করিয়া নিজা বশত না জানায়, অপরাধী হইয়া না জানায় তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি আহত হইয়া থাকে। তজ্জন্ত পরিশুদ্ধি বাহকের অপরাধ হয় না।

হে ভিক্ষুগণ ! পরিশুদ্ধি বাহক যদি পরিশুদ্ধি প্রদানের পর সজ্ব সান্নিধ্য লাভ করিয়া ইচ্ছা পূর্বক না জানায় তাহা হইলেও পরিশুদ্ধি আহত হইয়া থাকে, কিন্তু পরিশুদ্ধি বাহকের 'ছকট' অপরাধ হয়।

২—ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! সমবেত হও, সজ্ব কর্ম (বিবাদ নিষ্পত্তি ইত্যাদি) করিবে।” ভগবান এইরূপ বলিলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন : “প্রভো ! জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হইয়াছেন, তিনি আসিতে পারেন নাই।” ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পীড়িত ভিক্ষুকে ছন্দ (স্বীয় অভিমত) জ্ঞাপন করিতে হইবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে ছন্দ দিতে হইবে : সেই পীড়িত ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, দেহের একাংশ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া, পদাঙ্গে ভর দিয়া বসিয়া, কৃতাজলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে : “আমি ছন্দ দিতেছি, আমার ছন্দ লইয়া গমন করুন, আমার ছন্দ (সজ্বকে) জ্ঞাপন করুন।” এইরূপ ইসারায় জ্ঞাপন করে, বাক্যে জ্ঞাপন করে, ইসারা ও বাক্যে জ্ঞাপন করে, ছন্দ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ইসারায় জ্ঞাপন না করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে, কিংবা ইসারায়ও বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে ছন্দ প্রদত্ত হয় না। এরূপে যদি পারা যায় তবে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই পীড়িত ভিক্ষুকে মঞ্চ অথবা চৌকিতে করিয়া সজ্ব সভায় আনিয়া কর্ম (বিবাদ নিষ্পত্তি আদি) করিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ পরিশুদ্ধি প্রদান সদৃশ।]

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উপোষথ দিবসে পরিশুদ্ধি দিবার সময় 'সজ্জের করণীয় আছে' এই ভাবিয়া ছন্দও (অভিমত) প্রদান করিবে।”

৩—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুকে উপোষথ দিবসে তাঁহার জ্ঞাতিগণ আবদ্ধ করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ ! যদি উপোষথ দিবসে কোন ভিক্ষুকে তাহার জ্ঞাতিগণ আবদ্ধ করে তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিদিগকে ভিক্ষুগণের এরূপ বলিতে হইবে : “আয়ুমানগণ ! আপনারা এই ভিক্ষুকে মুহূর্তের জন্ত মুক্তিদান করুন যাবত এই ভিক্ষু উপোষথ করেন।” এই ভাবে মুক্ত করিতে পারিলে ভাল, যদি মুক্ত করিতে পারা না যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে ভিক্ষুগণের এইরূপ কহিতে হইবে : “আয়ুমানগণ ! আপনারা মুহূর্তের জন্ত একান্তে অপমৃত হউন যাবত এই ভিক্ষু পরিশুদ্ধি প্রদান করেন।” এরূপ

পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে ভিক্ষুগণের এইরূপ বলিতে হইবে : “আয়ুমানগণ ! আপনারা এই ভিক্ষুকে মুহূর্তের জন্ত সীমার বাহিরে লইয়া গমন করুন যাবত সজ্ব উপোষথ করেন।” একরূপে পারা গেলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে কোন প্রকারেই সজ্জের একাংশ উপোষথ করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে ‘দ্রুট’ অপরাধ হইবে।”

৪—হে ভিক্ষুগণ ! যদি উপোষথ দিবসে কোন ভিক্ষুকে রাজা, ৫—চোর, ৬—খুঁট, ৭—ভিক্ষুশত্রু আবদ্ধ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে ভিক্ষুগণের একরূপ বলিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ জ্ঞাতির দ্বারা আবদ্ধ হওয়া সদৃশ।]

(৪) উন্নাদের জন্ম সজ্জের অনুমোদন

ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! সমবেত হও, সজ্জের করণীয় আছে।” ভগবান একরূপ বলিলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন :— “প্রভো ! গর্গ নামে জনৈক উন্নাদ ভিক্ষু আছে, সে আসে নাই।” (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ ! উন্নাদ দ্বিবিধ। যথা :—(১) এমন উন্নাদ ভিক্ষু আছে যে সময়ে উপোষথ স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না, সজ্জকর্মে সময়ে স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না ; এমনও আছে মোটেই স্মরণ করে না ; (২) এমন উন্নাদ ভিক্ষু আছে যে সময়ে উপোষথে আসে, সময়ে উপোষথে আসে না, সময়ে সজ্জকর্মে আসে, সময়ে সজ্জকর্মে আসে না ; এমনও আছে মোটেই আসে না।

হে ভিক্ষুগণ ! তন্মধ্যে যেই উন্নাদ ভিক্ষু উপোষথ সময়ে স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না, সজ্জকর্ম সময়ে স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না, সময়ে উপোষথে আসে, সময়ে আসে না, সজ্জকর্মে সময়ে আসে, সময়ে আসে না, হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : একরূপ উন্নাদ ভিক্ষুকে উন্নাদ সন্নতি (উন্নাদ বলিয়া অনুমোদন) প্রদান করিবে।

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে অনুমোদন করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্জকে একরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞাপ্তি—মাননীয় সজ্জ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। গর্গ নামক ভিক্ষু উন্নাদ হইয়াছে, সে সময়ে উপোষথ স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না ; সজ্জকর্ম সময়ে স্মরণ করে, সময়ে স্মরণ করে না ; উপোষথে সময়ে আসে, সময়ে আসে না ; সজ্জকর্মে সময়ে আসে, সময়ে আসে না। যদি সজ্জ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সজ্জ উন্নাদ গর্গ ভিক্ষুকে উন্নাদ বলিয়া সন্নতি দান (অনুমোদন) করিতে পারেন। গর্গ ভিক্ষু

উপোষথ স্বরণ করুক বা না করুক, সজ্বকর্মে স্বরণ করুক বা না করুক, উপোষথে আসুক বা না আসুক, সজ্বকর্মে আসুক বা না আসুক, সজ্ব গর্গ ভিক্ষুর সঙ্গে অথবা তাহাকে বাদ দিয়া উপোষথ করিতে পারেন, সজ্বকর্ম করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। গর্গ নামক ভিক্ষু উন্মাদ হইয়াছে, সে সময়ে উপোষথ স্বরণ করে, আবার সময়ে স্বরণ করে না ; সজ্বকর্ম সময়ে স্বরণ করে, আবার সময়ে স্বরণ করে না ; উপোষথে সময়ে উপস্থিত হয়, আবার সময়ে উপস্থিত হয় না, সজ্বকর্মে সময়ে উপস্থিত হয়, আবার সময়ে উপস্থিত হয় না। সজ্ব উন্মাদ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ সম্মতি দান (উন্মাদ বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন) করিতেছেন। গর্গ ভিক্ষু সময়ে উপোষথ স্বরণ করুক বা না করুক, সজ্বকর্ম সময়ে স্বরণ করুক বা না করুক, উপোষথে সময়ে আসুক বা না আসুক, সজ্বকর্মে সময়ে আসুক বা না আসুক, সজ্ব গর্গ ভিক্ষুর সঙ্গে অথবা গর্গ ভিক্ষুকে বাদ দিয়া উপোষথ করিবেন, সজ্বকর্ম করিবেন। যেই আশুমান উচিত মনে করেন উন্মাদ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ সম্মতি দান, [গর্গ ভিক্ষু উপোষথ স্বরণ করুক বা না করুক, সজ্বকর্ম স্বরণ করুক বা না করুক, উপোষথে আসুক বা না আসুক, সজ্বকর্মে আসুক বা না আসুক সজ্ব গর্গের সঙ্গে বা গর্গকে ব্যতীত উপোষথ করিবেন, সজ্ব কর্ম করিবেন,] তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—সজ্ব উন্মাদ গর্গ ভিক্ষুকে উন্মাদ সম্মতি দান করিগেন। গর্গ ভিক্ষু উপোষথ সময়ে স্বরণ করুক বা না করুক, সজ্বকর্ম সময়ে স্বরণ করুক বা না করুক, উপোষথে সময়ে আসুক বা না আসুক, সজ্বকর্মে সময়ে আসুক বা না আসুক, সজ্ব গর্গের সঙ্গে বা গর্গকে বাদ দিয়া উপোষথ করিবেন, সজ্বকর্ম করিবেন। সজ্ব [এই প্রস্তাব] উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৫) সূত্রোদ্দেশোপোষথ

সেই সময়ে একটি আবাসে উপোষথ দিবসে চারিজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যাধি দিয়াছেন : ‘উপোষথ করিতে হইবে।’ অথচ আমরা চারিজন মাত্র, আমাদেরকে কিরূপ উপোষথ করিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুজ্ঞা করিতেছি : চারিজনকে প্রাতিমোক আযুক্তি করিতে হইবে।”

(৬) পরিশুদ্ধি-উপোষথ

১—সেই সময়ে এক আবাসে উপোষথ-দিবসে তিনজন ভিক্ষু অবস্থান করিতে-
ছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ‘চারিজনকে
প্রাতিমোক্ আবৃত্তি করিতে অনুজ্ঞা’ দিয়াছেন অথচ আমরা তিনজন মাত্র, অতএব
আমাদিগকে কিরূপ উপোষথ করিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়
জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা কবিত্তেছি : তিনজনকে পরস্পর পরিশুদ্ধি-উপোষথ
করিতে হইবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এই ভাবে পরিশুদ্ধি-উপোষথ করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু
উপস্থিত ভিক্ষুদিগকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন কবিবে :—

জ্ঞপ্তি—আয়ুমানগণ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অথ পঞ্চদশী^১ উপোষথ,
যদি আয়ুমানগণ উচিত মনে করেন তাহা হইলে আমরা পরস্পর পরিশুদ্ধি-উপোষথ
করিব।

স্ববির ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংস আবৃত্ত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া
বসিয়া এবং কৃতাজলি হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলিবে : “বন্ধুগণ ! আমি পরিশুদ্ধ
আছি, আপনারা আমাকে পরিশুদ্ধ বলিয়া ধাবণা করুন।” [এইরূপ তিনবার বলিবে।]
(অনন্তর) কনিষ্ঠ ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংস আবৃত্ত করিয়া, পদাগ্রে ভর
দিয়া বসিয়া এবং কৃতাজলি হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে এইরূপ বলিবে : “আয়ুমানগণ !
আমি পরিশুদ্ধ আছি, আপনারা আমাকে পরিশুদ্ধ বলিয়া ধাবণা করুন।” [এইরূপ
তিনবার বলিবে।]

২—সেই সময়ে এক আবাসে উপোষথ-দিবসে দুইজন ভিক্ষু অবস্থান করিতে-
ছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ‘চারিজন ভিক্ষুকে
প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করিতে এবং তিনজন ভিক্ষুকে পরস্পর পরিশুদ্ধি-উপোষথ করিতে
অনুজ্ঞা’ দিয়াছেন অথচ আমরা দুইজন মাত্র, অতএব আমাদিগকে কিরূপ উপোষথ
করিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুইজনে পরিশুদ্ধি^২-উপোষথ করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে করিতে হইবে : স্ববির ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের

১. যদি চতুর্দশী হয় তাহা হইলে ‘চতুর্দশী উপোষথ’ এই কথা বলিতে হইবে।

২. তিনজনে পরিশুদ্ধি-উপোষথ করিলে জ্ঞপ্তি হাপন করিতে হয়, কিন্তু দুইজনকে জ্ঞপ্তি হাপন
করিতে হয় না।

একাংস আবৃত করিয়া, পদাঙ্গে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাজলি হইয়া কনিষ্ঠ ভিক্ষুকে একরূপ বলিবে :—‘বন্ধো ! আমি পরিপুঙ্ক আছি, আমাকে পরিপুঙ্ক বলিয়া ধারণা করুন।’ [দ্বিতীয়, তৃতীয়বার ও একরূপ বলিবে।] (অনন্তর) কনিষ্ঠ ভিক্ষু উত্তরাসক্ত হারা দেহের একাংস আবৃত করিয়া, পদাঙ্গে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাজলি হইয়া স্থবির ভিক্ষুকে একরূপ বলিবে :—‘প্রভো ! আমি পরিপুঙ্ক আছি, আমাকে পরিপুঙ্ক বলিয়া ধারণা করুন।’ [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও একরূপ বলিবে]

(৭) অধিষ্ঠানোপোষথ

সেই সময়ে এক আবাসে উপোষথ-দিবসে একজন মাত্র ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান অনুজ্ঞা দিয়াছেন : ‘চারিজন ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবে, তিনজন ভিক্ষু পরস্পর পরিপুঙ্ক-উপোষথ করিবে এবং দুইজন ভিক্ষুও পরিপুঙ্ক-উপোষথ করিবে’, অথচ আমি একজন মাত্র, অতএব আমাকে কিরূপ উপোষথ করিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ ! যদি এক আবাসে উপোষথ-দিবসে একজন মাত্র ভিক্ষু অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে যেই উপস্থানশালা, মণ্ডপ অথবা তরুমূলে ভিক্ষুগণ (বিশ্রামের জন্য) আগমন করে সেই স্থান কাঁট দিয়া, পানীয় ও পরিভোগ্য জল স্থাপন করিয়া, আসন প্রস্তুত করিয়া এবং প্রদীপ জালিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। যদি সেস্থানে অন্য কোন ভিক্ষু আগমন করে তাহা হইলে তাহাদের সহিত উপোষথ করিতে হইবে, যদি কোন ভিক্ষু না আসে তাহা হইলে তাহাকে “অন্য আমার উপোষথ” এই বলিয়া অধিষ্ঠান (দৃঢ় সঙ্কল্প) করিতে হইবে। যদি অধিষ্ঠান না করে তাহা হইলে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ ! যেখানে চারিজন ভিক্ষু অবস্থান করে তন্মধ্যে একজনের পরিপুঙ্ক আহরণ করিয়া তিনজনে প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যদি আবৃত্তি করে তাহা হইলে তাহাদের ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ ! যেখানে তিনজন ভিক্ষু অবস্থান করে তন্মধ্যে একজনের পরিপুঙ্ক আহরণ করিয়া দুইজনে পরিপুঙ্ক উপোষথ করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে তাহাদের ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ ! যেখানে দুইজন ভিক্ষু অবস্থান করে তন্মধ্যে একজনের পরিপুঙ্ক আহরণ করিয়া অন্যজনে অধিষ্ঠানোপোষথ করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

(৮) উপোষথ-দিবসে অপরাধের প্রতিকার

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু উপোষথ-দিবসে অপবাধ (আপত্তি) প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই ভিক্ষুব মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান অমৃত্যু দিবাছেন : ‘অপবাধী উপোষথ কবিত্তে পাবিবে না’, অথচ আমি অপবাধী হইয়াছি, এখন আমি কি কবিত্তে হইবে ?” ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি উপোষথ-দিবসে কোন ভিক্ষু অপবাধী হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুব নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বাৰা দেহেব একাংস আবৃত কবিয়া, পদাংগে ভব দিয়া বসিয়া এবং কৃতাজ্জলি হইয়া এইরূপ বলিত্তে হইবে : “বন্ধো! আমি অমুক অপবাধে অপবাধী হইয়াছি, তাহা আপনাব নিকট প্রতিদেশনা (স্বীকাৰ) কবিত্তেছি।” দ্বিতীয় ভিক্ষুকে বলিত্তে হইবে : “আপনি কৃত অপবাধ দেখিত্তেছেন (স্বীকাৰ করিত্তেছেন) কি ?” “হা, আমি দেখিত্তেছি।” “তাহা হইলে আপনি এবিসয়ে ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।”

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি উপোষথ-দিবসে কোন ভিক্ষু স্বীয় অপবাধ সম্বন্ধে সন্দিহান হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুব নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বাৰা দেহেব একাংস আবৃত কবিয়া, পদাংগে ভব দিয়া বসিয়া এবং কৃতাজ্জলি হইয়া এইরূপ বলিত্তে হইবে : “বন্ধো! অমুক অপবাধ সম্বন্ধে আমি সন্দেহ আছে। যখন এবিসয়ে সন্দেহমুক্ত হইব তখন সেই অপবাধেব প্রতিকাব কবিব।” এই বলিয়া উপোষথ কবিত্তে হইবে, প্রাতিমোগ-আবৃত্তি শ্রবণ কবিত্তে হইবে। কিন্তু তজ্জল উপোষথ বন্ধ বাখিত্তে পাবিবে না।

(৯) অপবাধেব প্রতিবিধান

১—(ক) সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সমঅপরাধ সমঅপবাধী নিকট দেশনা (স্বীকাৰ) কবিত্তেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সমঅপরাধ সমঅপবাধী নিকট দেশনা (স্বীকাৰ) করিত্তে পারিবে না, যে দেশনা করিবে তাহাব ‘ছকট’ অপবাধ হইবে।”

(খ) সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু সমঅপরাধ প্রতিগ্রহণ কবিত্তেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সমঅপরাধ প্রতিগ্রহণ কবিত্তে পারিবে না, যে প্রতিগ্রহণ করিবে তাহাব ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

২—(ক) সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তির সময় অপরাধ স্মরণ হইল। অনন্তর সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : ‘অপরাধী উপোষথ করিতে পারিবে না’, অথচ আমি অপরাধী হইয়াছি, অতএব আমায় কি করিতে হইবে ?” ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তির সময় অপরাধ স্মরণ হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষু পার্শ্বে উপবিষ্ট ভিক্ষুকে এরূপ বলিবে : “বন্ধো! আমি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, আমি এই স্থান হইতে উঠিয়া সেই অপরাধের প্রতিকার করিব” এই বলিয়া উপোষথ করিতে হইবে, প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি শ্রবণ করিতে হইবে; কিন্তু তজ্জন্ত উপোষথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তির সময় কোন ভিক্ষুর অপরাধ স্মরণে সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর পার্শ্বে উপবিষ্ট ভিক্ষুকে এরূপ বলিতে হইবে : “বন্ধো! অমুক অপরাধ স্মরণে আমার সন্দেহ আছে, যখন সন্দেহমুক্ত হইব তখন সেই অপরাধের প্রতিকার করিব।” এই বলিয়া উপোষথ করিতে হইবে, প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি শ্রবণ করিতে হইবে; কিন্তু তজ্জন্ত উপোষথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

৩—(ক) সেই সময়ে এক আবাসে উপোষথ-দিবসে উপস্থিত সমস্ত সজ্জ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন ‘সমঅপরাধ সমঅপরাধীর নিকট দেশনা (স্বীকার) করিতে পারিবে না এবং সমঅপরাধ সমঅপরাধী প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না।’ কিন্তু এই স্থানে উপস্থিত সমস্ত সজ্জ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, অতএব এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন আবাসে উপোষথ-দিবসে সমস্ত সজ্জ সমঅপরাধে অপরাধী হয় তাহা হইলে তাহাদিগকে ‘বন্ধো! আপনি যান, নিজে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়া আসুন, পরে আমরা আপনার নিকট আমাদের অপরাধের প্রতিকার করিব’ এই বলিয়া সত্ত্ব প্রত্যাবর্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে চতুর্দিকের কোনও এক আবাসে প্রেরণ করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্জকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—‘মাননীয় সজ্জ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এই স্থানে উপস্থিত সমস্ত সজ্জ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, যখন অস্ত পরিগৃহ্য নিরপরাধ ভিক্ষুর দেখা পাওয়া যাইবে তখন তাঁহার নিকট সেই

অপরাধের প্রতিকার করিবেন।’ এই বলিয়া উপোষথ করিতে হইবে এবং প্রাতিমোক্ষ-
আবৃত্তি করিতে হইবে ; কিন্তু তজ্জন্ত উপোষথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন আবাসে উপোষথ-দিবসে উপস্থিত সমগ্র সঙ্ঘ
সমঅপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয় তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এরূপ প্রস্তাব
জ্ঞাপন করিবে : ‘মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। এখানে উপস্থিত
সমস্ত সঙ্ঘ সমঅপরাধ সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন, যখন তাঁহারা সন্দেহমুক্ত হইবেন
তখন সেই অপরাধের প্রতিকার করিবেন।’ এই বলিয়া উপোষথ করিবে এবং
প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিবে, কিন্তু তজ্জন্ত উপোষথ বন্ধ রাখিতে পারিবে না।

(গ) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন আবাসে বর্ষাবাসে নিরত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমঅপরাধে
অপরাধী হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুদিগকে ‘বন্ধো ! আপনি যান, নিজে সেই অপরাধের
প্রতিকার করিয়া আসুন, পরে আমরা আপনার নিকট আমাদের অপরাধের প্রতিকার
করিব’ এই বলিয়া স্তম্ভ প্রত্যাবর্তনে সমর্থ এমন একজন ভিক্ষুকে চতুর্দিকে অবস্থিত যে
কোনও আবাসে প্রেরণ করিতে হইবে। ইহা করিতে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায়
তাহা হইলে জনৈক ভিক্ষুকে ‘বন্ধো ! আপনি যান, নিজে সেই অপরাধের প্রতিকার
করিয়া আসুন, আমরা আপনার নিকট আমাদের অপরাধের প্রতিকার করিব’ এই বলিয়া
চারিদিকের আবাসে সপ্তাহের জন্ত প্রেরণ করিতে হইবে।

৪—সেই সময়ে এক আবাসে সমস্ত ভিক্ষুসঙ্ঘ সমঅপরাধে অপরাধী হইয়া-
ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্ঘ সেই অপরাধের নাম গোত্র (কোন বিষয়ে অপরাধী)
জানিতেন না। তথায় একজন বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর,
পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচশীল এবং শিশিক্ষু ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত
হইলেন। জনৈক বিহারবাসী ভিক্ষু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া
সেই ভিক্ষুকে কহিলেন : “বন্ধো ! যেই ভিক্ষু এই এই কার্য করেন তাঁহার কোন্
অপরাধ হয় ?” তিনি কহিলেন : “বন্ধো ! যিনি এই এই কার্য করেন তিনি অমুক
অপরাধে অপরাধী হন। বন্ধো ! আপনি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন, অতএব
সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।” সেই আবাসবাসী ভিক্ষু কহিলেন : “বন্ধো !
আমি একাকীই এই অপরাধে অপরাধী নহি, এই আবাসের সমস্ত সঙ্ঘই এই অপরাধে
অপরাধী হইয়াছেন।” তিনি (আগমজ্ঞ ভিক্ষু) কহিলেন : “বন্ধো ! অস্ত্র ব্যক্তি
অপরাধী হউন বা না হউন তাহাতে আপনার কি আসে যায় ? আসুন, আপনি স্বীয়
অপরাধ হইতে মুক্ত হউন।”

অতঃপর সেই আবাসবাসী ভিক্ষু সেই আগমজ্ঞ ভিক্ষুর বাক্যে সেই অপরাধের
প্রতিকার করিয়া তাঁহাদের (আবাসবাসী অন্যান্য ভিক্ষুগণের) নিকট উপস্থিত হইলেন,

উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে কহিলেন : “বন্ধো ! যেই ব্যক্তি এই এই কার্য করেন তিনি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকেন। আপনারা অমুক অপরাধে অপরাধী, অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।”

সেই (আবাসবাসী) ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করিলেন না সেই ভিক্ষুর বাক্যে সেই অপরাধের প্রতিকার করিতে। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ ! কোন আবাসে সমগ্র সজ্ব সমঅপরাধে অপরাধী হইয়া থাকে। সেই সজ্ব জানে না সেই অপরাধের নাম, জানে না গোত্র। তথায় অগ্নি বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাশীল, সঙ্কোচশীল এবং শিশিক্ষু ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার নিকট জর্নক আবাসবাসী ভিক্ষু উপস্থিত হয়, উপস্থিত হইয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুকে কহে। [পূর্ববৎ।]

“হে ভিক্ষুগণ ! যদি সেই আবাসবাসী ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুর বাক্যে সেই অপরাধের প্রতিকার করে তাহা হইলে ভাল, যদি প্রতিকার না করে তাহা হইলে সেই অনিচ্ছুক ভিক্ষুদিগকে সেই আবাসবাসী ভিক্ষুর কিছু বলা উচিত নহে।”

॥ চোদনাবাস্ত ভণিতা সমাপ্ত ॥

M. J. ...

কোন ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত নীতিরিরুদ্ধ উপোষথ

(১) আবাসস্থ অগ্নি ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত আবাসস্থের উপোষথ

ক (a) আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুর অনুপস্থিতি না জানিয়া
কৃত নির্দোষ উপোষথ

সেই সময়ে এক আবাসে উপোষথ-দিবসে অনেক ভিক্ষু, চারিজন বা তদধিক ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন না আবাসস্থ অগ্নি ভিক্ষুগণ উপস্থিত হন নাই। তাঁহারা ধর্ম ও বিনয়সম্বৃত মনে করিয়া, সজ্জের একাংশ হইয়াও (আপনাদিগকে) সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করিতেছিলেন এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিতেছিলেন। তাঁহারা প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিবার সময়ে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সংখ্যায় তাঁহারা গরিষ্ঠ। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

১—(১) হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা তদধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী

অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম ও বিনয়সম্বন্ধে মনে করিয়া সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও, আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করিতে থাকে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে থাকে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্বাগামীদের অপেক্ষা অধিক। হে ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুদিগকে (পূর্বাগামীদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদের অপরাধ হইবে না।

(২) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা তদধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম ও বিনয়সম্বন্ধে মনে করিয়া সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করিতে থাকে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে থাকে। তাহারা প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্বাগামীদের সমান। প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি যথার্থ হইয়াছে, অবশিষ্টাংশ পশ্চাদাগতদিগকে শ্রবণ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদের (পূর্বাগামীদিগের) অপরাধ হইবে না।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্ম ও বিনয়সম্বন্ধে মনে করিয়া সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করিতে থাকে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে থাকে। তাহারা প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্বাগামীদের অপেক্ষা অল্পতর। প্রাতিমোক্শ যথা আবৃত্তি হইয়াছে তাহা যথার্থ, অবশিষ্টাংশ পশ্চাদাগতদিগকে শ্রবণ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

২—(৪) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসম্বন্ধে ও বিনয়সম্বন্ধে মনে করিয়া সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্বাগতদের অপেক্ষা অধিক। হে ভিক্ষুগণ! পুনরায় তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! একটি আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সজ্জের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় পূর্বাগতদের সমান। প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি যথার্থ হইয়াছে। তাহাদের নিকট (পশ্চাদাগতদিগকে) পরিণুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের অপরাধ হইবে না।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সজ্জের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি যথার্থ হইয়াছে। তাহাদের নিকট (পশ্চাদাগতদিগকে) পরিণুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের অপরাধ হইবে না।

৩—(৭) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সজ্জের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময়ে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। হে ভিক্ষুগণ! তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(৮) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসবাসী অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সজ্জের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময়ে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া

উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(৯) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্শ আবৃত্তি করে। তাহাদিগের প্রাতিমোক্শ আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

৪—(১০) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। পূর্বাগতদিগকে পুনরায় প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(১১) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসবাসী অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(১২) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়,

তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অল্প ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি ষথার্থ। পশ্চাদাগতদিগকে তাহাদের নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

৫—(১৩) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসে আরও অল্প ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমস্ত পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ আরও অল্প ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি ষথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ আরও অল্প ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদের সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া

উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি যথার্থ। পশ্চাদাগতদিগকে তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। ইহাতে আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

। নিরপরাধ পঞ্চদশ সমাপ্ত ।

(৬) আবাসস্থ অগ্নি ভিক্ষুর অনুপস্থিতি জানিয়া কৃত সদোষ উপোষথ

৬—(১) হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ অগ্নি ভিক্ষু আরও আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্জের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অগ্নি ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অগ্নি ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্জের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অগ্নি ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অগ্নি ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সজ্জের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অগ্নি ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

৭—(৪) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সজ্জের একাংশ হইয়াও আপনাদিগকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগত-দিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগত-দিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগত-দিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

৮—(৭) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসবাসী বহু ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অন্য ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়-সঙ্গত মনে করিয়া সজ্জের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

৯—(১০) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষধ-দিবসে বহু সংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অত্র ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষধ এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি যথার্থ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

১০—(১৩) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষধ-দিবসে বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অত্র ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সঙ্ঘের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষধ করে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়,

তাহারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অগ্নি ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি ষথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অগ্নি ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি ষথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

॥ সম্ভের একাংশ হইয়া সমগ্রজ্ঞান পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥

(c) আবাসস্থ অগ্নের অনুপস্থিতিতে সন্দিগ্ধভাবে কৃত সদোষ উপোষথ

১১—(১) হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ আরও অগ্নি ভিক্ষু আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত হইবে, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এই ভাবিয়া, সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অগ্নি ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত হইবে, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এই ভাবিয়া, সন্দিগ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অগ্নি ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি ষথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত হইবে, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্ধিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

১২—(৪) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্ধিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্ধিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এই ভাবে সন্ধিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

১৩—(৭) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্ধিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসবাসী অন্ত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত হইবে, না

বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দ্বিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসবাসী অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিণুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এই ভাবে সন্দ্বিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিণুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

১৪—(১০) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এই ভাবে সন্দ্বিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করিতে হইবে। প্রাতিমোক্-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দ্বিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিণুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহির্ভূত হইবে' এইভাবে সন্দ্বিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া

উপস্থিত হয়, তাহার সংখ্যায় অন্নতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

১৫—(১৩) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহিত হইবে' এইভাবে সন্ধিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অগ্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরাব প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহিত হইবে' এইভাবে সন্ধিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অগ্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বিধিসম্মত, না বিধিবহিত হইবে' এইভাবে সন্ধিদ্ধ হইয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অগ্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার সংখ্যায় অন্নতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

। সন্ধিদ্ধতাব পঞ্চদশ সমাপ্ত ।

(d) আবাসস্থ অগ্রের অনুপস্থিতিতে সসঙ্কোচে কৃত সদোষ উপোষথ

১৬—(১) হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসবাসী বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহার সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানে যে আবাসস্থ

অন্য ভিক্ষু আরও আছে এবং তাহারা উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ‘আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না’ এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা ‘আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না’ এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের আবৃত্তি ষথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা ‘আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না’ এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি ষথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

১৭—(৪) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা ‘আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না’ এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ!তাহারা ‘আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না’ এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্য ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদিগের আবৃত্তি ষথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তিকারীদিগের (পশ্চাদাগতদিগের) ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এইভাবে সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি বার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

১৮—(৭) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের আবৃত্তি বার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি বার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। প্রাতিমোক-আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

১৯—(১০) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং

পারিষদবর্গের মধ্যে কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। আবৃত্তিকারীদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদিগের (পূর্বাগতদিগের) প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি বার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং পারিষদবর্গের মধ্যেও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি বার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

২০—(১৩) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে পুনরায় প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ!.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিসম্মত হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি বার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের)

নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পবিত্রত্ব প্রকাশ করিতে হইবে ।
আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে ।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ.....তাহারা 'আমাদের উপোষথ করা বোধ হয় বিধিমনস্ক হইবে, বিধিবহির্ভূত হইবে না' এই ভাবিয়া সসঙ্কোচে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে । তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপন হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর । তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি ষথার্থ । তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পবিত্রত্ব প্রকাশ করিতে হইবে । আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ছকট' অপরাধ হইবে ।

॥ সসঙ্কোচ পঞ্চদশ সমাপ্ত ॥

(০) আবাসস্থ অণ্ডের অনুপস্থিতিতে ভেদেচ্ছায় কৃত সদৌষ উপোষথ

২১—(১) হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক । তাহারা জানে যে আবাসে আবও অন্ত ভিক্ষু আছে এবং তাহারা আসে নাই । তাহারা (পূর্বাগতগণ) 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় পৃথকভাবে উপোষথ এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে । তাহারা প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক । তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিতে হইবে । আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ধুল্লচ্ছয়' অপরাধ হইবে ।

(২) হে ভিক্ষুগণ !..... তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় পৃথকভাবে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে । তাহারা প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান । তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি ষথার্থ । অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে । আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'ধুল্লচ্ছয়' অপরাধ হইবে ।

(৩) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় পৃথকভাবে উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে । তাহারা প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর । তাহাদের

(পূর্বাগতদের) প্রাতিমোক্-আবৃত্তি যথার্থ। অবশিষ্টাংশ তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) শ্রবণ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচয়' অপরাধ হইবে।

২২—(৪) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত করিবার পর আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচয়' অপরাধ হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদ করিবার ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহারা প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত করিবার পর আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচয়' অপরাধ হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্-আবৃত্তি সমাপ্ত হইবার পর আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অন্তর। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) প্রাতিমোক্-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচয়' অপরাধ হইবে।

২৩—(৭) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করে। তাহাদের আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিয়দবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচয়' অপরাধ হইবে।

(৮) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং

প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি বথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচয়' অপরাধ হইবে।

(৯) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষধ করে এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠে নাই এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি বথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচয়' অপরাধ হইবে।

২৪—(১০) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষধ করে এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচয়' অপরাধ হইবে।

(১১) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষধ করে এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি বথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচয়' অপরাধ হইবে।

(১২) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষধ করে এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও কেহ কেহ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের)

প্রাতিমোক-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচ্ছয়' অপরাধ হইবে।

২৫—(১৩) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং পারিষদবর্গেরও সকলে আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচ্ছয়' অপরাধ হইবে।

(১৪) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে, এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদও আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় সমান। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচ্ছয়' অপরাধ হইবে।

(১৫) হে ভিক্ষুগণ !.....তাহারা পূর্বাগতগণ 'তাহারা নাশ হউক, তাহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন ?' এই বলিয়া বিচ্ছেদের ইচ্ছায় উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি সমাপ্ত হইয়াছে এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিয়াছে এমন সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অল্পতর। তাহাদের প্রাতিমোক-আবৃত্তি যথার্থ। তাহাদিগকে (পশ্চাদাগতদিগকে) তাহাদের (পূর্বাগতদিগের) নিকট স্বীয় পরিণতি প্রকাশ করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) 'খুল্লচ্ছয়' অপরাধ হইবে।

। ভেদের ইচ্ছা পঞ্চদশ সমাপ্ত ।

। পঞ্চবিংশতি তিক সমাপ্ত ।

খ, আবাসস্থ অণ্ডের অনুপস্থিতি না জানিয়া কৃত উপোষথ

২৬ হইতে ৫০—হে ভিক্ষুগণ ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সববেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিত পাইয়া

না যে আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ সীমাত্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সত্ত্বের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় (পূর্বাগতদিগের অপেক্ষা) অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্শ আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারাদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

[পূর্বোক্ত পঞ্চবিংশতি তিকের ত্রায় এখানেও উপোষথ করিবার সময়, উপোষথ সমাপনের পর, পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠিবার পূর্বে, পারিষদবর্গের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিবার পর এবং পারিষদবর্গের সকলে আসন হইতে উঠিবার পর এই পাঁচটিকে না জানা, জানা, সন্দ্বিগ্ধভাব, সমস্কোচ এবং বিচ্ছেদের সহিত মিলাইয়া পড়িলে পঞ্চবিংশতি তিক হইবে।]

৫১ হইতে ৭৫—হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চাবিঙ্গন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ সীমাত্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সত্ত্বের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় (পূর্বাগতদিগের অপেক্ষা) অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারাদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না।

[পূর্বোক্ত পঞ্চবিংশতি তিকের ত্রায় এখানেও উপোষথ করিবার সময়, উপোষথ সমাপনের পর, পারিষদবর্গ আসন হইতে উঠিবার পূর্বে, পারিষদবর্গের কেহ কেহ আসন হইতে উঠিবার পর এবং সমগ্র পারিষদ আসন হইতে উঠিবার পর এই পাঁচটিকে না জানা, জানা, সন্দ্বিগ্ধভাব, সমস্কোচ এবং ভেদেচ্ছার সহিত মিলাইয়া পড়িলে পঞ্চবিংশতি তিক হইবে।]

গ, আবাসস্থ অশ্বের অনুপস্থিতি না দেখিয়া কৃত উপোষথ

৭৬ হইতে ১০০—হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিঙ্গন বা ততোধিক। তাহারা দেখিতে পাইল না যে আবাসস্থ অন্ত ভিক্ষুগণ সীমাত্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সত্ত্বের একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিবার

সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় (পূর্বাগতের অপেক্ষা) অধিক। হে ভিক্ষুগণ! তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ।]

১০১ হইতে ১২৫—হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু-সংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা দেখিতে পাইল না যে আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ সীমাত্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়-সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় (পূর্বাগতের অপেক্ষা) অধিক। তাহাদিগকে পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ।]

ঘ, আবাসস্থ অন্তের অনুপস্থিতি না শুনিয়া কৃত উপোষথ

১২৬ হইতে ১৫০—হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা শুনিতে পাইল না যে আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ সীমাত্তরে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া, সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ।]

১৫১ হইতে ১৭৫—হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু-সংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা শুনিতে পাইল না যে আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ সীমাত্তরে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ অত্র ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ।]

(২) অভ্যাগতের অনুপস্থিতি না জানিবা, না দেখিবা, না শুনিবা আবাসস্থদিগের কৃত উপোষথ

১৭৬ হইতে ৩৫০—হে ভিক্ষুগণ। এক আবাসে উপোষথ-দিবসে আবাসস্থ বহু-সংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পারিল না যে অভ্যাগত ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিবা, সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিবা উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় অভ্যাগত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা বা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (আবাসস্থ-দিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (আবাসস্থ-দিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ।]

(৩) আবাসস্থের অনুপস্থিতি না জানিবা, না দেখিবা, না শুনিবা অভ্যাগতদিগের কৃত উপোষথ

৩৫১ হইতে ৫২৫—হে ভিক্ষুগণ। এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহু অভ্যাগত ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহা বা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহা বা জানিতে পারিল না যে আবাসস্থ ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহা বা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিবা সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিবা উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় আবাসস্থ ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা বা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (অভ্যাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (অভ্যাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ।]

(৪) অভ্যাগতের অনুপস্থিতি না জানিবা, না দেখিবা, না শুনিবা অভ্যাগতের কৃত উপোষথ

৫২৬ হইতে ৭০০—হে ভিক্ষুগণ। এক আবাসে উপোষথ-দিবসে বহুসংখ্যক অভ্যাগত ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহা বা সংখ্যায় চারিজন বা ততোধিক। তাহারা জানিতে পারিল না যে অল্প অভ্যাগত ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহা বা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিবা সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিবা উপোষথ করে এবং প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করে। তাহাদের প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তি করিবার সময় অল্প অভ্যাগত ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা বা সংখ্যায় অধিক। তাহাদিগকে (পূর্বাগত অভ্যাগতদিগকে) পুনরায় প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিতে হইবে। আবৃত্তিকারীদিগের (পূর্বাগতদিগের) অপরাধ হইবে না। [পূর্ববৎ।]

উপোষথের কাল, স্থান এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম

(১) দুই তিথিতে উপোষথ

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি আবাসবাসী ভিক্ষুগণের চতুর্দশী উপোষথ হয়, আগস্তক ভিক্ষুদিগের পঞ্চদশী উপোষথ হয় এবং আবাসবাসী ভিক্ষুগণের সংখ্যা অধিক হয় তাহা হইলে আগস্তকগণকে আবাসবাসীদিগের অনুবর্তী হইতে হইবে। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তাহা হইলেও আগস্তকগণকে আবাসবাসীদিগের অনুবর্তী হইতে হইবে। যদি আগস্তকগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আবাসবাসীদিগকে আগস্তকগণের অনুবর্তী হইতে হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি আবাসবাসী ভিক্ষুদিগের পঞ্চদশী উপোষথ হয়, আগস্তকগণের চতুর্দশী উপোষথ হয় এবং আবাসবাসী ভিক্ষুগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আগস্তকগণকে আবাসবাসীদিগের অনুবর্তী হইতে হইবে। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তাহা হইলেও আগস্তকদিগকে আবাসবাসীদিগের অনুবর্তী হইতে হইবে। যদি আগস্তকগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আবাসবাসীদিগকে আগস্তকগণের অনুবর্তী হইতে হইবে।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি আবাসবাসী ভিক্ষুদিগের প্রতিপদ হয়, আগস্তকদিগের পঞ্চদশী হয় এবং আবাসবাসীগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে অনিচ্ছায় আবাসবাসী ভিক্ষুগণের (আপনাদিগকে দিয়া) আগস্তকগণের সজ্জের পূর্ণতা সাধন করা উচিত নহে, আগস্তকদিগের সীমার বাহিরে যাইয়া উপোষথ করা উচিত। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তাহা হইলে অনিচ্ছায় আবাসবাসী ভিক্ষুগণের (আপনাদিগকে দিয়া) আগস্তকগণের সজ্জের পূর্ণতা সাধন করা উচিত নহে, আগস্তকদিগের সীমার বাহিরে যাইয়া উপোষথ করা উচিত। যদি আগস্তকগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আবাসবাসীগণের আগস্তকদিগের সহিত যোগ দেওয়া উচিত অথবা সীমার বাহিরে যাওয়া উচিত।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি আবাসবাসী ভিক্ষুগণের পঞ্চদশী হয়, 'আগস্তকগণের প্রতিপদ হয় এবং আবাসবাসীগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে আগস্তকদিগের আবাসবাসীদিগের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত অথবা সীমার বাহিরে যাওয়া উচিত। যদি উভয় পক্ষ সমান হয় তাহা হইলেও আগস্তকগণের আবাসবাসীগণের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত অথবা সীমার বাহিরে যাইয়া উপোষথ করা উচিত। যদি আগস্তকগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হয় তাহা হইলে অনিচ্ছায় আগস্তকগণের আবাসবাসীগণের সঙ্গে যোগ দেওয়া উচিত নহে, আবাসবাসীগণের সীমার বাহিরে যাইয়া উপোষথ করা উচিত।

(২) আবাসিক এবং অভ্যাগতের পৃথক উপোষথ হইতে পারে না

১—হে ভিক্ষুগণ! আগন্তুক ভিক্ষুগণ দেখিতে পায় : আবাসবাসী ভিক্ষুদিগের আবাসের আকার, আবাসের চিহ্ন, আবাসের নিমিত্ত, আবাসের উদ্দেশ্য, সুশৃঙ্খলভাবে পাতা মঞ্চ, চৌকি, মাহুর, বালিস, উপস্থাপিত পানীয় পবিভোগ্য জল, সুসম্মার্জিত পরিবেশ। তাহা দেখিয়া আগন্তুকগণ সন্দিগ্ধ হয় : ‘আবাসবাসী ভিক্ষুগণ উপস্থিত আছে কি নাই।’ তাহারা যদি সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান না করে, অনুসন্ধান না করিয়া উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের ‘চুকট’ অপরাধ হইবে। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে না পায়, দেখিতে না পাইয়া উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের অপবাধ হইবে না। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পায়, দেখিতে পাইয়া একসঙ্গে উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের অপবাধ হইবে না। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পায়, দেখিতে পাইয়া পৃথকভাবে উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের ‘চুকট’ অপবাধ হইবে। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া বাবস্থাব অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পায়, দেখিতে পাইয়া ‘ইহারা নাশ হউক, ইহারা বিনাশ হউক এবং তাহাদের কি প্রয়োজন?’ এই বলিয়া বিচ্ছেদ কামনায় পৃথকভাবে উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের ‘ধুমচ্চয়’ অপরাধ হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! আগন্তুক ভিক্ষুগণ শুনিতে পায় : আবাসবাসী ভিক্ষুগণের আবাসের আকার, আবাসের চিহ্ন, আবাসের নিমিত্ত, আবাসের উদ্দেশ্য, চক্ষু মনকারীদিগের পদশব্দ, স্বাধ্যায়-শব্দ, কাসির শব্দ এবং হাঁচির শব্দ। তাহা শ্রবণ করিয়া ‘আবাসবাসী ভিক্ষুগণ আছে কি নাই’ এই সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান না করে, অনুসন্ধান না করিয়া উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের ‘চুকট’ অপরাধ হইবে। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ।]

৩—হে ভিক্ষুগণ! আবাসবাসী ভিক্ষুগণ দেখিতে পায় : আগন্তুক ভিক্ষুগণের আগন্তুকাকার, আগন্তুক-চিহ্ন, আগন্তুক-নিমিত্ত, আগন্তুক-উদ্দেশ্য, অজানা পাত্র, অজানা টাবর, অজানা বসিবার আসন, পদধৌতের চিহ্ন এবং জলের দাগ। তাহা দেখিয়া ‘আগন্তুক ভিক্ষুগণ আছে কি নাই’ এই সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হয়, যদি সন্দিগ্ধ হইয়া তাহারা অনুসন্ধান না করে, অনুসন্ধান না করিয়া উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের ‘চুকট’ অপরাধ হইবে। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে না পায়, দেখিতে না পাইয়া উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]

৪—হে ভিক্ষুগণ! আবাসবাসী ভিক্ষুগণ শুনিতে পায় : আগন্তুক ভিক্ষুদিগের আগন্তুকাকার, আগন্তুক-চিহ্ন, আগন্তুক-নিমিত্ত, আগন্তুক-উদ্দেশ, আগন্তুকদিগের পদশব্দ, জুতার ফট্ ফট্ শব্দ, কাসির শব্দ, হাঁচির শব্দ। তাহা শুনিয়া ‘আগন্তুক ভিক্ষু আছে কি নাই’ এই সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হয়। যদি তাহারা সন্দিগ্ধ হইয়া অনুসন্ধান না করে, অনুসন্ধান না করিয়া উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]

৫—হে ভিক্ষুগণ! আগন্তুক ভিক্ষুগণ দেখিতে পায় : আবাসবাসী ভিক্ষুগণ ‘নানাসংবাসক’^১। তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে ‘সমানসংবাসক’^২ বলিয়া ধারণা করে, ‘সমানসংবাসক’ ধারণা করিয়া (আবাসবাসিগণের নিকট) জিজ্ঞাসা না করে, যদি জিজ্ঞাসা না করিয়া একসঙ্গে উপোষথ করে তাহা হইলে অপরাধ হইবে না। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ না হয়, নিঃসন্দেহ না হইয়া একসঙ্গে উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ না হয়, নিঃসন্দেহ না হইয়া পৃথক উপোষথ করে তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না।

৬—হে ভিক্ষুগণ! আগন্তুক ভিক্ষুগণ দেখিতে পায় : আবাসিক ভিক্ষুগণ ‘সমানসংবাসক’। তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে (আগন্তুকগণ) ‘নানাসংবাসক’ বলিয়া ধারণা করে, ‘নানাসংবাসক’ ধারণা করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, জিজ্ঞাসা না করিয়া একসঙ্গে উপোষথ করে, তাহাদের ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হয়, নিঃসন্দেহ হইয়া পৃথক উপোষথ করে তাহাদের (আগন্তুকদিগের) ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ হয়, নিঃসন্দেহ হইয়া একসঙ্গে উপোষথ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না।

৭—হে ভিক্ষুগণ! আবাসবাসী ভিক্ষুগণ দেখিতে পায় : আগন্তুক ভিক্ষুগণ ‘নানাসংবাসক’। তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে ‘সমানসংবাসক’ বলিয়া ধারণা করে, ‘সমানসংবাসক’ ধারণা করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, জিজ্ঞাসা না করিয়া একসঙ্গে উপোষথ করে, তাহাদের অপরাধ হইবে না। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ না হয়, নিঃসন্দেহ না হইয়া একসঙ্গে উপোষথ করে, তাহাদের ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসন্দেহ না হয়, নিঃসন্দেহ না হইয়া পৃথকভাবে উপোষথ করে, তাহা হইলে তাহাদের অপরাধ হইবে না।

১. তাহাদের সঙ্গে বিনয়ের কার্য এবং আহাৰাদি করা চলে না তাহাদিগকে ‘নানাসংবাসক’ বলে।

২. তাহাদের সঙ্গে বিনয়ের কার্য এবং আহাৰাদি করা চলে তাহাদিগকে ‘সমানসংবাসক’ বলে।

২১—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে যাওয়া উচিত যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌছিতে পাবা যায়।

২২—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন অনাবাসে যাওয়া উচিত যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌছিতে পাবা যায়।

২৩—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে বা অনাবাসে যাওয়া উচিত যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌছিতে পারা যায়।

২৪—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে যাওয়া উচিত। [পূর্ববৎ]

২৫—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন অনাবাসে যাওয়া উচিত। [পূর্ববৎ]

২৬—হে ভিক্ষুগণ ! উপোষথ-দিবসে ভিক্ষুযুক্ত আবাস বা অনাবাস হইতে ভিক্ষুযুক্ত এমন আবাসে বা অনাবাসে যাওয়া উচিত যেখানে ভিক্ষুগণ 'সমানসংবাসক' এবং সেইদিনই যেখানে পৌছিতে পাবা যায়।

(৪) প্রাতিমোক-আবৃত্তির জন্তু নীতিবিরুদ্ধ সম্মিলন

১—হে ভিক্ষুগণ ! যেই পরিষদে ভিক্ষুগণী উপবিষ্ট আছে তেমন পরিষদে প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'হুকট' অপরাধ হইবে।

২—শিক্ষমানা, ৩—শ্রামণের, ৪—শ্রামণেরী, ৫—শিক্ষাপ্রত্যাখ্যানকারী, ৬—অস্তিম (পারাজিক) অপরাধে অপরাধী, ৭—অপরাধ স্বীকার না করায় উৎকিণ্ড ভিক্ষু, ৮—অপরাধেব প্রতিকার না করায় উৎকিণ্ড ভিক্ষু, ৯—মিথ্যাট্টি পরিত্যাগ না করায় উৎকিণ্ড ভিক্ষু, ১০—পণ্ডক (ক্লীব), ১১—স্তুয়সংবাসক, ১২—তীর্থিকপ্রস্থানক, ১৩—মানবেত্তর জীব, ১৪—মাতৃহস্তা, ১৫—পিতৃহস্তা, ১৬—অর্হৎহস্তা, ১৭—ভিক্ষুগীদুষক, ১৮—সত্ত্বভেদক, ১৯—বস্ত্রোৎপাদক এবং ২০—উভয়লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তি যেই পরিষদে উপবিষ্ট আছে তেমন পরিষদে প্রাতিমোক-আবৃত্তি করিতে পারিবে না, যে আবৃত্তি করিবে তাহার 'হুকট' অপরাধ হইবে।"

২১—হে ভিক্ষুগণ! পারিষদ আসন হইতে উঠিবার পূর্বে ব্যতীত পারিবারিক^১ পরিশুদ্ধি দানে উপোষথ করিতে পারিবে না।

২২—হে ভিক্ষুগণ! সঙ্ঘ-সম্মিলন^২ এবং উপোষথ-দিবস ব্যতীত অন্য দিবসে উপোষথ করিতে পারিবে না।

॥ তৃতীয় ভণিতা সমাপ্ত ॥

॥ উপোষথ-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

১. যেই ভিক্ষু পরিবাস ব্রত পালনে নিরত তাঁহাকে 'পারিবারিক' বলে। সঙ্ঘ আসন হইতে উঠিবার পূর্বে তিনি সঙ্ঘের নিকট স্বীয় পরিশুদ্ধি জ্ঞাপন করিয়া 'পরিশুদ্ধি উপোষথ' করিতে পারিবে। কিন্তু সঙ্ঘ আসন হইতে উঠিলে পারিবে না। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা ভিক্ষুগণ-বিভঙ্গে পারিবারিক হৃদয়ান বর্ণনায় দ্রষ্টব্য।—সম-পাসা।

২. কোসল-স্বর্গে বর্ণিত বিধা বিস্তৃত সঙ্ঘ-সম্মিলনকে 'সঙ্ঘ সামগুপি' বলে। এই উপোষথ করিতে হইলে "মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন: 'অন্ত সম্মিলন-উপোষথ'" এই বলিয়া জপ্তি স্থাপন করিতে হয়। বাহারা কোন কারণবশত উপোষথ হইতে রাধিয়া পুনরায় সম্মিলিত হয় তাহাদিগকে এই উপোষথ করিতে হইবে।—সম-পাসা।

৩—বর্ষোপনায়ক-স্কন্ধ

বর্ষাবাস-বিধান এবং তাহার সময়

[স্থান :—রাজগৃহ]

(১) বর্ষাবাস-বিধান

সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে আবেশন করিতেছিলেন,—বেণুবনে ‘কলস্তক-নিবাপে’। তখন পর্যন্ত ভগবান ভিক্ষুগণের জন্ম বর্ষাবাসের বিধান করেন নাই। ভিক্ষুগণ হেমন্তঋতুতে, গ্রীষ্মঋতুতে এবং বর্ষাঋতুতে পর্যটন করিতেছিলেন। (তদর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে ছর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হেমন্ত, গ্রীষ্ম এবং বর্ষায়ও সবুজ তৃণ দলিত করিয়া, একেক্ষিয়বিশিষ্ট জীব (বৃক্ষাদি) নিপীড়িত করিয়া এবং ক্ষুদ্রপ্রাণীসমূহ পদদলিত করিয়া পর্যটন করিতেছে? এই যে অতীর্থিক পরিব্রাজকগণ ষাঁহাদের ধর্ম হুরাখ্যাত, তাঁহারাও বর্ষাবাসে নিরত থাকেন, স্থায়ীভাবে (বর্ষাঋতুতে একস্থানে) অবস্থান করেন, এবং এই যে পক্ষী তাহারাও বৃক্ষের উপর বাসা প্রস্তুত করিয়া বর্ষাবাসে নিরত থাকে, স্থায়ীভাবে একস্থানে বর্ষাঋতু অতিবাহিত করে; কিন্তু এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কি হেমন্তে, কি গ্রীষ্মে এবং কি বর্ষায় সবুজ তৃণ দলিত করিয়া, একেক্ষিয়বিশিষ্ট জীব নিপীড়িত করিয়া, বহু ক্ষুদ্রপ্রাণী পদদলিত করিয়া পর্যটন করিতেছে!” ভিক্ষুগণ জনসাধারণের এইরূপ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে ছর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অনন্তর ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বর্ষাবাস করিবে।”

(২) বর্ষাবাসের সময়

১—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “কখন বর্ষাবাস করিতে হইবে?” তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বর্ষাঋতুতে বর্ষাবাস করিবে।”

২—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : বর্ষোপনায়কতিথি কয়টি? তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! ‘বর্ষোপনায়ক’ তিথি দুইটি, প্রথম এবং দ্বিতীয়। আষাঢ়ী পূর্ণিমার পরদিন হইতে প্রথম বর্ষাবাস আরম্ভ করিতে হইবে অথবা আষাঢ়ী পূর্ণিমার একমাস পরে দ্বিতীয় বর্ষাবাস আরম্ভ করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! (শ্রাবণ-কৃষ্ণপ্রতিপদ এবং ভাদ্র-কৃষ্ণ প্রতিপদ) বর্ষোপনায়ক এই দুই তিথি।”

(৩) বর্ষাবাসের মধ্যে বহির্গমন নিষিদ্ধ

১—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়া বর্ষাভ্যন্তরে দেশ পর্যাটন করিতেছিলেন। জনসাধারণ পূর্ববৎ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কি হেমন্তে, কি গ্রীষ্মে এবং কি বর্ষায় সবুজ তৃণ দলিত করিয়া, একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব নিপীড়িত করিয়া এবং বহু ক্ষুদ্রপ্রাণী পদদলিত করিয়া পর্যাটন করিতেছে? এই যে অন্তর্ভুক্তিক পরিব্রাজকগণ যাহাদের ধর্ম ছুরাখ্যাত তাঁহারাও বর্ষাবাসে নিরত আছেন, একস্থানে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতেছেন, এই যে পক্ষী তাহারাও বৃক্ষের উপর বাসা প্রস্তুত করিয়া বর্ষাবাসে নিরত, স্থায়ীভাবে একস্থানে অবস্থান করিতেছে; কিন্তু এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কি হেমন্তে, কি গ্রীষ্মে এবং কি বর্ষায় সবুজ তৃণ দলিত করিয়া, একেন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীব নিপীড়িত করিয়া এবং বহু ক্ষুদ্রপ্রাণী পদদলিত করিয়া বিচরণ করিতেছে!”

ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। সেই ভিক্ষুগণ অল্পেচ্ছ তাঁহারাও আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে আলোচনা করিতে লাগিলেন : “কেন ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়া বর্ষাভ্যন্তরে বিচরণ করিতেছে?” অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়া প্রথম তিনমাস (শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন) অথবা শেষের তিনমাস (ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক) একস্থানে বাস না করিয়া পর্যাটনে গমন করিতে পারিবে না, যে গমন করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু বর্ষাবাস করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাবাস না করিয়া পারিবে না, যে বর্ষাবাস করিবে না তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

(৪) বর্ষাবাসের দিন আবাসত্যাগ নিষিদ্ধ

সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু বর্ষাবাস না করিবার ইচ্ছায় বর্ষোপনায়ক তিথিতে সজ্ঞানে আবাস পরিত্যাগ করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান করিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! বর্ষাবাস না করিবার ইচ্ছায় বর্ষোপনায়ক তিথিতে সজ্ঞানে আবাস (বাসস্থান) ত্যাগ করিতে পারিবে না, যে ত্যাগ করিবে তাহার ‘দুষ্কট’ অপরাধ হইবে।”

(৫) রাজকীয় অধিমাस স্বীকার

সেই সময়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিখ্যিসার বর্ষাবাস পিছাইয়া নিবার মানসে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন : “আগাগণ আগামী স্কন্ধপক্ষে বর্ষাবাস আরম্ভ করিলে ভাল হয়।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান করিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রাজত্ববর্গের অনুবর্তী হইবে।”

বর্ষা ভ্যন্তরে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন

[গান :—শ্রাবস্তী]

(১) সংবাদ পাইয়া সপ্তাহের জন্ম বহির্গমন

ভগবান রাজগৃহে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে অনাপপিণ্ডদের আরামে। সেই সময়ে কোশল জনপদে উদেন (উদয়ন) নামক জনৈক উপাসক সজ্জের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন : “মাননীয় ভিক্ষুগণের আগমন হউক, আমি দান দিতে, ধর্ম শ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষুর দর্শনলাভ করিতে কামনা করিয়াছি।” ভিক্ষুগণ কহিলেন : “বন্ধো ! ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন—‘বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়া প্রথম তিনমাস অথবা শেষের তিনমাস একস্থানে বাস না করিয়া ভ্রমণে বাহির হইতে পারিবে না।’ অতএব উদেন উপাসক ভিক্ষুদিগের বর্ষাবাস সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, বর্ষাবাস সমাপনের পর (ভিক্ষুগণ) গমন করিবেন। যদি অত্যধিক প্রয়োজন হয় তাহা হইলে স্থানীয় আবাসবাসী ভিক্ষুদিগের নিকট বিহার সমর্পণ করুন।”

উদেন উপাসক আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিলেন :

“কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ আমি সংবাদ প্রেরণ করা সত্ত্বেও আসিলেন না? আমি ত দান-দায়ক, কৰ্ম-কারক এবং সজ্জ-সেবক।” ভিক্ষুগণ উদেন উপাসকের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। (শ্রবণ করিয়া) ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

১—হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নিম্নোক্ত সাতজনের মধ্যে যে কেহ সংবাদ প্রেরণ করিলে সপ্তাহের জন্ত বহির্গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। সেই সাত ব্যক্তি এই :—(১) ভিক্ষু, (২) ভিক্ষুণী, (৩) শিক্ক্ষমানা, (৪) শ্রামণের, (৫) শ্রামণেরী, (৬) উপাসক এবং (৭) উপাসিকা।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই সাতজনের যে কেহ সংবাদ প্রেরণ করিলে সপ্তাহের জন্ত বহির্গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না ; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।”

২—(ক) হে ভিক্ষুগণ! কোন উপাসক সজ্জের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে। যদি সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘মাননীয় ভিক্ষুগণ আমুন, আমি দান দিতে, ধর্ম শ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষুর দর্শন লাভ করিতে কামনা করিতেছি।’ হে ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সপ্তাহের জন্ত গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে বহির্গমন করিবে না। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! কোন উপাসক সজ্জের উদ্দেশে ‘অড্ঢযোগ’ (গরুড়াকৃতি গৃহ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, হর্ম্য প্রস্তুত করাইয়া থাকে, গৃহ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পরিবেণ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উপস্থানশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, অগ্নিশালা (পাকগৃহ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, ‘কপ্পিয়কুটি’ (ভাণ্ডার ঘর) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পারখানা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, চক্ষুম প্রস্তুত করাইয়া থাকে, চক্ষুমশালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদপান (কূপ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদপান-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, স্নানাগার প্রস্তুত করাইয়া থাকে, স্নানাগার-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পুষ্করিণী খনন করাইয়া থাকে, মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, আরাম (উদ্যান) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদ্যানবাটিকা প্রস্তুত করাইয়া থাকে। যদি সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘মাননীয় ভিক্ষুগণ আমুন, আমি দান দিতে, ধর্ম শ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষু-দর্শনলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।’ হে ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সপ্তাহের জন্ত বহির্গমন করিবে। সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না ; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! কোন উপাসক অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত

করাইয়া থাকে, 'অডচযোগ' প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে।
[অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ]

(ঘ) জনৈক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (ঙ) ভিক্ষুণী সজ্জের উদ্দেশে, (চ) অনেক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (ছ) এক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (জ) অনেক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঝ) এক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঞ) অনেক শ্রামণেয়ের উদ্দেশে, (ট) এক শ্রামণেয়ের উদ্দেশে, (ঠ) অনেক শ্রামণেরীর উদ্দেশে, (ড) এক শ্রামণেরীর উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'অডচযোগ' প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে। [পূর্ববৎ]

(ট) হে ভিক্ষুগণ! কোন উপাসক নিজের উদ্দেশে নিবেশন (আশ্রম) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, শয়নগৃহ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'উদ্দোসিত' (রাত্রি যাপনের গৃহ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পর্ণকুটির প্রস্তুত করাইয়া থাকে, আপণ (দোকান) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, আপণ-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, হর্ম্য প্রস্তুত করাইয়া থাকে, গুহা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পরিবেশ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উপস্থান-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, অগ্নি-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, রসবতী (রান্নাঘর) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পায়খানা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, চক্ৰম প্রস্তুত করাইয়া থাকে, চক্ৰম-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদপান (কূপ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদপান-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, স্নানগৃহ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, স্নানগৃহ-শালা প্রস্তুত করাইয়া থাকে, পুষ্করিণী খনন করাইয়া থাকে, মণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, আরাম (উদ্যান) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, উদ্যান-বাটিকা প্রস্তুত করাইয়া থাকে অথবা তাহার পুত্র বা কন্তার বিবাহ উপস্থিত হয়, সে পীড়িত হয় কিংবা কোন প্রসিদ্ধ সূত্র পাঠ করাইতে ইচ্ছক হয়। যদি সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'মাননীয় ভিক্ষুগণ আস্থন, এই সূত্র মুণ্ড হইবার পূর্বে আমি শিক্ষা করিব', অথবা তাহার অন্য কোন প্রয়োজন থাকায় সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'মাননীয় ভিক্ষুগণ আস্থন, আমি দান দিতে চাহি, ধর্ম শুনিতে চাহি, এবং ভিক্ষুর দর্শনলাভ করিতে চাই।' ভিক্ষুগণ! এরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলে সপ্তাহের জন্ত বহির্গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৩—(ক) হে ভিক্ষুগণ! কোন উপাসিকা সজ্জের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে। সে যদি ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আর্ধ্যগণ আস্থন, আমি দান দিতে চাহি, ধর্ম শ্রবণ করিতে এবং ভিক্ষুর দর্শনলাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।' ভিক্ষুগণ!

এরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলে সপ্তাহের জন্ত বহির্গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না ; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে ।

(খ) হে ভিক্ষুগণ ! কোন উপাসিকা সজ্জের উদ্দেশে 'অড়্ঢ়যোগ' প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে, হর্গ্য প্রস্তুত করাইয়া থাকে ।
[পূর্ববৎ]

(গ) কোন উপাসিকা অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (ঘ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (ঙ) ভিক্ষুণীসজ্জের উদ্দেশে, (চ) অনেক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (ছ) এক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (জ) অনেক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঝ) এক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঞ) অনেক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ট) এক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ঠ) অনেক শ্রামণেরীর উদ্দেশে, (ড) এক শ্রামণেরীর উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'অড়্ঢ়যোগ' প্রস্তুত করাইয়া থাকে, প্রাসাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকে । [পূর্ববৎ]

(ঢ) হে ভিক্ষুগণ ! কোন উপাসিকা নিজের উদ্দেশে নিবেশন (আলয়) প্রস্তুত করাইয়া থাকে, শয়নঘর প্রস্তুত করাইয়া থাকে, 'উদ্বাসিত' (রাত্রি বাপনের গৃহ) প্রস্তুত করাইয়া থাকে । [পূর্ববৎ]

৪—(ক) হে 'ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু ভিক্ষুসজ্জের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (ঘ) ভিক্ষুণীসজ্জের উদ্দেশে, (ঙ) অনেক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (চ) এক ভিক্ষুণীর উদ্দেশে, (ছ) অনেক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (জ) এক শিক্ষমানার উদ্দেশে, (ঝ) অনেক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ঞ) এক শ্রামণেরের উদ্দেশে, (ট) অনেক শ্রামণেরীর উদ্দেশে, (ঠ) এক শ্রামণেরীর উদ্দেশে, (ড) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড়্ঢ়যোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায় । [পূর্ববৎ]

৫—(ক) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুণী ভিক্ষুসজ্জের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে.....(ড) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড়্ঢ়যোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায় । [পূর্ববৎ]

৬—(ক) হে ভিক্ষুগণ ! কোন শিক্ষমানা ভিক্ষুসজ্জের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে.....(ঙ) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড়্ঢ়যোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায় । [পূর্ববৎ]

৭—(ক) হে ভিক্ষুগণ ! কোন শ্রামণের ভিক্ষুসজ্জের উদ্দেশে, (খ) অনেক ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে.....(ড) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অড়্ঢ়যোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায় । [পূর্ববৎ]

৮—(ক) হে ভিক্ষুগণ ! কোন শ্রামণেরী ভিক্ষুসজ্জের উদ্দেশে, (খ) অনেক

ভিক্ষুর উদ্দেশে, (গ) এক ভিক্ষুর উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অদ্ভুতযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়.....(ড) নিজের উদ্দেশে বিহার প্রস্তুত করায়, 'অদ্ভুতযোগ' প্রস্তুত করায়, প্রাসাদ প্রস্তুত করায়। [পূর্ববৎ]

(২) বিনা সংবাদে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হইয়াছিলেন। তিনি ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন : 'আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুদিগের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিবয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

১—হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সংবাদ প্রেরণ না করিলেও পাঁচজনের নিকট সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে, সংবাদ প্রেরণ করিলে ত কথাই নাই।

সেই পাঁচজন এই :—(১) ভিক্ষু, (২) ভিক্ষুণী ; (৩) শিক্কমানা, (৪) শ্রামণের, (৫) শ্রামণেরী।

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই পাঁচজনের নিকট সংবাদ প্রেরণ না করিলেও সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে। সংবাদ প্রেরণ করিলে ত কথাই নাই। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।"

২—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু পীড়িত হইয়া ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী-পরিচারকের আহাৰ্য্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর অনভিরতির (ভিক্ষুহে অনাসক্তি) সঞ্চার হওয়ার' সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমার অনভিরতির সঞ্চার হইয়াছে অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের অন্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'অনভিরতি উপশম করিব অথবা করাইব কিংবা তাঁহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমার সন্দেহের সঞ্চার হইয়াছে

অতএব ভিক্ষুগণ আগমন করুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের জন্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'সন্দেহ নিরসন করিব বা নিরসন করাইব অথবা তাঁহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর মিথ্যা দৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমার মিথ্যা দৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'মিথ্যা দৃষ্টি বিবেচনা করিব বা বিবেচনা করাইব অথবা তাঁহাকে ধর্মোপদেশ প্রদান করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু 'পরিবাস' যোগ্য গুরুতর অপরাধে অপরাধী হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি 'পরিবাস'-যোগ্য গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের জন্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'পরিবাস' দানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব বা 'অনুশ্রাবণ' করিব অথবা 'গণপূরক' হইব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিবে।

(চ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু 'মূলেপ্রতিকর্ষণ'^২ যোগ্য হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' যোগ্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'মূলে প্রতিকর্ষণে'র নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব বা অনুশ্রাবণ করিব অথবা 'গণপূরক' হইব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিবে।

(ছ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু 'মানস'^৩ যোগ্য হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি 'মানস' যোগ্য অপরাধে অপরাধী হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ!

১. যদি কোন ভিক্ষু ত্রয়োদশ সন্ধ্যাংশের অপরাধের মধ্যে যে কোন অপরাধে অপরাধী হয় তাহা হইলে অন্তত চারিজন ভিক্ষু সমবেত হইয়া অপরাধীকে সেই দণ্ড প্রদান করেন। ২. পরিবাস দণ্ড ভোগের সময় পুনরায় উক্ত অপরাধে অপরাধী হইলে সেই দণ্ড দেওয়া হয়। ৩. পরিবাস দণ্ডভোগের পর সন্ধ্যের সন্ধানের জন্ত অতিরিক্ত ছয়রাত্রি দণ্ড ভোগ করা।

তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘মানস্ব দানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব বা অনুশ্রাবণ করিব অথবা ‘গণপূরক’ হইব।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিবে।

(জ) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু ‘আহ্বান’^১ যোগ্য হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি ‘আহ্বান’ যোগ্য হইয়াছি, অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের জন্ত এই মনে করিয়া যাইবে : “‘আহ্বান’ কার্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব বা অনুশ্রাবণ^২ করিব অথবা ‘গণপূরক’^৩ হইব।” কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করিবে।

(ঝ) হে ভিক্ষুগণ ! যদি সজ্ব কোন ভিক্ষুর ‘তর্জনীয়’, ‘নির্ঘণ’, ‘প্রব্রাজনীয়’, ‘প্রতিস্মরণীয়’ কিংবা ‘উৎক্ষেপনীয়’ দণ্ড-বিধান করিতে চায় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘সজ্ব আমার দণ্ডবিধান করিতে চাহিতেছেন, অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘কিসে সজ্ব দণ্ডবিধান না করেন অথবা লঘুদণ্ড প্রদান করেন।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(ঞ) হে ভিক্ষুগণ ! যদি সজ্ব কোন ভিক্ষুর ‘তর্জনীয়’, ‘নির্ঘণ’, ‘প্রব্রাজনীয়’, ‘প্রতিস্মরণীয়’ অথবা ‘উৎক্ষেপনীয়’ দণ্ডবিধান করিয়া থাকে এবং সেই ভিক্ষু ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘সজ্ব আমার দণ্ডবিধান করিয়াছেন, অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘কিসে দণ্ডিত ভিক্ষু সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, মান ত্যাগ করে, মুক্তির যোগ্য আচরণ করে এবং সজ্ব সেই দণ্ড প্রত্যাহার করেন।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৩—(ক) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষুণী পীড়িতা হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি পীড়িতা হইয়াছি, অতএব আর্ধ্যগণ আসুন, আমি আর্ধ্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহাৰ্য্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা

১. পরিবাস দণ্ডে দণ্ডিতকে অন্তত বিংশতি জন ভিক্ষু কর্তৃক সম্মে প্রবেশাধিকার দেওয়া।

২. দণ্ডদানের নিমিত্ত কর্তব্যাক্য পাঠ করা ৩. সম্মের প্রয়োজনীয় অন্তত পঞ্চ সংখ্যা পূর্ণ করা।

করিব, তাহার রোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে। [খ হইতে ঞ পর্য্যন্ত পূর্ববৎ]

৪—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন শিক্ষমানা^১ পীড়িতা হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি পীড়িতা হইয়াছি অতএব আর্ধ্যগণ আসুন, আমি আর্ধ্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহাৰ্য্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিব অথবা তাহার পরিচর্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে। [খ হইতে ঘ পর্য্যন্ত পূর্ববৎ]

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন শিক্ষমানার শিক্ষাভঙ্গ হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমার শিক্ষাভঙ্গ হইয়াছে, অতএব আর্ধ্যগণ আসুন, আমি আর্ধ্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'তাহার শিক্ষা গ্রহণ কার্য্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

(চ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন শিক্ষমানা উপসম্পদাকাজ্জিণী হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি উপসম্পদাকাজ্জিণী হইয়াছি, অতএব আর্ধ্যগণ আসুন, আমি আর্ধ্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'উপসম্পদা প্রদান কার্য্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব, অনুশ্রাবণ করিব অথবা 'গণপুরুক' হইব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৫—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন শ্রামণের পীড়িত হয় এবং সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : 'আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি।' ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : 'রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহাৰ্য্যের ব্যবস্থা করিব, রোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্যা করিব।' কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে। [খ হইতে ঘ পর্য্যন্ত পূর্ববৎ]

১. উপসম্পদা প্রাপ্তির পূর্বে যেই নারী প্রাপিত্যা, অদত্তাদান, অত্রকচর্যা, নিশাকখন, মাদকদ্রব্য সেবন এবং বিকামভোজন-বিরতি আদি বড়বিধ শিক্ষাগত (শিক্ষণীয় বিষয়) প্রতিপালনে নিরত থাকে, তাহাকে শিক্ষমানা বলে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন শ্রামণের নিজের (বয়স) জিজ্ঞাসা করিতে চায় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি আমার বয়স জানিতে চাই অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি ।’ ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘বয়স জিজ্ঞাসা করিব অথবা জ্ঞাপন করিব ।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে ।

(৮) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন শ্রামণের উপসম্পদাকাজী হয় এবং সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি উপসম্পদা লাভের ইচ্ছা করিয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি ।’ ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘উপসম্পদা প্রদানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব, ‘অনুশ্রাবণ’ করিব অথবা ‘গণপূরক’ হইব ।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে ।

৬—(ক) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন শ্রামণের পীড়িতা হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি পীড়িতা হইয়াছি, অতএব আর্ধ্যগণ আসুন, আমি আর্ধ্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি ।’ ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহ্বার্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্যা করিব ।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে । [খ হইতে ৬ পর্যন্ত শ্রামণের সদৃশ]

(৮) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন শ্রামণের শিকাপদ গ্রহণ করিতে চায় এবং সে ভিক্ষুদিগের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি শিকাপদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব আর্ধ্যগণ আসুন, আমি আর্ধ্যগণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছি ।’ ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘শিকাপদ প্রদানে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব ।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে ।

৭—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর মাতা পীড়িতা হইয়াছিল । সে পুত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল : ‘আমি পীড়িতা হইয়াছি অতএব আমার পুত্র আসুক, আমি পুত্রের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি ।’ সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন—সংবাদ প্রেরণ করিলে সাত ব্যক্তির নিকট সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিতে পারিবে, সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিতে পারিবে না এবং পাঁচ ব্যক্তির নিকট সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিতে

পারিবে। এখন আমার মাতা পীড়িতা হইয়াছেন ; কিন্তু তিনি ত উপাসিকা^১ নহেন। এখন আমায় কি করিতে হইবে ?' ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নিম্নোক্ত সাতব্যক্তির নিকট সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে। যথা :—(১) ভিক্ষু, (২) ভিক্ষুণী, (৩) শিক্ষমানা, (৪) শ্রামণের, (৫) শ্রামণেরী, (৬) মাতা, (৭) পিতা।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই সাত ব্যক্তির নিকট সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে। কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।”

৮—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষুর মাতা পীড়িতা হয় এবং সে তাহার পুত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে, ‘আমি পীড়িতা হইয়াছি অতএব আমার পুত্র আসুক, আমি পুত্রের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে সংবাদ প্রেরণ করুক বা না করুক সপ্তাহের নিমিত্ত এই মনে করিয়া যাইবে : ‘রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিব, রোগী পরিচারকের আহ্বার্যের ব্যবস্থা করিব, রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করিব, রোগের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিব অথবা পরিচর্যা করিব।’ কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৯—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষুর পিতা পীড়িত হয় এবং সে তাহার পুত্রের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে, ‘আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব আমার পুত্র আসুক, আমি পুত্রের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।’ [পূর্ববৎ]

(৩) সংবাদ প্রাপ্তিতে সপ্তাহের নিমিত্ত বহির্গমন

১—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষুর ভ্রাতা পীড়িত হয় এবং সে ভ্রাতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব আমার ভ্রাতা আসুক, আমি ভ্রাতার উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে ; কিন্তু সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

২—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষুর ভগ্নী পীড়িতা হয় এবং সে ভ্রাতার নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি পীড়িতা হইয়াছি অতএব আমার ভ্রাতা আসুক, আমি ভ্রাতার উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।’ [পূর্ববৎ]

১. বুদ্ধের ধর্মাবলম্বী নহেন। যাহারা বুদ্ধের ধর্মাবলম্বী তাহাদিগকেই উপাসিকা বলা হয়।—
সম-পাসা।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর জ্ঞাতি পীড়িত হয় এবং সে ভিক্ষুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব মাননীয় ভিক্ষু আসুন, আমি আপনার উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে; কিন্তু সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর ভৃতিক^১ পীড়িত হয় এবং সে ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে : ‘আমি পীড়িত হইয়াছি অতএব ভিক্ষুগণ আসুন, আমি ভিক্ষুগণের উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি।’ ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে সপ্তাহের নিমিত্ত গমন করিবে; কিন্তু সংবাদ প্রেরণ না করিলে গমন করিবে না। সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করিবে।

৫—সেই সময়ে সজ্জের একটি বৃহৎ বিহার জীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। জটনৈক উপাসক অরণ্যে কাষ্ঠ ছেদন করাইয়া ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল : ‘যদি মাননীয় ভিক্ষুগণ এই কাষ্ঠ লইয়া যাইতে পারেন তাহা হইলে আমি তাহা প্রদান করিব।’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সজ্জের কার্যোপলক্ষে গমন করিবে; কিন্তু সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন কবিত্তে হইবে।”

। বর্ষাবাস ভগিতা সমাপ্ত ॥

বর্ষাবাস করিবান স্থান

(১) বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থানত্যাগ

সেই সময়ে কোশল জনপদে এক আবাসে বর্ষাবাসেরত ভিক্ষুগণ হিংস্রজন্তু দ্বারা উৎপীড়িত হইতেছিলেন। হিংস্রজন্তু ভিক্ষুদিগকে আক্রমণও করিতেছিল, নিহতও করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই সংবাদ জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণ হিংস্রজন্তু দ্বারা উপদ্রুত হয়, তাহাদিগকে আক্রমণ করে এবং হত্যা করে তাহা হইলে ‘ইহা অসুভাষ্য’ এই মনে করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণ সরীসৃপ দ্বারা উপদ্রুত হয় তাহাদিগকে সরীসৃপ দংশনও করে, হত্যাও করে তাহা হইলে ‘ইহা অসুভাষ্য’ এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

১. এক বিহারে ভিক্ষুদিগের সহিত বাসকারী লোক।—সম-পাসা।

৩—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণ চোর দ্বারা উপক্রমিত হয়, তাহাদের সামগ্রী লুণ্ঠন করে এবং তাহাদিগকে প্রহার করে তাহা হইলে ‘ইহা অন্তরায়’ এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে । ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না ।

৪—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণ পিশাচ দ্বারা উপক্রমিত হয়, তাহারা পিশাচদ্বারা আবিষ্ট হয় এবং পিশাচ তাহাদের জীবনীশক্তি হরণ করে তাহা হইলে ‘ইহা অন্তরায়’ এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে । ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না ।

৫—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণের গ্রাম অগ্নিদগ্ধ হয় এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষাম লাভে ক্লিষ্ট হয় তাহা হইলে ‘ইহা অন্তরায়’ এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে । ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না ।

৬—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণের শয্যাসন অগ্নিদগ্ধ হয় এবং ভিক্ষুগণ শয্যাসন অভাবে কষ্টে পতিত হয় তাহা হইলে ‘ইহা অন্তরায়’ এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে । ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না ।

৭—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণের গ্রাম জলমগ্ন হয় এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষাম লাভে ক্লিষ্ট হয় তাহা হইলে ‘ইহা অন্তরায়’ এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে । ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না ।

৮—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণের শয্যাসন জলমগ্ন হয় এবং ভিক্ষুগণ শয্যাসন অভাবে কষ্টে পতিত হয় তাহা হইলে ‘ইহা অন্তরায়’ এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিবে । ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না ।

(২) গ্রাম পরিত্যক্ত হইলে গ্রামবাসীদিগের সঙ্গে গমন

১—সেই সময়ে এক আবাসে বর্ষাবাসেনিরত ভিক্ষুগণের গ্রাম চোরদ্বারা বিধ্বস্ত হইল । ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তোমরা গ্রামের (গ্রামবাসীদিগের) অনুসরণ করিবে ।”

২—গ্রাম (গ্রামবাসিগণ) দ্বিধা বিভক্ত হইল । ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যেইদিকে গ্রামবাসীর সংখ্যা অধিক সেইদিকে গমন করিবে ।”

৩—সংখ্যাধিক্য গ্রামবাসিগণ শ্রদ্ধা এবং প্রসন্নতা হীন । ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

‘হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যেইদিকে লোক শ্রদ্ধাশীল এবং প্রসন্ন সেইদিকে গমন করিবে।’

(৩) স্থানের প্রতিকূলতায় গ্রামত্যাগ

১—সেই সময়ে কোশল জনপদে এক আবাসে বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ পরিপূর্ণভাবে যথাক্রমে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন লাভে বঞ্চিত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

‘হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ পরিপূর্ণভাবে যথাক্রমে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন লাভে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে ‘ইহা অন্তরায়’ এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।’

২—হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ যথাক্রমে পরিপূর্ণভাবে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন প্রাপ্ত হয় বটে, যদি তাহা তাহাদের অনুকূল না হয় তাহা হইলে ‘ইহা অন্তরায়’ এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৩—হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ পরিপূর্ণভাবে যথাক্রমে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজনও লাভ করে এবং তাহা তাহাদের অনুকূলও হয়; যদি অনুকূল ভৈষজ্যলাভে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে ‘ইহা অন্তরায়’ এই মনে করিয়া তাহারা স্থানত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৪—হে ভিক্ষুগণ! বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুগণ যদিও বা পরিপূর্ণভাবে যথাক্রমে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন লাভ করে, যদিও বা তাহা তাহাদের অনুকূল হয় এবং যদিও বা অনুকূল ভৈষজ্যলাভে বঞ্চিত না হয় তথাপি যদি উপযুক্ত সেবক না পায় তাহা হইলে ‘ইহা অন্তরায়’ এই মনে করিয়া স্থানত্যাগ করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

(৪) ব্যক্তি বিশেষের প্রতিকূলতায় স্থানত্যাগ

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুকে ‘প্রভো! আয়ন, আপনাকে হীরক দিব, স্বর্ণ দিব, ক্ষেত্র দিব, জমি দিব, বলদ দিব, গাভী দিব, দাস দিব, দাসী দিব, আপনার ভার্য্যা হইবার জন্ত আমার কন্তা দিব, আমি আপনার ভার্য্যা হইব অথবা আপনার জন্ত অন্ত ভার্য্যা আনিব’ এইরূপ বলিয়া কোন নারী আহ্বান করে এবং (তাহা শ্রবণ করিয়া) ভিক্ষুর মনে এইরূপ চিন্তার উদয় হয় : ‘ভগবান বলিয়াছেন :

‘চিত্ত লঘুপরিবর্তনশীল’, অতএব ইহাতে আমার ব্রহ্মচর্যের অন্তরায় উপস্থিত হইতে পারে।” তাহা হইলে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষুকে কোন বেথ্যা আহ্বান করে, ৩—স্থূলকুমারী (অধিক বয়স্কা অবিবাহিতা নারী) আহ্বান করে, ৪—পণ্ডক (ক্লীব) আহ্বান করে, ৫—জ্ঞাতিগণ আহ্বান করে, ৬—রাজকুলবর্গ আহ্বান করে, ৭—চোরগণ আহ্বান করে, ৮—ধূর্তগণ আহ্বান করে : ‘প্রভো! আমুন, আপনাকে হীরক দিব, স্বর্ণ দিব, ক্ষেত্র দিব, বলদ দিব, গাভী দিব, দাস দিব, দাসী দিব, আপনার ভার্য্যা হইবার জন্ত আমার কন্যা দিব অথবা আপনার জন্ত অন্ন ভার্য্যা আনিব।’ [পূর্ববৎ]

৯—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত ভিক্ষু কোন অস্বামিক ধন দেখিতে পায় এবং তদর্শনে তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় ; “ভগবান বলিয়াছেন ‘চিত্ত লঘুপরিবর্তনশীল’, (এই ধন হেতু) আমার ব্রহ্মচর্যের অন্তরায়ও উপস্থিত হইতে পারে।” তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

(৫) সজ্বভেদ প্রতিরোধের নিমিত্ত স্থানত্যাগ

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু অনেক ভিক্ষুকে সজ্বভেদের জন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতে দেখে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘ভগবান সজ্বভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন, অতএব আমার উপস্থিতিতে সজ্বভেদ না হউক।’ তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু গুণিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু সজ্বভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘ভগবান সজ্বভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন, অতএব আমার উপস্থিতিতে সজ্বভেদ না হউক।’ তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু গুণিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু সজ্বভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হয় : “সেই ভিক্ষুগণ আমার মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে বলিব, ‘বন্ধুগণ! ভগবান সজ্বভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন, অতএব আয়ুত্থানদিগের সজ্বভেদে ক্রটি না হউক।’ এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন।” তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৪—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু সজ্বভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : “সেই ভিক্ষুগণ (সজ্বভেদে ইচ্ছুক ভিক্ষুগণ) আমার মিত্র নহেন বটে, কিন্তু ঐহারা তাঁহাদের মিত্র তাঁহারা আমারও মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে বলিব। আমি তাঁহাদিগকে (আমার মিত্রদিগকে) বলিলে তাঁহারা তাঁহাদিগকে (সজ্বভেদে ইচ্ছুক ভিক্ষুদিগকে) বলিবেন ‘বন্ধুগণ ! ভগবান সজ্বভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব আয়ুস্থানদের সজ্বভেদে রুচি না হউক।’ এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন।” তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারিবে ; ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৫—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষু কর্তৃক সজ্বভেদ করা হইয়াছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : “সেই ভিক্ষুগণ আমার মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে বলিব : ‘বন্ধুগণ ! ভগবান সজ্বভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব আপনাদের সজ্বভেদে রুচি না হউক।’ এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন।” [পূর্ববৎ]

৬—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুকর্তৃক সজ্বভেদ করা হইয়াছে এবং তখন সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘সেই ভিক্ষুগণ আমার মিত্র নহেন বটে, কিন্তু ঐহারা তাঁহাদের মিত্র, তাঁহারা আমারও মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে (আমার মিত্রদিগকে) বলিব। তাঁহারা আমার দ্বারা অমুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে (সজ্বভেদকারীদিগকে) বলিবেন : ‘বন্ধুগণ ! ভগবান সজ্বভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব আয়ুস্থানদিগের সজ্বভেদে রুচি না হউক।’ এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ প্রদান করিবেন।” তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৭—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিতে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুণী সজ্বভেদ করিবার জন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হয় : “সেই ভিক্ষুণীগণ আমার মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে বলিব : ‘ভগ্নিগণ ! ভগবান সজ্বভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব ভগ্নিগণের সজ্বভেদে রুচি না হউক।’ এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ প্রদান করিবেন।” তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না।

৮—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিত্তে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুণী সজ্বভেদের নিমিত্ত পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে এবং তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : “সেই ভিক্ষুণীগণ আমার মিত্র নহেন বটে, কিন্তু ষাঁহারা তাঁহাদের মিত্র তাঁহারা আমারও মিত্র । আমি তাঁহাদিগকে বলিব । তাঁহারা (আমার মিত্রগণ) আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে (সজ্বভেদেচ্ছুকদিগকে) বলিবেন : ‘ভগ্নিগণ ! ভগবান সজ্বভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব ভগ্নিগণের সজ্বভেদে রুচি না হউক ।’ এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন ।” তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে । ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না ।

৯—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিত্তে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুণী কর্তৃক সজ্বভেদ হইয়াছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : “সেই ভিক্ষুণীগণ আমার মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে বলিব : ‘ভগ্নিগণ ! ভগবান সজ্বভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব ভগ্নিগণের সজ্বভেদে রুচি না হউক ।’ এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন ।” তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে । ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না ।

১০—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাসনিরত কোন ভিক্ষু শুনিত্তে পায় : অমুক আবাসে অনেক ভিক্ষুণীকর্তৃক সজ্বভেদ হইয়াছে এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : “সেই ভিক্ষুণীগণ আমার মিত্র নহেন বটে, কিন্তু ষাঁহারা তাঁহাদের মিত্র তাঁহারা আমারও মিত্র, আমি তাঁহাদিগকে (আমার মিত্রদিগকে) বলিব । তাঁহারা আমার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে (সজ্বভেদকারিগণকে) বলিবেন : ‘ভগ্নিগণ ! ভগবান সজ্বভেদ করা গুরুতর অপরাধ বলিয়াছেন অতএব ভগ্নিগণের সজ্বভেদে রুচি না হউক ।’ এরূপ বলিলে তাঁহারা আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিবেন এবং মনোযোগ দিবেন ।” তাহা হইলে তথা হইতে প্রস্থান করিবে । ইহাতে বর্ষাবাসভঙ্গজনিত অপরাধ হইবে না ।

(৬) ভ্রাম্যমাণ গৃহীর সহিত বর্ষাবাস

১—(ক) সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু ব্রজে (গোপালকের বাসস্থানে) বর্ষাবাস করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন । ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ব্রজে বর্ষাবাস করিতে পারিবে ।”

(খ) ব্রজ স্থানচ্যুত হইল। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ব্রজের অনুসরণ করিবে।”

২—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু আসন্ন বর্ষাবাসের সময় সার্থবাহের (শকট বণিকের) সহিত যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সার্থে (শকটে) বর্ষাবাস করিতে পারিবে।”

৩—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু আসন্ন বর্ষাবাসের সময় নৌকাযোগে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নৌকায় বর্ষাবাস করিতে পারিবে।”

(৭) বর্ষাবাসের অযোগ্য স্থান

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ বৃক্ষ-কোটরে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বৃক্ষ-কোটরে বর্ষাবাস করিতেছে ? যেন তাহারা পিশাচ !” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! বৃক্ষ-কোটরে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ বৃক্ষ-বিটপে (শাখায়) বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ বৃক্ষ-বিটপে বর্ষাবাস করিতেছে ? যেন তাহারা শিকারি !” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! বৃক্ষ-বিটপে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

৩—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ উন্মুক্তস্থানে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। তাহারা বারি-বর্ষণের সময় বৃক্ষমূলে এবং ছাঁচের দিকে ধাবিত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! উন্মুক্তস্থানে (অনাচ্ছাদিত স্থানে) বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

৪—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ শয্যাসনব্যতীত বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (এই জন্ত

তাঁহারা) শীতোষ্ণ দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! শয্যাসনব্যতীত বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।

৫—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ মূর্দাখানায় বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ মূর্দাখানায় বর্ষাবাস করিতেছে ? যেন তাঁহারা শবদাহক (মূর্দাফরাস) !” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! মূর্দাখানায় বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাঁহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

৬—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ছত্র-তলে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ ছত্র-তলে বর্ষাবাস করিতেছে ? যেন তাঁহারা রাখাল !” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! ছত্র-তলে বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাঁহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

৭—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ জালায় (চাটিতে—বৃহৎ নৃশ্ময় পাত্রে) বর্ষাবাস করিতেছিলেন। (তদর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল : “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ জালায় বর্ষাবাস করিতেছে ? যেন তাঁহারা অগ্ন্যুত্তীর্ণিক !” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! জালায় বর্ষাবাস করিতে পারিবে না, যে করিবে তাঁহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

(৮) বর্ষাবাসের মধ্যে প্রব্রজ্যা

১—সেই সময়ে শ্রাবস্তীতে সজ্জ পরম্পর পরামর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন : ‘বর্ষাভ্যন্তরে কাঁহাকেও প্রব্রজ্যা দান করা হইবে না।’ যুগারমাতা বিশাখার পৌত্র (বর্ষাভ্যন্তরে) ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রব্রজ্যা যাক্ষা করিল। ভিক্ষুগণ (তাঁহাকে) কহিলেন : “বন্ধো ! সজ্জ পরামর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন : বর্ষাভ্যন্তরে কাঁহাকেও প্রব্রজ্যা দান করা হইবে না। অতএব আপনি ভিক্ষুগণের বর্ষাবাস সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, বর্ষাবাস সমাপনের পর আপনাকে প্রব্রজ্যা দিবেন।” অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপনের পর যুগারমাতা বিশাখার পৌত্রকে কহিলেন :

“বন্ধো ! এখন আপনি আসুন, প্রব্রজিত হউন।” সে বলিল : “প্রভো ! যদি আমি পূর্বে প্রব্রজিত হইতে পারিতাম তাহা হইলে অভিরমিত হইতাম, এখন কিন্তু আমি প্রব্রজিত হইব না।” (তাহা শ্রবণ করিয়া) মৃগারমাতা বিশাখা আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : “কেন আর্ঘ্যগণ ‘বর্ষাবাসের মধ্যে প্রব্রজ্যা দান করা হইবে না’ বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন ? কোন্ সময়ই বা ধর্ম্মাচরণ করিতে পারা যায় না ?” ভিক্ষুগণ মৃগারমাতা বিশাখার আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা শুনিতে পাইলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! ‘বর্ষাভ্যন্তরে প্রব্রজ্যা দান করা হইবে না’ বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া অমুচিৎ, যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে তাহার ‘দুষ্কট’ অপরাধ হইবে।”

স্থান পরিবর্তনে দোষী এবং নির্দোষী

(১) প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া ব্যতিক্রম নিষিদ্ধ

১—সেই সময়ে আয়ুস্থান উপনন্দ শাক্যপুত্র কোশলরাজ প্রসেনজিতকে প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তিনি সেই আবাসে যাইবার সময় পথের মধ্যে বহুচীবরসম্পন্ন দুইটি আবাস দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভালই, আমি এই দুই আবাসে বর্ষাবাস করিব, একরূপ করিলে আমার বহু চীবর লাভ হইবে।” এই ভাবিয়া তিনি সেই দুই আবাসে বর্ষাযাপন করিতে লাগিলেন। (তদর্শনে) কোশলরাজ প্রসেনজিত আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিলেন : “কেন আর্ঘ্য উপনন্দ শাক্যপুত্র আমাকে বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া বিপরীত আচরণ করিতেছেন ? ভগবান কি অনেক প্রকারে মিথ্যা-কথনের নিন্দা এবং মিথ্যাবাক্যবিরতির প্রশংসা করেন নাই ?” ভিক্ষুগণ কোশলরাজ প্রসেনজিতের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। (তদ্রূপে) সেই ভিক্ষুগণ অল্পেদু তাঁহারাও আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিলেন : “কেন আয়ুস্থান উপনন্দ শাক্যপুত্র কোশলরাজ প্রসেনজিতকে বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া অমুচ্য আচরণ করিতেছেন ? ভগবান কি অনেক প্রকারে মিথ্যাকথনের নিন্দা এবং সত্যভাষণের প্রশংসা করেন নাই ?” অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসম্মুখকে সমবেত্ত করাইয়া আয়ুস্থান উপনন্দ শাক্যপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—“হে উপনন্দ !

সত্যই কি তুমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া বিপরীত আচরণ করিতেছ ?” “হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।”

বুদ্ধ ভগবান নিন্দা করিয়া কহিলেন :—মোঘপুরুষ! কেন তুমি কোশলরাজ প্রসেনজিৎকে বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া বিপরীত আচরণ করিতেছ ? মোঘপুরুষ! আমি কি নানাভাবে গিথ্যাকথনের নিন্দা এবং সত্যভাষণের প্রশংসা করি নাই ? তোমার এই কার্যে অপ্রসন্নদিগের (শ্রদ্ধাহীনের) প্রসন্নতা (শ্রদ্ধা) উৎপন্ন হইতে পারে না.....এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুত থাকে, সে সেই আবাসে যাইবার সময় রাস্তার মধ্যে বহুচীবর সম্পন্ন ছুই আবাস দেখিতে পায় এবং তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ভালই, আমি এই ছুই আবাসে বর্ষা যাপন করিব, এরূপে আমার বহুচীবর প্রাপ্তি হইবে। (এই ভাবিয়া) সে সেই ছুই আবাসেই বর্ষাযাপন করিতে থাকে। ভিক্ষুগণ! (এরূপ করিলে) সেই ভিক্ষুর প্রথম (বর্ষাবাস) পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু ‘ছুকট’ অপরাধ হয়।”

(২) প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া আবাসে গমনাগমনে অপরাধ

১—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করিয়া প্রতিপদতিথিতে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শব্যাসন বিস্তৃত করে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিনেই নিম্প্রয়োজনে অগ্নত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু ‘ছুকট’ অপরাধ হয়।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ (উপবসথ) করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শব্যাসন বিস্তারিত করে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই প্রয়োজন বশত অগ্নত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে ‘সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু ‘ছুকট’ অপরাধ হয়।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শব্যাসন বিস্তৃত করে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং ছুই তিনদিন অবস্থান করিয়া নিম্প্রয়োজনে অগ্নত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু তাহার ‘ছুকট’ অপরাধ হয়।

(৬) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রয়োজন বশত অন্ত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'হুকট' অপরাধ হয়।

(৭) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয়, দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্ত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহ বাহিরে অতিবাহিত করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'হুকট' অপরাধ হয়।

(৩) কখন গমনাগমন উচিৎ এবং অনুচিৎ ?

২—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয়, দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্ত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহের অভ্যন্তরে প্রত্যাগমন করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয় এবং প্রবারণার সপ্তাহ পূর্বে প্রয়োজনবশত অন্ত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে সে (পুনরায়) সেই আবাসে প্রত্যাগমন করুক বা না করুক সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

৩—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই নিপ্রয়োজনে অন্ত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'হুকট' অপরাধ হয়।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুত

হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই প্রয়োজন বশত অন্ত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুর্কট' অপরাধ হয়।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্ত প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া নিশ্চয়োজনে অন্ত্র প্রস্থান করে তাহা হইলে তাহার প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না, বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুর্কট' অপরাধ হয়।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্ত প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রয়োজন বশত অন্ত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুর্কট' অপরাধ হয়।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্ত প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয়, দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্ত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহ বাহিরে অতিবাহিত করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না, বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুর্কট' অপরাধ হয়।

(চ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্ত প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয়, দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্ত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট প্রথম বর্ষাবাসের জন্ত প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ ঝাঁট দেয় এবং প্রবারণার (আখিনী পূর্ণিমার) সপ্তাহ পূর্বে প্রয়োজনবশত অন্ত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সে

সেই আবাসে (পুনরায়) আসুক বা না আসুক সেই ভিক্ষুর প্রথম বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না ।

(৪) দ্বিতীয় বর্ষাবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়া গমনাগমনে দোষী-নির্দোষী

১—(ক) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জ্ঞাপ্তি প্রাপ্ত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই নিশ্চয়োজনে অগ্নিত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুর্কট' অপরাধ হয় ।

(খ) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জ্ঞাপ্তি প্রাপ্ত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই প্রয়োজনবশত অগ্নিত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুর্কট' অপরাধ হয় ।

(গ) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জ্ঞাপ্তি প্রাপ্ত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া নিশ্চয়োজনে অগ্নিত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুর্কট' অপরাধ হয় ।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জ্ঞাপ্তি প্রাপ্ত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রয়োজন বশত অগ্নিত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুর্কট' অপরাধ হয় ।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জ্ঞাপ্তি প্রাপ্ত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয়, দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অগ্নিত্র প্রস্থান করে এবং সেই

সপ্তাহ বাহিরে অতিবাহিত করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'ছকট' অপরাধ হয়।

২—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ কাঁট দেয়, দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অন্তত প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় বরং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইবার সময় বাহিরে উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ কাঁট দেয় এবং কৌমুদি চাতুর্মাশ্বের (কার্তিকী পূর্ণিমার) সপ্তাহ পূর্বে প্রয়োজন বশত অন্তত প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই আবাসে পুনরায় আশুক বা না আশুক সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না।

৩—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ কাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই নিম্নয়োজনে অন্তত প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'ছকট' অপরাধ হয়।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ কাঁট দেয় এবং সেই দিবসেই প্রয়োজন বশত অন্তত প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'ছকট' অপরাধ হয়।

(গ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেণ কাঁট দেয় এবং দুই তিন দিন অবস্থান করিয়া নিম্নয়োজনে অন্তত প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'ছকট' অপরাধ হয়।

(ঘ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ

করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া প্রয়োজন বশত অগ্নত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুর্কট' অপরাধ হয় ।

(ঙ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুতি হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অগ্নত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহ বাহিরে অতিবাহিত করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় না বরং প্রতিশ্রুতিহেতু 'দুর্কট' অপরাধ হয় ।

৪—(ক) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয় এবং দুই তিন দিবস অবস্থান করিয়া সপ্তাহের প্রয়োজনে অগ্নত্র প্রস্থান করে এবং সেই সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাগমন করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না ।

(খ) হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কাহারও নিকট দ্বিতীয় বর্ষাবাসের জন্ম প্রতিশ্রুত হয়, সে সেই আবাসে যাইয়া উপোষথ করে, প্রতিপদে বর্ষাবাস আরম্ভ করে, শয্যাসন পাতে, পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করে, পরিবেশ ঝাঁট দেয় এবং কৌমুদী চাতুর্মাস্যের (কার্তিকী পূর্ণিমার) সপ্তাহ পূর্বে প্রয়োজন বশত অগ্নত্র প্রস্থান করে, তাহা হইলে সেই ভিক্ষু পুনরায় সেই আবাসে আসুক বা না আসুক তাহার দ্বিতীয় বর্ষাবাস পরিদৃষ্ট হয় এবং প্রতিশ্রুতিহেতু অপরাধও হয় না ।

৪—প্রবারণা-স্কন্ধ

প্রবারণার স্থান, কাল এবং ব্যক্তি সম্বন্ধে নিয়ম

[স্থান :- শ্রাবস্তী]

(১) মৌনব্রত ধারণ অবিধেয়

১—সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডের আরামে। সেই সময় বহুসংখ্যক সন্ন্যাসী এবং প্রগাঢ়মিত্রভাবাপন্ন ভিক্ষু কোশল জনপদের এক আবাসে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “আমরা কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নিরাপদে বর্ষা যাপন করিতে পারিব এবং ভিক্ষারসংগ্রহেও ক্লিষ্ট হইব না ?” আবার তাঁহাদের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “যদি আমরা পরস্পর আলাপ-সলাপ না করি এবং যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষার সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন তিনি আসন পাতিয়া রাখেন, পাদোদক, পাদপীঠ, ‘পাদকঠলিক’ স্থাপন করেন, ভিক্ষার রাখিবার ভাণ্ড ধুইয়া স্থাপন করেন, পানীয় পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষার লইয়া প্রত্যাগমন করেন তিনি ইচ্ছা হইলে ভোজনাবশেষ ভোজন করেন, ইচ্ছা না হইলে তৃণহীন ভূমিতে পরিত্যাগ করেন অথবা অন্নপ্রাণরহিত জিহে নিক্ষেপ করেন, আসন উঠাইয়া রাখেন, পাদোদক, পাদপীঠ, ‘পাদকঠলিক’ সামলাইয়া রাখেন, অন্ন-ভাণ্ড ধুইয়া সামলাইয়া রাখেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখেন, ভোজন-শালা সন্মার্জন করেন, যিনি পানীয় জলের কলসী, পরিভোগ্য জলের কলসী অথবা পায়খানার জল-পাত্র জলশূন্য দেখিয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া রাখেন, যদি (জলপাত্র) অতিরিক্ত ভারী হয় তাহা হইলে হস্তসঙ্কেতে অঙ্কে আহ্বান করিয়া ধরাধরি করিয়া স্থাপন করেন, কিন্তু তজ্জন্ম বাক্যোচ্চারণ না করেন তাহা হইলে আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে বর্ষা যাপন করিতে পারিব এবং ভিক্ষার সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হইব না।”

অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ পরস্পর আলাপসলাপে বিরত হইলেন। এই হইতে যিনি সর্বপ্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষার লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন তিনি আসন পাতিয়া রাখিলেন, পাদোদক, পাদপীঠ, ‘পাদকঠলিক’ স্থাপন করিলেন, অন্ন-ভাণ্ড ধুইয়া স্থাপন

১. চক্রে দেখিয়াহে অথচ আলাপ হয় নাই তাদৃশ ব্যক্তি সন্ন্যাসী মিত্র নামে অভিহিত।

করিলেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করিলেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষার লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন তিনি ইচ্ছা হইলে ভোজনাবশেষ ভোজন করিলেন, ইচ্ছা না হইলে তৃণহীন ভূমিতে পরিত্যাগ করিলেন, অথবা অল্পপ্রাণরহিত জলে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি আসন উঠাইয়া রাখিলেন, পাদোদক, পাদপীঠ, ‘পাদকঠলিক’ সামলাইয়া রাখিলেন, অন্ন-ভাণ্ডা ধুইয়া সামলাইয়া রাখিলেন, পানীয় পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখিলেন, ভোজন-শালা সম্মার্জন করিলেন। যিনি পানীয় জলের কলসী, পরিভোগ্য জলের কলসী অথবা পায়খানার জল-পাত্র জলশূণ্য দেখিয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া রাখিলেন। যদি জলপাত্র অতিরিক্ত ভারী হইল তাহা হইলে হস্তসঙ্কেতে অন্ত্রকে আচ্ছাদন করিয়া জলপাত্র ধরাধরি করিয়া জলপূর্ণ করিয়া রাখিলেন ; তজ্জন্ত্র বাক্যোচ্চারণ করিলেন না।

বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করা ভিক্ষুগণের রীতি ছিল। সেই ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া তিনমাস পরে শয্যাসন তুলিয়া রাখিয়া, পাত্রচৌবর লইয়া, শ্রাবস্তী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবনে অনাথপিণ্ডের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আগস্তক-দিগকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ভগবানের রীতি ছিল। ভগবান সেই ভিক্ষুদিগকে কহিলেন :—ভিক্ষুগণ! নিরূপদ্রবে ছিলে ত, সমগ্রভাবে, মনানন্দে নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে বর্ষা যাপন করিয়াছ ত? ভিক্ষাম্লে ক্লিষ্ট হও নাই ত?”

“ভগবন্! আমরা নিরূপদ্রবে ছিলাম এবং সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও সুখে বর্ষা যাপন করিয়াছি, ভিক্ষার সংগ্রহেও কষ্ট পাই নাই।”

তথাগতগণ কোন কোন বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোন কোন বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না, সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আবার সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণ সার্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, নিরর্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন না; তথাগতদিগের নিরর্থক বিষয়ের মূলোচ্ছেদ হইয়াছে। দ্বিবিধ কারণে বুদ্ধ ভগবান ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করেন : ‘ধর্ম্মদেশনা করিব অথবা শ্রাবকগণের জন্ত শিকাপদ স্থাপন করিব।’

ভগবান সেই ভিক্ষুদিগকে কহিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কিরূপে সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে বর্ষাবাস করিয়াছ এবং কিরূপেই বা ভিক্ষার সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হও নাই?”

“প্রভো! আমরা সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ়মিত্রভাবাপন্ন বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশল অনপদের এক আবিষ্কার বর্ষাবাসনিরত ছিলাম। তখন আমাদের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত

হইয়াছিল : ‘আমরা কোন্ উপায়ে সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে বর্ষাবাস করিতে পারিব এবং ভিক্ষাগ্ৰহণেও ক্লিষ্ট হইব না ?’ তখন আবার আমাদের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘যদি আমরা পরস্পর আলাপসলাপ না করি এবং যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষাগ্ৰ লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন তিনি আসন পাতেন, পাদোদক পাদপীঠ, পাদকঠলিক স্থাপন করেন, অন্ন-ভাণ্ড ধুইয়া রাখেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষাগ্ৰ লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন তিনি ইচ্ছা হইলে ভোজনাবশেষ ভোজন করেন, ইচ্ছা না হইলে তৃণহীন ভূমিতে অথবা অন্নপ্রাণরহিত জলে নিক্ষেপ করেন, আসন তুলিয়া রাখেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকঠলিক সামলাইয়া রাখেন, অন্ন-ভাণ্ড ধুইয়া সামলাইয়া রাখেন, পানীয় পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখেন, ভোজন-শালা সন্মার্জন করেন এবং যিনি পানীয় জলের কলসী, পরিভোগ্য জলের কলসী অথবা পায়খানার জলপাত্র জলশূণ্য দেখিয়া তাহা জলপূর্ণ করিয়া রাখেন, যদি জলপাত্র আতিরিক্ত ভারী হয় তাহা হইলে অগ্ৰকে হস্তসঙ্কেতে আহ্বান করিয়া ধরাধরি করিয়া পাত্র জলপূর্ণ করেন, তজ্জন্ত বাক্যোচ্চারণ না করেন, তাহা হইলে আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও সুখে বর্ষাবাস করিতে সমর্থ হইব এবং ভিক্ষাগ্ৰ সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হইব না।’ প্রভো ! এই চিন্তা করিয়া আমরা পরস্পর আলাপসলাপ করিলাম না। যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষাচর্যা করিয়া প্রত্যাগমন করিতেন তিনি আসন পাতিতেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকঠলিক স্থাপন করিতেন, অন্ন-পাত্র ধুইয়া স্থাপন করিতেন, পানীয়, পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করিতেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষাচর্যা করিয়া প্রত্যাগমন করিতেন তিনি ইচ্ছা হইলে ভোজনাবশেষ ভোজন করিতেন, ইচ্ছা না হইলে তৃণহীন ভূমিতে পরিত্যাগ করিতেন অথবা অন্নপ্রাণরহিত জলে নিক্ষেপ করিতেন। তিনি আসন তুলিয়া রাখিতেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকঠলিক সামলাইয়া রাখিতেন, অন্ন-পাত্র ধুইয়া সামলাইয়া রাখিতেন, পানীয় পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখিতেন, ভোজন-শালা সন্মার্জন করিতেন। যিনি পানীয়জলের কলসী, পরিভোগ্য জলের কলসী অথবা পায়খানার জলপাত্র জলশূণ্য দেখিয়া তাহা জলপূর্ণ করিতেন। যদি জলপাত্র আতিরিক্ত ভারী হইত তাহা হইলে হাতের ইসারায় অগ্ৰকে আহ্বান করিয়া জলপাত্র ধরাধরি করিয়া জলপূর্ণ করিতেন, তজ্জন্ত বাক্যোচ্চারণ করিতেন না। আমরা এইরূপে সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে বর্ষাবাস করিয়াছি এবং ভিক্ষাগ্ৰ সংগ্রহেও ক্লিষ্ট হই নাই।”

ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! এই যোষপুরুষগণ প্রতিকূলভাবে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অসুস্থভাবে সমাপ্ত করিয়াছে বলিয়া মনে

করিতেছে ! পশুর^১ ঞ্চায় বর্ষাবাস করিয়া সুখে করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে ! মেঘের ঞ্চায় বর্ষাবাস করিয়া সুখে করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে ! পরস্পর শত্রুর ঞ্চায় বর্ষাবাস করিয়া সুখে করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে ! কেন এই মোঘপুরুষগণ তীর্থিকগণের মৌনব্রত গ্রহণ করিল ! হে ভিক্ষুগণ ! তাহাদের এই কার্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না.....এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! তীর্থিকগণের মৌনব্রত গ্রহণ করিতে পারিবে না, যে গ্রহণ করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বর্ষাবাসী ভিক্ষুগণ দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত ক্রটি বিষয়ে প্রবারণা^২ করিবে। তাহা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অনুকূলতা, অপরাধ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় ও বিনয়ানুবর্তিতা আনয়ন করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে প্রবারণা করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : “মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অল্প প্রবারণা। যদি সজ্ব উচিত মনে করেন তাহা হইলে সজ্ব প্রবারণা করিতে পারেন।” (তখন) স্থবির ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, পদের অগ্রভাগে ভর দিয়া বসিয়া, কৃতাজলি হইয়া এইরূপ বলিবে : দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত ক্রটি সম্বন্ধে সজ্বকে প্রবারণা করিতেছি। আয়ুর্মানগণ দৃষ্ট, শ্রুত অথবা আশঙ্কিত, আমার এরূপ কোন ক্রটি থাকিলে তাহা আপনারা অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বলুন। নিজের মধ্যে কথিত ক্রটি দেখিলে আমি তাহার প্রতিকার করিব।” [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ।] উক্ত নিয়মে নবীন ভিক্ষুগণও প্রবারণা করিবে।

(২) বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মুখে বসিবার নিয়ম

১—সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষুগণ পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় আসনে বসিয়া থাকিত। (তদর্শনে) অল্পে ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রীক্যাণ্ডে আলোচনা করিতে লাগিলেন : ‘কেন ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু স্থবির

১. পশুরা যেমন নিজের স্বধ্বংসের কথা অপরকে বলে না, কেহ কাহাকেও সাদরসম্ভাষণ করে না ইহারাও ঠিক তাহাই করিয়াছে।—সম-পাসা।

২. বাঙ্গলা প্রবারণা অর্থে বরণ করা, অতীষ্টদান, কাম্যদান, নিবারণ, মানা, নিষেধ। বিনয় বিধানে ‘প্রবারণ’ বা ‘প্রবারণা’ অর্থে ক্রটি বা নৈতিক মূল্য নির্দেশ করিবার জন্য সনিকাক অগ্ররোধ। প্রবারণা এইরূপ ক্রটি বা নৈতিক মূল্য নির্দেশ করিবার উপযুক্ত অবকাশও বটে। প্রার্থী স্বীয় দোষ নির্দেশ করিবার জন্য অন্যকে আহ্বান করে এবং অনুরক্ত ব্যক্তি প্রার্থীকে তাহার দোষ নির্দেশ করেন।

ভিক্ষুগণ পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় আসনে বসিয়া থাকে ?
সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সত্যই কি ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু স্থবির ভিক্ষু পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া
প্রবারণা করিবার সময় আসনে বসিয়া থাকে ?” “হাঁ, ভগবন্ ! তাহা সত্য বটে।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : হে ভিক্ষুগণ ! কেন সেই
মোষপুরুষগণ স্থবির ভিক্ষু পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময় আসনে
বসিয়া থাকে ? ভিক্ষুগণ ! তাহাদের এই কার্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন
করিবে না.....এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান
করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! স্থবির ভিক্ষুগণ পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া প্রবারণা করিবার সময়
(অত্র ভিক্ষুগণ) আসনে বসিয়া থাকিতে পারিবে না, যে বসিয়া থাকিবে তাহার
‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সকলকেই পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া
প্রবারণা করিতে হইবে।”

২—সেই সময় জরাতুর্কল জর্নৈক স্থবির সকলের প্রবারণা-সমাপ্তির প্রতীক্ষায়
পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া থাকায় মূচ্ছিত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে
এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পার্শ্বে উপবিষ্ট ভিক্ষু প্রবারণা
করিবার সময় পদাগ্রে ভর দিয়া বসিবে এবং প্রবারণা সমাপ্ত হইলে আসনে বসিবে।”

(৩) প্রবারণার তিথি

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “প্রবারণা-তিথি কয়টি ?” ভগবানকে
এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! প্রবারণার দুই তিথি, চতুর্দশী এবং পঞ্চদশী। প্রবারণার এই
দুই তিথি।”

(৪) প্রবারণা-কর্ম

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “প্রবারণা-কর্ম কয় প্রকার ?” তাঁহারা
ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! প্রবারণা-কর্ম চারি প্রকার। যথা :—(১) ধর্মবিরুদ্ধ বর্ণের

(সজ্জের একাংশের) প্রবারণা-কর্ম, (২) ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রসজ্জের প্রবারণা কর্ম, (৩) ধর্মামুকুল বর্গের প্রবারণা-কর্ম এবং (৪) ধর্মামুকুল সমগ্রসজ্জের প্রবারণা-কর্ম ।”

হে ভিক্ষুগণ ! তন্মধ্যে এই যে ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রসজ্জের একাংশের প্রবারণা-কর্ম, তাহা করা উচিত নহে, আমি এইরূপ প্রবারণা-কর্মের বিধান প্রদান করি নাই। এই যে ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রসজ্জের প্রবারণা-কর্ম, তাহা করা উচিত নহে, আমি এইরূপ প্রবারণা-কর্মের বিধান প্রদান করি নাই। এই যে ধর্মামুকুল বর্গের প্রবারণা-কর্ম তাহা করা উচিত নহে, আমি এইরূপ প্রবারণা-কর্মের বিধান প্রদান করি নাই। এই যে ধর্মামুকুল সমগ্রসজ্জের প্রবারণা-কর্ম তাহাই করা উচিত, আমি এইরূপ প্রবারণা-কর্ম করিবার জন্তই বিধান প্রদান করিয়াছি। হে ভিক্ষুগণ ! অতএব তোমাদের এইরূপ শিক্ষা করা উচিত : ধর্মামুকুল সমগ্রসজ্জের প্রবারণা-কর্ম করিব।

(৫) অনুপস্থিত ভিক্ষুর প্রবারণা

১—ভগবান, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! সমবেত হও, সজ্জ প্রবারণা করিবে।” তখন জনৈক ভিক্ষু কহিলেন :—“প্রভো ! জনৈক ভিক্ষু পীড়িত হইয়াছেন, তিনি উপস্থিত হন নাই।” (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রুগ্ন ভিক্ষুকে প্রবারণা দিতে হইবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! (প্রবারণা) এই ভাবে দিতে হইবে : সেই রুগ্ন ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া, কৃতাজলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে : ‘প্রবারণার ভার দিতেছি, আমার প্রবারণার ভার লইয়া আপনি গমন করুন, আমার পক্ষ হইয়া প্রবারণা করুন’ এই ভাবে দৈহিক সঙ্কেতে জ্ঞাপন করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন করিলে এবং সঙ্কেত ও বাক্যে জ্ঞাপন করিলে প্রবারণার ভার প্রদত্ত হয়। সঙ্কেতে জ্ঞাপন না করিলে, বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে এবং সঙ্কেত ও বাক্যে জ্ঞাপন না করিলে প্রবারণার ভার প্রদত্ত হয় না। যদি একপে পারা যায় তাহা হইলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই রুগ্ন ভিক্ষুকে মঞ্চে অথবা চৌকিতে স্থাপন করিয়া সজ্জসভায় আনিয়া প্রবারণা করিতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ ! যদি রুগ্ন পরিচারক ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘আমরা এই রুগ্ন ভিক্ষুকে স্থানচ্যুত করিলে তাঁহার রোগবৃদ্ধি অথবা মৃত্যু হইতে পারে।’ তাহা হইলে রোগীকে স্থানচ্যুত করিবে না, সজ্জকে সেখানে (রোগীর বাসস্থানে) বাইরা প্রবারণা করিতে হইবে। তজ্জন্ত সজ্জের একাংশ (পৃথক,

ভাবে) প্রবারণা করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে 'ছকট' অপরাধ হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার ভার ভ্রমণ করিবার পর প্রবারণাবাহক সেস্থান হইতে প্রস্থান করে তাহা হইলে (পুনর্বার) প্রবারণাব ভার অগ্ৰকে দিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার ভার দিবার পর প্রবারণাবাহক সেইস্থানেই গৃহস্থ হইয়া যায়, কালগত হয়, শ্রামণের হইয়া যায়, শিক্ষাপ্রত্যাখ্যানকাৰী, অস্তিমবস্ত (পারাজিক অপরাধ) প্রাপ্ত হয়, উন্মাদগ্রস্ত হয়, বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়, বেদনার্ত্ত হয়, অপবাধ অদর্শনহেতু উৎক্ষিপ্তমধ্যে পরিগণিত হয়, অপরাধেব প্রতিকার না করার উৎক্ষিপ্তমধ্যে গণ্য হয়, হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্ষিপ্তমধ্যে গণ্য হয়, পণ্ডকমধ্যে গণ্য হয়, স্ত্রয়সংবাসকমধ্যে গণ্য হয়, তীর্থিকপ্রস্থানকমধ্যে গণ্য হয়, মানবেতবজীবমধ্যে গণ্য হয়, মাতৃহস্তারূপে গণ্য হয়, পিতৃহস্তারূপে গণ্য হয়, অর্হন্তম্ভারূপে গণ্য হয়, ভিক্ষুগীদুষকরূপে গণ্য হয়, সজ্বভেদকরূপে গণ্য হয়, বক্তৃপাতকরূপে গণ্য হয়, উভয়লক্ষণবিশিষ্টে গণ্য হয় তাহা হইলে প্রবারণাব ভার অগ্ৰকে প্রদান করিবে। [অবশিষ্টাংশ উপোষথ-স্কন্ধকে বর্ণিত 'পরিশুদ্ধি' প্রদান সদৃশ; কেবল 'পরিশুদ্ধি' স্থলে 'প্রবারণা' পড়িতে হইবে।]

৩—সেই সময়ে প্রবারণা-দিবসে জনৈক ভিক্ষুকে তাহার জ্ঞাতিগণ আবদ্ধ করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণা-দিবসে কোন ভিক্ষুকে তাহার জ্ঞাতিগণ আবদ্ধ করে তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে ভিক্ষুগণেব একপ বলিতে হইবে : “আয়ুমানগণ! আপনারা এই ভিক্ষুকে মুহূর্তের নিমিত্ত মুক্তিদান করুন যাহাতে প্রবারণা করিতে পারেন।” এই ভাবে মুক্ত কবিত্তে পারিলে ভাল, যদি মুক্ত করিতে পারা না যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে একপ বলিতে হইবে : “আয়ুমানগণ! আপনারা মুহূর্তের অন্ত একান্তে অপমৃত হউন যাহাতে এই ভিক্ষু প্রবারণার ভার অপরকে প্রদান করিতে পারেন।” একপে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে সেই জ্ঞাতিগণকে এইরূপ বলিতে হইবে : “আয়ুমানগণ! আপনারা এই ভিক্ষুকে মুহূর্তের অন্ত সীমার বাহিরে লইয়া গমন করুন যেন সজ্ব প্রবারণা কবিত্তে পারেন।” একপে পারিলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে তজ্জন সজ্জ্বর একাংশ (পৃথক ভাবে) প্রবারণা করিতে পারিবে না, যদি করে তাহা হইলে 'ছকট' অপরাধ হইবে।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণা-দিবসে কোন ভিক্ষুকে রাজা, ৫—চোর, ৬—ধূর্ত, ৭—ভিক্ষুশত্রু আবদ্ধ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে একপ বলিতে হইবে। [অবশিষ্টাংশ জ্ঞাতি দ্বারা আবদ্ধ হওয়া সদৃশ।]

(৬) সঙ্ঘ-প্রবারণায় প্রত্যাশিত ভিক্ষুর সংখ্যা

সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণা-দিবসে পাঁচজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : ‘সঙ্ঘ প্রবারণা করিতে হইবে’, অথচ আমরা পাঁচজন মাত্র, অতএব আমরা কিরূপ প্রবারণা করিব ?” ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পাঁচজনে সঙ্ঘ প্রবারণা করিবে।”

(৭) অন্যাগ্ণ প্রবারণার বিষয়

১—সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণা-দিবসে চারিজন ভিক্ষু অবস্থান করিতে-
ছিলেন। সেই ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা
দিয়াছেন : ‘পাঁচজনে সঙ্ঘ প্রবারণা করিবে’, অথচ আমরা চারিজন মাত্র, অতএব
আমরা কিরূপ প্রবারণা করিব ?” তাহার ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন।
(ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চারিজনে পরস্পর প্রবারণা করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে প্রবারণা করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু উপস্থিত ভিক্ষু-
দিগকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : “আয়ুয়ানগণ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন।
অগ্ন প্রবারণা। যদি আয়ুয়ানগণ উচিত্ত বোধ করেন তাহা হইলে আমরা পরস্পর
প্রবারণা করিতে পারি।” (অতঃপর) স্ববির ভিক্ষু উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ
আবৃত্ত করিয়া পদাঙ্গে ভর দিয়া বসিরা, কৃতাজ্জলি হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে একরূপ
বলিবে : “বন্ধুগণ ! আপনারা যদি আমার কোন অপরাধ দেখিয়া থাকেন, শ্রবণ করিয়া
থাকেন অথবা আমার অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে
আয়ুয়ানগণ অনুকম্পা করিয়া আমাকে জ্ঞাপন করুন (প্রদর্শন করুন), (আমি)
দেখিলে (তাহার) প্রতিকার করিব। [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ বলিবে।]
উক্ত নিয়মে নবীন ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবে।

২—সেই সময়ে প্রবারণা-দিবসে এক আবাসে তিনজন মাত্র ভিক্ষু অবস্থান
করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ব্যবস্থা
দিয়াছেন : ‘পাঁচজনে সঙ্ঘ প্রবারণা করিবে, চারিজনকে পরস্পর প্রবারণা করিতে
হইবে’, অথচ আমরা তিনজন মাত্র, অতএব আমরা কিরূপ প্রবারণা করিব ?” তাহার
ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তিনজনে পরস্পর প্রবারণা করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে পরস্পরে প্রবারণা করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সেই ভিক্ষুদিগকে এরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : “আয়ুস্মানগণ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অণু প্রবারণা। যদি আয়ুস্মানগণ উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে আমরা পরস্পর প্রবারণা করিতে পারি।” (অতঃপর) স্থবির ভিক্ষু দেহের একাংশ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া, পদাগ্রে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাজ্জলি হইয়া সেই ভিক্ষুদিগকে এরূপ বলিবে : “বন্ধুগণ ! আপনারা যদি আমার কোন অপরাধ দেখিয়া থাকেন, শ্রবণ করিয়া থাকেন অথবা আমার অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আয়ুস্মানগণ অনুকম্পা করিয়া আমাকে বলুন (প্রদর্শন করুন), (আমি) দেখিলে (সেই অপরাধের) প্রতিকার করিব।” [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ] উক্ত নিয়মে নবীন ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবে।

৩—সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণা-দিবসে দুইজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান পাঁচজন ভিক্ষুকে সজ্ব প্রবারণা করিতে, চারিজনকে পরস্পর প্রবারণা করিতে এবং তিনজনকে পরস্পর প্রবারণা করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন, অথচ আমরা দুইজন মাত্র, অতএব আমরাদিগকে কিরূপ প্রবারণা করিতে হইবে ?” ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুইজনে পরস্পর প্রবারণা করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে প্রবারণা করিবে : স্থবির ভিক্ষু দেহের একাংশ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া, পদের অগ্রভাগে ভর করিয়া বসিয়া এবং কৃতাজ্জলি হইয়া নূতন ভিক্ষুকে এরূপ বলিবে : “বন্ধো ! আপনি যদি আমার কোন অপরাধ দেখিয়া থাকেন, শ্রবণ করিয়া থাকেন অথবা আমার অপরাধ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে আয়ুস্মান অনুকম্পা করিয়া আমাকে বলুন (প্রদর্শন করুন), আমি দেখিলে (সেই অপরাধের) প্রতিকার করিব।” [দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও এইরূপ।] উক্ত নিয়মে নবীন ভিক্ষু প্রবারণা করিবে।

(৮) একজনের প্রবারণা

সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণা দিবসে একজন ভিক্ষু অবস্থান করিতেছিলেন। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : ‘পাঁচজনে সজ্ব প্রবারণা করিবে, চারিজনে পরস্পরে প্রবারণা করিবে, তিনজনে পরস্পরে প্রবারণা করিবে এবং দুইজনেও পরস্পরে প্রবারণা করিবে। অথচ আমি একজন মাত্র, অতএব

এখন আমাকে কিরূপ প্রবারণা করিতে হইবে ?' ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন ।
(ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ ! যদি প্রবারণা-দিবসে কোন আবাসে মাত্র একজন ভিক্ষু অবস্থান করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে যেই উপস্থানশালা, মণ্ডপ অথবা বৃক্ষমূলে ভিক্ষুগণ আগমন করে সেই স্থান সন্মার্জন করিয়া, তথায় পানীয় পরিভোগ্য জল স্থাপন করিয়া, আমন পাতিয়া, প্রদীপ জালিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে । যদি অপর ভিক্ষুগণ আসে তাহা হইলে তাহাদের সহিত প্রবারণা করিতে হইবে । যদি না আসে তাহা হইলে 'অগ্নি আমার প্রবারণা' এই বলিয়া অধিষ্ঠান করিতে হইবে । যদি অধিষ্ঠান না করে তাহা হইলে তাহার 'দুর্কট' অপরাধ হইবে । [অবশিষ্টাংশ ১৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । কেবল 'উপোধথ' ও 'পরিগুন্ধি' স্থানে 'প্রবারণা' পড়িতে হইবে ।]

(৯) প্রবারণা-সময়ে অপরাধের প্রতিকার

সেই সময়ে প্রবারণা করিবার সময় জনৈক ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইলেন । তখন সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : "ভগবান ব্যবস্থা দিয়াছেন : 'অপরাধী ভিক্ষু প্রবারণা করিতে পারিবে না', আমি অপরাধী হইয়াছি, এখন আমার কি করিতে হইবে ?" তিনি ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ ! যদি প্রবারণা-দিবসে কোন ভিক্ষু অপরাধী হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে জনৈক ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইয়া, উত্তরাসঙ্গ দ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া, পদের অগ্রভাগে ভর দিয়া বসিয়া এবং কৃতাজলি হইয়া এইরূপ বলিতে হইবে : "বন্ধো ! আমি অমুক অপরাধে অপরাধী হইয়াছি তাহা (আপনার নিকট) প্রতিদেশনা (প্রকাশ) করিতেছি ।" সেই ভিক্ষু বলিবে : "আপনি (কৃতঅপরাধ) দেখিতেছেন কি ?" "হাঁ, দেখিতেছি (স্বীকার করিতেছি) ।" "তাহা হইলে আপনি এবিষয়ে ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন ।" [অবশিষ্টাংশ ১৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । কেবল 'প্রাতিমোক্ষ-আবৃত্তির সময়' স্থানে 'প্রবারণা করিবার সময়' পড়িতে হইবে ।]

॥ প্রথম ভগ্নিতা সমাপ্ত ॥

কোন ভিক্ষুর অনুপস্থিতিতে কৃত নীতিবিরুদ্ধ প্রবারণা

ক. (a) আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুর অনুপস্থিতি না জানিয়া

কৃত নির্দোষ প্রবারণা

সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণার সময় বহুসংখ্যক আবাসবাসী ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় পাঁচজন বা ততোধিক । তাঁহারা জানিতেন না

আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ অনুপস্থিত আছেন। তাঁহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া প্রবারণা করিতেছিলেন। তাঁহাদের প্রবারণা করিবার সময় আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অথচ তাঁহারা সংখ্যায় (পূর্বাগতদিগের অপেক্ষা) অধিক। তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! এক আবাসে প্রবারণার সময় আবাসস্থ বহুসংখ্যক ভিক্ষু সমবেত হয়, তাহারা সংখ্যায় পাঁচজন বা তদধিক। তাহারা জানে না যে আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ উপস্থিত হয় নাই। তাহারা ধর্মসঙ্গত এবং বিনয়সঙ্গত মনে করিয়া আপনারা সজ্জ্বর একাংশ হইয়াও নিজেকে সমগ্র জ্ঞান করিয়া প্রবারণা করিতে থাকে। তাহারা প্রবারণা করিবার সময় আবাসস্থ অবশিষ্ট ভিক্ষুগণ আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু তাহারা সংখ্যায় (পূর্বাগতের অপেক্ষা) অধিক। ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুদিগকে (পূর্বাগতকে) পুনরায় প্রবারণা করিতে হইবে, ইহাতে প্রবারণাকারীর অপরাধ হইবে না। [অবশিষ্টাংশ ১৫০ হইতে ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। কেবল ‘উপোষথের’ স্থানে ‘প্রবারণা’ এবং ‘চারি ভিক্ষুর’ স্থানে ‘পাঁচ ভিক্ষু’ পড়িতে হইবে।]

॥ দ্বিতীয় ভাগের সমাপ্ত ॥

অসাধারণাংশায় প্রবারণা

(১) বিশেষ অবস্থায় সংক্ষিপ্ত প্রবারণা

১—(ক) সেই সময়ে কোশল জনপদের এক আবাসে প্রবারণার সময় শবরের (বহুজাতির) উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ত্রিবাक্যে প্রবারণা করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ত্রিবাक্যে প্রবারণা করিবে।”

(খ) অধিকতর শবর-উপদ্রব উপস্থিত হইল। ভিক্ষুগণ ত্রিবাक্যেও প্রবারণা করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : একবাक্যে প্রবারণা করিবে।”

(গ) শবরের উপদ্রব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। ভিক্ষুগণ একবাक্যেও প্রবারণা করিতে পারিলেন না। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সমবয়স্ক^১ ভিক্ষুগণ একসঙ্গে প্রবারণা করিবে।”

২—সেই সময়ে এক আবাসে প্রবারণার সময় জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত করিল। তখন সেই স্থানে উপস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভূত হইল : “এই জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যদি সজ্ব ত্রিবাচ্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সজ্ব অপ্রবারিত থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে। এখন আমাদের কি করিতে হইবে?” ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন আবাসে প্রবারণার সময় জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া যায় এবং সেখানের ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদ্ভূত হয় : ‘জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এই অবস্থায় সজ্ব ত্রিবাচ্যে প্রবারণা করিলে সজ্ব অপ্রবারিতই থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে’ তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : “মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন ; জনসাধারণ দান দিতে দিতে রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, যদি সজ্ব ত্রিবাচ্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সজ্ব অপ্রবারিতই থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে। অতএব সজ্ব উচিত মনে করিলে দ্বিবাচ্যে, একবাচ্যে কিংবা সমবয়স্কের প্রবারণা করিতে পারেন।”

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন আবাসে প্রবারণার সময় ভিক্ষুগণ ধর্মচর্চা করায়, সৌত্রান্তিকগণ সূত্র সঙ্গায়ন করায়, বিনয়ধরগণ বিনয় মীমাংসা করায়, ধর্মকথিকগণ ধর্মালোচনা করায় এবং ভিক্ষুগণ কলহে রত থাকায় রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হয় এবং আবাসবাসী ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভূত হয় : ‘ভিক্ষুগণের কলহ হেতু রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছে, সজ্ব ত্রিবাচ্যে প্রবারণা করিলে সজ্ব অপ্রবারিতই থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে।’ তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : ‘মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন :—ভিক্ষুগণ কলহরত থাকায় রাত্রির অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছে, যদি সজ্ব ত্রিবাচ্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সজ্বও অপ্রবারিত থাকিবেন এবং রাত্রিও প্রভাত হইয়া যাইবে, অতএব সজ্ব উচিত মনে করিলে দ্বিবাচ্যে, একবাচ্যে কিংবা সমবয়স্কের প্রবারণা করিতে পারেন।’

১. ‘মাননীয় সজ্বের নিকট প্রবারণা.....করিব’ এই বাক্য সমবয়স্ক ভিক্ষুগণ একসঙ্গে সমন্বয়ে বলিবে।

৪—সেই সময়ে কোশল জনপদের এক আবাসে প্রবারণার সময় বৃহৎভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হইয়াছিলেন, সেখানে বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থান অল্পই ছিল এবং আকাশেও মেঘ উঠিয়াছিল। অনন্তর সেই ভিক্ষুদিগের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘এখানে বৃহৎভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হইয়াছেন, বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থানও অল্প এবং মহামেঘও উত্থিত হইয়াছে। যদি সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সঙ্ঘও অপ্রবারিত থাকিবেন এবং বৃষ্টিও বর্ষিত হইবে। অতএব এখন আমরা কি করিব?’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন আবাসে প্রবারণার সময় বৃহৎভিক্ষু-সঙ্ঘ সমবেত হয়, সেখানে বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থানেরও অভাব হয়, আকাশেও মেঘ উত্থিত হয় এবং সেখানের ভিক্ষুদিগের মনেও এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘এখানে এই বৃহৎভিক্ষু-সঙ্ঘ সমবেত হইয়াছেন, বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থানও এখানে অল্প এবং মহামেঘও উঠিয়াছে, সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করিলে সঙ্ঘও অপ্রবারিত থাকিবেন, মেঘও বর্ষণ করিবে।’ তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে একপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : ‘মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন, এখানে বৃহৎভিক্ষু-সঙ্ঘ সমবেত হইয়াছেন, বৃষ্টি পড়ে না তেমন স্থানও এখানে অল্প এবং মহামেঘও উঠিয়াছে। যদি সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে সঙ্ঘও অপ্রবারিত থাকিবেন এবং মেঘও বর্ষণ করিবে। অতএব সঙ্ঘ উচিত মনে করিলে দ্বিবাক্যে, একবাক্যে অথবা সমবয়স্কের প্রবারণা করিতে পারেন।’

৫—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন আবাসে প্রবারণার সময় রাজার উপদ্রব, ৬—চোরের উপদ্রব, ৭—অগ্নির উপদ্রব, ৮—জলের উপদ্রব, ৯—মনুষ্যের উপদ্রব, ১০—অমনুষ্যের (ভূত, প্রেতের) উপদ্রব, ১১—হিংস্রজন্তুর উৎপাত, ১২—সরীসৃপের উৎপাত, ১৩—জীবননাশের আশঙ্কা, ১৪—ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা উপস্থিত হয় এবং সেখানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘এখন ব্রহ্মচর্য্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, যদি সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় সঙ্ঘ অপ্রবারিতই থাকিবেন’ তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—‘মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : এখন এখানে ব্রহ্মচর্য্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, যদি সঙ্ঘ ত্রিবাক্যে প্রবারণা করেন তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্যনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হওয়ায় সঙ্ঘ অপ্রবারিতই থাকিবেন। অতএব সঙ্ঘ উচিত মনে করিলে দ্বিবাক্যে, একবাক্যে অথবা সমবয়স্কের প্রবারণা করিতে পারেন।’

(২) অপরাধীর প্রবারণা নিষিদ্ধ

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অপরাধী হইয়া প্রবারণা করিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অপরাধী প্রবারণা করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যে অপরাধী হইয়া প্রবারণা করিবে অবকাশ করাইয়া তাহার উপর দোষারোপ করিবে।”

প্রবারণা স্থগিত করা

(১) অবকাশ না করিলে স্থগিত করিবে

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু অবকাশ করাইবার সময় অবকাশ করিতে ইচ্ছা করিত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যে অবকাশ করিবে না তাহার প্রবারণা স্থগিত করিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এই ভাবে স্থগিত করিবে : উপস্থিত প্রবারণা চতুর্দশী কিংবা পঞ্চদশীতে সেই ব্যক্তির (অপরাধীর) উপস্থিতিতে সঙ্ঘসভায় দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু বলিবে : “মাননীয় সঙ্ঘ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : অমুকনামীয় ভিক্ষু অপরাধী হইয়া প্রবারণা করিতেছেন, অতএব আমি তাঁহার প্রবারণা স্থগিত করিতেছি। তিনি উপস্থিত থাকিলেও প্রবারণা করিতে পারিবেন না।” এইভাবে প্রবারণা স্থগিত করা হয়।

(২) অন্তায়ভাবে স্থগিত করা

সেই সময়ে ষড়বর্গীয় ভিক্ষু ‘প্রথমেই স্থশীল ভিক্ষুগণ আমাদের প্রবারণা স্থগিত করেন’ এই ভাবিয়া তাহারা প্রথমেই অবিষয়ে, অকারণে পরিণত নিরপরাধ ভিক্ষুগণের প্রবারণা স্থগিত করিতে লাগিল। প্রবারিতগণেরও প্রবারণা স্থগিত করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অবিষয়ে, অকারণে পরিণত এবং নিরপরাধ ভিক্ষুদিগের প্রবারণা স্থগিত করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! প্রবারিতদিগের (বাহাদের প্রবারণা করা সমাপ্ত হইয়াছে) প্রবারণা স্থগিত করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

(৩) প্রবারণা স্থগিত করিবার পদ্ধতি

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে প্রবারণা স্থগিত হয় এবং এইভাবে স্থগিত হয় না ।

১—হে ভিক্ষুগণ ! কি ভাবে প্রবারণা স্থগিত হয় না ? ভিক্ষুগণ ! যদি কেহ ত্রিবাক্যে প্রবারণা কহিয়া বলিয়া সমাপ্ত করিবার পর অন্য ব্যক্তি তাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে প্রবারণা স্থগিত হয় না । ভিক্ষুগণ ! যদি দ্বিবাক্যে, একবাক্যে এবং সমবয়স্কগণ প্রবারণা কহিয়া বলিয়া সমাপ্ত করিবার পর অন্য ব্যক্তি তাহাদের প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলেও প্রবারণা স্থগিত হয় না । ভিক্ষুগণ ! এইভাবে প্রবারণা স্থগিত হয় না ।

২—হে ভিক্ষুগণ ! কিভাবে প্রবারণা স্থগিত হয় ? ভিক্ষুগণ ! যদি কেহ ত্রিবাক্যে প্রবারণা কহিয়া বলিয়া সমাপ্ত করিবার পূর্বে অন্য ব্যক্তি তাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে প্রবারণা স্থগিত হয় । ভিক্ষুগণ ! যদি দ্বিবাক্যে, একবাক্যে এবং সমবয়স্কগণ প্রবারণা কহিয়া বলিয়া সমাপ্ত করিবার পূর্বে অন্য ব্যক্তি তাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে প্রবারণা স্থগিত হয় । ভিক্ষুগণ ! এইভাবে প্রবারণা স্থগিত হয় ।

(৪) বাধাদানে প্রবারণা পূর্ণ করা

১—হে ভিক্ষুগণ ! যদি প্রবারণার সময় কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ একরূপ জানে—‘এই আয়ুমানের (যাহার স্থগিত করে তাহার) কায়িক আচার অপরিপুষ্ট, বাচনিক আচার অপরিপুষ্ট, জীবিকা অপরিপুষ্ট, সে মুর্থ, অদক্ষ এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে যথাযথ উত্তর দিতে পারিবে না ।’ তাহা হইলে ‘ভিক্ষু ! ঝগড়া, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ না হউক’ এই বলিয়া স্থগিতকারীকে বাধা দিয়া সজ্জ্বর প্রবারণা করা উচিত ।

২—হে ভিক্ষুগণ ! যদি প্রবারণার সময় কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ একরূপ জানে ‘এই আয়ুমানের (যাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহার) কায়িক আচার পরিপুষ্ট, বাচনিক আচার অপরিপুষ্ট, জীবিকা অপরিপুষ্ট, সে মুর্থ, অদক্ষ এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে সমর্থ নহে ।’ তাহা হইলে ‘ভিক্ষু ! ঝগড়া, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ না হউক’ এই বলিয়া স্থগিতকারীকে বাধা দিয়া সজ্জ্বর প্রবারণা করা উচিত ।

৩—হে ভিক্ষুগণ ! যদি প্রবারণার সময় কোন ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অন্য ভিক্ষুগণ এইরূপ জানে ‘এই আয়ুমানের (যাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহার) কায়িক আচার পরিপুষ্ট, বাচনিক আচার পরিপুষ্ট, জীবিকা

অপরিণত, সে মুর্থ, অদক্ষ এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে সমর্থ নহে।' তাহা হইলে 'ভিক্ষু! ঋগড়া, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদ না হউক' এই বলিয়া স্থগিতকারীকে বাধা দিয়া সজ্জ্বর প্রবারণা করা উচিত।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার সময় কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অথবা ভিক্ষুগণ এইরূপ জানে 'এই আয়ুমানের (যাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাঁহার) কায়িক আচার পরিণত, বাচনিক আচার পরিণত, জীবিকা পরিণত, কিন্তু সে মুর্থ, অদক্ষ এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে সমর্থ নহে।' তাহা হইলে 'ভিক্ষু! ঋগড়া, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদ না হউক' এই বলিয়া স্থগিতকারীকে বাধা দিয়া সজ্জ্বর প্রবারণা করা উচিত।

(৫) দণ্ডদানে প্রবারণা করা

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি প্রবারণার সময় কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে এবং সেই ভিক্ষু সম্বন্ধে অথবা ভিক্ষুগণ এইরূপ জানে 'এই আয়ুমানের (যাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাঁহার) কায়িক আচার, বাচনিক আচার ও জীবিকা পরিণত, তিনি পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রশ্ন করিলে উত্তর দিতে সমর্থ।' তাঁহাকে (যিনি প্রবারণা স্থগিত করেন) এরূপ জিজ্ঞাসা করা উচিত : 'বন্ধো! আপনি যে এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছেন তাহা কোন বিষয়ে স্থগিত করিতেছেন? শীল সম্বন্ধীয় অপরাধে কি স্থগিত করিতেছেন? আচারসম্বন্ধীয় অপরাধে কি স্থগিত করিতেছেন? দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধে কি স্থগিত করিতেছেন?' যদি তিনি বলেন 'শীলসম্বন্ধীয় অপরাধে স্থগিত করিতেছি অথবা আচারসম্বন্ধীয় অপরাধে স্থগিত করিতেছি কিংবা দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধে স্থগিত করিতেছি' তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে: 'আয়ুমান শীলসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানেন কি? আচার সম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানেন কি? এবং দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানেন কি?' তিনি যদি বলেন, 'আমি শীলসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানি, আচারসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহা জানি এবং দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে বলে তাহাও জানি।' তাহা হইলে তাঁহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করা উচিত : 'বন্ধো! শীলসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে কহে? আচারসম্বন্ধীয় অপরাধ কাহাকে কহে এবং দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধই বা কাহাকে কহে?' যদি তিনি বলেন, 'চতুর্বিধ 'পারাজিক' এবং ত্রয়োদশ 'সংবাদিসেস' ইহা শীলসম্বন্ধীয় অপরাধ; 'ধুম্ভর', 'পাচিস্বির', 'পাটিদেশনীর', 'হুর্কট' এবং 'হুতাসিত' ইহা আচারসম্বন্ধীয়

অপরাধ; মিথ্যাদৃষ্টি এবং অন্তগ্রাহীদৃষ্টি (চরম মত)' ইহা দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধ।' তাহা হইলে তাঁহাকে একরূপ জিজ্ঞাসা করিবে : 'বন্ধো ! আপনি যে এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছেন তাহা কোন ক্রটি দেখিয়া কি স্থগিত করিতেছেন ? শুনিয়া কি স্থগিত করিতেছেন ? অথবা অনুমান করিয়া কি স্থগিত করিতেছেন ?' যদি তিনি একরূপ বলেন : 'কোন ক্রটি দেখিয়া স্থগিত করিতেছি, অথবা শুনিয়া স্থগিত করিতেছি, কিংবা অনুমান করিয়া স্থগিত করিতেছি।' তাহা হইলে তাহাকে একরূপ জিজ্ঞাসা করিবে : 'বন্ধো ! আপনি যে এই ভিক্ষুর প্রবারণা ক্রটি দেখিয়া স্থগিত করিতেছেন বলিয়া বলিলেন, আপনি কি দেখিয়াছেন ? কিসে দেখিয়াছেন ? কখন দেখিয়াছেন ? কোথায় দেখিয়াছেন ? তাঁহাকে কি 'পারাজিক' অপরাধ করিতে দেখিয়াছেন ? 'সংবাদিসেস' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন ? 'খুল্লচয়' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন ? 'পাটিদেসনীয়' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন ? 'ছকট' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন ? 'ছত্বাসিত' অপরাধ করিতে কি দেখিয়াছেন ? তখন আপনি কোথায় ছিলেন এবং এই ভিক্ষুই বা কোথায় ছিলেন ? তখন আপনি কি করিতেছিলেন এবং এই ভিক্ষুই বা কি করিতেছিলেন ?' তিনি যদি তদুত্তরে কহেন : 'বন্ধো ! আমি এই ভিক্ষুর প্রবারণা (কোন অপরাধ) দেখিয়া স্থগিত করিতেছি না ; কিন্তু (অপরাধের কথা) শুনিয়া স্থগিত করিতেছি।' তাহা হইলে তাহাকে একরূপ জিজ্ঞাসা করিবে : 'বন্ধো ! আপনি যে শুনিয়া এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছেন, আপনি কি শুনিয়াছেন ? কিসে শুনিয়াছেন ? কখন শুনিয়াছেন ? কোথায় শুনিয়াছেন ? 'পারাজিক' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন ? 'সংবাদিসেস' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন ? 'খুল্লচয়' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন ? 'পাটিদেসনীয়' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন ? 'ছকট' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন ? 'ছত্বাসিত' অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি শুনিয়াছেন ? ভিক্ষুর নিকট কি শুনিয়াছেন ? ভিক্ষুগীর নিকট কি শুনিয়াছেন ? শিক্ষমানার নিকট কি শুনিয়াছেন ? শ্রামণের নিকট কি শুনিয়াছেন ? শ্রামণেরীর নিকট কি শুনিয়াছেন ? উপাসকের নিকট কি শুনিয়াছেন ? উপাসিকার নিকট কি শুনিয়াছেন ? রাজার নিকট কি শুনিয়াছেন ? রাজার অমাত্যদিগের নিকট কি শুনিয়াছেন ? তীর্থিকদিগের নিকট কি শুনিয়াছেন ? তীর্থিক-শ্রাবকদিগের নিকট কি শুনিয়াছেন ?' তিনি যদি তদুত্তরে কহেন : 'বন্ধো ! আমি এই ভিক্ষুর প্রবারণা শুনিয়া স্থগিত করিতেছি না ; কিন্তু অনুমান করিয়া স্থগিত করিতেছি।' তাহা হইলে তাহাকে একরূপ জিজ্ঞাসা করিবে : 'বন্ধো !

আপনি যে অনুমান করিয়া এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছেন, কি অনুমান করিতেছেন? কিসে অনুমান করিতেছেন? কখন হইতে অনুমান করিতেছেন? কোথায় অনুমান করিতেছেন? 'পারাজিক'^১ অপবাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'সংঘাদিসেস'^২ অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'থুল্লচয়'^৩ অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'পাটিদেসনীয়'^৪ অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'পাচিভিয়'^৫ অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'হুকট'^৬ অপবাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? 'হুত্তাসিত'^৭ অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া কি অনুমান করিতেছেন? ভিক্ষুর নিকট গুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? ভিক্ষুণীর নিকট গুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? শিক্ষমানার নিকট গুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? শ্রামণের নিকট গুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? শ্রামণের নিকট গুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? উপাসকের নিকট গুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? উপাসিকার নিকট গুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? রাজগুবর্ণের নিকট গুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? রাজাব অমাত্যদিগের নিকট গুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? তীর্থিকদিগের নিকট গুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন? তীর্থিক-শ্রাবকদিগের নিকট গুনিয়া কি অনুমান করিতেছেন?' তদন্তরে যদি তিনি বলেন : 'বন্ধো! আমি এই ভিক্ষুর প্রবারণা অনুমান করিয়া স্থগিত করিতেছি না; কিন্তু আমিও জানি না যে কেন এই ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করিতেছি।'

হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু প্রত্যুত্তর দানে বিজ্ঞ সত্রাজচারীদিগের (সতীর্থগণের) চিত্ত সন্তুষ্ট করিতে না পারে তাহা হইলে বলা উচিত : যাহার উপর দোষারোপ করা হইয়াছে সেই ভিক্ষু নির্দোষী। হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু প্রত্যুত্তর দানে বিজ্ঞ সত্রাজচারীদিগের চিত্ত সন্তুষ্ট করিতে পারে তাহা হইলে বলা উচিত : যাহার উপর দোষ আৰোপিত হইয়াছে সেই ভিক্ষু দোষী। ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু (অন্তকে) অমূলক 'পারাজিক' অপরাধে অপরাধী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে তাহার উপর 'সংঘাদিসেস'^৮ অপবাধ আৰোপ করিয়া

১. যেই অপরাধে অপরাধী হইলে ভিক্ষু ভিক্ষু হইতে ব্রহ্ম হয়। ২. যেই অপরাধ করিলে সত্ত্বের নিকট 'পরিবাস' দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। সত্ত্বই দণ্ডান করেন আবার সত্ত্বই দণ্ড হইতে মুক্তিদান করিয়া সত্ত্ব প্রবেশাধিকার দান করেন। সত্ত্ব আদিত্তে এবং অস্ত্রে প্রযোজন বলিয়া সত্ত্বাদিশেষ। ৩. দেশনা (প্রকাশ কিংবা স্বীকার) করিয়া যেই সব অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায় তদ্ব্যতীত ইহা বুল (গুরুতর)। ৪. ৫. ৬. ৭. এই সমস্ত অপরাধ সত্ত্বের নিকট স্বীকার করিলে এবং ভবিষ্যতে সাবধান হইবে বলিয়া স্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ৮. সূত্রবিভাগে নির্ণিত অষ্টম সত্ত্বাদিশেষ শিকাপদ ব্রহ্ম।

সজ্জের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু (অন্যকে) অমূলক 'সজ্জাদিসেস' অপরাধে অপরাধী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রতিকার করাইয়া সজ্জের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপকারী ভিক্ষু (অন্যকে) অমূলক 'খুল্লচ্চয়', 'পাচিন্দিয়' 'পাটিদেসনীয়', 'হুক্কট' অথবা 'হুত্তাসিত' অপরাধে অপরাধী করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রতিকার করাইয়া সজ্জের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপিত ভিক্ষু 'পারাজিক' অপরাধে অপরাধী হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া সজ্জের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপিত ভিক্ষু 'সজ্জাদিসেস' অপরাধে অপরাধী হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে তাহার উপর 'সজ্জাদিসেস' অপরাধ আরোপ করিয়া সজ্জের প্রবারণা করিতে হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সেই দোষারোপিত ভিক্ষু 'খুল্লচ্চয়', 'পাচিন্দিয়', 'পাটিদেসনীয়', 'হুক্কট' অথবা 'হুত্তাসিত' অপরাধ করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে ধর্ম্মানুসারে তাহার প্রতিকার করাইয়া সজ্জকে প্রবারণা করিতে হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণার সময় 'খুল্লচ্চয়' অপরাধে অপরাধী হয় এবং (সেই অপরাধকে) কোন কোন ভিক্ষু 'খুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কোন কোন ভিক্ষু 'সজ্জাদিসেস' মনে করে তাহা হইলে বাহারা 'খুল্লচ্চয়' মনে করে তাহাদিগকে একান্তে সেই ভিক্ষুকে (অপরাধীকে) লইয়া যাইয়া ধর্ম্মানুসারে অপরাধের প্রতিকার করাইয়া সজ্জের নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিতে হইবে : 'বহুগণ! এই ভিক্ষু যেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল ধর্ম্মানুসারে সেই অপরাধের প্রতিকার করা হইয়াছে অতএব সজ্জ উচ্চ মনে করিলে প্রবারণা করিতে পারেন।'

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণা দিবসে 'খুল্লচ্চয়' অপরাধ করিয়া থাকে এবং (তাহার সেই অপরাধকে) কেহ কেহ 'খুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কেহ কেহ 'পাচিন্দিয়' মনে করে; কেহ কেহ 'খুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'পাটিদেসনীয়' মনে করে; কেহ কেহ বা 'খুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'হুক্কট' মনে করে; কেহ কেহ বা 'খুল্লচ্চয়' মনে করে, আবার কেহ কেহ বা 'হুত্তাসিত' মনে করে, তাহা হইলে বাহারা 'খুল্লচ্চয়' মনে করে তাহাদিগকে একান্তে সেই ভিক্ষুকে লইয়া যাইয়া ধর্ম্মানুসারে (অপরাধের) প্রতিকার করাইয়া সজ্জের নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিতে হইবে : 'বহুগণ! সেই ভিক্ষু যেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল ধর্ম্মানুসারে তাহার সেই অপরাধের প্রতিকার করা হইয়াছে, অতএব সজ্জ উচ্চ মনে করিলে প্রবারণা করিতে পারেন।'

৪—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণা দিবসে ‘পাচিন্তিয়’ অপরাধ করিয়া থাকে, ৫—‘পাটিদেসনীয়’ অপরাধ করিয়া থাকে, ৬—‘হুকট’ অপরাধ করিয়া থাকে অথবা ৭—‘হুত্তাসিত’ অপরাধ করিয়া থাকে এবং (তাহার সেই অপরাধকে) কেহ কেহ ‘হুত্তাসিত’ মনে করে আবার কেহ কেহ বা ‘সজ্বাদিসেস’ মনে করে তাহা হইলে যাহারা ‘হুত্তাসিত’ মনে করে তাহাদিগকে সেই ভিক্ষুকে একান্তে লইয়া যাইয়া, ধর্ম্মানুসারে (অপরাধের) প্রতিকার করাইয়া, সজ্জের নিকট উপস্থিত হইয়া, এরূপ বলিতে হইবে : ‘বন্ধো ! সেই ভিক্ষু যেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল সে ধর্ম্মানুসারে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়াছে, অতএব সজ্ব উচিৎ মনে করিলে প্রবারণা করিতে পারেন ।’

হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণার সময় ‘হুত্তাসিত’ অপরাধ করিয়া থাকে এবং তাহার সেই অপরাধকে কেহ কেহ বা ‘হুত্তাসিত’ মনে করে, আবার কেহ কেহ বা ‘ধুল্লচ্চয়’ মনে করে, কেহ কেহ বা ‘হুত্তাসিত’ মনে করে, আবার কেহ কেহ বা ‘পাচিন্তিয়’ মনে করে, কেহ কেহ বা ‘হুত্তাসিত’ মনে করে, আবার কেহ কেহ বা ‘পাটিদেসনীয়’ মনে করে ; কেহ কেহ বা ‘হুত্তাসিত’ মনে করে, আবার কেহ কেহ বা ‘হুকট’ মনে করে তাহা হইলে যাহারা ‘হুত্তাসিত’ মনে করে তাহাদিগকে একান্তে সেই ভিক্ষুকে লইয়া যাইয়া, ধর্ম্মানুসারে (অপরাধের) প্রতিকার করাইয়া, সজ্জের নিকট উপস্থিত হইয়া, এরূপ বলিতে হইবে : ‘বন্ধো ! সেই ভিক্ষু যেই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল সে ধর্ম্মানুসারে সেই অপরাধের প্রতিকার করিয়াছে, অতএব সজ্ব উচিৎ মনে করিলে প্রবারণা করিতে পারেন ।’

(৬) বস্তু বা ব্যক্তি স্থগিত করা

১—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণার সময় সজ্ব-সভায় এইরূপ বলে : ‘স্থানীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : অপরাধের (বিচার্য বস্তুর) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কিন্তু ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না’ । অতএব যদি সজ্ব উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সজ্ব বস্তু স্থগিত রাখিয়া প্রবারণা করিতে পারেন ।’ তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে (স্থগিতকারীকে) এরূপ জিজ্ঞাসা করিবে : ‘বন্ধো ! ভগবান বিগুহ ভিক্ষুগণের জন্যই প্রবারণার বিধান দিয়াছেন, যদি বস্তুর

১. অনন্যে অবস্থিত এক বিহারে পুষ্করী হইতে সোরগণ মৎস্ত হত্যা করিয়া, পাক করিয়া, তাহা ভোজন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিল । এই ভিক্ষু সেই কুকার্য দেখিয়া ‘বোধ হয় ভিক্ষুই এই কুকার্য করিয়াছে’ এই ধারণা করিয়াই বলিল : ‘অপরাধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কিন্তু অপরাধীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না ।’ সম-পালা ।

(অপরাধের) পরিচয় পাওয়া যায় এবং ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া না যায় তাহা হইলে এখনই তাহাকে (সেই অপরাধীকে) দেখাইয়া দাও' ।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণার সময় সঙ্ঘ-সভায় এইরূপ বলে : 'মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কিন্তু বস্তুর (বিচার্য অপরাধের) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না', অতএব যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ ব্যক্তি স্থগিত রাখিয়া প্রবারণা করিতে পারেন।' তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে (স্থগিতকারীকে) এইরূপ বলিবে : 'বন্ধো! ভগবান বিগুহ সমগ্র সঙ্ঘের জন্মই প্রবারণার বিধান দিয়াছেন, যদি ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া যায় এবং বস্তুর (অপরাধের) পরিচয় পাওয়া না যায় তাহা হইলে এখনই তাহা (সেই অপরাধ) বলিয়া দাও' ।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু প্রবারণার সময় সঙ্ঘ-সভায় এইরূপ বলে : 'মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : এই বস্তু (অপরাধ) এবং ব্যক্তির (অপরাধীর) পরিচয় পাওয়া যাইতেছে', অতএব সঙ্ঘ উচিত মনে করিলে বস্তু এবং ব্যক্তি উভয় স্থগিত রাখিয়া সঙ্ঘ প্রবারণা করিতে পারেন।' তাহা হইলে সেই ভিক্ষুকে (স্থগিতকারীকে) এইরূপ বলিবে : 'বন্ধো! ভগবান বিগুহ এবং সমগ্র সঙ্ঘের জন্ম প্রবারণার বিধান দিয়াছেন। যদি বস্তু এবং ব্যক্তি উভয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে এখনই সেই অপরাধ এবং অপরাধীকে দেখাইয়া দাও' ।

১. যদি এই অপরাধ সঙ্ঘকে কাহারও উপর তোমার সন্দেহ হয় তবে তাহাকে দেখাইয়া দাও, দেখাইয়া দিলে সন্দেহযোগ্য অপরাধীকে প্রথমে প্রবারণা করিতে হইবে। দেখাইয়া না দিলে 'অনুসন্ধান করিয়া দেখিব' এই ধারণা করিয়া প্রবারণা করিবে।—সম-পাসা।

২. জনৈক ভিক্ষু পুষ্পমালা এবং সুগন্ধ দ্রব্য দ্বারা চৈত্য পূজা করিয়াছিল অথবা অরিষ্ট (গুড়মিশ্রিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশেষ) পান করিয়াছিল। ইহাতে তাহার দেহেও তদনুরূপ গন্ধ হইয়াছিল। এই ভিক্ষু তাহার গন্ধ লক্ষ্য করিয়া 'এই ভিক্ষুরই এই সুগন্ধ' এই বলিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল অপরাধীর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে কিন্তু অপরাধের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।—সম-পাসা।

৩. যদি অপরাধ সঙ্ঘকে কাহারও উপর তোমার সন্দেহ হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অপরাধ এখনই বল। 'তাহার এই অপরাধ' হইয়াছে বলিয়া বলিলে সেই অপরাধীর অপরাধের প্রতিকার করাইয়া প্রবারণা করিতে হইবে। যদি বলে 'কোন অপরাধ হইয়াছে তাহা আমি জানি না' তাহা হইলে 'অনুসন্ধান জানিব' এই বলিয়া সঙ্ঘকে প্রবারণা করিতে হইবে।—সম-পাসা।

৪. পুরোক্ত নিয়মেই চোরদ্বারা মৎস্ত হস্তা করিয়া, পাক করিয়া জোজনের স্থান এবং সুগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা স্থানের স্থান দেখিয়াই 'ইহা প্রব্রজিতের কাণ্ড' এই মনে করিয়া সে এরূপ বলিল।—সম-পাসা।

৫. এখনই সেই দোষে সন্দেহযোগ্য ব্যক্তিকে দেখাইয়া দাও। উভয়ের (অপরাধের ও অপরাধীর) জ্ঞান পাইলে বিচার করিয়াই প্রবারণা করা উচিত।—সম-পাসা।

৪—হে ভিক্ষুগণ ! যদি প্রবারণার পূর্বে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরে ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে (অপরাধ) প্রকাশ করা উচিত । ভিক্ষুগণ ! যদি প্রবারণার পূর্বে ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে (ব্যক্তিকে) প্রকাশ করা উচিত । ভিক্ষুগণ ! যদি প্রবারণার পূর্বে বস্তু এবং ব্যক্তি উভয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রবারণা সমাপ্ত করিবার পর অভিযোগ উত্থাপন করিলে (অভিযোক্তার) ‘উকোটনক পাচিভিয়’ অপরাধ হইবে ।

(৭) কলহপ্রিয় হইতে রক্ষা পাইবার উপায়

সেই সময়ে কোশল জনপদের এক আবাসে বহুসংখ্যক সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ়মিত্র-ভাবাপন্ন ভিক্ষু বর্ষাবাস করিতেছিলেন । তাঁহাদের সন্নিকটে ভগুনকারী, কলহকারী, বিবাদ বিসম্বাদকারী এবং সজ্জ্বর নিকট নিয়ত অভিযোগকারী অপর ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস আরম্ভ করিল, উদ্দেশ্য তাঁহারা বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণার করিবার সময় তাঁহাদের প্রবারণা স্থগিত করিবে । সেই ভিক্ষুগণ (পূর্বোক্ত ভিক্ষুগণ) শুনিতে পাইলেন : “আমাদের সন্নিকটে ভগুনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সজ্জ্বর নিকট অভিযোগকারী অল্প ভিক্ষুগণ ‘বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণা করিবার সময় আমাদের প্রবারণা স্থগিত করিবে ।’ এই মনে করিয়া বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়াছে ।” (তখন তাঁহারা ভাবিলেন :) ‘এখন আমাদের কি করিতে হইবে ?’ তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ ! কোন এক আবাসে সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্রভাবাপন্ন বহুসংখ্যক ভিক্ষু বর্ষাবাস করে এবং তাহাদের সন্নিকটে ভগুনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সজ্জ্বর নিকট অভিযোগকারী অল্প ভিক্ষুগণ ‘আমরা সেই ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণা করিবার সময় তাঁহাদের প্রবারণা স্থগিত করিব ।’ এই মনে করিয়া বর্ষাবাস আরম্ভ করে ।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অক্ষুণ্ণ করিতেছি : পূর্বোক্ত ভিক্ষুগণ চতুর্দশী তিথিতে ছই তিনটা উপোষথ করিতে পারিবে যাহাতে তাহারা শেবোক্ত (ভগুনকারী) ভিক্ষুদিগের পূর্বে প্রবারণা করিতে পারে ।”

হে ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভগুনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সজ্জ্বর নিকট অভিযোগকারী ভিক্ষুগণ সেই আবাসে (পূর্ববর্তী ভিক্ষুদিগের বাসস্থানে)

১. প্রবারণার পূর্বে উভয়ের পরিচয় পাইয়া বিচার করিযাই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিয়াছেন । পুনরায় তাহার (বীষাংসিত বিষয়ের) পুনর্বিচার প্রার্থী হইলে ‘বীষাংসিত বিষয়ের পুনর্বিচার’ মতক্কে ‘পাচিভিয়’ অপরাধ হয় ।—সম-পাঙ্গ ।

আগমন করে তাহা হইলে সেই আবাসবাসী ভিক্ষুগণকে অতি শীঘ্র সমবেত হইয়া প্রবারণা সমাপ্ত করিতে হইবে এবং প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া (ভণ্ডনকারী ভিক্ষুগণকে) বলিবে : ‘বন্ধুগণ ! আমরা প্রবারণা সমাপ্ত করিয়াছি, অতএব আয়ুস্মানগণ এখন যাহা ভাল মনে করেন তাহা করুন।’ ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সজ্জ্বর নিকট অভিযোগকারী ভিক্ষুগণ (আবাসবাসিগণের) অজ্ঞাতসারে সেই আবাসে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে সেই আবাসবাসী ভিক্ষুদিগকে আসন পাতিতে হইবে, পাদোদক, পাদপীঠ এবং পাদকঠলিক স্থাপন করিতে হইবে, অগ্রসর হইয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিতে হইবে, পানীয় জলের প্রয়োজন কিনা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং মিষ্টবাক্যে মুগ্ধ করিয়া সীমার বাহিরে যাইয়া প্রবারণা করিতে হইবে। প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া আসিয়া ভণ্ডনকারীদিগকে বলিতে হইবে : ‘বন্ধুগণ ! আমরা প্রবারণা সমাপ্ত করিয়াছি অতএব আয়ুস্মানগণ এখন যাহা ভাল মনে করেন তাহা করুন।’ এরূপে পারা গেলে ভাল, যদি পারা না যায় তাহা হইলে ভিক্ষুগণ ! দক্ষ এবং সমর্থ আবাসবাসী ভিক্ষু আবাসস্থ (অপর) ভিক্ষুদিগকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : ‘আয়ুস্মান আবাসবাসিগণ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি আয়ুস্মানগণ উচ্চ মনে করেন তাহা হইলে এখন উপোষথ করিব, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিব এবং আগামী কৃষ্ণপক্ষে প্রবারণা করিব।’ ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং নিয়ত সজ্জ্বর নিকট অভিযোক্তা ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুদিগকে (আবাসবাসী ভিক্ষুগণকে) এরূপ বলে : ‘বন্ধুগণ ! আপনারা এখনই প্রবারণা করুন।’ (তখন) তাহাদিগকে এরূপ বলিবে : ‘বন্ধুগণ ! আপনারা আমাদের প্রবারণার অধিকারী নহেন, আমরা এখন প্রবারণা করিব না।’ ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং সজ্জ্বর নিকট নিয়ত অভিযোক্তা ভিক্ষুগণ সেই কৃষ্ণপক্ষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে থাকে তাহা হইলে দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু আবাসবাসী (অপর) ভিক্ষুগণকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : ‘আয়ুস্মান আবাসবাসিগণ ! আপনারা আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি আয়ুস্মানগণ উচ্চ মনে করেন তাহা হইলে এখন (আমরা) উপোষথ করিব, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করিব এবং আগামী শুক্লপক্ষে (কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়) প্রবারণা করিব।’ ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং সজ্জ্বর নিকট নিয়ত অভিযোক্তা ভিক্ষুগণ সেই ভিক্ষুগণকে (আবাসস্থ ভিক্ষুগণকে) এইরূপ বলে : ‘বন্ধুগণ ! এখনই আপনারা প্রবারণা করুন।’ তাহা হইলে তাহাদিগকে (ভণ্ডনকারীদিগকে) এরূপ বলিবে : ‘বন্ধুগণ ! আপনারা আমাদের প্রবারণার অধিকারী নহেন, আমরা এখন প্রবারণা করিব না।’ ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদবিসম্বাদকারী এবং সজ্জ্বর নিকট নিয়ত অভিযোক্তা

ভিক্ষুগণ সেই গুরুপক্ষ (কার্ত্তিকী পূর্ণিমা) পর্যন্তও অপেক্ষা করে তাহা হইলে সেই সমগ্র ভিক্ষুগণকেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও গুরুাকৌমুদী চাতুর্মাশ্রে প্রবারণা করিতে হইবে।

(৮) প্রবারণা স্থগিত করিবার অনধিকারী

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় কোন রুগ্ন ভিক্ষু অথবা কোন সুস্থ ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে একরূপ বলিবে : “আয়ুস্থান এখন সুস্থ নহেন। ভগবান বিধান দিয়াছেন : ‘রুগ্ন ভিক্ষু কাহারও উপর দোষারোপ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে’, অতএব আপনি রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করুন, আরোগ্য লাভের পর ইচ্ছা হইলে তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে পারিবেন।” একরূপ বলা সত্ত্বেও যদি সে দোষারোপ করে তাহা হইলে তাহার অনাদর^১ সম্বন্ধে ‘পাচিভিন্ন’ অপরাধ হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় কোন সুস্থ ভিক্ষু কোন রুগ্ন ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে একরূপ বলিবে : “বন্ধো! এই ভিক্ষু এখন সুস্থ নহেন। ভগবান বিধান দিয়াছেন : ‘রুগ্ন ভিক্ষু দোষারোপিত হইবার উপযুক্ত পাত্র নহে।’ বন্ধো! যাবৎ এই ভিক্ষু আরোগ্য লাভ না করেন তাবৎকাল অপেক্ষা করুন, আরোগ্য লাভের পর ইচ্ছা হইলে দোষারোপ করিতে পারিবেন।” যদি একরূপ বলা সত্ত্বেও দোষারোপ করে তাহা হইলে তাহার ‘অনাদর’ সম্বন্ধে ‘পাচিভিন্ন’ অপরাধ হইবে।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় কোন রুগ্ন ভিক্ষু অথবা কোন রুগ্ন ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে একরূপ বলিবে : “আয়ুস্থান এখন সুস্থ নহেন, ভগবান বিধান দিয়াছেন : ‘রুগ্ন ভিক্ষু দোষারোপ করিবার উপযুক্ত পাত্র নহে।’ অতএব বন্ধো! আপনারা আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, আরোগ্য লাভের পর ইচ্ছা হইলে রোগমুক্ত ভিক্ষুর উপর দোষারোপ করিতে পারিবেন।” যদি একরূপ বলা সত্ত্বেও দোষারোপ করে তাহা হইলে তাহার ‘অনাদর’ সম্বন্ধে ‘পাচিভিন্ন’ অপরাধ হইবে।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় কোন সুস্থ ভিক্ষু অথবা কোন সুস্থ ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে উভয়কে সত্যাসত্য নির্ণয়ে

১. যদি কোন ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু বা ধর্ম্ম অথবা ভিক্ষুর উপদেশ বা ধর্ম্মের অনুশাসন অনাদর (অগ্রাহ) করে তাহা হইলে তাহার পাচিভিন্ন অপরাধ হয়।—সুত্ত-বিভঙ্গ।

প্রশ্ন করিয়া, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া, আলাপ করিয়া এবং (তাহাদের) ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করাইয়া সত্বকে প্রবারণা করিতে হইবে।

প্রবারণার তিথি স্থদ্ধি করা

(১) ধ্যানাদির অনুকূলতা

সেই সময়ে অনেক সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্রভাবাপন্ন ভিক্ষু কোশল জনপদের এক আবাসে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। তাঁহার। সমগ্রভাবে, মনানন্দ, নির্বিবাদ এবং নির্বিঘ্নে অবস্থান করায় তাঁহাদের অনুকূল বিহার (ধ্যানাদি লাভের সুযোগ) হইয়াছিল। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে এবং নির্বিঘ্নে অবস্থান করায় অশ্রুতম সুখবিহার লাভে সমর্থ হইয়াছি। যদি আমরা এখন প্রবারণা করি তাহা হইলে এমনও হইতে পারে ভিক্ষুগণ প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া পর্যটনে প্রস্থান করিবেন, এইরূপে আমরা এই সুখবিহার হইতে বঞ্চিত হইব। অতএব এখন আমাদের কি করিতে হইবে ?’ তাঁহার। ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ ! কোন আবাসে বহুসংখ্যক সন্দৃষ্ট এবং প্রগাঢ় মিত্রভাবাপন্ন ভিক্ষু বর্ষাবাস করিতে থাকে, তাহার। সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে অবস্থান করায় তাহাদের অশ্রুতম সুখবিহার (ধ্যানাদি লাভের সুযোগ) লাভ হয় এবং সেইখানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে একরূপ চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে অবস্থান করায় আমাদের অশ্রুতম সুখবিহার লাভ হইয়াছে। যদি আমরা এখন প্রবারণা করি তাহা হইলে এমনও হইতে পারে ভিক্ষুগণ প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া পর্যটনে প্রস্থান করিবেন, একরূপে আমরা এই সুখবিহার হইতে ব্রষ্ট হইয়া পড়িব।’ (এইজ্ঞ)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা বন্ধ রাখিতে পারিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে বন্ধ রাখিতে হইবে : সকলকেই সমমনোভাবে লইয়া একস্থানে সমবেত হইতে হইবে। সমবেত হইয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সত্বকে একরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :

অপ্তি—মাননীয় সত্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা সমগ্রভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে অবস্থান করায় আমাদের অশ্রুতম সুখবিহার অধিগত হইয়াছে। যদি এখন আমরা প্রবারণা করি তাহা হইলে এমনও হইতে পারে, ভিক্ষুগণ

প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া পর্য্যটনে প্রস্থান করিবেন, এক্ষেপে আমরা এই সুখবিহার (ধ্যানাদিলাভের সুযোগ) হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। যদি সজ্ব উচিত মনে করেন তাহা হইলে সজ্ব প্রবারণা বন্ধ রাখিতে পারেন ; এখন উপোষথ করিতে পারেন, প্রাতিমোক্শ আবৃত্তি করিতে পারেন এবং আগামী কৌমুদীচাতুর্মাশ্রে প্রবারণা করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। আমরা সমগ্রভাবে, মননানন্দে, নির্বিবাদেও নির্বিঘ্নে অবস্থান করায় আমাদের অন্ততম সুখবিহার অধিগত হইয়াছে। যদি এখন আমরা প্রবারণা করি তাহা হইলে এমনও হইতে পারে ভিক্ষুগণ প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া পর্য্যটনে প্রস্থান করিবেন, এক্ষেপে আমরা এই সুখবিহার (ধ্যানাদিলাভের সুযোগ) হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িব। (এই হেতু) সজ্ব প্রবারণা বন্ধ করিতেছেন, এখন উপোষথ করিবেন, প্রাতিমোক্শ-আবৃত্তি করিবেন এবং আগামী কৌমুদীচাতুর্মাশ্রে প্রবারণা করিবেন। যেই আয়ুর্মান প্রবারণা বন্ধ রাখা উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

(গ) ধারণা—সজ্ব প্রবারণা বন্ধ করিলেন। (সজ্ব) এখন উপোষথ করিবেন, প্রাতিমোক্শ আবৃত্তি করিবেন এবং আগামী কৌমুদীচাতুর্মাশ্রে (কার্ত্তিকী পূর্ণিমায়) প্রবারণা করিবেন। সজ্ব এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,— আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(২) প্রবারণা বন্ধ করার পর গমনেচ্ছকের জ্ঞপ্তি বিশেষ বিধান

হে ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা বন্ধ করার পর কোন ভিক্ষু এইরূপ বলে : 'বন্ধুগণ ! আমি জনপদ পর্য্যটনে বাইবার ইচ্ছা করিয়াছি, জনপদে আমার বিশেষ কাজ আছে।' তাহা হইলে তাহাকে এক্ষেপে বলিবে : 'বন্ধো ! আপনি প্রবারণা করিয়া বাইতে পারেন।' হে ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভিক্ষু প্রবারণা করিতে বাইয়া অন্ত কোন ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে এক্ষেপে বলিবে : 'বন্ধো ! আপনি আমার প্রবারণার অধিকারী নহেন, এখন আমি প্রবারণা করিব না।' ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভিক্ষু প্রবারণা করিবার সময় অন্ত কোন ভিক্ষু তাহার প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে সজ্ব উভয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া, উভয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করাইতে হইবে।

হে ভিক্ষুগণ ! সেই ভিক্ষু জনপদে তাহার করণীয় কার্য সমাপ্ত করিয়া পুনরায়

কৌমুদীচাতুর্মাশ্বের মধ্যে সেই আবাসে আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি সেই ভিক্ষুগণ (আবাসে অবস্থিত ভিক্ষুগণ) প্রবারণা করিবার সময় অন্য কোন ভিক্ষু সেই ভিক্ষুর (প্রত্যাবৃত্ত ভিক্ষুর) প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে তাহাকে (যে স্থগিত করে সেই ভিক্ষুকে) এরূপ বলিবে : ‘বন্ধো ! আপনি আমার প্রবারণার অধিকারী নহেন, বিশেষত আমি প্রবারণা সমাপ্ত করিয়াছি।’ ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভিক্ষুগণ প্রবারণা করিবার সময় সেই ভিক্ষু (প্রত্যাবৃত্ত ভিক্ষু) অন্য কোন ভিক্ষুর প্রবারণা স্থগিত করে তাহা হইলে সজ্ব উভয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া, বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া, উভয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়া এবং ধর্ম্যানুসারে প্রতিকার করাইয়া সজ্বকে প্রবারণা করিতে হইবে।

॥ প্রবারণা-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৫—চর্ম-স্কন্ধ

উপান৭ সম্বন্ধে নিয়ম

[স্থান :—রাজগৃহ]

(১) শোণ কোটিবিশের প্রব্রজ্যা

১—সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহ সমীপে অবস্থান করিতেছিলেন,—গৃধকূট পর্বতে। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসাব সেই সময়ে অশীতিসহস্র গ্রামিকের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই সময়ে চম্পায় শোণ কোটিবিশ নামক শ্রেষ্ঠপুত্র সুকোমল ছিলেন। তাঁহার দুই পায়ের তলার রোম উৎপন্ন হইয়াছিল^১। একসময় মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসাব সেই অশীতি সহস্র গ্রামিককে কোন কার্যোপলক্ষে সমবেত করাইয়া শোণ কোটিবিশের নিকট 'শোণ ! এস, তোমার উপস্থিতি প্রত্যাশা করিতেছি' এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। শোণ কোটিবিশের মাতাপিতা শোণ কোটিবিশকে কহিলেন : "বৎস শোণ ! বোধ হয় রাজা তোমার পদতল দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব সাবধান ! তুমি রাজার অভিমুখে পদ প্রসারিত করিও না, রাজার সম্মুখে পদ্মাসনে উপবেশন করিও। একরূপে উপবেশন করিলে রাজা তোমার পদতল দেখিতে সমর্থ হইবেন।" অনন্তর শোণ কোটিবিশকে শিবিকায় করিয়া আনয়ন করিল। শোণ কোটিবিশ মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসারকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার সম্মুখে পদ্মাসনে উপবেশন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার শোণ কোটিবিশের পদতলে রোমরাজি দেখিতে সমর্থ হইলেন। অনন্তর মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার সেই অশীতিসহস্র গ্রামিককে ঐহিক (প্রত্যক্ষ জীবনে ফলপ্রসূ) বিষয়ে উপদেশদানে বিদায় করিয়া কহিলেন :—"মহাশয়গণ ! আমি আপনাদিগকে ঐহিক বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলাম, এখন আপনারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হউন, ভগবান আপনাদিগকে পারত্রিক (পরজন্মে ফলপ্রসূ) বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন।"

অতঃপর সেই অশীতি সহস্র গ্রামিক গৃধকূট পর্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময় আবুস্থান স্বাগত ভগবানের সেবক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই অশীতি

১. শোণ তাঁহার নাম এবং কোটিবিশ তাঁহার গোত্রের নাম।—সম-পাসা।

২. রক্তবর্ণ পদতলে অশ্রুস্রবণ হস্ত শোমরাজির উত্তর হইয়াছিল।—সম-পাসা।

সহস্র গ্রামিক আয়ুমান স্বাগতের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া আয়ুমান স্বাগতকে কহিলেন :--“প্রভো ! এই অশীতিসহস্র গ্রামিক ভগবানের দর্শন কামনায় এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আমরা ভগবানের দর্শন পাইতে পারি কি ?” “আয়ুমানগণ ! তাহা হইলে আপনারা এখানেই মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন আমি ভগবানকে নিবেদন করিয়া আসি।” এই বলিয়া আয়ুমান স্বাগত নিরীক্ষমান সেই অশীতিসহস্র গ্রামিকের পুরোভাগেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাষণে ডুব দিয়া ভগবানের সম্মুখে (পাষণ ভেদ করিয়া) উঠিয়া ভগবানকে কহিলেন :--“প্রভো ! এই অশীতি সহস্র গ্রামিক ভগবানকে দর্শন করিবার জন্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবান এখন যাহা উচিত মনে করেন (তাহা করিতে পারেন)।” “স্বাগত ! তাহা হইলে তুমি বিহারের ছায়ায় আসন প্রস্তুত কর।”

আয়ুমান স্বাগত ‘তথাস্তু, প্রভো !’ বলিয়া প্রত্যাভরে সম্মতি জানাইয়া চৌকি লইয়া ভগবানের সম্মুখে (পাষণে) ডুব দিয়া নিরীক্ষমান সেই অশীতিসহস্র গ্রামিকের সম্মুখে অর্ধচন্দ্রাকার পাষণ ভেদ করিয়া উঠিয়া বিহারের পশ্চাৎভাগে আসন প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর ভগবান বিহার হইতে বাহির হইয়া বিহারের পশ্চাৎভাগে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক আয়ুমান স্বাগতের দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, ভগবানের দিকে নহে। তখন ভগবান স্বচিন্তে সেই অশীতিসহস্র গ্রামিকের চিত্ত পরিবর্তক অবগত হইয়া আয়ুমান স্বাগতকে আহ্বান করিলেন :—

“হে স্বাগত ! আরও প্রসন্নতার নিমিত্ত তুমি মানবের অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য্য প্রদর্শন কর।”

“তথাস্তু, প্রভো !” বলিয়া আয়ুমান স্বাগত প্রত্যাভরে সম্মতি জানাইয়া আকাশে অভ্যুখিত হইয়া অন্তরীক্ষে পাদচারণ করিলেন, দণ্ডায়মান হইলেন, উপবেশন করিলেন, শয়ন করিলেন, ধূম নির্গত করিলেন, প্রজ্জ্বলিত হইলেন এবং অন্তর্দ্বান হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি আকাশে বিবিধপ্রকার অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য্য প্রদর্শন করিয়া ভগবানের পদে শির নত করিয়া ভগবানকে কহিলেন :--“প্রভু ভগবান আমার শাস্তা, আমি তাঁহার শ্রাবক ; তিনি আমার শাস্তা, আমি তাঁহার শ্রাবক।”

সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক ‘অহো ! বড় আশ্চর্য্য ! অহো ! বড় অদ্ভুত ! যদি শ্রাবক একরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন, একরূপ মহাভূতব হইতে পারেন, তাহা হইলে না জানি ভগবান কি হইতে পারেন ?’ এই বলিয়া ভগবানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, স্বাগতের দিকে নহে। অনন্তর ভগবান স্বচিন্তে সেই অশীতিসহস্র

গ্রামিকের চিত্তপরিবর্তক জানিয়া আত্মপূর্বিককথা বলিতে লাগিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেপ এবং নৈজ্জম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখনই ভগবান জানিতে পারিলেন তাঁহাদের চিত্ত কল্যা (সুস্থ), মৃদু, নীবরণমুক্ত, উদগ্র (প্রফুল্ল) ও প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন—যথা : দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধের উপায়। যেমন শুদ্ধ ও কালিমারহিত বস্তু সম্যকভাবে রঙ প্রতিগ্রহণ করে, তেমনই সেই অশীতিসহস্র গ্রামিকের সেই আসনেই বিরজ, বিমল ধর্ম-চক্ষু উৎপন্ন হইল—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’ তাঁহারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বৈশারণ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্ত্রার শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো, অতি সুন্দর ! অতি মনোহর ! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে অথবা অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুস্থান ব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু সমূহ) দেখিতে পায় তেমনভাবেই ভগবান বহুপর্গ্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো ! আমরা ভগবানের শরণাগত হইতেছি, ধর্মের শরণাগত হইতেছি এবং ভিক্ষুসত্ত্বের শরণাগত হইতেছি, আজ হইতে আমরাইগকে আমরণ উপাসকরূপে অবধারণ করুন।”

২—অনন্তর শোণ কোটিবিশের চিন্তে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘আমি যেই যেই ভাবে ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম জানিতেছি (তাহাতে আমার মনে হইতেছে) আগারে অবস্থান করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিপুঙ্ক, শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য্য পালন করা ছুঁকর। অতএব আমি কেশশূক্রে মুণ্ডিত করিয়া, কষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইব।’ সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক ভগবানের বাক্য অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহাকে পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। শোণ কোটিবিশ সেই অশীতিসহস্র গ্রামিক প্রস্থান করিবার কিছু পরে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন ; একান্তে উপবেশন করিয়া শোণ কোটিবিশ ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! আমি যেই যেই ভাবে ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম জানিতেছি (তাহাতে আমার ধারণা হইতেছে)

১. আচার্য্য বুদ্ধঘোষের মতে শঙ্খলিখিত অর্থে লিপিত শঙ্খ, এবং লিপিত অর্থে যাহা পরিষ্কৃত। তদনুসারে শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য্য অর্থ পরিপুঙ্ক ব্রহ্মচর্য্য। আচার্য্য বুদ্ধঘোষ লক্ষ্য করেন নাই যে শঙ্খ ও লিখিত নামে দুইজন প্রাচীন ধর্মসূত্রকার ছিলেন এবং শঙ্খলিখিত নামধর জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শঙ্খলিখিত অর্থে শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ সমুৎকৃষ্ট ব্রহ্মচর্য্য।

আগারে অবস্থান করিয়া স্কর নহে এই একান্ত পরিপূর্ণ, একান্ত পরিপূর্ণ, শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্যাচরণ কর। প্রভো! আমি কেশশশ্রু মুগুন করিয়া, কনায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিতেছি। অতএব প্রভুভগবান আমাকে প্রব্রজিত করুন।”

শোণ কোটিবিশ ভগবানের নিকট যথাসময় প্রব্রজ্যা লাভ করিলেন এবং উপসম্পদাও লাভ করিলেন। অচির উপসম্পন্ন আয়ুজ্ঞান শোণ সীতবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি অত্যধিক বীর্ঘ্য সহকারে পাদচারণ করায় তাঁহার পদতল^১ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। তাঁহার পাদচারণ করিবার স্থান কসাইখানার গায় রক্তাপ্ত হইয়া পড়িল। অতঃপর আয়ুজ্ঞান শোণ নির্জনে দ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইল: ‘ভগবানের যেই সকল শ্রাবক অত্যধিক বীর্ঘ্যবান হইয়া অবস্থান করেন আমি তাঁহাদের অগ্রতম; অথচ আয়াব চিত্ত অনাসক্তি হেতু আসব হইতে বিমুক্ত হইল না। আমার বুলে (গৃহে) ভোগ্যবস্ত্র বিদ্যমান আছে, আমি ভোগ্যবস্ত্র পরিভোগ এবং পুণ্য করিতে পারিব। অতএব আমি হীনস্তরে (গৃহী ভাবে) আবর্তিত হইয়া ভোগ্যবস্ত্র পরিভোগ এবং পুণ্য কার্য করিব।’

৩—ভগবান স্বচিত্তে আয়ুজ্ঞান শোণের চিত্তপরিবিতর্ক অবগত হইয়া যেমন কোন বলবান ব্যক্তি সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমন গৃধ্রকূট পর্বতে অন্তর্দ্বান করিয়া সীতবনে প্রোভূত হইলেন। ভগবান বহুসংখ্যক ভিক্ষু সঙ্গে করিয়া শয়নাসন (বাসস্থান) হইতে শয়নাসনে বিচরণ করিতে করিতে আয়ুজ্ঞান শোণের পাদচারণ করিবার স্থানে উপস্থিত হইলেন। ভগবান দেখিতে পাইলেন: আয়ুজ্ঞান শোণের পাদচারণ স্থান রক্তরঞ্জিত। দেখিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন: “হে ভিক্ষুগণ! এই রক্তরঞ্জিত পাদচারণের স্থান কাহার? কেন রক্তরঞ্জিত কসাইখানা!” “প্রভো! আয়ুজ্ঞান শোণ অত্যধিক বীর্ঘ্য সহকারে পাদচারণ করায় তাঁহার পদতল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। কসাইখানার গায় রক্তরঞ্জিত এই পাদচারণ স্থান তাঁহারই!”

(২) কঠোর সাধনা অবিধেয়

ভগবান শোণের বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। আয়ুজ্ঞান শোণও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে

১. শোণ পদতল ক্ষতবিক্ষত হওয়ার অবশেষে হামাগুড়ি দিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার জাহ্নু এবং হস্ততলও ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল।—সার দীপ।

উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুয়ান শোণকে ভগবান কহিলেন :—“হে শোণ ! তুমি নিৰ্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তোমার চিন্তে ‘ভগবানের শ্রাবকগণের মধ্যে ষাঁহারা অত্যধিক বীর্যবান হইয়া অবস্থান করেন আমি তাঁহাদের অন্ততম ; অথচ অনাসক্তি হেতু আমার চিন্ত আসব হইতে বিমুক্ত হইল না, আমার কুলে ভোগ্যবস্তু বিত্তমান আছে, ভোগ্যবস্তু পরিভোগ করিতে এবং পুণ্যকার্য্য করিতে সমর্থ হইব, অতএব আমি হীনস্তরে আবর্তিত হইয়া ভোগ্যবস্তু পরিভোগ এবং পুণ্যকার্য্য করিব’ এইরূপ পরিবিতর্ক কি তোমার মধ্যে উপস্থিত হয় নাই ?” “হাঁ, প্রভো ! উপস্থিত হইয়াছে।”

“হে শোণ ! তুমি কি মনে কর,—তুমি পূর্বে আগারিক অবস্থায় বীণার তন্ত্রীস্বরে (বীণা বাদনে) দক্ষ ছিলে কি ?” “হাঁ, প্রভো ! ছিলাম।” “শোণ ! তুমি কি মনে কর,—যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অতিশয় কড়া হইত সেই সময় তোমার বীণা সুস্বরবিশিষ্ট এবং কর্মক্ষম হইত কি ?” “না, প্রভো ! হইত না।” “শোণ ! তুমি কি মনে কর,—যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অতি শিথিল হইত সেই সময় তোমার বীণা সুস্বরবিশিষ্ট এবং কর্মক্ষম হইত কি ?” “না, প্রভো ! হইত না।” “শোণ ! তাহা তুমি কি মনে কর,—যখন তোমার বীণার তন্ত্রীসমূহ অত্যধিক কড়া কিংবা অত্যধিক শিথিল হইত না সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইত সেই সময় তোমার বীণা সুস্বরবিশিষ্ট এবং কর্মক্ষম হইত কি ?” “হাঁ, প্রভো ! হইত।”

“শোণ ! এইরূপ অত্যধিক বীর্যবত্তা ঔর্য্য উৎপাদন করে, অত্যন্ত বীর্য্যহীনতা কোঁসীত (আলস্য) উৎপাদন করে। এইজন্য তুমি বীর্য্যে (উত্তমশীলতায়) সমতা অবলম্বন কর, ইন্দ্রিয়সমূহে সমতা অবলম্বন কর এবং তথায় মন নিবিষ্ট কর।” “তথাস্ত, প্রভো !” বলিয়া আয়ুয়ান শোণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভগবান আয়ুয়ান শোণকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া যেমন কোন বলবান পুরুষ সঙ্কচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সঙ্কচিত করে তেমনভাবে সীতবনে আয়ুয়ান শোণের সম্মুখে অন্তর্দান করিয়া গৃধ্রকূট পর্ব্বতে প্রাহৃত হইলেন। পরে আয়ুয়ান শোণ বীর্য্যে সমতা অবলম্বন করিলেন, ইন্দ্রিয়সমূহে (শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ে) সমতা অবলম্বন করিলেন এবং তাহাতে মন নিবিষ্ট করিলেন। অতঃপর আয়ুয়ান শোণ একাকী, নিৰ্জনে নিরত, প্রমাদহীন, উত্তোগী এবং সমাধিপ্রবণ হইয়া বাস করার অচিরেই সেই অল্প কুলপুত্রগণ আগার হইতে অনাগারে সম্যকভাবে প্রব্রজিত হয় (আয়ুয়ান শোণ) সেই অল্পস্তর ব্রহ্মচর্য্যের পরিসমাপ্তি প্রত্যক্ষজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞায় প্রত্যক্ষ এবং লাভ করিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ‘জন্মবীজ ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যবাস উৎপাদিত হইয়াছে, করণীকর্মা কৃত হইয়াছে, অতঃপর, অত্র পুনরাগমন

হইবে না' বলিয়া তিনি প্রকৃষ্টরূপে জানিতে পারিলেন। আয়ুস্মান শোণ অর্হভের মধ্যে অন্ততম হইলেন।

(৩) অর্হভ বর্ণনা

আয়ুস্মান শোণ অর্হভলাভের পর তাঁহার চিত্তে এই চিন্তা উদিত হইল : 'আমি ভগবানের নিকটে আমার অর্হভপ্রাপ্তি বর্ণনা করিব।' এই ভাবিয়া আয়ুস্মান শোণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন ; একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুস্মান শোণ ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! যেই ভিক্ষু অর্হৎ ক্ষীণাসব, ব্রহ্মচর্য্যবাস উদ্‌যাপন করিয়াছেন, করণীয়কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন, ভারমুক্ত, নির্ঝাণপ্রাপ্ত, যাহার ভববন্ধন পরিক্ষীণ হইয়াছে এবং যিনি জম্যক্জ্ঞানপ্রভাবে বিমুক্ত তিনি ষট্ স্থানাভিমুখী হন। ষট্স্থান যথা :—(১) নৈজ্জম্য, (২) প্রবিবেক (বিবেক বৈরাগ্য), (৩) অবাধতা, (৪) উপাদানক্ষয়, (৫) তৃষ্ণাক্ষয়, (৬) অমোহ। প্রভো ! হয়ত কোন আয়ুস্মান এই মনে করিতে পারেন : 'এই আয়ুস্মান কেবলমাত্র শ্রদ্ধাপ্রভাবে নৈজ্জম্যাভিমুখী হইয়াছেন।' কিন্তু প্রভো ! বিষয়টি এইভাবে দেখিলে চলিবে না। যেই ভিক্ষু ক্ষীণাসব হইয়াছেন, যাহার ব্রহ্মচর্য্যবাস উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যিনি করণীয় কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন, তিনি নিজের অন্ত কোন করণীয় কার্য্য দেখিতে না পাইয়া এবং কৃতকার্য্যের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, রাগক্ষয়ে রাগাভাবে নৈজ্জম্যে রত থাকেন। দ্বেষক্ষয়ে দ্বেষাভাবে নৈজ্জম্যে রত থাকেন, মোহক্ষয়ে মোহাভাবে নৈজ্জম্যে রত থাকেন। প্রভো ! হয়ত কোন আয়ুস্মান এরূপ মনে করিতে পারেন : 'এই আয়ুস্মান লাভ, সংকার, কীর্ত্তিলাভের (প্রশংসার) ইচ্ছায় নির্জ্জনবাসে নিরত আছেন।' কিন্তু বিষয়টি এইভাবে দেখা উচিত নহে। যাহার আসব ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যবাস উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যিনি করণীয়কার্য্য সমাপ্ত করিয়াছেন, তিনি নিজের অন্ত কোন করণীয়কার্য্য অবশিষ্ট দেখিতে না পাইয়া এবং কৃতকার্য্যের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রাগক্ষয়ে রাগাভাবে প্রবিবেকে রত থাকেন, দ্বেষাভাবে বীতদ্বেষ হইয়া প্রবিবেকে রত থাকেন, মোহক্ষয়ে মোহাভাবে প্রবিবেকে রত থাকেন। প্রভো ! হয়ত কোন আয়ুস্মান এরূপ মনে করিতে পারেন : 'এই আয়ুস্মান শীলব্রত' অবলম্বন সার মনে করিয়া অবাধতায় (নির্বন্ধে) রত আছেন।' কিন্তু বিষয়টি এইভাবে দেখিলে চলিবে না। যাহার আসব ক্ষীণ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্যবাস উদ্‌যাপিত হইয়াছে, যিনি

চর্মা-স্বক

করণীয়কার্য সমাপ্ত করিয়াছেন, তিনি নিজের অগ্র কোন করণীয়কার্য অবশিষ্ট দেখিতে না পাইয়া এবং কৃতকার্যের বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া রাগক্রমে রাগাভাবে অবাধতায় রত থাকেন, ঘেঘক্রমে ঘেঘাভাবে অবাধতায় রত থাকেন, মোহক্রমে মোহাভাবে অবাধতায় রত থাকেন।.....রাগক্রমে রাগাভাবে উপাদানক্রমে রত থাকেন, ঘেঘক্রমে ঘেঘাভাবে উপাদানক্রমে রত থাকেন এবং মোহক্রমে মোহাভাবে উপাদানক্রমে রত থাকেন। রাগক্রমে রাগাভাবে তৃষ্ণাক্রমে রত থাকেন, ঘেঘক্রমে ঘেঘাভাবে তৃষ্ণাক্রমে রত থাকেন, মোহক্রমে মোহাভাবে তৃষ্ণাক্রমে রত থাকেন। রাগক্রমে রাগাভাবে অমোহে রত থাকেন, ঘেঘক্রমে ঘেঘাভাবে অমোহে রত থাকেন এবং মোহক্রমে মোহাভাবে অমোহে রত থাকেন।

প্রভো! যদি এইরূপ সম্যকভাবে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর চক্ষুপথে প্রবল চক্ষুবিজ্ঞেয়রূপ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহা তাঁহার চিত্ত অভিভূত করিতে পারে না, তাঁহার চিত্ত তাহাতে লিপ্ত হয় না, চিত্ত স্থির ও অনেজ (অকল্পিত) থাকে এবং তিনি তাহার (রূপের) পরিণাম (অবস্থান্তর প্রাপ্তি) অবলোকন করিতে থাকেন। যদি শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ এবং মনবিজ্ঞেয় ধর্ম (বিষয়) মনের গোচরীভূত হয় তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত তাহাতে অভিভূত হয় না, লিপ্ত হয় না, চিত্ত স্থির ও অনেজ থাকে এবং তিনি ধর্মের পরিণাম অবলোকন করিতে থাকেন। প্রভো! যেমন নিশ্চিদ্র, নিরক্ত, নিখুঁৎ, (একঘন) পাম্বাণ-পর্ষত পূর্বাধিক হইতে আগত প্রবল ঝড়বৃষ্টি সঙ্কল্পিত, সম্প্রকল্পিত অথবা সংবেপথুমান করিতে পারে না, পশ্চিমাধিক, উত্তরাধিক এবং দক্ষিণাধিক হইতে আগত প্রবল ঝড়বৃষ্টি সঙ্কল্পিত, সংপ্রকল্পিত অথবা সংবেপথুমান করিতে পারে না তেমন এই সম্যকভাবে বিমুক্তচিত্ত ভিক্ষুর চক্ষুপথে যদি প্রবল চক্ষুবিজ্ঞেয় রূপ আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত তাহাতে অভিভূত হয় না, লিপ্ত হয় না, চিত্ত স্থির ও অনেজ থাকে এবং তিনি তাহার (রূপের) পরিণাম অবলোকন করিতে থাকেন। যদি প্রবল শ্রোত্রবিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণবিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বাবিজ্ঞেয় রস, কায়বিজ্ঞেয় স্পর্শ এবং মনবিজ্ঞেয় ধর্ম মনের গোচরীভূত হয় তাহা হইলে তাঁহার চিত্ত তাহাতে অভিভূত হয় না, লিপ্ত হয় না, চিত্ত স্থির ও অনেজ থাকে এবং তিনি ধর্মের (মনগ্রাহ্য বিষয়ের) পরিণাম অবলোকন করিতে থাকেন।

নৈক্রম্যের অভিমুখী হন যেইজন,
বিবেক-বৈরাগ্যে রত যার চিত্ত মন,
অবাধের অভিমুখী বাধামুক্ত জন,
উপাদানক্রমে মতি, অনাসক্ত মন,

তৃষ্ণাক্ষয়ে মতি বাব, তৃষ্ণাহীন জন,
 সম্মোহ হইতে মুক্তি খোঁজে চিত্ত মন,
 অনাগতে অক্লুৎপাদ হেবি অভিজ্ঞায়
 সম্যক্‌বিমুক্তি লভে, চিত্ত মুক্তি পায় ।
 সম্যক্‌বিমুক্তি ভিক্ষু, শান্ত চিত্ত তাঁব,
 কৃত্যেব বর্জন নাই, কৃত্য নাহি আর ।
 নিগুৎ প্রস্তুরে যদি পর্কত নির্মিত
 সমীবেণে যথা তাহা না করে কল্পিত,
 তথা কপ, বস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ আব,
 ইষ্টানিষ্টে ধম্ম মনঃগ্রাহ আপনাব
 কল্পিত কবে না কভু তাদৃশ যে জন,
 হিতচিত্ত বিপ্রমুক্ত, বহিত কল্পন,
 দেখে চিত্ত অনঙ্গ 'বাব' নিবোধ আপন ।

ভগবান ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবেই কুলপুত্রগণ
 স্বীয় অর্হৎপ্রাপ্তি বর্ণনা করিয়া থাকে ; এমনভাবে বর্ণনা কবে যে অর্হৎপ্রাপ্তি
 বিজ্ঞাপিত হয় ‘এচ আনুগ্ধাঘা উপস্থিত হব না ; কিন্তু কোন কোন মুর্থ মান পরিহাস
 করাব ত্রায় অর্হৎপ্রাপ্তি বর্ণনা কবে, ইহাব ফলে পবে সে বিনাশ প্রাপ্ত হব ।”

ভগবান আযুয়ান শোণকে আহ্বান করিলেন : “হে শোণ ! তুমি অতি সুকোমল,
 এই হেতু আমি তোমায় অক্লুৎ প্রদান করিতেছি : তুমি একতলা বিশিষ্ট উপানৎ (চর্মপাত্কা)
 ব্যবহার করিবে ।”

“প্রভো ! আমি অশীতি শকট বাহু পরিমাণ হীরক এবং সপ্ত অনীক হস্তী
 পরিত্যাগ করিয়া আগাব হইতে অনাগাবে প্রব্রজিত হইয়াছি । (যদি আমি চর্মপাত্কা
 ব্যবহার করি) আমার সম্বন্ধে ‘শোণ কোটিবিশ অশীতি শকট বাহু পরিমাণ হীরক এবং
 সপ্ত অনীক হস্তী পরিত্যাগ করিয়া আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইয়া এখন
 একতলার চর্মপাত্কা আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন’ এই কথা বলিবার লোকের অভাব
 হইবে না । যদি ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘকেও (পাত্কা পরিধানে) অক্লুৎ প্রদান করেন
 তাহা হইলে আমিও (চর্মপাত্কা) ব্যবহার করিব ; যদি ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘকে অক্লুৎ
 না দেন তাহা হইলে আমি ব্যবহার করিব না ।”

১. দুই শকট ভাবে এক বাহু হয়। ২. দুই হস্তী এবং এক হস্তিনীতে এক অনীক হয়। ৩২টি
 হস্তী এবং ৭টি হস্তিনীতে সপ্ত অনীক হয়।—সম-পাসা

(৪) একতলা উপানতের বিধান

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুজ্জা করিতেছি : একতলা উপানৎ (এক-পলাসিকং উপাহনং) পরিধান করিবে।

“হে ভিক্ষুগণ! দুইতলা উপানৎ পরিধান করিতে পারিবে না, তিনতলা উপানৎ পরিধান করিতে পারিবে না। বহুতলা উপানৎ পরিধান করিতে পারিবে না। যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

সেই সময়ে বড়বর্গীয় ভিক্ষু সারাগায়ে নীল চর্মপাছকা পরিধান করিতেছিল, সারাগায়ে পীত চর্মপাছকা পরিধান করিতেছিল, সারাগায়ে লাল চর্মপাছকা পরিধান করিতেছিল, সারাগায়ে মঞ্জিষ্ঠা রঙের চর্মপাছকা পরিধান করিতেছিল, সারাগায়ে কাল চর্মপাছকা পরিধান করিতেছিল, সারাগায় ‘মহারঙে’ রঞ্জিত^১ চর্মপাছকা পরিধান করিতেছিল এবং সারাগায় ‘মহানাম’ রঞ্জিত^২ চর্মপাছকা পরিধান করিতেছিল। (তাহা দেখিয়া) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে হুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সারাগায়ে নীলরঙের চর্মপাছকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারাগায়ে পীতরঙের চর্মপাছকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারাগায়ে লালরঙের চর্মপাছকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারাগায়ে মঞ্জিষ্ঠা রঙের চর্মপাছকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারাগায়ে কালরঙের চর্মপাছকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারাগায় ‘মহারঙে’ রঞ্জিত চর্মপাছকা পরিধান করিতে পারিবে না, সারাগায় ‘মহানাম রঙে’ রঞ্জিত চর্মপাছকা পরিধান করিতে পারিবে না ; যে পরিধান করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

(৫) চর্মপাছকার রঙ এবং প্রভেদ

১—সেই সময়ে বড়বর্গীয় ভিক্ষু নীলপটি চর্মপাছকা পরিধান করিতেছিল, পীতপটি, লালপটি, মঞ্জিষ্ঠাপটি, কালপটি, মহারঙ-রঞ্জিতপটি এবং মহানামরঙ-রঞ্জিতপটি চর্মপাছকা পরিধান করিতেছিল। (তাহা দেখিয়া) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে হুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

১. মহারঙের গুণের তার রঙ বিশিষ্ট ; ২. পাতুপত্রের তার রঙ বিশিষ্ট।

“হে ভিক্ষুগণ! নীলপটি চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না; পীতপটি, লালপটি, মঞ্জিষ্ঠাপটি, কালপটি, মহারঙ-রঞ্জিতপটি কিংবা মহানামরঙ-রঞ্জিতপটি চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার ‘দুৰ্দ্ধট’ অপরাধ হইবে।

২—সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু গোড়ালি-আচ্ছাদক^১ চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, পুটবন্ধ^২ চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, ‘পালিগুষ্ঠিম’^৩ চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, তুলাপূর্ণ^৪ চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, তিত্তির পাখীর পাখা সদৃশ চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, মেসশৃঙ্গ^৫ সদৃশ চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, অজশৃঙ্গ সদৃশ চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, বৃশ্চিকের নস্তু^৬ সদৃশ চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, ময়ুর পাখার ছায়^৭ সেলাই করা চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, চিত্রবিচিত্র চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল। (তাহা দেখিয়া) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! গোড়ালি-আচ্ছাদক চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, ‘পুটবন্ধ’ চর্মপাত্ৰকা, ‘পালিগুষ্ঠিম’ চর্মপাত্ৰকা, তুলাপূর্ণ চর্মপাত্ৰকা, তিত্তির পাখীর পাখা সদৃশ চর্মপাত্ৰকা, মেসশৃঙ্গ সদৃশ চর্মপাত্ৰকা, অজশৃঙ্গ সদৃশ চর্মপাত্ৰকা, বৃশ্চিকনস্তু^৬ সদৃশ চর্মপাত্ৰকা, ময়ুরের পালক সদৃশ সেলাই করা চর্মপাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার ‘দুৰ্দ্ধট’ অপরাধ হইবে।”

৩—সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু সিংহচর্মসংযুক্ত পাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, ব্যাঘ্র চর্মসংযুক্ত পাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, দ্বীপীচর্মসংযুক্ত পাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, মৃগচর্মসংযুক্ত পাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, উদেরচর্মসংযুক্ত পাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, মার্জার-চর্মসংযুক্ত পাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, কাড়ক-চর্মসংযুক্ত পাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল, উলুকচর্ম-সংযুক্ত পাত্ৰকা পরিধান করিতেছিল। (তদর্শনে) জনসাধারণ ‘শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামভোগী গৃহী!’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

১. গোড়ালি আচ্ছাদনের নিমিত্ত তলার চর্ম রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রস্তুত জুতা।—সম-পামা। ২. বোনক (যুমানি) দেশের জুতা, বাঁহা জম্বা পর্য্যন্ত সমস্ত পদ আবৃত করে। ৩. বর্তমান কালের বুট জুতা সদৃশ; বাহা পায়ের উপরিভাগ আবৃত করে। ৪. বাহার অভ্যন্তর ভাগে তুলার পিষ্টিকা পূর্ণ করিয়া প্রস্তুত করে। ৫. বেই জুতার সম্মুখভাগ মেঘের শূন্য সদৃশ করিয়া প্রস্তুত করে। ৬. বেই জুতার সম্মুখভাগ বৃশ্চিকের লেহের স্থায় করিয়া প্রস্তুত করে। ৭. বাহা ময়ুরের পালকসদৃশ হুতার দ্বারা সেলাই করা হয়।

“হে ভিক্ষুগণ! সিংহচর্মসংযুক্ত পাছকা, ব্যাঘ্রচর্মসংযুক্ত পাছকা, দ্বীপীচর্মসংযুক্ত পাছকা, মৃগচর্মসংযুক্ত পাছকা, উদের চর্মসংযুক্ত পাছকা, মার্জারচর্মসংযুক্ত পাছকা, কাড়কচর্মসংযুক্ত পাছকা এবং উলুকচর্মসংযুক্ত পাছকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

(৬) বহুতলার পুরাণ চর্মপাছকা-বিধান

ভগবান বহির্গমনবাস পরিধান করিয়া, পূর্বাঙ্ক সময় পাত্রচীঘর লইয়া, জনৈক ভিক্ষুকে পশ্চাৎগামী শ্রমণ করিয়া ভিক্ষার সংগ্রহের নিমিত্ত রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। সেই ভিক্ষু খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ভগবানের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তখন বহুতলার চর্মপাছকা পরিহিত জনৈক উপাসক দূর হইতেই ভগবানকে আসিতে দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া পাছকা হইতে অবরোধ করিয়া (খুলিয়া) ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন :— “প্রভো! আপনি খোঁড়াইতেছেন কেন?” “বন্ধো! আমার পদদ্বয় ফাটিয়াছে।” “প্রভো! তাহা হইলে আমার এই চর্মপাছকা গ্রহণ করুন।” “বন্ধো! প্রয়োজন নাই, কেননা ভগবান বহুতলাবিশিষ্ট চর্মপাছকা পরিধান করিতে বারণ করিয়াছেন।” (তখন ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষু! এই চর্মপাছকা পরিধান করিতে পার।”

অতঃপর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ব্যবহারের পর পরিত্যক্ত বহুতলাবিশিষ্ট চর্মপাছকা পরিধান করিতে পারিবে। কিন্তু বহুতলাবিশিষ্ট নূতন চর্মপাছকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

(৭) গুরুজনের সম্মুখে চর্ম পাছকা ব্যবহার অবিধেয়

সেই সময় ভগবান উন্মুক্তস্থানে নগ্নপদে পাদচারণ করিতেছিলেন। ভগবানকে নগ্নপদে পাদচারণ করিতে দেখিয়া স্থবির ভিক্ষুগণও নগ্নপদে পাদচারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু বড়বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান এবং স্থবির ভিক্ষুগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় চর্মপাছকা পরিয়া পাদচারণ করিতে লাগিল। সেই সমস্ত ভিক্ষু অশ্রদ্ধে তাহার। ‘কেন ভগবান এবং স্থবির ভিক্ষুগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় বড়বর্গীয় ভিক্ষু চর্মপাছকা পরিয়া পাদচারণ করিতেছে!’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা

এবং প্রকাশে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি শাস্তা এবং স্ফির ভিক্ষুগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু চর্মপাছুকা পরিয়া পাদচারণ করিতেছে?” “হা, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! কেন সেই মোষপুরুষগণ (মুর্খগণ) শাস্তা এবং স্ফির ভিক্ষুগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় চর্মপাছুকা পরিয়া পাদচারণ করিতেছে? ভিক্ষুগণ! এই খেতবস্ত্র পরিহিত কামসেবী গৃহিগণও জীবিকানির্ভারহোপযোগী বৃত্তি শিক্ষার জন্ত আচার্য্যগণের প্রতি গৌরবসম্পন্ন, আদরসম্পন্ন এবং সমজীবীপরায়ণ হইয়া অবস্থান করে। তোমরা এইরূপ স্ন-আখ্যাত ধর্গাধিনয়ে (বুদ্ধের শাসনে) প্রব্রজিত হইয়া আচার্য্য এবং আচার্য্য সন্থ, উপাধ্যায় এবং উপাধ্যায় সন্থ ব্যক্তির প্রতি গৌরবহীন, আদরহীন এবং অনমজীবী হইয়া অবস্থান করা তোমাদের শোভা পায় কি? ভিক্ষুগণ! তোমাদের এই কার্য্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিতে পারে না.....” এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আচার্য্য বা আচার্য্যতুল্য এবং উপাধ্যায় বা উপাধ্যায়তুল্য ব্যক্তিগণ নগ্নপদে পাদচারণ করিবার সময় কেহ চর্মপাছুকা পরিয়া পাদচারণ করিতে পারিবে না; যে পাদচারণ করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আরামের (বিহারের) মধ্যে চর্মপাছুকা পরিধান করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

(৮) অবস্থা বিশেষে আরামেও চর্মপাছুকা ব্যবহার বিষয়ে

১—সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর ‘পাদকীল’ রোগ^১ ছিল। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাহু এবং প্রস্তাব করাইবার জন্ত লইয়া বাইতেন। ভগবান শয়নাসন দেখিবার জন্ত বিচরণ করিবার সময় সেই ভিক্ষুগণকে তাঁহাকে (রুগ ভিক্ষুকে) বাহু এবং প্রস্তাব করাইবার নিমিত্ত ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া বাইতে দেখিতে পাইলেন; দেখিতে পাইয়া সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষুর নিকট কোন রোগ হইয়াছে?” “প্রভো! এই আয়ুর্জ্ঞানের ‘পাদকীল’ রোগ হইয়াছে, আমরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া

১. এক প্রকার পদরোগ বিশেষ। এই রোগে পদে কীলকনদূপ বাসেপিত্ত বাহির হইয়া থাকে।

বাহু এবং প্রস্রাব করাইবার জন্য লইয়া যাইতেছি।” ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাহার পদে বেদনা আছে অথবা যাহার পা ফাটিয়াছে কিংবা যাহার ‘পাদকীল’ রোগ আছে সে চর্মপাছুকা পরিধান করিতে পারিবে।”

২—সেই সময় ভিক্ষুগণ অধোতপদে মঞ্চে এবং চৌকিতে আরোহণ করিতেছিলেন, তাহাতে চীবর এবং শয়নাসন অপরিষ্কার হইয়া যাইতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : মঞ্চে অথবা চৌকিতে আরোহণ করিবার সময় চর্মপাছুকা পরিধান করিবে।”

(৯) আরামে চর্মপাছুকা, মশাল, প্রদীপ এবং দণ্ড রাখিবার বিধান

সেই সময় ভিক্ষুগণ রাত্ৰিকালে উপোষথাগারে অথবা বসিবার স্থানে যাইবার সময় অন্ধকারে স্থাপু এবং কণ্টক পদদলিত করিতেন, তাহাতে পায়ে বেদনা হইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : আরামের সীমান্তান্তরে চর্মপাছুকা, মশাল, প্রদীপ এবং দণ্ড (যষ্টি) ব্যবহার করিবে।”

(১০) কাষ্ঠপাছুকা (খড়ম) পরিধান অবিধেয়

সেই সময় বড়বর্গীয় ভিক্ষু রাত্ৰির প্রত্যুষ সময়ে গাত্ৰোত্থান করিয়া, কাষ্ঠপাছুকা পায়ে দিয়া, ‘খট্’, ‘খট্’ শব্দে রাজ-কথা, চোর কথা, মহামাত্য-কথা, সৈন্ত-কথা, ভয়ের কথা, বুদ্ধ-কথা, অন্ন-কথা, পানীয় কথা, বস্ত্র-কথা, শয়ন-কথা, মালার কথা, গন্ধের কথা, জাতির কথা, বানের কথা, গ্রামের কথা, নিগমের কথা, নগরের কথা, জনপদের কথা, জীর কথা, পুরুষের কথা, শূরের কথা, চৌরাস্তার কথা, জলঘাটের কথা, পূর্বপ্রেতের কথা, বিবিধরকমের কথা, লোক-আখ্যায়িকা, সমুদ্র-আখ্যায়িকা ভাবভব কথা ইত্যাদি নিবন্ধক কথা উচ্চশব্দে, মহাশব্দে বলিয়া উন্মুক্তস্থানে পাদচারণ করিতেছিল, কীটও পদদলিত করিয়া হত্যা করিতেছিল এবং ভিক্ষুগণকেও সমাধি ব্রষ্ট করিতেছিল। (তদর্শনে) আরোহণ করিয়া ভিক্ষুগণ ‘কেন বড়বর্গীয় ভিক্ষু রাত্ৰির প্রত্যুষ সময়ে উঠিয়া, কাষ্ঠপাছুকা পরিয়া, খট্ খট্ শব্দ করিয়া রাজ-কথা চোর-কথা, মহামাত্য-কথা, সৈন্ত-কথা, ভয়ের কথা, বুদ্ধের কথা, অন্নের কথা, পানীয়ের কথা, বস্ত্রের কথা, শস্যের কথা, মালার কথা, গন্ধের

কথা, জ্ঞাতির কথা, যানের কথা, গ্রামের কথা, নিগমের কথা, নগরের কথা, জনপদের কথা, স্ত্রীর কথা, পুরুষের কথা, শূরের কথা, চৌরাস্তার কথা, জলঘাটের কথা, পূর্ব-প্রেতের কথা, বিবিধ কথা, লোক-আখ্যায়িকা, সমুদ্র আখ্যায়িকা এবং ভবাভব কথা ইত্যাদি উচ্চশব্দে, মহাশব্দে বলিয়া উন্মুক্ত স্থানে পাদচারণ করিতেছে? কেনই বা কীট পদদলিত করিয়া হত্যা করিতেছে ও ভিক্ষুদিগকে সমাধিচ্যুত করিতেছে? এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু রাত্রির প্রত্যুষে উঠিয়া কাষ্ঠপাছকা পায়ে খট্ খট্ শব্দ করিয়া রাজ-কথা, চোর-কথা.....ইত্যাদি ভবাভব কথা উচ্চশব্দে, মহাশব্দে বলিয়া উন্মুক্তস্থানে পাদচারণ করিতেছে, কীটও পদদলিত করিয়া হত্যা করিতেছে এবং ভিক্ষুগণকেও সমাধিচ্যুত করিতেছে?” “হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য বটে।”.....ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! কাষ্ঠপাছকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘হুক্কট’ অপরাধ হইবে।”

[স্থান :—বারাণসী]

(১১) নিষিদ্ধ পাছকা

১—ভগবান রাজগৃহে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমাগত পর্যটন করিয়া বারাণসীতে গমন করিলেন। ভগবান বারাণসী-সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—ঋষিপুত্র মৃগদাবে। সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান কাষ্ঠপাছকা ব্যবহার করিতে বারণ করায় কচি তাল গাছ ছেদন করাইয়া, তাহার পাতায় পাছকা প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিতে লাগিল। ছেদন করায় তালগাছ ম্লান হইয়া গেল। (তদর্শনে) জনসাধারণ ‘কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কচি তালগাছ ছেদন করাইয়া তালপাতার পাছকা পরিধান করিতেছে? ছিন্ন করায় কচি তালগাছ যে ম্লান হইয়া যাইতেছে! কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একেত্রিয় জীব (বৃক্ষ) পীড়ন করিতেছে?’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে হর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে হর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অনন্তর ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সত্যই কি কচি তালগাছ ছেদন করাইয়া ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু তালপাতার পাছকা ব্যবহার করিতেছে এবং ছেদন করায় তালগাছ ম্লান হইয়া যাইতেছে ?” “হাঁ, ভগবন্ ! তাহা সত্য বটে।” বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন :—হে ভিক্ষুগণ ! কেন সেই মোঘপুরুষগণ কচি তালগাছ ছেদন করাইয়া তালপাতার পাছকা পরিধান করিতেছে ? ছেদন করায় কচি তালগাছ যে ম্লান হইয়া যাইতেছে ! জনসাধারণ যে বৃক্ষকে জীব মনে করিয়া থাকে ! তাহাদের এই কার্যে শ্রদ্ধাহীনের শ্রদ্ধা উৎপাদন করিবে না.....এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! তালপত্রে প্রস্তুত পাছকা পরিধান করিতে পারিবে না, যে পরিধান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান তালপাতার পাছকা পরিধানে বারণ করায় কচি বাঁশ ছেদন করাইয়া বাঁশপাতার দ্বারা পাছকা প্রস্তুত করাইয়া পরিধান করিতে লাগিল। সেই ছিন্ন কচি বাঁশ ম্লান হইয়া গেল। (তদর্শনে) জনসাধারণ ‘কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কচি বাঁশ ছেদন করাইয়া বাঁশ পাতার পাছকা পরিধান করিতেছে ? সেই ছিন্ন কচি বাঁশ যে ম্লান হইয়া যাইতেছে ! কেনই বা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ একেদ্রিয় বিশিষ্ট জীব পীড়ন করিতেছে ?’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে ছর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে ছর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। অতঃপর তাঁহারা ভগবানকে এই বিনয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! বাঁশপাতায় প্রস্তুত পাছকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

[স্থান :— ভদ্রিকা]

৩—ভগবান বারাণসীতে যথাক্রমি অবস্থান করিয়া ভদ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিতে করিতে ভদ্রিকায় গমন করিলেন এবং ভদ্রিকা সমীপে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জাতীয়বনে। সেই সময় ভদ্রিকাবাসী ভিক্ষুগণ বিবিধ রকমের পাছকা প্রস্তুতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা তৃণপাছকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন ; মুগ্ধতৃণে পাছকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন ; বর্ষজতৃণে পাছকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন ; হিঙ্গাল (খেজুরপাতায়) পাছকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন ; কমল তৃণে পাছকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন ; কবলে পাছকা প্রস্তুত করিতেছিলেন এবং করাইতেছিলেন। তাঁহারা

পরিত্যাগ করিলেন, ষথারীতি পাঠগ্রহণ, পরিপূচ্ছা, অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা। (তদর্শনে) অল্পেচ্ছ ভিক্ষুগণ 'কেন ভদ্রিকাবাসী ভিক্ষুগণ নানাবিধ পাত্ৰকা প্রস্তুত কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন এবং কেনই বা তাঁহারা তৃণপাত্ৰকা প্রস্তুত করিতেছেন এবং করাইতেছেন.....তাঁহারা অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়ে জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভদ্রিকাবাসী ভিক্ষুগণ বিবিধরকমের পাত্ৰকা প্রস্তুত কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে? সত্যই কি তাঁহারা তৃণপাত্ৰকা প্রস্তুত করিতেছে এবং করাইতেছে? মুঞ্জতৃণে (মুজ ঘাসে) পাত্ৰকা প্রস্তুত করিতেছে এবং করাইতেছে.....? সত্যই কি তাঁহারা ষথারীতি পাঠগ্রহণ, পরিপূচ্ছা, অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছে?” “হাঁ ভগবন্! তাহা সত্য বটে।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! কেন সেই মোঘপুরুষগণ নানাবিধ পাত্ৰকা প্রস্তুত কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে? কেনই বা তাঁহারা তৃণপাত্ৰকা প্রস্তুত করিতেছে এবং করাইতেছে.....? কেনই বা তাঁহারা ষথারীতি পাঠগ্রহণ, পরিপূচ্ছা, অধিশীল, অধিচিত্ত এবং অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়াছে? ভিক্ষুগণ! তাঁহাদের এইকার্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা, উৎপাদন করিতে পারে না.....এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আত্মান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! তৃণপাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, মুঞ্জপাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, বর্ষজ-পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, হস্তাল-পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, কমল-পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, কম্বল-পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, স্বর্ণ-পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, রৌপ্য-পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, মণি-পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, বৈদ্যু-পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, ফটিক-পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, কাংশু-পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, কাঁচেরপাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, রাঙেরপাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, সীসার পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না, তাম্রলৌহের পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাঁহার 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! যে কোন রকমের সংক্রমণীয় (স্থানান্তরকরণীয়) পাত্ৰকা পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে তাঁহার 'দুর্কট' অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অহুজ্জা করিতেছি: বাহপাত্ৰকা (পাইখানার স্থাপিত পাত্ৰকা), প্রজ্ঞাপাত্ৰকা (প্রজ্ঞা করিবার স্থানে স্থাপিত পাত্ৰকা) এবং আত্মন-

পাছকা (আঁচাইবার স্থানে স্থাপিত পাছকা) এই ত্রিবিধ অসংক্রমণীয় (স্থানান্তর করিবার অযোগ্য) ঋবস্থানীয় (নিত্য একস্থানে স্থাপিত) পাছকা ব্যবহার করিবে ।”

[স্থান :—শ্রাবস্তী]

(১২) গাভী ও গোবৎস স্পর্শ এবং হত্যাদি করা অবিধেয়

ভগবান ভদ্রিকা-সমীপে বথারুচি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন । ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন । ভগবান শ্রাবস্তী সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে । সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু অচিরবতী নদী (আধুনিক রাপ্তি) পার হইবার সময় গাভীর শৃঙ্গ ধারণ করিতেছিল, কর্ণ ধারণ করিতেছিল, গ্রীবা ধারণ করিতেছিল, পুচ্ছ ধারণ করিতেছিল, পৃষ্ঠে আরোহণ করিতেছিল, কামচিহ্নে গোবোনি স্পর্শ করিতেছিল এবং গোবৎসকে জলে চাপিয়া ধরিয়া হত্যা করিতেছিল । (তদর্শনে) জনসাধারণ ‘কেন শাক্যপুত্রীর শ্রমণগণ গাভী নদী পার হইবার সময় তাহার শৃঙ্গ ধারণ করিতেছে, কর্ণ ধারণ করিতেছে,…… এবং গোবৎস জলে চাপিয়া ধরিয়া হত্যা করিতেছে ? যেমন কামসেবী গৃহী !’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল । ভিক্ষুগণ জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে দুর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন । অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! সত্যই কি ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু গাভী নদী পার হইবার সময় গাভীর শৃঙ্গ ধারণ করিতেছে, কর্ণ ধারণ করিতেছে,……এবং গোবৎস জলে চাপিয়া ধরিয়া হত্যা করিতেছে ?” “হাঁ, ভগবন ! তাহা সত্য বটে ।”

ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! গাভীর শৃঙ্গ ধারণ করিতে পারিবে না, কর্ণ ধারণ করিতে পারিবে না, গ্রীবা ধারণ করিতে পারিবে না, পুচ্ছ ধারণ করিতে পারিবে না, পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে পারিবে না, যে আরোহণ করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে । হে ভিক্ষুগণ ! কামচিহ্নে গোবোনি স্পর্শ করিতে পারিবে না, যে স্পর্শ করিবে, তাহার ‘খুল্লচয়’ অপরাধ হইবে । গোবৎস হত্যা করিতে পারিবে না, যে হত্যা করিবে, তাহার ধর্মানুসারে প্রতিকার করিতে হইবে ।

যান, অর্থ এবং চৌকি সম্বন্ধে নিয়ম

(১) যান নিষিদ্ধ

সেই সময় ষড়্‌বগায় ভিক্ষু পুরুষচালিত গাভীশকটে এবং নারীচালিত বলীবর্দশকটে আরোহণ করিয়া গমন করিতেছিল। (তদর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে ছুঁচাম প্রচার করিতে লাগিল :—“এ যেন গঙ্গার মহাক্রীড়া !” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! যানারোহণে যাইতে পারিবে না ; যে যাইবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

(২) রোগের জন্ত যানের বিধান

১—সেই সময় জনৈক ভিক্ষু কোশল জনপদ হইতে ভগবানকে দর্শন করিবার জন্ত শ্রাবস্তীতে যাইবার সময়ে রাস্তার মধ্যে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন সেই ভিক্ষু গমনমার্গ হইতে অবতরণ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। জনসাধারণ সেই ভিক্ষুকে দেখিয়া কহিলেন :—“প্রভো ! আর্ধ্য কোথায় যাইবেন ?” “বন্ধুগণ ! আমি ভগবানকে দর্শন করিবার জন্ত শ্রাবস্তী যাইব।” “প্রভো ! আসুন, আমরাও তথায় যাইব।” “বন্ধুগণ ! আমি রোগের জন্ত যাইতে সমর্থ হইতেছি না।” “প্রভো ! আসুন, যানে আরোহণ করুন।” “বন্ধুগণ ! প্রয়োজন নাই, কেননা ভগবান যানে আরোহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।” এই বলিয়া, সঙ্কোচ করিয়া যানে আরোহণ করিলেন না। অনন্তর সেই ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে গমন করিয়া ভিক্ষুদিগকে এই বিষয় প্রকাশ করিলেন। ভিক্ষুগণ এই বিষয় ভগবানকে জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রুগ্ণভিক্ষু যানে আরোহণ করিতে পারিবে।”

২—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “পুরুষযুক্ত যানে আরোহণ করিতে হইবে, না-কি নারীযুক্ত যানে আরোহণ করিতে হইবে ?” তাঁহারা ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পুরুষযুক্ত ‘হথবট্টকে’ (হাতেটানা যানে) আরোহণ করিবে।”

১. ইহা একটি উৎসব। এই ক্রীড়া উৎসবে গ্নী পুরুষ উভয়ে একসঙ্গে যানে আরোহণ করিয়া জলক্রীড়ার মিত্ত গমন করিত।—বিম-বিশো।

(৩) বিহিত যান

সেই সময় যানের ঝাঁকুনিতে জনৈক ভিক্ষুর গুরুতর রোগ উপস্থিত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুক্তা করিতেছি : শিবিকা এবং পাকীতে আরোহণ করিবে।”

(৪) মহার্ঘ শয্যা নিষিদ্ধ

সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু উচ্চশয্যা মহাশয্যা ব্যবহার করিতেছিল। যথা :— ‘আসনী’ (প্রমাণাতিরিক্ত আসন বিশেষ), পর্যঙ্ক, ‘গোণক’ (দীর্ঘরোমের গালিচা), ‘চিত্রক’ (হিংস্র জন্তু চিত্রিত উর্ণার চাদর), ‘পটিক’ (উর্ণাময় শ্বেত চাদর), ‘পটলিক’ (ঘনপুষ্প চিত্রিত উর্ণাময় চাদর,) ‘তুলিক’ (তোষক), ‘বিকতিক’ (সিংহ ব্যাঘ্রাদি চিত্রে চিত্রিত উর্ণাময় চাদর), ‘উদলোমি’ (এক পার্শ্বে ঝালর বিশিষ্ট উর্ণাময় চাদর) ‘একস্তলোমি’ (উভয় পার্শ্বে ঝালর বিশিষ্ট উর্ণার চাদর), ‘কট্টিস্‌স’^১ (কোণেয় নৃত্রের মধ্যে স্বর্ণনৃত্র প্রবেশ করাইয়া প্রস্তুত চাদর), কোণেয় (স্বর্ণলিপ্ত রেশমী চাদর), ‘কুস্তক’ (ষোলজন নাটিকাস্ত্রীর নৃত্য করিবার যোগ্য উর্ণাময় চাদর), হস্তীপৃষ্ঠে পাতিবার গালিচা, অশ্বপৃষ্ঠে পাতিবার গালিচা, রথে পাতিবার গালিচা, ‘অজিনপ্রবেণী’ (কৃষ্ণসার মৃগচন্দ্র মঞ্চ প্রমাণ সেলাই করা আস্তরণ), কদলীমৃগ চন্দ্রে প্রস্তুত আস্তরণ, ‘সউত্তরচ্ছদ’^২ (রক্ত বর্ণের চাঁদোয়া) এবং উভয় পার্শ্বে লাল রঙের উপাধান। জনসাধারণ বিহারে পর্য্যটন করিবার সময় এই সমস্ত দেখিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে ছর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল :—“শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! উচ্চশয্যা মহাশয্যা ব্যবহার করিতে পারিবে না। তাহা এই :— ‘আসনি’, ‘পালঙ্ক’, ‘গোণক’, ‘চিত্রক’, ‘পটিক’, ‘পটলিক’, ‘তুলিক’, ‘বিকতিক’, ‘উদলোমী’, ‘একস্তলোমী’, ‘কট্টিস্‌স’, ‘কোসেয়া’, ‘কুস্তক’, হস্তীর গালিচা, অশ্বের গালিচা, রথের গালিচা, কৃষ্ণসারমৃগচন্দ্রের চাদর, কদলীমৃগচন্দ্রের চাদর, লাল চাঁদোয়া, মঞ্চের উভয় পার্শ্বে লাল রঙের উপাধান। যে ব্যবহার করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

১. বর্ষহরের নাম ‘কট্টিস্‌স’ অথবা ‘কস্‌সট’।—বিম-বিনো।

২. উপরিভাগ আচ্ছাদিত কব্জ বসিরা এই চাঁদোয়ার নাম ‘সউত্তরচ্ছদ’ হইয়াছে।—সার-দীপ।

(৫) সিংহাদির চর্ম নিষিদ্ধ

সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান উচ্চশয্যা মহাশয্যা ব্যবহার করিতে বারণ করায় সিংহের চর্ম, ব্যাঘ্রের চর্ম, দ্বীপীর চর্ম, এই ত্রিবিধ মহাচর্ম ব্যবহার করিতে লাগিল। সেই চর্মসমূহ মঞ্চ প্রমাণও ছিন্ন হইল, চৌকিপ্রমাণও ছিন্ন হইল, মঞ্চের মধ্যেও পাতা হইল, মঞ্চের বাহিরেও পাতা হইল, চৌকির মধ্যেও পাতা হইল, চৌকির বাহিরেও পাতা হইল। জনসাধারণ বিহারে বিচরণ করিবার সময় এই সমস্ত দেখিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে তুর্নাম প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল :—“শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী !” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এইবিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সিংহ চর্ম, ব্যাঘ্র চর্ম এবং দ্বীপী-চর্ম আদি মহাচর্ম ব্যবহার করিতে পারিবে না ; যে ব্যবহার করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

(৬) প্রাণিহিংসায় প্রেরণা দান ও চর্ম ব্যবহার নিষিদ্ধ

সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান মহাচর্ম ব্যবহারে বারণ করায় গোচর্ম ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহা মঞ্চপ্রমাণ ছিন্ন হইল, চৌকিপ্রমাণ ছিন্ন হইল, মঞ্চের মধ্যেও পাতা হইল, মঞ্চের বাহিরেও পাতা হইল, চৌকির মধ্যেও পাতা হইল, চৌকির বাহিরেও পাতা হইল।

সেই সময় জনৈক পাপিষ্ঠ ভিক্ষু জনৈক পাপিষ্ঠ উপাসকের ‘কুলোপগ’ (কুলপুরোহিত) ছিল। একদিন সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষু পূর্বাঙ্কে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া সেই পাপিষ্ঠ উপাসকের আলায়ে উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিল। পাপিষ্ঠ উপাসক সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিল। সেই সময় সেই পাপিষ্ঠ উপাসকের তরুণবয়স্ক, অভিরূপ, দর্শনীয়, মনোজ্ঞ, চিত্রবিচিত্র একটি গোবৎস ছিল ; দেখিতে যেন দ্বীপীশাবক। তখন সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষু সেই গোবৎসকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে লাগিল। সেই পাপিষ্ঠ উপাসক পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে কহিল :—
“প্রভো ! আর্ধ্য এই গোবৎসটিকে এরূপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতেছেন কেন ?” “বন্ধো ! আমার এই গোবৎসের চর্মের প্রয়োজন, এই জন্ত দেখিতেছি।” তখন সেই পাপিষ্ঠ উপাসক সেই গোবৎসটিকে হত্যা করিয়া, চর্ম উৎপাটিত করিয়া সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে প্রদান করিল। পাপিষ্ঠ ভিক্ষু চর্মখণ্ড সত্বাট দ্বারা ঢাকিয়া গ্রহণ করিল। তখন সেই গাভী বৎসের প্রতি বেহাগস্ত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুর পশ্চাদ্ধাবন করিল।

(উদ্দেশ্যে) ভিক্ষুগণ কহিলেন :—“বন্ধো ! এই গাভী আপনার পশ্চাদ্ভাবন কেন করিতেছে ?” “বন্ধো ! আমিও জানি না যে এই গাভী কেন আমার পশ্চাদ্ভাবন করিতেছে।” সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুর সজ্বাটি রক্তে রঞ্জিত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ তাহাকে কহিলেন :—“বন্ধো ! আপনার এই সজ্বাটি কিরূপ করিয়াছেন ?” তখন সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষু ভিক্ষুগণের নিকট এই বিষয় প্রকাশ করিল। (ভিক্ষুগণ কহিলেন :—) “বন্ধো ! আপনি কি প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিয়াছেন ?” “হাঁ, বন্ধো ! দিয়াছি।” (তাহা শুনিয়া) অল্পেই ভিক্ষুগণ ‘কেন ভিক্ষু প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিতেছেন, ভগবান কি নানাভাবে প্রাণিহত্যায় নিন্দা এবং প্রাণিহত্যাবিবর্তির প্রশংসা করেন নাই ?’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ড আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। তখন ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসম্মুখে সমবেত করাইয়া সেই পাপিষ্ঠ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—“হে ভিক্ষু ! সত্যই কি তুমি প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিয়াছ ?” “হাঁ, ভগবন্ ! তাহা সত্য বটে।”

বুদ্ধ ভগবান নিন্দা করিলেন :.....মোঘপুরুষ ! কেন তুমি প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিয়াছ ? আমি কি নানাভাবে প্রাণিহত্যায় নিন্দা এবং প্রাণিহত্যাবিবর্তির প্রশংসা করি নাই ? তোমার এই কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না..... এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আশ্বাস করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! প্রাণিহত্যায় প্রেরণা দিতে পারিবে না ; যে প্রেরণা দিবে তাহার ধর্মামুসারে প্রতিকার করিতে হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! গোচর্ম ব্যবহার করিতে পারিবে না ; যে ব্যবহার করিবে, তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! কোন রকমের চর্ম ব্যবহার করিতে পারিবে না ; যে ব্যবহার করিবে, তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

(৭ চর্মাবৃত মঞ্চাদিতে বসা যায়

১—সেই সময়ে জনসাধারণের ব্যবহৃত মঞ্চ এবং চৌকি চর্মাবৃত এবং চর্মাবদ্ধ থাকিত। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া তাহাতে উপবেশন করিতেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : গৃহীর ব্যবহৃত আসনে বসিতে পারিবে, কিন্তু গৃহীতে পারিবে না।”

২—সেই সময়ে বিহারসমূহ চর্মখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত থাকিত। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ

করিয়া তাহাতে উপবেশন করিতেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন।

(ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বিহার চর্মদ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও হেলান দিয়া বসিতে পারিবে।”

(৮) জুতা পায়ে গ্রামে গমন নিষিদ্ধ

১—সে সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু চর্মপাছকা পরিয়া গ্রামে গমন করিত। (উদ্দেশ্যে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে ছুঁয়ায় প্রচার করিয়া বলিতে লাগিল :— “শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! চর্মপাছকা পরিয়া গ্রামাভ্যন্তরে যাইতে পারিবে না; যে যাইবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময় জনৈক ভিক্ষু পীড়িত ছিলেন। তিনি চর্মপাছকা ব্যতীত গ্রামে যাইতে সমর্থ হইতেছিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রুগ্ন ভিক্ষু চর্মপাছকা পরিয়া গ্রামে যাইতে পারিবে।”

মধ্যদেশের বাহিরে বিশেষ বিধান

(১) শোণ কোটিকর্ণের প্রব্রজ্যা

সেই সময়ে আয়ুয়ান মহাকাভ্যারন অবন্তীরাজ্যের কুররবরে^১ প্রপাত পর্বতে^২ অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় শোণ কোটিকর্ণ^৩ নামক উপাসক আয়ুয়ান মহাকাভ্যারনের উপস্থায়ক^৪ (সেবক) ছিলেন। একদিন শোণ কোটিকর্ণ উপাসক আয়ুয়ান মহাকাভ্যারনের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া আয়ুয়ান

১. কুরর বর নামক নগরে; ২. প্রপাত নামক পর্বতে; ৩. এককোটি বর্ণযুক্তা মূল্যের কর্ণভরণ ধারণ করার কোটিকর্ণ বা কুটিকর্ণ নামে অভিহিত।—সম-পাস।

৪. ইনি মহাকাভ্যারনের নিকট ধর্ম প্রবণ করিয়া, বুদ্ধের শাসনে প্রসন্ন হইয়া, ত্রিশরণ এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রপাত পর্বতে ছায়া এবং কল সম্পন্ন স্থানে বিহার প্রস্তুত করিয়া, কাভ্যারনকে তথায় বাস করাইয়া, নিত্য চাঙ্গি বস্ত্র দ্বারা সেবা করিতেন। এইহেতু কাভ্যারনের উপস্থায়ক নামে অভিহিত হইয়াছে।—সার-সীপ।

মহাকাভ্যায়নকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন ; একান্তে উপবিষ্ট শোণ কোটিকর্ণ উপাসক আয়ুমান মহাকাভ্যায়নকে কহিলেন :—“প্রভো ! আমি যেই যেই ভাবে আৰ্য্য মহাকাভ্যায়ন উপদিষ্ট ধর্ম অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে বুঝিতেছি আগারে বাস করিয়া একান্ত পরিপূর্ণ, বিশেষভাবে পরিগৃহ, শত্মলিখিত ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করা সহজ নহে। প্রভো ! এইহেতু আমি কেশশশ্র মুণ্ডন করিয়া, কষায়বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, আগার হইতে অনাগারে প্রব্রজিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব প্রভু আৰ্য্য মহাকাভ্যায়ন আমাকে প্রব্রজিত করুন।” এইরূপ বলিলে আয়ুমান মহাকাভ্যায়ন শোণ কোটিকর্ণ উপাসককে কহিলেন :—

“হে শোণ ! আজীবন একশয্যা এবং একাহার অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করা হুঁকর। শোণ ! তুমি আগারে থাকিয়াই দৃঢ়তা সহকারে বুদ্ধের উপদেশ পালন কর এবং সময়ে সময়ে একশয্যা, একাহার অবলম্বনে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর।” এই কথায় শোণ কোটিকর্ণ উপাসকের প্রব্রজ্যার জন্ত যেই উৎকণ্ঠা ছিল তাহা উপশম হইল।

দ্বিতীয়, তৃতীয়বারও শোণ কোটিকর্ণ উপাসক ঐরূপ বলিলেন। আয়ুমান মহাকাভ্যায়ন শোণ কোটিকর্ণ উপাসককে প্রব্রজিত করিলেন। সেই সময়ে অবশ্তী দক্ষিণাপথে অন্নসংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করিতেন। আয়ুমান মহাকাভ্যায়ন তিন বৎসর পরে অতি কষ্টে এখান সেখান হইতে দশবর্গ (দশজন) ভিক্ষুসত্ত্ব সমবেত করাইয়া আয়ুমান শোণকে উপসম্পদা প্রদান করিলেন। আয়ুমান শোণ বর্ষাবাসের পর নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময়ে তাহার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইল : ‘আমি কেবলমাত্র ভগবান ‘এইরূপ’, ‘এইরূপ’ বলিয়া শুনিয়াছি ; কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্ত গমন করিব যদি উপাধ্যায় এ বিষয়ে আমাকে অহুমতি প্রদান করেন।’ আয়ুমান শোণ সাত্ত্বাঙ্কে ধ্যান হইতে উঠিয়া আয়ুমান মহাকাভ্যায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া আয়ুমান মহাকাভ্যায়নকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুমান শোণ আয়ুমান মহাকাভ্যায়নকে কহিলেন :—“প্রভো ! আমি নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় আমার চিত্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল : ‘আমি কেবলমাত্র শুনিয়াছি : ‘ভগবান ‘এইরূপ’, ‘এইরূপ’ ; কিন্তু তাঁহাকে চক্ষে দেখি নাই। অতএব আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিতে বাইব যদি এ বিষয়ে আমাকে উপাধ্যায় অহুমতি প্রদান করেন।’ প্রভো ! উপাধ্যায়ের অহুমতি হইলে সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্ত আমি যাইতে পারি।”

“সাব্বু, সাব্বু, শোণ ! তুমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন কর। শোণ ! তুমি সেই প্রসাদবুস্ত, প্রসাদকর, শান্তেত্রিয়, শান্তচিত্ত, উত্তম-দমণ

শমথ প্রাপ্ত, দাস্ত^১, গুপ্ত^২, সংযতেক্রিয় ও নাগ-সদৃশ^৩ ভগবানকে দেখিতে সমর্থ হইবে। শোণ ! তাহা হইলে তুমি আমার বাক্যে ভগবানের পদে 'প্রভো ! আমার উপাধ্যায় আয়ুয়ান মহাকাভ্যায়ন ভগবানের পদে অবনতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করিতেছেন।' এই বলিয়া অবনত মস্তকে ভগবানের পাদ বন্দনা করিবে। এই কথাও বলিবে : 'প্রভো ! অবন্তী দক্ষিণাপথে ভিক্ষুসংখ্যা অত্যন্ন, তিনবৎসর পরে অতি কষ্টে এস্থান সেস্থান হইতে দশজন ভিক্ষু সমবেত করাইয়া আমি উপসম্পদা লাভে সমর্থ হইয়াছি। অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে (১) অল্পসংখ্যক ভিক্ষু কর্তৃক উপসম্পদা প্রদানের^৪ অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো ! অবন্তী দক্ষিণাপথের ভূমি কুম্ভবর্ণ, কর্কশ এবং গরুর খুরাঘাতে কণ্টকসদৃশ, অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে (২) চারিতলা চর্মপাত্ৰকা ব্যবহারের অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো ! অবন্তী দক্ষিণাপথের জনসাধারণ স্নান-প্রিয়^৫ এবং জলদ্বারা পরিশুদ্ধ হয় মনে করিয়া থাকে, অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে (৩) নিত্যস্নানের অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো ! মধ্যদেশে যেমন 'এরগু'^৬ 'মোরগু'^৭ 'মজ্জরু'^৮ এবং 'জন্তু'^৯ মেখে পাতিয়া রাখা হয় তেমনভাবে অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেখে মেঘচর্ম, অজচর্ম এবং মৃগচর্ম পাতিয়া রাখা হয়, অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে (৪) মেঘচর্ম, অজচর্ম এবং মৃগচর্মের আন্তরণ ব্যবহারে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো ! এখন জনসাধারণ সীমার বাহিরে প্রস্থিত ভিক্ষুগণকে 'এই চীঘর অমুককে প্রদান করুন' বলিয়া চীঘর দিতেছেন। তাঁহারা আসিয়া জ্ঞাপন করেন : 'বন্ধো ! অমুক ব্যক্তি আপনার জঘ চীঘর প্রেরণ করিয়াছেন।' তাঁহারা 'আমাদের 'নিম্‌সগ্‌গিয়'^{১০} না হউক' এই সঙ্কোচ করিয়া চীঘর ব্যবহার করিতেছেন না ; অতএব ভগবান (৫) চীঘর-পর্যায় নির্দিষ্ট করুন।'

শোণ 'তথাস্ত, প্রভো !' বলিয়া আয়ুয়ান মহাকাভ্যায়নকে প্রজ্ঞাত্বরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া, আয়ুয়ান মহাকাভ্যায়নকে অভিবাদন করিয়া, দক্ষিণাপাশ্ব তাঁহার পুরোভাগে করিয়া, শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্ৰচীঘর লইয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে

১. বাঁহার হস্তপদ দাস্ত হইয়াছে। ২. বাঁহার বাক্য সংযত হইয়াছে। ৩. বিনি খেচ্ছাচারের বশে গমন করেন না অথবা বাঁহার প্রহীন তৃণ পুনরুৎপন্ন হয় না।—সম-পাসা।

৪. মধ্যদেশে দশজনের কম ভিক্ষু উপসম্পদা দিতে পারে না। ৫. মধ্যদেশে পঞ্চদশ দিনের মধ্যে কিবা প্রয়োজনে স্নান করিলে 'পাচিতির' অপরাধ হয়।—হুত-বিত। ৬. এক জাতীয় তৃণ ; ইহা বুল, ইহার শাণ্ডা মাছুর আদি প্রস্তুত হয়। ৭. তৃণ বিশেষ ; ইহা স্কন্ধ, মূত্র ও মূথ সংস্পর্শ ; ইহারদ্বারাও মাছুরাদি প্রস্তুত হয়। ৮. তৃণবিশেষ ; ইহারদ্বারা কাপড়ও প্রস্তুত করা যায়। ৯. তৃণবিশেষ ; বর্ষ যদি সফল। এইসব তৃণদ্বারা মধ্যদেশে মাছুর আদি প্রস্তুত করিয়া ঘরের মেখে পাতিয়া রাখা হইত।—সম-পাসা। ১০. অতিরিক্ত চীঘর দশদিন পর্যন্ত ব্যবহার করিতে পারে। দশদিন অতিবাহিত হইলে 'নিম্‌সগ্‌গিয়' অপরাধ' হয়। সেই চীঘর পরিত্যাগ করিয়া, অপরাধ স্বীকার করিয়া (দোষ) মুক্ত হইতে হয়।—হুত-বিত।

প্রস্থান করিলেন ; এবং ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া শ্রাবস্তী সন্নিধানে অবস্থিত জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন । ভগবান আয়ুস্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন :—“আনন্দ ! এই আগন্তুক ভিক্ষুর জন্ম আসন নির্দিষ্ট কর ।”

আয়ুস্মান আনন্দ ভাবিলেন : “বাহার জন্ম ভগবান আমাকে এইরূপ আদেশ করেন : ‘আনন্দ ! এই আগন্তুক ভিক্ষুর জন্ম আসন নির্দিষ্ট কর ।’ ভগবান সেই ভিক্ষুর সহিত এক বিহারে রাত্রিযাপন করিতে ইচ্ছা করেন । এখন দেখিতেছি ভগবান আয়ুস্মান শোণের সহিত এক বিহারে রাত্রিযাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন ।” এই ভাবিয়া আয়ুস্মান আনন্দ যেই বিহারে, ভগবান অবস্থান করেন সেই বিহারে আয়ুস্মান শোণের জন্ম শয়নাসন নির্দিষ্ট করিলেন । ভগবান অধিক রাত্রি উন্মুক্ত স্থানে অতিবাহিত করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন । আয়ুস্মান শোণও অধিক রাত্রি উন্মুক্ত স্থানে অতিবাহিত করিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন । ভগবান রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে গাত্রোপান করিয়া আয়ুস্মান শোণকে বলিলেন :—“হে ভিক্ষু ! তুমি ধর্ম (সূত্র) আবৃত্তি করিতে কি সমর্থ ?” “হাঁ, প্রভো ! আমি সমর্থ ।” এই বলিয়া আয়ুস্মান শোণ ভগবানের নিকট প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া সমস্ত অষ্টকবর্গের গাথাসমূহ স্বরে আবৃত্তি করিলেন ।

ভগবান আয়ুস্মান শোণের সূত্রে আবৃত্তি সমাপ্ত হইবার পর ‘হে ভিক্ষু ! তুমি অষ্টকবর্গ উত্তমরূপে গ্রহণ করিয়াছ, সম্যকভাবে হৃদয়ে গ্রথিত করিয়াছ, সম্যকপ্রকারে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছ এবং তুমি সুন্দর, স্পষ্ট, মরল অর্থছোতকে বাণী প্রকাশে নিপুণ’ এই বলিয়া, ‘সাধু’, ‘সাধু’ বলিয়া তাহা অনুমোদন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন : “ভিক্ষু ! তোমার বয়স কত হইয়াছে ?” “প্রভো ! আমার বয়স মাত্র একবৎসর হইয়াছে ।” “ভিক্ষু ! তুমি কেন এত বিলম্ব করিলে ?” “প্রভো ! আমি দীর্ঘদিন পরে কামভোগের অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি, বিশেষত গৃহবাস বহুবাধ্যুক্ত, গৃহীর বহুকার্য্য বহুকরণীয় ।” তখন ভগবান এই তত্ত্বার্থ বিদিত হইয়া সেই শুভ মুহূর্ত্তে এই উদান গাথা উচ্চারণ করিলেন :—

হেরি লোকে আদীনব, যত উপদ্রব,
জানি ধর্ম নিরুপাধি, মুক্তি অনাসব,
পাপে নাহি রমে আর্ধ্য সুগত সুজন,
পাপে নাহি থাকে কভু শুচি শুদ্ধ মন ।

১. বর্তমানে অষ্টকবর্গ সূত্র-নিপাতের ৪র্থ বর্গ । পূর্বে অষ্টকবর্গ পৃথকভাবে ছিল । তখন এই বর্গের সূত্রসংখ্যা কত ছিল জানি না । বস্তুত এই বর্গের মাত্র ৫টি সূত্রই অষ্টক নামের বোধ্য ।

২. তুমি ভিক্ষু লাভ করিয়াছ কয় বৎসর ?

অতঃপর আয়ুস্থান শোণ ভগবান আমার বাক্য অনুমোদন করিতেছেন, উপাধ্যায় আমাকে যেই সম্বন্ধে নির্দেশ দান করিয়াছেন তাহা বলিবার এখনই উপযুক্ত সময় এই ভাবিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, দেহের একাংশ উত্তরাসঙ্গ দ্বারা আবৃত করিয়া, ভগবানের পদে প্রণত হইয়া ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! আমার উপাধ্যায় আয়ুস্থান মহাকাব্যায়ন ভগবানের পদে অবনত মস্তকে বন্দনা জানাইয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন, ‘প্রভো ! অবন্তী দক্ষিণাপথে ভিক্ষুর সংখ্যা অতি অল্প ; তিন বৎসর পরে অতি কষ্টে এস্থান সেস্থান হইতে দশজন ভিক্ষু সমবেত করাইয়া আমি উপসম্পদা লাভ করিয়াছি ; অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে অল্পসংখ্যক ভিক্ষুদ্বারা উপসম্পদা দানের অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো ! অবন্তী দক্ষিণাপথের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ এবং গরুর খুরাঘাতে কণ্টক সদৃশ ; অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে চারিতলা চর্মপাতুকা পরিধানের আদেশ প্রদান করুন। প্রভো ! অবন্তী দক্ষিণাপথে জনসাধারণ স্নানপ্রিয় এবং জলদ্বারা পরিশুদ্ধ হয় মনে করিয়া থাকে ; অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে নিত্যস্নানের ব্যবস্থা প্রদান করুন। প্রভো ! অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেষচর্ম, অজুচর্ম এবং মৃগচর্ম পাতা থাকে। মধ্যম জনপদে যেমন ঘরের মেঝে ‘এরগু’, ‘মোরগু’, ‘মজ্জারু’ এবং ‘জন্তু’ পাতা থাকে তেমন অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেষচর্ম, অজুচর্ম এবং মৃগচর্ম পাতা থাকে ; অতএব ভগবান অবন্তী দক্ষিণাপথে মেষচর্ম, অজুচর্ম এবং মৃগচর্ম পাতিবার অনুজ্ঞা প্রদান করুন। প্রভো ! এখন মনুষ্যগণ সীমার বাহিরে প্রস্থিত ভিক্ষুগণের জন্ত ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করুন’ বলিয়া চীবর অস্ত্র দ্বারা প্রেরণ করেন। তাহার (চীবরবাহকগণ) আসিয়া ‘বন্ধো ! অমুক ব্যক্তি আপনার জন্ত চীবর প্রেরণ করিয়াছেন’ বলিয়া জ্ঞাপন করেন। তাঁহার (যাহাদের জন্ত প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার) ‘আমাদের ‘নিস্‌সগুগির’ অপরাধ হইবে’ এই সন্দেহ করিয়া চীবর গ্রহণ করেন না ; অতএব ভগবান চীবর সম্বন্ধে পর্যায় নির্দিষ্ট করিয়া দিন’।”

(২) প্রত্যস্ত দেশের জন্ত বিশেষ বিধান

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! অবন্তী দক্ষিণাপথে অল্পসংখ্যক ভিক্ষু অবস্থান করে, এই জন্ত ‘আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সমস্ত প্রত্যস্ত জনপদে (মধ্যদেশের বহির্ভাগে) বিনয়ধর পাঁচজন ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে।”

এই সমস্তই প্রত্যস্ত জনপদ। যথা :—পূর্বদিকে কজঙ্গল^১ নামক নিগম, তাহার পরে বৃহৎ শালবন, তাহার পরবর্তী স্থান প্রত্যস্তজনপদ, অভ্যন্তর ভাগ মধ্যদেশ। পূর্ব দক্ষিণ দিকে সলরবতী^২ নদী, তাহার পর প্রত্যস্তজনপদ, অভ্যন্তর ভাগ মধ্যদেশ। দক্ষিণদিকে শ্বেতকর্ণিক^৩ নামক নিগম, তাহার পর প্রত্যস্তজনপদ, অভ্যন্তর ভাগ মধ্যদেশ। পশ্চিমদিকে ধুন^৪ (ছুন) নামক ব্রাহ্মণগ্রাম, তাহার পর প্রত্যস্ত জনপদ, অভ্যন্তরভাগ মধ্যদেশ। উত্তরদিকে উশীরধ্বজ^৫ নামক পর্বত, তাহার পর প্রত্যস্ত জনপদ, অভ্যন্তর ভাগ মধ্যদেশ।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এইরূপ প্রত্যস্তজনপদে পাঁচজন বিনয়-ধর ভিক্ষু উপসম্পদা প্রদান করিতে পারিবে।”

হে ভিক্ষুগণ! অবন্তী দক্ষিণাপথের ভূমি কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ এবং গরুর খুরাঘাতে কণ্টক সন্দেশ; এই হেতু—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সমস্ত প্রত্যস্ত জনপদে চারিতলা চর্ম পাছকা পরিধান করিতে পারিবে।”

হে ভিক্ষুগণ! অবন্তী দক্ষিণাপথে জনসাধারণ স্নানপ্রিয় এবং জল দ্বারা শুদ্ধি লাভ হয় মনে করিয়া থাকে; এই হেতু—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সমস্ত প্রত্যস্ত জনপদে নিত্য স্নান করিতে পারিবে।”

হে ভিক্ষুগণ! অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেঘচর্ম, অজ্জচর্ম এবং মৃগচর্ম পাতা থাকে। মধ্যম জনপদে যেমন ‘এরশু’, ‘মোরশু’, ‘মজ্জাক’ এবং ‘জন্তু’ ঘরের মেঝে পাতা থাকে তেমন অবন্তী দক্ষিণাপথে ঘরের মেঝে মেঘচর্ম, অজ্জচর্ম এবং মৃগচর্ম পাতা থাকে; এই হেতু—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সমস্ত প্রত্যস্ত জনপদে ঘরের মেঝে পাতা মেঘচর্ম, অজ্জচর্ম এবং মৃগচর্ম ব্যবহার করিতে পারিবে।”

হে ভিক্ষুগণ! জনসাধারণ সীমার বাহিরে প্রস্থিত ভিক্ষুগণের জন্তু ‘এই চীবর আমুককে প্রদান করিতেছি’ বলিয়া চীবর প্রেরণ করিয়া থাকে; এই হেতু—

১. বর্তমান কঁকগোল, জিলা সাঁওতাল পরগণা (বিহার প্রদেশ)।

২. বর্তমান সিলই নদী, জিলা হাজারীবাগ এবং বীরভূম।

৩. হাজারীবাগ জিলায় স্থান বিশেষ।

৪. আধুনিক হালেধর।

৫. হরিদ্বারের নিকটবর্তী পর্বত।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : (ঐ চীবর) ব্যবহার করিবে। সেই চীবর যাবৎ হস্তগত না হয় তাবৎ (স্বীয় চীবরের) মধ্যে গণ্য হয় না।”^১

॥ চর্ম্ম-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

১. ‘আপনি চীবর পাইয়াছেন’ এই বলিয়া যাবৎ আনিয়া না দেয় অথবা প্রেরণ করিয়া সংবাদ না দেয় তাবৎ গণনায় গণ্য হয় না। যখন আনিয়া দেয় অথবা পাইয়াছে বলিয়া প্রবণ করে সেই হইতে দশদিন পর্য্যন্ত বিদ্যা অধিষ্ঠানে এবং বিদ্যা বেনামার রাখিতে পারে।—সম-পাসা।

৬—ভৈষজ্য-স্কন্ধ

ভৈষজ্য এবং তাহার প্রস্তুত প্রণালী

[স্থান :—শ্রাবস্তী]

(১) পঞ্চবিধ ভৈষজ্যের বিধান

১—সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী-সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডের আরামে। সেই সময় ভিক্ষুগণ শারদীয় রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাদের ভুক্ত যবাগু এবং অন্ন বমি হইয়া যাইত। এই জন্ত তাঁহারা কৃশ, কৃক্ষ, দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেলেন এবং তাঁহাদের গাত্র ধমনিজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ভগবান সেই কৃশ, কৃক্ষ, দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ এবং ধমনিজালে আচ্ছন্নগাত্র ভিক্ষুদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া আশ্চর্যান আনন্দকে আহ্বান করিলেন :—“হে আনন্দ ! এখন ভিক্ষুগণ কেন কৃশ, কৃক্ষ, দুর্বল এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে এবং কেনই বা তাহাদের গাত্র ধমনিজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে ?”

“প্রভো ! এখন ভিক্ষুগণ শারদীয় রোগে স্পৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের ভুক্ত যবাগু বমি হইয়া যাইতেছে, ভুক্ত অন্ন বমি হইয়া যাইতেছে ; এই জন্ত তাঁহারা কৃশ, কৃক্ষ, দুর্বল এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের গাত্র ধমনিজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।”

ভগবান নিভূতে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার চিন্তে এইরূপ পরিবর্তক উপস্থিত হইল : ‘এখন শারদীয় রোগে স্পৃষ্ট ভিক্ষুগণের ভুক্ত যবাগুও বমি হইয়া যাইতেছে, ভুক্ত অন্নও বমি হইয়া যাইতেছে, এই জন্ত তাহারা কৃশ, কৃক্ষ, দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের গাত্র ধমনিজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমি ভিক্ষুদিগের জন্ত এমন কোন্ ঔষধের ব্যবস্থা করিব যাহা ঔষধও হয়, ঔষধরূপে গণ্যও হয় এবং আহারের কার্যও সম্পন্ন করে অথচ স্থূল আহারের মধ্যে পারিগণিত হয় না ?’ অতঃপর ভগবানের মনে এই চিন্তা উপস্থিত হইল : ‘এই যে পঞ্চবিধ ভৈষজ্য, যথা :—চর্কি, নবনীত, তৈল, মধু এবং ঝাঁড় (শক্ত গুড়) ভৈষজ্যও বটে, জনসাধারণ তাহা ভৈষজ্যের মধ্যেও গণ্য করে এবং মনুষ্যের আহারের কার্যও সম্পন্ন করে অথচ স্থূল আহারের মধ্যে পারিগণিত হয় না। আমি এই পঞ্চবিধ মূল ভৈষজ্য ভিক্ষুগণকে সকালে (পূর্বাঙ্কে) প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে (পূর্বাঙ্কে) পরিভোগ করিবার অমুক্তা প্রণয়ন করিব।’

অনন্তর ভগবান সায়াছে ধ্যান হইতে উঠিয়া এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—হে ভিক্ষুগণ ! আমি নিভূতে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় আমার চিত্তে এইরূপ পরিবর্তক উপস্থিত হইয়াছে : ‘এখন শারদীয় রোগে আক্রান্ত ভিক্ষুগণের ভুক্ত যবাগু এবং ভুক্ত অন্ন বমি হইয়া যাইতেছে ; এই জন্ত তাহারা কৃশ, কৃক্ষ, দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের গাত্র ধমনিজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে । আমি তাহাদের জন্ত এমন কোন ঔষধের ব্যবস্থা করিব যাহা ঔষধও হয়, ঔষধের মধ্যেও গণ্য হয় এবং আহারের কার্যও সম্পন্ন করে অথচ স্থূল আহারে পরিগণিত হয় না ?’ তখন আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘এই যে পঞ্চবিধ ভৈষজ্য, যথা :—চর্কি নবনীত, তৈল, মধু এবং খাঁড় ভৈষজ্যও বটে, জনসাধারণ ভৈষজ্যের মধ্যেও গণ্য করে এবং মনুষ্যের আহারের কার্যও সম্পন্ন করে, অথচ স্থূল আহারের মধ্যে পরিগণিত নহে । আমি এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য ভিক্ষুগণকে সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে পরিভোগ করিবার অনুজ্ঞা দিব ।’

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে পরিভোগ করিবে ।”

১—সেই সময় ভিক্ষুগণ সেই পঞ্চ মূল ভৈষজ্য সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে সেবন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু যাহা স্বাভাবিক কৃক্ষ ভোজন তাহাও তাঁহারা পরিপাক করিতে পারিলেন না, স্নিগ্ধ ভোজনের ত কথাই নাই । সেই শারদীয় পীড়ায় আক্রান্ত ভিক্ষুগণ এই অঙ্গীর্ণরোগে আরও অধিকতর কৃশ, কৃক্ষ, দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদের গাত্র আরও অধিকভাবে ধমনিজালে আবৃত হইয়া গেল । ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে আরও অধিকতর কৃশ, কৃক্ষ, দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ এবং তাঁহাদের গাত্র আরও অধিকভাবে ধমনিজালে বেষ্টিত দেখিতে পাইলেন ; দেখিয়া আশ্চর্যান আনন্দকে আহ্বান করিলেন :—“আনন্দ ! এখন ভিক্ষুগণ কেন অধিকতর কৃশ, কৃক্ষ, দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং কেনই বা তাহাদের গাত্র আরও অধিকভাবে ধমনিজালে বেষ্টিত হইয়া গিয়াছে ?”

“প্রভো ! এখন ভিক্ষুগণ সেই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য পূর্কালে প্রতিগ্রহণ করিয়া পূর্কালে সেবন করিতেছেন । যাহা স্বাভাবিক কৃক্ষ খাদ্য তাহাও তাঁহাদের পরিপাক হইতেছে না, স্নিগ্ধ খাদ্যের কথা আর কি বলিব । সেই শারদীয় রোগে আক্রান্ত ভিক্ষুগণ এই অঙ্গীর্ণরোগে অধিকভাবে কৃশ, কৃক্ষ, দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের গাত্র আরও অধিকতর ভাবে ধমনিজালে আবৃত হইয়া পড়িয়াছে ।”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সেই পঞ্চবিধ ভৈষজ্য প্রতিগ্রহণ করিয়া সকালে এবং বিকালে সেবন করিবে।”

(২) চর্কির সংযুক্ত ভৈষজ্য

সেই সময় পীড়িত ভিক্ষুগণের চর্কিমিশ্রিত ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চর্কিমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।”

ভল্লকের চর্কি, মৎস্তের চর্কি, শিশুগাবের চর্কি, শূকরের চর্কি, গর্দভের চর্কি, সকালে (পূর্বাঙ্কে) প্রতিগ্রহণ করিয়া, সকালে পাক করিয়া এবং সকালে সংমিশ্রিত করিয়া তৈলবৎ সেবন করিবে। ভিক্ষুগণ! যদি বিকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া, বিকালে পাক করিয়া এবং বিকালে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করে তাহা হইলে তিনটি ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া, বিকালে পাক করিয়া এবং বিকালে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করে তাহা হইলে দুইটি ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া, সকালে পাক করিয়া এবং বিকালে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করে তাহা হইলে (একটি) ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সকালে প্রতিগ্রহণ করিয়া, সকালে পাক করিয়া এবং সকালে সংমিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করে তাহা হইলে অপরাধ হইবে না।

(৩) মূল-সংযুক্ত ভৈষজ্য

১—সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের মূল (শিকর)-সংমিশ্রিত ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : মূল সংমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।”

হরিদ্রা, আর্দ্রক, বচ, বচস্থ, অতিবিষ, কটুকরোহিণি, উশীর (বেনারমূল), ভদ্রমূলক (নাগর মোথা) এবং খাণ্ডে ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অন্তবিধ যেই সমস্ত মূল আছে তাহা প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে। বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

২—সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের পিষ্ট মূল ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : খল ও মুড়ি ব্যবহার করিবে।”

(৪) কষায়-সংযুক্ত ভৈষজ্য

সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের কষায়-সংমিশ্রিত ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কষায়-সংমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।”

নিম্বের কষায়, গিরিমল্লিকার কষায়, পটোলের কষায়, পগুগবের কষায়, নস্তমালের কষায় এবং খাণ্ড ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অল্প যেই সব কষায় আছে তাহা প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে ; বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

(৫) পত্র-ভৈষজ্য

সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের পত্র ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পত্রভৈষজ্য সেবন করিবে।”

নিম্ব-পত্র, গিরিমল্লিকা-পত্র, পটোল-পত্র, তুলসী-পত্র, কার্পাস-পত্র এবং যাহা খাণ্ডে ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন অল্প পত্র প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সেবন করিবে। বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

(৬) ফল-ভৈষজ্য

সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের ফল-ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ফল-ভৈষজ্য সেবন করিবে।”

বিড়ঙ্গ, পিপ্পল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, গোষ্ঠফল এবং অল্প যেই সব ফল-ভৈষজ্য খাণ্ডে ভোজ্যে ব্যবহৃত হয় না এমন ফল প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে। বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

(৭) জতু-ভৈষজ্য

সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের জতু (লাক্ষা) ভৈষজ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুক্তা কবিতেছি : জতুসংমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।”

হিন্দু, হিন্দুজতু, হিন্দুসিপাটিক, তক, তকপত্রি, তকপর্ণী, সর্জবস এবং বাহা খাণ্ড ভোজ্য ব্যবহৃত হয় না এমন অন্ত্যাত্ত জতু প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।

(৮) লবণেব ভৈষজ্য

সেই সময় কথ ভিক্ষুগণেব লবণ-সংমিশ্রিত ভৈষজ্যেব প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুক্তা কবিতেছি : লবণ-সংমিশ্রিত ভৈষজ্য সেবন করিবে।”

সামুদ্রিকলবণ, কাললবণ, মৈন্ধবলবণ, বানস্পতিকলবণ, বিটলবণ এবং খাণ্ড ভোজ্য ব্যবহৃত হয় না এমন অন্ত্যাত্ত যত লবণ আছে তাহা প্রতিগ্রহণ করিয়া আজীবন সঙ্গে রাখিবে এবং প্রয়োজন হইলে সেবন করিবে, কিন্তু বিনা প্রয়োজনে সেবন করিলে ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।

(৯) চূর্ণসংমিশ্রিত ভৈষজ্য, উদুখল, মুষল এবং চালনী

১—সেই সময় আয়ুর্মান আনন্দেব উপাধ্যায় আয়ুর্মান বরিস্তণার্শের^১ খোস হইয়াছিল। খোস হইত নিঃসৃত ক্লেদে তাহার দেহে চীবর লাগিয়া থাকিত। ভিক্ষুগণ তাহা জলেব দ্বাৰা বারম্বার সিন্ধু করিয়া অপসারিত করিতেন। ভগবান শয়নাসন দেখিবার নিমিত্ত বিচরণ কবিবার সময় সেই ভিক্ষুগণকে উক্ত চীবর বারম্বার জলে সিন্ধু করিয়া অপসারণ করিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিবা সেই ভিক্ষুগণেব নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষুর কোন্ রোগ হইয়াছে?”

“প্রভো! এই আয়ুর্মানের নিকট স্কলকক্ষ (খোস) বোগ হইয়াছে। খোসেব ক্লেদে তাহার দেহে চীবর লাগিয়া বাইত্রেছে, আমবা তাহা জলে সিন্ধু করিয়া অপসারিত কবিতেছি।”

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আশ্বাস করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাহার নিকট কণ্ডু (চুলকানি), স্ফোটক, আশ্রাব (ক্ষরণশীল স্ফোটক) কিংবা খোসরোগ অথবা যাহার দেহে দুর্গন্ধ আছে সে চূর্ণ ভৈষজ্য ব্যবহার করিবে এবং যাহার নিকট কোন রোগ নাই সে গোময়, মৃত্তিকা এবং ‘রজন নিপক’ (পাক করা রঙের চূর্ণ) ব্যবহার করিবে ।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : উদুখল এবং মুষল ব্যবহার করিবে ।”

২—সেই সময় রুগ্ন ভিক্ষুগণের ঔষধের চূর্ণ চালিবার জন্ত চালনীর প্রয়োজন হইয়াছিল । ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চূর্ণচালনী ব্যবহার করিবে ।”

সূক্ষ্ম চালনীর প্রয়োজন হইল । ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দৃষ্টিচালনী^১ ব্যবহার করিবে ।”

(১০) সত্ত্বঃ মাংস ও রক্তের ভৈষজ্য

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর অমলুশ্য (ভূতে পাওয়া) রোগ ছিল । আচার্য্য উপাধ্যায়গণ পরিচর্যা করিয়াও তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না । তিনি শূকরহত্যা করিবার স্থানে যাইয়া কাঁচা মাংস ভক্ষণ করিলেন এবং টাটকা রক্ত পান করিলেন । ইহাতে তাঁহার অমলুশ্য ব্যাধির উপশম হইল । ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অমলুশ্য ব্যাধিতে কাঁচা মাংস এবং টাটকা রক্ত পান করিবে ।”

(১১) অঞ্জন, অঞ্জনদানি শলাকা ইত্যাদি

১—সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর চক্ষু-রোগ ছিল । ভিক্ষুগণ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বাহ্য প্রস্রাব করাইবার জন্ত লইয়া যাইতেন । ভগবান শয়নাসন পরিদর্শনার্থ বিচরণ করিবার সময় সেই ভিক্ষুগণকে রুগ্ন ভিক্ষুকে বাহ্য প্রস্রাব করাইবার নিমিত্ত ধরাধরি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতে দেখিতে পাইলেন ; দেখিয়া সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে কহিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! এই ভিক্ষুর কোন রোগ হইয়াছে ?” “প্রভো ! এই আয়ুর্য়ানের নিকট চক্ষুরোগ হইয়াছে, আমরা তাঁহাকে

১ দুগ্ধ চালনী (কাপড়ের চালনী) ।

ধ্বাধরি কবিয়া বাহু প্রস্রাব কবাইবার জন্ত লইয়া বাইতেছি।” ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন কবিয়া ভিক্ষুগণকে আস্থান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ আমি অমুজ্জা কবিত্তেছি : অঞ্জন, কৃষ্ণাঞ্জন, বসোঞ্জন, স্রোতাঞ্জন (নদী স্রোতে প্রাপ্ত অঞ্জন), গেরিমাটি এবং ‘কপল’ (কঙ্কণ, প্রদীপ শিখা হইতে গৃহীত মসী) ব্যবহার কবিবে।”

২—অঞ্জনেব সঙ্গে পিবিবার দ্রব্যেব প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ। আমি অমুজ্জা কবিত্তেছি : চন্দন, তগব, কালালুসাবি, তালিশ এবং ভদ্রমুস্তক (নাগবমোখা) ব্যবহার কবিবে।”

৩—সেই সময় ভিক্ষুগণ শিষ্ট অঞ্জন থালায় এবং বাটিতে রাখিয়া দিতেন, তাহাতে তৃণচূর্ণ এবং ধূলা আদি নিপতিত হইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ। আমি অমুজ্জা কবিত্তেছি : অঞ্জনাধার (অঞ্জনাধার) ব্যবহার কবিবে।

৪—সেই সময় বদ্বর্গীয় ভিক্ষু স্বর্ণেব ও বৌপ্যেব অঞ্জনদানি ব্যবহার কবিত্তেছিল। (তদর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার কবিত্তে লাগিল : “শাক্যপুত্রীষ শ্রমণগণ যেন কামসেনী গৃহী।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ। বহুমুশ্যেব অঞ্জনদানি ব্যবহার কবিত্তে পাবিবে না, যে কবিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ। আমি অমুজ্জা কবিত্তেছি : অস্থি, দন্ত, শৃঙ্গ, নল, বংশ, কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খ দ্বারা প্রস্তুত অঞ্জনদানি ব্যবহার কবিবে।”

৫—সেই সময় অঞ্জনদানি অনাবৃত থাকিত; এইহেতু তাহাতে তৃণ-চূর্ণ এবং ধূলা আদি নিপতিত হইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ। আমি অমুজ্জা কবিত্তেছি : ঢাকনি দ্বারা আবৃত কবিবে।”

৬—ঢাকনি পড়িয়া বাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুজ্জা কবিত্তেছি : (ঢাকনি) সূত্রদ্বারা অঞ্জনদানির সঙ্গে বাধিয়া রাখিবে।”

৭—অঞ্জনদানি কাটিয়া বাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : (অঞ্জনদানি) সূত্রদ্বারা সেলাই করিবে (মুড়িয়া রাখিবে ?)।”

৮—সেই সময় ভিক্ষুগণ অঙ্গুলিদ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিতেছিলেন, তাহাতে চক্ষু বেদনা করিত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অঞ্জন-শলাকা ব্যবহার করিবে।”

৯—সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু স্বর্ণ-রৌপ্যময় অঞ্জনশলাকা ব্যবহার করিতেছিল। (তদর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! মূল্যবান অঞ্জনশলাকা ব্যবহার করিতে পাবিবে না; যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।

ফল, লৌহ এবং শঙ্খ দ্বারা প্রস্তুত অঞ্জনশলাকা ব্যবহার করিবে।”

১০—সেই সময় অঞ্জনশলাকা ভূমিতে পড়িয়া বাইতেছিল; তাহাতে কর্কশ (অমসৃণ) হইয়া গেল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শলাকাদানি (ছিদ্রযুক্ত দণ্ড বা থলিয়া) ব্যবহার করিবে।”

১১—সেই সময় ভিক্ষুগণ অঞ্জনদানি এবং অঞ্জনশলাকা হস্তে করিয়া লইয়া যাইতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অঞ্জনদানি রাখিবার স্থলী ব্যবহার করিবে।”

১২—‘অংসবন্ধন’ (স্কন্ধাবরণ) ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘অংসবন্ধন’ এবং বন্ধন-সূত্র ব্যবহার করিবে।”

(১২) মস্তকের তৈল

১—সেই সময় আয়ুর্য়ান পিলিন্দবৎসের শিররোগ ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শির-তৈল ব্যবহার করিবে।”

(১৩) নশ্ব এবং নশ্বকরণী

১—তৈল ব্যবহারে আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নশ্ব ব্যবহার করিবে।”

২—নশ্ব গলিয়া পড়িতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নশ্বকরণী (নাসিকায় নশ্ব নিক্ষেপ করিবার নল) ব্যবহার করিবে।”

৩—সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু মূল্যবান স্বর্ণরৌপ্যময় নশ্বকরণী ব্যবহার করিতে লাগিল। (তদর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী !” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! মূল্যবান নশ্বকরণী ব্যবহার করিতে পারিবে না ; যে ব্যবহার করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অস্থি, দস্ত, শৃঙ্গ, বংশ, নল (থাকুরা), কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ এবং শস্মে প্রস্তুত নশ্বকরণী ব্যবহার করিবে।”

৪—নশ্ব সমভাবে পড়িত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দুইটি নশ্বকরণী ব্যবহার করিবে।”

(১৪) ধূমনেত্র

১—নশ্ব দ্বারাও আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : (ঔষধের) ধূমপান করিবে।”

২—তাহাই পাত্রে লেপন করিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। এরূপ করায় কণ্ঠ জ্বালা করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ধূমনেত্র (পাইপ) ব্যবহার করিবে।”

৩—সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু মূল্যবান স্বর্ণ রৌপ্যময় ধূমনেত্র (পাইপ) ব্যবহার

করিতে লাগিল। (তদর্শনে) জনসাধারণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে ছর্নাম প্রচার করিতে লাগিল :—“শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ যেন কামসেবী গৃহী!” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! মূল্যবান ধূমনেত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার ‘দুষ্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অস্থি, দস্ত, শৃঙ্গ, বংশ, নল, কাষ্ঠ, জতু, ফল, লৌহ এবং শঙ্খে প্রস্তুত ধূমনেত্র ব্যবহার করিবে।”

৪—সেই সময় ধূমনেত্র অনাবৃত থাকায় তাহাতে কীট প্রবেশ করিত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : (ধূমনেত্র) ঢাকনার দ্বারা আবৃত করিবে।”

৫—সেই সময় ভিক্ষুগণ ধূমনেত্র হস্তে করিয়া লইয়া যাইতেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ধূমনেত্রের স্থলী ব্যবহার করিবে।”

৬—(ধূমনেত্র) একপার্শ্বে ঘষিত হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দোহারী স্থলী ব্যবহার করিবে।”

৭—‘অংসবন্ধন’ ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘অংসবন্ধন’ এবং বন্ধনস্থত্র ব্যবহার করিবে।”

(১৫) বাতের তৈল

সেই সময় আয়ুর্গান পিলিন্দবৎসের নিকট বাতরোগ ছিল, বৈষ্ণ তৈল পাক করিতে বলিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তৈল পাক করিবে।”

(১৬) তৈলে মণ্ড সংমিশ্রণ করা

১—সেই তৈলে মণ্ড সংমিশ্রণের প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তৈল পাক করিবার সময় তৈলে মণ্ড প্রক্ষেপ করিতে পারিবে।”

২—সেই সময় ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু অধিক পরিমাণ মণ্ড প্রক্ষেপ করিয়া তৈল পাক করিতেছিল এবং তাহা পান করিয়া মত্ত হইতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! অধিক মণ্ডসংযুক্ত তৈল পান করিতে পারিবে না ; যে পান করিবে তাহার ধর্ম্মাচ্যুত্ব প্রতিকার করিতে হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যেই পাকতৈলে মণ্ডের বর্ণ, গন্ধ অথবা স্বাদ অনুভূত হয় না সেইরূপ মণ্ডসংযুক্ত তৈল পান করিতে পারিবে।”

৩—সেই সময় ভিক্ষুগণের নিকটে অধিক পরিমাণ মণ্ডসংযোগে পাক করা অনেক তৈল সঞ্চিত ছিল। তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘অধিক পরিমাণ মণ্ড সংযোগে পাক করা এই তৈল আমরা কি করিব ?’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সেই তৈল দেহে মালিশ করিবে।”

(১৭) তৈল-পাত্র

সেই সময় আয়ুর্হান পিলিন্দবৎসের নিকট বহু পক তৈল সঞ্চিত ছিল ; কিন্তু তৈল রাখিবার কোন পাত্র ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ত্রিবিধ তুণ্ড (আধার) ব্যবহার করিবে। যথা :—লৌহ-তুণ্ড, কাষ্ঠ-তুণ্ড এবং ফলতুণ্ড।”

শ্বেদ মোচন এবং শস্ত্র চিকিৎসা

(১) শ্বেদ মোচন

১—সেই সময় আয়ুর্হান পিলিন্দবৎসের নিকট অঙ্গবাত রোগ ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শ্বেদ নিঃসারণ করিবে।”

২—তাহাতে আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘সস্তার শ্বেদ’ (ঘর্ষনিঃসারক নানাবিধ বৃক্ষপত্র পাতিয়া তন্মধ্যে শয়ন) করিবে।

৩—তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘মহাশ্বেদের’^১ দ্বারা শ্বেদ নিঃসারণ করিবে।”

৪—তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘ভদ্রোদক’^২ দ্বারা শ্বেদ নিঃসারণ করিবে।”

৫—তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘উদক-কোষ্ঠক’^৩ দ্বারা শ্বেদ মোচন করিবে।”

(২) শিঙ্গার সাহায্যে রক্ত মোচন

১—সেই সময় আয়ুস্মান পিলিন্দবৎসের নিকট গাঁটরীবাত (পর্কবাত) রোগ হিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রক্ত মোচন করিবে।”

২—তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শিঙ্গার সাহায্যে রক্ত মোচন করিবে।”

১. এক পুরুষপ্রমাণ গর্ভ খনন করিয়া, তাহা তপ্তঅঙ্গারপূর্ণ করিয়া বালি ও মাটির দ্বারা চাপা দিতে হইবে এবং ত্রুপরি বাতহর মানারকসের বৃক্ষপত্র বিবৃত করিয়া, সেহে তৈল মাশিশ করিয়া, উহার উপরে শুইয়া, বারবার পাশ পরিবর্তন করিয়া ঘর্ষ বাহির করা।—সম-পাসা।

২. বিবিধ বাতহর বৃক্ষপত্রসিদ্ধ জল। সেহে পত্র ও জল নিক্ষেপ করিয়া বেদ বাহির করা।—সম-পাসা।

৩. গরম জল একটি কামড়ার রাখিয়া, সেহে স্থানে দ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া বেদ বাহির করা।—সম-পাসা।

(৩) পদে মালিশের তৈল এবং ভৈষজ্য

১—সেই সময় আয়ুর্মান পিলিন্দবৎসের পদতল ফাটিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পদে তৈল মালিশ করিবে।”

২—তথাপি আরোগ্য হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পায়ের জন্ত ঔষধ প্রস্তুত করিবে।”

(৪) শস্ত্র-চিকিৎসা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর নিকট গণ্ডরোগ (ফোটক) হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শস্ত্রচিকিৎসা (অস্ত্রোপচার) করিবে।”

(৫) মলমের প্রলেপ

১—কষায় জলের প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কষায় জল ব্যবহার করিবে।”

২—তিলকঙ্কের (তিলের খইল) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তিলকঙ্ক (তিলের খইল) ব্যবহার করিবে।”

৩—কবড়িকার (তুলার পটির) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কবড়িকা (তুলার পটি) ব্যবহার করিবে।”

৪—ব্রণ আচ্ছাদন করিবার পটি প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ব্রণ আচ্ছাদনের পটি ব্যবহার করিবে।”

৫—ব্রণ কণ্ঠন করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সর্ষপের খোসার দ্বারা সৈকা^১ দিবে।”

৬—ব্রণ ক্লেদাস্ত হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ধূম প্রদান করিবে।”

৭—(ব্রণের মাংস) উপর দিকে বাড়িতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : লবণের কাঁকর দ্বারা ছেদন করিবে।”

৮—ব্রণের ক্ষত জনিত গর্ভ পূর্ণ হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ব্রণে তৈল প্রদান করিবে।”

৯—তৈল পড়িয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ঞ্চাকড়াব পটি ব্যবহার করিবে এবং ব্রণের সকল প্রকার চিকিৎসা করিবে।”

(৬) সর্প-চিকিৎসা

১—সেই সময় জনৈক ভিক্ষুকে সর্প দংশন করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বাহু, প্রসাব, ভস্ম এবং মৃত্তিকা এই চতুর্বিধ উৎকট দ্রব্য সেবন করাইবে।”

২—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “(এই সব দ্রব্য) স্বয়ং গ্রহণ করিতে হইবে, না অস্ত্র দ্বারা গ্রহণ করাইতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘কপ্লিয়কারক’^১ থাকিলে প্রেতিগ্রহণ করাইয়া এবং না থাকিলে স্বয়ং গ্রহণ করিয়া সেবন করিবে।”

১. যে ভিক্ষুর সঙ্গে থাকিয়া কার্যাদি করে তাহাকে ‘কপ্লিয়কারক’ বা ভিক্ষু-সেবক বলা হয়। বৌদ্ধপ্রদান দেশে প্রত্যেক বিহারে বালকগণ থাকিয়া ভিক্ষুর সেবা করে এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে।

(৭) বিষ-চিকিৎসা

১—সেই সময় জনৈক ভিক্ষু বিষ পান করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুক্তা করিতেছি : মল ভক্ষণ করাইবে।”

২—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘অমৃত দ্বারা প্রতিগ্রহণ করাইয়া ভক্ষণ করিতে হইবে, না স্বয়ং গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে ?’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুক্তা করিতেছি : বেরূপ করিলে প্রতিগৃহীত হয় তাহাই করিবে। কার্য্যশেষে পুনরায় প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে না।”

(৮) ঘরদিম্বক রোগ-চিকিৎসা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর ঘর-দিম্বক^১ রোগ হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুক্তা করিতেছি : সীতার মাটি^২ জলে সংমিশ্রিত করিয়া পান করাইবে।”

(৯) তুষ্টগ্রহ-চিকিৎসা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুকে তুষ্টগ্রহ আক্রমণ করিয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুক্তা করিতেছি : ‘আমিষকার’^৩ জল পান করাইবে।”

(১০) পাণুরোগ-চিকিৎসা

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর পাণুরোগ হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুক্তা করিতেছি : গোমূত্রে হরীতকী ভিজাইয়া রাখিয়া পান করাইবে।”

১. বনিকরণ যন্ত্র দ্বারা পানীর গায়ে উৎপন্ন রোগ।

২. সীতারের কাসে লয় মৃত্তিকা।

৩. শুক ভাত দধি করিয়া, চূর্ণ করিয়া, জলে মিশ্রিত করিয়া পান করা।—সম-পান।

(১১) বিরেচকাদি পান

১--সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর চর্মরোগ হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : গন্ধকের প্রলেপ প্রদান করিবে।”

২--সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর শরীর দোষগ্রস্ত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বিরেচক পান করিবে।”

৩--পরিশ্রুত (চোয়ানো) কাঁজির (সজল ভাত হইতে প্রস্তুত সিকা) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পরিশ্রুত কাঁজি সেবন করিবে।”

৪--‘অকটযুষের’ (স্বাভাবিক যুষের) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘অকট যুষ’ সেবন করিবে।”

৫--‘কটাকট’ (স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক উভয়বিধ) যুষের প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘কটাকট’ যুষ সেবন করিবে।”

৬--প্রতিচ্ছাদনীয়ের (মাংসের যুষের) প্রয়োজন হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : মাংসের যুষ সেবন করিবে।”

আর্য্যামে দ্রব্যাদি রাখা

(১) পিলিন্দবৎস কর্তৃক রাজগৃহে গুহা প্রস্তুত করা

সেই সময় আয়ুয়ান পিলিন্দবৎস রাজগৃহে গুহা প্রস্তুত করাইবার জন্তু পাহার (পত্তারং) পরিষ্কার করাইতেছিলেন। যগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার পিলিন্দবৎসের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুয়ান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া যগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার আয়ুয়ান পিলিন্দবৎসকে কহিলেন : “প্রভো ! হবির কি প্রস্তুত করাইতেছেন ?” “মহারাজ ! গুহা প্রস্তুত করিবার জন্তু পাহার পরিষ্কার করাইতেছি।” “প্রভো ! আর্ষ্যের কি আরাধিকের (কর্মকারকের) প্রয়োজন আছে ?” “মহারাজ ! ভগবান

আবামিক রাধিবার ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই।” “প্রভো। তাহা হইলে ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে কহিবেন।” “তাহাই করিব, মহাবাজ” এইরূপ বলিয়া আয়ুত্মান পিলিন্দবৎস মগধবাজ শ্রেণিক বিধিসারকে প্রত্যুত্তরে সন্মতি প্রদান কবিলেন।

আয়ুত্মান পিলিন্দবৎস মগধবাজ শ্রেণিক বিধিসারকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুদ্ভেজিত এবং সম্প্রস্তু করিলেন। মগধবাজ শ্রেণিক বিধিসার আয়ুত্মান পিলিন্দবৎস কহুক ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুদ্ভেজিত এবং সম্প্রস্তু হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, আয়ুত্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহাব পুরোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব বাধিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর আয়ুত্মান পিলিন্দবৎস ভগবানের নিকট এইরূপ সংবাদ প্রেরণ কবিলেন : “প্রভো। মগধবাজ শ্রেণিক বিধিসার আবামিক প্রদানের সঙ্গর প্রকাশ করিতেছেন. অতএব এখন আমায় কি কবিত্তে হটবে ?”

(২) আরামে কর্মকাবক বাখা

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উপাখন কবিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান কবিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ আমি অন্ত্রা কবিত্তেছি : আরামিক (কর্মকাবক) বাধিবে।”

আব একদিন মগধবাজ শ্রেণিক বিধিসার পিলিন্দবৎসের নিকট উপস্থিত হটলেন ; উপস্থিত হইয়া আয়ুত্মান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করিয়া একান্ত উপবেশন করিলেন। একান্ত উপবেশন করিয়া মগধবাজ শ্রেণিক বিধিসার আয়ুত্মান পিলিন্দবৎসকে কহিলেন :—“প্রভো। ভগবান কি আবামিকেব ব্যবস্থা দান করিয়াছেন ?” “হাঁ, মহারাজ।” “প্রভো। তাহা হইলে আমি আর্ধ্যকে আরামিক প্রদান করিব।”

মগধবাজ শ্রেণিক বিধিসার আয়ুত্মান পিলিন্দবৎসকে আরামিক দানের প্রতিশ্রুতির কথা বিশ্বত হইয়া গেলেন এবং দীর্ঘদিন পরে অকস্মাৎ স্মরণ হওয়ায় জনৈক প্রধান অমাত্যকে আহ্বান করিয়া কহিলেন :—“ভগে ! আমি আর্ধ্যকে আবামিক দানের প্রতিশ্রুত ছিলাম, তাহা দেওয়া হইয়াছে কি ?” “দেব ! আর্ধ্যকে আবামিক দেওয়া হয় নাই।” “ভগে ! এখন কত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে ?”

অনন্তর সেই প্রধান অমাত্য রাত্রি গণনা করিয়া মগধবাজ শ্রেণিক বিধিসারকে কহিলেন :—“দেব ! পঞ্চশত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে।” “ভগে ! তাহা হইলে আর্ধ্যকে পঞ্চশত আরামিক প্রদান করুন।” “তথাস্তু” বলিয়া সেই মহামাত্য মগধবাজ শ্রেণিক বিধিসারকে সন্মতি জানাইয়া আয়ুত্মান পিলিন্দবৎসকে পঞ্চশত আরামিক

প্রদান করিলেন। তাহারা (আরামিকগণ) একস্থানে পৃথকভাবে বসতি স্থাপন করিল। তাহা কালক্রমে 'আরামিক গ্রাম' এবং 'পিলিন্দবৎস গ্রাম' উভয় নামে অভিহিত হইল।

(৩) পিলিন্দবৎসের ঋদ্ধিশক্তি

সেই সময়ে আয়ুয়ান পিলিন্দবৎস সেই গ্রামের 'কুলুপগ' (কুলগুরু) ছিলেন। একদিন আয়ুয়ান পিলিন্দবৎস পূর্বাহ্ন সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া পিলিন্দবৎস গ্রামে ভিক্ষার সংগ্রহে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় সেই গ্রামে উৎসব হইতেছিল। বালকগণ অলঙ্কার এবং মালা পরিধান করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। আয়ুয়ান পিলিন্দবৎস পিলিন্দবৎস গ্রামে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ক্রমাগত ভিক্ষার সংগ্রহ করিতে করিতে জনৈক আরামিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সেই সময় সেই আরামিক পত্নীর কণ্ঠা অণু বালকদিগকে অলঙ্কার এবং মালা দ্বারা সুশোভিত দেখিয়া 'আমাকে মালা দাও, আমাকে অলঙ্কার দাও', এই বলিয়া রোদন করিতেছিল। আয়ুয়ান পিলিন্দবৎস সেই আরামিক পত্নীকে কহিলেন :—“এই বালিকা রোদন করিতেছে কেন?” “প্রভো! এই বালিকা অণু বালকদিগকে অলঙ্কার এবং মালা পরিহিত দেখিয়া 'আমাকে মালা দাও, আমাকে অলঙ্কার দাও' বলিয়া রোদন করিতেছে; কিন্তু প্রভো! আমাদের ছায় হুর্গতলোক মালা এবং অলঙ্কার কোথায় পাইবে?” তখন আয়ুয়ান পিলিন্দবৎস একখানা তুণের পইছা লইয়া সেই আরামিক-পত্নীকে কহিলেন : “ওহে! এই তুণের পইছাখানা সেই বালিকার মস্তকে স্থাপন কর।” আরামিক পত্নী সেই তুণের পইছা খানা বালিকার মস্তকে স্থাপন করিল। তখন তাহা অভিরূপ, মনোজ্ঞ, প্রীতি উৎপাদক স্বর্ণমালায় পরিণত হইল। তাদৃশ স্বর্ণমালা রাজার অন্তঃপুরেও ছিল না। (তদর্শনে) জনসাধারণ মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে কহিল :—“দেব! অমুক আরামিকের গৃহে যেইরূপ অভিরূপ মনোজ্ঞ প্রসন্নতাদায়ক স্বর্ণমালা দেখা যাইতেছে, তাদৃশী স্বর্ণমালা মহারাজের অন্তঃপুরেও নাই। সেই হুর্গত এরূপ স্বর্ণমালা কোথায় পাইবে, নিশ্চয়ই চুরি করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে।”

মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার সেই আরামিকের গৃহের সকলকে গ্রেপ্তার করাইলেন। অণু একদিন আয়ুয়ান পিলিন্দবৎস পূর্বাহ্ন সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া পিলিন্দবৎস গ্রামে ভিক্ষার সংগ্রহে প্রবেশ করিলেন। পিলিন্দবৎস গ্রামে ক্রমাগত ভিক্ষার সংগ্রহ করিতে করিতে সেই আরামিকের গৃহে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া প্রতিবেশিনীগণকে বিজ্ঞাসা করিলেন : “এই আরামিক গৃহের লোকজন কোথায় গিয়াছে?” “প্রভো! সেই স্বর্ণমালার অস্ত রাজ্য তাহাদিগকে গ্রেপ্তার

করিয়াছেন।” অতঃপর আয়ুর্য়ান পিলিন্দবৎস মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার আয়ুর্য়ান পিলিন্দবৎসের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুর্য়ান পিলিন্দবৎসকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন; একান্তে উপবিষ্ট মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে আয়ুর্য়ান পিলিন্দবৎস কহিলেন :—“মহারাজ ! আরামিক গৃহের লোকদিগকে গ্রেপ্তার করাইয়াছেন কেন ?” “প্রভো ! সেই আরামিকের গৃহে যেইরূপ অভিরূপ, মনোজ্ঞ, প্রসন্নতাদায়ক স্বর্ণমালা পাওয়া গিয়াছে, তাদৃশী স্বর্ণমালা আমাদের অস্তঃপুরেও নাই। সেই দুর্গত একরূপ স্বর্ণমালা কোথায় পাইবে, নিশ্চয়ই চুরি করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে।” তখন আয়ুর্য়ান পিলিন্দবৎস ‘মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের প্রাসাদ স্বর্ণময় হউক’—এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন। বাস্তবিক তাহা স্বর্ণময় হইয়া গেল ! “মহারাজ ! আপনি এত অধিক স্বর্ণ কোথায় পাইলেন ?” “প্রভো ! আমি এখন বৃত্তিতে পারিলাম আপনার ঋদ্ধিশক্তি প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে।” এই বলিয়া আরামিক গৃহের সকলকে মুক্তিদান করাইলেন।

(৪) ভৈষজ্য সপ্তাহকাল রাখিতে পারা যায়

জনসাধারণ ‘আর্য্য পিলিন্দবৎস নাকি সপার্বদ রাজাকে অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রতিহার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন’ এই ভাষিয়া সঙ্কষ্ট এবং অতিপ্রসন্ন হইয়া আয়ুর্য়ান পিলিন্দবৎসকে পঞ্চবিধ ভৈষজ্য প্রদান করিতে লাগিল। যথা :—চর্কি, নবনীত, তৈল, মধু এবং খাঁড়। আয়ুর্য়ান পিলিন্দবৎস স্বভাবত পঞ্চবিধ ভৈষজ্যলাভী ছিলেন। তিনি যাহা পাইতেন তাহা পারিষদকে দিয়া ফেলিতেন। ইহাতে তাঁহার পারিষদ দ্রব্যবহুল (সঞ্চয়ী) হইয়া পড়িল। তাঁহারা যাহা পাইতেন তাহা কোলম্ব (মৃৎপাত্র) এবং ঘট পূর্ণ করিয়া সামলাইয়া রাখিতেন; পরিষ্কার (জল ছাঁকিবার আধার বিশেষ) এবং স্থলীতে পূর্ণ করিয়া ষাতায়নে ঝুলাইয়া রাখিতেন। তাহা পরিষ্কৃত (চোয়ানো) হইতে লাগিল, এই নিমিত্ত বিহার ইন্দুরে পূর্ণ হইয়া গেল। জনসাধারণ বিহার পরিদর্শনে ভ্রমণ করিবার সময় এইসব দেখিয়া ‘দেখিতেছি এই শাক্যপুত্রীয় স্রমণগণ বিহারের অভ্যন্তরে গোলা (শয্যাদি রাখিবার স্থান) বাধিয়াছে। যেন মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার !’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে ছর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ জনসাধারণের এই প্রকার আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে ছর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। সেই ভিক্ষুগণ অগ্রেই তাঁহারাও ‘কেন ভিক্ষুগণ এইরূপ সঞ্চয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছেন’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সত্যই কি ভিক্ষুগণ এইরূপ সঙ্ঘে নিরত রহিয়াছে ?” “হাঁ ভগবন্ ! তাহা সত্য বটে।”

ভগবান নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—
“হে ভিক্ষুগণ ! কল্প ভিক্ষুগণের যেই সমস্ত ব্যবহার্য্য ভৈষজ্য, যথা :—চর্বি, নবনীত, তৈল, মধু এবং খাঁড় ; তাহা প্রতিগ্রহণ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত জমা রাখিয়া পরিভোগ করিতে পারিবে ; তদতিরিক্ত রাখিলে ধর্ম্মানুসারে প্রতিকার করিতে হইবে।”

॥ ভৈষজ্যানুজ্ঞাত ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান :—রাজগৃহ]

(৫) গুড় খাইবার বিধান

অনন্তর ভগবান শ্রাবস্তীতে যথাক্রটি অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। আয়ুগ্মান কঙ্কারেবত রাস্তার মধ্যে দেখিতে পাইলেন : গুড় প্রস্তুত করিবার সময় তাহাতে আটা এবং ভস্ম প্রক্ষেপ করিতেছে। দেখিয়া “‘অবিহিত’ (বিকালে খাইবার অযোগ্য) আটা এবং ভস্মমিশ্রিত গুড় বিকালে পরিভোগ করা অবিধেয়” এইরূপ সন্দেহ পরবশ হইয়া সপার্বদ গুড় পরিভোগে বিরত হইলেন এবং যাহারা তাঁহার আদেশানুবর্তী তাঁহারাও গুড় পরিভোগে বিরত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! গুড়ে কি জন্তু আটা এবং ভস্ম প্রক্ষেপ করে ?” “ভগবন্ ! শক্ক হইবার জন্তু।” “হে ভিক্ষুগণ ! যদি শক্ক হইবার জন্তু গুড়ে আটা এবং ভস্ম নিক্ষেপ করে তাহা হইলে তাহাও গুড়ের মধ্যে পরিগণিত হয়।”

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যথাক্রটি গুড় পরিভোগ করিবে।”

(৬) মুগের বিধান

আয়ুগ্মান কঙ্কারেবত রাস্তার মধ্যে দেখিতে পাইলেন : বাহুর মধ্যে মুগের অঙ্কুর উদগম হইয়াছে। দেখিয়া “মুগ খাওয়া উচিত নহে, কেননা পক মুগ হইতেও অঙ্কুর উদগম হয়” এইরূপ সন্দেহ পরবশ হইয়া সপার্বদ মুগ পরিভোগে বিরত হইলেন। যাহারা তাঁহার আদেশানুবর্তী তাঁহারাও মুগ পরিভোগে বিরত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যদিও বা পক মুগের অঙ্কুরোদগম হয় তথাপি যথাক্রটি মুগ পরিভোগ করিবে।”

(৭) বেণার মূলের বিধান

সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর উদরে বায়ুরোগ ছিল। তিনি বেণার মূল (লোন সোবিরক) পান করিলেন, তাহাতে তাঁহার উদরের বায়ুরোগ উপশম হইল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রোগী যথাক্রমে বেণার মূল সেবন করিতে পারিবে, নিরোগী জলে মিশ্রিত করিয়া পানীয়বৎ সেবন করিতে পারিবে।”

(৮) আরামের ভিতর দ্রব্য রাখা, পাক করা এবং স্বয়ং

পাক করিয়া আহার করা নিষেধ

১—অতঃপর ভগবান ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিয়া রাজগৃহে গমন করিলেন। রাজগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—বেণুবনে কলঙ্ক নিবাপে। সেই সময় ভগবানের উদরে বায়ুরোগ উপশম হইল। আনুমান আনন্দ ‘পূর্বেও ভগবানের উদরের বায়ুরোগ ত্রিকটু যবাগু পানে আরোগ্য হইয়াছিল’ এই ভাষিয়া স্বয়ং তিল, তণ্ডুল এবং মুগ যাক্রা করিয়া আনিয়া, আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া, স্বয়ং পাক করিয়া ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন : “ভগবন্ ! ত্রিকটু যবাগু পান করুন।”

কোন কোন বিষয় তথাগতগণ জ্ঞাত থাকিয়াও জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোন কোন বিষয় জ্ঞাত থাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন না ; কোন কোন বিষয় সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আবার কোন কোন বিষয় সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন না ; তথাগতগণ সার্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, নিরর্থক বিষয় জিজ্ঞাসা করেন না। তথাগতগণের নিরর্থক বিষয়ের মূলোচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। দ্বিবিধ কারণে বুদ্ধ ভগবানগণ ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করেন : ‘ধর্ম দেশনা করিব অথবা শ্রাবকগণের জগু শিকাপদ স্থাপন করিব।’ অতঃপর ভগবান আনুমান আনন্দকে আহ্বান করিলেন :—“হে আনন্দ ! এই যবাগু কোথায় পাইয়াছ ?” তখন আনুমান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন :—হে আনন্দ ! ইহা তোমার পক্ষে অনমুরূপ, অনমুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিধেয় এবং অকার্য্য হইয়াছে। আনন্দ, কেন তুমি এইরূপ সঙ্করে চেষ্টিত হইয়াছ ? যখন ভিতরে রাখিয়াছ তখনও অবিহিত হইয়াছে, যখন ভিতরে পাক করিয়াছ তখনও অবিহিত হইয়াছে এবং যখন স্বয়ং পাক করিয়াছ তখনও অবিহিত হইয়াছে। এই কার্য্যে অশ্রমদিগের শ্রমতা উপাধন করিবে না.....এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উপাধন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আরামের ভিতরে (কোন খাদ্যদ্রব্য) রাখিয়া, ভিতরে পাক করিয়া এবং স্বয়ং পাক করিয়া পরিভোগ করিতে পারিবে না; যে পরিভোগ করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া, অভ্যন্তরে পাক করিয়া এবং স্বয়ং পাক করিয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে তিনটি ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া এবং অভ্যন্তরে অল্প দ্বারা পাক করাইয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে দুইটি ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া এবং বাহিরে স্বয়ং পাক করিয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে দুইটি ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি বাহিরে রাখিয়া আরামের অভ্যন্তরে পাক করিয়া এবং স্বয়ং পাক করিয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে দুইটি ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি আরামের অভ্যন্তরে রাখিয়া এবং বাহিরে অল্প দ্বারা পাক করাইয়া তাহা স্বয়ং পরিভোগ করে তাহা হইলে (একটি) ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি বাহিরে রাখিয়া এবং আরামের অভ্যন্তরে অল্প দ্বারা পাক করাইয়া তাহা স্বয়ং পরিভোগ করে তাহা হইলে (একটি) ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি বাহিরে রাখিয়া এবং বাহিরে স্বয়ং পাক করিয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে (একটি) ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! যদি বাহিরে রাখিয়া এবং বাহিরে অল্প দ্বারা পাক করাইয়া তাহা পরিভোগ করে তাহা হইলে অপরাধ হইবে না।

৩—সেই সময় ভিক্ষুগণ ভগবান স্বয়ং পাক করিতে নিষেধ করিয়াছেন এই ভাবিয়া পুনঃ পাক করিতে (পকদ্রব্য পাক করিতে) কুষ্ঠা বোধ করিতেছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পকদ্রব্য পুনরায় পাক করিতে পারিবে।”

(৯) ছুর্ভিক্ষের সময় বিহারে রাখা, পাক করা, স্বয়ং পাক করা বিহিত

১—সেই সময়ে রাজগৃহে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। জনসাধারণ লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাদ্যদ্রব্য আরামে লইয়া আসিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ তাহা বাহিরে রাখিয়া দিলেন। সেখানে ইন্দুর ও বিড়ালে খাইতে লাগিল, চোরে অপহরণ করিতে লাগিল, উচ্ছিষ্টভোজিগণও লইয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন।

(ভগবান কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অপক খাদ্যদ্রব্য বিহারের ভিতরে রাখিবে।”

২—ভিতরে রাখিয়া বাহিরে পাক করিবার সময় উচ্ছিষ্টভোজী খাদ্যদ্রব্য ঘেরিয়া রহিল। ভিক্ষুগণ নিঃসঙ্কোচে ভোজন করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বিহারাভ্যন্তরে পাক করিবে।”

৩—হৃৎভিক্ষুর সময় ভিক্ষুদিগের কর্মকারকেরা অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে লাগিল এবং ভিক্ষুগণকে সামান্য দিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : খাদ্যদ্রব্য স্বয়ং পাক করিবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বিহারের ভিতরে রাখিবে, ভিতরে পাক করিবে এবং স্বয়ং পাক করিবে।”

(১০) নিভৃত অরণ্যে স্নয়ং ফলাদি গ্রহণ করা

সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কাশীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য রাজগৃহে বাইবার সময় রাস্তার মধ্যে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন যথাক্রমে পরিপূর্ণভাবে পাইলেন না যদিও খাণ্ডোপযোগী অনেক ফল ছিল; কিন্তু কোন কার্যকারক সঙ্গে ছিল না। সেই ভিক্ষুগণ পরিশ্রান্ত হইয়া রাজগৃহে বেণুবনে কলম্বকনিবাসে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের সহিত প্রীত্যালাপচ্ছলে কুশল প্রণয় করা বুদ্ধভগবানগণের রীতি ছিল। অনন্তর ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! তোমরা নিরুপদ্রবে ছিলে ত? স্নখে বর্ষা যাপন করিয়াছ ত? অল্পকষ্টে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ ত? তোমরা কোথা হইতে আসিতেছে?”

“ভগবন্! আমরা নিরুপদ্রবে ছিলাম, স্নখে বর্ষা যাপন করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু প্রভো! আমরা কাশীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য রাজগৃহে আসিবার সময় রাস্তার মধ্যে অপকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট ভোজন যথাক্রমে পরিপূর্ণভাবে পাইতে পারি নাই; বহু খাণ্ডোপযোগী ফল পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু কর্মকারক’ সঙ্গে ছিল না। এইহেতু আমরাইগকে পরিশ্রান্ত হইয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে।”

১. ভিক্ষু কোন খাদ্যদ্রব্য বহুসংখ্যক লইয়া পাইতে পারে না, অল্পকে ভিক্ষুর হাতে তুলিয়া দিতে হয়, যে তুলিয়া দেয় তাহাকে ‘কর্মকারক’ বা কার্যকারক বলে।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যদি কোন স্থানে খাণ্ডোপযোগী ফল পাওয়া যায় এবং কর্মকারক সঙ্গে না থাকে তাহা হইলে স্বয়ং গ্রহণ করিয়া আনিয়া কার্যকারকের সম্মুখে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে এবং তাহার দ্বারা প্রতিগ্রহণ করাইয়া পরিভোগ করিবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : গৃহীত দ্রব্য প্রতিগ্রহণ করিতে পারিবে।”

(১১) ভোজনাবসানে আনীত ভক্ষ্যের বিধান

১—সেই সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণের নূতন তিল এবং নূতন মধু উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভালই, আমি নূতন তিল এবং নূতন মধু বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিব।” এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানের সঙ্গে প্রীত্যালাপ করিলেন। প্রীত্যালাপ এবং স্মরণীয়বিষয় সমাপ্ত করিয়া একান্তে দাঁড়াইলেন, একান্তে দাঁড়াইয়া সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন :—“ভগবান গৌতম আগামী কল্যের জন্ত ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আমার ঋণ গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জানাইলেন। ব্রাহ্মণ ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাণ্ডভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সমর জ্ঞাপন করাইলেন :—“মহানুভব গৌতম ! আহারের সময় উপস্থিত, আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।”

ভগবান পূর্নাঙ্কে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্ৰচীঘর লইয়া সেই ব্রাহ্মণের আলায়ে উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে উত্তম খাণ্ডভোজ্য দানে সম্বৃত্ত করিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ আর না দিবার জন্ত বারণ করিলেন। ভগবান আহারের পর পাত্ৰ হইতে হস্ত অপসারণ করিলে ব্রাহ্মণ একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে সেই ব্রাহ্মণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “আমি যেই নূতন তিল এবং নূতন মধু দিবার জন্ত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম, তাহা দিতে ও ভুলিয়া গিয়াছি। ভাল, আমি নূতন তিল এবং নূতন মধু কোলব এবং ঘটে করিয়া আরাধনা লইয়া যাইব।” এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ নূতন তিল এবং মধু কোলব এবং ঘটে করিয়া

আরামে আনিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া একান্তে দাঁড়াইলেন । একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে কহিলেন : “মহানুভব গৌতম ! আমি যেই নূতন তিল এবং নূতন মধু দিবার জন্ত বৃদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম তাহা দিতে ভুলিয়া গিয়াছি ; অতএব মহানুভব গৌতম নূতন তিল এবং নূতন মধু প্রতিগ্রহণ করুন ।” “ব্রাহ্মণ ! তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুদিগকে দিতে পার ।”

২—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ দুর্ভিক্ষের কারণ অন্নমাত্র দ্রব্য দিলেও বারণ করিতেন এবং ইচ্ছা করিয়াও লইতে অস্বীকার করিতেন । ইহাতে সমস্ত সজ্ব খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে নিবারণিত হইয়া পড়িতেন । ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া গ্রহণ করিতেন না । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! প্রতিগ্রহণ কর, পরিভোগ কর ।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ভোজনের সময় নিবারণিত হইলেও অন্ন স্থান হইতে আনীত খাদ্য অনতিরিক্ত পরিভোগ করিতে পারিবে ।

৩—সেই সময়ে আয়ুস্থান উপনন্দ শাক্যপুত্রের সেবক গৃহ হইতে ‘এই খাদ্য আৰ্য্য উপনন্দকে দেখাইয়া সজ্বকে দিনে’ এই বলিয়া সজ্বের জন্ত খাদ্য প্রেরিত হইয়াছিল । সেই সময় কিহু আৰ্য্য উপনন্দ শাক্যপুত্র গ্রামে ভিক্ষারের জন্ত গমন করিয়াছিলেন । অনন্তর সেই লোকেরা আরামে বাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিল : ‘প্রভো ! আৰ্য্য উপনন্দ কোথায় ?’ ‘বিক্ষুগণ ! এই আয়ুস্থান উপনন্দ শাক্যপুত্র ভিক্ষার সংগ্রহের জন্ত গ্রামে গমন করিয়াছেন ।’ ‘প্রভো ! এই খাদ্য আৰ্য্য উপনন্দকে দেখাইয়া সজ্বকে দিতে হইবে ।’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! তাহা হইলে প্রতিগ্রহণ করিয়া উপনন্দ না আসা পর্য্যন্ত রাখিয়া দাও ।”

৪—আয়ুস্থান উপনন্দ শাক্যপুত্র পূর্কালে গৃহস্থ ঘরে উপস্থিত হইয়া মধ্যাহ্নে প্রত্যাগমন করিলেন । সেই সময় ভিক্ষুগণ দুর্ভিক্ষের কারণ অন্নমাত্র বস্ত্র দানেও বাধা দিতেন এবং ইচ্ছা করিয়াও প্রত্যাখ্যান করিতেন, এইরূপ করায় সমস্ত সজ্ব (খাদ্য গ্রহণে) নিবারণিত হইয়া পড়িত । ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া প্রতিগ্রহণ করিতেন না । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! প্রতিগ্রহণ এবং পরিভোগ করিতে পার ।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সকালে প্রতিগ্রহীত (খাদ্যদ্রব্য) ভোজনের সময় বাধাদানকারী ভিক্ষু অনতিরিক্ত পরিভোগ করিতে পারিবে ।”

১. যদি কোন ভিক্ষু ভোজনের সময় খাদ্য না দিবার জন্ত পরিবেশনকারীকে বারণ করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষু পুনঃ খাদ্যদ্রব্য লইয়া ভোজন করিতে পারে না । ভোজন করিলে ‘পাচিক্তির’ অপরাধ হয় ।

[স্থান :—শ্রাবস্তী]

৫—ভগবান রাজগৃহে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যাটন করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তী-উপকণ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডের আরামে। সেই সময় আয়ুস্মান শারীপুত্রের নিকট কায়দাহ (শরীর জ্বালা) রোগ হইয়াছিল। আয়ুস্মান মহামৌদগল্যায়ন শারীপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া আয়ুস্মান শারীপুত্রকে কহিলেন :—“বন্ধু শারীপুত্র! পূর্বে আপনার কায়দাহরোগ কিরূপে আরোগ্য হইত?” “বন্ধো! পদ্মের মূল এবং মৃগাল ভক্ষণে আরোগ্য হইত।”

আয়ুস্মান মহামৌদগল্যায়ন যেমন কোন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনভাবে জেতবন হইতে অন্তর্হিত হইয়া মন্দাকিনী পুষ্করিণী-তীরে প্রোহৃত হইলেন। একটি নাগ দূর হইতেই আয়ুস্মান মহামৌদগল্যায়নকে আসিতে দেখিতে পাইল। দেখিয়া আয়ুস্মান মহামৌদগল্যায়নকে কহিল :—“প্রভো! আর্ঘ্য মহামৌদগল্যায়নের আগমন হ'উক, প্রভু আর্ঘ্য মহামৌদগল্যায়ন! স্বাগতম্। আর্ঘ্যের কিসের প্রয়োজন? কি দিব?” “বন্ধো! আমার পদ্মের মূল এবং মৃগালের প্রয়োজন।”

অনন্তর সেই নাগ অত্র একটি নাগকে আদেশ করিল : ‘ভগে! তাহা হইলে আর্ঘ্যকে পদ্মের মূল এবং মৃগাল যথাক্রমে প্রদান কর।’ সেই নাগ মন্দাকিনী পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া, শুণ্ডদ্বারা পদ্মের মূল এবং মৃগাল বাহির করিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, পুঁটলি বাধিয়া আয়ুস্মান মহামৌদগল্যায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন। আয়ুস্মান মহামৌদগল্যায়ন যেমন কোন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে সেইরূপ মন্দাকিনী পুষ্করিণী-তীরে অন্তর্হিত হইয়া জেতবনে প্রোহৃত হইলেন। সেই নাগ ও মন্দাকিনী পুষ্করিণী-তীরে অন্তর্হিত হইয়া জেতবনে প্রোহৃত হইল। অনন্তর সেই নাগ আয়ুস্মান মহামৌদগল্যায়নকে পদ্মের মূল এবং মৃগাল প্রদান করিয়া জেতবনে অন্তর্হিত হইয়া মন্দাকিনী পুষ্করিণী-তীরে গিয়া আবির্ভূত হইল।

আয়ুস্মান মহামৌদগল্যায়ন আয়ুস্মান শারীপুত্রের সম্মুখে পদ্মের মূল এবং মৃগাল লইয়া উপস্থিত হইলেন। আয়ুস্মান শারীপুত্র পদ্মের মূল এবং মৃগাল পরিভোগ করায় তাঁহার কায়দাহ রোগ উপশম হইল। অনেক পদ্মের মূল এবং মৃগাল অবশিষ্ট রাইল। সেই সময় ভিক্ষুগণ হৃৎকির কারণ সামাগ্র দ্রব্যও না দিবার অশ্রু বারণ করিতেন, ইচ্ছা করিয়াও প্রত্যাখ্যান করিতেন; ইহাতে সমস্ত সত্ত্ব ঋতু গ্রহণে

নিবারিত হইয়া যাইতেন। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচবশত খাণ্ডদ্রব্য গ্রহণ করিতেন না।
(ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! প্রতিগ্রহণ করিয়া পরিভোগ কর।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বনে এবং পুষ্করিণীতে জাত খাণ্ড দ্রব্য ভোজনের সময় নিবারিত হইলেও অনতিরিঙ্ক পরিভোগ করিতে পারিবে।”

(১২) কৰ্ম্মকারকের অভাবে ফল খাইবার বিধান

সেই সময়ে শ্রাবস্তীতে খাণ্ডোপযোগী অনেক ফল পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু কৰ্ম্মকারক ছিল না। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া ফল আহাৰে বিরত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বীজহীন এবং বীজবহিষ্কৃত ফল বিহিত^১ বলিয়া কৰ্ম্মকারক^২ না বলিলেও পরিভোগ করিতে পারিবে।”

[স্থান :- রাজগৃহ]

(১৩) গুপ্তস্থানে অস্নোপচার এবং মূত্রস্থলী পীড়ন নিষিদ্ধ

১—ভগবান শ্রাবস্তীতে ষথারুটি অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমশঃ পর্যটন করিতে করিতে রাজগৃহে গমন করিলেন; ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—বেণুবনে, কলম্বক নিবাণে। সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর নিকট ভগবান্নর রোগ হইয়াছিল। আকাশগোত্র নামীয় বৈষ্ণ অস্নোপচার করিতেছিল। ভগবান শয়নাসন দর্শনের জন্ত বিচরণ করিতে করিতে সেই ভিক্ষুর বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। আকাশগোত্র বৈষ্ণ দূর হইতেই দেখিতে পাইল : ভগবান সেই দিকে যাইতেছেন; দেখিয়া ভগবানকে কহিল : “মহাত্মা গৌতমের আগমন হউক এবং গোসাপের মুখের সদৃশ এই ভিক্ষুর মলম্বার অবলোকন করুন।”

ভগবান ‘এই মুখ আমাকে বিক্রম করিতেছে’ এই ভাবিয়া সেই স্থান হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন : “হে ভিক্ষুগণ! অমুক বিহারে কি কোন ক্রম ভিক্ষু

১. কোন ফল পাইলে ভিক্ষুর সেবক বা কৰ্ম্মকারককে বলিতে হয় ‘কম্মিয়ং করোহি’ (খাইবার যোগ্য কর) কৰ্ম্মকারককে বলিতে নথ বা ছুরিকা দ্বারা ছিন্ন করিতে করিতে ‘কম্মিয়ং শুন্তে’ (প্রভু, খাণ্ডোপযোগী হইয়াছে) এই কথা বলিতে হয়।

২. যে ভিক্ষুর সেবা-পরিচর্যা করে তাহাকে ‘কম্মিয়কারক’ (কৰ্ম্মকারক বা সেবক) বলে।

আছে ?” “হাঁ, ভগবন্! আছে।” “সেই ভিক্ষুর নিকট কোন্ রোগ হইয়াছে ?” “প্রভো! সেই আয়ুষ্মানের নিকট ভগবন্ রোগ হইয়াছে, আকাশগোত্র নামক বৈশ্ব অস্ত্রোপচার করিতেছেন।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : সেই মূর্খ ভিক্ষুর এইরূপ অস্ত্রোপচার করিতে দেওরা অননুষ্ঠান, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমগোচিত, অবিহিত এবং অকার্য্য হইয়াছে। কেন সেই মূর্খ গুপ্তস্থানে অস্ত্রোপচার করাইতেছে? হে ভিক্ষুগণ! গুপ্তস্থানের ত্বক কোমল হইয়া থাকে, ক্ষত সহজে আরোগ্য হয় না, অস্ত্রচালনা করা বড় কঠিন ব্যাপার। এই কার্য্যে অশ্রমদিগের শ্রমতা উৎপাদন করে না...এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! গুপ্তস্থানে অস্ত্রোপচার করাইতে পারিবে না; যে করাইবে তাহার ‘খুল্লচ্ছয়’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ভগবান অস্ত্রোপচার করিতে নিষেধ করিয়াছেন এই ভাবিয়া মূত্রস্থলী পীড়ন করাইতে লাগিল। (তদর্শনে) অল্পেই ভিক্ষুগণ ‘কেন ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু মূত্রস্থলী পীড়ন করাইতেছে’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ড আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু মূত্রস্থলী পীড়ন করাইতেছে?” “ভগবন্! তাহা সত্য বটে :—বুদ্ধ ভগবান নিন্দা করিয়া, ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! গুপ্তস্থানের চতুঃস্পর্শে দুই আঙ্গুল পরিমিত স্থানের মধ্যে অস্ত্রোপচার অথবা মূত্রস্থলী পীড়ন করাইতে পারিবে না; যে করাইবে তাহার ‘খুল্লচ্ছয়’ অপরাধ হইবে।”

অভক্ষ্য মাংস

[স্থান :— বারাণসী]

(১) সুপ্রিয়া কর্তৃক স্বীয় মাংস দান

ভগবান রাজগৃহে বথাকৃতি অবস্থান করিয়া বারাণসী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমাগত পর্ষটন করিতে করিতে বারাণসীতে গমন করিলেন। ভগবান বারাণসীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—ঋষিপুত্র মৃগদাক্ষিণী। সেই সময় বারাণসীতে সুপ্রিয়া নামক উপাসক এবং সুপ্রিয়া নামী উপাসিকা উভয়ে প্রজ্ঞাসম্পন্ন, দাতা, কর্ম্মকারক

এবং সজ্ঞসেবক ছিলেন। একদিন উপাসিকা সুপ্রিয়া আরামে (বিহারে) যাইয়া বিহার হইতে বিহারে, পরিবেশ হইতে পরিবেশে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন : “প্রভো! কেহ পীড়িত আছেন কি? কাহারও কোন দ্রব্যের প্রয়োজন আছে কি?” সেই সময় জনৈক ভিক্ষু বিবেচক সেবন করিয়াছিলেন। সেই ভিক্ষু উপাসিকা সুপ্রিয়াকে কহিলেন : “ভগ্নি! আমি বিবেচক (জোলাপ) সেবন করিয়াছি, আমার প্রতিচ্ছাদনোন্নয় (মাংসেব যেষেব) প্রয়োজন।” “আর্য্য! আনয়ন করা যাইবে।” এই বলিয়া তিনি গৃহে যাইয়া কন্দুচাবীকে আদেশ করিলেন : “ভগ্নে! নিহত পশুর মাংস পাওয়া যায় কি-না দেখ।” “তৎস্ব” বলিয়া সেই ব্যক্তি উপাসিকা সুপ্রিয়াকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া সমস্ত বাবাণসীতে অনুসন্ধান করিয়াও নিহত পশুর মাংস দেখিতে পাইল না। অনন্তর সেই ব্যক্তি উপাসিকা সুপ্রিয়ার নিকট উপস্থিত হইল : উপস্থিত হইয়া উপাসিকা সুপ্রিয়াকে কহিল :—“আর্য্যে! নিহত পশুর মাংস পাওয়া গেল না; কেননা অত্র পশুবধ হই নাই।”

সুপ্রিয়া উপাসিকার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “সেই রুগ ভিক্ষু মাংসেব যুষ না পাইলে ঠাহার বোগ বাড়িতেও পাবে অথবা মৃত্যুও হইতে পাবে। প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রদান না করা আমার পক্ষে উচিত হইবে না।” এই ভাবিয়া ভীকু ছুবিকা দ্বারা স্বীয় উরু-মাংস ছেদন করিয়া দাসীকে প্রদান করিয়া কহিলেন :—“দাসি! এই মাংস পাক করিয়া অমুক বিহারে অবস্থিত রুগ ভিক্ষুকে দিয়া আসিবে। যে আমার সম্বন্ধে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে তাহাকে বলিবে : আমি পীড়িত হইয়াছি।” এই বলিয়া উত্তরীয় দ্বারা উরু পরিবেষ্টন করিয়া কামড়ায় প্রবেশ করিয়া মঞ্চে শয়ন করিলেন। উপাসক সুপ্রিয় গৃহে যাইয়া দাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন : “সুপ্রিয়া কোথায়?” “আর্য্য! তিনি কামড়ায় শুইয়া আছেন।” উপাসক সুপ্রিয় উপাসিকা সুপ্রিয়ার নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া উপাসিকা সুপ্রিয়াকে কহিলেন : “তুমি শুইয়া আছ কেন?” “আমার অসুখ হইয়াছে?” “তোমার কোন রোগ হইয়াছে?” তখন উপাসিকা সুপ্রিয়া উপাসক সুপ্রিয়কে এই বিষয় জানাইলেন। তখন উপাসক সুপ্রিয় “আহো, বড় আশ্চর্য্য! আহো, বড় অদ্বিত ব্যাপার! সুপ্রিয়া কেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন! যে স্বীয় মাংস পর্য্যন্ত দান দিতে পারে জগতে তাহার অদেয় আর কি থাকিতে পারে?” এই ভাবিয়া দৃষ্ট প্রহস্ট হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া

১. সেই সময়েও বর্তমান কালের বুদ্ধ-প্রদেশে এবং বিহার-প্রদেশের গ্রামসমূহের মাটির ঘরের স্থান মধ্যে অগ্নি (উত্তান) রাখিয়া চতুর্দিকে কামড়া প্রস্তুত হইত। এইরূপ অগ্নিসংস্কৃত গৃহকে পরিবেশ বলে।

ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া উপাসক সুপ্রিয় ভগবানকে কহিলেন : “প্রভু ভগবন্! ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আগামী কল্য আমার অন্ন গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। উপাসক সুপ্রিয় ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং দক্ষিণ পার্শ্ব তাঁহার পুরোভাগে করিয়া প্রস্থান করিলেন। উপাসক সুপ্রিয় সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাণ্ড ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন : “প্রভো! ভোজনের সময় উপস্থিত; আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।” ভগবান পূর্বাহ্ন সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্ৰচীবর লইয়া উপাসক সুপ্রিয়ের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। উপাসক সুপ্রিয় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান উপাসক সুপ্রিয়কে ভগবান কহিলেন : “সুপ্রিয়া কোথায়?” “ভগবন্! সে পীড়িত হইয়াছে।” “তাহা হইলে সে আসুক।” “ভগবন্! আসিতে ইচ্ছা করে না।” “তাহা হইলে ধরাধরি করিয়া হইলেও তাহাকে লইয়া আস।” উপাসক সুপ্রিয় উপাসিকা সুপ্রিয়াকে ধরাধরি করিয়া আনিলেন। ভগবানের দৃষ্টিপথে আসিবামাত্র তাঁহার বৃহৎ ব্রণ শুষ্ক হইয়া গেল, ছবি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং তাহাতে রোম উদ্ভব হইল! তখন উপাসক সুপ্রিয় এবং উপাসিকা সুপ্রিয়া “অহো, বড় আশ্চর্য্য! অহো, বড় অদ্ভুত! তথাগতের দিব্যশক্তি এবং মহানুভাবতা! ভগবানের দৃষ্টিপথে আসামাত্র বৃহৎ ব্রণ শুকাইয়া গেল! ছবি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল এবং তাহাতে রোম উদ্ভব হইল!” এই ভাবিয়া হৃষ্ট, প্রহৃষ্ট হইয়া বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে উত্তম খাণ্ড ভোজ্যদানে সম্বৃত্ত করিলেন। এত অধিক পরিমাণ দিতে লাগিলেন যে ভিক্ষুগণ আর না দিবার জন্ত বারণ করিলেন। ভগবান আহাৰ্য্য সমাপ্ত করিয়া পাত্ৰ হইতে হস্ত উঠাইয়া লইলে তাঁহারা একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান উপাসক সুপ্রিয় এবং উপাসিকা সুপ্রিয়াকে ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন : “হে ভিক্ষুগণ! উপাসিকা সুপ্রিয়ার নিকট কে মাংস যাচ্ছা করিয়াছিল?” ভগবান এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সেই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন : “প্রভো! আমি উপাসিকা সুপ্রিয়ার নিকট মাংস যাচ্ছা করিয়াছিলাম।” “ভিক্ষু! মাংস আনিয়াছিল কি?” “ভগবন্! আনিয়াছিল।” “ভিক্ষু! তুমি তাহা আহাৰ্য্য করিয়াছ কি?” “হাঁ, ভগবন্! আমি তাহা আহাৰ্য্য করিয়াছি।” “ভিক্ষু! তুমি বিচার করিয়া দেখিয়াছিলে কি?” “না, ভগবন্! আমি বিচার করিয়া দেখি নাই।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : “মূর্খ! তুমি কেন বিচার না করিয়া মাংস আহার করিয়াছ? তুমি যে মনুষ্য মাংসই আহার করিয়াছ! তোমার এই কার্যে যে অপসন্নদিগের মধ্যে প্রসন্নতা উৎপন্ন হইবে না।”

(২) মনুষ্য এবং হস্তীআদির মাংস অভক্ষ্য

১—এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন : “হে ভিক্ষুগণ! মনুষ্যের মধ্যে এমন শ্রদ্ধা, প্রসন্নতা! সম্পন্ন লোক আছে যে তাহার স্বীয় দেহ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে।

“হে ভিক্ষুগণ! মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘খুল্লচ্চয়’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! বিচার না করিয়া কোন মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে রাজার হস্তী মরিতেছিল। দুর্ভিক্ষের কারণ লোকে হস্তীমাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষুর সংগ্রহে বিচরণ করিবার সময় ভিক্ষুদিগকে হস্তীমাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ হস্তীমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। (তদর্শনে) জনসাধারণ “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ হস্তীমাংস ভক্ষণ করিতেছে? হস্তী যে রাজার অঙ্গবিশেষ। যদি এই বিষয় রাজা জানিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি সন্দেহ হইবেন না।” এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! হস্তীমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

৩—সেই সময়ে রাজার অশ্ব মরিতেছিল। লোকে দুর্ভিক্ষের কারণ অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষুর সংগ্রহে বিচরণ করিবার সময় তাঁহাদিগকে অশ্বমাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। (তদর্শনে) জনসাধারণ “কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতেছে? অশ্ব যে রাজার অঙ্গ বিশেষ। যদি রাজা এই বিষয় জানিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি সন্দেহ হইবেন না।” এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! অশ্বমাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

৪—সেই সময়ে লোকে ছুঁড়িকের কারণ কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণ করিবার সময় তাঁহাদিগকে কুকুরের মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। (তদর্শনে) জনসাধারণ ‘কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতেছে? কুকুর যে জুগুপ্সিত এবং ঘৃণ্য!’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে হুঁয়াম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! কুকুরের মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘হুঁয়াম’ অপরাধ হইবে।”

৫—সেই সময়ে লোকে ছুঁড়িকের কারণ অহি-মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষুগণ ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণের সময় তাঁহাদিগকে অহি-মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ অহি-মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। (তদর্শনে) জনসাধারণ ‘কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অহি-মাংস ভক্ষণ করিতেছে? অহি-মাংস যে জুগুপ্সিত এবং ঘৃণ্য!’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে হুঁয়াম প্রচার করিতে লাগিল। নাগরাজ সুম্পর্শ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া নাগরাজ সুম্পর্শ ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো! (বুদ্ধ শাসনের প্রতি) শ্রদ্ধা এবং প্রসন্নতাহীন নাগও আছে, তাহারা সামান্য কারণেও ভিক্ষুগণকে পীড়ন করিতে পারে, অতএব প্রভো! আর্ধ্যগণ অহি-মাংস ভক্ষণে বিরত থাকুন।” - ভগবান নাগরাজ সুম্পর্শকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। নাগরাজ সুম্পর্শ ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার পূর্বোভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! অহি-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘হুঁয়াম’ অপরাধ হইবে।”

৬—সেই সময়ে শিকারিগণ সিংহ হত্যা করিয়া সিংহের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে সিংহ-মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ সিংহ-মাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। সিংহ সিংহের গর্ভে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সিংহ-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

৭—সেই সময়ে শিকারিগণ ব্যাঘ্র হত্যা করিয়া ব্যাঘ্র মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে ব্যাঘ্র মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ ব্যাঘ্র মাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! ব্যাঘ্র-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

৮—সেই সময়ে শিকারিগণ দ্বীপী (চিতাবাঘ) হত্যা করিয়া দ্বীপী-মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে দ্বীপী-মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ দ্বীপী-মাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। দ্বীপী দ্বীপীর গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! দ্বীপী-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

৯—সেই সময়ে শিকারিগণ ভল্লুক হত্যা করিয়া ভল্লুকের মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে ভল্লুকের মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ ভল্লুকের মাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। ভল্লুক ভল্লুকের গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! ভল্লুকের মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

১০—সেই সময়ে শিকারিগণ তরঙ্গু (নেকড়ে বাঘ) হত্যা করিয়া তরঙ্গুর মাংস ভক্ষণ করিতেছিল এবং ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণের সময় ভিক্ষুগণকে তরঙ্গু-মাংস দিতেছিল। ভিক্ষুগণ তরঙ্গু-মাংস ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। তরঙ্গু তরঙ্গু-গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ভিক্ষুগণকে বধ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! তরঙ্গু-মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না; যে করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।”

[স্থান :—অন্ধকবিন্দ]

(৩) যবাগু এবং লাড়ুর বিধান

১—ভগবান বারাণসীতে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া অন্ধকবিন্দ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে সান্নিহাদশশত বৃহৎভিক্ষুসঙ্ঘ। সেই সময় জনপদবাসিগণ বহু লবণ, তৈল, চাউল এবং খাণ্ডদ্রব্য শকটে আরোপণ (স্থাপন) করিয়া ‘যখন আমাদের পালা আসিবে তখন অন্ন প্রস্তুত করিয়া দান দিব’ এই ভাবিয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুসরণ করিতেছিল। পঞ্চশত উচ্ছিষ্টভোজীও তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিল। ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া অন্ধকবিন্দে গমন করিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ পর্যায় লাভ করিতে না পারায় তাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “যখন পর্যায় লাভ করিব তখন অন্ন প্রস্তুত করিব, এই ভাবিয়া দুই মাসের অধিক কাল পর্যায় আমি বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুসরণ করিতেছি কিন্তু পর্যায় লাভ করিতে পারিলাম না ; বিশেষত আমি একাকী হওয়ার (আমার গৃহে অত্র পুরুষ না থাকায়) আমার সাংসারিক কার্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। অতএব আমি ভোজনশালা অবলোকন করিব, তথায় যেই দ্রব্য পরিলক্ষিত হইবে না আমি তাহাই প্রস্তুত করিব।” এই ভাবিয়া সেই ব্রাহ্মণ ভোজনশালা অবলোকন করিবার সময় দুইটি দ্রব্য দেখিতে পাইলেন না, যবাগু এবং মধুগোলক (লাড়ু)। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ আয়ুজ্ঞান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া আয়ুজ্ঞান আনন্দকে কহিলেন :—“মহানুভব আনন্দ ! আমি পর্যায় লাভ করিতে না পারায় আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইয়াছিল : ‘যখন পর্যায় লাভ করিব তখন অন্ন প্রস্তুত করিব’, এই ভাবিয়া আমি দুই মাসের অধিক কাল যাবৎ বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘের অনুসরণ করিতেছি ; কিন্তু পর্যায় লাভ করিতে পারিলাম না। বিশেষত আমি একাকী হওয়ার আমার সাংসারিক কার্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে ; অতএব আমি ভোজনশালা অবলোকন করিব, তথায় যেই দ্রব্যের অভাব পরিলক্ষিত হইবে আমি তাহা প্রস্তুত করিয়া দিব।’ মহানুভব আনন্দ ! আমি ভোজনশালা অবলোকন করিয়া তথায় দুইটি দ্রব্য দেখিতে পাইলাম না, যবাগু এবং মধুগোলক। যদি আমি যবাগু ও মধুগোলক প্রস্তুত করি তাহা হইলে মহাত্মা গৌতম তাহা প্রতিগ্রহণ করিবেন কি ?” “হে ব্রাহ্মণ ! তাহা হইলে আমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।”

আয়ুজ্ঞান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে আনন্দ ! তাহা হইলে (ব্রাহ্মণ) প্রস্তুত করিতে পারে।” (আনন্দ ব্রাহ্মণকে কহিলেন :—) “ব্রাহ্মণ ! তাহা হইলে প্রস্তুত করিতে পারেন।”

ব্রাহ্মণ সেই রাত্রি অবসানে বহু যবাগু এবং মধুগোলক প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের

সম্মুখে উপস্থিত করিলেন : “মহাত্মা গৌতম ! আমার যবাগু এবং মধুগোলক প্রতিগ্রহণ করুন।” “ব্রাহ্মণ ! তাহা হইলে ভিক্ষুগণকে প্রদান কর।” (ব্রাহ্মণ প্রদান করায়) ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ বশত প্রতিগ্রহণ করিতে চাহিলেন না। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! প্রতিগ্রহণ কর এবং ভোজন কর।” ব্রাহ্মণ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে বহু যবাগু এবং মধুগোলক দানে সমৃপ্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ এত অধিক দিতে লাগিলেন যে ভিক্ষুগণ আর না দিবার জন্ত ব্রাহ্মণকে বারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ভগবান পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিয়া হস্ত দৌত করার পর ব্রাহ্মণ একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণকে ভগবান কহিলেন :—

২—ব্রাহ্মণ ! যবাগুর এই দশ প্রকার ফল আছে। যথা :—(১) যবাগু দাতা আয়ুদান করিয়া থাকে ; (২) বর্ণ (রূপ) দান করিয়া থাকে ; (৩) সুখ দান করিয়া থাকে ; (৪) বল দান করিয়া থাকে ; (৫) প্রতিভা দান করিয়া থাকে ; (৬) যবাগু দ্বারা ক্ষুধা নিবারিত হয় ; (৭) পিপাসা শাস্ত হয় ; (৮) বায়ু অক্ষুণ্ণ করে ; (৯) মূত্রস্থলী শোধন করে এবং (১০) অপক পরিপাক করে। ব্রাহ্মণ ! যবাগুর এই দশ ফল।

সংযত জীবন, পরদণ্ডেতে ভোজন,
হেন জনে যথাকালে করে যেই জন
সমাদরে ভক্তিভরে যবাগু প্রদান,
এই পুণ্যকার্যে লভে এই দশস্থান :
আয়ু, বর্ণ, সুখ, আর বল—চারিস্থান,
উপজে প্রতিভা তাহে বাগ্মতা মহান
ক্ষুধা তৃষ্ণা করে দূর, অপনোদে ‘বাত’
শোধে বস্তি মুত্রাশয়, জীর্ণ করে ভাত
ভৈষজ্য বলিয়া করে সুগত বাখান,
তাইত করিবে নিত্য যবাগু প্রদান।
‘মানুষ-স্বথের’ লাগি’ প্রত্যাশী যে জন,
কিংবা দিব্যসুখ প্রার্থী হন যেই জন,
মানব-সৌভাগ্য ইচ্ছে অথবা যেজন,
যবাগু প্রদানে বাধ্য হয় সম্পূরণ।

ভগবান সেই ব্রাহ্মণকে এই গাথাযোগে অনুমোদন করিয়া, আগন হইতে উঠিয়া

১. যবানশর বায়ু নিষ্কাশন করে ; ২. মানব জীবনের সুখবাহুল্য্যভিলাষী।

প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উপাধান করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যবাগু এবং মধুগোলক পরিভোগ করিবে।”

(৪) একজনের নিমন্ত্রিত হইয়া অন্তের যবাগু গ্রহণ নিষিদ্ধ

জনসাধারণ গুণিতে পাইল : ভগবান ভিক্ষুগণকে যবাগু এবং মধুগোলক পরিভোগ করিবার অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তাহারা প্রত্যুবেই ভোজ্যযবাগু এবং মধুগোলক প্রস্তুত করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ প্রত্যুবে ভোজ্য যবাগু (শক্ত যবাগু) এবং মধুগোলক আহার করায় ভোজনের সময় যথাক্রমে আহার্য গ্রহণ করিতেন না।

সেই সময় জনৈক নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য পর দিবসের জন্ত বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্যের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘আমি সার্ব্বদ্বাদশশত ভিক্ষুব জন্ত সার্ব্বদ্বাদশশত পাত্র মাংস প্রস্তুত করিব, প্রত্যেক ভিক্ষুর সম্মুখে এক এক পাত্র মাংস উপস্থিত করিব।’ সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাণ্ড ভোজ্য এবং সার্ব্বদ্বাদশশত পাত্র মাংস প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন : ‘প্রভো! ভোজনের সময় হইয়াছে; আহার্য প্রস্তুত।’

ভগবান পূর্কাল সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রটীকর লইয়া সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য ভোজন-শালায় ভিক্ষুগণকে পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ কহিলেন—“বন্ধো! অন্ন প্রদান করুন।” “প্রভো! ‘এই মহামাত্য নবীন শ্রদ্ধাবান’ এই মনে করিয়া যৎসামান্ত গ্রহণ করিবেন না। আমি বহু খাণ্ড ভোজ্য এবং সার্ব্বদ্বাদশশত পাত্র মাংস প্রস্তুত করাইয়াছি, প্রত্যেক ভিক্ষুর সম্মুখে এক এক পাত্র মাংস উপস্থিত করিব; প্রভো! যথাক্রমে গ্রহণ করুন।” “বন্ধো! আমরা সেই জন্ত যে যৎসামান্ত গ্রহণ করিতেছি তাহা নহে; আমরা প্রত্যুবে ভোজ্যযবাগু এবং মধুগোলক পরিপূর্ণভাবে আহার করিয়াছি, এই জন্ত যৎসামান্ত প্রতিগ্রহণ করিতেছি।”

অনন্তর সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য ‘কেন মাননীয় ভিক্ষুগণ আমার নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার ভোজ্যযবাগু পরিভোগ করিতে পারেন। যথাক্রমে আহার্য দানের সামর্থ্য কি আমার নাই।’ এই বলিয়া অসন্তুষ্ট এবং কোপাধিত হইয়া উদ্ভিন্ন করিবার মানসে ভিক্ষুগণের পাত্র মাংসপূর্ণ করিয়া দিয়া ‘ভোজন করুন অথবা লইয়া’ গমন

করুন! ভোজন করুন অথবা লইয়া গমন করুন!” এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে চূর্ণাম প্রচার করিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসম্মতকে স্বহস্তে উত্তম খাদ্য ভোজ্য দানে সন্তুষ্ট করিলেন এবং আর না দিবার জন্ত ভিক্ষুসম্মত কর্তৃক নিবারিত হইলেন। ভগবান আহারের পর পাত্র হইতে হস্ত উত্তোলন করিলে মহামাত্য একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্যকে ভগবান ধর্ম উপদেশ দানে প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রস্তু করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্যের ভগবান প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে সন্দেহ এবং অমুতাপ উপস্থিত হইল : “অহো! আমার লাভ হইল না, অলাভই হইল, আমার দুর্লাভই হইল, সুলাভ হইল না! আমি যে অসন্তুষ্ট এবং কোপাধিত হইয়া উদ্ভিন্ন করিবার মানসে ভিক্ষুগণের পাত্র মাংস পূর্ণ করিয়া দিয়া ‘ভক্ষণ করুন অথবা লইয়া গমন করুন’ এই বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম! আমার কি অধিকপুণ্য সঞ্চয় হইল, না অপুণ্য?” এই ভাবিয়া সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য ভগবানকে কহিলেন : “প্রভো! ভগবান প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে আমার মনে এইরূপ সন্দেহ এবং অমুতাপ উপস্থিত হইয়াছে : ‘আমার অলাভই হইল, লাভ হইল না, আমার দুর্লাভই হইল, সুলাভ হইল না; আমি যে অসন্তুষ্ট এবং কোপাধিত হইয়া উদ্ভিন্ন করিবার মানসে ভিক্ষুগণের পাত্র মাংস পূর্ণ করিয়া দিয়া ‘ভোজন করুন অথবা লইয়া গমন করুন’ বলিয়া চলিয়া আসিয়াছি! আমার পুণ্য অধিক হইল, না অপুণ্য?’ প্রভো! আমার পুণ্য অধিক হইয়াছে, না অপুণ্য?” “বন্ধো! যখনই আপনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসম্মতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তখন হইতেই আপনার বহু পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে; যখনই প্রত্যেক ভিক্ষু আপনার এক একটি অন্ন গ্রহণ করিয়াছে তখনই আপনার বহুপুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে; আপনার জন্ত স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত।” তখন সেই নবীন শ্রদ্ধাবান মহামাত্য ‘আমার নাকি লাভ হইয়াছে, আমার নাকি সুলাভই হইয়াছে, আমি নাকি বহুপুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি, আমার জন্ত স্বর্গেরদ্বার নাকি উন্মুক্ত’ এই ভাবিয়া দৃষ্ট, প্রস্তু হইয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং দক্ষিণ পার্শ্ব ঠাঁহার পুরোভাগে করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ভিক্ষুসম্মতকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন : “হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষুগণ এক ব্যক্তির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অপর ব্যক্তির ভোজ্যবাগু ভোজন করিতেছে?” হাঁ, ভগবনু!

তাহা সত্য বটে।” বৃদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : “হে ভিক্ষুগণ ! কেন সেই মোঘপুরুষগণ এক ব্যক্তির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অল্প ব্যক্তির ভোজ্যবাগু পরিভোগ করিতেছে ? ভিক্ষুগণ ! তাহাদের এই কার্যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না.....নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! একব্যক্তির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অল্প ব্যক্তির প্রদত্ত ভোজ্যবাগু ভোজন করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ধর্মামুসারে প্রতিকার করিবে।”

[স্থান :— রাজগৃহ]

(৫) বরিষ্ঠকাত্যায়নের গুড়ের ব্যবস্থা

ভগবান অন্ধকবিন্দে যথাক্রটি অবস্থান করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে সার্ব্বদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ। সেই সময় বরিষ্ঠকাত্যায়ন রাজগৃহ হইতে অন্ধকবিন্দ অভিমুখে গুড়-কুন্তে পরিপূর্ণ পঞ্চশত শকট সহ দীর্ঘপথ ভ্রমণে নিরত ছিলেন। ভগবান দূর হইতেই বরিষ্ঠকাত্যায়নকে আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে অবতরণ করিয়া এক বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিলেন। বরিষ্ঠকাত্যায়ন ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানকে কহিলেন— “প্রভো ! প্রত্যেক ভিক্ষুকে এক এক ঘট গুড় প্রদান করিতে আমি ইচ্ছা করিয়াছি।” “কাত্যায়ন ! তাহা হইলে তুমি এক ঘট মাত্র গুড় লইয়া আস।” “তথাস্তু” বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া এক ঘট মাত্র গুড় লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন :— “প্রভো ! গুড়ের ঘট আনিয়াছি, এখন আমার কি করিতে হইবে ?” “কাত্যায়ন ! তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুগণকে গুড় প্রদান করিতে পার।”

“তথাস্তু” বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন ভিক্ষুগণকে গুড় প্রদান করিয়া ভগবানকে কহিলেন : “প্রভো ! ভিক্ষুগণকে গুড় প্রদান করিয়াছি ; বহু গুড় অবশিষ্ট আছে, তাহা আমার কি করিতে হইবে ?” “কাত্যায়ন ! তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুগণকে যথাক্রটি গুড় প্রদান করিতে পার।” “তথাস্তু” বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন ভিক্ষুগণকে যথাক্রটি গুড় প্রদান করিয়া ভগবানকে কহিলেন : “প্রভো ! ভিক্ষুগণকে যথাক্রটি গুড় দিয়াছি, তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা আমার কি করিতে হইবে ?” “কাত্যায়ন ! তাহা হইলে তুমি ভিক্ষুগণকে গুড় দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পার।” “তথাস্তু” বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন

ভিক্ষুগণকে গুড়দ্বারা সম্বৃত্ত করিলেন। কোন কোন ভিক্ষু পাত্র, পরিষ্কার (অল
 ইাকিবার পাত্র বিশেষ) এবং স্থলী পূর্ণ করিলেন। বরিষ্ঠকাত্যায়ন ভিক্ষুগণকে গুড়
 দ্বারা সম্বৃত্ত করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আমি ভিক্ষুগণকে গুড়দ্বারা সম্বৃত্ত
 করিয়াছি, তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা আমি কি করিব?” “কাত্যায়ন!
 তাহা হইলে তুমি উচ্ছিষ্টভোজীগণকে গুড় প্রদান করিতে পার।” “তথাস্তু” বলিয়া
 বরিষ্ঠকাত্যায়ন উচ্ছিষ্টভোজীগণকে গুড় প্রদান করিয়া, ভগবানকে কহিলেন—
 “প্রভো! উচ্ছিষ্টভোজীগণকে গুড় দিয়াছি; তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে,
 এখন তাহা কি করিব?” “কাত্যায়ন! তাহা হইলে তুমি উচ্ছিষ্টভোজীগণকে বথাকুচি
 গুড় প্রদান করিতে পার।” “তথাস্তু” বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন উচ্ছিষ্টভোজীগণকে
 বথাকুচি গুড় দিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! উচ্ছিষ্টভোজীগণকে বথাকুচি
 গুড় দিয়াছি, তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা আমি কি করিব?” “কাত্যায়ন!
 তাহা হইলে তুমি উচ্ছিষ্টভোজীগণকে গুড় দ্বারা সম্বৃত্ত করিতে পার।” “তথাস্তু”
 বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন উচ্ছিষ্টভোজীগণকে গুড় দ্বারা সম্বৃত্ত করিলেন। কোন কোন
 উচ্ছিষ্টভোজী কোলম্ব এবং ঘট পূর্ণ করিয়া লইল; কেহ বা ক্ষুদ্র চুপড়ি পূর্ণ করিল,
 কেহ বা উৎসঙ্গ পরিপূর্ণ করিল। বরিষ্ঠকাত্যায়ন উচ্ছিষ্টভোজীগণকে গুড় দ্বারা
 সম্বৃত্ত করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! গুড় দ্বারা উচ্ছিষ্টভোজীগণকে সম্বৃত্ত
 করিয়াছি, তথাপি বহু গুড় অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহা আমি কি করিব?” “হে কাত্যায়ন!
 দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং দেব মনুষ্যের মধ্যে এমন কাহাকেও
 আমি দেখিতেছি না তথাগত কিংবা তথাগত শ্রাবক ব্যতীত যে এই গুড় পরিভোগ
 করিয়া পরিপাক করিতে পারিবে। কাত্যায়ন! তাহা হইলে তুমি সেই গুড় তৃণহীন
 ভূমিতে পরিত্যাগ কর অথবা অন্নপ্রাণ রহিত জলে নিক্ষেপ কর।” “প্রভো! তাহাই
 হউক” এই বলিয়া বরিষ্ঠকাত্যায়ন ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সেই
 গুড় অন্নপ্রাণ রহিত জলে নিক্ষেপ করিলেন। সেই গুড় জলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া চি-চিট্
 করিতে লাগিল, চিট্-চিট্ করিতে লাগিল, ধূম নিঃসারণ করিতে লাগিল, অধিক ধূম
 নিঃসারণ করিতে লাগিল। যেমন দিবসে রৌদ্র তপ্ত ফাল জলে প্রক্ষিপ্ত হইলে
 চি-চিট্ করে, চিট্-চিট্ করে, ধূম নিঃসারণ করে এবং অধিকতর ধূম নিঃসারণ করে
 তেমনভাবে সেই গুড় জলে প্রক্ষিপ্ত হইয়া চি-চিট্ করিতে লাগিল, চিট্-চিট্ করিতে
 লাগিল, ধূমনিঃসারণ করিতে লাগিল এবং অধিকতর ধূমনিঃসারণ করিতে লাগিল।

বরিষ্ঠকাত্যায়ন (তদর্শনে) উদ্ভিন্ন এবং রোমাঞ্চিত হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত
 হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন।
 একান্তে উপবিষ্ট বরিষ্ঠকাত্যায়নকে ভগবান আত্মপূর্বিক ধর্মকথা উপদেশ প্রদান

করিলেন। যথা :—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। কামের আদীনক, অবকার, সংক্লেপ এবং নৈজ্জমোর আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখন ভগবান দেখিতে পাইলেন : বরিষ্ঠকাত্যায়নের চিত্ত সুস্থ, যুহু, নীবরণমুক্ত, প্রফুল্ল, প্রসন্ন হইয়াছে তখন ভগবান বুদ্ধগণের সমুৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা প্রকাশ করিলেন.....তেনন ভাবে বরিষ্ঠকাত্যায়নের সেই আসনেই বিরজ, বিয়ল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল,—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’

বরিষ্ঠকাত্যায়ন ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্ম অবগত হইয়া, ধর্মে অবগাহন করিয়া, ধর্মে সন্দেহ রহিত হইয়া, ধর্মে বাদবিবাদ রহিত হইয়া, ধর্মে বৈশারত্ব লাভ করিয়া এবং শান্তার শাসনে আস্থপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! বড় সুন্দর! অতি সুন্দর! যেন উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে বিবৃত করে, বিমূঢ়কে রাস্তা প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে এবং চক্ষুস্থান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায় তেননভাবে ভগবান বিবিধভাবে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো! আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ধর্মের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ভিক্ষু সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আমাকে অশ্রু হইতে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।”

(৬) রুগ্নের জগু গুড় এবং সুস্থের জগু গুড়ের জল

ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া রাজগৃহে গমন করিলেন। ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—বেণুবনে কলস্তক নিবাপে। সেই সময় রাজগৃহে অধিক পরিমাণ গুড় উৎপন্ন হইত। ‘ভগবান রুগ্নের জগুই গুড়ের বিধান দিয়াছেন সুস্থের জগু নহে’ এই মনে করিয়া ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া গুড় পরিভোগে বিরত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রুগ্ন গুড় পরিভোগ করিবে এবং সুস্থ গুড় মিশ্রিত জল পরিভোগ করিবে।”

[স্থান :—পাটলিগ্রাম]

(৭) পাটলিগ্রামে দুর্গ নির্মাণ

ভগবান রাজগৃহে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া পাটলিগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে সার্ব্ববাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ। ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া পাটলিগ্রামে গমন করিলেন। পাটলিগ্রামের উপাসকগণ শুনিতে পাইল : ভগবান পাটলিগ্রামে

উপস্থিত হইয়াছেন। অনন্তর পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিল। একান্তে উপবিষ্ট পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। তাহার। ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিল—“প্রভো! ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আমাদের আবসথাগার’ গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনভাবে সন্মতি জ্ঞাপন করিলেন। পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ভগবানের সন্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং দক্ষিণপার্শ্ব তাহার পুরোভাগে করিয়া আবসথাগারে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া সমস্ত আবসথাগারে গালিচা পাতিল, আসন পাতিল, জলের কলসী স্থাপন করিল এবং তৈল প্রদীপ আরোপণ করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইল। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার। ভগবানকে কহিল:—“প্রভো! আবসথাগারের সর্বত্র গালিচা পাতা হইয়াছে, আসন পাতা হইয়াছে, জলের কলসী স্থাপিত হইয়াছে এবং তৈলপ্রদীপ আরোপিত হইয়াছে। এখন ভগবানের বাহা অভিপ্রেত হয়।”

ভগবান বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্র চীবর লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘসহ আবসথাগারে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া পাদ প্রক্ষালন করিয়া, আবসথাগারে প্রবেশ করিয়া মধ্যমস্তম্ভ পৃষ্ঠ দ্বারা আশ্রয় করিয়া পূর্বাভিমুখী উপবেশন করিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘও পাদ প্রক্ষালন করিয়া, আবসথাগারে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম পার্শ্বের ভিত্তি পৃষ্ঠ দ্বারা আশ্রয় করিয়া, ভগবানকে সন্মুখে রাখিয়া পূর্বাভিমুখী উপবেশন করিলেন। পাটলিগ্রামের উপাসকগণও পাদ প্রক্ষালন করিয়া, আবসথাগারে প্রবেশ করিয়া, পূর্ব পার্শ্বের ভিত্তি পৃষ্ঠ দ্বারা আশ্রয় করিয়া ভগবানকেই সন্মুখে রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখী উপবেশন করিল। অনন্তর ভগবান পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে আহ্বান করিলেন:—

হে গৃহপতিগণ! হুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু পাঁচটি আদীনব (মন্দ ফল) আছে। সেই পাঁচটি কি-কি? গৃহপতিগণ! হুঃশীল শীলবিহীন ব্যক্তি প্রমাদের বশীভূত হইয়া স্বীয় সম্পত্তি হ্রাস্ত হইয়া থাকে। হুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু এই প্রথম কুফল।

১. পাটলিগ্রামে মগধরাজ অজাতশত্রু এবং লিচ্ছবিগণের কর্মচারীরা সময় সময় আসিয়া গৃহপতিগণকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া তাহাদের গৃহে বাস অর্জমান বাস করিত। এই জন্ত তাহার। উৎপীড়িত হইয়া তাহালি: “আমরা একটি বাসগৃহ নির্মাণ করিব; রাজ-কর্মচারিগণ আসিলে আমরা এইখানে বাস করিতে পারিব।” এই সঙ্কল্প করিয়া তাহার। নগরের মধ্যস্থলে বৃহৎ বাসগৃহ প্রস্তুত করিল। তাহারই নাম ‘আবসথাগার’। ভগবান সেইদিন পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইলেন সেইদিনই এই গৃহ নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়।—উদ্যোগার্থকথা।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, হুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তির হুর্নাম অভ্যুখিত হইয়া থাকে। হুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু এই দ্বিতীয় কুফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, হুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তি যেই যেই পরিষদে উপস্থিত হয় ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ অথবা শ্রমণ-পরিষদে অবিশারদ এবং মৌন হইয়া উপস্থিত হয়। হুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু এই তৃতীয় কুফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, হুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তি মোহাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু এই চতুর্থ কুফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, হুঃশীল, শীলবিহীন ব্যক্তি দেহত্যাগ, মৃত্যুর পর হুর্গতি বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়। হুঃশীলের শীলভঙ্গ হেতু এই পঞ্চম কুফল।

গৃহপতিগণ! হুঃশীলেব শীলভঙ্গ হেতু এই পাঁচটি কুফল লাভ হইয়া থাকে।

গৃহপতিগণ! শীলবানেব শীলপূর্ণতা হেতু পাঁচটি শুভফল লাভ হয়। সেই পাঁচটি কি-কি? গৃহপতিগণ! শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি অপ্রমাদ বশত প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়। শীলবানের শীল পরিপূর্ণতাব এই প্রথম শুভফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তির প্রশংসাধ্বনি অভ্যুখিত হয়। শীলবানের শীলপরিপূর্ণতার এই দ্বিতীয় শুভফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, শীলবান শীলসম্পন্ন ব্যক্তি যেই যেই পরিষদে উপস্থিত হয় ক্ষত্রিয়-পরিষদ, ব্রাহ্মণ-পরিষদ, গৃহপতি-পরিষদ অথবা শ্রমণ-পরিষদে বিশারদ এবং সঙ্কোচহীন হইয়া উপস্থিত হয়। শীলবানের শীলপূর্ণতার এই তৃতীয় শুভফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি সজ্ঞানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শীলবানের শীলপূর্ণতার এই চতুর্থ শুভফল।

গৃহপতিগণ! পুনশ্চ, শীলবান, শীলসম্পন্ন ব্যক্তি দেহত্যাগ, মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে জন্মগ্রহণ করে। শীলবানের শীলপূর্ণতাব এই পঞ্চম শুভফল।

গৃহপতিগণ! শীলবানের শীলসম্পদ হেতু এই পাঁচটি শুভফল লাভ হয়।

ভগবান অধিকরাত্রি পর্যন্ত পাটলিগ্রামের উপাসকগণকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া বিদায় দিলেন : “গৃহপতিগণ! রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন আপনারা বাহা উচিত মনে করেন।” “তাহাই হউক প্রভো!” বলিয়া পাটলিগ্রামের উপাসকগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং দক্ষিণপার্শ্ব তাঁহার পুরোভাগে করিয়া প্রস্থান করিলেন। পাটলিগ্রামবাসী উপাসকগণ প্রস্থান করিবার কিছুক্ষণ পরে ভগবান ‘শুভাগারে’ প্রবেশ করিলেন।

সেই সময় স্নানীধ এবং বর্ষকার নামে মগধের দুই মহামাত্য বুদ্ধিসপের আক্রমণ

প্রতিরোধ করিবার জন্তু পাটলিগ্রামে নগর (দুর্গ) নির্মাণ করিতেছিলেন। ভগবান রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে শয্যা ত্যাগ কবিয়া লোকাভীত বিপুল দিব্যনেত্রে অনেক দেবতাকে পাটলিগ্রামে নিবাস গ্রহণ করিতে (বাসস্থান নির্বাচন করিতে) দেখিতে পাইলেন। যেই প্রদেশে মহাশক্তি সম্পন্ন দেবগণ নিবাস স্থাপন করে, সেইস্থানে মহাশক্তি সম্পন্ন রাজা এবং রাজ্যের অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্বাচনের জন্তু আকৃষ্ট হয়। যেই প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীর দেবগণ বাসস্থান গ্রহণ করে, সেই প্রদেশে মধ্যম শ্রেণীর রাজা এবং রাজ্যের অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্বাচনে আকৃষ্ট হয়। যেই প্রদেশে নিম্ন শ্রেণীর দেবগণ বাসস্থান গ্রহণ করে, সেই প্রদেশে নিম্ন শ্রেণীর রাজা এবং রাজ্যের অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্বাচনে আকৃষ্ট হয়। ভগবান আয়ুমান আনন্দকে আহ্বান করিলেন—“হে আনন্দ। পাটলিগ্রামে কাহাণী দুর্গ প্রস্তুত করিতেছে?”

“প্রভো। মগধের মহামাত্য সুনীধ এবং বর্ষকার বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্তু পাটলিগ্রামে দুর্গ প্রস্তুত করিতেছেন।”

“আনন্দ। মগধের মহামাত্য সুনীধ এবং বর্ষকার বৃজিগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্তু যেন ব্রহ্মিংশ দেবগণের সহিত ময়ূনা কবিয়াই পাটলিগ্রামে দুর্গ প্রস্তুত করিতেছেন। আনন্দ! আমি রাত্রির প্রত্যুষ সময়ে শয্যা ত্যাগ কবিয়া লোকাভীত বিপুল দিব্যনেত্রে অনেক দেবতাকে পাটলিগ্রামে বাসস্থান গ্রহণ করিতে দেখিতে পাইলাম। যেই প্রদেশে মহাশক্তি সম্পন্ন দেবগণ বাসস্থান গ্রহণ করে তথায় মহাশক্তি সম্পন্ন রাজা এবং রাজ্যের অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্বাচন করিবার জন্তু আকৃষ্ট হয়। যেই প্রদেশে মধ্যমশ্রেণীর দেবগণ বাসস্থান নির্বাচন করে তথায় মধ্যমশ্রেণীর রাজা এবং রাজ্যের অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্বাচনের জন্তু আকৃষ্ট হয়। যেই প্রদেশে নিম্নশ্রেণীর দেবগণ বাসস্থান নির্বাচন করে তথায় নিম্নশ্রেণীর রাজা এবং রাজ্যের অমাত্যগণের চিত্ত বাসস্থান নির্বাচনেও জন্তু আকৃষ্ট হয়।

“আনন্দ! যেই পর্য্যন্ত আর্ধ্যদের বাসস্থান (আর্ধ্যাবর্ত) এবং বাণিজ্যকেন্দ্র আছে তন্মধ্যে এই পাটলিপুত্র সর্বপ্রধান রাজধানী হইবে। কিন্তু তাহার তিনটি প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে, জল, অগ্নি এবং অন্তর্কিবাদ।”

মগধের মহামাত্য সুনীধ এবং বর্ষকার ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানের সহিত ক্রীত্যালাপচলে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিলেন। কুশল প্রশ্ন এবং স্মরণীয় বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত কবিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন; একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া মগধের মহামাত্য সুনীধ এবং বর্ষকার ভগবানকে কবিলেন :—“মহাশ্রী

১. 'পাটলিপুত্র' শব্দের উল্লেখ থাকার এই অংশ প্রকৃত বোধ হইতেছে।

গৌতম ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ অষ্ট আমাদের অন্ন গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনভাবে সন্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার ভগবানের সন্মতি জানিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার উত্তম খাণ্ড ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন—“ভো গৌতম! ভোজনের সময় হইয়াছে, আহাৰ্য্য প্রস্তুত। ভগবান পূৰ্ব্বাহ্ন সময় বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্ৰচীবর লইয়া মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকারের শিবিরে উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ উপবেশন করিলেন। মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে উত্তম খাণ্ড ভোজ্য দানে সম্বৃত্ত করিলেন। তাঁহারা এত অধিক পরিমাণ দিতে লাগিলেন যে ভিক্ষুসঙ্ঘ আর না দিবার জন্ত বারণ করিলেন। ভগবান আহাৰের পর পাত্ৰ হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে তাঁহারা একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকারকে ভগবান এই গাথাযোগে অনুমোদন করিলেন—

যে প্রদেশে করে বাস পণ্ডিত সৃজন
সমাদরে শ্রদ্ধাভরে করান ভোজন
শীলবান স্বেচ্ছায় ব্রহ্মচারিগণ।
তথায় দেবতা যারা করে নিত্য বাস
তাদেবে প্রদানে পূজা বলি বারমাস।
পূজা লভি করে পূজা, মান পেয়ে মান,
অনুকম্পা করে নরে যিনি ভাগ্যবান,
যেমতি জননী করে পুত্রের কল্যাণ।
দেবতার অনুগ্রহ লভে যেই জন
সদা ভদ্র, সদা শুভ করেন দর্শন।

ভগবান মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকারকে এই গাথাযোগে অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই সময় মগধের মহামন্ত্রী সুনীধ এবং বর্ষকার অষ্ট প্রমণ গৌতম বেই দ্বারা দিয়া নিক্রমণ করিবেন তাহার নাম হইবে গৌতম দ্বার এবং বেই তীর্থ (ঘাট) দিয়া গঙ্গানদী পার হইবেন তাহার নাম হইবে গৌতম তীর্থ এইরূপ মনে করিয়া ভগবানের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ভগবান বেই দ্বার দিয়া নিক্রমণ করিলেন তাহার নাম হইল ‘গৌতম দ্বার।’ ভগবান গঙ্গানদীতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় গঙ্গানদী এমন ভাবে পূর্ণ ছিল যে তীরে বসিয়া কাকও জলপান করিতে সমর্থ হইত। বনুগণের মধ্যে পরপারে বাইবার জন্ত কেহ সৌকা কেহ

উদ্রুপ অধেষণ করিতেছিল এবং কেহ বা ভেলা^১ প্রস্তুত করিতেছিল। ভগবান দেখিতে পাইলেন : নদীর পরপারে ঘাইবার জন্য কেহ নৌকা, কেহ উদ্রুপ অধেষণ করিতেছে এবং কেহ বা ভেলা প্রস্তুত করিতেছে। তাহা দেখিয়া যেমন কোন বলবান পুরুষ সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে এবং প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে তেমনভাবে ভগবান ভিক্ষুসঙ্ঘসহ গঙ্গানদীর এই তীরে^২ অন্তর্হিত হইয়া অত্র তীরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান এই তথ্য বিদিত হইয়া সেই সময় এই উদানগাথা উচ্চারণ করিলেন :—

তরে যারা অনায়াসে সরিৎ সাগর
ধর্মেরে করিয়া সেতু, ছাড়িয়া 'পঞ্চল'^২,
যথার্থ উত্তীর্ণ তারা স্পথিকগণ,
ভেলাই বাধিতে ব্যস্ত মূর্খ জগজন।

[স্থান :—কোটিগ্রাম]

ভগবান কোটিগ্রামে উপস্থিত হইলেন। ভগবান কোটিগ্রামে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান সেই স্থানে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—“হে ভিক্ষুগণ ! চতুর্বিধ আর্ধ্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেদ না হওয়ায় (স্বল্পভাবে বুদ্ধিতে না পারায়) আমায় এবং তোমাদিগকে এই দীর্ঘপথ ধাবিত হইতে হইয়াছে (বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে), সংসরণ করিতে হইয়াছে। সেই চারি আর্ধ্যসত্য কি কি ?

হে ভিক্ষুগণ ! দুঃখ আর্ধ্যসত্যের অনুবোধ এবং প্রতিবেদ না হওয়ায় আমায় এবং তোমাদিগকে দীর্ঘপথ ধাবিত হইতে হইয়াছে, সংসরণ করিতে হইয়াছে। দুঃখ-সমুদয় আর্ধ্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্ধ্যসত্য এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ আর্ধ্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেদ না হওয়ায় আমায় এবং তোমাদিগকে বারবার ধাবিত হইতে হইয়াছে, সংসরণ করিতে হইয়াছে।

হে ভিক্ষুগণ ! এখন সেই দুঃখ আর্ধ্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেদ করিতে পারিয়াছি, দুঃখ-সমুদয় আর্ধ্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেদ করিতে পারিয়াছি, দুঃখ-নিরোধ আর্ধ্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেদ করিতে পারিয়াছি এবং দুঃখ-নিরোধগামী প্রতিপদ আর্ধ্যসত্য অনুবোধ এবং প্রতিবেদ করিতে পারিয়াছি। ভবতৃষ্ণা উচ্ছিন্ন হইয়াছে, ভব-নেত্রী ক্লীণ হইয়াছে এবং আর পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।

১. চট্টগ্রামের ভাষায় 'চাপি' বলে। ২. ডোবা, বিল।

না পেয়ে যথার্থ চারি সত্যের^১ দর্শন
 দীর্ঘকাল বহুবোনি করেছি ভ্রমণ।
 এবার পেয়েছি সেই সত্যের দর্শন,
 ভব-নেত্রী তৃষ্ণা এবে হয়েছে নিধন।
 উৎপাটিত হুঃখ-মূল, হুঃখের কারণ,
 পুনর্ভব, পুনর্জন্ম নাহিরে এখন।

গণিকা আত্মপালী গুনিতে পাইল : ভগবান নাকি কোটিগ্রামে^২ আসিয়াছেন।
 গণিকা আত্মপালী উৎকৃষ্ট যানসমূহ সজ্জিত করিয়া, উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ করিয়া, উৎকৃষ্ট
 যানে করিয়া ভগবানকে দর্শন করিবার জন্ত যাত্রা করিল। যতদূর যান যাইবার উপযুক্ত
 রাস্তা ততদূর যানে গমন করিয়া তৎপর যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই
 ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে
 উপবেশন করিল। একান্তে উপবিষ্ট গণিকা আত্মপালীকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ,
 সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রস্তু করিলেন। গণিকা আত্মপালী ভগবানের ধর্মকথায়
 প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রস্তু হইয়া ভগবানকে কহিল—“প্রভো! আগামী
 কল্য মমালয়ে অন্নগ্রহণের সম্মতি জ্ঞাপন করুন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন
 করিলেন। গণিকা আত্মপালী ভগবানের সম্মতি বিদিত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া,
 ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিল।

বৈশালীর লিচ্ছবিগণ গুনিতে পাইলেন : ভগবান নাকি কোটিগ্রামে আসিয়াছেন।
 অনন্তর বৈশালীর লিচ্ছবিগণ উৎকৃষ্ট যানসমূহ সজ্জিত করিয়া, উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ
 করিয়া, উৎকৃষ্ট যানে করিয়া বৈশালী হইতে ভগবানকে দেখিবার জন্ত যাত্রা করিলেন।
 তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন লিচ্ছবির দেহেরবর্ণ নীল ছিল এবং নীলবর্ণের বস্ত্র ও নীল-
 বর্ণের অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিলেন। কোন কোন লিচ্ছবির দেহের বর্ণ পীত ছিল
 এবং পীতবর্ণের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিলেন। কোন কোন লিচ্ছবির দেহের
 বর্ণ লোহিত ছিল এবং লোহিতবর্ণের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিলেন। কোন
 কোন লিচ্ছবির দেহের বর্ণ শ্বেত ছিল এবং শ্বেতবর্ণের বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান
 করিয়াছিলেন। গণিকা আত্মপালী তরুণ লিচ্ছবিগণের রথের ঈষের সঙ্গে ঈষ, যুগের সঙ্গে
 যুগ, চক্রের সঙ্গে চক্র, অক্ষের সঙ্গে অক্ষ সম্বন্ধন করিয়া রথ চালাইতে লাগিল। “তখন
 সেই লিচ্ছবিগণ গণিকা আত্মপালীকে কহিলেন—“রে আত্মপালি! কেন তুমি আমাদের
 অর্থাৎ এই তরুণ লিচ্ছবিগণের রথের ঈষের সঙ্গে ঈষ, যুগের সঙ্গে যুগ, চক্রের সঙ্গে চক্র

১. চতুরাণ্য সত্য।

২. দীঘ-নিকারে বৈশালীতে বুকের সম্বন্ধে আত্মপালীর সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে।

এবং অকের সঙ্গে অক সজ্বাটন করিয়া রথ চালনা করিতেছ ?” “আর্ধ্যপুত্রগণ ! আমি আগামী কল্যের জন্ত বুদ্ধপ্রবুধ ভিক্ষুসত্বকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।” “রে আত্মপালি ! তোমার লক্ষটাকা দিব, আমাদিগকে আগামী কল্য বুদ্ধকে ভোজন করাইবার অবসর প্রদান কর।” “আর্ধ্যপুত্রগণ ! যদি আপনারা আমাকে বৈশালী সহরও প্রদান করেন তথাপি আমি এই নিমন্ত্রণ আপনাদিগকে দিতে পারি না।”

সেই লিচ্ছবিগণ অঙ্গুলি ফোটন করিয়া কহিলেন—“অরে ! আমাদিগকে আত্মপালী পরাজয় করিল। আমাদিগকে আত্মপালী পরাজয় করিল !।” অনন্তর সেই লিচ্ছবিগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবান সেই লিচ্ছবিদিগকে দূর হইতেই আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! যেই ভিক্ষুগণ ত্রয়স্বিংশ দেবলোক দেখ নাই তাহারা এই লিচ্ছবি-পরিষদ দেখিতে পার, অবলোকন করিতে পার এবং এই লিচ্ছবি-পরিষদকে ত্রয়স্বিংশ-পরিষদ বলিয়া মনে করিতে পার।”

সেই লিচ্ছবিগণ যতদূর যানে যাওয়া সম্ভব ততদূর যানে যাইয়া তৎপর যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই লিচ্ছবিগণকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। সেই লিচ্ছবিগণ ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো ! ভগবান ভিক্ষুসত্বসহ আগামী কল্যের জন্ত আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করুন।” “লিচ্ছবিগণ ! আগামী কল্যের জন্ত আমি গণিকা আত্মপালীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি।” তখন সেই লিচ্ছবিগণ “অরে, আত্মকা (আত্মপালী) দ্বারা পরাজিত হইলাম ! অরে, আত্মকা দ্বারা পরাজিত হইলাম !” এই বলিয়া অঙ্গুলি ফোটন করিলেন। লিচ্ছবিগণ ভগবানের উপদেশ অভিনন্দন এবং অমুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

[স্থান :—নাদিকা]

ভগবান কোটিপ্রায়ে বধাকৃষ্টি অবস্থান করিয়া নাদিকার উপস্থিত হইলেন ; ভগবান নাদিকার অবস্থান করিতে লাগিলেন,—গিঞ্জক-আবাসথে (ইষ্টক প্রাসাদে)। গণিকা আত্মপালী সেই স্থানি অবস্থানে বীর আরামে (প্রমোদোদ্ভানে) উত্তম বাস্তবোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সমর ভোজন করাইলেন—“প্রভো ! ভোজনের সমর উপস্থিত, আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।” ভগবান পূর্বাঙ্কে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্ৰচীঘর

হইয়া, গণিকা আত্মপালীর শিবিরে (খাণ্ড পরিবেশন করিবার স্থানে) উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘসহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । গণিকা আত্মপালী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্বহস্তে উত্তম খাণ্ডভোজ্যদানে সমৃপ্ত করিল । ভিক্ষুসঙ্ঘ কর্তৃক আর না দিবার জন্ত সে নিবারিত হইল এবং ভগবান আহারের পর পাত্ৰ হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে একান্তে উপবেশন করিল । একান্তে উপবিষ্ট হইয়া গণিকা আত্মপালী ভগবানকে কহিল—“প্রভো ! আমার এই আয়োজন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিলাম ।” ভগবান আরাম (উদ্যানবাটিকা) গ্রহণ করিলেন । ভগবান গণিকা আত্মপালীকে ধর্মকথার প্রবন্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া মহাবনে উপস্থিত হইলেন । ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—মহাবনের কূটাগারশালায় ।

॥ লিচ্ছবি ভণিতা সমাপ্ত ॥

[স্থান :—বৈশালী]

(৮) সেনাপতি সিংহের ধর্মান্তর গ্রহণ

সেই সময়ে প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ মন্ত্রণাগারে উপবিষ্ট হইয়া, সমবেত হইয়া বিবিধ প্রকারে বুদ্ধের প্রশংসা কীর্তন করিতেছিলেন, তদুপদিষ্ট ধর্মের প্রশংসা কীর্তন করিতে ছিলেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রশংসা কীর্তন করিতেছিলেন । নিগ্রহঁষ্ঠ-প্রাবক (উপাসক) সিংহ সেনাপতি সেই পরিষদে উপবিষ্ট ছিলেন । তখন সিংহ সেনাপতির মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “এই প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ মন্ত্রণাগারে উপবিষ্ট হইয়া, সমবেত হইয়া যেই ভাবে বুদ্ধের, তদুপদিষ্ট ধর্মের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রশংসা কীর্তন করিতেছেন তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝা যাইতেছে তিনি ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ । আমি সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌ সম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্ত উপস্থিত হইব ।” এই ভাবিয়া সিংহ সেনাপতি নিগ্রহঁষ্ঠাতৃপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া নিগ্রহঁষ্ঠাতৃপুত্রকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন । একান্তে উপবেশন করিয়া সিংহ সেনাপতি নিগ্রহঁষ্ঠাতৃপুত্রকে কহিলেন—“প্রভো ! আমি শ্রমণ গৌতমকে দর্শন করিবার জন্ত যাইতে ইচ্ছা করি ।” “হে সিংহ ! আপনি স্বয়ং ক্রিয়াবাদী (কর্মবাদী) হইয়া কি অক্রিয়াবাদী (অকর্মবাদী) শ্রমণ গৌতমের দর্শনে যাইবেন ? সিংহ, শ্রমণ গৌতম যে অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার জন্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা প্রাবকগণকে বিনীত করিয়া থাকেন । সিংহ সেনাপতির ভগবানকে দর্শন করিবার যেই প্রবল ইচ্ছা ছিল তাহা উপস্থিত হইল । দ্বিতীয়বারও তাহার এইরূপে ইচ্ছার উৎপত্তি এবং উপশম হইল ।

তৃতীয়বারও প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ মন্ত্রগাগারে উপবিষ্ট হইয়া, সমবেত হইয়া বিবিধ প্রকারে বুদ্ধ, ধর্ম এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রশংসা কীর্তন করিতেছিলেন। তৃতীয়বারও সিংহ সেনাপতির মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “এই প্রসিদ্ধ লিচ্ছবিগণ মন্ত্রগাগারে উপবিষ্ট হইয়া এবং সমবেত হইয়া যেই ভাবে বুদ্ধ, ধর্ম এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রশংসা কীর্তন করিতেছেন তাহাতে নিঃসংশয়ে বুঝা যাইতেছে সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। জিজ্ঞাসা করিলে বা না করিলে এই নিগ্রহগণ আমায় কি করিতে পারেন ? অতএব আমি নিগ্রহদিগকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে দর্শন করিবার জন্ত যাইব।” এই ভাবিয়া সিংহ সেনাপতি ভগবানকে দর্শন করিবার জন্ত পঞ্চশত রথারোহণে মধ্যাহ্নে যাত্রা করিলেন। যতদূর যানগমনোপযোগী রাস্তা ততদূর যানে যাইয়া তৎপর যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজেই ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সিংহ সেনাপতি ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো ! আমি শুনিয়াছি : শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার জন্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন। প্রভো ! যাহারা বলিতেছে ‘শ্রামণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার জন্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’ তাহারা ভগবানের উপর মিথ্যা দোষারোপ করিতেছে না ত ? ঐথার্থভাবে ধর্মের খুঁটিনাটি ব্যক্ত করিতেছে ত ? কোন সম্বন্ধী বাদান্ত্বাদে নিন্দিত হয় না ত ? প্রভো ! আমরা কিন্তু ভগবানের নিন্দা করিতে চাই না।”

সিংহ ! এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যাহাতে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার জন্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ ! এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদী, ক্রিয়ার জন্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন !’

সিংহ ! এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী, উচ্ছেদের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ ! এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম জুগুপ্স, জুগুপ্সতার জন্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ ! এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে

বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক (বিনাশবাদী), বিনয়নের জন্তু ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ ! এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম তপস্বী, তপস্বিতার জন্তু ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ ! এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম অপগর্ভ, অপগর্ভতার জন্তু ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ ! এরূপ কারণ-পর্যায় আছে যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম আশ্বস্ত, আশ্বাসের জন্তু ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ ! কি কারণ-পর্যায় সত্যবাদী আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী অক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকদিগকে বিনীত করেন’ একথা বলিতে পারে ? সিংহ ! আমি কাযিক, বাচনিক, মানসিক ছক্রিয়াকে এবং নানাবিধ পাপ অকুশল ধর্মকে অক্রিয়া (অকরণীয়) বলিয়া থাকি। সিংহ ! এই কারণ-পর্যায়েরই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ ! কি কারণ-পর্যায়েরই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদী, ক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন’ এই কথা বলিতে পারে ? সিংহ ! আমি কাযিক, বাচনিক, মানসিক সদাচার এবং নানাবিধ কুশল ধর্মকে ক্রিয়া (করণীয়) বলিয়া থাকি। সিংহ ! এই কারণ-পর্যায়েরই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম ক্রিয়াবাদী, ক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ ! কি কারণ-পর্যায়েরই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী, উচ্ছেদের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন’ এই কথা বলিতে পারে ? সিংহ ! আমি রাগ, ঘেব, মোহ এবং বিবিধ পাপ অকুশল ধর্মের উচ্ছেদ (বিনাশ) সাধন করিবার জন্তু বলিয়া থাকি। সিংহ ! এই কারণ-পর্যায়েরই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম উচ্ছেদবাদী, উচ্ছেদের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ ! কি কারণ-পর্যায়েরই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম

জুগুপ্স, জুগুপ্সতার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন' এই কথা বলিতে পারে? সিংহ! আমি কায়িক, বাচনিক, মানসিক এবং বিবিধ পাপ অকুশল ধর্ম সম্প্রাপ্তিকে জুগুপ্সা (ঘৃণা) করিয়া থাকি। সিংহ! এই কারণ-পর্যায়ের যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে: 'শ্রমণ গৌতম জুগুপ্স, জুগুপ্সতার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! কি কারণ-পর্যায়ের যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে 'শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক, বিনয়নের জন্তু ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন' এই কথা বলিতে পারে? সিংহ! আমি রাগ, ঘেব মোহ এবং বিবিধ পাপ অকুশল ধর্ম বিনয়নের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করিয়া থাকি। সিংহ! এই কারণ-পর্যায়ের যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে: 'শ্রমণ গৌতম বৈনয়িক, বিনয়নের জন্তু ধর্ম দেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! কি কারণ-পর্যায়ের যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে 'শ্রমণ গৌতম তপস্বী, তপস্বিতার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন' এই কথা বলিতে পারে? সিংহ! আমি কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক পাপ অকুশল ধর্ম তাপনীর বলিয়া থাকি। সিংহ! বাহার তাপনীর (সন্তাপদায়ক) পাপ অকুশল ধর্মের মূল উচ্ছিন্ন হইয়াছে, তালবৃক্ষের শ্রায় উৎপাটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং উৎপাদিকা শক্তি রহিত করা হইয়াছে আমি তাঁহাকেই তপস্বী বলিয়া থাকি। সিংহ! তথাগতের যে তাপনীর পাপ অকুশল ধর্ম প্রহীন হইয়াছে, উচ্ছিন্নমূল হইয়াছে, তালবৃক্ষবৎ উৎপাটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত করা হইয়াছে, ভাবী উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। সিংহ! এই কারণ-পর্যায়েরই যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে: 'শ্রমণ গৌতম তপস্বী, তপস্বিতার জন্তু ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।'

সিংহ! কি কারণ-পর্যায়ের যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে 'শ্রমণ গৌতম অপগর্ভ, অপগর্ভতার জন্তু ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন' এই কথা বলিতে পারে? সিংহ! বাহার ভাবী গর্ভবাস, পুনর্ভাবে উৎপত্তি প্রহীন হইয়াছে, উচ্ছিন্নমূল হইয়াছে, তালবৃক্ষবৎ মূলোৎপাটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং ভাবী উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়াছে আমি তাঁহাকেই অপগর্ভ বলিয়া থাকি। সিংহ! তথাগতের যে ভাবী গর্ভবাস, পুনর্ভাবে উৎপত্তি প্রহীন হইয়াছে, মূলোচ্ছিন্ন হইয়াছে, তালবৃক্ষবৎ মূলোৎপাটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত করা হইয়াছে এবং ভাবী উৎপাদিকা শক্তি রহিত হইয়াছে। সিংহ! এই কারণ-পর্যায়ের যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে

বলিতে পারে : ‘শ্রমণ গৌতম অপগর্ভ, অপগর্ভতার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

সিংহ ! কি কারণ-পর্যায়ের যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে ‘শ্রমণ গৌতম আখন্ত, আখাসের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে শাসন করেন’ এই কথা বলিতে পারে ? সিংহ ! আমি যে পরম আখাসে আখন্ত, আখাসের নিমিত্ত ধর্মদেশনা করিয়া থাকি এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করিয়া থাকি। সিংহ ! এই কারণ-পর্যায়ের যে সত্যকথা বলিতে চায় সে আমার সম্বন্ধে বলিতে পারে ‘শ্রমণ গৌতম আখন্ত, আখাসের নিমিত্ত ধর্মোপদেশ করেন এবং তদ্বারা শ্রাবকগণকে বিনীত করেন।’

ভগবান এইরূপ বলিলে সিংহ সেনাপতি ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো, সুন্দর ! অতি সুন্দর ! প্রভো ! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুস্থানব্যক্তি রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায় সেইরূপ ভগবান বিবিধপ্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো ! আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, তদুপদিষ্ট ধর্মের এবং ভিক্ষুসভ্যের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান অণু হইতে আমরণ আমাকে উপাসকরূপে অবধারণ করুন।”

“সিংহ ! বিবেচনা করিয়া কাজ করুন। আপনার স্থায় জ্ঞানীর বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত।” “প্রভো ! ভগবান যে বলিলেন, ‘সিংহ ! বিবেচনা করিয়া কাজ করুন। আপনার স্থায় জ্ঞানীর বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত’ আমি ভগবানের এই বাক্যে অধিকতর প্রসন্ন হইলাম। প্রভো ! যদি আমাকে অল্পতীর্থিকগণ তাঁহাদের শ্রাবকরূপে পাইতেন তাহা হইলে তাঁহারা সমস্ত বৈশালীতে পতাকাহস্তে বিচরণ করিয়া বলিতেন : ‘সিংহ সেনাপতি আমাদের শ্রাবকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন’, অথচ ভগবান আমাকে বলিতেছেন—‘সিংহ ! বিবেচনা করিয়া কাজ করুন ; আপনার স্থায় জ্ঞানীর বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত।’ এখন আমি দ্বিতীয়বার ভগবান, তদুপদিষ্ট ধর্ম এবং ভিক্ষুসভ্যের শরণ গ্রহণ করিতেছি, ভগবান আমাকে অণু হইতে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।”

“সিংহ ! আপনার গৃহ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিগ্রহগণের আশ্রয়স্থল, অতএব তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ভিক্ষায় দান করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন।”

“প্রভো ! ভগবান যে কহিলেন ‘সিংহ ! আপনার গৃহ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিগ্রহগণের আশ্রয়স্থল, অতএব তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে ভিক্ষায় দান করা কর্তব্য বলিয়া মনে করিবেন।’ আমি ভগবানের এই বাক্যে আরও অধিক প্রসন্ন হইলাম। প্রভো ! আমি পূর্বে শুনিয়াছি : ‘শ্রমণ গৌতম বলিয়া থাকেন : ‘আমাকেই দান দিবে, অল্পকে দান দিবে না ; আমার শ্রাবকগণকেই দান দিবে,

অন্তের শ্রাবকগণকে দান করিবে না ; আমাকে করিলেই মহাফল হয়, অন্তকে করিলে মহাফল হয় না' অথচ আমি এখন দেখিতেছি ভগবান নিগ্রহগণকেও দান করিবার জন্ত আমাকে নির্দেশ দান করিতেছেন। প্রভো ! সেই সম্বন্ধে আমাদের যাহা উচিত বোধ হইবে তাহাই করিব। এখন আমি তৃতীয়বার ভগবান, উত্পাদিষ্ট ধর্ম এবং ভিক্ষুসম্বন্ধের শরণ গ্রহণ করিতেছি ; ভগবান আমাকে আজ হইতে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।”

ভগবান সিংহ সেনাপতিকে আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলিতে লাগিলেন। যথা— দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব (উপদ্রব), অবকার (জ্ঞান) সংক্লেষ (মালিষ্ঠ) এবং নৈজম্যের আশংসা প্রকাশিত করিলেন। যখন ভগবান জানিতে পারিলেন : সিংহ সেনাপতির চিত্ত সুস্থ, মৃদু, কলা, নীচরণমুক্ত, প্রকুল এবং প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন,—দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র উত্তমরূপে রঞ্জু প্রতিগ্রহণ করে সেইরূপ সেই আসনেই সিংহ সেনাপতির বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল,—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’ সিংহ সেনাপতি ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বাদবিবাদরহিত হইয়া, ধর্মে বৈশারত্ত্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্তার শাসনে আনুপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো ! ভিক্ষুসম্ব সহ আগামী কল্য আগার অন্ন গ্রহণ করুন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সিংহ সেনাপতি ভগবানের সম্মতি জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাচন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। সিংহ সেনাপতি জনৈক কর্মচারীকে আদেশ করিলেন—“ওহে, নিহত পশুর মাংস পাওয়া যায় কি-না দেখিয়া আইস।” সিংহ সেনাপতি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাণ্ডভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন—“প্রভো ! ভোজনের সময় উপস্থিত, আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।” ভগবান পূর্বাঙ্কে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্ৰটীবর লইয়া সিংহ সেনাপতির আলয়ে উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসম্ব সহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। সেই সময় অনেক নিগ্রহ বৈশালীতে ‘অন্ত সিংহ সেনাপতি স্থলপশু বধ করিয়া শ্রমণ গৌতমের জন্ত আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন, শ্রমণ গৌতম স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত হইয়াছে জানিয়াও সেই পশুর মাংস ভোজন করিতেছেন’ এই বলিয়া এক রাস্তা হইতে অন্ত রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্ত চৌরাস্তায় বাহ প্রসারিত করিয়া চীৎকার করিতেছিল। জনৈক লোক সিংহ সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইল ; উপস্থিত হইয়া সিংহ সেনাপতির কাণে মুখ রাখিয়া চুপে চুপে কহিল, “প্রভো ! এই যে

অনেক নিগ্রহ বৈশালীর এক রাত্তা হইতে অল্প রাত্তায়, এক চৌরাত্তা হইতে অল্প চৌরাত্তায় বাহু প্রসারিত করিয়া, চীৎকার করিয়া বলিতেছে : ‘অল্প সিংহ সেনাপতি স্থূলপশু বধ করিয়া শ্রমণ গৌতমের জন্ম আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিয়াছেন ; শ্রমণ গৌতম স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত হইয়াছে জানিয়াও সেই পশুর মাংস ভক্ষণ করিতেছেন !’ এই সংবাদ কি আপনি পাইয়াছেন ?” “আৰ্য্য ! তাঁহাদের কথায় কৰ্ণপাত করা নিশ্চয়োজন, কেননা সেই আয়ুজ্ঞানগণ চিরকালই বুদ্ধের, তদুপদিষ্ট ধর্মের এবং ভিক্ষুসভ্যের মিন্দা করিয়া আসিতেছেন। সেই আয়ুজ্ঞানগণ অসৎ, তুচ্ছ, মিথ্যা এবং অসত্যবাক্য প্রয়োগে ভগবানের হর্নাম প্রচার করিতে লজ্জামুভব করেন না। আমরা ত স্বীয় প্রাণরক্ষার নিমিত্তও সজ্ঞানে প্রাণিহত্যা করি না।”

সিংহ সেনাপতি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসভ্যকে স্বহস্তে উত্তম খাণ্ডভোজ্য দানে সন্তুষ্ট করিলেন। তিনি ভিক্ষুসভ্য কর্তৃক আর না দিবার জন্ম নিবারিত হইলেন। ভগবান আহাৰ সমাপ্ত করিয়া পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে তিনি একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট সিংহ সেনাপতিকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

(৯) স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত জীবের মাংস জ্ঞাতসারে ভক্ষণ নিষিদ্ধ

ভগবান এই নিদানে এবং এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! জ্ঞাতসারে স্বীয় উদ্দেশ্যে নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না, যে ভক্ষণ করিবে তাহার ‘হুকট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ত্রিকোটি-পরিপুঙ্ক, অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ এবং অনুমান মুক্ত মৎস্যমাংস ভক্ষণ করিবে।”

সঞ্জ্ঞারামে দ্রব্য রাখিবার স্থান

(১) ছুভিক্ষ সময়ের বিধান সুভিক্ষে নিষিদ্ধ

সেই সময়ে বৈশালী সুভিক্ষ এবং পশুশালী ছিল, অনায়াসে ভিক্ষার লাভ হইত এবং অল্পত উৎকৃষ্টি দ্বারা জীবন যাপন করিতে পারা যাইত। ভগবান নিতৃত্তে ধ্যানাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহারা মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “আমি সুভিক্ষ, দুঃশস্ত এবং দুর্গত ভিক্ষার সময় ভিক্ষুদিগকে বিহারের ভিতরে রাখা, ভিতরে পাক করা,

স্বহস্তে পাক করা, গৃহীত প্রতিগ্রহণ করা, সেই স্থান হইতে গৃহীত, পূর্বাঙ্কে প্রতিগৃহীত, বনজ এবং পুষ্করিণীজ দ্রব্য সম্বন্ধে যেই সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছিলাম অত্ৰাপি ভিক্ষুগণ সেই সমস্ত পরিভোগ করিতেছে কি ?” ভগবান সারাঙ্কে ধ্যান হইতে উঠিয়া আয়ুমান-আনন্দকে আহ্বান করিলেন :—“আনন্দ ! আমি ছুর্ভিক্ষ, দুঃশস্ত্র এবং দুর্লভ ভিক্ষানের সময় ভিক্ষুদিগকে বিহারের ভিতরে রাখা, ভিতরে পাক করা, স্বহস্তে পাক করা, গৃহীত প্রতিগ্রহণ করা, সেই স্থান হইতে গৃহীত, পূর্বাঙ্কে গৃহীত, বনজ এবং পুষ্করিণীজ দ্রব্য সম্বন্ধে যেই সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছিলাম ভিক্ষুগণ অত্ৰাপি সেই সমস্ত আহার করিতেছে কি ?” “হাঁ, ভগবন ! আহার করিতেছেন।”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! আমি ছুর্ভিক্ষ, দুঃশস্ত্র এবং দুর্লভ ভিক্ষানের সময় ভিক্ষুদিগকে বিহারের ভিতরে রাখা, ভিতরে পাক করা, স্বহস্তে পাক করা, গৃহীত প্রতিগ্রহণ করা, সেই স্থান হইতে গৃহীত, পূর্বাঙ্কে গৃহীত, বনজ এবং পুষ্করিণীজ দ্রব্য সম্বন্ধে যেই সমস্ত ব্যবস্থা দিয়াছিলাম সেই সমস্তের ব্যবস্থা অত্ৰ হইতে প্রত্যাহার করিলাম।

“হে ভিক্ষুগণ ! বিহারের অভ্যন্তরে রক্ষিত, অভ্যন্তরে পক, স্বহস্তে পক, গৃহীত-প্রতিগৃহীত কোন দ্রব্য আহার করিতে পারিবে না, যে আহার করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! সেই স্থান হইতে গৃহীত, পূর্বাঙ্কে প্রতিগৃহীত, বনজ এবং পুষ্করিণীজ কোন দ্রব্য ভোজনের সময় নিবারণকারী’ ভিক্ষু অতিরিক্ত আহার করিতে পারিবে না ; যে আহার করিবে তাহার ধর্মাত্মসারে প্রতিকার করিতে হইবে।”

(২) বিহিত স্থান (কপ্পিয় ভূমি)

সেই সময়ে জনপদবাসী জনসাধারণ বহু লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাঙ্ক শকটে করিয়া আনিয়া আরামের বাহিরে শকট উন্টাইয়া তাহার নীচে ‘যখন পর্য্যায় (বার, পালা) লাভ করিব তখন আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিব’ এই ভাবিয়া রাখিয়া দিত। অকস্মাৎ মহামেঘ উৎপিত হইল। অনন্তর সেই ব্যক্তিগণ আয়ুমান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইল ; উপস্থিত হইয়া আয়ুমান আনন্দকে কহিল—“মহাত্মভব আনন্দ ! বহু লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাঙ্ক শকটে আয়োজিত আছে, মহামেঘও উৎপিত হইয়াছে ; এখন আমরা কি

১. আহারের সময় আহাৰ্য্য পরিবেশনকারীকে কোন দ্রব্য দিবার স্ত্র নিষেধ করিয়া পুনরায় সেই দ্রব্য বাঞ্ছা করিয়া আহার করিলে ‘পাটিভির’ অপরাধ হয়।—হুত-বিত।

করিব ?” আয়ুত্মান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে আনন্দ ! তাহা হইলে সজ্ব সর্ক পশ্চাতে অবস্থিত বিহার অথবা সজ্ব যেই বিহার, আঢ্যযোগ, প্রাসাদ, হর্ম্য কিংবা গুহা ইচ্ছা করে তাহাই বিধিসম্মত ভূমি (কপ্লিয় ভূমি)^১ রূপে নির্ণয় করিয়া তথায় (দ্রব্যাদি) রাখুক ৷”

হে ভিক্ষুগণ ! এই ভাবে নির্ণয় করিবে : দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সজ্ব উচিৎ মনে করেন তাহা হইলে সজ্ব অমুক বিহার ‘কপ্লিয়ভূমি’ রূপে নির্ণয় করিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্ব অমুক বিহার ‘কপ্লিয়ভূমি’ রূপে নির্ণয় করিতেছেন। যেই আয়ুত্মান অমুক বিহার ‘কপ্লিয়ভূমি’ রূপে নির্ণয় করা উচিৎ মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবে।

ধারণা—সজ্ব অমুক বিহার ‘কপ্লিয়ভূমি’ রূপে নির্ণয় করিলেন। সজ্ব এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৩) বিধিসম্মত ভূমিতে খাদ্য পাক করা নিষিদ্ধ

সেই সময়ে জনসাধারণ সেই নির্ণীত ‘কপ্লিয়ভূমি’তে যবাগু পাক করিতেছিল, ভাত রান্না করিতেছিল, মাংস কুটিতেছিল, জালানী কাঠ চিড়িতেছিল এবং উচ্চশব্দ মহাশব্দ করিতেছিল। ভগবান রাত্রি শেষে, প্রত্যবে উঠিয়া উচ্চশব্দ মহাশব্দ এবং কাকের রব শুনিতে পাইলেন। শ্রবণ করিয়া আয়ুত্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন—“আনন্দ ! উচ্চশব্দ মহাশব্দ এবং কাকের রব শোনা যাইতেছে কেন ?” “প্রভো ! এখন জনসাধারণ সেই নির্ণীত ‘কপ্লিয়ভূমি’তে যবাগু পাক করিতেছে, ভাত রান্না করিতেছে, সূপ প্রস্তুত করিতেছে, মাংস কুটিতেছে এবং কাঠ চিড়িতেছে। এই জন্তই উচ্চশব্দ মহাশব্দ এবং কাকের রব শোনা যাইতেছে।”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! নির্ণীত ‘কপ্পিয়ভূমি’ ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার ‘ভুক্ত’ অপরাধ হইবে।”

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: ত্রিবিধ ‘কপ্পিয়ভূমি’,—‘উস্মাবনস্তিক’, ‘গোণিসাদিক’ এবং ‘গৃহপতিক’ ব্যবহার করিবে।”

(৪) চতুর্বিধ ‘কপ্পিয়’ভূমি

সেই সময়ে আয়ুহ্মান যসোজ পীড়িত ছিলেন। তাঁহার জন্ম ভৈষজ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, ভিক্ষুগণ তাহা বাহিরে রাখিয়া দিলেন। সেখানে ইন্দুরে খাইতে লাগিল, চোরে হরণ করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: নির্ণীত ‘কপ্পিয়ভূমি’ ব্যবহার করিবে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি: চতুর্বিধ ‘কপ্পিয়ভূমি’,—‘উস্মাবনস্তিক’, ‘গোণিসাদিক’^১, ‘গৃহপতিক’^২ এবং ‘সম্মুতিক’^৩ ব্যবহার করিবে।”

॥ সিংহ ভণিতা সমাপ্ত ॥

গোরস এবং ফসলসের বিধান

(১) মেণ্ডক শ্রেষ্ঠী এবং তাঁহার পরিজনবর্গের দিব্য বিভূতি

১—সেই সময়ে ভদ্রিকা^৪ নগরে মেণ্ডক নামক গৃহপতি বাস করিতেন। তাঁহার এইরূপ দিব্য বিভূতি ছিল: তিনি মস্তক ধৌত করিয়া, ধাতাগার সম্মার্জন করাইয়া যখন বহির্দ্বারে উপবিষ্ট হইতেন তখন অস্তরীক হইতে ধাতুধারা পতিত হইয়া ধাতাগার পরিপূর্ণ হইয়া বাইত। তাঁহার ভাৰ্য্যার এইরূপ দিব্য বিভূতি ছিল: তিনি মাত্র এক

১. যেই গৃহ গৃহের উপর বা ভিত্তিমূল খনন করিয়া প্রস্তুত হয়, তাহার ভিত্তি স্থাপন করিবার সময় বহুসংখ্যক ভিক্ষু ষড়ম্বার ‘কপ্পিয়কুটি (বিহিত কুটি) প্রস্তুত করিতেছি, কপ্পিয়কুটি প্রস্তুত করিতেছি’ এই বাক্য বলিয়া ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। ২. গোণিসাদিক দ্বিবিধ: আরাম গোণিসাদিক ও বিহার গোণিসাদিক। যেখানে আরাম কিংবা শয়নাসন ঘেরা না থাকে তাহা আরাম গোণিসাদিক। যেখানে সমস্ত শয়নাসন কিংবা কোন কোন শয়নাসন ঘেরা থাকে অথচ আরাম ঘেরা না থাকে তাহা বিহার গোণিসাদিক। ৩. ‘গৃহপতি, কপ্পিয় কুটির প্রয়োজন’ এই কথা কোন গৃহস্থকে বলিলে সেই গৃহস্থ আবাস প্রস্তুত করিয়া ‘কপ্পিয়কুটি দিতেছি, ব্যবহার করুন’ বলিয়া প্রদত্ত বিহার। ৪. কর্ণবাক্য পাঠ করিয়া সম্বের সম্মতিতে নির্দিষ্ট বিহার।—সম-পাসা।

৫. আধুনিক মুম্বের জেলা (?)

আড়ক^১ অন্নপূর্ণ খালা এবং এক বাটি মাত্র সূপ লইয়া বসিয়া দাস দাসী ও কর্মচারীবর্গকে অন্ন পরিবেশন করিতেন ; যাবৎ তিনি আসন হইতে না উঠিতেন তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইত না। তাঁহার পুত্রের এইরূপ দিব্য বিভূতি ছিল : তিনি এক সহস্র মুদ্রাপূর্ণ খলিয়া লইয়া দাস দাসী ও কর্মচারীবর্গকে ছয় মাসের বেতন প্রদান করিতেন ; যাবৎ খলিয়া তাঁহার হস্তে থাকিত তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইত না। তাঁহার স্ন্যার (পুত্র-বধূর) এইরূপ দিব্য বিভূতি ছিল : তিনি চারি দ্রোণ শস্তপূর্ণ একটি পেটরা হস্তে বসিয়া দাস দাসী ও কর্মচারীবর্গের ছয় মাসের রসদ প্রদান করিতে পারিতেন ; যাবৎ তিনি আসন হইতে না উঠিতেন তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইত না। তাঁহার দাসের এইরূপ দিব্য বিভূতি ছিল : সে একটি মাত্র হল দ্বারা কর্ষণ করিবার সময় সাতটি হলরেখা (সীতা) উৎপন্ন হইত।

(২) মগধরাজ বিম্বিসার কর্তৃক পরীক্ষা

মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার শুনিতেন পাইলেন : আমার রাজ্যাধীন ভদ্রিকা নগরে মেণ্ডক নামে গৃহপতি বাস করেন। তাঁহার এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে : তিনি মস্তক ধৌত করিয়া, ধাত্মাগার সন্মার্জন করাইয়া যখন বহির্দ্বারে উপবেশন করেন তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধাত্মধারা পতিত হইয়া ধাত্মাগার পরিপূর্ণ করে। তাঁহার ভাৰ্য্যার এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে : তিনি এক আড়ক মাত্র অন্নপূর্ণ খালা এবং এক বাটি মাত্র সূপ লইয়া বসিয়া দাস দাসী ও কর্মচারীবর্গকে অন্ন পরিবেশন করিয়া থাকেন ; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হয় না যাবৎ তিনি আসন ত্যাগ না করেন। তাঁহার পুত্রের এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে : তিনি এক সহস্র মুদ্রাপূর্ণ খলিয়া লইয়া দাস দাসী ও কর্মচারীবর্গকে ছয় মাসের বেতন প্রদান করেন ; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হয় না যাবৎ খলিয়া তাঁহার হস্তে থাকে। তাঁহার স্ন্যার এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে : তিনি চারি দ্রোণ শস্তপূর্ণ একটি পেটরা হস্তে বসিয়া দাস দাসী ও কর্মচারীবর্গকে ছয়মাসের রসদ প্রদান করেন ; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হয় না যাবৎ তিনি আসন ত্যাগ না করেন। তাঁহার দাসের এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে : সে একটিমাত্র হলদ্বারা কর্ষণ করিবার সময় সাতটি সীতা উৎপন্ন হয়। মগধরাজ শ্রেণিক বিম্বিসার অন্ততম সর্বার্থক মহামাত্যকে আহ্বান করিলেন :—“ভণে ! আমাদের রাজ্যান্তর্গত ভদ্রিকা নগরে নাকি মেণ্ডক নামে গৃহপতি বাস করেন। তাঁহার এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে : তিনি মস্তক ধৌত করিয়া ধাত্মাগার সন্মার্জন করিয়া যখন বহির্দ্বারে উপবেশন করেন তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধাত্মধারা পতিত হইয়া ধাত্মাগার পরিপূর্ণ হইয়া যায়।.....সাতটি হলরেখা উৎপন্ন হয়।

১. ৪ কড়বে এক প্রহ, ৪ প্রহে ১ আড়ক, ৪ আড়কে ১ দ্রোণ, ৪ দ্রোণে ১ মানি, ৪ মানিতে ১ ধারি।—অভিধান পদীপিকা।

আপনি যাইয়া অবগত হউন ঘটনাটি সত্য কি-না। আপনি দেখিলেই আমার দেখা হইবে।

“তাহাই হউক, দেব !” এই বলিয়া সেই মহামাত্য যগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া চতুরঙ্গিনী সৈন্তসহ ভদ্রিকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া ভদ্রিকা নগরে মেণ্ডক গৃহপতির নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া মেণ্ডক গৃহপতিকে কহিলেন :—“গৃহপতি ! আমি রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছি : ‘আমাদের রাজ্যান্তর্গত ভদ্রিকা নগরে নাকি মেণ্ডক নামে গৃহপতি বাস করেন। তাঁহার এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে : তিনি মস্তক ধৌত করিয়া, ধাত্মাগার সম্মার্জন করাইয়া বহির্দ্বারে উপবেশন করেন তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধাত্মধারা পতিত হইয়া ধাত্মাগার পরিপূর্ণ করে।…….তাঁহার দাসের এইরূপ দিব্য বিভূতি আছে : সে একটিমাত্র হল দ্বারা কর্ষণ করিবার সময় সাতটি হলরেখা উৎপন্ন হয়। আপনি যাইয়া অবগত হউন ঘটনাটি সত্য কি-না। আপনি দেখিলেই আমার দেখা হইবে।’ অতএব গৃহপতি ! আমি আপনার দিব্য বিভূতি দেখিতে চাই।”

মেণ্ডক গৃহপতি মস্তক ধৌত করিয়া এবং ধাত্মাগার সম্মার্জন করাইয়া বহির্দ্বারে উপবেশন করিলেন। তখন অন্তরীক্ষ হইতে ধাত্মধারা পতিত হইয়া ধাত্মাগার পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। (মহামাত্য কহিলেন :—) “গৃহপতি ! আপনার দিব্য বিভূতি দেখিলাম, এখন আপনার ভার্ঘ্যার দিব্য বিভূতি দেখিতে চাই।” মেণ্ডক গৃহপতি তাঁহার ভার্ঘ্যাকে আদেশ করিলেন—“তুমি চতুরঙ্গিনী সৈন্তকে অন্ন পরিবেশন কর।” মেণ্ডক গৃহপতির ভার্ঘ্যা এক আড়ক মাত্র অন্নের খালা এবং এক বাটি মাত্র সূপ দ্বারা চতুরঙ্গিনী সৈন্তকে অন্ন পরিবেশন করিলেন। তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইল না বাবৎ তিনি আসন ত্যাগ না করিলেন। (মহামাত্য কহিলেন :—) “গৃহপতি ! আপনার ভার্ঘ্যারও দিব্য বিভূতি দেখিলাম, এখন আপনার পুত্রের দিব্য বিভূতি দেখিতে চাই।” মেণ্ডক গৃহপতি পুত্রকে আদেশ করিলেন—“তুমি চতুরঙ্গিনী সৈন্তকে ছয় মাসের বেতন প্রদান কর।” মেণ্ডক গৃহপতির পুত্র সহস্র মুদ্রাপূর্ণ একটি মাত্র থলিয়া লইয়া চতুরঙ্গিনী সৈন্তকে ছয় মাসের বেতন প্রদান করিলেন ; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইল না বাবৎ থলিয়া তাঁহার হস্তে রহিল। (মহামাত্য কহিলেন :—) “গৃহপতি ! আপনার পুত্রেরও দিব্য বিভূতি দেখিলাম, এখন আপনার স্নুবার দিব্য বিভূতি দেখিতে চাই।” মেণ্ডক গৃহপতি স্নুবারকে আদেশ করিলেন—“তুমি চতুরঙ্গিনী সৈন্তকে ছয় মাসের আহাৰ্য্য প্রদান কর।” তখন মেণ্ডক গৃহপতির স্নুবা চারি স্রোণ পরিমাপের একটি মাত্র পেটরা লইয়া বসিয়া চতুরঙ্গিনী সৈন্তকে ছয় মাসের আহাৰ্য্য প্রদান করিলেন ; কিন্তু তাবৎ তাহা নিঃশেষ হইল না বাবৎ তিনি আসন ত্যাগ না করিলেন। (মহামাত্য

কহিলেন :—) “গৃহপতি ! আপনার স্নুবারও দিব্য বিভূতি দেখিলাম, এখন আপনার দাসের দিব্য বিভূতি দেখিতে চাই।” “প্রভো ! আমার দাসের দিব্য বিভূতি কৃষিক্ষেত্রে যাইয়া দেখিতে হইবে।” “গৃহপতি ! বাক, আপনার দাসেরও দিব্য বিভূতি দেখিলাম।” এই বলিয়া সেই মহামাত্য চতুরঙ্গিনী সৈন্যসহ রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে এই বিষয় জানাইলেন।

[স্থান :—ভদ্রিকা]

(৩) পঞ্চবিধ গোরস-বিধান

ভগবান বৈশালীতে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া সার্ব্বদ্বাদশশত মহাভিক্কুসত্ত্ব সহ ভদ্রিকা অভিমুখে পর্যটনে প্রস্থান করিলেন। ভগবান ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে ভদ্রিকায় গমন করিলেন। ভগবান ভদ্রিকায় জাতীয়বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি শুনিতে পাইলেন : “শাক্যকুল হইতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম ভদ্রিকায় আসিয়াছেন এবং অবস্থান করিতেছেন,—ভদ্রিকার জাতীয় বনে। সেই ভগবান গৌতমের এইরূপ কল্যাণজনক কীর্তিরব অভ্যুত্থিত হইয়াছে : ‘সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অমুক্তর, দম্য-পুরুষ সারথি, দেবমমুচ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।’ তিনি দেব, মার, ব্রহ্মা সহ এই জগৎ এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেবমমুচ্য সহ এই প্রজালোক স্বয়ং অবগত হইয়া এবং প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞাপন করেন। তিনি ধর্মদেশনা করেন বাহার আদিত্তে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ ; তিনি অর্থযুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত, একান্তপরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করেন। এহেন অর্হতের দর্শন মঙ্গলকর।”

মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানকে দেখিবার জন্ত অত্যন্তম যানসমূহ সজ্জিত করাইয়া, অত্যন্তম যানে আরোহণ করিয়া, অত্যন্তম যানে ভদ্রিকা হইতে যাত্রা করিলেন। বহু তীর্থিক দূর হইতেই মেণ্ডক গৃহপতিকে আসিতে দেখিতে পাইলেন ; দেখিয়া মেণ্ডক গৃহপতিকে কহিলেন—“গৃহপতি ! আপনি কোথায় যাইতেছেন ?” “প্রভো ! আমি শ্রমণ গৌতমের দর্শনে যাইতেছি।” “গৃহপতি ! আপনি স্বয়ং ক্রিয়াবাদী হইয়া কি অক্রিয়াবাদী শ্রমণ গৌতমের দর্শনে উপস্থিত হইতেছেন ? গৃহপতি ! শ্রমণ গৌতম যে অক্রিয়াবাদী, অক্রিয়ার নিমিত্ত ধর্মদেশনা করেন এবং তদ্বারা শ্রাবককে বিনীত করেন।”

মেণ্ডক গৃহপতির মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “এই তীর্থিকগণ যেই ভাবে অহুয়া করিতেছেন তাহাতে বুঝা যাইতেছে নিশ্চয় সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইবেন।” তিনি যতদূর যানে গমন করা সম্ভব ততদূর যানে যাইয়া, তৎপর যান হইতে অবতরণ করিয়া,

পদব্রজেই গমন করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মেণ্ডকগৃহপতিকে ভগবান আত্মপূর্বিক ধর্মকথা কহিলেন। যথা :—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেপ এবং নৈশ্রম্যের আশংসা প্রকাশ করিলেন। যখন ভগবান জানিতে পারিলেন : মেণ্ডকগৃহপতির চিত্ত সুস্থ, মৃদু, কল্যা, নীচরণমুক্ত, প্রক্লম এবং প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের যাহা সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা তাহা অভিব্যক্ত করিলেন,—হঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র সম্যকভাবে রঙ প্রতিগ্রহণ কবে এইরূপ মেণ্ডকগৃহপতির সেই আসনেই বিবজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল,—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’

মেণ্ডক গৃহপতি ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বাদবিবাদমহিত হইয়া, ধর্মে বৈশারভ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শান্তাব শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন—
“প্রভো। অতি সুন্দর। অতি মনোহর। যেমন কেহ উন্টানকে সোজা করে, আনুতকে অনাবৃত্ত কবে, বিমূঢ়কে (পঞ্চদ্রষ্টকে) পথ প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈল-প্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুমান রূপ (দৃশ্যবস্তু) দেখিতে পায় তেমনভাবেই ভগবান বিবিধপ্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো। আমি ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, তত্পদিষ্ট ধর্মের এবং ভিক্ষুসত্ত্বের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আমায় আজ হইতে আমরণ উপাসকরূপে অবধারণ করুন। প্রভু ভগবান আগামী কল্য ভিক্ষুসত্ত্ব সহ আমার অন্ন গ্রহণে সন্মতি জ্ঞাপন করুন।” ভগবান মৌনভাবে সন্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অনন্তর মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানের সন্মতি জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাণ্ডভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন—“প্রভো। ভোক্তনের সময় উপস্থিত, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।” ভগবান পূর্ক্সাহে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীঘর লইয়া মেণ্ডকগৃহপতির আলয়ে উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসত্ত্ব সহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। তখন মেণ্ডকগৃহপতির ভাৰ্য্যা, পুত্র, স্ত্রী এবং দাস ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান তাঁহাদিগকে আত্মপূর্বিক ধর্মকথা উপদেশ প্রদান করিলেন। যথা—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গ-কথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেপ এবং নৈশ্রম্যের আশংসা প্রকাশিত করিলেন। যখন ভগবান জানিতে পারিলেন : তাঁহাদের চিত্ত সুস্থ, মৃদু, কল্যা, নীচরণমুক্ত, প্রক্লম এবং প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি যাহা বুদ্ধগণের

সমুৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা তাহা অভিব্যক্ত করিলেন,—হঃখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত শুভ্রবস্ত্র সম্যকভাবে রঙ প্রতিগ্রহণ করে তেমনভাবেই সেই আসনে তাঁহাদের বিরজ, বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল,—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’ তাঁহারা ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট হইয়া, সংশয়মুক্ত হইয়া, ধর্মে বাদবিবাদ রহিত হইয়া, ধর্মে বৈশারদ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং শাস্ত্র শাসনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো, অতি সুন্দর ! অতি মনোহর ! যেমন কেহ উল্টানকে সোজা করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ প্রদর্শন করে, অন্ধকারে তৈলপ্রদীপ ধারণ করে যাহাতে চক্ষুস্থান রূপ দেখিতে পায় তেমনভাবেই ভগবান অনেকপ্রকারে ধর্ম প্রকাশিত করিলেন। প্রভো ! আমরা সকলে ভগবানের শরণ গ্রহণ করিতেছি, তহুপদিষ্ট ধর্মের এবং ভিক্ষুসভ্যের শরণ গ্রহণ করিতেছি। ভগবান আমাদের আজ হইতে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।”

মেণ্ডক গৃহপতি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসভ্যকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাদ্য-ভোজ্যদানে সন্তুষ্ট করিলেন। ভগবান আহার সমাপ্ত করিয়া পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিবার পর তিনি একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানকে কহিলেন : “প্রভু ভগবান যতদিন ভদ্রিকায় অবস্থান করিবেন আমি ততদিন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসভ্যকে নিত্য আহাৰ্য্য প্রদান করিব।” ভগবান মেণ্ডক গৃহপতিকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রজ্ঞষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভগবান ভদ্রিকায় যথাক্রমে অবস্থান করিয়া মেণ্ডক গৃহপতিকে না জানাইয়া সার্ক্কাদশশত মহাভিক্ষুসভ্যসহ অশুভরাপ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি শুনিতে পাইলেন : ভগবান সার্ক্কাদশশত মহাভিক্ষুসভ্য সহ অশুভরাপ অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছেন। অতঃপর মেণ্ডক গৃহপতি দাস এবং কর্মচারীকে আদেশ করিলেন,—“ভগে ! বহু লবণ, মধু, তণ্ডুল এবং খাদ্য শকটে আরোপন করিয়া লইয়া আইস। সার্ক্কাদশশত গোপালক সার্ক্কাদশশত ধেনু লইয়া আইস। আমরা যেখানে ভগবানের দর্শন পাইব সেখানে উষ্ণকীরধারা দ্বারা ভোজন প্রদান করিব।”

মেণ্ডক গৃহপতি রাত্তার মধ্যে এক বনের সন্নিধানে ভগবানের দর্শন লাভ করিলেন। তিনি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া, ভগবানকে অভিবাচন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানকে কহিলেন : “প্রভু ভগবন্ ! আগামী কল্য ভিক্ষুসভ্য সহ আমার অন্ত গ্রহণে সন্নতি জ্ঞাপন করুন।” ভগবান মৌনভাবে সন্নতি জানাইলেন। মেণ্ডক গৃহপতি ভগবানের

সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি সেই রাত্রি অবসানে উত্তম খাণ্ডভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করাইলেন : “প্রভো ! ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, আহাৰ্য্য প্রস্তুত।” ভগবান পূৰ্ব্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্ৰচীঘর লইয়া মেণ্ডক গৃহপতির শিবিরে (পরিবেশন করিবার স্থানে) উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। মেণ্ডক গৃহপতি সার্ব্বদ্বাদশশত গোপালককে আদেশ করিলেন : “ভগে ! প্রত্যেকে এক এক ধেনু সহ প্রত্যেক ভিক্ষুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হও, উষ্ণকীরধারা দ্বারা ভোজন প্রদান করিব।” মেণ্ডক গৃহপতি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাণ্ড ভোজ্য এবং উষ্ণকীরধারা দানে সমৃপ্ত করিলেন। ভিক্ষুগণ সঙ্কোচ করিয়া ক্ষীর প্রতিগ্রহণে বিরত হইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! প্রতিগ্রহণ কর, পরিভোগ কর।”

মেণ্ডক গৃহপতি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে খাণ্ড ভোজ্য এবং উষ্ণকীরধারা দানে সমৃপ্ত করিলেন। ভগবান আহাৰ্য্য সমাপ্ত করিয়া পাত্ৰ হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে তিনি একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! জল এবং খাণ্ডবিহীন এমন বনপথ আছে, যেই পথ দিয়া বিনা পাথেয়ে গমন স্ককর নহে, অতএব ভগবান ভিক্ষুগণকে পাথেয় গ্রহণে অমুক্তা প্রদান করুন।” ভগবান মেণ্ডক গৃহপতিকে ধর্ম্ম কথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রদর্শিত করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুক্তা করিতেছি : পঞ্চবিধ গোরস, যথা—ক্ষীর, দধি, তক্র, নবনীত এবং চর্কি পরিভোগ করিবে।”

(৪) পাথেয়ের বিধান

হে ভিক্ষুগণ ! বাহাতে বিনা-পাথেয়ে গমন করা সহজ নহে এমন পানীয় এবং খাণ্ড বিহীন বনপথও আছে। (এই হেতু)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুক্তা করিতেছি : পাথেয় অন্বেষণ করিবে :—তণ্ডুলার্থী তণ্ডুল, মুগার্থী মুগ, মাষার্থী মাষ, লবণার্থী লবণ, শুড়ার্থী শুড়, তৈলার্থী তৈল এবং চর্কি অর্থাৎ চর্কি।”

(৫) স্বর্ণ, রৌপ্য গ্রহণ নিষিদ্ধ

হে ভিক্ষুগণ! মানবের মধ্যে শ্রদ্ধা ও প্রসন্নতাসম্পন্ন লোকও আছে তাহারা 'কপ্পিয়কারকের' (ভিক্ষু-সেবকের) হস্তে হীরক কিংবা স্ত্রবর্ণ প্রদান করিয়া বলিতে পারে : 'ইহার বিনিময়ে আর্থ্যের যাহা প্রয়োজন তাহা প্রদান করিবে।'

"হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তদ্বারা যাহা বিহিত তাহা ব্যবহার করিবে। কিন্তু আমি বলিতেছি—কোন প্রকারেই স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহার কিংবা অন্বেষণ করিতে পারিবে না।"

[স্থান :—আপণ]

(৬) অষ্টবিধ পানীয় এবং সমস্ত ফল-রসের বিধান

ভগবান ক্রমাশয়ে পর্যটন করিতে করিতে আপণে গমন করিলেন। কেণিয় জটিল শুনিতে পাইলেন : "শাক্যকুল প্রব্রজিত শাক্যপুত্র শ্রমণ গৌতম আপণে উপস্থিত হইয়া আপণে অবস্থান করিতেছেন। সেই ভগবান গৌতমের এইরূপ কল্যাণ কীর্তিরব অভ্যুখিত হইয়াছে : 'সেই ভগবান অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিজ্ঞাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ, অনুত্তর, দম্যপুরুষ সারথি, দেব মনুষ্যের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' তিনি এই সর্দেব, সমার, সত্রঙ্গ জগৎ এবং শ্রমণ, ব্রাহ্মণ দেবমনুষ্য সহ প্রজালোক স্বয়ং অবগত হইয়া, প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞাপন করেন।.....এহেঁ অর্হতের দর্শন মঙ্গলকর।"

কেণিয় জটিলের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : "আমি শ্রমণ গৌতমের অন্ত কি লইয়া যাইব?" আবার তাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : "যাহারা ব্রাহ্মণগণের পূর্ব ঋষি, মন্ত্ররচয়িতা, মন্ত্রপ্রবর্তক ছিলেন, যাহাদের গীত, প্রবর্তিত, সমীহিত প্রাচীন মন্ত্রপদ আধুনিক ব্রাহ্মণগণ অনুগান, অনুভাষণ করিতেছেন, ভাষিতকে পুনর্ভাষণ করিতেছেন, কথিতকে পুনর্কথন করিতেছেন সেই অষ্টক, বামক, বামদেব, বিশ্বামিত্র, যমদগ্নি, অঙ্গিরা, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ এবং ভৃগু ইত্যাদি ঋষিগণ রাত্রি ভোজন এবং বিকালভোজনে বিরত ছিলেন। তাঁহার পানীয় পান করিতেন। শ্রমণ গৌতমও রাত্রিভোজনে এবং বিকালভোজনে বিরত; কাজেই শ্রমণ গৌতমও এইরূপ পানীয় পান করিতে পারেন।" এই ভাবিয়া বিবিধ পানীয় প্রস্তুত করাইয়া, বাঁকে বহন করাইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে প্রীত্যালাপঙ্কলে কুশলপ্রশ্ন বিনিময় করিলেন, কুশলপ্রশ্ন বিনিময় করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন; একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া কেণিয় জটিল ভগবানকে কহিলেন : "মহানুভব গৌতম! আমার পানীয় প্রতিগ্রহণ করুন।" "কেণিয়! ভিক্ষুগণকেও

প্রদান কর।” ভিক্ষুগণ সন্মোচ করিয়া প্রতিগ্রহণে বিরত হইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! প্রতিগ্রহণ এবং পান করিতে পার।”

কেণিয় জটিল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্যন্ত স্বহস্তে বহু পানীয় দানে সমৃপ্ত করিলেন। ভগবান পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিয়া ধুইবার পর কেণিয় জটিল একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট কেণিয় জটিলকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রদর্শিত করিলেন। কেণিয় জটিল ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রদর্শিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন :—“মহানুভব গৌতম ! আপনি ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আগামীকল্য আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।” “কেণিয় ! আমার সহিত সার্ব্বদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ আছে ; বিশেষত তুমিও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অতিশয় অমুরক্ত।” দ্বিতীয়বার কেণিয় জটিল ভগবানকে কহিলেন : “মহানুভব গৌতম ! যদিও বা আপনার সহিত সার্ব্বদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ এবং যদিও বা আমি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যধিক অমুরক্ত তথাপি মহানুভব গৌতম আগামী কল্য ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।” “কেণিয় ! আমার সহিত সার্ব্বদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ আছে এবং তুমিও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যধিক অমুরক্ত।” তৃতীয়বারও কেণিয় জটিল ভগবানকে কহিলেন : “মহানুভব গৌতম ! যদিও বা আপনার সহিত সার্ব্বদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ আছে এবং যদিও বা আমি ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অত্যন্ত অমুরক্ত তথাপি মহানুভব গৌতম ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ আমার অন্ন গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করুন।” ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ! কেণিয় জটিল ভগবানের সম্মতি অবগত হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুজ্জা করিতেছি : অষ্টবিধ পানীয়, যথা—আম, জাগ, বস্তকদলি, গ্রাম্যকদলি, মধু, আঙ্গুর, শালুক এবং ফাল্গা (দাড়িম্ব) ইত্যাদির রস পান করিতে পারিবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুজ্জা করিতেছি : ধাত্তের রস ব্যতীত সমস্ত ফলের রস পান করিতে পারিবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুজ্জা করিতেছি : পক পাতার রস (পাক করা শাকের ঝোল) ব্যতীত সমস্ত পাতার রস পান করিতে পারিবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুজ্জা করিতেছি : মধুক পুষ্পের (মহয়া ফুলের) রস ব্যতীত সমস্ত পুষ্পের রস পান করিতে পারিবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুজ্জা করিতেছি : ইক্ষুর রস পান করিতে পারিবে।”

কেণিয় জটিল সেই রাত্রি অবসানে স্বীয় আশ্রমে উক্তম খাজডোজ্য প্রস্তুত করাইয়া

ভগবানকে সময় জ্ঞাপন করিলেন : “মহানুভব গৌতম ! ভোজনের সময় হইয়াছে, আহাৰ্য্য প্রস্তুত।” ভগবান পূৰ্ব্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া, পাত্ৰচীঘর লইয়া কেণিয় জটিলের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর কেণিয় জটিল বৃদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে উত্তম খাদ্যভোজ্য দানে সমৃপ্ত করিলেন। ভগবান আহাৰ সমাপন করিয়া পাত্ৰ হইতে হস্ত অপনয়ন করিলে একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট কেণিয় জটিলকে ভগবান এই গাথাযোগে অনুমোদন করিলেন :—

যজ্ঞে অগ্নিহোত্র, মন্ত্রে সাবিত্রী^১ প্রধান,
নরে রাজা, নদী মধ্যে সাগর মহান।
নক্ষত্রে প্রধান চন্দ্র জানে সৰ্ব্বজন,
তপনে আদিত্য শ্রেষ্ঠ করয়ে গণন।
পুণ্যকামী, পুণ্যকাজ্ঞী আছ যতজন,
পূজ্য মধ্যে মুখ্য গণ্য জান ভিক্ষুগণ।

ভগবান এই গাথাযোগে কেণিয় জটিলের দান অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

[স্থান :—কুশীনগর]

(৭) রোজমল্লের সংকার

ভগবান আপণে যপারুচি অবস্থান করিয়া সার্ব্বদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সহ কুশীনগর অভিমুখে পর্য্যটনে প্রস্থান করিলেন। কুশীনগরবাসী মল্লগণ শুনিতে পাইল : ভগবান কুশীনগরে আসিতেছেন, সঙ্গে সার্ব্বদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসঙ্ঘ। তাহারা বিধান করিল : ‘যে ভগবানের অভ্যর্থনা করিবে না তাহার পঞ্চশত কাৰ্ষাপণ দণ্ড।’ সেই সময় রোজ নামক মল্ল আয়ুয়ান আনন্দের সহায় ছিলেন। ভগবান ক্রমাগত পর্য্যটন করিতে করিতে কুশীনগরে গমন করিলেন। কুশীনগরবাসী মল্লগণ ভগবানের অভ্যর্থনা করিল। রোজমল্ল ভগবানের অভ্যর্থনা করিয়া আয়ুয়ান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া আয়ুয়ান আনন্দকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান রোজমল্লকে আয়ুয়ান আনন্দ কহিলেন : “বহু রোজ ! তুমি যে

১. সাবিত্রী প্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র বিশেষ।

ভগবানের অভ্যর্থনা করিলে তোমার এই কার্য অতি উত্তম।” “প্রভু আনন্দ! আমি বুদ্ধ, ধর্ম অথবা সত্যের প্রতি সন্মান প্রদর্শন করি নাই; কিন্তু জ্ঞাতিগণ বিধান করিয়াছেন: ‘যে ভগবানের অভ্যর্থনা না করিবে তাহার পঞ্চশত কার্ষাপণ দণ্ড হইবে।’ প্রভু আনন্দ! কেবল আমি জ্ঞাতিগণের দণ্ডভয়ে ভগবানের অভ্যর্থনার যোগ দিয়াছি মাত্র।” আয়ুমান আনন্দ অসন্তুষ্ট হইলেন: “কেন রোজমল্ল এরূপ বলিতেছে!” আয়ুমান আনন্দ ভগবানের নিকট গমন করিলেন; গমন করিয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুমান আনন্দ ভগবানকে কহিলেন: “প্রভো! এই রোজমল্ল প্রসিদ্ধ এবং সাধারণের পরিচিত লোক। সাধারণ্যে পরিচিত এইরূপ ব্যক্তির এই ধর্মবিনয়ে (বুদ্ধের শাসনে) প্রসন্নতা উৎপাদন করা মঙ্গলকর। অতএব ভগবান সেইরূপ কোন ব্যবস্থা করুন যাহাতে রোজমল্ল এই ধর্মবিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়।” “আনন্দ! যাহাতে রোজমল্ল এই ধর্মবিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় তথাগতের পক্ষে তাহা করা কঠিন নহে।”

ভগবান রোজমল্লকে মৈত্রীচিন্তে পরিপ্লাবিত করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া বিহারে প্রবেশ করিলেন। রোজমল্ল ভগবানের মৈত্রীচিন্তে পরিপ্লাবিত হইয়া সত্ত্ব: প্রসূতা গাভীর স্তায় বিহার হইতে বিহারান্তরে, পরিবেশ হইতে পরিবেশান্তরে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন: “প্রভো! এখন সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কোথায় অবস্থান করিতেছেন? আমি সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে দর্শন করিতে চাই।” “বদ্ধ রাজ! এই ে রুদ্ধঘার বিহার দেখিতেছেন সেইস্থানে অন্নশব্দে উপস্থিত হইয়া, স্তম্ভপর্শে বারাণ্ডায় প্রবেশ করিয়া, কাশিয়া, অর্গল (কপাট বন্ধন-কাঠ দণ্ড) সঞ্চালন করুন; ভগবান আপনাকে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিবেন।”

রোজমল্ল রুদ্ধঘার বিহারে অন্নশব্দে উপস্থিত হইয়া, স্তম্ভপর্শে বারাণ্ডায় প্রবেশ করিয়া, কাশিয়া, অর্গল সঞ্চালন করিলেন। ভগবান দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। রোজমল্ল বিহারে প্রবেশ করিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট রোজমল্লকে ভগবান আনুপূর্ব্বিক ধর্মকথা কহিলেন। যথা:—দান-কথা, শীল-কথা, স্বর্গকথা। ভগবান কামের আদীনব, অবকার, সংক্লেপ এবং নৈক্রম্যের আশংসা প্রকাশিত করিলেন। যখন ভগবান জানিতে পরিলেন: রোজমল্লের চিত্ত সুস্থ, বৃহ, কল্যা, নীবরণযুক্ত, প্রসন্ন এবং প্রসন্ন হইয়াছে তখন তিনি বুদ্ধগণের সংক্ষিপ্ত সমুৎকৃষ্ট ধর্মদেশনা অভিব্যক্ত করিলেন,—হৃৎখ, সমুদয়, নিরোধ এবং মার্গ। যেমন কালিমারহিত গুহবর সম্যক্‌ভাবে রত প্রতিগ্রহণ করে এইরূপ রোজমল্লের সেই আসনেই বিরজ এবং বিমল ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হইল,—‘যাহা কিছু সমুদয়ধর্মী তৎসমস্তই নিরোধধর্মী।’ রোজমল্ল ধর্ম প্রত্যক্ষ করিয়া, ধর্মতত্ত্ব লাভ করিয়া, ধর্ম বিদিত হইয়া, ধর্মে প্রবিষ্ট

হইয়া এবং সংশয়মুক্ত হইয়া, বাদবিবাদ রহিত হইয়া, বৈশারুণ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং পাস্তার শামনে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিয়া ভগবানকে কহিলেন :—

“প্রভো ! আর্ধ্যগণ আমারই চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন এবং ভৈষজ্যদ্রব্য প্রতিগ্রহণ করুক, অস্ত্রের গ্রহণ না করুক।” “রোজ ! তোমার ছায় যাহাদের শৈক্ষ্যজ্ঞানে এবং শৈক্ষ্যদর্শনে ধর্ম প্রত্যক্ষ হইয়াছে তাহাদের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : ‘আর্ধ্যগণ আমাদেরই চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন এবং ভৈষজ্যদ্রব্য প্রতিগ্রহণ করুক অস্ত্রের নহে।’ রোজ ! তাহা হইলে তোমারও প্রতিগ্রহণ করিবে এবং অস্ত্রেরও করিবে।”

সেই সময়ে কুশীনগরে উত্তম ভোজ্যের পর্যায় নির্দিষ্ট ছিল। রোজমল্ল পর্যায় লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘আমি ভোজনশালা অবলোকন করিব, ভোজন শালায় যেই দ্রব্যের অভাব হইবে আমি তাহা প্রস্তুত করিব।’ অনন্তর রোজমল্ল ভোজনশালা অবলোকন করিবার সময় দুইটি বস্তু দেখিতে পাইলেন না, শাক এবং পিষ্টক। অতঃপর রোজমল্ল আয়ুর্য়ান আনন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া আয়ুর্য়ান আনন্দকে কহিলেন : “প্রভু আনন্দ ! আমি পর্যায় লাভ করিতে না পারায় আমার মনে এই চিন্তা উদিত হইয়াছিল : ‘আমি ভোজনশালা অবলোকন করিব, তথায় যেই বস্তু না থাকিবে আমি তাহা প্রস্তুত করিব।’ এই ভাবিয়া আমি ভোজনশালা অবলোকন করিয়া দুইটি দ্রব্য দেখিতে পাইলাম না, শাক এবং পিষ্টক। প্রভু আনন্দ ! যদি আমি শাক এবং পিষ্টক প্রস্তুত করি তাহা হইলে ভগবান তাহা প্রতিগ্রহণ করিবেন কি ?” “রোজ ! তাহা হইলে ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিব।”

আয়ুর্য়ান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “আনন্দ ! তাহা হইলে প্রস্তুত করুক।” (আনন্দ রোজমল্লকে কহিলেন—) “রোজ ! প্রস্তুত করিতে পার।” রোজমল্ল সেই রাত্রি অবসানে বহু শাক এবং পিষ্টক প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন : “প্রভু ভগবন্ ! আমার শাক এবং পিষ্টক প্রতিগ্রহণ করুন।” “রোজ ! ভিক্ষুদিগকেও প্রদান কর।” ভিক্ষুগণ সন্মোচন করিয়া প্রতিগ্রহণে বিরত হইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! প্রতিগ্রহণ কর এবং পরিভোগ কর।” রোজমল্ল বৃদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসম্মুহকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে বহু শাক এবং পিষ্টক দানে সন্তুষ্ট করিলেন এবং ভগবান পাত্র হইতে হস্ত অপনয়ন করিয়া ধৌত করিবার পর একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট রোজমল্লকে ভগবান ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্ভ্রান্ত করিয়া, আসন্ন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

(৮) শাক এবং পিষ্টক গ্রহণে অনুজ্ঞা

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সকল প্রকারের শাক এবং পিষ্টক পরিভোগ করিতে পরিবে।”

(৯) ক্ষুর-ভাণ্ড ধারণ নিষিদ্ধ

ভগবান কুশীনগরে ষথাকটি অবস্থান করিয়া সার্ব্বদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসম্ব সহ আত্মা অভিসুখে পর্যটনে প্রস্থান করিলেন।

[স্থান :—আত্মা]

সেই সময়ে জনৈক ভূতপূর্ব নাপিত বৃদ্ধকালে প্রব্রজিত হইয়া আত্মায় অবস্থান করিতেছিল। তাহার দুইটি সন্তান ছিল। তাহারা মধুরভাষী, প্রতিভাশালী, দক্ষ এবং স্বীয় ব্যবসায় নাপিতকর্মে পারদর্শী ছিল। সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিত গুনিতে পাইল : ভগবান সার্ব্বদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসম্ব সহ আত্মায় আসিতেছেন। তখন সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিত সেই বালকগণকে কহিল : “বৎসগণ! ভগবান সার্ব্বদ্বাদশশত মহাভিক্ষুসম্ব সহ আত্মায় আসিতেছেন। অতএব বৎসগণ! তোমরা ক্ষুরভাণ্ড (কৌর করিবার সামগ্রী), ‘নালি’^১ এবং ‘আবাপক’^২ লইয়া প্রতিগৃহে ভ্রমণ কর এবং লবণ, তৈল, তণ্ডুল, খাণ্ডদ্রব্য সংগ্রহ কর, ভগবান আসিলে তাঁহাকে যবাগু প্রদান করিব।” “তথাস্তু” বলিয়া সেই বালকদ্বয় বৃদ্ধ প্রব্রজিতকে প্রত্যাভ্যন্তরে সম্মতি জানাইয়া ক্ষুরভাণ্ড, ‘নালি’ এবং ‘আবাপক’ লইয়া প্রতিগৃহে লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাণ্ডদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল। জনসাধারণ সেই বালকগণকে মিষ্টভাষী এবং প্রতিভাসম্পন্ন দেখিয়া বাহারা কৌর করাইতে ইচ্ছুক ছিল না তাহারাও কৌর করাইতে লাগিল এবং কৌর করাইয়াও বহু (পারিশ্রমিক) দিতে লাগিল। সেই বালকগণ বহু লবণ, তৈল, তণ্ডুল এবং খাণ্ডদ্রব্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল।

ভগবান ক্রমাগতই পর্যটন করিতে করিতে আত্মায় গমন করিলেন। ভগবান আত্মায় অবস্থান করিতে লাগিলেন,—ভূষাগারে। সেই বৃদ্ধ প্রব্রজিত সেই রাজি অবস্থানে বহু যবাগু প্রস্তুত করাইয়া ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত করিল : “প্রভু ভগবন্! আমার যবাগু প্রতিগ্রহণ করুন।” (কোন কোন বিষয়) জানিয়াও উৎসাহিতগণ জিজ্ঞাসা

১. কৌর করিবার পাত্র বিশেষ; ২. ত্রব্য রাখিবার ভাণ্ড বিশেষ।

করেন, আবার (কোন কোন বিষয়) জানিয়াও জিজ্ঞাসা করেন না, সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আবার সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করেন না। অর্থসংযুক্ত বাক্যই তথাগতগণ জিজ্ঞাসা করেন, নিরর্থক নহে। তথাগতগণের নিরর্থক কথার মূলোৎপাটিত হইয়াছে। বুদ্ধ ভগবানগণ ছই কারণে ভিক্ষুগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন : ‘ধর্মদেশনা করিব অথবা শ্রাবকগণের জন্ত শিক্ষাপদ স্থাপন করিব।’ ভগবান সেই বুদ্ধ প্রব্রজিতকে কহিলেন :—“ভিক্ষু! এই যবাগু কোথায় পাইয়াছ?” সেই বুদ্ধ প্রব্রজিত ভগবানকে এই বিষয় জানাইল। বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : “মোঘপুরুষ! তোমার এই কার্য অনমুরূপ, অনমুযায়ী, অপ্ৰতিরূপ, অশ্রমণোচিত, অবিহিত এবং অকরণীয় হইয়াছে। কেন তুমি প্রব্রজিত হইয়া অবিহিত বিষয়ের প্রেরণা দিয়াছ? তোমার এই কার্যে যে অপ্ৰসন্নদিগের মধ্যে প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না”.....এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

“হে ভিক্ষুগণ! প্রব্রজিত অবিহিত বিষয়ের প্রেরণা দিতে পারিবে না; যে প্রেরণা দিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।

“হে ভিক্ষুগণ! প্রব্রজিত হইবার পূর্বে নাপিতের কাজ করিত এহেন ভিক্ষু ক্ষুর-ভাণ্ড হস্তে ভ্রমণ করিতে পারিবে না; যে ভ্রমণ করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

[স্থান :—শ্রাবস্তী]

ভগবান আতুমায় যথাক্রটি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে পর্যটনে বাহির হইলেন। ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডের আশ্রমে। সেই সময় শ্রাবস্তীতে খাটোপযোগী বহুবিধ ফল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান ফল খাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন কিংবা দেন নাই?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সর্ব প্রকারের ফল খাইতে পারিবে।”

(১০) সজ্জের ভূমি এবং বীজাদি সম্বন্ধে নিয়ম.

সেই সময় সজ্জের বীজ ব্যক্তিবিশেষের ভূমিতে বপন করিত এবং ব্যক্তিবিশেষের বীজ সজ্জের ভূমিতে বপন করিত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! সজ্জের বীজ ব্যক্তিবিশেষের ভূমিতে বপন করা হইলে ভাগ^১ দিয়া পরিভোগ করিবে এবং ব্যক্তিবিশেষের বীজ সজ্জের ভূমিতে বপন করিলে ভাগ দিয়া পরিভোগ করিবে।”

(১১) বিধিসম্মত এবং বিধিবিরুদ্ধ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণের কোন কোন বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হইল : ভগবান কিসের অনুজ্ঞা দিয়াছেন এবং কিসেরই বা অনুজ্ঞা দেন নাই। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ! আমি যাহা ‘বিহিত নহে’ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি নাই, যদি তাহা অবিহিতের অনুলোম (অনুযায়ী) হয় এবং বিহিতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে অবিহিত। আমি যাহা ‘বিহিত নহে’ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করি নাই যদি তাহা বিহিতের অনুলোম হয় এবং অবিহিতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে বিহিত। আমি যাহা ‘বিহিত’ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছি যদি তাহা অবিহিতের অবিরোধী এবং বিহিতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে বিহিত নহে। আমি যাহা ‘বিহিত’ বলিয়া ব্যবস্থা দিই নাই যদি তাহা বিহিতের অনুলোম (অনুযায়ী) এবং অবিহিতের বিরোধী হয় তাহা হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে বিহিত।

(১২) কোন্ সময়ে গৃহীত দ্রব্য কোন্ সময় পর্য্যন্ত বিহিত ?

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘যাবৎকালে’র^১ সঙ্গে ‘যামিক’^২ বিহিত কি অবিহিত ? ‘যাবৎকালে’র সঙ্গে ‘সাপ্তাহিক’^৩ বিহিত কি অবিহিত ? ‘যাবৎকালে’র সঙ্গে ‘যাবজ্জীবক’^৪ বিহিত কি অবিহিত ? ‘যামিকের’ সঙ্গে ‘সাপ্তাহিক’ বিহিত কি অবিহিত ? ‘যামিকের’ সঙ্গে ‘যাবজ্জীবক’ বিহিত কি অবিহিত ? ‘সাপ্তাহিকের’

১. ভূমির মালিককে এক দশমাংশ দেওয়া প্রাচীন রীতি। এই হেতু দশভাগের এক ভাগ ভূমির মালিককে দিতে হইবে।—সম-পাসা।

২. পূর্ব্বায়ে পাণ্ডভোজ্য প্রতিগ্রহণ করিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত পরিভোগ করাকে ‘যাবকালিক’ (যাবৎকাল) বলে। ৩. পূর্ব্বায়ে অনুলোম পানীর সহ পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ পানীর প্রতিগ্রহণ করিয়া রাত্রির অন্তিমভাগ পর্য্যন্ত পরিভোগ করাকে ‘যাবকালিক’ (যামিক) বলে। ৪. চর্কি আদি পঞ্চবিধ ভেষজ্য একবার প্রতিগ্রহণ করিয়া সাতদিন পর্য্যন্ত পরিভোগ করাকে ‘সপ্তাহকালিক’ (সাপ্তাহিক) বলে। ৫. হরিদ্রা, আর্জক, বচ, রহন, উশীর, নাগরমোখা, ত্রিকূট, মল্লিষ্ঠালতা এবং পঞ্চমুলাদির মূল রোগ থাকিলে একবার প্রতিগ্রহণ করিয়া জীবন পরিভোগ করাকে ‘যাবজ্জীবক’ বলে।—বুদ সিক্খা।

সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' বিহিত কি অবিহিত ?" ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন
(ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ ! 'যাবৎকালের' সঙ্গে 'যামিক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে সকালে
বিহিত ; বিকালে বিহিত নহে । 'যাবৎকালের' সঙ্গে 'সাপ্তাহিক' সকালে প্রতিগৃহীত
হইলে সকালে বিহিত ; বিকালে বিহিত নহে । 'যাবৎকালের' সঙ্গে 'যাবজ্জীবক'
সকালে প্রতিগৃহীত হইলে সকালে বিহিত ; বিকালে বিহিত নহে । 'যামিকের' সঙ্গে
'সাপ্তাহিক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে প্রথম প্রহরে বিহিত ; প্রহর অতিক্রমে বিহিত
নহে । 'যামিকের' সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' সকালে প্রতিগৃহীত হইলে প্রথম প্রহরে বিহিত ;
প্রহর অতিক্রমে বিহিত নহে । 'সাপ্তাহিকের' সঙ্গে 'যাবজ্জীবক' সকালে প্রতিগৃহীত
হইলে সপ্তাহ পর্য্যন্ত বিহিত ; সপ্তাহ অতিক্রমে বিহিত নহে ।

॥ ভৈষজ্য-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৭—কঠিন-স্কন্ধ

কঠিন চীবরের বিধান

[স্থান :—শ্রাবস্তী]

(১) কঠিন চীবরের অনুষ্ঠান দান

১—সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান শ্রাবস্তী-সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। সেই সময় পাঠেয়বাসী* (পশ্চিম দেশীয়) ত্রিশজন ভিক্ষু সকলে অরণ্যবাসী, ভিক্ষারভোজী, পাণ্ডুকুলচীবর এবং ত্রিচীবরধারী ছিলেন। তাঁহারা আসন্ন বর্ষায় ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে যাইবার সময় বর্ষাবাসের দিন শ্রাবস্তীতে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া পথের মধ্যে সাকেতে বর্ষাবাস আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ‘আমাদের সমীপেই, এস্থান হইতে ছয় যোজন মাত্র ব্যবধানে ভগবান অবস্থান করিতেছেন অথচ আমরা ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারিতেছি না’ এই ভাবিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে বর্ষাবাস আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া, তিনমাস পরে প্রবারণা সমাপ্ত করিয়া, বর্ষার সজল কর্দম ঠিকরাইয়া পড়া আর্দ্রচীবরে ক্লান্ত হইয়া শ্রাবস্তী-সন্নিধানে জেতবনে অনাথ-পিণ্ডদের আরামে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধ ভগবানের রীতি। ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ ! তোমরা নিরুপদ্রবে ছিলে ত ? সুখে দিন যাপন করিয়াছ ত ? সমভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে এবং নির্কিয়ে বর্ষাবাস করিয়াছ ত ? ভিক্ষারসংগ্রহে কষ্ট হয় নাই ত ?”

“ভগবন্ ! আমরা নিরুপদ্রবে ছিলাম, সুখে দিন যাপন করিয়াছি। সমভাবে, মনানন্দে, নির্বিবাদে এবং নির্কিয়ে বর্ষাবাস করিয়াছি, ভিক্ষারসংগ্রহেও আমাদের কষ্ট ক্রেশ পাইতে হয় নাই। প্রভো ! আমরা ত্রিশজন পাঠেয়বাসী ভিক্ষু আসন্ন বর্ষায় ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য শ্রাবস্তীতে আসিবার সময় বর্ষাবাসের দিন শ্রাবস্তীতে পৌঁছিবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া পথের মধ্যে সাকেতে বর্ষা যাপন করিয়াছিলাম। আমরা ‘আমাদের নাতিদূরে, এস্থান হইতে ছয় যোজন মাত্র ব্যবধানে ভগবান অবস্থান করিতেছেন অথচ আমরা ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারিতেছি না’

* কোশল রাজ্যের পশ্চিম পাশ্বে অবস্থিত এক দেশের নাম।—সদ-পাসা।

এই ভাবিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে বর্ষাবাস আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমরা তিনমাস অন্তে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া প্রবারণার পর বর্ষার সজলকর্দমক্লিন্ন আর্দ্র চীবরে ক্লাস্ত হইয়া দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি।”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বর্ষাবাসসমাপক ভিক্ষুগণ কঠিন চীবর আন্তীর্ণ করিবে।”

(২) কঠিনচীবরলাভী ভিক্ষুর জন্ম বিশেষ বিধান

হে ভিক্ষুগণ! কঠিন^১ চীবর প্রসারিত করা হইলে তোমাদের পাঁচটি বিষয় বিহিত (কপ্পিস্‌সস্তি) হইবে; যথা—(১) না বলিয়া গমন করা^২ (২) বিনা ত্রিচীবরে বিচরণ করা^৩ (৩) গণভোজন করা^৪ (৪) যথাক্রমে চীবর পরিভোগ করা^৫ (৫) সেই স্থানে যেই সব চীবর পাওয়া যাইবে সমস্তই তাহাদের হওয়া^৬। ভিক্ষুগণ! কঠিন চীবর প্রসারিত হইলে এই পাঁচটি বিষয় বিহিত হইবে।

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন : সঙ্ঘের জন্ম এই কঠিন বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন তাহা হইলে সঙ্ঘ এই কঠিন বস্ত্র, কঠিন চীবর প্রসারিত করিবার জন্ম অমুক ভিক্ষুকে দিতে পারেন। ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘের জন্ম এই কঠিন বস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সঙ্ঘ এই কঠিন বস্ত্র অমুক ভিক্ষুকে কঠিন চীবর প্রসারিত করিবার জন্ম প্রদান করিতেছেন। যেই আয়ুস্মান এই কঠিন বস্ত্র কঠিন প্রসারিত করিবার জন্ম অমুক ভিক্ষুকে প্রদান করা উচিত মনে করেন তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে করেন না তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

১. পঞ্চবিধ আশংসা (কল) অন্তর্ভুক্ত করিবার সামর্থ্যে হির থাকায় কঠিন নামে অভিহিত হয়।—
বিন্ন-বিনো এবং সার-দীপ। ২. পূর্বাহ্নের জন্ম নিমন্ত্রিত ভিক্ষু নিমন্ত্রণকর্তার বাড়ী হইতে সরী ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অন্য বাড়ীতে গমন করা; ৩. অধিষ্ঠিত ত্রিচীবর স্নানান্তে নিজের হস্ত পার্শ্বে (দক্ষ হাতের মধ্যে) না রাখিয়া অঙ্গপোদর করা; ৪. ‘গণভোজন’ করা অর্থাৎ চারিজনের অনধিক ভিক্ষু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ভোজন করা; ৫. অতিরিক্ত চীবর যত ইচ্ছা তত অধিষ্ঠান কিংবা বেনায়া না করিয়া নিজের নিকট রাখা; ৬. যেই বিহারে বাহারী কঠিন চীবর লাভ করেন সেই বিহারে ভিক্ষুসঙ্ঘের উদ্দেশ্যে যত চীবর প্রদত্ত হয় তৎসমুদয় চীবর তাহাদের অধিকারে থাকা। তাহাতে কোন আগতক ভিক্ষুর অধিকার না থাকা।—সম-পাসা।

ধারণা—সম্ব এই কঠিন বস্ত্র অমুক ভিক্ষুকে কঠিন চীবর প্রসারিত কবিবার জন্ত প্রদান করিলেন। সম্ব এই প্রস্তাব উচিত মনে কবিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা কবিতোছি।

(৩) কঠিন চীবরের প্রসারণ এবং অপ্রসারণ

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত করা হয় এবং এইভাবে প্রসারিত করা হয় না। ভিক্ষুগণ! কিরূপে কঠিন চীবর প্রসারিত করা হয় না (অনর্থক হোতি) ? 'ওল্লিখিত'^১ (চিহ্নিত) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না , 'ধোবন'^২ (ধোত) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'চীবর বিচারণ'^৩ (নির্ধারণ) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'ছেদন'^৪ করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'বন্ধন'^৫ করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'ওবটিক'^৬ (অববর্জিত) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'কণ্ডুস'^৭ করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'দহলীকন্দ'^৮ (দৃঢ়কন্দ) করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'অমুবাতি'^৯ করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'পারিতপ্ত'^{১০} করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'ওবট্টেয়'^{১১} করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'কম্বলমদন'^{১২} মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'নিমিত্ত'^{১৩} করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'পারিকথা'^{১৪} করা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'কুকু'^{১৫} কবা মাত্র কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'সন্নিধি'^{১৬} করায় কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'নিস্গঙ্গিগির'^{১৭} দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় না ; 'অকল্প'^{১৮} করা হইলে কঠিন প্রসারিত হয় না ; সম্বাটি ব্যতীত কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না ; উত্তরাসঙ্গ ব্যতীত কঠিন চীবর

১. দৈর্ঘ্য প্রমাণ গ্রহণ করা মাত্র অর্থাৎ প্রমাণ গ্রহণ করিবার সময় তৎ তৎ স্থান অবগত হইবার জন্ত নখাদি দ্বারা অংশ করিয়া দাগ দেওয়া অথবা ললাটাদিতে ধর্ষণ করা মাত্র।
২. কঠিন চীবরের বস্ত্র ধোত করা মাত্র।
৩. পঞ্চ, সপ্ত, নয় বা একাদশ টুকরা ইউক এইরূপ নির্ধারণ করা মাত্র।
৪. সিদ্ধান্তানুযায়ী বস্ত্র ছেদন করা মাত্র।
৫. সূতার 'খিল' দেওয়া মাত্র।
৬. সূতার 'খিল' অমুসারে দৈর্ঘ্যে সেলাই করা মাত্র।
৭. সেলাইর যোগ্য ভাঁজ করা ,
৮. দুই খণ্ড মাত্র সেলাই করা।
৯. চীবরের চতুর্পার্শ্বে বস্ত্র বস্ত্র খণ্ড সংযোগ করা।
১০. চীবরের মধ্য ভাগ সংযোগ করা।
১১. কঠিন চীবর হইতে কাপড়ের টুকরা লইয়া অকঠিন চীবরে সংযোগ করা।
১২. একবার রঞ্জিত করিয়া দণ্ডবর্ণ বা পাণ্ডুবর্ণ করা।
১৩. 'এই বস্ত্র দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারণ করিব' এইরূপ অভিপ্রায় করা।
১৪. কঠিন চীবর প্রদান করা উচিত, কঠিন চীবর দাতা বহু পুণ্য লাভ করে এইরূপ উপদেশে পাওয়া ;
১৫. ধারণা করা বস্ত্র দ্বারা ;
১৬. সন্নিধি বিবিধ— করণ সন্নিধি এবং নিচয় সন্নিধি। তখনি প্রস্তুত না করিয়া রাখিয়া দিয়া মধ্যে মধ্যে সেলাই আদি করার নাম করণ সন্নিধি। সম্ব অস্ত্র কঠিন বস্ত্র লাভ করিয়া পর দিবসে দেওয়ার নাম নিচয় সন্নিধি। সন্নিধি অর্থ জমা রাখা।
১৭. প্রস্তুত করিতে করিতে অরূপোদয় হওয়া।
১৮. নীল বা কাল বর্ণের বিন্দু বা দেওয়া।

প্রসারিত হয় না ; অন্তর্বাস^১ ব্যতীত কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না ; পঞ্চ বা তদতিরিক্ত খণ্ডে সেই দিনই ছিন্ন এবং সমগুণী^২ করা ব্যতীত কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না ; একজনের জন্ম ব্যতীত বহুজনের জন্ম কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না ; সম্যকভাবে চীবর প্রস্তুত করা হইলেও যদি তাহা সীমার বহির্ভাগে স্থিত ভিক্ষু অনুমোদন করে তাহা হইলেও কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না । হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না ।

হে ভিক্ষুগণ ! কি ভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত হয় ? ‘অহত’^৩ বস্ত্র দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারিত হয় ; ‘অহতকল্প’^৪ বস্ত্র দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় ; ‘পিলোতিকা’ (নক্তক)^৫ দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় ; ‘পাংগুকুল’^৬ দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয়, দোকানের সম্মুখে পরিত্যক্ত বস্ত্র দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় ; ‘নিমিত্ত’^৭ করা না হইলে কঠিন প্রসারিত হয় ; ‘পরিকথা’^৮ করা না হইলে কঠিন প্রসারিত হয় ; ‘কুক্কু’^৯ করা ব্যতীত কঠিন প্রসারিত হয় ; অসঞ্চিত বস্ত্র দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় ; ‘নিস্‌সগ্‌গিয়’^{১০} বস্ত্র ব্যতীত অন্য বস্ত্রদ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় ; ‘বিন্দু’^{১১} দেওয়া হইলে কঠিন প্রসারিত হয় ; সন্ধ্যাটি, উত্তরাসন্ন এবং অন্তর্বাস দ্বারা কঠিন প্রসারিত হয় ; পঞ্চ বা তদতিরিক্ত খণ্ডে সেই দিনই ছিন্ন এবং সমগুণী করা হইলে কঠিন প্রসারিত হয় ; এক ব্যক্তির জন্ম কঠিন চীবর প্রসারিত হয় ; সম্যকভাবে প্রস্তুত চীবর সীমাভ্যন্তরস্থ ভিক্ষু অনুমোদন করিলে কঠিন চীবর প্রসারিত হয় । হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে কঠিন চীবর প্রসারিত হয়^{১২} ।

কঠিন চীবর ধ্বংস

(১) কিরূপে কঠিন চীবরের ধ্বংস সাধিত হয় ?

হে ভিক্ষুগণ ! কি ভাবে কঠিন চীবর বিধ্বংস হয় ? ভিক্ষুগণ ! কঠিন চীবর বিধ্বংস হইবার এই অষ্টবিধ মাতৃকা (প্রধান কারণ), যথা—‘পঞ্চমনস্তিকা’ (প্রস্থানান্তিকা),

১. সন্ধ্যাটি, উত্তরাসন্ন এবং অন্তর্বাস এই ত্রিবিধ চীবর ব্যতীত প্রত্যান্তরণ (বিছানার চাদর) আদি দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না । ২. পঞ্চ বা তদতিরিক্ত খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে আবার দুই বা তিন টুকরা করিতে হয় । তৎপর সংযোগ করিয়া সেলাই করা । তেমনভাবে ছিন্ন না করিয়া চীবর প্রস্তুত করিলে সেই বস্ত্র দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারিত করা যায় না ; ৩. নূতন বস্ত্র দ্বারা ; ৪. একবার বা দুইবার খোঁচ নূতন বস্ত্র দ্বারা ; ৫. হেঁড়া কাপড় দ্বারা ; ৬. আবর্জনা ছুঁপ হইতে কুড়ানো বস্ত্র দ্বারা ; ৭. ‘এই বস্ত্র দ্বারা কঠিন চীবর প্রসারিত করিব’ এই রূপ অভিপ্রায় গোষণ না করিলে ; ৮. ‘কঠিন চীবর প্রদান করা উচিত, কঠিন চীবর দাতা বহু পুণ্য লাভ করে’ এইরূপ উপদেশ দ্বারা লাভ না করিলে ; ৯. ধার করা বস্ত্র না হইলে ; ১০. আঁচ বস্ত্র অরূপোদরের পূর্বে প্রস্তুত করা হইলে ; ১১. কাল বা নীলবর্ণের বিন্দু দেওয়া হইলে । ১২. প্রথমোক্ত চতুর্বিংশতি প্রকারে কঠিন চীবর প্রসারিত হয় না এবং শেষোক্ত সপ্তদশ প্রকারে কঠিন চীবর প্রসারিত হয় ।—সম-পাস।

‘নিটুঠানস্তিক’ (সমাপনাস্তিক), ‘সন্নিটুঠানস্তিক’ (অসমাপনাস্তিক), ‘নাসনস্তিক’ (নাশাস্তিক), ‘সবনস্তিক’ (শ্রবণাস্তিক), ‘আসাবচ্ছেদিক’ (আশাচ্ছেদিক), ‘সীমাতিকস্তিক’ (সীমাতিক্রাস্তিক) এবং ‘সহসুরা’ (সহবিনাশিক) ।

(২) সপ্তবিধ আদায়

(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর ‘প্রত্যাগমন করিব না’ সঙ্কল্প করিয়া, প্রস্তুত করা চীবর লইয়া প্রস্থান করে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ ‘পঙ্কমনস্তিক’ নামে অভিহিত হয় । (২) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর (অপ্রস্তুত) চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর ‘এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করিব, প্রত্যাগমন করিব না’ এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ ‘নিটুঠানস্তিক’ নামে অভিহিত হয় । (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর (অপ্রস্তুত) চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে ‘এই চীবর প্রস্তুতও করিব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না’ এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হয় সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ ‘সন্নিটুঠানস্তিক’ নামে অভিহিত হয় । (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর ‘এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না’ এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ ‘নাসনস্তিক’ নামে অভিহিত হয় । (৫) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া ‘প্রত্যাগমন করিব’ এই ভাবিয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে এবং চীবর প্রস্তুত হইবার পর যদি সে শ্রবণ করে : ‘সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে।’ তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ ‘সবনস্তিক’ নামে অভিহিত হয় । (৬) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর ‘প্রত্যাগমন করিব’ এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে ও সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায় এবং যদি সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর ‘প্রত্যাগমন করিব, প্রত্যাগমন করিব’ এইরূপ ভাবিয়া (সীমার) বাহিরে কঠিন বিনাশের সময় অতিবাহিত করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ ‘সীমাতিকস্তিক’ নামে অভিহিত হয় । (৮) যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার

পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায় এবং সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব, প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কঠিন চীবরের বিনাশের প্রতীক্ষা করে, তাহার কঠিন চীবরের বিনাশ ভিক্ষুগণের সহিত হয় বলিয়া (সছুত্তার) অভিহিত হয় ।

। আদায় সপ্তক সমাপ্ত ।

(৩) সপ্তবিধ সমাদায়

(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' ভাবিয়া প্রস্তুত করা চীবর ষথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'পঙ্কমনস্তিক' (প্রস্থানান্তিক) নামে অভিহিত হয় । [পূর্বোক্তরূপে এখানেও সাতটি পাঠ আছে, কেবল পূর্বোক্ত 'লইয়া প্রস্থান করে' এই বাক্যের স্থানে 'ষথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে' এই বাক্যটি বলিতে হইবে ।]

। সমাদায় সপ্তক সমাপ্ত ।

(৪) ষড়্‌বিধ আদায়

(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর অসম্পূর্ণ চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না ।' এই ভাবিয়া যে সেই চীবর প্রস্তুত করায় । সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'নির্টঠানস্তিক' (সমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয় । [পূর্বোক্ত আদায় সপ্তকের 'পঙ্কমনস্তিক' বাক্য ব্যতীত অবশিষ্টাংশ 'প্রস্তুত চীবর' স্থানে 'অপ্রস্তুত চীবর' শব্দ পাঠ করিতে হইবে ; ইহাই পার্থক্য ।]

। আদায় ষটক সমাপ্ত ।

(৫) ষড়্‌বিধ সমাদায়

(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর অসম্পূর্ণ চীবর ষথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না ।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, সেই ভিক্ষুর কঠিন চীবরের বিনাশ 'নির্টঠানস্তিক' (সমাপনান্তিক) নামে অভিহিত হয় । [এখানেও পাঠও পূর্বোক্ত ষটকের স্থায় ; কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' শব্দটি পড়িতে হইবে ।]

। সমাদায় ষটক সমাপ্ত ।

(৬) 'আদায়' কঠিন-বিনাশ

১—যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া চীবর প্রস্তুত করাইলে তাহার কঠিনের বিনাশ 'নির্ট্ঠানস্তিক' (সমাপনাস্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নির্ট্ঠানস্তিক' (অসমাপনাস্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনস্তিক' (নাশাস্তিক) নামে অভিহিত হয়।

২—যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করাইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নির্ট্ঠানস্তিক' (সমাপনাস্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুত করিবই না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নির্ট্ঠানস্তিক' (অসমাপনাস্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর যাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনস্তিক' (নাশাস্তিক) নামে অভিহিত হয়।

৩—যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর অনধিষ্ঠিত চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না যে 'প্রত্যাগমন করিব' এবং এইরূপও হয় না যে 'প্রত্যাগমন করিব না।' কিন্তু সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব কিন্তু প্রত্যাগমন করিব না।'।

এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নির্টঠানস্তিক' (সমাপনাস্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর অনধিষ্ঠিত (অসঙ্ঘ্নিত) চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' কিন্তু সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না, প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সর্নির্টঠানস্তিক' (অপমাপনাস্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন প্রসারিত হইবার পর অনধিষ্ঠিত চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' কিন্তু সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব কিন্তু প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়। প্রস্তুত করাইবার সময় তাহার সেই চীবর বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনস্তিক' (নাশাস্তিক) নামে অভিহিত হয়।

৪—যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব কিন্তু প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নির্টঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না, প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সর্নির্টঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব কিন্তু প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনস্তিক' নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, চীবর প্রস্তুত হইবার পর সে শূন্যে পায় : সেই বিহারে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সর্নির্টঠানস্তিক' (স্রবনাস্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে

যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া সীমার বাহিরে কঠিন বিনাশের সময় অভিহিত করে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সীমাতিকান্তিক' (সীমাতিক্রান্তিক) নামে অভিহিত হয়। যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর লইয়া প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়, সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া কঠিন বিনাশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সহস্কার' (অল্প ভিক্ষুর সহিত কঠিন-বিনাশ) নামে অভিহিত হয়।

(৭) 'সমাদায়' কঠিন-বিনাশ

১—যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর যথার্থভাবে চীবর লইয়া প্রস্থান করে। [পূর্বোক্ত (৬) ১ নম্বরের স্থায়। কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' পড়িতে হইবে।]

২—যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে। [পূর্বোক্ত (৬) ২ নম্বরের স্থায় কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' পড়িতে হইবে।]

৩—যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে। [পূর্বোক্ত (৬) ৩ নম্বরের স্থায়। কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' পড়িতে হইবে।]

৪—যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে। [পূর্বোক্ত (৬) ৪ নম্বরের স্থায়। কেবল 'আদায়' স্থলে 'সমাদায়' পড়িতে হইবে।]

॥ আদায়-ভণিতা সমাপ্ত ॥

(৮) নিরাশায় কঠিনের বিনাশ

১—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর চীবরের আশায় প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইবার পর সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করে, কিন্তু অনাশায় প্রাপ্ত হয়, আশায় প্রাপ্ত হয় না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়, সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নির্ট্টানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর চীবরের আশায় প্রস্থান করে এবং সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করে ;

১. অবশিষ্ট 'আদায়' কঠিন বিনাশের স্থায়। কেবল 'প্রস্তুত চীবর লইয়া প্রস্থান করে' স্থলে 'অনুপূর্ণ চীবর যথার্থভাবে লইয়া প্রস্থান করে' ইহাই পার্থক্য।

বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীঘর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীঘর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে, কিন্তু তাহার সেই চীঘর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই ভিক্কুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

৩—(১) যেই ভিক্কুর কঠিন চীঘর আত্মত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানেই চীঘর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীঘর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে ; কিন্তু অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীঘর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীঘর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্কুর কঠিনের বিনাশ 'নিট্টঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্কুর কঠিন আত্মত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে চীঘর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীঘর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে ; কিন্তু সে অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এই চীঘর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্কুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্টঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্কুর কঠিন আত্মত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে চীঘর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীঘর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে ; কিন্তু অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীঘর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' সে সেই চীঘর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীঘর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইলে সেই ভিক্কুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্কুর কঠিন আত্মত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে চীঘর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানে এই চীঘর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীঘর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে ; কিন্তু তাহার সেই চীঘর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই ভিক্কুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

(৯) আশায় কঠিনের বিনাশ

১—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নির্ট্ঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে। সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নির্ট্ঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে ; সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে ; আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

২—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া শুনিতে পায় : সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'যেহেতু সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, এই জন্ত এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিয়া থাকিব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন

করিব না' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নির্টঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্থত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া শুনিতে পায় : সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'যেহেতু সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, এই ক্রম এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। সে আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নির্টঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্থত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া শুনিতে পায় : সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'যেহেতু সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, অতএব এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্থত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া শুনিতে পায় : সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'যেহেতু সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে, অতএব এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

৩—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্থত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। চীবর প্রস্তুত হইবার পর শুনিতে পায় : সেই আবাসে কঠিনের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সবনস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আস্থত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া

চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব, প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' একরূপ ভাবিতে ভাবিতে সীমার বাহিরে কঠিন বিনাশের সময় অতিবাহিত করে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সীমাতিকস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব' এই ভাবিয়া চীবর প্রাপ্তির আশায় প্রস্থান করে, সে সীমার বাহিরে যাইয়া সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। সে আশায় লাভ করে, অনাশায় লাভ করে না। সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কঠিন বিনাশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সহুত্তার' (সহ বিনাশ) নামে অভিহিত হয়।

॥ আশা দ্বাদশক সমাপ্ত ॥

(১০) করণীয় দ্বারা কঠিন বিনাশ

১—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আত্মত হইবার পর কোন কার্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। তখন সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তাহার মনে তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব, প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নির্টঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর কোন কার্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয় এবং সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে ; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না, প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সনির্টঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার

পর কোন কার্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্ত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্ত করায়। তাহার সেই চীবর প্রাপ্ত করাইবার সময় বিনষ্ট হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আকৃত হইবার পর কোন কার্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব, প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

২—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আকৃত হইবার পর কোন কার্যবশত 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্ত করাইব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্ত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নির্ট্ঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আকৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া কোন কার্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। তখন সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এই চীবর প্রাপ্ত করাইবই না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সম্নির্ট্ঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আকৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া কোন কার্যবশত প্রস্থান করে, সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়; সে তখন সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এই চীবর প্রাপ্ত করাইবই না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্ত করায়। তাহার সেই চীবর প্রাপ্ত করাইবার সময় বিনষ্ট হয়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আকৃত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব না' এই ভাবিয়া কোন কার্যবশত প্রস্থান করে সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির

আশা উৎপন্ন হয়। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

৩—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আশ্রিত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে কোন কার্যবশত প্রস্থান করে, তখন তাহার মনে এরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব, প্রত্যাগমন গমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নির্ট্ঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আশ্রিত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে কোন কার্যবশত প্রস্থান করে, তখন তাহার মনে এইরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়, সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নির্ট্ঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৩) যেই ভিক্ষু কঠিন আশ্রিত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে কোন কার্যবশত প্রস্থান করে, তখন তাহার মনে এরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। সে সেই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে; অনাশায় লাভ করে, আশায় লাভ করে না। তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীবর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনস্তিক' নামে অভিহিত হয়। (৪) যেই ভিক্ষু কঠিন আশ্রিত হইবার পর বিনা অধিষ্ঠানে কোন কার্যবশত প্রস্থান করে, তখন তাহার মনে এরূপ হয় না : 'প্রত্যাগমন করিব' কিংবা 'প্রত্যাগমন করিব না।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার চীবর প্রাপ্তির আশা উৎপন্ন হয়। তাহার মনে তখন এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'এখানেই এই চীবর প্রাপ্তির আশা পোষণ করিব, প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীবর

প্রাপ্তির আশা পোষণ করিতে থাকে। তাহার সেই চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'আসাবচ্ছেদিক' নামে অভিহিত হয়।

। করণীয় দ্বাদশক সমাপ্ত ॥

(১১) স্বপ্ন ত্যাগ না করায় কঠিনের বিনাশ

১—(১) সেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আকৃত হইবার পর চীবরে স্বীয় অংশের স্বপ্ন ত্যাগ না করিয়া (অপবিনয়মানো) স্থানান্তরে প্রস্থান করে এবং স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে ভিক্ষুগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে : “বন্ধো ! আপনি কোথায় বর্ষাবাস করিয়াছেন এবং আপনার চীবরের ভাগ কোথায় ?” তদন্তরে সে বলে—“আমি অমুক আবাসে বর্ষাবাস করিয়াছি এবং সেই আবাসেই আমার চীবরের অংশ আছে।” তখন তাহারা বলে—“বন্ধো ! যাইয়া সেই চীবর লইয়া আসুন, এখানে আমরা আপনাকে চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।” সে সেই আবাসে যাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করে, “বন্ধো ! আমার চীবরের অংশ কোথায় ?” তদন্তরে তাহারা বলে—“বন্ধো ! ইহাই আপনার চীবরের অংশ। আপনি কোথায় যাইবেন ?” সে তদন্তরে বলে—“আমি অমুক আবাসে যাইব, সেখানে ভিক্ষুগণ আমার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিবেন।” তখন তাহারা বলে—“বন্ধো ! যাইবার প্রয়োজন নাই, এখানে আমরা আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।” তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।’ এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করাইয়া লয়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘নির্টঠানস্তিক’ নামে অভিহিত হয়। [২ ‘সন্নির্টঠানস্তিক’ এবং ৩ ‘নাসনস্তিক’ পূর্ববৎ ।]

২—(১) সেই ভিক্ষু কঠিন আকৃত হইবার পর চীবরে স্বীয় অংশের স্বপ্ন ত্যাগ না করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে, স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে সেখানের ভিক্ষুগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে—“বন্ধো ! আপনি কোথায় বর্ষাবাস করিয়াছেন এবং আপনার চীবরের অংশই বা কোথায় ?” সে তদন্তরে বলে—“আমি অমুক আবাসে বর্ষাবাস করিয়াছি, সেখানেই আমার চীবরের অংশ আছে।” তাহারা বলে—“বন্ধো ! যাইয়া সেই চীবর লইয়া আসুন, এখানে আমরা আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।” সে সেই আবাসে যাইয়া ভিক্ষুগণের নিকট জিজ্ঞাসা করে—“বন্ধো ! আমার চীবরের অংশ কোথায় ?” তাহারা তদন্তরে বলে—“বন্ধো ! ইহাই আপনার চীবরের অংশ।” সে সেই চীবর লইয়া সেই আবাসে গমন করে : তাহাকে রাস্তার মধ্যে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করে—“বন্ধো !

আপনি কোথায় যাইবেন ?” তত্বরে সে বলে—“আমি অমুক আবাসে যাইব, সেখানে ভিক্ষুগণ আমার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিবেন।” তখন তাহারা বলে—“বন্ধো ! যাইবার প্রয়োজন নাই ; আমরা এখানে আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।” তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় ; ‘এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।’ এই ভাবিয়া সে সেই চীবর প্রস্তুত করাইতে থাকে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘নির্টঠানস্তিক’ নামে অভিহিত হয়। (২) যেই ভিক্ষু কঠিন আত্মত হইবার পর চীবরে স্বীয় অংশের স্বত্ব ত্যাগ না করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে এবং স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে তাহাকে সেখানের ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করে : “বন্ধো ! আপনি কোথায় বর্ষাবাস করিয়াছেন এবং আপনার চীবরের অংশই বা কোথায় ?” তত্বরে সে বলে—“আমি অমুক আবাসে বর্ষাবাস করিয়াছি, সেখানে আমার চীবরের অংশ রহিয়াছে।” তখন তাহারা বলে—“বন্ধো ! যাইয়া সেই চীবর লইয়া আসুন ; আমরা এখানে আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।” সে সেই আবাসে যাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করে—“বন্ধো ! আমার চীবরের অংশ কোথায় ?” তাহারা বলে—“বন্ধো ! ইহাই আপনার চীবরের অংশ।” সে সেই চীবর লইয়া সেই আবাসে গমন করে। বাস্তব মধ্যে তাহাকে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করে : “বন্ধো ! আপনি কোথায় যাইবেন ?” তত্ববে সে বলে—“আমি অমুক আবাসে যাইব, সেখানে ভিক্ষুগণ আমার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিবেন।” তত্বরে তাহারা বলে—“বন্ধো ! যাইবার প্রয়োজন নাই, আমরা এখানে আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।” তখন তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘এই চীবর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।’ সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ ‘সন্নির্টঠানস্তিক’ নামে অভিহিত হয়। [৩ ‘নাসনস্তিক’ পূর্ববৎ।]

৩—(১) যেই ভিক্ষু কঠিন চীবর আত্মত হইবার পর চীবরে স্বীয় অংশের স্বত্ব ত্যাগ না করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করে এবং স্থানান্তরে উপস্থিত হইলে তাহাকে ভিক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করে : “বন্ধো ! আপনি কোথায় বর্ষাবাস করিয়াছেন এবং আপনার চীবরের অংশই বা কোথায় ?” তত্বরে সে বলে—“আমি অমুক আবাসে বর্ষাবাস করিয়াছি, সেখানে আমার চীবরের অংশ রহিয়াছে।” তখন তাহারা বলে—“বন্ধো ! যাইয়া সেই চীবর লইয়া আসুন, আমরা এখানে আপনার চীবর প্রস্তুত করিয়া দিব।” সে সেই আবাসে যাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করে—“বন্ধুগণ ! আমার চীবরের অংশ কোথায় ?” তত্বরে তাহারা বলে—“ইহাই আপনার চীবরের অংশ।” সে সেই চীবর লইয়া সেই আবাসে গমন করে। সেই আবাসে উপস্থিত হইলে তাহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘এখানেই এই চীবর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমনও করিব না।’

না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীঘর প্রস্তুত করাইতে থাকে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নির্ট্ঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়। [২ 'সন্নিট্ঠানস্তিক' এবং ৩ 'নাসনস্তিক' পূর্ববৎ।]

। স্বত্যাগ না করা নবক সমাপ্ত ।

(১২) নিরাপদবাসে কঠিন চীঘরের বিনাশ

১—যেই ভিক্ষু কঠিন চীঘর আকৃত হইবার পর নিরাপদে বাসের নিমিত্ত এই মনে করিয়া চীঘর লইয়া প্রস্থান করে : 'অমুক আবাসে যাইব, সেখানে যদি আমি নিরাপদে থাকিতে পারি তাহা হইলে বাস করিব, যদি আমার নিরাপদ বোধ না হয় তাহা হইলে অমুক আবাসে যাইব। সেখানে আমার নিরাপদ বোধ হইলে তথায় থাকিব, যদি নিরাপদ বোধ না হয় তাহা হইলে অমুক আবাসে যাইব। সেখানে যদি আমার নিরাপদ বোধ হয় তাহা হইলে তথায় থাকিব, যদি নিরাপদ বোধ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব।' সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীঘর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীঘর প্রস্তুত করায়। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নির্ট্ঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়।

২—.....যদি আমার নিরাপদ বোধ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব। সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এই চীঘর প্রস্তুতও করাইব না এবং প্রত্যাগমনও করিব না।' সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সন্নিট্ঠানস্তিক' নামে অভিহিত হয়।

৩—.....যদি আমার নিরাপদ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব। সীমার বাহিরে যাইবার পর তাহার মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'এখানেই এই চীঘর প্রস্তুত করাইব এবং প্রত্যাগমন করিব না।' এই ভাবিয়া সে সেই চীঘর প্রস্তুত করায়। তাহার সেই চীঘর প্রস্তুত করাইবার সময় বিনষ্ট হইয়া গেলে সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'নাসনস্তিক' নামে অভিহিত হয়।

৪—.....যদি আমার নিরাপদ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব। সীমার বাহিরে যাইবার পর সে সেই চীঘর প্রস্তুত করায়। সেই চীঘর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে কঠিন বিনাশের সময় অভিহিত করে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সীমাত্তিকস্তিক' নামে অভিহিত হয়।

৫—.....যদি আমার নিরাপদ না হয় তাহা হইলে প্রত্যাগমন করিব। সে সীমার

বাহিরে ষাইয়া সেই চীবর প্রস্তুত করায়। সে চীবর প্রস্তুত হইবার পর 'প্রত্যাগমন করিব', 'প্রত্যাগমন করিব', এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কঠিন বিনাশের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। সেই ভিক্ষুর কঠিনের বিনাশ 'সহুস্তার' (সঙ্গে বিনাশ) নামে অভিহিত হয়।

॥ পঞ্চ নিরাপদ বাস সমাপ্ত ॥

কঠিন চীবরের প্রতিবন্ধক

হে ভিক্ষুগণ! কঠিন চীবরের দ্বিবিধ প্রতিবন্ধক এবং দ্বিবিধ অপ্রতিবন্ধক আছে। ভিক্ষুগণ! কঠিনের দ্বিবিধ প্রতিবন্ধক কি-কি? আবাস প্রতিবন্ধক এবং চীবর প্রতিবন্ধক।

১—হে ভিক্ষুগণ! আবাস-প্রতিবন্ধক কি ভাবে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু কোন আবাসে বাস করিতে থাকে অথবা 'প্রত্যাগমন করিব' এরূপ ইচ্ছা পোষণ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর আবাস-প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ! চীবর-প্রতিবন্ধক কি ভাবে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত না হয় অথবা চীবর অসম্পূর্ণ থাকে কিংবা চীবর লাভের আশা উচ্ছিন্ন না হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষুর এইরূপে চীবর-প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ! কঠিনের এই দ্বিবিধ প্রতিবন্ধক।

২—হে ভিক্ষুগণ! কঠিনের দ্বিবিধ অপ্রতিবন্ধক কি-কি? আবাস-অপ্রতিবন্ধক এবং চীবর-অপ্রতিবন্ধক।

হে ভিক্ষুগণ! আবাস-অপ্রতিবন্ধক কি ভাবে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু 'প্রত্যাগমন করিব না' এইরূপ ভাবিয়া সেই আবাস হইতে ত্যাগ করিয়া, বমির গায় ত্যাগ করিয়া, মুক্ত হইয়া, প্রত্যাশা না রাখিয়া প্রস্থান করে তাহা হইলে আবাস-অপ্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ! চীবর-অপ্রতিবন্ধক কি ভাবে উপস্থিত হয়? ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত হইয়া থাকে অথবা নষ্ট, বিনষ্ট, দগ্ধ কিংবা চীবর প্রাপ্তির আশা উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে এরূপে চীবর-অপ্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। ভিক্ষুগণ! কঠিনের এই দ্বিবিধ অপ্রতিবন্ধক।

॥ কঠিন-স্বন্ধ সমাপ্ত ॥

৮—চীবর-স্কন্ধ

বিধিসম্মত চীবর এবং তাহার প্রভেদ

[স্থান :—রাজগৃহ]

(১) জীবক-চরিত

সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন,—ষেণুবনে, কলঙ্ক-নিবাপে। সেই সময় বৈশালী সমৃদ্ধ, ক্ষীত (বিসৃত), বহুজনাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ ছিল। তথায় ৭৭০৭ প্রাসাদ, ৭৭০৭ কূটাগার, ৭৭০৭ প্রমোদউষ্ঠান এবং ৭৭০৭ পুষ্করিণী ছিল। আত্রপালী নাম্নী গণিকা অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা, প্রাসাদ-উৎপাদিকা, পরম রূপবতী এবং নৃত্যগীতবাঞ্চে নিপুণা ছিল। সে অর্থীপ্রত্যর্থাগণ হইতে প্রতি রাত্রিতে পঞ্চাশ মুদ্রা লইয়া অভিসারে গমন করিত। তাহার উপস্থিতিতে বৈশালী অধিকভাবে শোভা পাইতেছিল। কোন কার্যোপলক্ষে রাজগৃহের নৈগম^১ বৈশালীতে আগমন করিয়াছিলেন। রাজগৃহের নৈগম দেখিতে পাইলেন : “বৈশালী সমৃদ্ধ, ক্ষীত, বহু জনাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ। সেইখানে ৭৭০৭ প্রাসাদ, ৭৭০৭ কূটাগার, ৭৭০৭ প্রমোদউষ্ঠান এবং ৭৭০৭ পুষ্করিণী বিরাজমান এবং আত্রপালী নাম্নী গণিকা অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা, প্রাসাদ উৎপাদিকা, পরম রূপবতী এবং নৃত্য-গীত-বাঞ্চে নিপুণা। সে অর্থীপ্রত্যর্থাগণ হইতে প্রতিরাত্রি পঞ্চাশ মুদ্রা লইয়া অভিসারে গমন করিতেছে। তাহার উপস্থিতিতে বৈশালী অধিকভাবে শোভা পাইতেছে।” রাজগৃহের নৈগম বৈশালীতে তাঁহার কার্য সমাপ্ত করিয়া পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে কহিলেন :—

“দেব। বৈশালী সমৃদ্ধ, ক্ষীত, বহুজনাকীর্ণ এবং সুভিক্ষ। ঐ স্থানে ৭৭০৭ প্রাসাদ, ৭৭০৭ কূটাগার, ৭৭০৭ প্রমোদউষ্ঠান এবং ৭৭০৭ পুষ্করিণী বিরাজমান এবং আত্রপালী নাম্নী গণিকা অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা, প্রাসাদ উৎপাদিকা, পরম রূপবতী এবং নৃত্যগীতবাঞ্চে নিপুণা। সে অর্থীপ্রত্যর্থা হইতে প্রতিরাত্রিতে পঞ্চাশ মুদ্রা লইয়া অভিসারে গমন করে ; তাহার উপস্থিতিতে বৈশালী অধিকতর শোভা পাইতেছে। অতএব দেব। আমরাও আমাদের রাজগৃহে গণিকা স্থাপন করিব।”

“তাহা হইলে আপনি তাদৃশী কুমারীর অহুমহান করুন যাহাকে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োগ করিতে পারা যাইবে।”

সেই সময় রাজগৃহে শালবতী নামী কুমারী অভিরূপা, দর্শনযোগ্যা, প্রসাদ উৎপাদিকা এবং পরম রূপবতী ছিল। রাজগৃহের নৈগম শালবতী নামী কুমারীকে গণিকাবৃত্তিতে নিয়োগ করিলেন। গণিকা শালবতী অচিরেই নৃত্যগীতবাঞ্চে নিপুণা হইয়া উঠিল এবং অর্থপ্রত্যর্থগণ হইতে শতমুদ্রা লইয়া রাতে অভিসারে যাইতে লাগিল। গণিকা শালবতী অচিরেই গর্ভবতী হইল। তখন শালবতী গণিকার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘গর্ভবতী নারী পুরুষের অপ্ৰিয়া হইয়া থাকে, যদি আমার সম্বন্ধে কেহ জানিতে পারে, শালবতী গণিকা গর্ভবতী হইয়াছে তাহা হইলে আমার সমস্ত সংকার হ্রাস পাইয়া যাইবে, অতএব আমি পীড়ার ভাণ করিব।’ এই ভাবিয়া শালবতী গণিকা দৌবারিককে অনুরূপ প্রদান করিল—“ভগ্নে দৌবারিক ! কোন পুরুষকে প্রবেশ করিতে দিও না, যদি কেহ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে তাহা হইলে পীড়িত হইয়াছি বলিও।”

“তাহাই হউক, আর্ঘ্যে !” বলিয়া সেই দৌবারিক শালবতী গণিকাকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

গর্ভ পূর্ণতা লাভ করিবার পর শালবতী গণিকা গুত্র প্রসব করিল। তখন শালবতী গণিকা দাসীকে আদেশ করিল—“দাসি ! এই বালককে, জীর্ণ শূর্ণে স্থাপন করিয়া, বাহির করিয়া, আবর্জ্ঞনাস্থাপে পরিত্যাগ কর।” “তথাস্তু, আর্ঘ্যে !” বলিয়া সেই দাসী শালবতী গণিকাকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া সেই বালককে জীর্ণ শূর্ণে স্থাপন করিয়া, বাহির করিয়া আবর্জ্ঞনাস্থাপে পরিত্যাগ করিল। সেই সময় অভয় নামক রাজকুমার প্রত্যুখে রাজ-সেবায় যাইবার সময় সেই বালককে কাকপরিকীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভগ্নে ! কাকপরিকীর্ণ উহা কি ?” “দেব ! একটি বালককে কাকপরিকীর্ণ অবস্থায় দেখা যাইতেছে।” “ভগ্নে ! বালক জীবিত আছে কি ?” “হাঁ, দেব ! জীবিত আছে।” “ভগ্নে ! তাহা হইলে বালককে আমাদের অন্তঃপুরে নিয়া ধাত্রীদিগকে পোষণ করিতে প্রদান কর।” “তাহাই হউক, দেব !” বলিয়া সেই মনুষ্যগণ রাজকুমার অভয়কে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বালককে রাজকুমার অভয়ের অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া ‘পোষণ কর’ বলিয়া ধাত্রীগণকে প্রদান করিল। ‘জীবিত আছে’ বলিয়া তাহার নাম রাখিলেন ‘জীবক।’ কুমার কর্তৃক প্রতিপালিত বলিয়া কোমারভূত্য নাম রাখিলেন। কোমারভূত্য জীবক অচিরেই বিজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইল। কোমারভূত্য জীবক রাজকুমার অভয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া রাজকুমার অভয়কে কহিলেন—“দেব ! আমার মাতা’ কে এবং

১. অন্ত রাজপুত্রগণ খেলিবার সময় খগড়া উপস্থিত হইলে ঠাহাকে মাতৃ-পিতৃহীন বলিয়া উপহাস করিতেন।—সম-গামা।]

পিতাই বা কে ?” “বৎস জীবক ! আমিও তোমার মাতা কে তাহা জানি না, তবে নাকি আমিই তোমার পিতা ; কেন না তুমি আমার দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছ।” কোমারভৃত্য জীবকের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “এই রাজকুলে বিনা শিল্পে জীবন ধারণ করা সহজ নহে ; অতএব আমি শিল্প শিক্ষা করিব।”

সেই সময়ে তক্ষশিলায় জনৈক খ্যাতনামা ভিক্ষু বাস করিতেন। কোমারভৃত্য জীবক রাজকুমার অভয়ের অমুমতি না লইয়া তক্ষশিলায় প্রস্থান করিলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে পর্যটন করিয়া তক্ষশিলায় বৈষ্ণব নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণকে সম্বোধন করিলেন—“আচার্য্য ! আমি শিল্প শিক্ষা করিতে চাই।” “ভগ্নে জীবক ! তাহা হইলে শিক্ষা করিতে পার।” কোমারভৃত্য জীবক অধিক পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিলেন, শীঘ্র অর্থবোধ করিতে লাগিলেন, সম্যকভাবে ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অধিগত বিষয় স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইলেন। সাত বৎসর পরে জীবকের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “আমি অধিক পাঠ গ্রহণ করিতেছি, শীঘ্র অর্থবোধ করিতেছি, সম্যকভাবে ধারণ করিতেছি এবং অধিগত বিষয় স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইতেছি তথাপি সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়া এই বিদ্যার অবসান পরিদৃষ্ট হইতেছে না। কখন এই বিদ্যার অবসান পরিদৃষ্ট হইবে ?” অতঃপর জীবক বৈষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণকে কহিলেন—“আচার্য্য ! আমি অধিক পাঠ গ্রহণ করিতেছি, শীঘ্র অর্থবোধ করিতেছি, সম্যকভাবে ধারণ করিতেছি এবং অধিগত বিষয় স্মরণ রাখিতে সমর্থ হইতেছি ; কিন্তু সাত বৎসর অধ্যয়ন করিয়াও এই বিদ্যার অবসান হইতেছে না। কখন এই বিদ্যার অন্ত পরিদৃষ্ট হইবে ?” “ভগ্নে জীবক ! তাহা হইলে তুমি খনিজ লইয়া তক্ষশিলায় চতুর্দিকে যোজন পরিমিত স্থানে বিচরণ করিয়া ভৈষজ্যের অমুপযোগী যাহা দেখিতে পাইবে তাহা লইয়া আইস।” “তাহাই হউক, আচার্য্য !” বলিয়া জীবক সেই বৈষ্ণকে প্রত্যুত্তরে সন্মতি জ্ঞাপন করিয়া, খনিজ হস্তে তক্ষশিলায় চতুর্দিকে যোজন-পরিমিত স্থান বিচরণ করিয়াও ভৈষজ্যের অমুপযোগী কিছু দেখিতে পাইলেন না। অতঃপর জীবক বৈষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া বৈষ্ণকে কহিলেন—

১. ‘আমি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিব’ বলিয়া চিন্তা করিলেন। তিনি ভাবিলেন : ‘এই হস্তী-বিদ্যা, অশ্ব-বিদ্যা পৰীক্ষাদায়ক ; কিন্তু চিকিৎসা-বিদ্যা মৈত্রী^১ সংযুক্ত এবং প্রাণিগণের হিতসাধক।’ এই জন্ত তিনি চিকিৎসা-বিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। ২. অল্প ক্রিয় কুমারগণ আচার্য্যকে বেতন দিয়া আচার্য্যের কোন কাজ না করিয়া অধ্যয়ন করেন কিন্তু জীবক তাহা করিতে পারিলেন না। তিনি আচার্য্যকে সামান্ত বেতনও না দিয়া ধর্মাস্থেবাসী (অবৈতনিক ছাত্র) হইয়া একবেলা আচার্য্যের কাজ করিয়া অল্প বেতন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এরূপ হইলেও তিনি খীর মেধাবলে অধিক পাঠ গ্রহণে সমর্থ হইলেন।—সব-পাসা।

“আচার্য্য ! আমি তক্ষশিলার চতুর্দিকে যোজন-পরিমিত স্থান পর্যটন করিলাম, কিন্তু ভৈষজ্যের অল্পপযোগী কিছু দেখিতে পাইলাম না।” “ভগ্নে জীবক ! তুমি শিক্ষিত হইয়াছ, তোমার জীবিকানির্বাহের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।” এই বলিয়া তিনি জীবককে সামান্ত পাথের দিয়া বিদায় করিলেন। জীবক সামান্ত পাথের লইয়া রাজগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জীবকের সেই সামান্ত মাত্র পাথের পথের মধ্যে সাকেতে নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন জীবকের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘এই পথ বনের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া গিয়াছে, তথায় পানীয় এবং ভক্ষ্য সুলভ নহে, বিনা পাথেরে গমন করা চূড়র ; অতএব আমি পাথের অন্বেষণ করিব।’

সেই সময়ে সাকেতে শ্রেষ্ঠী-পত্নীর সাত বৎসরের শিররোগ ছিল। বহু মহা মহা বৈদ্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়া চিকিৎসা করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বহু হীরক পারিশ্রমিকরূপে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। জীবক সাকেতে প্রবেশ করিয়া জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আমি চিকিৎসা করিতে পারি তেমন রোগী এদেশে আছে কি ?” “আচার্য্য ! এই শ্রেষ্ঠী-পত্নীর নিকট সাত বৎসরের শিররোগ আছে, অতএব আপনি যাইয়া তাঁহার চিকিৎসা করিতে পারেন।”

অনন্তর জীবক শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া দৌবারিককে আদেশ করিলেন : “হে দৌবারিক ! শ্রেষ্ঠী-পত্নীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে বল, আর্ষ্যে ! একজন চিকিৎসক আসিয়াছেন, তিনি আপনাকে দেখিতে চাহেন।” “আচার্য্য ! তাহাই হউক” বলিয়া দৌবারিক জীবককে প্রত্যাভরে সম্মতি জানাইয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীর নিকট উপস্থিত হইল : উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীকে কহিল—“আর্ষ্যে ! জনৈক চিকিৎসক আসিয়াছেন, তিনি আপনাকে দেখিতে চাহেন।” “দ্বারপাল ! চিকিৎসক কিরূপ ?” “আর্ষ্যে ! তিনি অল্পবয়স্ক।” “দৌবারিক ! প্রয়োজন নাই ; অল্পবয়স্ক চিকিৎসক আমার কি করিতে পারিবে ? বহু মহা মহা বৈদ্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়া চিকিৎসা করিয়া আমাকে রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই ; কেবল মাত্র বহু হিরণ্য লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।”

দৌবারিক জীবকের নিকট উপস্থিত হইল ; উপস্থিত হইয়া জীবককে কহিল— “আচার্য্য ! শ্রেষ্ঠী-পত্নী বলিতেছেন, প্রয়োজন নাই ; অল্পবয়স্ক চিকিৎসক আমার কি করিতে পারিবে ? বহু মহা মহা বৈদ্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়া, চিকিৎসা করিয়া আমায় রোগমুক্ত করিতে পারেন নাই, কেবলমাত্র বহু হীরক লইয়া প্রস্থান করিয়াছেন।” “ভগ্নে দৌবারিক ! শ্রেষ্ঠী-পত্নীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে বল : ‘আর্ষ্যে ! বৈদ্য বলিতেছেন, পূর্বে কিছু প্রদান করিতে হইবে না, যখন আরোগ্য লাভ করিবেন তখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহা দিলে চলিবে।’” “আচার্য্য ! তাহাই হউক” বলিয়া সেই

দৌবারিক জীবককে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীর নিকট উপস্থিত হইল ; উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীকে কহিল—“আর্য্যে ! বৈষ্ণ বসিতেছেন, ‘পূর্বে নাকি কিছু দিতে হইবে না, যখন আরোগ্য লাভ করিবেন তখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহা দিলে চলিবে।’” “দৌবারিক ! তাহা হইলে বৈষ্ণ আসিতে পারেন।” “আর্য্যে ! তথাস্তু” বলিয়া দৌবারিক শ্রেষ্ঠী-পত্নীকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া জীবকের নিকট উপস্থিত হইল ; উপস্থিত হইয়া জীবককে কহিল—“আচার্য্য ! শ্রেষ্ঠী-পত্নী আপনাকে আহ্বান করিতেছেন।”

অতঃপর জীবক শ্রেষ্ঠী-পত্নীর নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীর বিকার (রোগলক্ষণ) পর্য্যবেক্ষণ করিয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীকে কহিলেন—“আর্য্যে ! গণ্ডুযমাত্র চর্কি আমার প্রয়োজন।” শ্রেষ্ঠী-পত্নী জীবককে গণ্ডুয পরিমাণ চর্কি প্রদান করিলেন। জীবক সেই গণ্ডুয পরিমাণ চর্কি বিবিধ ভৈষজ্য সংযোগে পাক করিয়া শ্রেষ্ঠী-পত্নীকে উস্তানভাবে মঞ্চে শয়ন করাইয়া নাসিকায় প্রদান করিলেন। সেই চর্কি নাসিকায় প্রদত্ত হইবার পর মুখ দিয়া নিঃসৃত হইল। শ্রেষ্ঠী-পত্নী তাহা পিক্‌দানিতে নিক্ষেপ করিয়া দাসীকে আদেশ করিলেন—“দাসি ! এই চর্কি তুলা দ্বারা মুছিয়া লইয়া রাখিয়া দাও।” তাহা দেখিয়া জীবকের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “আশ্চর্য্য ব্যাপার ! এই ঘরগী কেমন কৃপণা ! যে এই পরিত্যজ্য চর্কি তুলা দ্বারা মুছিয়া গ্রহণ করাইতেছে সে আমায় কি প্রদান করিবে ? আমাকে ত বহু মূল্যবান বহু ভৈষজ্য দিতে হইয়াছে !” শ্রেষ্ঠী-পত্নী জীবকের ভাবান্তর লক্ষ করিয়া জীবককে কহিলেন—“আচার্য্য ! আপনি কি বিমনা (উদ্ভিগ) হইলেন ?” “হাঁ, আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইয়াছে ; বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার ! এই ঘরগী কেমন কৃপণা ! যে এই পরিত্যজ্য চর্কি তুলা দ্বারা মুছিয়া গ্রহণ করাইতে পারে সে আমায় কি প্রদান করিবে ? আমাকে ত বহুমূল্য বহু ভৈষজ্য প্রদান করিতে হইয়াছে !” “আচার্য্য ! আমরা সংসারী লোক সঙ্কয়ের উপকারিতা বুঝিয়া থাকি। এই চর্কি দাস অথবা কর্মচারিগণের পদে মালিস করা যাইতে পারে অথবা এতদ্বারা প্রদীপ জালা যাইতে পারে।” “আচার্য্য ! আপনি বিমনা হইবেন না, আপনাকে যাহা দিতে হইবে তাহা অন্ন হইবে না।”

জীবক শ্রেষ্ঠী-পত্নীর সাত বৎসরের শিররোগ একবার মাত্র নস্ত প্রয়োগে বিদূরিত করিলেন। শ্রেষ্ঠী-পত্নী আরোগ্য লাভ করিয়া জীবককে চারিসহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। তাঁহার পুত্র ‘আমার মাতা নীরোগ হইয়াছেন।’ এই ভাবিয়া চারিসহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। তাঁহার স্ত্রী ‘আমার স্বামীর আরোগ্য লাভ করিয়াছেন’ এই ভাবিয়া চারিসহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। শ্রেষ্ঠী গৃহপতি ‘আমার পত্নী

আরোগ্যলাভ করিয়াছে' এই ভাবিয়া চারিসহস্র মুদ্রা, দাসদাসী এবং অশ্বরথ প্রদান করিলেন। জীবক সেই ষোড়শসহস্র মুদ্রা, দাসদাসী এবং অশ্বরথ লইয়া রাজগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমাগত বিচরণ করিয়া রাজগৃহে রাজকুমার অভয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া রাজকুমার অভয়কে কহিলেন— “দেব! আমার সর্বপ্রথম উপার্জিত এই ষোড়শসহস্র মুদ্রা, দাসদাসী এবং অশ্বরথ আমায় প্রতিপালনের ব্যয়স্বরূপ আপনি প্রতিগ্রহণ করুন।” “বৎস জীবক! তাহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, তাহা তোমারই হউক; তুমি আমাদের অন্তঃপুর সীমার মধ্যে গৃহ প্রস্তুত কর।” “তাহাই হউক, দেব!” বলিয়া জীবক রাজকুমার অভয়কে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া তাঁহার অন্তঃপুর সীমার মধ্যে গৃহ প্রস্তুত করিলেন।

সেই সময়ে মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের নিকট ভগন্দররোগ হইয়াছিল। তাঁহার পরিহিত বস্ত্র রক্তরঞ্জিত হইয়া যাইত। তাহা দেখিয়া দেবিগণ ‘দেব এখন ঋতুমতী হইয়াছেন, দেবের পুষ্প উৎপন্ন হইয়াছে, দেব অচিরেই প্রসব করিবেন’ এই বলিয়া উপহাস করিতেন। তাহাতে রাজাকে মৌন থাকিতে হইত। মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার রাজকুমার অভয়কে কহিলেন—“অভয়! আমার তাদৃশ রোগ হইয়াছে যাহাতে পরিহিত বস্ত্র রক্তরঞ্জিত হইয়া যায়; দেবিগণ তদর্শনে ‘দেব এখন ঋতুমতী হইয়াছেন, দেবের পুষ্প উৎপন্ন হইয়াছে, অচিরেই দেব প্রসব করিবেন’ এই বলিয়া আমাকে উপহাস করিতেছেন। অভয়! আমাকে তাদৃশ বৈদ্যের সংবাদ প্রদান কর যিনি আমাকে চিকিৎসা করিতে পারেন।” “দেব! এই যে আমাদের সুশিক্ষিত তরুণ বৈদ্য জীবক সে আপনাকে চিকিৎসা করিতে পারে।” “অভয়! তাহা হইলে আমাকে চিকিৎসা করিতে জীবককে আদেশ কর।” রাজকুমার অভয় জীবককে আদেশ করিলেন—“বৎস জীবক! রাজার চিকিৎসা কর।” “তাহাই করিব, দেব!” বলিয়া জীবক রাজকুমার অভয়কে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া নখে করিয়া ভৈষজ্য লইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে কহিলেন—“দেব! আপনার রোগ দেখিতে চাই।” জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের ভগন্দররোগ একবারমাত্র প্রলেপ দানে বিদূরিত করিলেন। মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার আরোগ্য লাভ করিয়া পঞ্চশত নারীকে সর্বালঙ্কারে বিভূষিত করাইলেন এবং পুনরায় তাহা উন্মোচন করাইয়া, রাশি করাইয়া জীবককে কহিলেন—“জীবক! পঞ্চশত নারীর এই সমুদয় অলঙ্কার তোমার হউক।” “দেব! তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই; কেবলমাত্র দেব আমার উপকারটুকু স্বরণ রাখিলে আমি কৃতার্থ হইব।” “জীবক! তাহা হইলে

তুমি আমার, রাণিগণের এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসভ্যের সেবা করিতে পার।” “তাহাই হউক, দেব!” বলিয়া জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে প্রত্যাভূরে সন্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

সেই সময়ে রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠীর সাতবৎসরের শিররোগ ছিল। বহু মহা মহা বৈদ্য আসিয়া চিকিৎসা করিয়াও আরোগ্য করিতে পারিলেন না, কেবল বহু হীরক লইয়া চলিয়া গেলেন। অপিচ বৈদ্যগণ কর্তৃক তিনি পরিত্যক্ত হইলেন। কোন কোন বৈদ্য কহিলেন—“পাঁচদিন পরে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন।” আবার কোন কোন বৈদ্য কহিলেন—“সাত দিন পরে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন।” রাজগৃহ-নৈগমের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—“এই শ্রেষ্ঠী গৃহপতি রাজা এবং নৈগমের বড় উপকারী; কিন্তু তিনি বৈদ্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। কোন কোন বৈদ্য বলিয়াছেন, পঞ্চমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন; আবার কোন কোন বৈদ্য বলিয়াছেন সপ্তমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন। এই যে রাজবৈদ্য জীবক তরুণ এবং সুশিক্ষিত; অতএব আমরা জীবকের দ্বারা শ্রেষ্ঠী গৃহপতিকে চিকিৎসা করাইবার জন্ত রাজার অনুমতি প্রার্থনা করিব।” এই ভাবিয়া রাজগৃহের নৈগম মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে কহিলেন—“দেব! এই শ্রেষ্ঠী গৃহপতি মহারাজ এবং নৈগমের বড় উপকারী; কিন্তু তিনি বৈদ্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। কোন কোন বৈদ্য বলিয়াছেন পঞ্চমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন; আবার কোন কোন বৈদ্য বলিয়াছেন সপ্তমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন। অতএব মহারাজ শ্রেষ্ঠী গৃহপতিকে চিকিৎসা করিবার জন্ত জীবক বৈদ্যকে আদেশ করুন।”

মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার জীবককে আদেশ করিলেন—“জীবক! শ্রেষ্ঠী গৃহপতির চিকিৎসা কর।” “তথাস্তু, দেব!” বলিয়া জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে প্রত্যাভূরে সন্মতি জানাইয়া শ্রেষ্ঠী গৃহপতির নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া শ্রেষ্ঠী গৃহপতির বিকার লক্ষ করিয়া শ্রেষ্ঠী গৃহপতিকে কহিলেন—“গৃহপতি! যদি আমি আপনাকে আরোগ্য করি তাহা হইলে আমাকে কি দিবেন?” “আচার্য্য! আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার হইবে এবং আমিও আপনার দাস হইব।” “গৃহপতি! আপনি একপার্শ্বে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন কি?” “আচার্য্য! আমি সাতমাস একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব।” “গৃহপতি! আপনি দ্বিতীয়পার্শ্বে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন কি?” “আচার্য্য! আমি দ্বিতীয়পার্শ্বে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব।” “গৃহপতি! আপনি উত্তানভাবে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন কি?” “আচার্য্য! আমি উত্তানভাবেও সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব।”

জীবক শ্রেষ্ঠী গৃহপতিকে মঞ্চে শয়ন করাইয়া, মঞ্চের সহিত দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া, মস্তকের চর্ম উৎপাটিত করিয়া, করোটি খুলিয়া, দুইটি কীট বাহির করিয়া জনতাকে প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—“এই দুইটি কীট অবলোকন করুন ; তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র এবং একটি বৃহৎ। যেই চিকিৎসকগণ বলিয়াছিলেন : ‘পঞ্চম দিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন।’ তাঁহারা এই বৃহৎ কীটটি দেখিতে পাইয়াছিলেন। পঞ্চমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতির মগজ নিঃশেষ করিয়া ফেলিত। মগজ নিঃশেষ হইলে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইতেন। সেই চিকিৎসকগণ তাহা বথার্থই দেখিয়াছিলেন। যেই চিকিৎসকগণ বলিয়াছিলেন : ‘সপ্তমদিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইবেন।’ তাঁহারা এই ক্ষুদ্র কীট দেখিতে পাইয়াছিলেন ; সপ্তম দিবসে শ্রেষ্ঠী গৃহপতির মগজ নিঃশেষ করিয়া ফেলিত। মগজ নিঃশেষ হইলে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি কালগত হইতেন। তাঁহারাও তাহা বথার্থই দেখিয়াছিলেন।” এই বলিয়া করোটি বথায়থভাবে সংস্থাপিত করিয়া, মস্তকের চর্ম সেলাই করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলেন। সপ্তাহগতে শ্রেষ্ঠী গৃহপতি জীবককে কহিলেন—“আচার্য্য ! আমি সাতমাস একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।” গৃহপতি একপার্শ্বে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন বলিয়া কি আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন নাই ?” “আচার্য্য ! আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম বটে, কিন্তু আমি মরিতে প্রস্তুত তথাপি সাতমাস একপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।” “গৃহপতি ! তাহা হইলে আপনি দ্বিতীয় পার্শ্বে সাতমাস শয়ন করুন।” শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সপ্তাহগতে জীবককে কহিলেন—“আচার্য্য ! আমি দ্বিতীয়পার্শ্বে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।” “গৃহপতি ! সাতমাস দ্বিতীয়পার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিবেন বলিয়া কি আপনি আমার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন না ?” “আচার্য্য ! আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম সত্য ; কিন্তু আমি মরিতে প্রস্তুত তথাপি দ্বিতীয়পার্শ্বে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।” “গৃহপতি ! তাহা হইলে আপনি উত্তানভাবে সাতমাস শয়ন করুন।” শ্রেষ্ঠী গৃহপতি সপ্তাহগতে জীবককে কহিলেন—“আচার্য্য ! আমি সাতমাস উত্তানভাবেও শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।” “গৃহপতি ! উত্তানভাবে সাতমাস শয়ন করিয়া থাকিবেন বলিয়া কি আপনি আমার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন না ?” “আচার্য্য ! আমি প্রতিশ্রুত ছিলাম সত্য ; কিন্তু আমি মরিতে প্রস্তুত তথাপি সাতমাস উত্তানভাবে শয়ন করিয়া থাকিতে পারিব না।” “গৃহপতি ! যদি আমি আপনাকে এরূপ না বলিতাম তাহা হইলে আপনি এতদিনও শায়িত থাকিতেন না ; আমি পূর্বেই জানিতাম যে তিন সপ্তাহের মধ্যে শ্রেষ্ঠীগৃহপতি আরোগ্য লাভ করিবেন। গৃহপতি ! গাজোখান করুন, আপনি এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছেন ; আমাকে কি দিতে হইবে তাহা স্বরণ আছে কি ?” “হাঁ, আচার্য্য ! আমার সমস্ত সম্পত্তি আপনার

হইবে এবং আমিও আপনার দাস হইব।” “গৃহপতি! নিপ্রয়োজন; আমাকে আপনার সমস্ত সম্পত্তি দিবেন না এবং আপনিও আমার দাসত্ব স্বীকার করিবেন না। রাজাকে লক্ষমুদ্রা এবং আমাকে লক্ষমুদ্রা প্রদান করুন।” শ্রেষ্ঠীগৃহপতি আরোগ্যলাভ করিয়া রাজাকে লক্ষমুদ্রা এবং জীবককে লক্ষমুদ্রা প্রদান করিলেন।

সেই সময়ে ‘মোক্খচিকা’ (ডিগ্‌রাজী) খেলিবার ফলে বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠিপুত্রের অঙ্গগুরোগের সঞ্চার হইয়াছিল। ইহার কারণ তাহার ভুক্ত যবাগুও সম্যক্রূপে পরিপাক হইত না, ভুক্ত অন্নও সম্যক্রূপে পরিপাক হইত না, নিয়মিত বাহ্যপ্রস্রাবও হইত না। এইজন্য সে কৃশ, কক্ষ, দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল এবং তাহার গাত্রে ধমনি প্রকটিত হইল। বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠীর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল: “আমার পুত্রের নিকট তাদৃশ রোগ হইয়াছে বাহাতে তাহার ভুক্ত যবাগুও সম্যক্রূপে পরিপাক হইতেছে না, ভুক্ত অন্নও সম্যক্রূপে পরিপাক হইতেছে না, নিয়মিত বাহ্যপ্রস্রাবও হইতেছে না। এইজন্য সে কৃশ, কক্ষ, দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তাহার গাত্রে ধমনিসমূহ প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে; অতএব আমি রাজগৃহে যাইয়া আমার পুত্রের চিকিৎসার জন্য রাজার নিকট জীবক বৈজ্ঞকে আনিবার অনুমতি প্রার্থনা করিব।” এই ভাবিয়া বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠী রাজগৃহে যাইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে কহিলেন—“দেব! আমার পুত্রের এইরূপ রোগ হইয়াছে: তাহার ভুক্ত যবাগুও পরিপাক হইতেছে না, ভুক্ত অন্নও পরিপাক হইতেছে না, বাহ্যপ্রস্রাবও নিয়মিত হইতেছে না। এইজন্য সে কৃশ, কক্ষ, দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং তাহার গাত্রে ধমনিসমূহ প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব মহারাজ, আমার পুত্রকে চিকিৎসা করিবার নিমিত্ত জীবক বৈজ্ঞকে আসিতে অনুমতি প্রদান করুন।” মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার জীবককে আদেশ করিলেন—“জীবক! বারাণসীতে গমন করিয়া বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠিপুত্রের চিকিৎসা কর।” “তথাস্তু, দেব!” বলিয়া জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে প্রত্যাশ্বরে সম্মতি জানাইয়া বারাণসীতে যাইয়া বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠিপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠিপুত্রের বিক্রম লক্ষ্য করিয়া, উপস্থিত জনতাকে বাহির করিয়া দিয়া, যবনিকার (পর্দার) দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া, তাহাকে স্তম্ভে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, তাহার পদীকে সঙ্গুথে রাখিয়া, তাহার উদরের চর্ম উৎপাটিত করিয়া, অঙ্গগ্রহি বাহির করিয়া তাহার পদীকে প্রদর্শন করিয়া কহিলেন—“আপনার স্বামীর রোগ অবলোকন করুন; ইহাধারাই তাহার ভুক্ত যবাগুও সম্যক্রূপে পরিপাক হইতেছে না, ভুক্ত অন্নও সম্যক্রূপে পরিপাক হইতেছে না, নিয়মিত বাহ্যপ্রস্রাবও হইতেছে না। এইজন্যই তিনি কৃশ, কক্ষ, দুর্বল, পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছেন এবং তাহার গাত্রে ধমনিসমূহ প্রকটিত হইয়াছে।”

এই বলিয়া অল্পগ্রন্থি পরিষ্কার করিয়া, অল্পগুলি উদরের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া, উদরের চর্ম সেলাই করিয়া প্রলেপ প্রদান করিলেন। ইহাতে বারাণসীবাসী শ্রেষ্ঠপুত্র অচিরেই আরোগ্য লাভ করিলেন। বারাণসী-শ্রেষ্ঠী 'আমার পুত্র নীরোগ হইয়াছে' এই ভাবিয়া জীবককে ষোড়শসহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। জীবক সেই ষোড়শসহস্র মুদ্রা লইয়া রাজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই সময়ে উজ্জয়িনীতে রাজা প্রত্নোত্তের পাণ্ডুরোগ হইয়াছিল। বহু মহা মহা বৈদ্য, খ্যাতনামা চিকিৎসক আসিয়া, চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে পারিলেন না, কেবল বহু হীরক লইয়া চলিয়া গেলেন। রাজা প্রত্নোত্ত মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন : "মহারাজ ! আমার এক হৃশ্চিকিৎস্য রোগ হইয়াছে। অতএব মহারাজ জীবক বৈদ্যকে আদেশ করুন—সে যেন আসিয়া আমার চিকিৎসা করে।" মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার জীবককে আদেশ করিলেন—"জীবক ! উজ্জয়িনী যাইয়া রাজা প্রত্নোত্তের চিকিৎসা কর।" "তথাস্তু, দেব !" বলিয়া জীবক মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে প্রত্নোত্তের সম্মতি জানাইয়া উজ্জয়িনীতে গমন করিয়া রাজা প্রত্নোত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া রাজা প্রত্নোত্তের বিকার লক্ষ্য করিয়া রাজা প্রত্নোত্তকে কহিলেন—"দেব ! আমি চর্কি পাক করিব, মহারাজাকে তাহা পান করিতে হইবে।" "জীবক ! চর্কির প্রয়োজন নাই, যাহাতে বিনা চর্কিতে আরোগ্য করিতে পার তাহাই কর। কেননা চর্কিতে আমার বড়ই ঘৃণা হয়।" তখন জীবকের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : 'এই রাজার যেই রোগ হইয়াছে তাহা চর্কি ব্যতীত আমি আরোগ্য করিতে পারিব না ; অতএব আমি এমন চর্কি পাক করিব যাহার বর্ণ কষাটে, গন্ধ কষাটে এবং স্বাদ কষাটে।' এই ভাবিয়া জীবক বিবিধ ভৈষজ্য সংমিশ্রণে চর্কি পাক করিলেন যাহার বর্ণ কষাটে, গন্ধ কষাটে এবং রস কষাটে। জীবকের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : 'এই রাজার চর্কি সেবনের পর পরিপাক হইবার সময় বমন-উদ্বেক দেখা দিবে, তখন তিনি আমার হত্যা করাইতেও পারেন ; অতএব, আমি পূর্বেই অনুমতি গ্রহণ করিয়া থাকিব।' এই ভাবিয়া জীবক রাজা প্রত্নোত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া রাজা প্রত্নোত্তকে কহিলেন—"দেব ! আমার বৈদ্যগণকে শুভমুহুর্তে গাছ গাছড়ার মূল উৎপাটন করিতে হয় এবং ভৈষজ্য সংগ্রহ করিতে হয়। অতএব মহারাজ ! বাহনশালার অধ্যক্ষগণকে এবং দ্বারাধ্যক্ষগণকে আদেশ প্রদান করুন, জীবক যেই বাহনে আরোহণ করিয়া গমন করিতে চায়, সেই বাহনে গমন করুক, যেই দ্বার দিয়া গমন করিতে চায় সেই দ্বার দিয়া গমন করুক, যেই সময়ে ইচ্ছা করে সেই সময়ে গমন করুক এবং যেই সময়ে ইচ্ছা করে, সেই সময়ে প্রবেশ করুক।" রাজা প্রত্নোত্ত বাহনশালার অধ্যক্ষগণকে এবং দ্বারাধ্যক্ষগণকে

আদেশ করিলেন—“জীবক বেই বাহনে গমন করিতে চায় সেই বাহনে গমন করুক, বেই ঘার দিয়া যাইতে চায় সেই ঘার দিয়া যাউক, বেই সময়ে যাইতে ইচ্ছা করে সেই সময়ে যাউক এবং বেই সময়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে সেই সময়ে প্রবেশ করুক।”

সেই সময়ে রাজা প্রত্নোত্তের ভদ্রবতিকা নামী হস্তিনী একদিনে পঞ্চাশ যোজন যাইতে পারিত। জীবক রাজাপ্রত্নোত্তের সপ্তুখে চর্কি লইয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন—“দেব! কষাটে পান করুন।” এই বলিয়া জীবক রাজাপ্রত্নোত্তকে চর্কি পান করাইয়া, হস্তীশালায় যাইয়া ভদ্রবতিকা নামী হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগর হইতে পলায়ন করিলেন। রাজা প্রত্নোত্তের সেই ভুক্ত চর্কি পরিপাক হইবার সময় বমনোদ্বেক দেখা দিল। তখন রাজা প্রত্নোত্ত কর্মচারিগণকে কহিলেন—“ভণে! আমি ছুট জীবক কর্তৃক চর্কি সেবন করিয়াছি; অতএব তোমরা জীবক বৈষ্ণের অনুসন্ধান কর।” “দেব! তিনি ভদ্রবতিকা হস্তিনীতে আরোহন করিয়া নগরের বাহিরে গিয়াছেন।”

সেই সময়ে রাজা প্রত্নোত্তের অমমুশ্য সংশ্রবে জাত কাক নামধের দাস একদিনে মাট্ যোজন গমন করিতে পারিত। রাজা প্রত্নোত্ত কাককে আদেশ করিলেন—“ভণে কাক! জীবক বৈষ্ণকে ‘আচার্য! রাজা আপনাকে প্রত্যাবর্তন করিতে বলিয়াছেন’ এই বলিয়া ফিরাইয়া আন। কাক! বৈষ্ণগণ বড় মায়াবী; তাহার নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিও না।” অনন্তর কাক জীবককে রাস্তার মধ্যে কৌশরীতে প্রাতরাস করিতে দেখিতে পাইল। তখন কাক জীবককে কহিল—“আচার্য! রাজা আপনাকে প্রত্যাবর্তন করাইতেছেন।” “কাক! আমি যাবৎ ভোজন করি তাবৎ অপেক্ষা কর। কাক, তুমিও ভোজন কর।” “আচার্য! প্রয়োজন নাই। রাজা আমার বলিয়াছেন: কাক! বৈষ্ণ বড় মায়াবী হইয়া থাকে, এই জন্ত তাহার নিকট হইতে কিছু প্রতিগ্রহণ করিও না।”

সেই সময় জীবক নখে ভৈষজ্য মাখিয়া আমলকী খাইতেছিলেন এবং পানীয় পান করিতেছিলেন। জীবক কাককে কহিলেন—“কাক! আমলকী খাও এবং পানীয় পান কর।” কাক ‘এই বৈষ্ণ স্বয়ং আমলকী খাইতেছেন এবং পানীয় পান করিতেছেন, কাজেই কোন অনিষ্ট হইবে না’ এই ভাবিয়া অর্দ্ধেক আমলকী খাইল এবং পানীয় পান করিল। সে অর্দ্ধেক আমলকী খাওয়ামাত্রই তপ্পায় তাহার বিরেচন (দান্ত) হইল। তখন সে জীবককে কহিল—“আচার্য! আমি বাঁচিব কি?” “কাক! ভীত হইও না, তুমিও আরোগ্য লাভ করিবে এবং রাজাও আরোগ্য লাভ করিবেন। সেই ক্রোধী রাজা আমাকে হত্যা করাইতেও পারেন, এই জন্ত আমি প্রত্যাবর্তন করিব না।” এই বলিয়া ভদ্রবতিকা হস্তিনী কাককে অর্পণ করিয়া রাজগৃহ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমাগত পর্ষটন করিয়া রাজগৃহে মগধরাজ শ্রেণিক

বিধিসারের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসারকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (বিধিসার কহিলেন :—) “জীবক! তুমি না যাইয়া ভালই করিয়াছ, সেই ক্রোধী রাজা হয়ত তোমাকে হত্যা করাইতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।”

রাজা প্রত্যোত আরাগ্য লাভ করিয়া জীবকের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন— “জীবক! তোমার আগমন হউক! আমি বর প্রদান করিব।” “দেব! যাইবার প্রয়োজন নাই; কেবল আমার উপকার স্মরণ রাখিলেই যথেষ্ট হইবে।” সেই সময় রাজা প্রত্যোত শিবি দেশে প্রস্তুত একঘোড়া বস্ত্র পাইয়াছিলেন। যাহা বহু বস্ত্রের মধ্যে, বহুঘোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহু শত ঘোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহু সহস্র ঘোড়া বস্ত্রের মধ্যে এবং বহু শতসহস্র ঘোড়া বস্ত্রের মধ্যে, অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, উত্তম এবং প্রবর ছিল। অতঃপর রাজা প্রত্যোত সেই শিবিদেশীয় বস্ত্র ঘোড়া জীবকের নিকট প্রেরণ করিলেন। তখন জীবকের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—“আমার এই শিবিদেশীয় বস্ত্রঘোড়া রাজা প্রত্যোৎ কর্তৃক প্রেরিত, যাহা বহু বস্ত্রের মধ্যে, বহু ঘোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহু শত ঘোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহু সহস্র ঘোড়া বস্ত্রের মধ্যে এবং বহু শতসহস্র ঘোড়া বস্ত্রের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, উত্তম এবং প্রবর। কেবল সেই ভগবান অর্হৎ সম্যক্‌সম্বুদ্ধ অথবা মগধরাজ শ্রেণিক বিধিসার ব্যতীত এই বস্ত্রের অন্বেষ উপযুক্ত নহেন।”

সেই সময়ে ভগবানের শরীর দোষগ্রস্থ^১ হইয়া পড়িয়াছিল। ভগবান আয়ুস্থান আনন্দকে আহ্বান করিলেন—“আনন্দ! তথাগতের দেহ দোষগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছে; এই জন্ম তথাগত বিরেচক (জোলাপ) সেবন করিতে ইচ্ছা করেন।” আয়ুস্থান আনন্দ জীবকের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া জীবককে কহিলেন— “বন্ধু জীবক! তথাগতের দেহ দোষগ্রস্থ হইয়াছে; এই জন্ম তথাগত বিরেচক সেবন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।” “মহানুভব আনন্দ! তাহা হইলে ভগবানের দেহ কয়েকদিন স্নিগ্ধ^২ করুন।

আয়ুস্থান আনন্দ ভগবানের দেহ কতিপয় দিবস স্নিগ্ধ করিয়া জীবকের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া জীবককে কহিলেন—“বন্ধু জীবক! ভগবানের দেহ স্নিগ্ধ করা হইয়াছে; এখন আপনার যাহা অভিপ্রেত হয়, তাহা করিতে

১. উত্তরকুরুর সিবধিক (খশাসের) অণ্ডভবন। সেখানের লোকেরা শব্দেই বেই বস্ত্রে বেটন করিয়া পরিষ্কার করে তাহা মাংসপেশী মনে করিয়া হস্তীও পক্ষী উঠাইয়া লইয়া হিন্দালয়-শিগরে বসিয়া বস্ত্র অপনয়ন করিয়া শুষ্ক করে। বসন্তরোগ সেই বস্ত্র আনিয়া রাজাকে প্রদান করে, এক্ষণে তাহা রাজা প্রত্যোত পাইয়াছিলেন। অথবা শিবিদেশে হুতাকাটার নিপুণা নারীরা ত্রিবিধ অংগ (তন্ত্র) দ্বারা হুতাকাটারি থাকে, তদ্বারা বোনা বস্ত্র।—সম-পাসা।

২. পিত্তাধিক্য।—বিষ-বিনো। ৩. লঘুপাক খাদ্য প্রদান করুন।—সম-পাসা।

পারেন।” জীবকের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবানকে তীক্ষ্ণ বিরেচক দেওয়া আমার পক্ষে উচিত হইবে না, আমি তিনটি সদগু উৎপল বিবিধ ভৈষজ্য সংযোগে ভাবন করিয়া (কোন দ্রব্যে ভিজাইয়া রাখিয়া) তথাগতের নিকট উপস্থিত করিব।” এই ভাবিয়া জীবক তিনটি সদগু উৎপল বিবিধ ভৈষজ্য সংযোগে ভাবন করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া একটি সদগু উৎপল ভগবানকে প্রদান করিয়া কহিলেন—“প্রভো ! এই প্রথম সদগু উৎপলটির ভ্রাণ গ্রহণ করুন ; ইহা দ্বারা ভগবানের দশবার বিরেচন (দাস্ত) হইবে।” দ্বিতীয় সদগু উৎপলটি প্রদান করিয়া কহিলেন—“প্রভো ! এই দ্বিতীয় সদগু উৎপলটির ভ্রাণ গ্রহণ করুন ; ইহা দ্বারা ভগবানের দশবার বিরেচন হইবে।” তৃতীয় সদগু উৎপলটি প্রদান করিয়া কহিলেন—“প্রভো ! এই তৃতীয় সদগু উৎপলটির ভ্রাণ গ্রহণ করুন ; ইহা দ্বারা দশবার বিরেচন হইবে। এইভাবে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইবে।”

জীবক ভগবানকে ত্রিশবারের বিরেচক (জ্বালাপ) প্রদান করিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। দ্বারের বাহিরে যাইবার পর তাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “আমি ভগবানকে ত্রিশবারের বিরেচক দিয়াছি ; তথাগতের দেহ দোষগ্রস্থ হইয়াছে, কাজেই তথাগতের ত্রিশবার বিরেচন হইবে না, ভগবানের ঊনত্রিশবার মাত্র বিরেচন হইবে। যদি ভগবান ঊনত্রিশবার বিরেচনের পর স্নান করেন তাহা হইলে ভগবানের একবার বিরেচন হইবে ; এইভাবে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইবে।” ভগবান স্বচিন্তে জীবকের চিন্তাপ্রতি-বিতর্ক জানিতে পারিয়া আয়ুস্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন—“আনন্দ ! দ্বারের বাহিরে যাইবার পর জীবকের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইয়াছে : ‘আমি ভগবানকে ত্রিশবারের বিরেচক দিয়াছি ; কিন্তু তথাগতের দেহ দোষগ্রস্থ হওয়ায় তাঁহার ত্রিশবার বিরেচন হইবে না, ঊনত্রিশবার বিরেচন হইবে ; ভগবান যদি ঊনত্রিশবার বিরেচনের পর স্নান করেন, তাহা হইলে স্নানের পর ভগবানের একবার বিরেচন হইবে ; এইরূপে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইবে।’ আনন্দ ! তাহা হইলে উষ্ণোদক প্রস্তুত রাখ।” “তথাস্ত, প্রভো !” বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া উষ্ণোদক প্রস্তুত রাখিলেন।

অতঃপর জীবক ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট জীবক ভগবানকে কহিলেন—“প্রভু ভগবানের বিরেচন হইয়াছে কি ?” “জীবক ! বিরেচন হইয়াছে।” “প্রভো ! দ্বারের বাহির হইবার পর আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইয়াছিল : ‘আমি ভগবানকে ত্রিশবারের বিরেচক দিয়াছি ; কিন্তু তাঁহার দেহ দোষগ্রস্থ থাকায়

ত্রিশবার বিরেচন হইবে না, ঊনত্রিশবার বিরেচন হইবে। ভগবান যদি ঊনত্রিশবার বিরেচনের পর জ্ঞান করেন, তাহা হইলে জ্ঞানের পর ভগবানের একবার বিরেচন হইবে; এইরূপে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইবে।^১ অতএব, ভগবান জ্ঞান করুন; সুগত জ্ঞান করুন।” ভগবান উষ্ণোদকে জ্ঞান করিলেন। জ্ঞানের পর ভগবানের একবার বিরেচন হইল। এইভাবে ভগবানের ত্রিশবার বিরেচন হইল।

জীবক ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! যাবৎ ভগবানের দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হয় তাবৎ যুসাহারের প্রয়োজন।” ভগবানের দেহ অচিরেই স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। জীবক সেই শিবিদেশীয় বস্ত্রযোড়া লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট হইয়া জীবক ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! আমি ভগবানের নিকট একটি বর যাক্কা করিতে চাহি।” “জীবক! তথাগত বরদানের অতীত হইয়াছেন।” “প্রভো! যাহা বিধিসম্মত এবং অনবশ্য আমি তাহাই যাক্কা করিতে চাহি।” “জীবক! তাহা হইলে বলিতে পার।” “প্রভো! ভগবান পাংশুকুল বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, ভিক্ষুসজ্জও তাহাই করিয়া থাকেন। প্রভো! আমার এই শিবিদেশীয় বস্ত্রযোড়া রাজাপ্রদোত্ত প্রেরণ করিয়াছেন, যাহা বহু যোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহুশত যোড়া বস্ত্রের মধ্যে, বহুসহস্র যোড়া বস্ত্রের মধ্যে এবং বহুশতসহস্র যোড়া বস্ত্রের মধ্যে অগ্র, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, উত্তম এবং প্রবর। প্রভু ভগবান আমার এই শিবিদেশীয় বস্ত্রযোড়া প্রতিগ্রহণ করুন এবং ভিক্ষুসজ্জকেও গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অমুক্তা প্রদান করুন।” ভগবান বস্ত্রযোড়া^১ প্রতিগ্রহণ করিলেন।

ভগবান জীবককে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রদৃষ্ট করিলেন। জীবক ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রদৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোডাগে দক্ষিণপাখ^২ রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—

(২) নূতন বস্ত্রে প্রস্তুত চীবরের বিধান

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুক্তা করিতেছি: গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহার কর। যাহার ইচ্ছা হয় পাংশুকুল চীবর ব্যবহার করিতে পার কিংবা যাহার ইচ্ছা হয় গৃহপতি

১. ভগবানের বুদ্ধি প্রাপ্তি হইতে এই বর গ্রহণ পর্যন্ত বিংশতি বৎসর ভগবান কিংবা কোন ভিক্ষুই গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করেন নাই। সকলেই পাংশুকুল (আবর্জনা রূপ হইতে কুড়ানো বস্ত্র নেতাই করিয়া প্রস্তুত) চীবর ব্যবহার করিয়াছিলেন।—সন-পাসা।

প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করিতে পার। ভিক্ষুগণ! আমি উভয়বিধ চীবর ব্যবহারে সন্তোষ প্রকাশ করিতেছি।”

(৩) প্রাবার ব্যবহারে আদেশ

১—রাজগৃহের জনসাধারণ শুনিতে পাইল : ভগবান নাকি ভিক্ষুদিগকে গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তখন তাহারা ‘এখন আমরা দান দিবার এবং পুণ্যকার্য্য করিবার অবসর পাইলাম, কেননা ভগবান ভিক্ষুগণকে গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অনুজ্ঞা দিয়াছেন’ এই ভাবিয়া হৃষ্ট এবং প্রফুল্ল হইল। একদিবসেই রাজগৃহে বহুসহস্র চীবর পাওয়া গেল। জনপদের লোকগণ শুনিতে পাইল : ভগবান নাকি ভিক্ষুগণকে গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারে অনুজ্ঞা দিয়াছেন। তখন সেই জনসাধারণও ‘এখন আমরা দান দিতে পারিব এবং পুণ্যকার্য্য করিতে পারিব, কেননা ভগবান ভিক্ষুগণকে গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়াছেন’ এই ভাবিয়া হৃষ্ট এবং প্রফুল্ল হইল। জনপদেও এক দিবসেই বহু সহস্র চীবর পাওয়া গেল।

২—সেই সময়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ ‘প্রাবার’ (আবরণবস্ত্র) প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রাবার ব্যবহার কর।”

‘কৌষেয় প্রাবার’ প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কৌষেয় প্রাবার ব্যবহার কর।”

‘কোজব’ (দীর্ঘ রোমশ কঞ্চল) প্রাপ্ত হইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘কোজব’ ব্যবহার কর।”

। প্রথম ভণিতা সমাপ্ত ।

(৪) কঞ্চল ব্যবহারের আদেশ

সেই সময়ে কান্দীরাজ্য^১ পঞ্চশত মুদ্রা মূল্যের ক্ষৌমমিশ্রিত কঞ্চল জীবকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। জীবক সেই পঞ্চশত মুদ্রা মূল্যের ক্ষৌম মিশ্রিত কঞ্চল লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া

১. কোশলরাজ অসেনজিতের বৈশাখের ভ্রাতা।—সম-পালা।

একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া জীবক ভগবানকে কহিলেন—
“প্রভো! আমার এই পঞ্চশত মুদ্রা মূল্যের ক্ষৌমমিশ্রিত কঞ্চল কাশীরাজ্য প্রেরণ
করিয়াছেন। প্রভু ভগবান আমার কঞ্চল প্রতিগ্রহণ করুন, যেন আমার দীর্ঘকালের
হিত সুখ সাধিত হয়।”

ভগবান কঞ্চল প্রতিগ্রহণ করিলেন। ভগবান জীবককে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত,
সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। জীবক ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত,
সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া
এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে,
এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ!
আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কঞ্চল ব্যবহার কর।”

(৫) ছড়বিধ চীবরের বিধান

সেই সময়ে ভিক্ষুসঙ্ঘ বিবিধ মূল্যবান চীবর প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণের
মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘ভগবান কোন্ চীবর ব্যবহারের অনুজ্ঞা করিয়াছেন
এবং কোন্ চীবর ব্যবহারেরই বা অনুজ্ঞা করেন নাই?’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই
বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা
করিতেছি : ছড়বিধ চীবর, যথা—ক্ষৌম, কার্পাস, কোষের, কঞ্চল, শন এবং ভঙ্গ
(পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ সংমিশ্রণে প্রস্তুত চীবর) ব্যবহার কর।”

(৬) নূতন চীবরের সঙ্গে পাংগুকুল

১—সেই সময়ে যেই ভিক্ষুগণ গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করিতেন, তাঁহারা
‘ভগবান একপ্রকার চীবর ব্যবহারের অনুজ্ঞা করিয়াছেন ছই প্রকারের নহে’ এইরূপ
সন্দেহের বশবর্তী হইয়া পাংগুকুল চীবর ব্যবহারে বিরত ছিলেন। ভিক্ষুগণ! ভগবানকে
এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা
করিতেছি : যাহারা গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ব্যবহার করে, তাহারা পাংগুকুল চীবরও
ব্যবহার করিতে পারিবে। আমি উভয়বিধ চীবর ব্যবহারেই সন্তোষ (ত্যাগশীলতা)
প্রকাশ করিতেছি।”

২—(ক) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশল জনপদ দিয়া দীর্ঘপথ পর্য্যটনে
রত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাংগুকুল বস্ত্র সংগ্রহের জন্য পথশানে
প্রবেশ করিলেন, কেহ কেহ প্রবেশ করিলেন না। যেই ভিক্ষুগণ পাংগুকুল বস্ত্রের

জন্তু ঋশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা পাংগুকুল বস্ত্র পাইলেন। যাহারা প্রবেশ করেন নাই, তাঁহারা (পূর্কোক্ত ভিক্ষুদিগকে) কহিলেন, “বন্ধুগণ! আমাদিগকে অংশ প্রদান করুন।” তাঁহারা (পূর্কোক্ত ভিক্ষুগণ) কহিলেন, “বন্ধুগণ! আমরা আপনাদিগকে অংশ দিতে পারি না, আপনারা গমন করেন নাই কেন?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাহারা গমন করে নাই, তাহাদিগকে ইচ্ছা না হইলে অংশ দিবে না।”

(খ) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশলজনপদ দিয়া দীর্ঘপথভ্রমণে রত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন ভিক্ষু পাংগুকুল বস্ত্রের জন্তু ঋশানে প্রবেশ করিলেন, কোন কোন ভিক্ষু (বাহিরে) প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যেই ভিক্ষুগণ পাংগুকুল বস্ত্রের জন্তু ঋশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পাংগুকুল বস্ত্র লাভ করিলেন। যাহারা প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কহিলেন, “বন্ধুগণ! আমাদিগকেও অংশ প্রদান করুন।” তাঁহারা (পূর্কোক্ত ভিক্ষুগণ) কহিলেন, “বন্ধুগণ! আমরা আপনাদিগকে অংশ দিব না; আপনারা গমন করেন নাই কেন?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রতীক্ষাকারীদিগকে ইচ্ছা না হইলেও অংশ প্রদান করিবে।”

(গ) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশলজনপদ দিয়া দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন ভিক্ষু পাংগুকুল বস্ত্রের জন্তু প্রথমে ঋশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কোন কোন ভিক্ষু পরে পবেশ করিয়াছিলেন। যেই ভিক্ষুগণ পাংগুকুল বস্ত্রের জন্তু প্রথমে ঋশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পাংগুকুল বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। যেই ভিক্ষুগণ পরে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা পাইলেন না। তাঁহারা (পূর্কোক্ত ভিক্ষুগণকে) কহিলেন, “বন্ধুগণ! আমাদিগকেও অংশ প্রদান করুন।” তাঁহারা কহিলেন, “বন্ধুগণ! আমরা আপনাদিগকে অংশ দিব না, আপনারা পরে গমন করিলেন কেন?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাহারা পরে গিয়াছে, ইচ্ছা না হইলে তাহাদিগকে অংশ দিবে না।”

(ঘ) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশলজনপদ দিয়া দীর্ঘপথ পর্য্যটনে রত ছিলেন। তাঁহারা সকলে এক সঙ্গে পাংগুকুল বস্ত্রের জন্তু ঋশানে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন ভিক্ষু পাংগুকুল বস্ত্র পাইলেন, কোন কোন ভিক্ষু পাইলেন না। যেই ভিক্ষুগণ পাইলেন না, তাঁহারা কহিলেন, “বন্ধুগণ! আমাদিগকেও অংশ প্রদান করুন।” তাঁহারা (পূর্কোক্ত ভিক্ষুগণ) কহিলেন, “আমরা আপনাদিগকে অংশ দিব না, আপনারা পান নাই কেন?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান

কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : একসঙ্গে গমন করিলে ইচ্ছা না হইলেও অংশ প্রদান করিবে।”

(৬) সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কোশলজনপদ দিয়া দীর্ঘপথ পর্যটনে রত ছিলেন। তাঁহারা পরামর্শ করিয়া পাংশুকুল বস্ত্রের জন্তু শ্মশানে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন ভিক্ষু পাংশুকুল বস্ত্র পাইলেন, কোন কোন ভিক্ষু পাইলেন না। যেই ভিক্ষুগণ পাইলেন না, তাঁহারা কহিলেন, “বন্ধুগণ! আমাদিগকেও অংশ প্রদান করুন।” তাঁহারা (যাঁহারা পাইয়াছেন) কহিলেন, “বন্ধুগণ! আমরা আপনাদিগকে অংশ দিব না, আপনারা পান নাই কেন ? ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পরামর্শ করিয়া গমন করিলে ইচ্ছা না হইলেও অংশ প্রদান করিবে।”

সংস্কার কর্মকারক

(১) চীবর প্রতিগ্রাহক নির্বাচন

সেই সময়ে জনসাধারণ চীবর লইয়া আরামে (বিহারে) আসিত। কিন্তু তাহারা প্রতিগ্রাহক (গ্রহণকারী) না পাইয়া চীবর ফিরাইয়া লইয়া যাইত। এইজন্ত চীবর অল্প পাওয়া বাইতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবর-প্রতিগ্রাহক নির্বাচিত করিবে। (১) যে ছন্দগামী নহে, (২) যে ঘেষগামী নহে, (৩) যে মোহগামী নহে, (৪) যে ভয়গামী নহে এবং (৫) যে গৃহীত-অগৃহীত জানিতে পারে।”

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্বাচন করিবে। প্রথমে (পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন) ভিক্ষুর মত লইতে হইবে। মত লইয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সঙ্ঘকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে।

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সঙ্ঘ উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘ অমুক ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক নির্বাচিত করিতে পারেন।— ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সঙ্ঘ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সঙ্ঘ অমুক ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক নির্বাচিত করিতেছেন। অমুক ভিক্ষুকে চীবর প্রতিগ্রাহক নির্বাচিত করা যেই আয়ুয়ান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন, যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় ব্যক্ত করিবেন।

ধারণা—অমুক ভিক্ষু সজ্বকর্তৃক চীবরপ্রতিগ্রাহক নির্বাচিত হইলেন। সজ্ব এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(২) চীবর-রক্ষক নির্বাচন

সেই সময়ে চীবর-প্রতিগ্রাহক ভিক্ষু চীবর প্রতিগ্রহণ করিয়া সেইস্থানেই পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতেন। এই জন্ত চীবর নষ্ট হইয়া বাইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্বাচিত কর। (১) যে ছন্দগামী নহে, (২) যে ঘেষগামী নহে, (৩) যে মোহগামী নহে, (৪) যে ভয়গামী নহে এবং (৫) যে রক্ষিত-অরক্ষিত জানিতে সমর্থ।”

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্বাচিত করিবে। প্রথমে ভিক্ষুর মত গ্রহণ করিতে হইবে। মত গ্রহণ করিয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে।

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সজ্ব উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সজ্ব অমুক ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্বাচিত করিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সজ্ব! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্ব অমুক ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্বাচিত করিতেছেন। অমুক ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্বাচিত করা বেই আয়ুর্মান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন, যিনি উচিত মনে করেন না, তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন

ধারণা—সজ্ব অমুক ভিক্ষুকে চীবর-রক্ষক নির্বাচিত করিলেন। সজ্ব এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৩) ভাণ্ডারগৃহ নির্মাণ

সেই সময়ে চীবর-রক্ষক ভিক্ষু মণ্ডপে, বৃক্ষ-মূলে, ছাঁচে অথবা খোলা স্থানে চীবর রাখিয়া দিতেন। সেখানে চীবর ইন্দুরে এবং উইয়ে কাটিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ভাণ্ডারগৃহ নির্মাণ কর। বিহার, আচাৰ্য্যশালা, প্রাসাদ, হর্ম্য অথবা জহা এই সবের মধ্যে সজ্ব যেইটি ইচ্ছা করে তাহা ভাণ্ডারগৃহরূপে নির্মাণ করুক।”

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্মাণ করিবে। দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে।

জ্ঞপ্তি—মাননীয় সজ্জ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যদি সজ্জ উচিৎ মনে করেন, তাহা হইলে সজ্জ অমুক বিহার ভাণ্ডারগৃহের জন্ত নির্ণয় করিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি।

অনুশ্রাবণ—মাননীয় সজ্জ ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। সজ্জ অমুক বিহার ভাণ্ডারগৃহের জন্ত নির্ণয় করিতেছেন। অমুক বিহার ভাণ্ডারগৃহ নির্ণয় করা যেই আয়ুস্থান উচিৎ মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন, যিনি উচিৎ মনে না করেন, তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।

ধারণা—অমুক বিহার ভাণ্ডারগৃহের জন্ত নির্ণয় হইল। সজ্জ এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৪) ভাণ্ডারী নির্বাচন

১—সেই সময়ে সজ্জের ভাণ্ডারগৃহে চীবর অরক্ষিত অবস্থায় থাকিত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষুকে ভাণ্ডারী নির্বাচিত করিবে। (১) যে ছন্দগামী নহে, (২) যে দ্বৈতগামী নহে, (৩) যে মোহগামী নহে, (৪) যে ভয়গামী নহে এবং (৫) যে রক্ষিত-অরক্ষিত জানিতে সমর্থ।”

“ হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে নির্বাচন করিবে ! [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ ।]

২—সেই সময়ে ষড়্-বর্গীয় ভিক্ষু ভাণ্ডারীকে স্থানচ্যুত করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! ভাণ্ডারীকে স্থানচ্যুত করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

(৫) সঞ্চিত চীবর ভাগ করা

সেই সময়ে সজ্জের ভাণ্ডাগারে চীবর স্তূপীকৃত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সজ্জের সম্মুখে ভাগ করিবে।”

(৬) চীবর-ভাজক নির্বাচন

সেই সময়ে সমগ্র ভিক্ষুসম্মত একত্রিত হইয়া চীবর ভাগ করার কোলাহল হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ভিক্ষুকে চীবরভাজক

নির্কাচিত কর। (১) যে ছন্দগামী নহে, (২) যে দ্বেষগামী নহে, (৩) যে ভয়গামী নহে, (৪) যে মোহগামী নহে এবং (৫) যে ভাজিত-অভাজিত জানিতে সমর্থ।”

হে ভিক্ষুগণ! এইভাবে নির্কাচিত করিবে। [অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ।]

(৭) চীবর ভাগ করিবার নিয়ম

চীবর-ভাজক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “কিরূপে চীবর ভাগ করিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রথমে চীবর বাছিয়া^১, মূল্য নিরূপণ করিয়া^২, সমমূল্য করিয়া^৩, ভিক্ষু গণনা করিয়া^৪ এবং পুঁটলি বাধিয়া^৫ চীবরের ভাগ বসাইবে।”

(৮) শ্রামণেরকে অংশ প্রদান

১—ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “শ্রামণেরকে চীবরের অংশ কিরূপ দিতে হইবে ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : শ্রামণেরকে^৬ অর্ধেকাংশ প্রদান করিবে।”

২—সেই সময়ে জর্নৈক ভিক্ষু স্বীয় অংশ লইয়া উত্তীর্ণ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল^৭। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)

১. ইহা স্থল, ইহা স্থল, ইহা ঘন, ইহা পাতলা, ইহা ব্যবহৃত, ইহা অব্যবহৃত ইহার দৈর্ঘ্য এত, প্রস্থ এত এইরূপে পৃথক্ করা ;

২. ইহার মূল্য এত এবং উহার মূল্য অত এরূপে মূল্য নির্ধারণ করা ;

৩. যদি সমস্ত চীবরই সমমূল্যের হয় তবে ভাল, যদি সমমূল্যের না হয়, তাহা হইলে অস্ত্র চীবর পূরণ করিয়া সমমূল্যের করিয়া পুঁটলি বাধিতে হইবে ;

৪. এক একজনকে দিতে গেলে দিবসে কুলাইবে না, এইজন্য দশ দশজন ভিক্ষু গণিয়া ;

৫. দশ দশ অংশ এক পুঁটলি বাধিয়া অংশ স্থাপন করিতে হইবে ;

৬. সেই শ্রামণের ভিক্ষুসঙ্ঘের কোন কার্য করে না কেবল শিক্ষাকার্যে এবং আচার্য উপাধ্যায়ের সেবার রত থাকে, তাহাকে অর্ধেকাংশ প্রদান করিতে হয়। যে সকালে এবং বিকালে ভিক্ষুসঙ্ঘের সেবা করে তাহাকে সমান অংশ দিতে হয়।—সম-পাসা।

৭. যে নদী বা বনপথ অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করে অথবা শকট পাইয়া স্থানান্তরে বাইতে ইচ্ছা করে।—সম-পাসা

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : স্থানান্তরে গমনকারীকে তাহার অংশ প্রদান করিবে।

৩—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু অতিরিক্ত অংশ লইয়া স্থানান্তরে গমনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)
“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রত্যর্পণ করিলে অতিরিক্ত অংশ প্রদান করিবে।”

(৯) চীবরের উপর কুশ নিক্ষেপ

চীবর-ভাজক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “চীবরের অংশ কি ভাবে দিতে হইবে? হাতে যেইখানা উঠে সেইখানা দিতে হইবে, না পুরাতনক্রমে দিতে হইবে?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—)
“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অংশহীনকে তুষ্ট করিয়া (বিকলকে তোসেত্বা) কুশ নিক্ষেপ করিবে।”

১. ভাণ্ডারগৃহ হইতে চীবর বাহির করিয়া, রাশি করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিবার পর ভিক্ষুসম্মত সমবেত হইলে, যে শকট পাইয়া বাইতে ইচ্ছুক হয় সে ‘শকট লাভে বঞ্চিত না হউক’ এইজন্ত উক্ত আবেশ প্রদত্ত হইয়াছে। চীবর বাহির করা না হইলে, ঘণ্টাধ্বনি করা না হইলে এবং ভিক্ষুসম্মত সমবেত না হইলে অংশ দেওয়া উচিত নহে। চীবর বাহির করা হইলে এবং ঘণ্টাধ্বনিতে ভিক্ষুসম্মত সমবেত হইলে চীবর ভাজকের ‘এই ভিক্ষুর অংশ এত হইতে পারে’ এই অনুমান করিয়া চীবর দেওয়া উচিত। অনুমান করিয়া সমান অংশ দেওয়া সম্ভব নহে। এই জন্ত অধিক হউক বা অল্প হউক অনুমানে যাহা প্রদত্ত হয় তাহা স্তায়সম্ভব। কম হইলে পুনঃ দিতে হয় না, কিংবা বেশী হইলে কেবল লইতে হয় না।—সম-পাসা।

২. যদি ভিক্ষুও দশজন হয় কাপড়ও দশখানা হয় এবং তন্মধ্যে একটি কাপড়ের মূল্য অধিক হয় তাহা হইলে সেই ভিক্ষু সেই অধিক মূল্যের কাপড় পাইবে তাহাকে অতিরিক্ত মূল্যের কোন উপযুক্ত সামগ্রী দ্বারা কমদামের কাপড় পাইয়াছে, তাহাদিগকে দিতে হইবে।

৩. বিকলক দ্বিবিধ, যথা, চীবর ‘বিকলক’ এবং ব্যক্তি ‘বিকলক’ (বিকলক অর্থ অপূর্ণ)। প্রত্যেকে পাঁচখানা করিয়া কাপড় পাইবার পর কাপড় আরও জমা থাকে কিন্তু প্রত্যেককে আঁকার একখানা করিয়া দিলে যদি সঙ্কলান না হয় তাহা হইলে হিঁড়িয়া দিতে হইবে। হিঁড়িয়ার সময় ব্যবহারে গায়ে মত হিঁড়িতে হইবে। অব্যবহার্যভাবে ছেঁড়া উচিত নহে। চীবর অল্প হওয়ার ইহাকে ‘চীবর বিকলক’ বলে। হিঁড়িয়া দিলে পূহীতাকে তুষ্ট করা হয়। অত্যুৎকর্ষ কুশ নিক্ষেপ করিবে। চীবরে না কুলাইলে সম্মূল্যের অল্প অল্প দিয়াও তুষ্ট করা চলে। দশ দশজন ভিক্ষুকে এক একদলে বিভক্ত করিলে যদি দলে কম হয়, আট বা নয় জন হয় তাহা হইলে আট বা নয় ভাগ দিয়া বলিতে হয় : ইহা আপনারা গ্রহণ করুন। ইহাকে ‘ব্যক্তি বিকলক’ বলে।—সম-পাসা।

চীবর রঞ্জনাদি করা

(১) চীবর রঞ্জিত করিবার রঙ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ গোময় এবং পাণ্ডুর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা চীবর রঞ্জিত করিতেন। তাহাতে চীবর ছর্বর্ণ হইয়া যাইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বড়বিধ রঙ, যথা—(১) বৃক্ষের শিকড়ের রঙ, (২) বৃক্ষের গুঁড়ির রঙ, (৩) বৃক্ষ-স্বকের রঙ, (৪) বৃক্ষ-পত্রের রঙ, (৫) পুষ্পের রঙ এবং (৬) ফলের রঙ।”

(২) রঙ পাক করা

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ নীতলজল মিশ্রিত রঙ দ্বারা চীবর রঞ্জিত করায় তাঁহাদের চীবর ছর্বর্ণ হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রঙ পাক কর এবং স্থালী (আধার) ব্যবহার কর।”

২—রঙ আধার প্লাবিত করিয়া গড়াইয়া যাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘উত্তরালুপ্প’^১ বন্ধন (স্থাপন) কর।”

৩—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ জানিতে পারিলেন না : রঙ পাক হইল কি হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : জলে অথবা নখ-পৃষ্ঠে রঙের ফোঁটা নিক্ষেপ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ।”

(৩) রঙ রাখিবার পাত্র

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ রঙ নামাইবার সময় কুস্তি আবর্জিত হওয়ায় (উল্টিয়া পড়ায়) কুস্তি ভগ্ন হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘রজমুল্লু’^২ এবং সদগু থালা ব্যবহার কর।”

২—সেই সময়ে ভিক্ষুগণের রঙ রাখিবার পাত্র ছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই

১. পাকস্থলীর বধ্যস্থলে স্থাপন করিবার কেশাদিয়ারা নির্মিত চূপড়ি বিশেষ।

২. সদগু নারিকেলের থোলা।

বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রঙের চাটি এবং রঙের ঘট ব্যবহার কর।”

৩—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ হাঁড়িতে এবং পাত্রে চীবর মর্দন করায় চীবর ছিঁড়িতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রঙের দ্রোণি ব্যবহার কর।”

(৪) চীবর শুখাইবার সামগ্রী

১—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ ভূমিতে চীবর প্রসারিত করায় চীবর ধুলিলিপ্ত হইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : তৃণের উপর প্রসারিত কর।”

২—তৃণে চীবর প্রসারিত করায় চীবর উইয়ে খাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চীবর বাঁশে অথবা রজুতে প্রসারিত কর।”

(৫) রঞ্জিত করিবার নিয়ম

১—চীবরের মধ্যস্থানে রঙ্ লাগিত না ; রঙ্ উভয়পার্শ্ব দিয়া পড়িয়া যাইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চীবরের কোণা বন্ধন কর।”

২—কোণা জীর্ণ হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : কোণা বাঁধিবার সূত্র ব্যবহার কর।”

৩—রঙ্ পার্শ্ব দিয়া ক্ষরিত হইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : বারধার উন্টাইয়া পান্টাইয়া রঞ্জিত করিবে এবং যাবৎ ক্ষরণ বন্ধ না হয় তাবৎ স্থান-ত্যাগ করিবে না।”

৪—সেই সময়ে (বারধার রঙ্ দেওয়ায়) চীবর ক্ষয় হইয়া যাইত। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : চীবর জলে ডুবাইয়া রাখিবে।”

১. প্রস্তর বা অল্প কোন দ্রব্য নির্মিত চীবর রঞ্জিত করিবার বিশাল পাত্র। তাহার নমুনা অধ্যাপি সাক্ষিতে বিদ্যমান আছে।

৫—সেই সময়ে চীবর কর্কশ হইতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ আমি অমুক্তা করিতেছি : হস্ত দ্বারা চীবর ধাবড়াইবে।”

চীবর ছেদন, সংখ্যা এবং জীর্ণ সংস্কার

(১) ছিঁড়িয়া সেলাই করা চীবরের বিধান

সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু ছেদন না করিয়া দস্তবর্ণ^১ চীবর ব্যবহার করিতেছিল। তাহা দেখিয়া জনসাধারণ ‘যেন কামভোগী গৃহী!’ এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশ্যে হুঁসুম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! ছেদন না করিয়া চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে না; যে ব্যবহার করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

[স্থান :—দক্ষিণাগিরি]

ভগবান রাজগৃহে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া দক্ষিণাগিরি অভিমুখে পর্যটনে বাহির হইলেন। ভগবান মগধ-ক্ষেত্র ‘অচ্চিবন্ধ’^২ ‘পালিবন্ধ’^৩ ‘মরিয়াদবন্ধ’^৪ এবং ‘সিদ্ধাটকবন্ধ’^৫ দেখিতে পাইলেন; দেখিতে পাইয়া আয়ুত্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন :— “হে আনন্দ! তুমি কি দেখিতেছ মগধ-ক্ষেত্র ‘অচ্চিবন্ধ’, ‘পালিবন্ধ’, ‘মরিয়াদবন্ধ’ এবং ‘সিদ্ধাটকবন্ধ’?” “হাঁ, প্রভো! দেখিতেছি।” “আনন্দ! তুমি কি ভিক্ষুগণের জন্ম একরূপ চীবর প্রস্তুত করিতে পারিবে?” “হাঁ, ভগবন্! পারিব।”

[স্থান :—রাজগৃহ]

ভগবান দক্ষিণাগিরিতে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া পুনরায় রাজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আয়ুত্মান আনন্দ বহুসংখ্যক ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভু ভগবন্! আমার তৈয়ারি চীবর অবলোকন করুন।”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! আনন্দ পণ্ডিত এবং প্রাজ্ঞ। কেননা সে আমার সংক্ষিপ্ত

১. একবার কিংবা দুইবার রঞ্জিত করা চীবর। ২. জমির চতুঃপার্শ্বে ডাঙ্গা বাঁধা; ৩. দীর্ঘ ৩ এছ আইল বেড়া; ৪. মধ্যে মধ্যে ব্লব আইল বেড়া; ৫. চারি কোণ মিলাইয়া বাঁধা।

বাক্যের অর্থ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। ‘কুসি’^১ করিয়াছে, ‘অড্‌কুসি’^২ করিয়াছে, ‘মণ্ডল’^৩ করিয়াছে, ‘অড্‌চমণ্ডল’^৪ করিয়াছে, ‘বিবট্ট’^৫ করিয়াছে, ‘অনুবিবট্ট’^৬ করিয়াছে, ‘গীবেয়্য’^৭ করিয়াছে, ‘জ্জ্বেয়্য’^৮ করিয়াছে, ‘বাহন্ত’^৯ করিয়াছে, ছেদন করিয়া সেলাই করিয়াছে, শস্ত্রদ্বারা অপকৃষ্ট করিয়াছে, শ্রমণোপযোগী করিয়াছে এবং চোরের ব্যবহারের অবোগ্য করিয়াছে।

“হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সজ্জাটি, উত্তরাসঙ্গ এবং অন্তর্বাস ছেদন করিয়া ব্যবহার করিবে।”

[স্থান :—বৈশালী]

(২) চীবরের সংখ্যা

ভগবান রাজগৃহে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া বৈশালী অভিমুখে পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। ভগবান রাজগৃহ এবং বৈশালীর মধ্যবর্তী রাস্তায় দীর্ঘপথযাত্রী অনেক ভিক্ষুকে দেখিতে পাইলেন : কেহ মাথায় করিয়া চীবরের পুঁটলি বহন করিয়া, কেহ স্কন্ধে করিয়া চীবরের পুঁটলি বহন করিয়া এবং কেহ বা কটিতে চীবরের পুঁটলি লইয়া আসিতেছে। দেখিয়া ভগবানের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “এই মূর্খগণ অতিশীঘ্র চীবরবাহুল্যে (চীবর সঙ্কে) আবর্তিত হইয়াছে। অতএব আমি চীবরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিব, মর্যাদা (সীমা) স্থাপন করিয়া দিব।” ভগবান ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া বৈশালী গমন করিলেন। ভগবান বৈশালীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—গৌতমক চৈত্যে। সেই সময় ভগবান হেমন্তঋতুর শীত রাত্রিতে ‘অন্তরঅষ্টকায়’ হিমপাত সময়ে রাত্রিতে উশুজ্জস্থানে একটিমাত্র চীবর লইয়া উপবেশন করিলেন। ভগবানের শৈত্যবোধ হইল না। প্রথম যাম অতিবাহিত হইবার পর ভগবানের শৈত্যবোধ হইল। ভগবান অল্প একখানা চীবরে দেহ আবৃত করিলেন, তখন ভগবানের শৈত্যবোধ হইল না। দ্বিতীয়যাম অতিবাহিত হইবার পর ভগবানের শৈত্যবোধ হইল, তখন ভগবান আর একখানা চীবরে দেহ আবৃত করিলেন, তখন ভগবানের শৈত্যবোধ হইল না। অন্তিমযাম

(১) চীবরের দীর্ঘপ্রস্থ প্রান্তে সংযুক্ত পাড় (২) মধ্যে মধ্যে যেই ছোট ছোট বস্ত্রখণ্ড লাগান হয়, অর্ধকুশী। (৩) পঞ্চখণ্ডযুক্ত চীবরের এক এক খণ্ডে যে চৌকোণ করিয়া ‘ঘর’ করা হয়। ইহাকে মহামণ্ডলও বলা হয়। (৪) অর্ধমণ্ডল, ক্ষুদ্র মণ্ডল (৫) উত্তমণ্ডলও অমণ্ডল এক সঙ্গে সেলাই কৃত মধ্যমণ্ডল, বিবর্ত। (৬) মধ্যমণ্ডলের দুই পার্শ্বস্থিত খণ্ডঘর। (৭) গ্রীবা বেড়াইয়া চীবরের খেই পাড় পড়ে সেই পাড়ের উপরে যে ক্ষুদ্র দীর্ঘবস্ত্রখণ্ড দৃঢ় করিবার জন্ত লাগান হয়; গ্রীবের। (৮) জজ্বা বেড়াইয়া খেই পাড় পড়ে, তদুপরি যে ক্ষুদ্র দীর্ঘ বস্ত্রখণ্ড লাগান হয়। (৯) মধ্য তিন খণ্ডের উত্তরপার্শ্বে দুই খণ্ড বস্ত্র সংযোগ করিয়া যে চীবর সেলাই করা হয় সেই সম্পূর্ণ চীবরের নাম।

অতিবাহিত হইতেছে, রাত্রি অবসানে অরণালোক নিঃসৃত হইতেছে এমন সময় ভগবানের শৈত্যবোধ হইল, তখন ভগবান আর একখান চীবরে দেহ আবৃত করিলেন। তাহাতে ভগবানের আর শৈত্যবোধ হইল না। অনন্তর ভগবানের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “বেই সব শীত ভীকু কুলপুত্র এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হইয়াছে, তাহারাও ত্রিচীবরে সময় অতিবাহিত করিতে পারিবে। অতএব আমি ভিকুগণের চীবরের সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিব, মর্যাদা স্থাপন করিব এবং ত্রিচীবরের অমুক্তা দিব।”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিকুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিকুগণ ! আমি রাজগৃহ এবং বৈশালীর মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়া দীর্ঘ পথযাত্রী হইয়া দেখিতে পাইলাম : অনেক ভিকু চীবরের পুটলি মাথায় করিয়া, স্কন্ধে করিয়া, কটিতে করিয়া আসিতেছে। দেখিয়া আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “অতিনীল এই মূর্খগণ চীবর সঞ্চয়ে রত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আমি ভিকুগণের চীবরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিব, মর্যাদা স্থাপন করিব।” হে ভিকুগণ ! আমি হেমস্ত ঋতুর শীত রাত্রিতে ‘অন্তঅষ্টকায়’ হিমপাতের সময় রাত্রিতে উন্মুক্তস্থানে একমাত্র চীবর পরিয়া উপবেশন করিলাম ; আমার শৈত্যবোধ হইল না। প্রথম যাম অতিবাহিত হইবার পর আমার শৈত্যবোধ হইল ; তখন আমি দ্বিতীয় চীবর পরিধান করিলাম, তখন আমার শৈত্যবোধ হইল না। মধ্যমযাম অতিবাহিত হইবার পর আমার শৈত্যবোধ হইল, আমি তৃতীয় চীবর পরিধান করিলাম, তখন আমার শৈত্যবোধ হইল না। অন্তিমযাম অতিবাহিত হইবার সময়, রাত্রি অবসানে অরণোদয়ের প্রাকালে আমার শৈত্যবোধ হইল, তখন আমি চতুর্থ চীবর পরিধান করিলাম, তখন আমার শৈত্যবোধ হইল না। ভিকুগণ ! তখন আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : বেই সব শীতভীকু কুলপুত্র এই ধর্মবিনয়ে প্রব্রজিত হইয়াছে তাহারাও ত্রিচীবরে কাল অতিবাহিত করিতে পারে ; অতএব আমি চীবরের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিব, মর্যাদা স্থাপন করিব, ত্রিচীবরের অমুক্তা প্রদান করিব।”

“হে ভিকুগণ ! আমি অমুক্তা করিতেছিঃ ত্রিচীবর, যথা—দোহারা (দ্বিগুণ) সজ্বাটি, একগুণ-উত্তরাসঙ্গ এবং একগুণ অন্তর্বাস ব্যবহার কর।”

(৩) অতিরিক্ত চীবর সম্বন্ধে নিয়ম

১—সেই সময়ে বড়বর্গীর ভিকু ‘ভগবান ত্রিচীবর ব্যবহারের অমুক্তা দিয়াছেন’ এই ভাবিয়া অন্ত একসেট ত্রিচীবরে গ্রামে গমন করিতেন, অন্ত একসেট ত্রিচীবরে আরামে (বিহারে) অবস্থান করিতেন এবং অন্ত একসেট ত্রিচীবরে স্নান করিতেন। অল্পে ভিকুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে আলোচনা করিতে লাগিলেন : ‘কেন

বড়বর্গীয় ভিক্ষু অতিরিক্ত ত্রিচীবর ব্যবহার করিতেছেন ?' সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! (ত্রিচীবরের) অতিরিক্ত চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে না ; যে ব্যবহার করিবে তাহার ধর্মামুসারে^১ প্রতিকার করিতে হইবে।”

২—সেই সময়ে আয়ুয়ান আনন্দের নিকট অতিরিক্ত চীবর ছিল। আয়ুয়ান আনন্দ সেই চীবর আয়ুয়ান শারীপুত্রকে দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তখন আয়ুয়ান শারীপুত্র সাকেতে অবস্থান করিতেছিলেন। আয়ুয়ান আনন্দের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘ভগবান বিধান দিয়াছেন : অতিরিক্ত চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে না। আমি এই অতিরিক্ত চীবরখানা পাইয়াছি, এই চীবর আমি আয়ুয়ান শারীপুত্রকে দিবার ইচ্ছা করিয়াছি, কিন্তু আয়ুয়ান শারীপুত্র সাকেতে অবস্থান করিতেছেন, অতএব এখন আমায় কি করিতে হইবে ?’ আয়ুয়ান আনন্দ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “আনন্দ ! কয়দিন পরে শারীপুত্র আগমন করিবে ?” “ভগবন্ ! নয় কিংবা দশদিন পরে আসিবেন।” তখন ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : দশদিন পর্যন্ত অতিরিক্ত চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে।”

৩—সেই সময়ে ভিক্ষুগণ অতিরিক্ত চীবর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘অতিরিক্ত চীবর আমাদেরকে কি করিতে হইবে ?’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অতিরিক্ত চীবর বেনামা (বিকল্পং)^২ করিবে।”

[স্থান :—বারাণসী]

(৪) চীবরে তালি দেওয়া

ভগবান বৈশালীতে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া বারাণসী অভিমুখে পর্ষটনে বাহির হইলেন। ক্রমান্বয়ে পর্ষটন করিয়া বারাণসীতে গমন করিলেন। ভগবান বারাণসীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—ঋষিপুত্রনে, মৃগদাবে। সেই সময় জনৈক ভিক্ষুর অন্তর্বাণে

১. ভিক্ষু ত্রিচীবরের অতিরিক্ত চীবর অধিষ্ঠান কিংবা বেনামা করা ব্যতীত দশদিনের অধিক ব্যবহার করিলে তাহার নিসঙ্গুণ্ডির পাচিক্তির অপরাধ হয়। তাহা সন্ম, গণ বা এক ব্যক্তির নিকট ত্যাগ করিয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে হয়।—মুক্ত-বিত্ত।

২. ‘ইমং চীবরং ভুব্ধং বিকল্পেমি’ এইবাক্য তিনবার বলিয়া যে কোন ব্যক্তির নিকট বেনামা করিতে হয়। বাহার নামে বেনামা করা হয় তাহাকে ‘ম্ভূহং সঙ্ককং বিসঙ্গ্বেহি বা পরিভূহ্বেহি বা বধাপচ্চরং বা কল্পোহি’ এইবাক্য তিনবার বলিয়া বাহার চীবর তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে হয়।

ছিন্ন হইয়াছিল। তখন সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘ভগবান ত্রিচীবর ব্যবহারের বিধান দিয়াছেন : দ্বিগুণ সজ্জাটি, একগুণ উত্তরাসঙ্গ এবং একগুণ অন্তর্বাস। আমার এই অন্তর্বাসে ছিন্ন হইয়াছে ; অতএব আমি তালি দিব। একরূপ করিলে চতুর্পার্শ্বে দোহার। এবং মধ্যে একগুণ হইবে।’ এই ভাবিয়া সেই ভিক্ষু তালি দিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান শয়নাসন দর্শনার্থ বিচরণ করিবার সময় সেই ভিক্ষুকে তালি দিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া কহিলেন :—“ভিক্ষু ! তুমি কি করিতেছ ?” “প্রভো ! আমি অন্তর্বাসে তালি দিতেছি।” “ভিক্ষু, সাধু ! সাধু !! তুমি তালি দিয়া সাধুকার্য্য করিতেছ।”

অনন্তর ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্ম্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : নূতন বা নূতন সদৃশ বস্ত্রের দ্বিগুণ সজ্জাটি, একগুণ উত্তরাসঙ্গ এবং একগুণ অন্তর্বাস ; পুরাতন বস্ত্রের চতুর্গুণ সজ্জাটি, দ্বিগুণ উত্তরাসঙ্গ এবং দ্বিগুণ অন্তর্বাস ; পাংশুকুল বস্ত্রে যথাক্রমে চীবর প্রস্তুত করিবে এবং দোকানের সম্মুখে পতিত বস্ত্র অনুসন্ধান করিবে।

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি ‘অনুজ্ঞা করিতেছি : তালি, রিফু, ‘ওনটিক’ ‘কতুসক’ এবং ‘দল্হিকম্ম’^৩ করিবে।”

[স্থান :- শ্রাবস্তী]

(৫) বিশাখার বর

ভগবান বারাণসীতে যথাক্রমে অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে পর্য্যটনে বাহির হইলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জৈতবনে, অনাথপিণ্ডের আরামে। যুগারমাতা বিশাখা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। ভগবান একান্তে উপবিষ্ট যুগারমাতা বিশাখাকে ধর্ম্ম কথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। যুগারমাতা বিশাখা ভগবানের ধর্ম্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভু ভগবান! ভিক্ষুসভ্য সহ আগামীকাল্য আমার অন্ন গ্রহণে সন্মতি জ্ঞাপন করুন।” ভগবান মৌনভাবে সন্মতি জানাইলেন। যুগারমাতা বিশাখা ভগবানের সন্মতি জানিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

১. একবার মোঁত বস্ত্র ; ২. যেই বস্ত্র চারিদিকের অধিক কাল বাসে রাখা হইয়াছে।

৩. এই শব্দের ব্যাখ্যা ৩০৫ পৃষ্ঠার পাদটীকার দ্রষ্টব্য।

সেই সময়ে সেই রাত্রি অবসানে চতুর্দশী প্রসারী মহামেঘ বর্ষণ করিল। ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! জেতবনে যেমন বর্ষিত হইতেছে এইরূপ চারিদ্বীপে বর্ষিত হইতেছে। অতএব ভিক্ষুগণ! তোমরা দেহে বারিবর্ষণ করাও, ইহা চতুর্দশী প্রসারী অস্তিম মহামেঘ।” “যথা আজ্ঞা, প্রভো!” বলিয়া সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সন্মতি জানাইয়া চীবর খুলিয়া রাখিয়া (নগ্ন হইয়া) দেহে বারি বর্ষণ করাইতে লাগিলেন। মৃগারমাতা বিশাখা উত্তম খাণ্ডভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া দাসীকে আদেশ করিলেন—“দাসি! আরামে (বিহারে) যাইয়া সময় জ্ঞাপন কর : ‘প্রভো! ভোজনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, আহাৰ্য্য প্রস্তুত’।” “যথা আজ্ঞা, আৰ্য্যে!” বলিয়া সেই দাসী মৃগারমাতা বিশাখাকে প্রত্যুত্তরে সন্মতি জানাইয়া আরামে যাইয়া দেখিল : ভিক্ষুগণ চীবর খুলিয়া রাখিয়া দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন। দেখিয়া ‘আরামে ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন’ এই ভাবিয়া মৃগারমাতা বিশাখার নিকট উপস্থিত হইল, উপস্থিত হইয়া মৃগারমাতা বিশাখাকে কহিল—“আৰ্য্যে! আরামে ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন।” মৃগারমাতা বিশাখা পণ্ডিতা, নিপুণা এবং মেধাবিনী ছিলেন, তাই তাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “নিশ্চয়ই আৰ্য্যগণ (ভিক্ষুগণ) চীবর ত্যাগ করিয়া (নগ্ন হইয়া) দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন, তাহা দেখিয়া এই মূর্খা মনে করিয়াছে আরামে ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ (নগ্ন সন্ন্যাসিগণ) দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছে।” তিনি পুনরায় দাসীকে আদেশ করিলেন—“দাসি! আরামে যাইয়া জানাইয়া আস : ‘প্রভো! ভোজনের সময় হইয়াছে, আহাৰ্য্য প্রস্তুত’।”

সেই ভিক্ষুগণ গাত্র শীতল করিয়া, আর্দ্রদেহে চীবর গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব বিহারে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই দাসী আরামে যাইয়া ভিক্ষু দেখিতে না পাইয়া ‘আরামে ভিক্ষু নাই, আরাম শূন্য’ এই মনে করিয়া মৃগারমাতা বিশাখার নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া মৃগারমাতা বিশাখাকে কহিল—“আৰ্য্যে! আরামে ভিক্ষু নাই, আরাম শূন্য।” মৃগারমাতা বিশাখা পণ্ডিতা, নিপুণা এবং মেধাবিনী ছিলেন, তাই তাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “নিশ্চয় আৰ্য্যগণ গাত্র শীতল করিয়া আর্দ্রদেহে চীবর গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন। এই জন্ত এই মূর্খা মনে করিয়াছে আরামে ভিক্ষু নাই, আরাম শূন্য।” পুনরায় তিনি দাসীকে আদেশ করিলেন—“দাসি! আরামে যাইয়া জানাইয়া আস : প্রভো! ভোজনের সময় উপস্থিত, আহাৰ্য্য প্রস্তুত হইয়াছে।”

ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—“হে ভিক্ষুগণ! পাত্রচীবর লইয়া প্রস্তুত হও, ভোজনের সময় হইয়াছে।” “যথা আজ্ঞা, প্রভো!” বলিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ভগবান পূর্বাঙ্কে বহির্গমনোপযোগী বাস পরিধান করিয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া যেমন কোন বলবান ব্যক্তি সঙ্কুচিত বাহু প্রসারিত করে, অথবা প্রসারিত বাহু সঙ্কুচিত করে সেইরূপ জেতবনে অন্তর্হিত হইয়া মৃগারমাতা বিশাখার প্রকোষ্ঠে প্রোহৃত হইলেন। ভগবান প্রস্তুত আসনে ভিক্ষুসঙ্ঘসহ উপবেশন করিলেন।

মৃগারমাতা বিশাখা ‘অহো, বড় আশ্চর্য! বড় অদ্ভুত! তথাগতের ঋদ্ধি এবং মহানুভাবতা! জানুপ্রমাণ এবং কটিপ্রমাণ জল-স্রোত বিদ্যমান সত্ত্বেও একজন ভিক্ষুরও পাদ বা চীবর সিক্ত হয় নাই!’ এই ভাবিয়া হৃষ্ট এবং প্রকুল হইয়া বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে বারণ না করা পর্য্যন্ত স্বহস্তে খাণ্ডভোজ্য দানে সমুপ্ত করিয়া ভগবান ভোজনাবসানে পাত্র হইতে হস্ত তুলিয়া লইলে একান্তে উপবেশন করিলেন।

(৬) স্নানবস্ত্রের নিধান

একান্তে উপবেশন করিয়া মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো! আমি ভগবানের নিকট আটটি বর যাচ্ছা করিতে চাহি।” “বিশাখে! তথাগত বরদানের অতীত হইয়াছেন।” “প্রভো! যাহা বিহিত এবং অনবশ্য আমি সেই বরই যাচ্ছা করিব।” “বিশাখে! তাহা হইলে বলিতে পার।”

“প্রভো! (১) আমি ভিক্ষুসঙ্ঘকে আজীবন স্নানবস্ত্র (বর্ষা সময়ে পরিধেয় বস্ত্র) প্রদান করিতে চাহি, (২) আগন্তুককে আহাৰ্য্য দান, (৩) গমনকারীকে আহাৰ্য্য দান, (৪) রুগ্নকে আহাৰ্য্য দান, (৫) রোগী-পরিচারককে আহাৰ্য্য দান, (৬) রোগীকে ভৈষজ্য দান, (৭) নিত্য ধবাণু দান এবং (৮) ভিক্ষুসঙ্ঘকে স্নানবস্ত্র দান করিতে চাহি।” “বিশাখে! তুমি কোন্ সুখদফল দেখিয়া তথাগতের নিকট আটটি বর যাচ্ছা করিতেছ?”

(১) প্রভো! আমি দাসীকে আদেশ করিয়াছিলাম : দাসি! আরামে বাইয়া সময়-জ্ঞাপন কর, ভোজনের সময় হইয়াছে, আহাৰ্য্য প্রস্তুত। সেই দাসী আরামে বাইয়া দেখিতে পাইল, ভিক্ষুগণ চীবর পরিত্যাগ করিয়া দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন। দেখিয়া ‘আরামে ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন’ এই ভাবিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া আমাকে কহিল :—‘আৰ্য্যে! আরামে

ভিক্ষু নাই, আজীবকগণ দেহে বারিবর্ষণ করাইতেছেন !' প্রভো ! নগ্নতা বড় অপকিত, বড় জুগুপ্সিত এবং অতি ঘৃণিত। আমি এই কারণ দেখিয়া সজ্বকে আজীবন বর্ষার মানবন্ত্র দিতে চাহিতেছি।

(২) পুনশ্চ, প্রভো ! আগন্তুক ভিক্ষু রাস্তা এবং গ্রামের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে ভিক্ষান্নসংগ্রহে ক্লেশ পাইয়া থাকেন। তাঁহারা আগন্তুকের উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত অন্ন আহার করিয়া রাস্তা এবং গ্রামের পরিচয় লাভে সমর্থ হইয়া অক্লেশে ভিক্ষান্নসংগ্রহ করিতে পারিবেন। প্রভো ! আমি এই কারণ দেখিয়া আজীবন সজ্বকে আগন্তুকভোজন দিতে চাহিতেছি।

(৩) পুনশ্চ, প্রভো ! গমনকারী ভিক্ষু নিজের আহার সন্ধান করিতে করিতে শকট হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়েন অথবা যেখানে যাইতে চাহেন সেখানে উপস্থিত হইতে বিকাল হইয়া যায়, ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘপথ গমন করেন। তিনি যদি গমনকারীর উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত ভোজন আহার করেন তাহা হইলে তাঁহাকে শকট লাভে বঞ্চিত হইতে হইবে না, যেখানে যাইতে চাহেন সেখানে বিকালে উপস্থিত হইতে হইবে না এবং অক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে পারিবেন। প্রভো ! আমি এই কারণ দেখিয়া ভিক্ষুসজ্বকে আজীবন গমনকারীর ভোজন প্রদান করিতে চাহিতেছি।

(৪) পুনশ্চ, প্রভো ! রোগী ভিক্ষু অনুকূল ভোজন না পাইলে তাঁহার রোগ বাড়িতে পারে অথবা মৃত্যু হইতে পারে। তিনি রোগীর উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত আহার্য আহার করিলে তাঁহার রোগ বাড়িবে না অথবা মৃত্যু হইবে না। প্রভো ! আমি এই কারণ দেখিয়া আজীবন সজ্বকে রোগীর ভোজন দিতে চাহিতেছি।

(৫) পুনশ্চ, প্রভো ! রোগী-পরিচারক ভিক্ষু নিজের আহার্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিলে রোগীকে আহার্য প্রদানে বিলম্ব করিবে অথবা রোগীকে অনাহারেও রাখিবে। তিনি যদি রোগী পরিচারকের উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত অন্ন আহার করেন, তাহা হইলে রোগীকে সকালে অন্ন প্রদান করিতে পারিবেন, রোগীকে উপবাসে রাখিবেন না। প্রভো ! আমি এই কারণ দেখিয়া আজীবন সজ্বকে রোগী-পরিচারকের ভোজন প্রদান করিতে চাহিতেছি।

(৬) পুনশ্চ, প্রভো ! রোগী ভিক্ষু অনুকূল ভৈষজ্য না পাইলে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি অথবা মৃত্যু হইতে পারে। তিনি যদি রোগীর উদ্দেশ্যে আমার প্রদত্ত ভৈষজ্য সেবন করেন, তাহা হইলে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি কিংবা মৃত্যু হইবে না। প্রভো ! আমি এই কারণ দেখিয়া সজ্বকে আজীবন রোগীর ভৈষজ্য দিতে চাহিতেছি।

(৭) পুনশ্চ, প্রভো ! ভগবান অন্ধকবিন্দে দশটি আশংসা (সুখদ ফল) দেখিয়া ষবাগুর বিধান দিয়াছেন। আমি সেই সমস্ত আশংসা দেখিয়া আজীবন সজ্বকে নিত্য ষবাগু দিতে চাহিতেছি।

(৮) পুনশ্চ, প্রভো। ভিক্ষুগণ অচিরবতী নদীতে বেষ্ঠার সঙ্গে এক ঘাটে নগ্ন হইয়া স্নান করিয়া থাকেন। বেষ্ঠাগণ ভিক্ষুগণকে ‘আর্য্যে। তোমরা যৌবনাবস্থায় কেন ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছ, কামসেবা কবা কি উচিত নহে? যখন বৃদ্ধা হইবে তখন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে পারিবে। এক্ষেপে তোমাদের উভয় কার্য্য সফল হইবে।’ এই বলিয়া বিক্রম করিয়া থাকে। তখন ভিক্ষুগণ বেষ্ঠাদের দ্বারা উপহাসিত হইয়া নীরব থাকেন। প্রভো! নারীজাতিব নগ্নতা বড় অপবিত্র, বড় লুপ্তপিত, অতি ঘৃণ্য। আমি এই কারণ দেখিয়া আজীবন ভিক্ষুগণসম্বন্ধে স্নানবস্ত্র দিতে চাহিতেছি।”

“বিশাখে। তুমি কি আশংসা দেখিয়া তথাগতের নিকট আটটি বর যাক্কা করিতেছ?”

“প্রভো। নানাদিকে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া ভিক্ষুগণ ভগবানকে দর্শন করিবার জন্ত শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইবেন। তাঁহারা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবেন : ‘পভো। অন্তক ভিক্ষুব কামক্রি। হইয়াছে, পবলোকে তাঁহার কিকপ গতি লাভ হইল?’ তাঁহাব সম্বন্ধে ভগবান ব্যক্ত করিবেন : ‘তিনি স্রোতাপত্তি ফল, সন্নদাগামাফল, অনাগামীফল অথবা অর্হঙ্কফল লাভ করিয়াছিলেন।’ তখন আমি ত হাদেব (জিজ্ঞাসাকানাদিগেব) নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিব, ‘প্রভো। সেই আর্য্য কি কোনদিন শ্রাবস্তী আসিয়াছিলেন?’ যদি তাঁহারা আমায় বলেন, ‘সেই ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে আসিয়াছিলেন।’ তাহা হইলে আমি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিতে পারিব : সেই মৃত আর্য্য আমার প্রদত্ত বর্ষাকালের স্নান বস্ত্র, আগষ্টকভোজন, গমনকারীর ভোজন, বোগীবভোজন, রোগীপবিচাবকের ভোজন, রোগীববৈভবজ্য অথবা নিত্য প্রদত্ত যবাগু গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা স্মরণ করিলে আমার প্রমোদের সঞ্চাব হইবে, প্রমোদ হইতে প্রীতির সঞ্চাব হইবে, প্রীতিসম্পন্ন হইলে দেহ প্রশান্ত হইবে, প্রশান্তকায়ে সুখানুভূতি হইবে, সুখানুভূতিতে চিত্ত সমাধিপ্ৰাপ্ত হইবে এবং তাহাই হইবে আমার ইন্দ্রিয়-ভাবনা, বল-ভাবনা, বোধ্যঙ্গ-ভাবনা। প্রভো। আমি এই আশংসা দেখিয়া তথাগতের নিকট আটটি বর যাক্কা করিতেছি।”

“বিশাখে। সাধু! সাধু!! তুমি এই অষ্টবিধ আশংসা দেখিয়া তথাগতের নিকট আটটি বর যাক্কা করিয়া উত্তমকার্য্য করিয়াছ। বিশাখে। আমি তোমাকে উক্ত আট বর প্রদান করিলাম।”

অতঃপর ভগবান যুগাবমাতা বিশাখাকে এই গাথাযোগে অশ্রুমোদন করিলেন—

অন্ন জল করে দান মনানন্দে শীলবতী স্নগত-তনয়া^১,

করে দান স্বস্তিকর শোকনোদ সুখাবহ ছাড়িয়া অসুয়া^২,

১. সেই নরনারী সার্বকল লাভ করেন, ভগবান তাঁহাদিগকে ‘পুত্র কন্যা’ বলিতেন। ২. মাৎসর্য্য।

সে-ই লভে দিব্যবল আর আয়ু ধরি পথ শুদ্ধ নিরঞ্জন,
চিরসুখী পুণ্যকামী নিরাময় স্বর্গলোকে আনন্দিত মন ।

ভগবান মৃগারমাতা বিশাখাকে এই গাথাবোলে অনুমোদন করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন । ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুজ্জা করিতেছি : বর্ষাসময়ের স্নানবস্ত্র, আগস্তকভোজন, গমনকারীরভোজন, রোগীর ভোজন, রোগী পরিচারকের ভোজন, রোগীর ভৈষজ্য, নিত্য যবাগু এবং ভিক্ষুণীসভ্বেব স্নানবস্ত্র ।”

॥ বিশাখা ভণিতা সমাপ্ত ॥

(৭) দেহ, চীবর এবং আসন রক্ষা করিয়া উপবেশন

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ উত্তম ভোজ্যাদি ভোজন করিয়া স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞ^১ রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হইতেন । তাঁহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞ রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হওয়ায় স্বপ্নে তাঁহাদের অশুচিপাত হইত, শয্যাসন অশুচিতে ত্রক্ষিত হইয়া যাইত । ভগবান আয়ুস্মান আনন্দকে পশ্চাৎগামী শ্রমণরূপে সঙ্গে লইয়া শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করিবার সময় দেখিতে পাইলেন : শয্যাসন অশুচি দ্বারা ত্রক্ষিত । দেখিয়া আয়ুস্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন—“আনন্দ ! এ কি ! শয্যাসন ত্রক্ষিত কিসে ?” “প্রভো ! ভিক্ষুগণ উত্তম আহাৰ্য্য আহাৰ করিয়া স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞ রহিত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন । তাঁহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞ রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হওয়াতে স্বপ্নে তাঁহাদের অশুচিপাত হইতেছে । ভগবন্ ! এইহেতু শয্যাসন অশুচি দ্বারা ত্রক্ষিত হইয়াছে ।” “হাঁ, আনন্দ ! এরূপ হইয়া থাকে । হাঁ, আনন্দ ! এরূপ হইয়া থাকে । আনন্দ ! বাহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞ রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হয় তাহাদের স্বপ্নে অশুচিপাত হইয়া থাকে । আনন্দ বাহারা স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞযুক্ত হইয়া নিদ্রা যায় তাহাদের অশুচিপাত হয় না । আনন্দ ! যেই সাধারণজন (পুথুজ্জন) কামাসক্ত নহে তাহারও স্বপ্নে অশুচিপাত হয় না । আনন্দ ! অর্হতের অশুচিপাত হইতে পারে এই সম্বন্ধে কোন কারণ কিংবা হেতু নাই ।”

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! আমি একদিন আনন্দকে পশ্চাৎগামী শ্রমণরূপে সঙ্গে করিয়া শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করিবার সময় দেখিতে পাইলাম : শয়নাসন অশুচি দ্বারা ত্রক্ষিত । দেখিয়া আনন্দকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘এ কি ! শয্যাসন

ত্রিক্ত কেন ?' 'প্রভো ! এখন ভিক্ষুগণ উত্তম আহাৰ্য্য আহাৰ করিয়া স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞ রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হইতেছেন, তাহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞ রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হওয়ার স্বপ্নে তাহাদের অশুচিপাত হইতেছে। ভগবন্ সেই অশুচিয়ারা এই শয্যাসন ত্রিক্ত হইয়াছে।' 'হাঁ, আনন্দ ! একপ হইয়া থাকে ! হাঁ, আনন্দ একপ হইয়া থাকে ! আনন্দ ! তাহারা স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞ রহিত হইয়া নিদ্রামগ্ন হওয়াতে তাহাদের স্বপ্নে অশুচিপাত হইয়াছে। আনন্দ ! যাহারা স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞযুক্ত হইয়া নিদ্রামগ্ন হয় তাহাদের অশুচিপাত হয় না। আনন্দ ! যেই সাধারণজন (পুথুর্জন বা পৃথগ্জন) কামাসক্ত নহে তাহারও অশুচিপাত হয় না। আনন্দ ! এমন কোন একটা কারণ কিংবা হেতু নাই : অর্হতের অশুচিপাত হইতে পারে।' ভিক্ষুগণ ! স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞ রহিত হইয়া নিদ্রা যাইবার পাঁচটি আদীনব (দোষ) আছে। যথা—(১) সহঃখে নিদ্রামগ্ন হয়, (২) সহঃখে জাগ্রত হয়, (৩) হৃঃস্বপ্ন দেখে, (৪) দেবতা রক্ষা করে না এবং (৫) অশুচিপাত হয়। ভিক্ষুগণ ! স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞ রহিত হইয়া নিদ্রা যাইবার এই পাঁচটি আদীনব।

হে ভিক্ষুগণ ! স্মৃতি এবং সম্প্রজ্ঞ সম্পন্ন হইয়া নিদ্রামগ্ন হইবার পাঁচটি আশংসা আছে। যথা—(১) স্মৃথে নিদ্রামগ্ন হয়, (২) স্মৃথে জাগ্রত হয়, (৩) হৃঃস্বপ্ন দেখে না, (৪) দেবতা রক্ষা করে এবং (৫) অশুচিপাত হয় না। ভিক্ষুগণ ! স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞযুক্ত হইয়া নিদ্রামগ্ন হইবার এই পাঁচটি আশংসা। (এইহেতু—)

“হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুক্তা করিতেছি : দেখ, চীবর এবং শয্যাসন রক্ষা করিয়া বসিবার জ্ঞ বসিবার আসন ব্যবহার করিবে।”

অন্যান্য বস্ত্র এবং চীবর সম্বন্ধে বিধান

(১) বিছানার চাদর

সেই সময়ে বসিবার আসন অতিক্রম হওয়ার সমস্ত শরনাসন আবৃত করিতে পারা যাইত না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অমুক্তা করিতেছি : যত বড় প্রত্যাস্তরণ (বিছানার চাদর) প্রয়োজন হয়, ততবড় ব্যবহার করিবে।”

(২) কণ্ডু আচ্ছাদনের বস্ত্র

সেই সময়ে আয়ুয়ান আনন্দের উপাধ্যায় আয়ুয়ান বরিষ্ঠশিরের নিকট গুলকন্ধ (খোস) রোগ হইয়াছিল। তাহার ক্লেদে তাহার চীবর দেখে জড়াইয়া যাইত,

ভিক্ষুগণ তাহা জলে সিক্ত করিয়া মুক্ত করিতেন। ভগবান শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করিবার সময়, সেই ভিক্ষুগণকে চীবর বারম্বার জলসিক্ত করিয়া দেহ হইতে মুক্ত করিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“হে ভিক্ষুগণ! এই ভিক্ষুর রোগ কি?” “প্রভো! এই আয়ুমানের স্থূলকক্ষরোগ হইয়াছে, ক্লেদে চীবর দেহে জড়াইয়া গিয়াছে, আমরা তাহা বারম্বার জলসিক্ত করিয়া মুক্ত করিতেছি।” ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুক্তা করিতেছি: যাহার নিকট কণ্ডু, ফোটক, পাঁচড়া অথবা খোসরোগ আছে সে কণ্ডু আচ্ছাদনের বস্ত্র ব্যবহার করিবে।”

(৩) মুখ মুছিবার তোয়ালে

মৃগারমাতা বিশাখা মুখ মুছিবার তোয়ালে লইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানকে কহিলেন—“ভগবন্! আমার মুখ মুছিবার তোয়ালে প্রতিগ্রহণ করুন, যেন সুদীর্ঘকাল আমার হিত-সুখ সাধিত হয়।” ভগবান মুখ মুছিবার তোয়ালে প্রতিগ্রহণ করিলেন। ভগবান মৃগারমাতা বিশাখাকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিলেন। মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানের ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট হইয়া, আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন:—“হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুক্তা করিতেছি: মুখ মুছিবার তোয়ালে ব্যবহার করিবে।”

(৪) পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ব্যক্তি বিশ্বাসের যোগ্য

সেই সময়ে রোজ নামধেয় মল্ল আয়ুমান আনন্দের সহায় ছিলেন। রোজমল্লের কোম বস্ত্রখণ্ড আয়ুমান আনন্দের নিকট জমা ছিল। আয়ুমান আনন্দেরও কোম বস্ত্রখণ্ডের প্রয়োজন ছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন:—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অমুক্তা করিতেছি: পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ব্যক্তির ঐর্ষ্য বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করিতে পার। যথা—(১) যে প্রত্যক্ষ হইয়াছে, (২) বাহ্যিক সহিত গাঢ় মিত্রতা হইয়াছে, (৩) বাহ্যিক সহিত আলাপ হইয়াছে, (৪) যে

জীবিত আছে এবং (৫) যে স্বীয় দ্রব্য গ্রহণ করিলে গ্রহীতার প্রতি সন্তুষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন ব্যক্তির দ্রব্য বিশ্বস্তরূপে গ্রহণ করিতে পারিবে।*

(৫) অন্যান্য বস্ত্রের বিধান

সেই সময়ে ভিক্ষুগণের ত্রিচীবর পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের জল ছাঁকিবার এবং পলিয়ার বস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ড (পরিক্খার চোল) ব্যবহার করিবে।”

(৬) বস্ত্রের মধ্যে কোন্টি নিত্য ব্যবহার্য্য এবং কোন্টি অব্যবহার্য্য ?

তখন ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘ভগবান যেই সমস্ত চীবর ব্যবহারের আদেশ দিয়াছেন, যথা—ত্রিচীবর, বর্ষাকালের স্নানবস্ত্র, বসিবার কাপড়, বিছানার চাদর, কণ্ডু প্রতিচ্ছাদনের বস্ত্র, মুখ মুছিবার তোয়ালে এবং প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ড। এই সমস্তই কি অধিষ্ঠান করিতে হইবে, না বেনামা করিতে হইবে?’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ত্রিচীবর অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না ; বর্ষার স্নানবস্ত্র বর্ষার চারিমাস অধিষ্ঠান করিবে, তৎপর বেনামা করিবে ; বসিবার কাপড় অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না ; বিছানার চাদর অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না ; কণ্ডু প্রতিচ্ছাদনের বস্ত্র রোগের সময় অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না ; মুখ মুছিবার তোয়ালে অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না এবং প্রয়োজনীয় বস্ত্রখণ্ড অধিষ্ঠান করিবে, বেনামা করিবে না।”

(৭) বেনামাযোগ্য বস্ত্রের প্রমাণ

ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘অন্তত কোন্ প্রমাণ বিশিষ্ট চীবর বেনামা করিতে হইবে?’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : অন্তত বুদ্ধের আঙ্গুলে দৈর্ঘ্যে আট আঙ্গুল এবং প্রস্থে চারি আঙ্গুল প্রমাণ বিশিষ্ট* ক্ষুদ্র চীবর বেনামা করিবে।”

* দৈর্ঘ্যে একহাত এবং প্রস্থে এক বিততি।

(৮) চীবর পাতলা, কোমল আদি করিবার নিয়ম

১—সেই সময়ে আয়ুর্য়ান মহাকাশ্রপের পাংগুকুল (আবর্জনা স্থূপ হইতে কুড়ানো বস্ত্র) দ্বারা প্রস্তুত চীবর ভারী হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সূত্ররক্ষ^১ করিবে।”

২—কোণা ঝুলিয়া^২ পড়িল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ঝুলানো কোণা বাহির করিয়া ফেলিবে।”

৩—সূতা ছড়াইয়া পড়িল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘অমুবাত’ ও ‘পবিভণ্ড’^৩ আরোপ করিবে।”

৪—সেই সময়ে সজ্বাটির (পট্টা)^৪ ছিঁড়িতেছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ‘অষ্টপদক’^৫ করিবে।”

(৯) বস্ত্রে না কুলাইলে ত্রিচীবর ছিন্ন করিয়া প্রস্তুত না করা

১—সেই সময়ে অনৈক ভিক্ষুর চীবর প্রস্তুত করিবার সময় সমগ্র বস্ত্র ছিন্ন করায় কাপড়ে সঙ্কুলান হইতেছিল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ছুইখানা ছিন্ন করিয়া এবং একখানা ছিন্ন না করিয়া চীবর প্রস্তুত করিবে।”

২—ছুইখানা ছিন্ন করায় এবং একখানা ছিন্ন না করায়ও কাপড়ে সঙ্কুলান হইল না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : ছুইখানা ছিন্ন না করিয়া এবং একখানা ছিন্ন করিয়া চীবর প্রস্তুত করিবে।”

৩—ছুইখানা ছিন্ন না করায় এবং একখানা ছিন্ন করায়ও কাপড়ে সঙ্কুলান হইল

১. সূতা দ্বারা তালি দিবে; ২. সূতাং অঙ্কেহা সিন্ধুস্তানং একো সংখ্যাটি কোণো দীঘো হোতি।

—সম-পাশা।

৩. ইহার ব্যাখ্যা ৩৩৫ পৃষ্ঠার পাদটীকার ত্রুটব্য।

৪. বড় বড় বস্ত্রখণ্ডের প্রান্তভাগে সেলাই করা সূতা ঝুলিয়া বাওয়ার বস্ত্রখণ্ড ছিঁড়িয়া যায়।

৫. অষ্টপাদ ক্রীড়নকের ছায়া।

না। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : জোড়া দিবে।”

“হে ভিক্ষুগণ ! ছিন্ন না করিয়া সমগ্র চীবর ব্যবহার করিতে পারিবে না ; যে করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

(১০) মাতাপিতাকে বস্ত্র দেওয়া যায়

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর নিকট বহু চীবর সঞ্চিত ছিল। তিনি সেই চীবর তাঁহার মাতাপিতাকে দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! মাতাপিতার কথা বলিলে আমি কি বলিব ? ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : মাতাপিতাকে প্রদান করিবে। কিন্তু ভিক্ষুগণ ! শ্রদ্ধাপ্রদত্ত দ্রব্যের অপব্যবহার করিতে পারিবে না, যে করিবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

(১১) দুই চীবরে গ্রামে গমন অনুচিৎ

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু অন্ধবনে চীবর (সজ্বাটি) রাখিয়া অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে ভিক্ষার সংগ্রহে গমন করিয়াছিলেন। চোরেরা সেই চীবর হরণ করিল। এই জ্ঞাত্ত তিনি জীর্ণ এবং ময়লা চীবর ব্যবহারে বাধ্য হইলেন। ভিক্ষুগণ তাঁহাকে কহিলেন, “বন্ধো ! আপনি জীর্ণ এবং ময়লা চীবর কেন ব্যবহার করিতেছেন ?” “বন্ধুগণ ! আমি অন্ধবনে চীবর রাখিয়া অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে ভিক্ষার সংগ্রহে গমন করিয়াছিলাম, এই অবসরে চোরেরা সেই চীবর হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই হেতু আমি জীর্ণ এবং ময়লা চীবর ব্যবহারে বাধ্য হইয়াছি।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গ মাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে যাইতে পারিবে না ; যে যাইবে তাহার ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

(১২) কোন একটি চীবর রাখিয়া যাইবার কারণ

সেই সময়ে আয়ুয়ান আনন্দ ভুলবশত অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গমাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে ভিক্ষার সংগ্রহে গমন করিয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ আয়ুয়ান আনন্দকে কহিলেন :—

১. মাতাপিতা অতি ধনী হইলেও যদি তাঁহারা ব্যক্তি করে তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দিতে হইবে ; কিন্তু অন্য কোন আত্মীয়কে প্রদান করিলে শ্রদ্ধা প্রদত্ত দ্রব্যের অপব্যবহার করা হইবে।—সম-পাসা।

“বন্ধু আনন্দ ! অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গমাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে যাইতে পারিবে না বলিয়া কি ভগবান বিধান প্রদান করেন নাই ? বন্ধু ! আপনি কেন অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গমাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন ?” “বন্ধো ! ভগবান যে অন্তর্বাস এবং উত্তরাসঙ্গমাত্র পরিধান করিয়া গ্রামে গমন না করিবার বিধান দিয়াছেন তাহা সত্য ; কিন্তু আমি ভুলবশত প্রবেশ করিয়াছি ।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন ।

ভগবান এই নিদানে, এই প্রকরণে ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! পাঁচ কারণে সজ্বাটি রাখিয়া যাইতে পারে । যথা— (১) রুগ্ন হয়, (২) বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, (৩) নদীর পরপারে যাইতে হয়, (৪) বিহারের দ্বার অর্গল দ্বারা বন্ধ করা যায় এবং (৫) কঠিন চীবর প্রসারিত হইয়া থাকে । হে ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চ কারণে সজ্বাটি রাখিয়া যাইতে পারা যায় ।

হে ভিক্ষুগণ ! পাঁচ কারণে উত্তরাসঙ্গ রাখিয়া যাইতে পারে, যথা—(১) রুগ্ন হয়, (২) বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে, (৩) নদীর পরতীরে যাইবার প্রয়োজন হয়, (৪) বিহারের দ্বার বন্ধ করিতে পারা যায় অথবা (৫) কঠিন চীবর প্রসারিত হইয়া থাকে । ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চ কারণে উত্তরাসঙ্গ রাখিয়া যাইতে পারা যায় ।

হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চ কারণে অন্তর্বাস রাখিয়া যাইতে পারে, যথা—(১) রুগ্ন হয়, (২) বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, (৩) নদীর পরতীরে যাইবার প্রয়োজন হয়, (৪) বিহারের দ্বার বন্ধ করিতে পারা যায় অথবা (৫) কঠিন চীবর প্রসারিত হইয়া থাকে । ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চ কারণে অন্তর্বাস রাখিয়া যাইতে পারা যায় ।

“হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চ কারণে বর্ষাকালের স্নানবস্ত্র রাখিয়া যাইতে পারে, যথা—(১) রুগ্ন হয়, (২) সীমার বাহিরে যাইতে হয়, (৩) নদীর পরতীরে যাইতে হয়, (৪) বিহারের দ্বার বন্ধ করিতে পারা যায় অথবা (৫) বর্ষাকালীন স্নানবস্ত্র অপ্রস্তুত থাকে । ভিক্ষুগণ ! এই পঞ্চ কারণে বর্ষাকালের স্নানবস্ত্র রাখিয়া যাইতে পারা যায় ।

চীবর ভাগ করা

(১) সজ্জ্বাদেশে প্রদত্ত চীবরে অধিকার

১—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু একাকী বর্ষাবাস করিয়াছিলেন । সেখানের জনসাধারণ ‘সজ্জ্বাদেশে দিতেছি’ বলিয়া তাঁহাকে চীবর প্রদান করিয়াছিল । সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “ভগবান বিধান দিয়াছেন : অন্ততঃ চারিজন হইলে সজ্ব হইতে পারে’ অথচ আমি একজন মাত্র । এই জনসাধারণ ‘সজ্বকে দিতেছি’ বলিয়া চীবর দিয়াছে । অতএব সজ্জ্বাদেশে প্রদত্ত এই চীবর লইয়া আমি শ্রাবস্তী

যাইব।” এই ভাবিয়া সেই ভিক্ষু চীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে যাইয়া ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষু ! যাবৎ কঠিন চীবরের বিনাশ সাধিত না হয়, তাবৎ সেই চীবর তোমার অধিকারেই থাকিবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু একাকী বর্ষাবাস করিবার সময় তাহাকে জনসাধারণ ‘সঙ্ঘোদেষু দিতেছি’ বলিয়া চীবর প্রদান করে তাহা হইলে “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : যাবৎ কঠিন চীবরের বিনাশ সাধিত না হয়, তাবৎ সেই চীবর তাহার অধিকারেই থাকিবে।”

২—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু এককথু যাবৎ একাকী বাস করিতেছিলেন। সেখানের অধিবাসিগণ ‘সঙ্ঘোদেষু দিতেছি’ বলিয়া তাহাকে চীবর প্রদান করিয়াছিল। সেই ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘ভগবান বিধান দিয়াছেন : অন্ততঃ চারিজন হইলে সত্য হইতে পারে। অথচ আমি একজনমাত্র ; এই জনসাধারণ ‘সঙ্ঘোদেষু দিতেছি’ বলিয়া চীবর দিয়াছে। অতএব আমি সঙ্ঘোদেষু প্রদত্ত এই চীবর শ্রাবস্তীতে লইয়া যাইব।’ এই ভাবিয়া সেই ভিক্ষু সেই চীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে গমন করিয়া ভিক্ষুগণকে এই বিষয় জানাইলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সঙ্ঘের উপস্থিতিতে ভাগ করিবে।”

৩—হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষু কোনস্থানে এককথু যাবৎ একাকী অবস্থান করে এবং সেখানের অধিবাসিগণ ‘সঙ্ঘোদেষু দিতেছি’ বলিয়া চীবর প্রদান করে তাহা হইলে “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সেই ভিক্ষুকে ‘এই চীবর আমার’ এই বলিয়া অধিষ্ঠান করিতে হইবে।” ভিক্ষুগণ ! যদি সেই ভিক্ষু সেই চীবর অধিষ্ঠান করিবার পূর্বে অথু ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকে সমান অংশ দিতে হইবে। যদি তাহার চীবর ভাগ করিতেছে কিন্তু ‘কুশপাত’ করে নাই এমন সময় অথু ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকেও সমান অংশ দিতে হইবে। যদি তাহার চীবর ভাগ করিয়াছে এবং কুশপাতও করিয়াছে এমন সময় অথু ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে ইচ্ছা না হইলে তাহাকে ভাগ প্রদান করিবে না।

৪—সেই সময়ে আয়ুমান ঋষিদাস ও আয়ুমান ঋষিভদ্র স্ববির নামে দুই ভ্রাতা শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অথু এক গ্রাম্য আবাসে আগমন করিলেন। সেখানের অধিবাসিগণ ‘অনেকদিন পরে স্ববিরগণ আসিয়াছেন’ এই ভাবিয়া চীবর সহ ভোজন প্রদান করিলেন। আবাসবাসী ভিক্ষুগণ স্ববিরদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন : “প্রভো ! সঙ্ঘোদেষু প্রদত্ত এই চীবরগুলি স্ববিরগণের আগমন উপলক্ষে পাওয়া গিয়াছে ; অতএব স্ববিরগণ ভাগ গ্রহণ করিবেন কি ?” স্ববিরগণ কহিলেন, “বন্ধুগণ !

ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে বলিতে পারি : কঠিন চাবরের বিনাশ সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সব চীবর আপনাদের অধিকারেই থাকিবে।”

সেই সময়ে তিনজন ভিক্ষু রাজগৃহে বর্ষাবাস করিতেছিলেন। সেখানের অধিবাসিগণ ‘সজ্জ্বাদেশে দিতেছি’ বলিয়া তাঁহাদিগকে চীবর প্রদান করিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : “ভগবান বিধান দিয়াছেন : অস্তুত চারিজন হইলে সজ্জ্ব হইতে পারে, অগচ্চ আমরা তিনজন মাত্র। এই জনসাধারণ ‘সজ্জ্বকে দিতেছি’ বলিয়া চীবর দিতেছে ; অতএব আমরাদিগকে কি করিতে হইবে ?”

৫—সেই সময়ে বহু স্থবির আয়ুস্থান নীলবাসী, আয়ুস্থান সাণবাসী, আয়ুস্থান গোপক, আয়ুস্থান ভৃগু এবং আয়ুস্থান ক্ষলিকসন্দন পাটলিপুত্রে অবস্থান করিতেছিলেন,— কুকুটারামে^১। সেই ভিক্ষুগণ (রাজগৃহবাসী ভিক্ষুগণ) পাটলিপুত্রে গমন করিয়া স্থবিরদিগকে উক্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্থবিরগণ (পাটলিপুত্রবাসী স্থবিরগণ) কহিলেন : “বন্ধুগণ ! আমরা ভগবানের উপদিষ্ট ধর্ম যতদূর অবগত আছি, তাহাতে বলিতে পারি : কঠিন চীবরের বিনাশ সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সমস্ত চীবর আপনাদের অধিকারেই থাকিবে।”

(২) একস্থানে বর্ষাবাস করিয়া অশ্রুত চীবরাংশ গ্রহণ অনুচিৎ

সেই সময়ে আয়ুস্থান উপনন্দ শাক্যপুত্র শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অশ্রু এক গ্রাম্যআবাসে গমন করিলেন। সেইখানে ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্ত সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা (আয়ুস্থান উপনন্দকে) কহিলেন : “বন্ধো ! সজ্জ্বের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি ভাগ গ্রহণ করিবেন কি ?” “হাঁ, বন্ধুগণ ! গ্রহণ করিব।” এই বলিয়া সেইস্থান হইতে চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া অশ্রু এক আবাসে গমন করিলেন। সেইস্থানেও ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্ত সমবেত হইয়াছিলেন। সেখানের ভিক্ষুগণও (উপনন্দকে) কহিলেন, “বন্ধো ! সজ্জ্বের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি কি ভাগ গ্রহণ করিবেন ?” “হাঁ, বন্ধুগণ ! গ্রহণ করিব।” এই বলিয়া সেখান হইতেও চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া অশ্রু এক আবাসে গমন করিলেন। সেখানেও ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্ত সমবেত হইয়াছিলেন।

১. ৪ ও ৫ নম্বরে উল্লিখিত স্থবির বৃদ্ধের পরিনির্বাণের অনেক পরের ঘটনা। পাটলিপুত্র (পাটলিগ্রাম নহে) এবং কুকুটারাম নাম অপোকেয় সময়ের। কাজেই এই অংশ পরে প্রসিদ্ধ।—সম-পাসা। ঘোটেমুখ হুত্রেও ‘পাটলিপুত্র’ শব্দের উল্লেখ আছে।—ন-নি

ঠাঁহারাও (উপনন্দকে) কহিলেন, “বন্ধো ! সজ্জের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি ভাগ গ্রহণ করিবেন কি ?” “হাঁ, বন্ধুগণ ! ভাগ গ্রহণ করিব ।” এই বলিয়া সেখান হইতেও চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া চীবরের বৃহৎ এক পুঁটলি লইয়া শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করিলেন ।

ঠাঁহাকে ভিক্ষুগণ কহিলেন, “বন্ধু উপনন্দ ! দেখিতেছি : আপনি বড় পুণ্যবান ; আপনি বহু চীবর পাইয়াছেন !” “বন্ধুগণ ! আমি কিসের পুণ্যবান ? আমি শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অল্প এক গ্রাম্য আবাসে গিয়াছিলাম । তখন তথায় ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্ত সমবেত হইয়াছিলেন । ঠাঁহারা আমায় কহিলেন : ‘বন্ধো ! সজ্জের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি ভাগ গ্রহণ করিবেন কি ?’ ‘হাঁ, বন্ধুগণ ! গ্রহণ করিব ।’ এই বলিয়া সেখান হইতে চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া অল্প এক আবাসে গমন করিয়াছিলাম । সেখানেও ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্ত সমবেত হইয়াছিলেন । ঠাঁহারাও আমাকে কহিলেন : ‘বন্ধো ! সজ্জের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি কি ভাগ গ্রহণ করিবেন ?’ ‘হাঁ, বন্ধুগণ ! গ্রহণ করিব ।’ এই বলিয়া সেখান হইতেও চীবরের ভাগ গ্রহণ করিয়া অল্প এক আবাসে গমন করিয়াছিলাম । সেখানেও ভিক্ষুগণ চীবর ভাগ করিবার জন্ত সমবেত হইয়াছিলেন । ঠাঁহারাও আমাকে কহিলেন : ‘বন্ধো ! সজ্জের এই চীবরগুলি ভাগ করা হইবে, আপনি কি ভাগ গ্রহণ করিবেন ?’ ‘হাঁ ! বন্ধুগণ ! গ্রহণ করিব ।’ এই বলিয়া সেখান হইতেও ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলাম । এক্ষেপে আমি বহু চীবর লাভে সমর্থ হইয়াছি ।” “বন্ধু উপনন্দ ! আপনি কি একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অল্পস্থান হইতে চীবরের ভাগ লইয়াছেন ?” “হাঁ, বন্ধো !” অরোক্ষু ভিক্ষুগণ আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে আলোচনা করিতে লাগিলেন : “কেন আয়ুয়ান উপনন্দ শাক্যপুত্র একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অল্পস্থান হইতে চীবরের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন ?” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“উপনন্দ ! সত্যই কি তুমি একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অল্পস্থান হইতে চীবরের অংশ গ্রহণ করিয়াছ ?” “হাঁ, ভগবন্ ! তাহা সত্য বটে ।” বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : “হে মূর্খ ! কিরূপে তুমি একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অল্পস্থান হইতে চীবরের অংশ গ্রহণ করিতে পার ? মূর্খ ! তোমার এই কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা বৃদ্ধি পাইতে পারে না ।” এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উদ্‌ঘাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—“হে ভিক্ষুগণ ! একস্থানে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া অল্পস্থান হইতে চীবরের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না ; যে গ্রহণ করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে ।”

(৩) দুই আবাসে বর্ষাবাস করিলে অর্ধেকাংশ প্রাপ্য

সেই সময়ে আয়ুস্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র 'এরূপে আমার বহু চীবর প্রাপ্তি হইবে' এই ভাবিয়া দুই আবাসে বর্ষাবাস করিলেন। তখন সেই ভিক্ষুগণের (আবাসস্থ অল্প ভিক্ষুগণের) মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : 'আয়ুস্মান উপনন্দ শাক্যপুত্রকে চীবরের কিরূপ ভাগ দিতে হইবে ?' ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ ! মূর্খকে এক ভাগ দিয়া ফেল।"

হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু 'এরূপে আমার বহু চীবর প্রাপ্তি হইবে' এই ভাবিয়া একসঙ্গে দুই আবাসে বর্ষাবাস করে। যদি এক আবাসে অর্ধেক এবং অল্প আবাসে অর্ধেক বর্ষাবাস করে তাহা হইলে তাহাকে এক আবাস হইতে অর্ধেক এবং অপর আবাস হইতে অর্ধেক চীবরের ভাগ দিতে হইবে। যেই স্থানে অধিক সময় বাস করে সেই স্থানে পূর্ণভাগ দিতে হইবে।

রোগীর পরিচর্যা এবং মৃতের দায়ভাগ

(১) রোগীর পরিচর্যায় নিয়োগ

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষুর উদরাময় রোগ হইয়াছিল। তিনি স্বীয় মলমূত্রে জড়িত হইয়া শায়িত ছিলেন। ভগবান একদিন আয়ুস্মান আনন্দকে পশ্চাৎগামী শ্রমণরূপে লইয়া শয়নাসন দর্শনে বিচরণ করিতে করিতে সেই ভিক্ষুর বিহারে উপস্থিত হইলেন। ভগবান সেই ভিক্ষুকে স্বীয় মলমূত্রে জড়িত হইয়া শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া সেই ভিক্ষুকে কহিলেন— "ভিক্ষু ! তোমার কোন রোগ হইয়াছে ?" "ভগবন্ ! আমার উদরাময় রোগ হইয়াছে।" "ভিক্ষু ! তোমার কোন পরিচারক আছে কি ?" "ভগবন্ ! আমার কোন পরিচারক নাই।" "ভিক্ষুগণ তোমার পরিচর্যা করে না কেন ?" "প্রভো ! আমি ভিক্ষুগণের কোন কার্য করিতাম না, এই জন্ত তাঁহারা আমার পরিচর্যা করিতেছেন না।"

ভগবান আয়ুস্মান আনন্দকে আহ্বান করিলেন— "আনন্দ ! জল লইয়া আইস ; এই ভিক্ষুকে স্নান করাইব।" "যথা আজ্ঞা, প্রভো !" বলিয়া আয়ুস্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া জল লইয়া আসিলেন। ভগবান জল সিঞ্চন করিলেন, আয়ুস্মান আনন্দ উত্তমরূপে ধৌত করিলেন। ভগবান মস্তকে এবং আয়ুস্মান আনন্দ পদে ধরিয়া উঠাইয়া মঞ্চ শয়ন করাইলেন। ভগবান এই সম্বন্ধে ভিক্ষুসম্মকে সমবেত করাইয়া ভিক্ষুগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "হে ভিক্ষুগণ !

অমুক বিহারে কোন রুগ ভিক্ষু আছে কি ?” “ভগবন্! আছে।” “ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুর কোন রোগ হইয়াছে ?” “প্রভো! সেই আয়ুমানের উদরাময় রোগ হইয়াছে।” “ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুর কি কোন পরিচারক আছে ?” “ভগবন্! নাই।” “কি কারণে ভিক্ষুগণ তাহার পরিচর্যা করে না ?” “প্রভো! এই ভিক্ষু ভিক্ষুগণের কোন কার্য করিতেন না, এই জন্ত ভিক্ষুগণ তাঁহার পরিচর্যা করিতেছেন না।” “ভিক্ষুগণ! তোমাদের মাতা কিংবা পিতা নাই যে তোমাদের পরিচর্যা করিবে, তোমরা যদি পরস্পরের পরিচর্যা না কর তবে কে পরিচর্যা করিবে ? ভিক্ষুগণ! যে আমার পরিচর্যা করিবে সে রোগীর পরিচর্যা করুক। যদি উপাধ্যায় হয় উপাধ্যায়কে আজীবন পরিচর্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি আচার্য্য হয় আচার্য্যকে আজীবন পরিচর্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি সহবিহারী হয় সহবিহারীকে আজীবন পরিচর্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি অশ্বেবাসী হয় অশ্বেবাসীকে আজীবন পরিচর্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি সম উপাধ্যায় (উপাধ্যায়ের সদৃশ) হয় সম উপাধ্যায়কে আজীবন পরিচর্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি সম আচার্য্য হয় সম আচার্য্যকে আজীবন পরিচর্যা করিতে হইবে, রোগমুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যদি উপাধ্যায়, আচার্য্য, সহবিহারী, অশ্বেবাসী, সম উপাধ্যায়, অথবা সম আচার্য্য না হয় তাহা হইলে সজ্বকে পরিচর্যা করিতে হইবে ; যদি পরিচর্যা না করে, তাহা হইলে ‘দুর্কট’ অপরাধ হইবে।”

(২) কিরূপ রোগীর পরিচর্যা কষ্টকর ?

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল রোগীর পরিচর্যা কষ্টকর। যথা—(১) যেই রোগী প্রতিকূল আচরণ করে, (২) অমুকুলতার মাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহে, (৩) ভৈষজ্য সেবন করে না, (৪) হিতৈষী রোগী পরিচারকের নিকট যথার্থভাবে রোগের বৃত্তান্ত প্রকাশ করে না, রোগ বৃদ্ধি পাইলে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বলে না, হ্রাস পাইলে হ্রাস পাইতেছে বলিয়া বলে না, স্থির থাকিলে স্থির আছে বলিয়া বলে না এবং (৫) ছঃখকর, তীব্র, কঠোর, কটু, প্রতিকূল, অপ্রিয় এবং প্রাণহর শারীরিক রোগ সহ করিতে সমর্থ নহে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল রোগীর পরিচর্যা কষ্টকর।

(৩) কিরূপ রোগীর পরিচর্যা সুখকর ?

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন রোগীর পরিচর্যা সুখকর। (১) যেই রোগী অমুকুল আচরণ করে, (২) অমুকুলতার মাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, (৩) ভৈষজ্য সেবন

করে, (৪) হিতৈষী রোগী পরিচারকের নিকট ষথার্থভাবে রোগের বৃত্তান্ত প্রকাশ করে, রোগ বৃদ্ধি পাইলে বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বলে, হ্রাস পাইলে হ্রাস পাইতেছে বলিয়া বলে, স্থির থাকিলে স্থির আছে বলিয়া বলে এবং (৫) হৃৎকর, তীব্র, কঠোর, কটু, প্রতিকূল, অপ্রিয় এবং প্রাণহর শারীরিক রোগ সস্থ করিতে সমর্থ। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন রোগীর সেবা সুখকর।

(৪) অযোগ্য রোগী পরিচারক

হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চাঙ্গ-বিকল রোগীপরিচারক রোগীর পরিচর্যা করিবার যোগ্য নহে। যথা—(১) যে ঔষধ প্রয়োগ করিতে জানে না; (২) অনুকূল প্রতিকূল পথ্য চিনে না; প্রতিকূল প্রদান করে, অনুকূল প্রদান করে না; (৩) মৈত্রীচিত্তে সেবা না করিয়া কোন লাভের প্রত্যাশায় সেবা করে; (৪) মল, মূত্র, খুখু এবং বমি পরিত্যাগ করিতে ঘৃণাবোধ করে; (৫) রোগীকে সময়ে ধর্মোপদেশ দানে প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রজ্ঞষ্ট করিতে সমর্থ নহে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-বিকল রোগী-পরিচারক রোগী পরিচর্যা করিবার যোগ্য নহে।

(৫) যোগ্য রোগী পরিচারক

হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন রোগী পরিচারক রোগীর পরিচর্যা করিবার যোগ্য। যথা—(১) যে ষথার্থভাবে ঔষধ প্রয়োগ করিতে জানে, (২) অনুকূল-প্রতিকূল চিনে, প্রতিকূল অপসারিত করে, অনুকূল উপস্থিত করে, (৩) মৈত্রীচিত্তে সেবা করে, কোন লাভের আশায় নহে, (৪) মল, মূত্র, খুখু এবং বমি পরিত্যাগ করিতে ঘৃণাবোধ করে না এবং (৫) রোগীকে সময় সময় ধর্মোপদেশদানে প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রজ্ঞষ্ট করিতে সমর্থ। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চাঙ্গ-সম্পন্ন রোগীপরিচারক রোগী পরিচর্যা করিবার উপযুক্ত।

(৬) মৃত ভিক্ষু বা শ্রামণের দ্রব্যের মালিক সঙ্ঘ

১—সেই সময়ে ছইজন ভিক্ষু কোশল জনপদের মধ্য দিয়া দীর্ঘপথযাত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহারা এক আবাসে উপস্থিত হইলেন। সেখানে জনৈক কুশ ভিক্ষু ছিলেন। সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘বন্ধো! ভগবান রোগী পরিচর্যার প্রশংসা করিয়াছেন; আমন, আমরা এই ভিক্ষুর পরিচর্যা করি।’ এই ভাবিয়া তাঁহারা পরিচর্যা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা পরিচর্যা করা সবেগে সেই ভিক্ষু কালগত হইলেন। তাঁহারা সেই মৃত ভিক্ষুর পাত্রটীর লইয়া, শ্রাবস্তীতে যাইয়া ভগবানকে

এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! যদি কোন ভিক্ষুর মৃত্যু হয় তাহা হইলে সজ্বই তাহার পাত্ৰচীবরের মালিক ; কিন্তু (মনে রাখিতে হইবে) রোগী পরিচারক বড় উপকারী। ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সজ্বকে ত্রিচীবর এবং পাত্ৰ রোগী পরিচারককে প্রদান করিতে হইবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে দিতে হইবে। সেই রোগীপরিচারক ভিক্ষু সজ্জের নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিবে : “প্রভো ! অমুক ভিক্ষুর কালক্রিয়া হইয়াছে, এই তাঁহার ত্রিচীবর এবং পাত্ৰ।” দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :— “মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষু কালগত হইয়াছেন, এই তাঁহার ত্রিচীবর এবং পাত্ৰ। যদি সজ্ব উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সজ্ব এই ত্রিচীবর এবং পাত্ৰ রোগীপরিচারককে প্রদান করিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি। মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক ভিক্ষু কালগত হইয়াছেন ; এই তাঁহার ত্রিচীবর এবং পাত্ৰ। সজ্ব এই ত্রিচীবর এবং পাত্ৰ রোগীপরিচারককে দিতেছেন। এই ত্রিচীবর এবং পাত্ৰ রোগীপরিচারককে প্রদান করা যেই আয়ুমান উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন। সজ্ব এই ত্রিচীবর এবং পাত্ৰ রোগীপরিচারককে প্রদান করিলেন। সজ্ব এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এরূপ ধারণা করিতেছি।”

২—সেই সময়ে জনৈক শ্রামণের কালগত হইয়াছিল। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! শ্রামণের কালগত হইলে তাহার পাত্ৰ ও চীবরের মালিক সজ্ব। কিন্তু (মনে রাখিতে হইবে) রোগী পরিচারক বড় উপকারী। ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সজ্বকে চীবর এবং পাত্ৰ রোগী পরিচারককে দিতে হইবে।”

হে ভিক্ষুগণ ! এইভাবে দিবে : সেই রোগী পরিচারক ভিক্ষুকে সজ্জের নিকট উপস্থিত হইয়া এরূপ বলিতে হইবে : “প্রভো ! অমুক শ্রামণের কালগত হইয়াছে ; এই তাহার পাত্ৰ এবং চীবর।” দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে : “মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক শ্রামণের কালগত হইয়াছে ; এই তাহার চীবর এবং পাত্ৰ। যদি সজ্ব উচিত মনে করেন, তাহা হইলে সজ্ব এই চীবর এবং পাত্ৰ রোগী পরিচারককে দিতে পারেন।—ইহাই জ্ঞপ্তি। মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। অমুক শ্রামণের কালগত হইয়াছে ; এই তাহার চীবর এবং পাত্ৰ। সজ্ব এই চীবর এবং পাত্ৰ রোগী পরিচারককে দিতেছেন। এই চীবর এবং পাত্ৰ রোগী পরিচারককে প্রদান করা যেই আয়ুমান উচিত মনে করেন তিনি মৌন

থাকিবেন এবং যিনি উচিৎ মনে না করেন তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন। সজ্ব এই চীবর এবং পাত্র রোগী পরিচারককে প্রদান করিলেন। সজ্ব এই প্রস্তাব উচিৎ মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।

(৭) মৃতের দ্রব্যে শুশ্রূষক ভিক্ষু এবং শ্রামণেরের অংশ

১—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু এবং জনৈক শ্রামণের রোগী ভিক্ষুর পরিচর্যা করিয়াছিল। রোগী তাহাদের সেবা পাওয়া সঙ্কেও কালগত হইলেন। সেই রোগী পরিচারক ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘রোগী পরিচারক শ্রামণেরকে চীবরের ভাগ কিরূপ দিতে হইবে ?’ ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : রোগী পরিচারক শ্রামণেরকে সমান অংশ দিবে।”

২—সেই সময়ে বহুভাণ্ড এবং বহু দ্রব্যের অধিকারী জনৈক ভিক্ষু কালগত হইয়াছিলেন। ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর মৃত্যু হইলে তাহার পাত্রচীবরের মালিক সজ্ব। কিন্তু (একথা মনে রাখিতে হইবে) রোগী পরিচারক বড় উপকারী। ভিক্ষুগণ ! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি : সজ্ব চীবর এবং পাত্র রোগীপরিচারককে দিবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য সজ্জের উপস্থিতিতে ভাগ করিবে এবং বৃহৎ ভাণ্ড ও বৃহৎ দ্রব্য চতুর্দিক হইতে আগত অনাগত ভিক্ষুসজ্জের ব্যবহারের জগ্ধ রাখিয়া দিবে, তাহা পরিত্যাগ কিংবা ভাগ করিতে পারিবে না।”

চীবরের বস্ত্র এবং রত্ন

(১) নগ্ন থাকা অবিধেয়

সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু নগ্ন হইয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিল :—“প্রভো ! ভগবান বিবিধ প্রকারে অশ্লীলতার, সঙ্কটিতার, সল্লেখের, ধূতের^১, প্রসন্নতার, নম্রতার এবং উগ্ধমশীলতার প্রশংসা করিয়াছেন। এই নগ্নতা বিবিধ প্রকারে অশ্লীলতা, সঙ্কোষ, সল্লেখ, ধূত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উগ্ধমশীলতার পক্ষে উপযোগী। অতএব প্রভু ভগবান ভিক্ষুগণকে নগ্ন থাকিবার অনুজ্ঞা প্রদান করুন।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : মোঘপুরুষ ! ইহা অননুরূপ.....মোঘপুরুষ ! কেন তুমি তীর্থিক-ব্রত নগ্নতা গ্রহণ করিতে পার ?

১, অগোপন প্রকার কঠোর নিয়মের।

তোমার এই কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিবে না.....নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! তীর্থিক-ব্রত নম্রতা গ্রহণ করিতে পারিবে না; যে গ্রহণ করিবে তাহার ‘ধুল্লচ্চয়’ অপরাধ হইবে।”

(২) কুশচীরাদি ব্যবহার অবিধেয়

১—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু কুশচীর, বকল-চীর, ফলক-চীর (কাঠ ফলক), কেশ-কম্বল (মনুষ্যের কেশে প্রস্তুত বস্ত্র), বাল-কম্বল (হিংস্রজন্তুর কেশে প্রস্তুত বস্ত্র), উলুকের পাখা এবং মৃগচর্ম পরিধান করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো! ভগবান বিবিধ প্রকারে অন্নেচ্ছা, সন্তোষ, সন্নেথ, ধৃত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উত্তমশীলতার প্রশংসা কীর্তন করিয়া থাকেন। প্রভো! এই মৃগচর্ম বিবিধ প্রকারে অন্নেচ্ছা, সন্তোষ, সন্নেথ, ধৃত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উত্তমশীলতার পক্ষে উপযোগী। অতএব প্রভু ভগবান ভিক্ষুগণকে মৃগচর্ম পরিধান করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : মোঘপুরুষ! ইহা অননুগ্রহ...মোঘপুরুষ! কেন তুমি তীর্থিক-ধ্বজ (চিহ্ন) ধারণ করিতে পার? এই কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে পারে না.....এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! তীর্থিক-ধ্বজ মৃগচর্ম পরিধান করিতে পারিবে না; যে করিবে, তাহার ‘ধুল্লচ্চয়’ অপরাধ হইবে।”

২—সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু ‘অর্কনাল’^১, ‘পোথক’^২ পরিধান করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে কহিল—“প্রভো! ভগবান বিবিধ প্রকারে অন্নেচ্ছা, সন্তোষ, সন্নেথ, ধৃত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উত্তমশীলতার প্রশংসা করিয়া থাকেন। প্রভো! এই ‘পোথক’ বিবিধ প্রকারে অন্নেচ্ছা, সন্তোষ, সন্নেথ, ধৃত, প্রসন্নতা, নম্রতা এবং উত্তমশীলতার পক্ষে উপযোগী। অতএব প্রভু ভগবান ভিক্ষুগণকে ‘পোথক’ পরিধানে অনুজ্ঞা দান করুন।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন :—হে মোঘপুরুষ!... কেন তুমি ‘পোথক’ পরিধান করিতে পার? মোঘপুরুষ! এই কার্যে যে অপ্রসন্নদিগের প্রসন্নতা উৎপাদন করিতে পারে না.....এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ! ‘পোথক’ পরিধান করিতে পারিবে না; যে পরিধান করিবে, তাহার ‘দুষ্কট’ অপরাধ হইবে।”

১. আকন্দগাছের মাল; ২. বাঁশের দ্বারা প্রস্তুত গাটাই।

(৩) নীল এবং পীতাদিবর্ণের চীবর ধারণ নিষিদ্ধ

সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু সারাগায়ে নীলবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারাগায়ে পীতবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারাগায়ে রক্তবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারাগায়ে মঞ্জিষ্ঠাবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারাগায়ে কৃষ্ণবর্ণের চীবর পরিধান করিত, সারাগায়ে মহারঙে রঞ্জিত চীবর পরিধান করিত, সারাগায়ে হরিদ্রা রঙের চীবর পরিধান করিত, পাড় ছিন্ন না করিয়া চীবর পরিধান করিত, দীর্ঘ পাড় যুক্ত চীবর পরিধান করিত, ফুলের পাড় যুক্ত চীবর পরিধান করিত, সর্পফণার ছায় পাড় যুক্ত চীবর পরিধান করিত, কঙ্কু (সর্পের খোলস) পরিধান করিত, তিরীটক (এক প্রকার বহুল) পরিধান করিত, 'বেঠন' (উষ্ণীষ) ব্যবহার করিত । তদর্শনে জনসাধারণ 'বেন কামভোগী গৃহী !' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাণ্ডে দুর্নাম প্রচার করিতে লাগিল । ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সারাগায়ে নীলবর্ণের, সারাগায়ে পীতবর্ণের, সারাগায়ে রক্তবর্ণের, সারাগায়ে মঞ্জিষ্ঠাবর্ণের, সারাগায়ে কৃষ্ণবর্ণের, সারাগায়ে মহারঙে রঞ্জিত, সারাগায়ে হরিদ্রা রঙে রঞ্জিত চীবর পরিধান করিতে পারিবে না ; পাড় ছিন্ন না করিয়া চীবর পরিধান করিতে পারিবে না, দীর্ঘ পাড় যুক্ত চীবর পরিধান করিতে পারিবে না, ফুলের পাড় যুক্ত চীবর পরিধান করিতে পারিবে না, সর্পফণার ছায় পাড় যুক্ত চীবর পরিধান করিতে পারিবে না, কঙ্কু পরিধান করিতে পারিবে না, 'তিরীটক' পরিধান করিতে পারিবে না, উষ্ণীষ ব্যবহার করিতে পারিবে না ; যে ব্যবহার করিবে তাহার 'হুকট' অপরাধ হইবে ।”

(৪) অবস্থান্তর প্রাপ্ত ব্যক্তির চীবরাদি সম্বন্ধে সজ্জের কর্তব্য

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া চীবর প্রাপ্তির পূর্বে প্রস্থান করিতেন, ভিক্ষু ত্যাগ করিয়া যাইতেন, কালগত হইতেন, শ্রামণেরত্ব জ্ঞাপন করিতেন, শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক জ্ঞাপন করিতেন, অস্তিমবস্ত্র (পারাজিক) প্রাপ্ত বলিয়া জ্ঞাপন করিতেন, উন্মাদ বলিয়া জ্ঞাপন করিতেন, বিক্ষিপ্ত চিত্ত, বেদনাতুর, অপরাধ অদর্শনে উৎক্লিষ্ট, অপরাধের প্রতিকার না করার উৎক্লিষ্ট, মিথ্যাবিশ্বাস পরিত্যাগ না করার উৎক্লিষ্ট, পণ্ডক, স্তম্ভসংবাসক, তীর্থিকপ্রস্থানক, মানবেতর জীব, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎহত্যা, ভিক্ষুগীদ্বক, সম্বভেদক, রক্তোৎপাদক এবং উভয়লিঙ্গ বিশিষ্ট বলিয়া জ্ঞাপন করিতেন । ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া চীবর প্রাপ্তির পূর্বে প্রস্থান করে তাহা হইলে যোগ্য গ্রাহক থাকিলে তাহাকে প্রদান করিবে।

(৫) চীবরের মালিক সত্ত্ব

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়া চীবর প্রাপ্তির পূর্বে গৃহী হইয়া যায়, কালগত হয়, শ্রামণের হয়, শিক্ষা প্রত্যাখ্যাতক হয়, অস্তিমদোষে দোষী হয় তাহা হইলে (চীবরের) মালিক সত্ত্ব।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং চীবর প্রাপ্তির পূর্বে উন্মাদ, বিক্ষিপ্তচিত্ত, বেদনাতুর, অপরাধ অদর্শনে উৎক্লিষ্ট, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্লিষ্ট, মিথ্যা বিশ্বাস ত্যাগ না করায় উৎক্লিষ্ট হয় তাহা হইলে যোগ্য গ্রাহক থাকিলে তাহাকে প্রদান করিবে।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং চীবর প্রাপ্তির পূর্বে পণ্ডক.....উভয় লিঙ্গ বিশিষ্টে পরিগণিত হয় তাহা হইলে (চীবরের) মালিক সত্ত্ব।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্বে প্রস্থান করে তাহা হইলে যোগ্য গ্রাহক থাকিলে তাহাকে (চীবর) প্রদান করিবে।

৫—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্বে গৃহী হয়, কালগত হয়, শ্রামণের, শিক্ষাপ্রত্যাখ্যাতক, অস্তিমদোষে দোষী হয় তাহা হইলে (চীবরের) মালিক সত্ত্ব।

৬—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্বে উন্মাদ, বিক্ষিপ্তচিত্ত, বেদনাতুর, অপরাধ অদর্শনে উৎক্লিষ্ট, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্লিষ্ট এবং মিথ্যা বিশ্বাস পরিত্যাগ না করায় উৎক্লিষ্ট হয় তাহা হইলে যোগ্য গ্রাহক থাকিলে তাহাকে (চীবর) প্রদান করিবে।

৭—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু বর্ষাবাস সমাপ্ত করিবার পর এবং প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্বে পণ্ডক.....উভয়লিঙ্গ বিশিষ্টে পরিগণিত হয় তাহা হইলে (চীবরের) মালিক সত্ত্ব।

১. যদি কেহ বলে আমি লইব তাহা হইলে তাহাকে দিবে। এই তেইশজননের মধ্যে যোলজননে পাইতে পারে না, সাতজননে পাইতে পারে।—সম-পাসা।

চীবর দান এবং চীবর বাহক

(১) সজ্জভেদ হইলে চীবর ভাগ করার নিয়ম

১—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের চীবর প্রাপ্তির পূর্বে সজ্জ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং সেখানে জনসাধারণ ‘সজ্জকে দিতেছি’ বলিয়া একপক্ষকে জল এবং অল্পপক্ষকে চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তাহা সজ্জেরই হয় ।

২—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের চীবর প্রাপ্তির পূর্বে সজ্জ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং সেখানে জনসাধারণ ‘সজ্জকে দিতেছি’ বলিয়া যেই পক্ষকে জল (দক্ষিণোদক) প্রদান করে সেই পক্ষকেই চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তাহা সজ্জেরই হয় ।

৩—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের চীবর প্রাপ্তির পূর্বে সজ্জ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং সেখানে জনসাধারণ ‘একপক্ষকে দিতেছি’ বলিয়া একপক্ষকে জল প্রদান করে এবং অল্পপক্ষকে চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তাহা পক্ষেরই হয় ।

৪—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের চীবর প্রাপ্তির পূর্বে সজ্জ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং সেখানে জনসাধারণ ‘পক্ষকে দিতেছি’ বলিয়া যে পক্ষে জল প্রদান করে সেই পক্ষেই চীবর প্রদান করে তাহা হইলে তাহা পক্ষেরই হয় ।

৫—হে ভিক্ষুগণ ! যদি বর্ষাবাস সমাপক ভিক্ষুগণের প্রাপ্ত চীবর ভাগ করিবার পূর্বে সজ্জ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় তাহা হইলে সকলে সম অংশে বিভাগ করিবে ।

(২) অশ্রু জন্ম প্রেরিত চীবর চীবরবাহকের ব্যবহার করিবার বিধি

১—সেই সময়ে আয়ুস্মান রেবত জটনিক ভিক্ষুর দ্বারা ‘এই চীবর স্ববিরকে প্রদান করিবেন’ বলিয়া আয়ুস্মান শারীপুত্রের নিকট চীবর প্রেরণ করিয়াছিলেন । সেই ভিক্ষু রাস্তার মধ্যে ‘আয়ুস্মান রেবতের নিকট চাহিলে আমি চীবর পাইতে পারি’ এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া সেই চীবর স্বয়ং গ্রহণ করিলেন । আয়ুস্মান রেবত আয়ুস্মান শারীপুত্রের সাক্ষাৎ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—“প্রভো ! আমি স্ববিরের জন্ম চীবর পাঠাইয়াছিলাম, তাহা আপনার হস্তগত হইয়াছে কি ?” “বন্ধো ! আমি চীবর পাই নাই ।” আয়ুস্মান রেবত সেই ভিক্ষুকে (চীবর বাহককে) কহিলেন :—“বন্ধো ! আমি আপনার দ্বারা স্ববিরের জন্ম সেই চীবর পাঠাইয়াছিলাম ; এখন সেই চীবর কোথায় ?” “প্রভো ! আমি সেই চীবর আপনার উপর বিশ্বাস

স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিয়াছি।” ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন।
(ভগবান কহিলেন :—)

হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু অথবা কোন ভিক্ষুদ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন’ বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। যদি সেই ভিক্ষু রাস্তার মধ্যে যে প্রেরণ করে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলে অশুচিৎ হইবে না; কিন্তু যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করা উচিৎ নহে।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু অথবা কোন ভিক্ষু দ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন’ বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। যদি সে রাস্তার মধ্যে যাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করে তাহা হইলে অশুচিৎ হইবে; কিন্তু যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অশুচিৎ হইবে না।

৩—হে ভিক্ষুগণ যদি কোন ভিক্ষু অথবা কোন ভিক্ষু দ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন’ বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে গুনিতে পায় : যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহা মৃত ব্যক্তির চীবর মনে করিয়া ব্যবহার করিলে অশুচিৎ হইবে না; কিন্তু বাহার জন্ত প্রেরিত হইয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অশুচিৎ হইবে।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু অথবা কোন ভিক্ষুদ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন’ এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে গুনিতে পায় : যাহার জন্ত প্রেরিত সে কালগত হইয়াছে। তাহা মৃত ব্যক্তির চীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অশুচিৎ হইবে; কিন্তু যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অশুচিৎ হইবে না।

৫—হে ভিক্ষুগণ! যদি কোন ভিক্ষু অথবা কোন ভিক্ষু দ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিবেন’ এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে গুনিতে পায় : উভয় কালগত হইয়াছে। মৃতের (প্রেরকের) চীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অশুচিৎ হইবে না; কিন্তু বাহার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সেই মৃত গ্রাহকের চীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অশুচিৎ হইবে।

৬—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অথবা কোন ভিক্ষুদ্বারা ‘এই চীবর অমুককে প্রদান করিতেছি’ এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) যদি রাস্তার মধ্যে প্রেরকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সেই চীবর নিজে গ্রহণ করে তাহা হইলে অশুচিৎ হইবে; যাহার জন্ত প্রেরিত তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অশুচিৎ হইবে না।

৭—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অথবা কোন ভিক্ষুদ্বারা 'এই চীবর অমুককে দিতেছি' এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে যাহার উদ্দেশে প্রেরিত তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অমুচিৎ হইবে না; প্রেরকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অমুচিৎ হইবে।

৮—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অথবা কোন ভিক্ষুদ্বারা 'এই চীবর অমুককে দিতেছি' এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায়: প্রেরক কালগত হইয়াছে। প্রেরকের মৃতচীবর (মৃত ব্যক্তির চীবর) মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অমুচিৎ হইবে; কিন্তু যাহার জন্ত প্রেরিত তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অমুচিৎ হইবে না।

৯—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অথবা কোন ভিক্ষুদ্বারা 'এই চীবর অমুককে দিতেছি' এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায়: যাহার জন্ত প্রেরিত সে কালগত হইয়াছে। তাহার (গ্রাহকের) মৃত চীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অমুচিৎ হইবে না; কিন্তু যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিলে অমুচিৎ হইবে।

১০—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অথবা কোন ভিক্ষুদ্বারা 'এই চীবর অমুককে দিতেছি' এই বলিয়া চীবর প্রেরণ করে। সে (বাহক) রাস্তার মধ্যে শুনিতে পায়: উভয়ের (প্রেরক ও গ্রাহকের) মৃত্যু হইয়াছে। যে প্রেরণ করিয়াছে তাহার মৃতচীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অমুচিৎ হইবে; যাহার জন্ত প্রেরিত হইয়াছে তাহার মৃতচীবর মনে করিয়া গ্রহণ করিলে অমুচিৎ হইবে না।

(৩) অষ্টবিধ চীবরদান এবং তাহার ভাগ

হে ভিক্ষুগণ! চীবর উৎপত্তির (প্রাপ্তির) মাতিকা (উৎপত্তিক্ষেত্র) এই আট প্রকার, যথা—(১) সীমায় প্রদান করে, (২) সমলাভীকে প্রদান করে, (৩) ভিক্ষা গ্রহীতাকে প্রদান করে, (৪) সজ্বকে প্রদান করে, (৫) উভয় (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) সজ্বকে প্রদান করে, (৬) বর্ষাবাস সমাপক সজ্বকে প্রদান করে, (৭) নির্দিষ্ট করিয়া প্রদান করে, (৮) ব্যক্তি বিশেষের উদ্দেশে প্রদান করে।

(১) 'সীমায় দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে সীমার অভ্যন্তরে অবস্থিত সকলে ভাগ করিয়া লইবে।

(২) 'সমলাভীকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যদি অনেক আবাস সমলাভী হয় তাহা হইলে এক আবাসে দিলেও সকল আবাসে প্রদত্ত হয়।

(৩) 'ভিক্ষা গ্রহীতাকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে সেখানে সঙ্ঘের নিত্য সেবা করা হয় সেখানে প্রদত্ত হয়।

(৪) 'সঙ্ঘকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে উপস্থিত সঙ্ঘকে ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

(৫) 'উভয় সঙ্ঘকে দিতেছি', বলিয়া প্রদান করিলে যদি ভিক্ষু অধিক হয় এবং ভিক্ষুণী একজন মাত্র হয়, তাহা হইলে ভিক্ষুণীকে অর্ধেক দিতে হইবে। যদি ভিক্ষুণী অধিক হয় এবং ভিক্ষু একজন মাত্র হয়, তাহা হইলে ভিক্ষুকে অর্ধেক দিতে হইবে।

(৬) 'বর্ষাবাস সমাপক সঙ্ঘকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যতজন ভিক্ষু সেই আসামে বর্ষাবাস সমাপ্ত করিয়াছে তাহারা সকলকে ভাগ করিয়া লইতে হইবে।

(৭) 'নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যে দাতার যবাগু, অন্ন, খাদ্য, চীবর, শয়নাসন অথবা ভৈষজ্য উপভোগ করিয়াছে তাহাকে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

(৮) 'ব্যক্তি বিশেষকে দিতেছি' বলিয়া প্রদান করিলে যাহার নাম লইয়া প্রদত্ত হয় তাহারই প্রাপ্য।

॥ চীবর-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

৯—চম্পায়-স্কন্ধ

কৰ্ম ও অকৰ্ম

[স্থান :—চম্পা]

(১) নিরপরাধীকে উৎক্লিপ্ত করা অপরাধ

১—সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান চম্পায় অবস্থান করিতেছিলেন,—গর্গরা^১ পুষ্করিণী তীরে। সেই সময় কাশী জনপদে বাসভগ্রাম নামে এক গ্রাম ছিল। সেখানে কর্তব্য বিষয়ে সচেতন^২ কাশ্যপগোত্র নামক জনৈক ভিক্ষু বাস করিতেন। তিনি সৰ্বদা এই বিষয়ে ঔৎসুক্য ছিলেন : অনাগত স্মৃশীল ভিক্ষু কিসে এখানে আগমন করিবেন, উপস্থিত স্মৃশীল ভিক্ষু কিসে নিরপদে অবস্থান করিবেন এবং কিসেই বা এই আবাসের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি ও বৈপুল্য সাধিত হইবে।

সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু কাশীতে পর্যটন করিতে করিতে বাসভগ্রামে গমন করিলেন। দূর হইতেই কাশ্যপগোত্র ভিক্ষু সেই ভিক্ষুগণকে আসিতে দেখিতে পাইলেন ; দেখিয়া আসন প্রস্তুত করিলেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করিলেন। অভ্যর্থনা করিয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিলেন, পানীয়ের প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্ঞানের জন্ম ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন এবং যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন^৩। সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘এইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষু অতি উদ্র ; তিনি আমাদের জ্ঞান সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন এবং যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধেও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। অতএব আমরা এই বাসভগ্রামে বাস করিব।’ এই মনে করিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ সেই বাসভগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। কাশ্যপগোত্র ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘এই আগন্তুক ভিক্ষুগণের আগন্তুক জন্মিত যেই ক্লেশ ছিল তাহা এখন উপশমিত হইয়াছে, ভিক্ষা করিবার গ্রাম সম্বন্ধে তাঁহাদের

১. গর্গরা নামী রাজ-মহিষী কর্তৃক ধনিত পুষ্করিণী তীরে।—সার-দীপ।

২. তস্মিৎ আবাসে কস্তকস্ততা তস্তি পটিবদ্ধা।—সম-পাসা। কর্তব্য কর্ণে উৎসাহাধিত।—সার-দীপ।

৩. যেখানের লোকেরা বলিয়া থাকে ‘আগন্তুক আসিলে আমাদেরকে জানাইবেন’ সেই স্থানেই খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য করিতে পারা যায়, যেখানে বলে নাই সেখানে পারে না।—সম-পাসা।

যেই অনভিজ্ঞতা ছিল সেই সম্বন্ধেও এখন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। আজীবন পরগৃহে (খাণ্ড ভোজ্যের জন্ত) ঔৎসুক্য প্রকাশ করা কষ্টদায়ক এবং যাক্কা লোকের প্রীতিকরও নহে ; অতএব আমি যবাগু এবং খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে আর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব না।' এই ভাবিয়া তিনি যবাগু এবং খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশে বিরত হইলেন। তখন সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হইল : 'পূর্বে এই আবাসবাসী ভিক্ষু আমাদের ঝান সম্বন্ধে এবং যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহশীল ছিলেন। এখন তিনি আমাদের যবাগু এবং খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ দেখাইতেছেন না। এখন এই আবাসবাসী ভিক্ষু দৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, অতএব আমরা এই আবাসবাসী ভিক্ষুকে উৎক্লিষ্ট করিব।' এই ভাবিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া কাশ্চপগোত্র ভিক্ষুকে কহিলেন :—“বন্ধো ! পূর্বে আপনি আমাদের ঝান সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন এবং যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন ; কিন্তু এখন আপনি আমাদের যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন না। এই জন্ত আপনি অপরাধী হইয়াছেন। সেই অপরাধ কি আপনি দেখিতেছেন (স্বীকার করিতেছেন) ?” “বন্ধুগণ ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহা আমি দেখিব (স্বীকার করিব)।” তখন সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ কাশ্চপগোত্র ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা হেতু উৎক্লিষ্ট (দণ্ডিত)^১ করিল।

কাশ্চপগোত্র ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদিত হইল : ‘আমি জানি না : ইহা অপরাধ কি, নিরপরাধ ; প্রাপ্ত হইয়াছি কি, হই নাই ; উৎক্লিষ্ট হইয়াছি কি, হই নাই ; ধর্ম্মানুসারে, না অধর্ম্মানুসারে, ত্রাণানুসারে, না অত্রাণানুসারে, কারণে, না অকারণে উৎক্লিষ্ট হইয়াছি ; অতএব আমি চম্পা গমন করিয়া ভগবানের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব।’ এই ভাবিয়া কাশ্চপগোত্র ভিক্ষু শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া চম্পা অভিমুখে গমন করিলেন। ক্রমান্বয়ে পর্য্যটন করিয়া চম্পায় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধগণের রীতি। ভগবান কাশ্চপগোত্র ভিক্ষুকে কহিলেন—“ভিক্ষু ! নিরুপদ্রবে আছ ত ? সুখে দিনযাপন করিয়াছ ত ? অন্নকষ্টে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ ত ? ভিক্ষু ! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?” “ভগবন্ ! আমি নিরুদ্বেগে আছি, সুখে দিনযাপন করিয়াছি ; অন্নকষ্টে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। কালী

১. বাহাকে ‘উৎক্লিষ্ট’ করা হইলে সে বস্তুপ্রদায় ভুক্ত হইলেও তাহার সঙ্গে আশ্রয়ভোগ (এক আসনে ধসিয়া আহার করা) কিংবা ধর্ম্মভোগ (বিনয় সম্বন্ধীয় কার্য) করা চলে না।

জনপদে বাসভগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে, আমি তথায় কর্তব্যকার্যে উত্তমশীল হইয়া নিত্য বাস করিয়া থাকি এবং আমি এ বিষয়ে সর্বদা আগ্রহান্বিত থাকি : কিসে অনাগত স্মৃশীল ভিক্ষু এখানে আগমন করিবেন, আগত স্মৃশীল ভিক্ষু নিরাপদে বাস করিবেন এবং কিসেই বা এই আবাসের বৃদ্ধি, সমৃদ্ধি বৈপুল্য সাধিত হইবে। প্রভো ! অনেক ভিক্ষু কাশীতে পর্যটন করিতে করিতে বাসভগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। আমি দূর হইতেই সেই ভিক্ষুগণকে আসিতে দেখিতে পাইলাম ; দেখিয়া তাঁহাদের জন্ত আসন নির্দিষ্ট করিলাম, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করিলাম ; অভ্যর্থনা করিয়া পাত্রচীবর প্রতিগ্রহণ করিলাম, পানীয়ের প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলাম, স্নান সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিলাম, যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তখন সেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইয়াছিল : ‘এই আবাসবাসী ভিক্ষু অতি ভদ্র ; তিনি আমাদের স্নান সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন এবং যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। অতএব আমরা এই বাসভগ্রামেই বাস করিব।’ প্রভো ! এই ভাবিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ সেই বাসভগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘এই আগন্তুক ভিক্ষুগণের আগন্তুক জন্মিত যেই ক্লেশ ছিল তাহা এখন উপশমিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের ভিক্ষা করিবার গ্রাম সম্বন্ধে যেই অনভিজ্ঞতা ছিল সেই সম্বন্ধেও এখন তাঁহাদের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। পরগৃহে আত্মজীবন (খাণ্ডভোজ্যের জন্ত) আগ্রহ প্রকাশ করা ক্লেশকর। বিশেষত যাক্ষা পরায়ণতা লোকের প্রীতিকর নহে ; অতএব আমি যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে আর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিব না।’ প্রভো ! এই ভাবিয়া আমি আর তাঁহাদের যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহ প্রদর্শন করি নাই। তখন সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘এই আবাসবাসী ভিক্ষু পূর্বে আমাদের স্নান সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং আমাদের যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধেও আগ্রহ প্রকাশ করিতেন কিন্তু এখন তিনি আমাদের যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নহেন। এই আবাসবাসী ভিক্ষু এখন দৃষ্ট হইয়াছেন। অতএব আমরা তাঁহাকে উৎক্লিষ্ট করিব।’ এই ভাবিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ সমবেত হইয়া আমাকে কহিলেন,—‘বন্ধো ! পূর্বে আপনি আমাদের স্নান সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য করিতেন। এখন আপনি আমাদের যবাগু ও খাণ্ডভোজ্য সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নহেন ; এই জন্ত আপনি অপরাধী হইয়াছেন, সেই অপরাধ দেখিতেছেন কি ?’ ‘বন্ধুগণ ! আমার তেমন কোন অপরাধ নাই বাহা আমি দেখিব।’ প্রভো ! অনন্তর সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ অপরাধ দর্শন না করা হেতু

আমাকে উৎকিণ্ড করিলেন। তখন আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভূত হয় : আমি জানি না : ইহা অপরাধ কি নিরপরাধ, প্রাপ্ত হইয়াছি কি হই নাই, উৎকিণ্ড হইয়াছি কি হই নাই, ধর্ম্মানুসারে কি অধর্ম্মানুসারে, স্ত্রীয়ানুসারে কি অন্ত্রীয়ানুসারে, কারণে কি অকারণে উৎকিণ্ড হইয়াছি। অতএব আমি চম্পায় যাইয়া ভগবানের নিকট এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিব।’ ভগবন্! আমি সেই স্থান হইতেই আসিতেছি।”

“হে ভিক্ষু! ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে; অপ্রাপ্ত হইয়াছ, প্রাপ্ত হও নাই; অনুৎকিণ্ড আছ, উৎকিণ্ড হও নাই; অধর্ম্মানুসারে, অন্ত্রীয়ানুসারে, অকারণে উৎকিণ্ড হইয়াছ। ভিক্ষু! তুমি যাইয়া সেই বাসভগ্রামেই বাস করিতে থাক।” “যথা আজ্ঞা, প্রভো!” বলিয়া কাশ্যপগোত্র ভিক্ষু ভগবানকে প্রত্যুত্তরে সন্মতি জানাইয়া আসন হইতে উঠিয়া, ভগবানকে অভিবাদন করিয়া, তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণপার্শ্ব রাখিয়া বাসভগ্রামে প্রস্থান করিলেন।

সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণের উদ্বেগ ও মনস্তাপ উপস্থিত হইল : ‘আমাদের লাভ হইল না, অলাভই হইল; আমাদের দুর্লাভই হইল, সুলাভ হইল না; আমরা যে নিরপরাধ পরিণত ভিক্ষুকে অবিষয়ে অকারণে উৎকিণ্ড করিলাম! অতএব আমরা চম্পায় যাইয়া ভগবানের নিকট দোষকে দোষ বলিয়া স্বীকার করিব।’ এই ভাবিয়া সেই আগন্তুক ভিক্ষুগণ শয্যাসন সাযলাইয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া চম্পা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমাগত বিচরণ করিয়া চম্পায় ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। আগন্তুক ভিক্ষুগণের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা বুদ্ধগণের রীতি। ভগবান সেই ভিক্ষুদিগকে কহিলেন :— “হে ভিক্ষুগণ! তোমরা নিরুপদ্রবে আছ ত? তোমরা সুখে দিনযাপন করিয়াছ ত? অন্নক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছ ত? ভিক্ষুগণ! তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ?” “ভগবন্! আমরা নিরুদ্বেগে আছি, সুখে দিনযাপন করিয়াছি, অন্ন ক্লেশে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। প্রভো! কাশীজনপদে বাসভগ্রাম নামে এক গ্রাম আছে, সেইস্থান হইতে আমরা আসিতেছি।” “ভিক্ষুগণ! তোমরাই কি আবাসবাগী ভিক্ষুকে উৎকিণ্ড করিয়াছিলে?” “হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য।” “ভিক্ষুগণ! কোন্ বিষয়ে, কোন্ কারণে উৎকিণ্ড করিয়াছিলে?” “ভগবন্! অবিষয়ে, অকারণে উৎকিণ্ড করিয়াছিলাম।”

বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন : “মোষণপুরুষ! তোমাদের এই কার্য অননুসঙ্গ, অননুলোম, অপ্রতিরূপ, অশ্রমগোচিৎ, অবিহিত এবং অকার্য্য হইয়াছে। কেন তোমরা পরিণত নিরপরাধী ভিক্ষুকে অবিষয়ে, অকারণে উৎকিণ্ড করিয়াছ? তোমাদের এই কার্য্যে যে অশ্রমদিগের মধ্যে প্রসন্নতা উৎপন্ন হইবে না।”

.....এই ভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া, ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—
“হে ভিক্ষুগণ! পরিপূর্ণ নিরপরাধী ভিক্ষুকে অবিষয়ে, অকারণে উৎক্ষিপ্ত করিতে পারিবে না ; যে উৎক্ষিপ্ত করিবে তাহার ‘ছকট’ অপরাধ হইবে।”

অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ আসন হইতে উঠিয়া, উত্তরাসন্ন একাংশে স্থাপন করিয়া এবং ভগবানের পদে বিলুপ্ত হইয়া ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো ! আমরা নিরপরাধী, পরিপূর্ণ ভিক্ষুকে অবিষয়ে, অকারণে বালকের গায়, মূঢ়ের গায়, অজ্ঞের গায় উৎক্ষিপ্ত করিয়া অপরাধ করিয়াছি। প্রভু ভগবান আমাদের অপরাধ ক্ষমাপ্রার্থনা ভবিষ্যতে আমরা সাবধান হইবার জন্ত অনুমোদন করুন।”

“হে ভিক্ষুগণ! তোমরা বালক, মূঢ়, অজ্ঞের গায় নিরপরাধী পরিপূর্ণ ভিক্ষুকে অবিষয়ে, অকারণে উৎক্ষিপ্ত করিয়া অপরাধ করিয়াছ ; অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করিয়া ধর্মানুসারে প্রতিকার করিতেছ, এই জন্ত আমি তোমাদের অপরাধ-স্বীকার অনুমোদন করিলাম। ভিক্ষুগণ! আর্ধ্যবিনয়ে ইহা শ্রীবৃদ্ধির কথা : যে দোষকে দোষরূপে দেখিয়া ধর্মানুসারে তাহার প্রতিকার করে এবং ভবিষ্যতের জন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে।”

(২) অকর্মের পার্থক্য

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ চম্পায় এইরূপ কর্ম (দণ্ডবিধান) করিতেছিলেন। যথা, ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ (সংঘের একাংশ হইয়া) কর্ম (দণ্ডবিধান) করিতেছিলেন, ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র (সংঘের সকলে) কর্ম (দণ্ডবিধান) করিতেছিলেন, ধর্মসম্মত বর্গকর্ম করিতেছিলেন, ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গকর্ম করিতেছিলেন, ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রকর্ম করিতেছিলেন, একজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, একজনেও দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, একজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, একজনেও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। দুইজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, দুইজনেও দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, দুইজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, দুইজনেও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। বহুজনেও একজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, বহুজনেও দুইজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, বহুজনেও বহুজনকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন, বহুজনেও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন এবং সঙ্ঘও সঙ্ঘকে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিলেন। তাহা দেখিয়া অল্পেই ভিক্ষুগণ আন্দোলন,

১. মূল বুদ্ধবাক্যের নাম ধর্ম। বুদ্ধাধিকারানুসারে না করিলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে অভিহিত হয়।—সব-পালা।

নিন্দা এবং প্রকাশে আলোচনা করিতে লাগিলেন : “কেন চম্পায় ভিক্ষুগণ একরূপ কর্ম (দণ্ডবিধান) করিতেছেন ? কেন ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করিতেছেন ?.....কেনই বা সজ্বও সজ্বকে উৎক্লিপ্ত করিতেছেন ?” অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন । (ভগবান কহিলেন :—)

“হে ভিক্ষুগণ ! সত্যই কি চম্পায় ভিক্ষুগণ একরূপ কর্ম (দণ্ড বিধান) করিতেছে, ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করিতেছে.....সজ্বও সজ্বকে উৎক্লিপ্ত করিতেছে ?” “হাঁ, ভগবন্ ! তাহা সত্য ।” বুদ্ধ ভগবান তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন.....নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান কহিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! (১) ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (২) ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র কর্ম অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (৩) ধর্মসম্মত বর্গকর্ম অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (৪) ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গকর্ম অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (৫) ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রকর্ম অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (৬) একজনেও একজনকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (৭) একজনেও দুইজনকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (৮) একজনেও বহুজনকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (৯) একজনেও সজ্বকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (১০) দুইজনেও একজনকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (১১) দুইজনেও বহুজনকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (১২) দুইজনেও বহুজনকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (১৩) দুইজনেও সজ্বকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (১৪) বহুজনেও একজনকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (১৫) বহুজনেও দুইজনকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (১৬) বহুজনেও বহুজনকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ; (১৭) বহুজনেও সজ্বকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ (১৮) সজ্বও সজ্বকে উৎক্লিপ্ত করা অকর্ম, তাহা করা অমুচিৎ ।

(৩) কর্মের পার্থক্য

হে-ভিক্ষুগণ ! কর্ম চারিপ্রকার, যথা :—(১) ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম, (২) ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রকর্ম, (৩) ধর্মসম্মত বর্গকর্ম, (৪) ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম ।

হে ভিক্ষুগণ ! তন্মধ্যে এই যে ধর্মবিরুদ্ধভাবে কৃত বর্গকর্ম তাহা ধর্মবিরুদ্ধ এবং বর্গ বশত কুপ্য (নীতিবিরুদ্ধ) এবং অযোগ্য । ভিক্ষুগণ ! একরূপ কর্ম (দণ্ডবিধান) করা অমুচিৎ ; আদি একরূপ কর্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই ।

হে ভিক্ষুগণ ! তন্মধ্যে এই যে ধর্মবিরুদ্ধভাবে কৃত সমগ্রকর্ম তাহা ধর্মবিরুদ্ধ বশত কুপ্য এবং অযোগ্য। ভিক্ষুগণ ! এরূপ কর্ম করা উচিত নহে ; আমি এরূপ কর্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই।

হে ভিক্ষুগণ ! তন্মধ্যে এই যে ধর্মসম্মতভাবে কৃত বর্গকর্ম তাহা বর্গ বশত কুপ্য এবং অযোগ্য। ভিক্ষুগণ ! এরূপ কর্ম করা উচিত নহে ; আমি এরূপ কর্ম করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করি নাই।

হে ভিক্ষুগণ ! তন্মধ্যে এই যে ধর্মসম্মতভাবে কৃত সমগ্রকর্ম তাহা ধর্মসম্মত এবং সমগ্র বশত অকুপ্য (নীতি বিরুদ্ধ নহে) এবং বথোচিত। ভিক্ষুগণ ! এরূপ কর্ম করা উচিত ; আমি এরূপ কর্ম করিবার অনুজ্ঞা দিয়াছি।

হে ভিক্ষুগণ ! তদ্বৎ ‘আমরা এরূপ কর্ম (দণ্ডবিধান) করিব, যাহা ধর্মাসুসারে সমগ্র’ এরূপ তোমাঙ্গিকে শিক্ষা করিতে হইবে।

(৪) অকর্মের পার্থক্য

সেই সময়ে ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু এরূপ কর্ম (দণ্ড বিধান) করিতেছিল। যথা—
 (১) ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম, (২) ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রকর্ম, (৩) ধর্মসম্মত বর্গকর্ম,
 (৪) ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গকর্ম, (৫) ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রকর্ম, (৬) জপ্তি-
 ব্যতীত অনুশ্রাবণসম্পন্ন কর্ম, (৭) অনুশ্রাবণব্যতীত জপ্তিসম্পন্ন কর্ম, (৮) জপ্তি
 এবং অনুশ্রাবণব্যতীত কর্ম, (৯) ধর্মবিরুদ্ধকর্ম,^১ (১০) বিনয় বিরুদ্ধ কর্ম,^২
 (১১) শাস্তার শাসনবিরুদ্ধ কর্ম,^৩ (১২) ‘পতিকূট্টকত’^৪ কর্ম করিতেছিল, যাহা
 ধর্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ এবং অন্তায়জনক। তাহা দেখিয়া অল্পে ভিক্ষুগণ আন্দোলন,
 নিন্দা এবং প্রকাশে আলোচনা করিতে লাগিলেন : “কেন ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু এরূপ
 কর্ম করিতে পারে যাহা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম.....‘পতিকূট্টকত’ কর্ম, যাহা ধর্মবিরুদ্ধ,
 নীতিবিরুদ্ধ এবং অন্তায়জনক ?” অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয়
 জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) “হে ভিক্ষুগণ ! সত্যই কি ষড়্‌বর্গীয় ভিক্ষু
 এরূপ কর্ম করিতেছে যাহা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম,...‘পতিকূট্টকত’ কর্ম এবং যাহা
 ধর্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, অন্তায়জনক ?” “হাঁ, ভগবন্ ! তাহা সত্য।” বুদ্ধ ভগবান
 তাহা নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন.....এইভাবে নিন্দা করিয়া, ধর্মকথা
 উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—

১. অনুলক বিষয় দ্বারা দণ্ড বিধান করা ; ২. প্রকাশ এবং স্মরণ করাইয়া না দিয়া দণ্ডবিধান করা ;
 ৩. জপ্তি এবং অনুশ্রাবণ ব্যতীত দণ্ডবিধান করা ; ৪. অন্তের বাধা সত্ত্বেও কর্ম করা।

“হে ভিক্ষুগণ! (১) যাহা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ (সজ্জের একাংশের কৃত) কর্ম (দণ্ডবিধান) তাহা অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (২) যাহা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র (সজ্জের সকলের কৃত) কর্ম (দণ্ডবিধান) তাহা অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৩) যাহা ধর্মসম্মত বর্গকর্ম তাহা অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৪) যাহা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গকর্ম তাহা অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৫) যাহা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র কর্ম তাহা অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৬) যাহা জ্ঞপ্তিব্যতীত অনুশ্রাবণসম্পন্ন কর্ম তাহা অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৭) যাহা অনুশ্রাবণব্যতীত জ্ঞপ্তিসম্পন্ন কর্ম তাহা অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৮) যাহা জ্ঞপ্তি এবং অনুশ্রাবণবিহীন কর্ম তাহা অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (৯) যাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম তাহা অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (১০) যাহা বিনয়বিরুদ্ধ কর্ম তাহা অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (১১) যাহা শাস্তার শাসনবিরুদ্ধ কর্ম তাহা অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে; (১২) যাহা ‘পতিকূটকত’ কর্ম তাহা ধর্মবিরুদ্ধ, নীতিবিরুদ্ধ, ত্রায়বিরুদ্ধ অকর্ম, সেইরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

(৫) যড়বিধ কর্ম

হে ভিক্ষুগণ! কর্ম (দণ্ড) এই ছয় প্রকার, যথা—(১) ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম, (২) বর্গকর্ম, (৩) সমগ্রকর্ম, (৪) ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম, (৫) ধর্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম, (৬) ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম।

(৬) ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম

হে ভিক্ষুগণ! ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম কাহাকে বলে?

ক. (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে এবং কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (২) যদি একবার জ্ঞপ্তি এবং একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম দুইবার জ্ঞপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৩) যদি একবার জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম কেবল একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জ্ঞপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৪) যদি একবার

জপ্তি স্থাপন এবং একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম দুইবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়।

খ. (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি একবার জপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম একবার জপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (২) যদি একবার জপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম দুইবার জপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৩) যদি একবার জপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম তিনবার জপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৪) যদি একবার জপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম চারিবার জপ্তি স্থাপন করিয়া সমাপ্ত করে, কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৫) যদি একবার জপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৬) যদি একবার জপ্তি এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম দুইবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৭) যদি একবার জপ্তি স্থাপন এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। (৮) যদি একবার জপ্তি এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করিবার কর্ম চারিবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া সমাপ্ত করে, জপ্তি স্থাপন না করে তবে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম বলে।

(৭) বর্গকর্ম

হে ভিক্ষুগণ! বর্গকর্ম কাহাকে বলে?

ক. (১) হে ভিক্ষুগণ! জপ্তি দ্বিতীয় কর্মে যদি কর্মকর্ম ভিক্ষু অল্পপস্থিত থাকে, ছন্দ (মত) দানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ (মত) সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণও বাধা প্রদান করে, তবে তাহা বর্গকর্ম নামে কথিত হয়।

১. যেই কার্য একবার জপ্তি স্থাপন এবং একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া করা হয়, তাহাকে জপ্তি দ্বিতীয় কর্ম বলে।

(২) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্মে কৰ্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দ দানেরযোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও বর্গকর্ম নামে কথিত হয়। (৩) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্মে কৰ্মক্ষম ভিক্ষুও উপস্থিত থাকে, ছন্দদানেরযোগ্য ভিক্ষুর ছন্দও সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও বর্গকর্ম নামে কথিত হয়।

খ. (১) হে ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্মে কৰ্মক্ষম ভিক্ষু অনুপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহা বর্গকর্ম নামে কথিত হয়, (২) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্মে কৰ্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুগণের ছন্দ সংগ্রহ করা না হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও বর্গকর্ম নামে কথিত হয়। (৩) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্মে কৰ্মক্ষম ভিক্ষুও উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দও সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান করে তবে তাহাও বর্গকর্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বর্গকর্ম বলে।

(৮) সমগ্র কর্ম

হে ভিক্ষুগণ! সমগ্রকর্ম কাহাকে বলে?

(১) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্মে কৰ্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দ দানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহা সমগ্রকর্ম নামে কথিত হয়। (২) ভিক্ষুগণ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্মে কৰ্মক্ষম ভিক্ষু উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহাও সমগ্র কর্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে সমগ্রকর্ম বলে।

(৯) ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম

হে ভিক্ষুগণ! ধর্মপ্রতিরূপ বর্গকর্ম কাহাকে বলে?

ক. (১) যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্মে প্রথম কর্মবাক্য অনুপ্রাণণ করে, পরে জ্ঞপ্তি

১. একবার জ্ঞপ্তি এবং তিনবার কর্মবাক্য অনুপ্রাণণ করিয়া যেই কর্ম করা হয় তাহাকে জ্ঞপ্তি চতুর্থ কর্ম বলে।

ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহাও ধর্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম নামে কথিত হয়।
ভিক্ষুগণ ! ইহাকে ধর্মপ্রতিরূপ সমগ্রকর্ম বলে।

(১১) ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম

হে ভিক্ষুগণ ! ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম কাকে বলে ?

হে ভিক্ষুগণ ! (১) যদি জ্ঞপ্তি দ্বিতীয়কর্মে প্রথম জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, পরে একবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া কর্ম সম্পাদন করে, কর্মক্রম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে এবং উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহা ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম নামে কথিত হয়।
(২) ভিক্ষুগণ ! যদি জ্ঞপ্তি চতুর্থকর্মে প্রথম জ্ঞপ্তি স্থাপন করে, পরে তিনবার কর্মবাক্য অনুশ্রাবণ করিয়া কর্ম সম্পাদন করে, কর্মক্রম ভিক্ষুগণ উপস্থিত থাকে, ছন্দদানের যোগ্য ভিক্ষুর ছন্দ সংগ্রহ করা হইয়া থাকে, উপস্থিত ভিক্ষুগণ বাধা প্রদান না করে তবে তাহাও ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম নামে কথিত হয়। ভিক্ষুগণ ! ইহাকে ধর্মসম্মত সমগ্রকর্ম বলে।

পাঁচ প্রকার সঙ্ঘ এবং তাহাদের অধিকার

(১) বর্গ (কোরাম্) দ্বারা সঙ্ঘের পার্থক্য

সঙ্ঘ পাঁচ প্রকার, যথা--(১) চতুর্বর্গ (চারিজন) ভিক্ষুসঙ্ঘ, (২) পঞ্চবর্গ (পাঁচজন) ভিক্ষুসঙ্ঘ, (৩) দশবর্গ (দশজন) ভিক্ষুসঙ্ঘ, (৪) বিংশতিবর্গ (বিশজন) ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং (৫) বিংশত্যাধিক বর্গ (বিশজনের অধিক) ভিক্ষুসঙ্ঘ।

(২) সঙ্ঘের অধিকার

(১) হে ভিক্ষুগণ ! চতুর্বর্গ ভিক্ষুসঙ্ঘ উপসম্পাদান, প্রবারণা এবং আহ্বান এই ত্রিবিধ কর্ম ব্যতীত ধর্মীভূসারে সমবেত হইয়া সন্ত সমস্ত কর্ম করিতে পারে।

(২) হে ভিক্ষুগণ ! পঞ্চবর্গ ভিক্ষুসঙ্ঘ যথাদেগে উপসম্পাদান এবং আহ্বান এই ত্রিবিধ কর্ম ব্যতীত ধর্মীভূসারে সমবেত হইয়া সন্ত সমস্ত কর্ম করিতে পারে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ ! দশবর্গ ভিক্ষুসঙ্ঘ আহ্বান কর্ম ব্যতীত ধর্মীভূসারে সমবেত হইয়া সন্ত সমস্ত কর্ম করিতে পারে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ ! বিংশতি বর্গ ভিক্ষুসঙ্ঘ ধর্মীভূসারে সমবেত হইয়া সন্ত কর্ম করিতে পারে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! বিংশত্যধিক ভিক্ষুসংখ্য ধর্মালুসারে সমবেত হইয়া সমস্ত কৰ্ম করিতে পারে।

(৩) অনায়াভাবে বর্গ (কোরাম্) পূর্ণ করা

১—হে ভিক্ষুগণ! যদি চতুর্বর্গের করণীয় কৰ্ম ভিক্ষুণী দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে করে তাহা হইলে তাহা অকৰ্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কৰ্ম করা উচিত নহে। ভিক্ষুগণ! যদি চতুর্বর্গের করণীয় কৰ্ম শিক্ষমানা দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে করে তবে তাহা অকৰ্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কৰ্ম করা উচিত নহে। ভিক্ষুগণ! যদি চতুর্বর্গের করণীয় কৰ্ম শ্রামণের, শ্রামণেরী, শিক্ষাপ্রত্যাখ্যাতক, অস্তিমঅপরাধে (পারাজিক) অপরাধী, অপরাধ স্বীকার না করায় উৎক্লিপ্ত, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্লিপ্ত, মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্লিপ্ত, পণ্ডক, স্তেয়সংবাসক, তীর্থিকপ্রস্থানক, মানবেতরজীব, মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, অর্হৎহন্তা, ভিক্ষুণীদূষক, সঙ্ঘভেদক, রক্তোৎপাদক, উভয়ব্যঞ্জনক, ভিন্নসংবাসক (স্বতন্ত্র সম্প্রদায়স্থ), পৃথক সীমায় অবস্থিত অথবা ঋদ্ধিপ্রভাবে আকাশে অবস্থিত ব্যক্তিদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে করে তবে তাহা অকৰ্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কৰ্ম করা উচিত নহে। সঙ্ঘ যাহার কৰ্ম করিতেছে তাহার দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজনে কৰ্ম করিলে তাহাও অকৰ্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কৰ্ম করা উচিত নহে।

॥ চতুর্বর্গের করণীয় সমাপ্ত ॥

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি পঞ্চবর্গের করণীয় কৰ্ম ভিক্ষুণী দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া পাঁচজনে করে তাহা হইলে তাহা অকৰ্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কৰ্ম করা উচিত নহে। ভিক্ষুগণ! যদি পঞ্চবর্গের করণীয় কৰ্ম শিক্ষমানা, শ্রামণের, শ্রামণেরী, শিক্ষাপ্রত্যাখ্যাতক, অস্তিমঅপরাধে অপরাধী, অপরাধ স্বীকার না করায় উৎক্লিপ্ত, অপরাধের প্রতিকার না করায় উৎক্লিপ্ত, মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ না করায় উৎক্লিপ্ত, পণ্ডক, স্তেয়সংবাসক, তীর্থিকপ্রস্থানক, মানবেতরজীব, মাতৃহন্তা, পিতৃহন্তা, অর্হৎহন্তা, ভিক্ষুণীদূষক, সঙ্ঘভেদক, রক্তোৎপাদক, উভয়ব্যঞ্জনক, ভিন্ন সম্প্রদায়স্থ, পৃথক সীমায় অবস্থিত অথবা ঋদ্ধিপ্রভাবে আকাশে অবস্থিত ব্যক্তিদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া পাঁচজনে কৰ্ম করে তাহা হইলে তাহাও অকৰ্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কৰ্ম করা উচিত নহে। সঙ্ঘ যাহার কৰ্ম করিতেছে তাহার দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া পাঁচজনে কৰ্ম করিলে তাহাও অকৰ্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কৰ্ম করা উচিত নহে।

॥ পঞ্চবর্গের করণীয় সমাপ্ত ॥

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি দশবর্গের করণীয় কর্ম ভিক্ষুগণী দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দশজনে করে তাহা হইলে তাহাও অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।
[অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

। দশবর্গের করণীয় সমাপ্ত ।

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি বিংশতি বর্গের করণীয় কর্ম ভিক্ষুগণী দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিংশতি জনে করে তাহা হইলে তাহাও অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে। [অবশিষ্ট পূর্ববৎ]

। বিংশতিবর্গের করণীয় সমাপ্ত ।

৫—(১) হে ভিক্ষুগণ! যদি পারিবাগিক^১ (পরিবাস ব্রত পালনে রত) ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজন (অশ্রুকে) পরিবাস প্রদান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানস দান করে এবং তাহাকে লইয়া বিংশতিজনে (অশ্রুকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! যদি মূলেপ্রতিকর্ষণ যোগ্য ভিক্ষু দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজন (অশ্রুকে) পরিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানস দান করে এবং তাহা দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিংশতিজনে (অশ্রুকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! যদি মানসযোগ্য ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজন (অশ্রুকে) পরিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানস দান করে এবং তাহা দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিংশতিজনে (অশ্রুকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! যদি মানসচারিক (মানস ব্রত পালনে রত) ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজন (অশ্রুকে) পরিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানস দান করে এবং তাহা দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিশজনে (অশ্রুকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ! যদি আহ্বান করিবার যোগ্য ভিক্ষুদ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া চারিজন (অশ্রুকে) পরিবাস দান করে, মূলেপ্রতিকর্ষণ করে, মানসদান করে এবং তাহা দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করিয়া বিশজনে (অশ্রুকে) আহ্বান করে তাহা হইলে তাহা অকর্মের মধ্যে গণ্য হয়, সেরূপ কর্ম করা উচিত নহে।

১. চুলবর্গের পারিবাগিক শব্দ ব্রহ্মব্য।

(৪) সজ্জসভায় কাহার বাধাদান গ্রাহ্য এবং অগ্রাহ্য ?

হে ভিক্ষুগণ ! সজ্জসভায় ব্যক্তিবিশেষের বাধাদান গ্রাহ্য হয় এবং ব্যক্তিবিশেষের বাধাদান গ্রাহ্য হয় না।

১—হে ভিক্ষুগণ ! সজ্জসভায় কাহার বাধাদান গ্রাহ্য হয় না ? ভিক্ষুগণ ! সজ্জ সভায় ভিক্ষুগণীর বাধাদান গ্রাহ্য হয় না। শিকমানার, শ্রামণের, শ্রামণেরীর, শিক্ষাপ্রত্যাখ্যাতকের, অস্তিমঅপরাধে অপরাধীর, উন্মাদের, বিক্ষিপ্তচিত্তের, বেদনা-তুরের, অপরাধ স্বীকার না করা হেতু উৎকিণ্ডের, অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু উৎকিণ্ডের, মিথ্যাধারণা ত্যাগ না করা হেতু উৎকিণ্ডের, পণ্ডকের, স্তেয়সংবাসকের, তীর্থিকপ্রস্থানকের, মানবেতরপ্রাণীর, মাতৃহস্তার, পিতৃহস্তার, অর্হৎহস্তার, ভিক্ষুগী-দূষকের, সজ্জভেদকের, রক্তোৎপাদকের, উভয়লিঙ্গবিশিষ্টের, পৃথক সম্প্রদায়স্থের, পৃথকসীমায় অবস্থিতের, ঋদ্ধিপ্রভাবে আকাশে অবস্থিতের এবং সজ্জ বাহার কর্ম করিতেছে সজ্জসভায় তাহার বাধাদান গ্রাহ্য হয় না। হে ভিক্ষুগণ ! সজ্জসভায় ইহাদের বাধাদান গ্রাহ্য হয় না।

২—হে ভিক্ষুগণ ! সজ্জসভায় কাহার বাধাদান গ্রাহ্য হয় ? ভিক্ষুগণ ! প্রকৃতিস্থের, সমসম্প্রদায়স্থের, সমসীমায় অবস্থিতের, অন্তত পার্শ্বে অবস্থিত ভিক্ষুকে জ্ঞাপন করিতে সমর্থ এমন ভিক্ষুর সজ্জসভায় বাধাদান গ্রাহ্য হয়। হে ভিক্ষুগণ ! সজ্জসভায় ইহাদের বাধাদান গ্রাহ্য হয়।

(৫) শ্রায়সঙ্গত এবং শ্রায়বিরুদ্ধ বহিষ্করণ

হে ভিক্ষুগণ ! নিঃসারণ (বহিষ্করণ) দুই প্রকার। ভিক্ষুগণ ! এমন ব্যক্তি আছে যে বহিষ্করণের অযোগ্য ; যদি সজ্জ তাহাকে বহিষ্করণ করে তদ্ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের বহিষ্করণ শ্রায়সঙ্গত হয় আবার ব্যক্তিবিশেষের বহিষ্করণ শ্রায়বিরুদ্ধ হয়।

১—হে ভিক্ষুগণ ! কোন্ ব্যক্তি বহিষ্করণের অযোগ্য এবং যদি সজ্জ তাহাকে বহিষ্করণ করে তাহা হইলে তাহা শ্রায়বিরুদ্ধ হয় ? ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু পরিতুদ্ধ ও নিরপরাধী হয় তাহাকে সজ্জ বহিষ্করণ করিলে তাহা শ্রায়বিরুদ্ধ হইবে। ভিক্ষুগণ ! এই ব্যক্তিই বহিষ্করণের অযোগ্য বলিয়া কথিত হয়। যদি সজ্জ তাহাকে বহিষ্করণ করে তাহা হইলে তাহার বহিষ্করণ শ্রায়বিরুদ্ধ হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ ! কোন্ ব্যক্তি বহিষ্করণের অযোগ্য এবং যদি সজ্জ তাহাকে বহিষ্করণ করে তাহা হইলে তাহা শ্রায়সঙ্গত হয় ? ভিক্ষুগণ ! যেই ভিক্ষু বাল (দুর্ধ), অদক্ষ, অপরাধবহুল, বাহার অপরাধের সীমা নাই এবং যে অননুলোম (অন্তায়জনক) গৃহীসংসর্গে

বাস করে যদি সজ্ব তাহাকে বহিষ্করণ করে তাহা হইলে তাহার বহিষ্করণ ঞায়সঙ্গত হয় ।
হে ভিক্ষুগণ ! এই ব্যক্তিই বহিষ্করণের অযোগ্য । যদি সজ্ব তাহাকে বহিষ্কৃত করে
তাহা হইলে তাহার বহিষ্করণ ঞায়সঙ্গত হইবে ।

(৬) প্রবেশাধিকার দানের যোগ্য এবং অযোগ্য ব্যক্তি

হে ভিক্ষুগণ ! প্রবেশাধিকার দুই প্রকার । ভিক্ষুগণ ! কোন কোন ব্যক্তি প্রবেশের
অধিকারী নহে, যদি সজ্ব তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার দান করে তন্মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের
প্রবেশাধিকার ঞায়সঙ্গত হয় আবার ব্যক্তিবিশেষের প্রবেশাধিকার ঞায়বিরুদ্ধ হয় ।

১—হে ভিক্ষুগণ ! কোন ব্যক্তি প্রবেশাধিকার লাভের অযোগ্য এবং তাহাকে যদি
সজ্ব প্রবেশাধিকার দান করে তাহা হইলে তাহা ঞায়বিরুদ্ধ হয় ? হে ভিক্ষুগণ ! পণ্ডক
প্রবেশের অধিকারী নহে, যদি সজ্ব তাহাকে প্রবেশাধিকার^১ প্রদান করে তবে
তাহা ঞায়বিরুদ্ধ হয় । ভিক্ষুগণ ! স্তেয়সংবাসক, তীর্ণিকপ্রস্থানক, মানবেতরপ্রাণী,
মাতৃহস্তা, পিতৃহস্তা, অর্হৎহস্তা, ভিক্ষুণীদূষক, সজ্বভেদক, রক্তোৎপাদক এবং উভয়ব্যঞ্জনক
প্রবেশাধিকারের অযোগ্য, যদি সজ্ব তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে
তাহা ঞায়বিরুদ্ধ হয় । ভিক্ষুগণ ! এই ব্যক্তিই প্রবেশাধিকারের অযোগ্য বলিয়া কথিত
হয় । যদি সজ্ব তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ঞায়বিরুদ্ধ হয় ।
হে ভিক্ষুগণ ! এই ব্যক্তিগণই প্রবেশাধিকারের অযোগ্য^২ । যদি সজ্ব তাহাদিগকে
প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ঞায়বিরুদ্ধ হইবে ।

২—হে ভিক্ষুগণ ! কোন ব্যক্তি প্রবেশাধিকারের যোগ্যতাহীন এবং সজ্ব তাহাকে
প্রবেশাধিকার প্রদান করিলে ঞায়সঙ্গত হইয়া থাকে ? হে ভিক্ষুগণ ! হস্তচ্ছিন্ন ব্যক্তি
প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্য নহে, যদি সজ্ব তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা
হইলে তাহা ঞায়সঙ্গত হয় । ভিক্ষুগণ ! পাদচ্ছিন্ন, হস্তপাদচ্ছিন্ন, কর্ণচ্ছিন্ন, নাসিকাচ্ছিন্ন,
কর্ণনাসিকাচ্ছিন্ন, অঙ্গুলিচ্ছিন্ন, অঙ্গুষ্ঠচ্ছিন্ন, কণ্ঠচ্ছিন্ন, ফণার ঞায় হস্তবিশিষ্ট, কুঞ্জ, বামন,
গলগণ্ডী, উত্তর লৌহধারা চিহ্নিত, বেত্রাহত, লিখিতক, শ্লীপদী, ছুরারোগ্যরোগী,
বিকটাকৃতিবিশিষ্ট, কানা, বক্র, খঞ্জ, পক্ষাঘাতগ্রস্থ, দেহের স্বাভাবিক ভঙ্গীহীন,
জরাচূর্কল, অন্ধ, মুক, বধির, অন্ধমুক, অন্ধবধির, মুকবধির এবং অন্ধমুকবধির

১. উপসম্পদা প্রদান করা ।

২. এই একাদশ ব্যক্তি উপসম্পদা লাভের অযোগ্য । ইহাদিগকে সহস্রবার উপসম্পদা প্রদান করিলেও
তাহারা অনুপসম্পন্ন থাকে এবং আচার্য্য, উপাধ্যায় ও উপস্থিত সজ্ব দোষী হয় ।—সম-পাসা ।

প্রবেশাধিকারের যোগ্যতাহীন^১। যদি সজ্ব তাহাকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে তাহার প্রবেশাধিকার গ্রায়সঙ্গত হয়। হে ভিক্ষুগণ! এই ব্যক্তিই প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্যতাহীন বলিয়া কথিত হয়। যদি সজ্ব তাহাকে প্রবেশাধিকার দান করে তাহা হইলে তাহার প্রবেশাধিকার গ্রায়সঙ্গত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহারাই প্রবেশাধিকার লাভের অযোগ্য। যদি সজ্ব তাহাদিগকে প্রবেশাধিকার প্রদান করে তাহা হইলে গ্রায়সঙ্গত হইবে।

॥ ভাসভগাম ভণিতা সমাপ্ত ॥

(৭) ধর্মবিরুদ্ধ উৎক্ষেপনীয় কর্ম

ক, (১) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য (স্বীকার্য) অপরাধ না থাকিলেও সজ্ব, অনেকজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : ‘বন্ধো! আপনি অপরাধী হইয়াছেন, আপনি সেই অপরাধ দেখিতেছেন কি?’ সে বলে : ‘বন্ধো! আমার দ্রষ্টব্য কোন অপরাধ নাই।’ যদি সজ্ব তখন তাহাকে অপরাধ দর্শন না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধকর্ম হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর প্রাতিকার করিবার যোগ্য অপরাধ না থাকিলেও সজ্ব, অনেকজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : ‘বন্ধো! আপনি অপরাধী হইয়াছেন; অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।’ সে বলে : ‘বন্ধো! আমার এমন কোন অপরাধ নাই আমি যাহার প্রতিকার করিব।’ যদি সজ্ব তখন তাহাকে অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধকর্ম হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর মিথ্যাবিশ্বাস না থাকিলেও সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : ‘বন্ধো! আপনার নিকট মিথ্যাবিশ্বাস আছে, অতএব সেই মিথ্যাবিশ্বাস পরিত্যাগ করুন।’ তদন্তরে সে বলে : ‘বন্ধো! আমার এমন কোন মিথ্যাবিশ্বাস নাই আমি যাহা পরিত্যাগ করিব।’ যদি সজ্ব তখন তাহাকে মিথ্যাবিশ্বাস পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধকর্ম হইবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষুর দেখিবার (স্বীকার) যোগ্য কিংবা প্রতিকার করিবার যোগ্য অপরাধ না থাকিলেও সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : ‘বন্ধো! আপনি অপরাধী হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধ দর্শন

∴ এই বত্রিশজনকে উপসম্পদা দিলে তাহারা উপসম্পন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু আচার্য্য, উপাধ্যায় এবং উপস্থিত সজ্ব দোষী হয়।—সমা-পাসা।

(স্বীকার) এবং সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।' তদন্তরে সে বলে : 'বন্ধো ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহা আমি দর্শন করিব এবং আমার এমন কোন অপরাধ নাই আমি যাহার প্রতিকার করিব।' যদি সজ্ব তখন অপরাধ দর্শন কিংবা অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধকর্ম হইবে।

(৫) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ এবং পরিত্যজ্য মিথ্যা দৃষ্টি না থাকিলেও সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : 'বন্ধো ! আপনি অপরাধী হইয়াছেন অতএব সেই অপরাধ অবলোকন করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদন্তরে সে বলে : 'বন্ধো ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহা আমি অবলোকন করিব এবং আমার এমন কোন হীনদৃষ্টি নাই যাহা আমি পরিত্যাগ করিব।' যদি সজ্ব তখন তাহাকে দর্শন এবং পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধকর্ম হইবে।

(৬) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর প্রতিকারযোগ্য অপরাধ এবং পরিত্যজ্য হীনদৃষ্টি না থাকিলেও সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : 'বন্ধো ! আপনি অপরাধী হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদন্তরে সে বলে : 'বন্ধো ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই আমি যাহার প্রতিকার করিব এবং আমার এমন কোন হীনদৃষ্টি নাই আমি যাহা পরিত্যাগ করিব।' যদি সজ্ব তখন তাহাকে প্রতিকার এবং পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধকর্ম হইবে।

(৭) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধও থাকে না, প্রতিকার যোগ্য অপরাধও থাকে না এবং পরিত্যাগযোগ্য হীনদৃষ্টিও থাকে না। তবুও সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : 'বন্ধো ! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধ অবলোকন করুন, সেই অপরাধের প্রতিকার করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব তাহা পরিত্যাগ করুন।' তদন্তরে সে বলে : 'বন্ধো ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই আমি যাহা অবলোকন করিব, আমার এমন কোন অপরাধ নাই আমি যাহার প্রতিকার করিব এবং আমার এমন কোন হীনদৃষ্টি নাই আমি যাহা পরিত্যাগ করিব।' যদি সজ্ব তখন তাহাকে দর্শন, প্রতিকার এবং পরিত্যাগ না করা হেতু উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধকর্ম হইবে।

খ, (১) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য (স্বীকার্য) অপরাধ থাকে। তখন সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : 'বন্ধো ! আপনি অপরাধ লাভ করিয়াছেন, আপনি কি সেই অপরাধ দেখিতেছেন ?' তদন্তরে সে বলে : 'হাঁ,

বন্ধো ! আমি দেখিতেছি ।’ তখন যদি সজ্ব অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্রিষ্ট করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধকর্ম হইবে ।

(২) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর প্রতিকার যোগ্য অপরাধ থাকে । তখন সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : ‘বন্ধো ! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন ।’ তদন্তরে সে বলে : ‘হাঁ, বন্ধো ! প্রতিকার করিব ।’ যদি সজ্ব তখন অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্রিষ্ট করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধকর্ম হইবে ।

(৩) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর পরিত্যজ্য হীনদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়া থাকে । তখন সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : ‘বন্ধো ! আপনার দৃষ্টি হীন অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন ।’ তদন্তরে সে বলে : ‘হাঁ, বন্ধো ! পরিত্যাগ করিব ।’ তখন যদি সজ্ব হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্রিষ্ট করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধকর্ম হইবে ।

(৪) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অথবা প্রতিকার যোগ্য অপরাধ থাকে । [পূর্ববৎ]

(৫) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ অথবা পরিত্যজ্য হীনদৃষ্টি থাকে । [পূর্ববৎ]

(৬) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর প্রতিকার যোগ্য অপরাধ অথবা পরিত্যজ্য হীনদৃষ্টি থাকে । [পূর্ববৎ]

(৭) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ, প্রতিকার যোগ্য অপরাধ কিংবা পরিত্যজ্য হীনদৃষ্টি থাকে । সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু কিংবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : ‘বন্ধো ! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধ অবলোকন করুন, সেই অপরাধের প্রতিকার করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন ।’ তদন্তরে সে বলে : ‘হাঁ, বন্ধো ! দেখিব ; প্রতিকার করিব, এবং পরিত্যাগ করিব ।’ তখন যদি সজ্ব তাহাকে দর্শন না করা বিষয়ে, প্রতিকার না করা বিষয়ে কিংবা পরিত্যাগ না করা বিষয়ে উৎক্রিষ্ট করে, তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধকর্ম হইবে ।

(৮) ধর্মসম্মত উৎক্ষেপনীয় কর্ম

ক, (১) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য (স্বীকার্য) অপরাধ থাকে । তখন সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : ‘বন্ধো ! আপনি অপরাধ

প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অপরাধ অবলোকন (স্বীকার) করিতেছেন কি ?' তদন্তরে সে বলে : 'আমার এমন কোন অপরাধ নাই, আমি যাহা অবলোক করিব।' তখন যদি সজ্ব অপরাধ অবলোকন না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত (ঞায়সম্মত) কর্ম হইবে।

(২) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর প্রতিকার যোগ্য অপরাধ থাকে। তখন সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : 'বন্ধো ! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধের প্রতিকার করুন।' তদন্তরে সে বলে : 'বন্ধো ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহার প্রতিকার করিব।' তখন যদি সজ্ব অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত কর্ম হইবে।

(৩) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুব পরিত্যাগ করিবার যোগ্য হীনদৃষ্টি থাকে। তখন সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : 'বন্ধো ! আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদন্তরে সে বলে : 'বন্ধো ! আমার এমন কোন হীনদৃষ্টি নাই আমি যাহা পরিত্যাগ করিব।' তখন যদি সজ্ব হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত কর্ম হইবে।

(৪) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য এবং প্রতিকারযোগ্য অপরাধ থাকে। [পূর্ববৎ]

(৫) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ এবং পরিত্যজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। [পূর্ববৎ]

(৬) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর প্রতিকারযোগ্য অপরাধ এবং পরিত্যজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। [পূর্ববৎ]

(৭) হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষুর দ্রষ্টব্য অপরাধ, প্রতিকারযোগ্য অপরাধ এবং পরিত্যজ্য হীনদৃষ্টি থাকে। সজ্ব, বহুজন ভিক্ষু অথবা একজন ভিক্ষু তাহাকে বলে : 'বন্ধো !, আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব সেই অপরাধ অবলোকন করুন, সেই অপরাধের প্রতিকার করুন এবং আপনার দৃষ্টি হীন, অতএব সেই হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করুন।' তদন্তরে সে বলে : 'বন্ধো ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই আমি যাহা অবলোকন করিব, আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহার প্রতিকার করিব অথবা আমার এমন কোন হীনদৃষ্টি নাই যাহা পরিত্যাগ করিব।' তখন যদি সজ্ব তাহাকে অবলোকন না করা বিষয়ে, প্রতিকার না করা বিষয়ে অথবা পরিত্যাগ না করা বিষয়ে উৎক্ষিপ্ত করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত কর্ম হইবে।

কোনটি ধর্মসম্মত এবং কোনটি ধর্মবিরুদ্ধ ?

(১) ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম

১—অনন্তর আয়ুষ্মান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুষ্মান উপালি ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! এই যে সমগ্রসজ্ব সন্মুখে (উপস্থিতিতে) করণীয়কর্ম পরাঙ্মুখে (অনুপস্থিতিতে) করিতেছেন তাহা ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মতকর্ম নামে কথিত হইবে কি?” “হে উপালি! তাহা ধর্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধকর্ম নামে অভিহিত হইবে।”

২—“প্রভো! এই যে সমগ্রসজ্ব ‘জিজ্ঞাসা করিয়া’ করণীয় কর্ম ‘জিজ্ঞাসা না করিয়া’ করিতেছেন, ‘প্রতিজ্ঞা দ্বারা’ করণীয় কর্ম ‘প্রতিজ্ঞা না করাইয়া’ করিতেছেন, ‘স্মৃতিবিনয়’ দানের যোগ্যের ‘অমৃতবিনয়’ করিতেছেন, ‘অমৃতবিনয়’ দানের যোগ্যের ‘তৎপাপীয়সিক’ কর্ম করিতেছেন, ‘তৎপাপীয়সিক’ দানের যোগ্যের ‘তর্জনীয় কর্ম’ করিতেছেন, ‘তর্জনীয়কর্ম’ যোগ্যের ‘নির্ঘণকর্ম’ করিতেছেন, ‘নির্ঘণকর্ম’ যোগ্যের ‘প্রব্রাজনীয়কর্ম’ করিতেছেন, ‘প্রব্রাজনীয়কর্ম’ যোগ্যের ‘প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম’ করিতেছেন, ‘প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম’ যোগ্যের ‘উৎক্ষেপনীয়কর্ম’ করিতেছেন, ‘উৎক্ষেপনীয় কর্ম’ যোগ্যকে ‘পরিবাস’ দিতেছেন, ‘পরিবাস’ দানের যোগ্যকে ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ করিতেছেন, ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ যোগ্যকে ‘মানস’ দিতেছেন, ‘মানস’ দানের যোগ্যকে ‘আহ্বান’ করিতেছেন এবং ‘আহ্বান’ যোগ্যকে ‘উপসম্পদা’ দিতেছেন তাহা ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মতকর্ম হইবে কি?”

“হে উপালি! তাহা ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত কর্ম হইবে না। উপালি! যদি সমগ্রসজ্ব সন্মুখে করণীয় কর্ম পরাঙ্মুখে করে, তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধ হইবে; একরূপ সজ্ব ‘সাতিসার’ (দোষী) হইবে। উপালি! যদি সমগ্রসজ্ব ‘জিজ্ঞাসা করিয়া’ করণীয় কর্ম ‘জিজ্ঞাসা না করিয়া’ করে, ‘প্রতিজ্ঞাদ্বারা’ করণীয় কর্ম ‘প্রতিজ্ঞা না করাইয়া’ করে, ‘স্মৃতিবিনয়’ দানের যোগ্যকে ‘অমৃতবিনয়’ প্রদান করে, ‘অমৃতবিনয়’ দানের যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিককর্ম’ করে, ‘তৎপাপীয়সিক’ কর্ম যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জনীয়কর্ম’ করে, ‘তর্জনীয়কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্ঘণকর্ম’ করে, ‘নির্ঘণকর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রব্রাজনীয়কর্ম’ করে, ‘প্রব্রাজনীয়কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রতিশ্রাবণীয় কর্ম’ করে, ‘প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘উৎক্ষেপনীয়কর্ম’ করে, ‘উৎক্ষেপনীয়কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘পরিবাস’ প্রদান করে, ‘পরিবাস’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ করে, ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’

যোগ্যকে 'মানব' প্রদান করে, 'মানব' দানের যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে এবং 'আহ্বান' যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধ কর্ম হইবে। একরূপ সত্য দোষী হইবে।"

(২) ধর্মসম্মত কর্ম

১—“প্রভো! যদি সমগ্রসত্য ‘সম্মুখে করণীয় কর্ম’ সম্মুখে করে, তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মতকর্ম হইবে কি?” “উপালি! তাহা ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মতকর্ম হইবে।”

২—“প্রভো! যদি সমগ্রসত্য ‘জিজ্ঞাসা করিয়া’ করণীয় কর্ম ‘জিজ্ঞাসা করিয়া’ করে, ‘প্রতিজ্ঞাধারা’ করণীয় কর্ম ‘প্রতিজ্ঞাধারা’ করে, ‘স্মৃতিবিনয়’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ প্রদান করে, ‘অমৃতবিনয়’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমৃতবিনয়’ প্রদান করে, ‘তৎপাপীয়সিক কর্ম’ দানের যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিক কর্ম’ করে, ‘তর্জনীয়কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জনীয়কর্ম’ করে, ‘নির্ঘণকর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্ঘণকর্ম’ করে, ‘প্রব্রাজনীয়কর্ম’ করিবার যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রব্রাজনীয় কর্ম’ করে, ‘প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম’ করিবার যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম’ করে, ‘উৎক্ষেপনীয়কর্ম’ করিবার যোগ্য ব্যক্তির ‘উৎক্ষেপনীয়কর্ম’ করে, ‘পরিবাস’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘পরিবাস’ প্রদান করে, ‘মূলপ্রতিকর্ষণ’ করিবার যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মূলপ্রতিকর্ষণ’ করে, ‘মানব’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মানব’ প্রদান করে, ‘আহ্বান’ করিবার যোগ্য ব্যক্তিকে ‘আহ্বান’ করে এবং ‘উপসম্পদা’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘উপসম্পদা’ প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মতকর্ম কিংবা বিনয়সম্মতকর্ম হইবে কি?”

“উপালি! তাহা ধর্মসম্মতকর্ম এবং বিনয়সম্মতকর্ম হইবে। উপালি! যদি সমগ্রসত্য ‘সম্মুখে করণীয় কর্ম’ সম্মুখে করে, তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত কর্ম হইবে। একরূপ সত্য নির্দোষী হইবে। উপালি! যদি সমগ্রসত্য ‘জিজ্ঞাসা করিয়া’ করণীয় কর্ম ‘জিজ্ঞাসা করিয়া’ করে, ‘প্রতিজ্ঞাধারা’ করণীয় কর্ম ‘প্রতিজ্ঞাধারা’ করে, ‘স্মৃতিবিনয়’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ দান করে, ‘অমৃতবিনয়’ দানের যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমৃতবিনয়’ দান করে, ‘তৎপাপীয়সিক কর্ম’ করিবার যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিক কর্ম’ করে, ‘তর্জনীয়কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জনীয়কর্ম’ করে, ‘নির্ঘণকর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্ঘণকর্ম’ করে, ‘প্রব্রাজনীয় কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রব্রাজনীয়কর্ম’ করে, ‘প্রতিশ্রাবণীয় কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রতিশ্রাবণীয় কর্ম’ করে, ‘উৎক্ষেপনীয়কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘উৎক্ষেপনীয় কর্ম’

করে, 'পরিবাস' যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'মানস' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানস' প্রদান করে, 'আহ্বান' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে এবং 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মতকর্ম নামে কথিত হইবে। এরূপ সজ্ব নির্দোষী হইবে।"

(৩) ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম

১—“প্রভো ! যদি সমগ্রসজ্ব 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমূঢ়বিনয়' প্রদান করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'স্মৃতিবিনয়' প্রদান করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মতকর্ম হইবে কি ?” “হে উপালি ! তাহা ধর্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধকর্ম হইবে।”

২—“প্রভো ! যদি সমগ্র সজ্ব 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিক কর্ম' করে, 'তৎপাপীয়সিককর্ম' যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমূঢ়বিনয়' প্রদান করে, 'তৎপাপীয়সিক কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জনীয়কর্ম' করে, 'তর্জনীয়কর্ম' যোগ্য ব্যক্তিকে 'তৎপাপীয়সিক কর্ম' প্রদান করে, 'তর্জনীয়কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্ঘণকর্ম' করে, 'নির্ঘণকর্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জনীয়কর্ম' করে, 'নির্ঘণকর্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয়কর্ম' করে, 'প্রব্রাজনীয়কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্ঘণকর্ম' করে, 'প্রব্রাজনীয়কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম' করে, 'প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয়কর্ম' করে, 'প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম' করে, 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম' করে, 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম' যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'পরিবাস' দানের যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম' করে, 'পরিবাস' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'মূলেপ্রতিবর্ষণ' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানস' প্রদান করে, 'মানস' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'মানস' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে, 'আহ্বান' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানস' প্রদান করে, 'আহ্বান' যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে এবং 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত কর্ম হইবে কি ?”

“হে উপালি ! সেইকার্য্য ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত হইবে না। উপালি ! যদি সমগ্রসজ্ব 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমূঢ়বিনয়' প্রদান করে, 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'স্মৃতিবিনয়' প্রদান করে, তাহা হইলে সেই কার্য্য ধর্ম এবং বিনয়বিরুদ্ধ হইবে। এরূপ সজ্ব দোষী হইবে। উপালি ! যদি সমগ্রসজ্ব 'অমূঢ়বিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিককর্ম' করে, 'তৎপাপীয়সিককর্ম' যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমূঢ়বিনয়'

প্রদান করে,.....উপালি ! তাহা হইলে সেই কার্য ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত হইবে না। উপালি এরূপ কর্মই ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হয় না। এরূপ সজ্ব দোষী হইবে।”

(৪) ধর্মসম্মতকর্ম

১—“প্রভো ! যদি সমগ্রসজ্ব ‘স্মৃতিবিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ প্রদান করে, ‘অমুচবিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমুচবিনয়’ প্রদান করে, তাহা হইলে তাহা ধর্মসম্মত কিংবা বিনয়সম্মত হইবে কি ?” “উপালি ! সেই কার্য ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে।”

২—“প্রভো ! যদি সমগ্রসজ্ব ‘অমুচবিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমুচবিনয়’ প্রদান করে, ‘তৎপাপীয়সিক কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিক কর্ম’ করে, ‘তর্জনীয় কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জনীয় কর্ম’ করে, ‘নির্ঘণকর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্ঘণকর্ম’ করে, ‘প্রব্রাজনীয়কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রব্রাজনীয়কর্ম’ করে, ‘প্রতিশ্রাণীয়কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘প্রতিশ্রাণীয়কর্ম’ করে, ‘উৎক্ষেপনীয়কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘উৎক্ষেপনীয় কর্ম’ করে, ‘পরিবাস’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘পরিবাস’ প্রদান করে, ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মূলেপ্রতিকর্ষণ করে’, ‘মানব’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘মানব’ প্রদান করে, ‘আহ্বান’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘আহ্বান’ করে এবং ‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘উপসম্পদা’ প্রদান করে তাহা হইলে সেই কার্য ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে কি ?”

“উপালি ! তাহা ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে। উপালি ! যদি সমগ্রসজ্ব ‘স্মৃতিবিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘স্মৃতিবিনয়’ প্রদান করে, ‘অমুচবিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমুচবিনয়’ প্রদান করে তাহা হইলে সেই কার্য ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে। এরূপ সজ্ব নির্দোষী হইবে। উপালি ! যদি সমগ্রসজ্ব ‘অমুচবিনয়’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমুচবিনয়’ প্রদান করে, ‘তৎপাপীয়সিককর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তৎপাপীয়সিককর্ম’ করে, ‘তর্জনীয়কর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘তর্জনীয়কর্ম’ করে, ‘নির্ঘণকর্ম’ যোগ্য ব্যক্তির ‘নির্ঘণকর্ম’ করে.....‘উপসম্পদা’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘উপসম্পদা’ প্রদান করে তাহা হইলে সেই কার্য ধর্মসম্মত এবং বিনয়সম্মত হইবে। এরূপ সজ্ব নির্দোষী হইবে।

(৫) ধর্মবিরুদ্ধ কর্মের স্বরূপ

ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন :—“হে ভিক্ষুগণ ! যদি সমগ্রসজ্ব ‘স্মৃতিবিনয়ের’ যোগ্য ব্যক্তিকে ‘অমুচবিনয়’ প্রদান করে, তাহা হইলে এইরূপ কর্ম ধর্ম

বিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধ হয় এবং এরূপ সজ্ব দোষী হইয়া থাকে। ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিককর্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জনীয়কর্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্ঘণকর্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয় কর্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানস' প্রদান করে, 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে এবং 'স্মৃতিবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে, ভিক্ষুগণ! তাহা হইলে তাহা ধর্মবিরুদ্ধ এবং বিনয়বিরুদ্ধকর্ম হইবে। এইরূপ সজ্ব দোষী হইবে।

২—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'অমৃতবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিক কর্ম' করে, তাহা হইলে তাহা ধর্মবিনয়বিরুদ্ধকর্ম হইবে এবং এরূপ সজ্ব দোষী হইবে। ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'অমৃতবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জনীয়কর্ম' করে, 'অমৃতবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্ঘণকর্ম' করে, 'অমৃতবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রব্রাজনীয়কর্ম' করে, 'অমৃতবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম' করে, 'অমৃতবিনয়' যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম' করে, 'অমৃতবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'অমৃতবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'অমৃতবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানস' প্রদান করে, 'অমৃতবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে, 'অমৃতবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'উপসম্পদা' প্রদান করে এবং 'অমৃতবিনয়' যোগ্য ব্যক্তিকে 'স্মৃতিবিনয়' প্রদান করে, তাহা হইলে সেই কার্য্য ধর্ম ও বিনয়বিরুদ্ধ হয় এবং এরূপ সজ্ব দোষী হয়।

৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'তৎপাপীয়সিককর্ম' যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ববৎ।]

৪—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'তর্জনীয়কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ববৎ।]*

৫—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'নির্ঘণকর্ম' যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ববৎ।]

৬—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'প্রব্রাজনীয়কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ববৎ।]

৭—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ববৎ।]

৮—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'উৎক্ষেপনীয়কর্ম' যোগ্য ব্যক্তির [পূর্ববৎ।]

৯—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'পরিবাস' যোগ্য ব্যক্তিকে [পূর্ববৎ।]

১০—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' যোগ্য ব্যক্তিকে [পূর্ববৎ।]

১১—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'মানস' যোগ্য ব্যক্তিকে [পূর্ববৎ।]

১২—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব 'আহ্বান' যোগ্য ব্যক্তিকে [পূর্ববৎ।]

১৩—হে ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসজ্ব উপসম্পদা যোগ্য ব্যক্তিকে 'স্মৃতিবিনয়' প্রদান করে তাহা হইলে সেই কার্য্য ধর্মবিরুদ্ধ, বিনয়বিরুদ্ধ হয় এবং এরূপ সজ্ব দোষী

হয়। ভিক্ষুগণ! যদি সমগ্রসম্ভব উপসম্পদা যোগ্য ব্যক্তিকে 'অমৃতবিনয়' প্রদান করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তির 'তৎপাপীয়সিককর্ম' করে, উপসম্পদা যোগ্য ব্যক্তির 'তর্জনীয়কর্ম' করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তির 'নির্গণকর্ম' করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতাজনীয়কর্ম' করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তির 'প্রতিশ্রাবণীয়কর্ম' করে, উপসম্পদা যোগ্য ব্যক্তির 'উৎক্রেপনীয়কর্ম' করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'পরিবাস' প্রদান করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মূলেপ্রতিকর্ষণ' করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'মানস' প্রদান করে, 'উপসম্পদা' যোগ্য ব্যক্তিকে 'আহ্বান' করে, তাহা হইলে সেই কার্য ধর্মবিরুদ্ধ ও বিনয় বিরুদ্ধ হয় এবং একরূপ সজ্ব দোষী হয়।

॥ উপালি প্রথম ভূমিতা সমাপ্ত ॥

ধর্মবিরুদ্ধকর্ম

(১) তর্জনীয়কর্ম

হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোগকারী (অধিকরণ কারক) হইয়া থাকে।

১—যদি সেখানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : “বিক্ষুগণ! এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকে অতএব আমরা ইহার তর্জনীয়কর্ম^১ করিব।” এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ (সজ্জের একাংশ) দ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে। তখন সে (দণ্ডিত) সেই আবাস হইতে অত্র আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বিক্ষুগণ! সজ্জ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম (দণ্ড) করিয়াছেন অতএব আমরাও তাঁহার ‘তর্জনীয়কর্ম’ করিব।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অত্র আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বিক্ষুগণ! সজ্জ ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র হইয়া এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম করিব।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অত্র আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেই স্থানের ভিক্ষুগণেরও মনে এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বিক্ষুগণ! সজ্জ ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাঁহার

১. চুলবঙ্গের কর্ম-বন্ধ ভ্রষ্টব্য।

তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয় কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করিয়াছেন; অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহারা তর্জনীয়কর্ম করে।

৬—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথা-
বাধ্যবায়ী এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোগকারী হইয়া থাকে। সেখানের ভিক্ষুগণের মনে এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাধ্যবায়ী এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোগকারী, অতএব আমরা তাঁহার তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয় কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৭—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৮—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৯—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মপ্রতি-
রূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১০—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয় কর্ম করে।

১১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথা-
বাধ্যবায়ী এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোগকারী হয়। সেই স্থানেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাধ্য-

ব্যাপী এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোগ করিয়া থাকে অতএব আমরা তাঁহার তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয় কর্ম করে। তখন সে সেই আवास হইতে অল্প আবাসে প্রস্থান করে।

১২—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্জ ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয় কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয় কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অল্প আবাসে প্রস্থান করে।

১৩—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্জ ধর্ম-প্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অল্প আবাসে প্রস্থান করে।

১৪—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্জ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অল্প আবাসে প্রস্থান করে।

১৫—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্জ ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয় কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে।

১৬—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্য-ব্যাপী এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোক্তা হয়। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যাপী এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোক্তা। অতএব আমরা তাঁহার তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অল্প আবাসে প্রস্থান করে।

১৭—সেই স্থানে ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্জ ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অল্প আবাসে প্রস্থান করে।

১৮—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্জ ধর্ম-

কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে

(২) নির্গণকর্ম

১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু' বাল (মুখ), অদক্ষ, অপরাধবহুল, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী তম এবং অনমুলোম (অণ্ডায়জনক) গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। সেখানেই ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু বাল, অদক্ষ, অপরাধবহুল, উপদেশ অগ্রাহ্যকারী এবং অনমুলোম গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান কবিতোছে, অতএব আমরা তাহার নির্গণকর্ম' করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার নির্গণকর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্ন আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর নির্গণকর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার নির্গণকর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার নির্গণকর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্ন আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেইস্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর নির্গণকর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার নির্গণকর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার নির্গণকর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্ন আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেইস্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : "বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর নির্গণকর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার নির্গণকর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার নির্গণকর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্ন আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেই স্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্ম-প্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর নির্গণকর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার নির্গণকর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার নির্গণকর্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জনীয় কর্ম সদৃশ।]

(৩) প্রব্রাজনীয়কর্ম

১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু কুলদূষক^১ এবং পাপাচারী হইয়া থাকে। যদি সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু কুলদূষক এবং পাপাচারী হইয়াছে, অতএব আমরা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম^২ করিব।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অগ্নি আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেইস্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মবিরুদ্ধ বর্গ দ্বারা এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রব্রাজনীয় কর্ম করিব।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অগ্নি আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেইস্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম করিব।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয় কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অগ্নি আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেইস্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রব্রাজনীয় কর্ম করিব।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অগ্নি আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেইস্থানেও ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্ম-প্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার প্রব্রাজনীয় কর্ম করিব।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম সদৃশ।]

১. কুলদূষক অর্থে শ্রদ্ধা বিনষ্টকারী। একবিংশতি প্রকারে শ্রদ্ধা বিনষ্ট করা হয়। যথা :—
(১) বেণুদান, (২) পত্রদান, (৩) পুষ্পদান, (৪) কলদান, (৫) দন্তকাষ্ঠদান, (৬) পানীয় দান (পানার্থ জল দান), (৭) উদকদান (হস্তপদাদি প্রক্ষালনার্থ জল দান), (৮) চূর্ণদান, (৯) ত্রুতিকাদান, (১০) খোশামোদ করা, (১১) সত্যের আবরণে মিথ্যা কথন, (১২) হেলোদিগকে আদর দিয়া তাহার মাতাপিতার মন ভুলান, (১৩) কাহারও সামান্ত কাজের জন্ত এখানে ওখানে যাওয়া, (১৪) চিকিৎসা করা, (১৫) দৌত্যকর্ম, (১৬) কোথাও পাঠাইলে যাওয়া, (১৭) পিতৃ প্রতিপিতৃ দান, (১৮) বে দান দেয় তাহাকে পুনঃ দেওয়া, (১৯) বাস্তবিত্তা, (২০) নকত্রবিত্তা এবং (২১) অগ্রবিত্তা। এই সব উপায়ে যে কোন ব্যক্তির সম্ভাব্য বিধান করা।

২. বহিকরণ দণ্ড।

(৪) প্রতিশ্রুতীয়কর্ম

১—হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু গৃহীকে আক্রোশ (বিদ্বেষ) এবং পরিভাষ (তিরস্কার) করে । যদি সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! এই ভিক্ষু গৃহীকে আক্রোশ (বিদ্বেষ) এবং তিরস্কার করিতেছে, অতএব আমরা তাহার প্রতিশ্রুতীয়কর্ম^১ করিব ।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রতিশ্রুতীয়কর্ম (দণ্ড) করে । তখন সে সেই আবাস হইতে অগ্ৰ আবাসে প্রস্থান করে ।

২—সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! সত্য ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রতিশ্রুতীয়কর্ম করিয়াছেন, অতএব আমরাও তাহার প্রতিশ্রুতীয়কর্ম করিব ।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্ৰদ্বারা তাহার প্রতিশ্রুতীয়কর্ম করে । তখন সে সেই আবাস হইতেও অগ্ৰ আবাসে প্রস্থান করে ।

৩—সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! সত্য ধর্ম বিরুদ্ধ সমগ্ৰদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রতিশ্রুতীয়কর্ম করিয়াছেন । অতএব আমরাও তাহার প্রতিশ্রুতীয়কর্ম করিব ।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার প্রতিশ্রুতীয়কর্ম করে । তখন সে সেই আবাস হইতেও অগ্ৰ আবাসে প্রস্থান করে ।

৪—সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! সত্য ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রতিশ্রুতীয়কর্ম করিয়াছেন । অতএব আমরাও তাহা প্রতিশ্রুতীয়কর্ম করিব ।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার প্রতিশ্রুতীয়কর্ম করে । তখন সে সেই আবাস হইতেও অগ্ৰ আবাসে প্রস্থান করে ।

৫—সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! সত্য ধর্ম-প্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর প্রতিশ্রুতীয়কর্ম করিয়াছেন । অতএব আমরাও তাহার প্রতিশ্রুতীয়কর্ম করিব ।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্ৰদ্বারা তাহার প্রতিশ্রুতীয়কর্ম করে । [৬নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীয়কর্ম সদৃশ ।]

(৫) উৎক্ষেপনীয়কর্ম

ক. ১—হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধ দেখিতে (স্বীকার করিতে) ইচ্ছা করে না । তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধ স্বীকার করিতে ইচ্ছা

১. মরণ করাইয়া দিবার বোধ্য দণ্ড ।

করিতেছে না। অতএব অপরাধ স্বীকার না করা হেতু আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয় কৰ্ম^১ করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা অপরাধ স্বীকার না করা হেতু তাহার উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম (দণ্ড) করে। তখন সে সেই আवास হইতে অগ্ৰ আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সত্ত্ব ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অগ্ৰ আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সত্ত্ব ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অগ্ৰ আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সত্ত্ব ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অগ্ৰ আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সত্ত্ব ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করে। [৬নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কৰ্ম সদৃশ।]

খ. ১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা না করিলে সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। অতএব অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয় কৰ্ম করিব। এই ভাবিয়া অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে ধর্মবিরুদ্ধবর্গ দ্বারা তাহারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অগ্ৰ আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! সত্ত্ব ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কৰ্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও

তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্ব ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্ব-ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্ব-ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করে। [৬নং হইতে ২৫নং পর্যন্ত তর্জনীর কন্ম সদৃশ।]

গ. ১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করিলে সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! এই ভিক্ষু হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না। অতএব হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করিব।' এই ভাবিয়া হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্ব-ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্ব ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ষ করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ!

সজ্ব ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণেরও মনে এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব-ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্র দ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম করে। [৬নং হইতে ২নং পর্যন্ত তর্জনীয়কর্ম সদৃশ।]

শ্যাবিরুদ্ধ দণ্ড প্রত্যাহার

(১) তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার

১—হে ভিক্ষুগণ! সজ্ব কোন ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম (দণ্ড) করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং তর্জনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। সেই স্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং তর্জনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২—সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্র দ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৩—সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গ দ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৪—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদিত হয় : 'বন্ধুগণ! সজ্ব

ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৫—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সম্ভব ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে।

৬—হে ভিক্ষুগণ! সম্ভব কোন ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করার সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং তর্জনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সম্ভব এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করার তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং তর্জনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৭—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় ; 'বহুগণ! সম্ভব ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৮—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সম্ভব ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

৯—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সম্ভব ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১০—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! সত্য ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে।

১১—হে ভিক্ষুগণ ! সত্য কোন ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অমুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং তর্জনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! সত্য এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অমুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং তর্জনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১২—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! সত্য ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপ সম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৩—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! সত্য ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

১৪—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! সত্য ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান কর।

১৫—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! সত্য ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে।

১৬—হে ভিক্ষুগণ! সজ্ব কোন ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং তর্জনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয়; ‘বহুগণ! সজ্ব এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন এবং তর্জনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অল্প আবাসে প্রস্থান করে।

১৭—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয়: ‘বহুগণ! সজ্ব ধর্মপ্রতিরূপসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অল্প আবাসে প্রস্থান করে।

১৮—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয়: ‘বহুগণ! সজ্ব ধর্মপ্রতিরূপসম্মত সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অল্প আবাসে প্রস্থান করে।

১৯—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয়: ‘বহুগণ! সজ্ব ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অল্প আবাসে প্রস্থান করে।

২০—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয়: ‘বহুগণ! সজ্ব ধর্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে।

২১—হে ভিক্ষুগণ! সজ্ব কোন ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং তর্জনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয়: ‘বহুগণ! সজ্ব এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন,

নম্র হইয়াছেন, মুক্তিরকার্য্য করিতেছেন এবং তর্জনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্ম্মপ্রতিক্রমসম্মত সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২২—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ ! সজ্ব ধর্ম্মপ্রতিক্রমসম্মত সমগ্র দ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৩—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ ! সজ্ব ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৪—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ ! সজ্ব ধর্ম্মবিরুদ্ধ সমগ্রদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতেও অন্য আবাসে প্রস্থান করে।

২৫—সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনেও তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ ! সজ্ব ধর্ম্মসম্মত বর্গদ্বারা এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব আমরাও তাঁহার তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্ম্মপ্রতিক্রমসম্মত বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে।

(২) নির্ঘণকর্ম্ম প্রত্যাহার

১—হে ভিক্ষুগণ ! সজ্ব কোন ভিক্ষুর নির্ঘণকর্ম্ম করায় সে সম্যক্ভাবে অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তিরকার্য্য করে এবং নির্ঘণকর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ ! সজ্ব এই ভিক্ষুর নির্ঘণকর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক্ভাবে অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তিরকার্য্য করিতেছেন এবং নির্ঘণকর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব

আমরা তাঁহার নির্ঘণকর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার নির্ঘণকর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অত্র আবাসে প্রস্থান করে। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৩) প্রব্রাজনীয়কর্ম প্রত্যাহার

১—হে ভিক্ষুগণ! সত্ত্ব কোন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তিরকার্য্য করে এবং প্রব্রাজনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বিক্ষুগণ! সত্ত্ব এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তিরকার্য্য করিতেছেন এবং প্রব্রাজনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার প্রব্রাজনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অত্র আবাসে প্রস্থান করে। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৪) প্রতিস্মারণীয়কর্ম প্রত্যাহার

১—হে ভিক্ষুগণ! সত্ত্ব কোন ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তিরকার্য্য করে এবং প্রতিস্মারণীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বিক্ষুগণ! সত্ত্ব এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তিরকার্য্য করিতেছেন এবং প্রতিস্মারণীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অত্র আবাসে প্রস্থান করে। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৫) উৎক্ষেপনীয়কর্ম প্রত্যাহার

৪. ১—হে ভিক্ষুগণ! অপরাধ দর্শন না করা হেতু সত্ত্ব কোন ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয় কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তিরকার্য্য করে এবং উৎক্ষেপনীয়

কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্ব এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং উৎক্ষেপনীয় কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অত্র আবাসে প্রস্থান করে। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

b. ১—হে ভিক্ষুগণ! অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু সজ্ব কোন ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং উৎক্ষেপনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্ব এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং উৎক্ষেপনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অত্র আবাসে প্রস্থান করে। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

c. ১—হে ভিক্ষুগণ! হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু সজ্ব কোন ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং উৎক্ষেপনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেই স্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! সজ্ব এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যকভাবে অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং উৎক্ষেপনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব আমরা তাঁহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম প্রত্যাহার করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সে সেই আবাস হইতে অত্র আবাসে প্রস্থান করে। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

ন্যাস্যবিরুদ্ধ দণ্ড-সংশোধন

(১) তর্জনীয়কর্ম-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোগকারী হয়। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বহুগণ! এই ভিক্ষু ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী,

বহুব্রথাবাক্যাব্যয়ী এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোগকারী, অতএব আমরা তাহার তর্জনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম করে। তখন সেখানে অবস্থিত সজ্জ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইয়াছে' (খ) 'অকরণীয় কর্ম করা হইয়াছে, ঞায়বিরুদ্ধ কর্ম করা হইয়াছে, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ ! তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল : 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইয়াছে' এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিল : 'অকরণীয় কর্ম করা হইয়াছে, ঞায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইয়াছে, পুনরায় কর্ম করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী (ঞায়ের পক্ষপাতী)। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(২) নির্ঘণকর্ম-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু মূর্থ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, অনাদায়ী হয় এবং অনমুলোম গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বদ্ধগণ ! এই ভিক্ষু মূর্থ, অদক্ষ, অপরাধবহুল, উপদেশ গ্রহণ করিতেছে না এবং অনমুলোম গৃহীসংসর্গে সংশ্লিষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছে, অতএব আমরা তাহার নির্ঘণকর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার নির্ঘণ কর্ম করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সজ্জ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইয়াছে' এবং (খ) 'অকরণীয় কর্ম করা হইয়াছে, ঞায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইয়াছে, পুনরায় কর্ম করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ ! তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল : 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইয়াছে' এবং যাহারা কহিল : 'অকরণীয়কর্ম করা হইয়াছে, ঞায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইয়াছে, পুনরায় কর্ম করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়-কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৩) প্রব্রাজনীয়কর্ম-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু কুলদূষক এবং পাপাচারী হয়। তখন সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বদ্ধগণ ! এই ভিক্ষু কুলদূষক এবং পাপাচারী, অতএব আমরা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সজ্জ এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম

করা হইল, ঞায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ এরূপ কহিল: 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'অকরণীয়কর্ম করা হইল, ঞায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, পুনরায় কর্ম করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৪) প্রতিস্মারণীয় কর্ম-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু গৃহীকে আক্রোশ এবং তিরস্কার করে। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদ্ভিত হয়: 'বিক্ষুগণ! এই ভিক্ষু গৃহীকে আক্রোশ এবং তিরস্কার করিতেছে, অতএব আমরা তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম করিব।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সজ্ব এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে: (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম করা হইল, ঞায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ এরূপ কহিল: 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিল, 'অকরণীয় কর্ম করা হইল, ঞায়বিরুদ্ধ কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৫) উৎক্ষেপনীয়কর্ম-সংশোধন

ক, ১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধ অবলোকন করিতে ইচ্ছা করে না। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয়: 'বিক্ষুগণ! এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধ অবলোকন করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, অতএব আমরা তাহাকে উৎক্ষেপ করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা অপরাধ দর্শন না করা হেতু তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সজ্ব এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে: (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম করা হইল, ঞায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিল: 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং তাহারা কহিল: 'অকরণীয়কর্ম করা হইল, ঞায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

খ. ১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অপরাধ করিয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করে না। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু অপরাধ করিয়া অপরাধের প্রতিকার করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, অতএব আশুন, অপরাধের প্রতিকার না করার আমরা তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম করি।’ এই ভাবিয়া অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু তাহারা ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম করে। তখন সেইস্থানের সজ্ব এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং (খ) ‘অকরণীয়কর্ম করা হইল, গ্ৰামবিরুদ্ধ কর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিল : ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং তাহারা কহিল, ‘অকরণীয়কর্ম করা হইল, গ্ৰামবিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

গ. ১—হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে তখন এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ! এই ভিক্ষু হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, অতএব আশুন, হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু আমরা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করি।’ এই ভাবিয়া হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করার তাহারা ধর্মবিরুদ্ধবর্গদ্বারা তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সজ্ব এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং (খ) ‘অকরণীয়কর্ম করা হইল, গ্ৰামবিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ ভিক্ষুগণ! তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল : ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং যেই ভিক্ষুগণ কহিল : ‘অকরণীয়কর্ম করা হইল, গ্ৰামবিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জনীয় কর্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

ন্যায্যবিরুদ্ধ দণ্ড-প্রত্যাহার-সংশোধন

(১) তর্জনীয়কর্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ! সজ্ব কোন ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করার সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নত্র হয়, মুক্তির কার্য করে এবং তর্জনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদিত হয় : ‘বন্ধুগণ! সজ্ব এই ভিক্ষুর তর্জনীয়কর্ম করার তিনি এখন সম্যক অনুবর্তী হইয়াছেন, নত্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য করিতেছেন’ এবং তর্জনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন।

অতএব আশুন, আমরা তাঁহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করি।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার তর্জনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সজ্ব এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং (খ) ‘অকরণীয়কর্ম করা হইল, ঞায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ ভিক্ষুগণ ! তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল : ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং যাহারা কহিল : ‘অকরণীয়কর্ম করা হইল, ঞায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ সেইস্থানে সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(২) নির্ঘণকর্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ ! সজ্ব কোন ভিক্ষুর নির্ঘণকর্ম করায় সে সম্যক অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং নির্ঘণকর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানের ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! সজ্ব এই ভিক্ষুর নির্ঘণকর্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং নির্ঘণকর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আশুন, আমরা তাঁহার নির্ঘণকর্ম প্রত্যাহার করি।’ এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার নির্ঘণকর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সজ্ব এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) ‘ধর্মবিরুদ্ধবর্গকর্ম করা হইল’ এবং (খ) ‘অকরণীয়কর্ম করা হইল, ঞায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ ভিক্ষুগণ ! সেই স্থানের যেই ভিক্ষুগণ কহিল : ‘ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল’ এবং যাহারা কহিল : ‘অকরণীয়কর্ম করা হইল, ঞায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।’ সেই স্থানে এই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৩) প্রব্রাজনীয়কর্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ ! সজ্ব কোন ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং প্রব্রাজনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : ‘বন্ধুগণ ! সজ্ব এই ভিক্ষুর প্রব্রাজনীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং প্রব্রাজনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন।

অতএব আসন্ন, আমরা তাঁহার প্রব্রাজনীয়কর্ম প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রব্রাজনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানের সজ্ব এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম করা হইল, শ্রায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল : 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং যাহারা কহিল : 'অকরণীয় কর্ম করা হইল, শ্রায় বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৪) প্রতিস্মারণীয় কর্ম-প্রত্যাহার-সংশোধন

১—হে ভিক্ষুগণ! সজ্ব কোন ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়কর্ম করায় সে সম্যকভাবে অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং প্রতিস্মারণীয়কর্ম প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বিক্ষুগণ! সজ্ব এই ভিক্ষুর প্রতিস্মারণীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং প্রতিস্মারণীয়কর্মের-প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আসন্ন, আমরা তাঁহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা তাহার প্রতিস্মারণীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সজ্ব এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে ; (ক) 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয় কর্ম করা হইল, শ্রায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিল : 'ধর্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম করা হইল' এবং যাহারা কহিল, 'অকরণীয়কর্ম করা হইল, শ্রায়বিরুদ্ধকর্ম করা হইল, কর্ম পুনরায় করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

(৫) উৎক্ষেপনীয় কর্ম-প্রত্যাহার সংশোধন

ক.' ১—হে ভিক্ষুগণ! অপরাধ দর্শন না করা হেতু সজ্ব কোন ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয় কর্ম করায় সে সম্যক অনুবর্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বিক্ষুগণ! অপরাধ দর্শন না করা হেতু সজ্ব এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যক অনুবর্তী হইয়াছেন,

নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আশুন, অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত তাঁহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম আমরা প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা অপরাধ দর্শন না করা হেতু কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয় কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সজ্ব এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইয়াছে' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইয়াছে, ঞ্চায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইয়াছে, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিল : 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইয়াছে' এবং যাহারা কহিল, 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইয়াছে, ঞ্চায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইয়াছে, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' সেইস্থানে সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২ নং হইতে ২৫ নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম-প্রত্যাহার সদৃশ।]

খ. ১—হে ভিক্ষুগণ! অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু সজ্ব কোন ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যক অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু সজ্ব এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় তিনি এখন সম্যক-অনুবর্ত্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, মুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব আশুন, অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু কৃত তাঁহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম আমরা প্রত্যাহার করি।' এই ভাবিয়া তাহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা অপরাধের প্রতিকার না করা হেতু কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সজ্ব এই বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং (খ) 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, ঞ্চায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' ভিক্ষুগণ! সেইস্থানে যেই ভিক্ষুগণ কহিল : 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইয়াছে' এবং যাহারা কহিল : 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইয়াছে, ঞ্চায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হইয়াছে, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।' তথায় সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জ্জনীয়কর্ম্ম প্রত্যাহার সদৃশ।]

গ. ১—হে ভিক্ষুগণ! হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু সজ্ব কোন ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম্ম করায় সে সম্যক অনুবর্ত্তী হয়, নম্র হয়, মুক্তির কার্য্য করে এবং হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয়কর্ম্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত ভিক্ষুগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হয় : 'বন্ধুগণ! হীনদৃষ্টি

পরিত্যাগ না করা হেতু সজ্ব এই ভিক্ষুর উৎক্ষেপনীয়কর্ম করায় তিনি এখন সম্যক-
 অনুবর্তী হইয়াছেন, নম্র হইয়াছেন, যুক্তির কার্য্য করিতেছেন এবং হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ
 না করা হেতু কৃত উৎক্ষেপনীয় কর্মের প্রত্যাহার প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব
 আমুন, হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম আমরা প্রত্যাহার
 করি।' এই ভাবিয়া তাহারা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গদ্বারা হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা হেতু
 কৃত তাহার উৎক্ষেপনীয়কর্ম প্রত্যাহার করে। তখন সেইস্থানে অবস্থিত সজ্ব এই
 বলিয়া বিবাদ করিতে থাকে : (ক) ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং (খ)
 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, শ্রায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে হইবে।'
 ভিক্ষুগণ ! তথায় যেই ভিক্ষুগণ কহিল : 'ধর্ম্মবিরুদ্ধ বর্গকর্ম্ম করা হইল' এবং যাহারা
 কহিল 'অকরণীয়কর্ম্ম করা হইল, শ্রায়বিরুদ্ধকর্ম্ম করা হইল, কর্ম্ম পুনরায় করিতে
 হইবে।' সেইস্থানে সেই ভিক্ষুগণ ধর্ম্মবাদী। [২নং হইতে ২৫নং পর্য্যন্ত তর্জনীয়কর্ম্ম-
 প্রত্যাহার সদৃশ।]

॥ চম্পেয়া-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

কৌশাণী-স্কন্ধ

ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে কলহ

[স্থান :—কৌশাণী]

(১) কলহের উৎপত্তি

সেই সময়ে বুদ্ধ ভগবান কৌশাণীতে অবস্থান করিতেছিলেন,—ঘোষকারামে । তখন জনৈক ভিক্ষু অপরাধ^১ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । তিনি সেই অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করিলেন । কিন্তু অগ্ৰ ভিক্ষু সেই অপরাধকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করিলেন । পরে তিনি (অপরাধী) সেই অপরাধকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু অগ্ৰ ভিক্ষুগণ সেই অপরাধকে অপরাধ মনে করিলেন । অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ উক্ত ভিক্ষুকে কহিলেন—“বন্ধো ! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অপরাধ দেখিতেছেন কি ?” “বন্ধো ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহা আমি দেখিব ।” তখন সেই ভিক্ষুগণ একতাবদ্ধ হইয়া প্রথমোক্ত ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্লিষ্ট করিলেন । সেই ভিক্ষু (উৎক্লিষ্ট) বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ^২, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর^৩ পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জা-সঙ্কোচ পরায়ণ এবং শিশিক্ষু ছিলেন । তিনি তাঁহার সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্র

১. এক সঙ্ঘারামে দুইজন ভিক্ষু বাস করিতেন, তন্মধ্যে একজন বিনয়ধর, অল্পজন সৌত্রান্তিক । সৌত্রান্তিক একদিন পায়থানায় গমন করিয়া শৌচের অবশিষ্ট জল পাত্রে রাখিয়াছিলেন । অল্পকণ পরে বিনয়ধর পায়থানায় যাইয়া পাত্রে জল দেখিয়া সৌত্রান্তিককে কহিলেন : ‘বন্ধো ! আপনি কি পাত্রে জল রাখিয়া আসিয়াছেন ?’ ‘হাঁ, বন্ধো !’ ‘তাহাতে যে অপরাধ হয় তদ্বিষয় কি আপনি অবগত নহেন ?’ ‘আমি তাহা মনে করি নাই ।’ ‘বন্ধো ! এরূপ করিলে অপরাধ হইয়া থাকে ।’ ‘বন্ধো ! যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে আমি সেই অপরাধের প্রতিফার করিব ।’ ‘আপনি ভুলবশত করিয়া থাকিলে অপরাধ হইবে না ।’ তখন তিনি (অপরাধী) অপরাধকে নিরপরাধ মনে করিলেন । বিনয়ধর স্বীয় অস্ত্রবাসিগণের নিকট যাইয়া কহিলেন : ‘এই সৌত্রান্তিক অপরাধ করিয়াও অপরাধ মনে করিতেছেন না ।’ তাহার সৌত্রান্তিকের অস্ত্রবাসিগণকে দেখিয়া কহিতে লাগিল : ‘তোমাদের উপাধ্যায় অপরাধ করিয়াও জানিতে পারেন না ।’ তাহার বলিল : ‘বিনয়ধর প্রথম নিরপরাধ বলিয়া এখন অপরাধ বলিতেছেন, অতএব তিনি মিথ্যাবাদী ।’ তাহার বলিল : ‘তোমাদের উপাধ্যায় মিথ্যাবাদী ।’ এইভাবে কলহ বাড়িয়া গেল ।—সম-পাসা ।

২. সূত্র পিটকের পঞ্চনিকায় আগম নামে কথিত । ৬. অভিধর্মের সারাংশ মাতৃকা নামে অভিহিত ।

ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন : “বন্ধুগণ ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে ; অপরাধ অপ্রাপ্ত আছি, প্রাপ্ত নহে ; অনুৎক্লিপ্ত আছি, উৎক্লিপ্ত নহে, আমি ধর্মবিরুদ্ধ, অশ্রায়, অমুচিং কস্মদ্বারা উৎক্লিপ্ত হইয়াছি, অতএব আয়ুমানগণ ধর্ম এবং বিনয়ানুসারে আমাব পক্ষাবলম্বন করুন।” তিনি সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণকে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ হইলেন। অতঃপর তিনি জনপদেও সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণের নিকট সংবাদ প্রেবণ কবিলেন : “বন্ধুগণ ! ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে ; অপরাধ অপ্রাপ্ত আছি, প্রাপ্ত নহে ; অনুৎক্লিপ্ত আছি, উৎক্লিপ্ত নহে ; আমি ধর্মবিরুদ্ধ, অশ্রায়, অমুচিং কস্মদ্বারা উৎক্লিপ্ত হইয়াছি, অতএব আয়ুমানগণ ধর্ম এবং বিনয়ানুসারে আমাব পক্ষাবলম্বন করুন।” তিনি জনপদবাসী সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণকেও স্বপক্ষে পাইলেন। অতঃপর সেই উৎক্লিপ্তানুগানো ভিক্ষুগণ উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণকে কহিলেন—“বন্ধুগণ ! ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে ; এই ভিক্ষু অপরাধ অপ্রাপ্ত আছেন, প্রাপ্ত নহেন ; এই ভিক্ষু অনুৎক্লিপ্ত আছেন, উৎক্লিপ্ত নহেন ; ধর্মবিরুদ্ধ, অশ্রায়, অমুচিং কস্ম দ্বারা উৎক্লিপ্ত হইয়াছেন।” তাহা বা একপ বলিলে উৎক্ষেপক ভিক্ষুগণ উৎক্লিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণকে কহিলেন : “বন্ধুগণ ! ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে, ; এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপ্রাপ্ত নহেন ; এই ভিক্ষু উৎক্লিপ্ত হইয়াছেন, অনুৎক্লিপ্ত নহেন ; ধর্মসম্মত, শ্রাবসম্মত, যথোচিত কস্মদ্বারা উৎক্লিপ্ত হইয়াছেন। অতএব আয়ুমানগণ ! আপনারা উৎক্লিপ্ত ভিক্ষুর অনুবর্তী হইবেন না, অনুসরণ করিবেন না।” একপ বলা সত্ত্বেও সেই উৎক্লিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণ পূর্বেব মতই সেই উৎক্লিপ্ত ভিক্ষুর অনুবর্তী হইতে লাগিলেন, অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

(২) উৎক্লিপ্তকগণকে উপদেশ

অনেক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিধান করিয়া একান্তে উপবেশন কবিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন : “প্রভো ! অনেকে ভিক্ষু অপরাধী হইয়াছিলেন ; তিনি তাঁহার অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ; কিন্তু অত্র ভিক্ষুগণ সেই অপরাধকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনিও (অপরাধীও) পরে সেই অপরাধকে নিরপরাধ মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু অত্র ভিক্ষুগণ তখন সেই অপরাধকে অপরাধ মনে করিতে লাগিলেন। প্রভো ! অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ (অত্রভিক্ষুগণ)

সেই ভিক্ষুকে (অপরাধীকে) কহিলেন : “বন্ধো ! আপনি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অপরাধ দেখিতেছেন কি ?” “বন্ধুগণ ! আমার এমন কোন অপরাধ নাই যাহা আমি দেখিব ।” প্রভো ! অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ একতাবদ্ধ হইয়া সেই ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্লিষ্ট করিয়াছিলেন । কিন্তু সেই ভিক্ষু বহুশ্রুত, আগমজ্ঞ, ধর্মধর, বিনয়ধর, মাতৃকাধর, পণ্ডিত, দক্ষ, মেধাবী, লজ্জাসঙ্কোচ পরায়ণ এবং শিশিক্ষু । অনন্তর সেই ভিক্ষু তাঁহার সন্দৃষ্টমিত্র ও প্রগাঢ়মিত্র ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—‘বন্ধুগণ ! ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে ; আমি অপরাধ অপ্রাপ্ত আছি, প্রাপ্ত নহে ; অনুৎক্লিষ্ট আছি, উৎক্লিষ্ট নহে ; ধর্মবিরুদ্ধ, ঋণবিরুদ্ধ, অমুচিং কর্মের দ্বারা উৎক্লিষ্ট হইয়াছি । অতএব আয়ুজ্ঞানগণ ধর্ম এবং বিনয়ানুসার আমার পক্ষাবলম্বন করুন ।’ প্রভো ! সেই ভিক্ষু সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ় মিত্রগণকে তাঁহার পক্ষে পাইলেন । তৎপর তিনি জনপদবাসী সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ় মিত্রগণের নিকটও সংবাদ প্রেরণ করিলেন : ‘বন্ধুগণ ! ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে ; আমি অপরাধ অপ্রাপ্ত আছি, প্রাপ্ত নহে । অনুৎক্লিষ্ট আছি, উৎক্লিষ্ট নহে ; ধর্মবিরুদ্ধ, ঋণ বিরুদ্ধ, অমুচিং কর্মের দ্বারা উৎক্লিষ্ট হইয়াছি ; অতএব আয়ুজ্ঞানগণ ধর্ম এবং বিনয়ানুসার আমার পক্ষাবলম্বন করুন ।’ প্রভো ! সেই ভিক্ষু জনপদবাসী তাঁহার সন্দৃষ্টমিত্র এবং প্রগাঢ় মিত্রদিগকে তাঁহার পক্ষে পাইলেন । প্রভো ! অনন্তর সেই উৎক্লিষ্টানুবর্তী ভিক্ষুগণ উৎক্লিপক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া উৎক্লিপক ভিক্ষুগণকে কহিলেন : ‘বন্ধুগণ ! ইহা নিরপরাধ, অপরাধ নহে ; এই ভিক্ষু অপরাধ অপ্রাপ্ত আছেন, প্রাপ্ত নহেন ; এই ভিক্ষু অনুৎক্লিষ্ট আছেন, উৎক্লিষ্ট নহেন ; ধর্মবিরুদ্ধ, ঋণবিরুদ্ধ, অমুচিং কর্মদ্বারা উৎক্লিষ্ট হইয়াছেন ।’ একরূপ বলিলে উৎক্লিপক ভিক্ষুগণ উৎক্লিষ্টানুগামী ভিক্ষুগণকে কহিলেন : ‘বন্ধুগণ ! ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে ; এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত আছেন, অপ্রাপ্ত নহেন ; এই ভিক্ষু উৎক্লিষ্ট হইয়াছেন, অনুৎক্লিষ্ট নহেন ; ধর্মসম্মত, ঋণসম্মত, যথোচিং কর্মদ্বারা উৎক্লিষ্ট হইয়াছেন । অতএব আয়ুজ্ঞানগণ ! আপনারা এই ভিক্ষুর অনুবর্তী হইবেন না, অনুসরণ করিবেন না ।’ প্রভো ! সেই উৎক্লিষ্টানুবর্তী ভিক্ষুগণকে সেই উৎক্লিপক ভিক্ষুগণ একরূপ বলিলেও তাঁহারা উৎক্লিষ্ট ভিক্ষুর অনুবর্তী হইয়াছেন, অনুসরণ করিতেছেন ।”

অনন্তর ভগবান ‘অহো ! ভিক্ষুসম্ব বিভক্ত হইয়া পড়িল ! অহো ! ভিক্ষুসম্ব বিভক্ত হইয়া পড়িল !!’ এই চিন্তা করিয়া উৎক্লিপক ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । ভগবান উপবেশন করিয়া উৎক্লিপক ভিক্ষুগণকে কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ ! তোমরা ‘আমাদের বোধগম্য

হইয়াছে, আমাদের বোধগম্য হইয়াছে' এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই সেই বিষয়ে কোন ভিক্ষুকে উৎক্লিষ্ট করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিও না।

হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হয়। সে তাহার অপরাধকে নিরপরাধ বলিয়া মনে করে; কিন্তু অল্প ভিক্ষুগণ তাহার অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করে। ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুগণ উক্ত ভিক্ষু সম্বন্ধে এরূপ জানে: 'এই আয়ুমান বহুশ্রুত..... এবং শিশিক্ষু। যদি আমরা এই ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্লিষ্ট করি, তাঁহার সঙ্গে আমরা উপোষন না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া উপোষন করি, তাহা হইলে তজ্জন্ম সজ্জের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সজ্জভেদ, সজ্জরাজি, সজ্জব্যবস্থান' এবং সজ্জপার্থক্য' হইতে পারে।' হে ভিক্ষুগণ! এইহেতু ভেদ যাহারা গুরুতর বলিয়া মনে করে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে সেই ভিক্ষুকে উৎক্লিষ্ট করা তাহাদের উচিত নহে।

হে ভিক্ষুগণ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হয়। সে তাহার অপরাধকে অপরাধ নহে বলিয়া মনে করে; কিন্তু অল্প ভিক্ষুগণ তাহার অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করে। ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুগণ উক্ত ভিক্ষু সম্বন্ধে এরূপ জানে: 'এই আয়ুমান বহুশ্রুত.....এবং শিশিক্ষু। যদি আমরা এই ভিক্ষুকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্লিষ্ট করি, তাঁহার সঙ্গে প্রবারণা না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া প্রবারণা করি, তাঁহার সঙ্গে সজ্জকর্ষ না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া সজ্জকর্ষ করি, তাঁহার সঙ্গে একাসনে উপবেশন না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া আসনে উপবেশন করি, তাঁহার সঙ্গে যবাগু ভোজন করিবার জন্ত উপবেশন না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া যবাগুভোজনে উপবেশন করি, তাঁহার সঙ্গে ভোজনশালায় উপবেশন না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া ভোজনশালায় উপবেশন করি, তাঁহার সহিত এক আচ্ছাদনের তলে উপবেশন না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া এক আচ্ছাদনের তলে উপবেশন করি; তাঁহাকে জ্যেষ্ঠানুক্রমে অভিবাদন, প্রত্যুখান, অঞ্জলিকর্ষ, কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা না করি, তাঁহাকে বাদ দিয়া জ্যেষ্ঠানুক্রমে অভিবাদন, প্রত্যুখান, অঞ্জলিকর্ষ, কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলে সেই অল্প সজ্জের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সজ্জভেদ, সজ্জরাজি, সজ্জব্যবস্থান এবং সজ্জের: পার্থক্য হইতে পারে। ভিক্ষুগণ! যাহারা ভেদ গুরুতর বলিয়া মনে করে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে সেই ভিক্ষুকে উৎক্লিষ্ট করা তাহাদের উচিত নহে।

(৩) উৎক্লিপ্তানুবর্তীগণকে উপদেশ

ভগবান উৎক্লিপক ভিক্ষুগণকে এই উপদেশ দিয়া আসন হইতে উঠিয়া উৎক্লিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন । ভগবান উপবেশন করিয়া উৎক্লিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণকে কহিলেন : হে ভিক্ষুগণ ! তোমরা অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া ‘আমরা অপরাধ প্রাপ্ত হই নাই, প্রাপ্ত হই নাই’ বলিয়া অপরাধের প্রতিকার করা অকর্তব্য্য একরূপ মনে করিও না ।

হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া সে সেই অপরাধকে অপরাধ নহে বলিয়া মনে করে ; কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ সেই অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করে । সেই ভিক্ষু (অপরাধী) উক্ত ভিক্ষুগণের সম্বন্ধে একরূপ জানে, : ‘এই আয়ুস্মানগণ বহুশ্রুত.....এবং শিশিক্ষু । তাঁহারা আমার জন্ম বা অন্নের জন্ম ছন্দ, ঘেষ, মোহ কিংবা ভয়ের বশীভূত হইয়া অন্নায় আচরণ করিতে পারেন না । যদি এই ভিক্ষুগণ আমাকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্লিপ্ত করেন, আমার সহিত উপোষথ না করেন, আমাকে বাদ দিয়া উপোষথ করেন, তাহা হইলে সজ্জ্বর মধ্যে সেইজন্ম ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সজ্জ্বভেদ, সজ্জ্বরাজি, সজ্জ্বব্যবস্থান এবং সজ্জ্বপার্থক্য হইতে পারে ।’ হে ভিক্ষুগণ ! ভেদকে যেই ভিক্ষু গুরুতর মনে করে এইজন্ম অন্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হইলেও তাহার সেই অপরাধ স্বীকার করা উচিত ।

হে ভিক্ষুগণ ! কোন ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়া সে সেই অপরাধকে অপরাধ নহে বলিয়া মনে করে । কিন্তু অন্য ভিক্ষুগণ সেই অপরাধকে অপরাধ বলিয়া মনে করে । সেই ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুগণ সম্বন্ধে একরূপ জানে : ‘এই আয়ুস্মানগণ বহুশ্রুত... ..এবং শিশিক্ষু । তাঁহারা আমার জন্ম বা অন্নের জন্ম ছন্দ, ঘেষ, মোহ কিংবা ভয়ের বশবর্তী হইয়া অন্নায় আচরণ করিতে পারেন না । যদি এই ভিক্ষুগণ আমাকে অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে উৎক্লিপ্ত করেন, আমার সঙ্গে প্রবারণা না করেন, আমাকে বাদ দিয়া প্রবারণা করেন.....তাহা হইলে সেই জন্ম সজ্জ্বর মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সজ্জ্বভেদ, সজ্জ্বরাজি, সজ্জ্বব্যবস্থান এবং সজ্জ্বপার্থক্য হইতে পারে ।’ হে ভিক্ষুগণ ! ভেদকে যে গুরুতর মনে করে এই হেতু অন্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হইলেও সেই অপরাধ স্বীকার করা তাহার উচিত । ভগবান উৎক্লিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণকে এই উপদেশ দিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন ।

(৪) সীমার অভ্যন্তরে এবং বাহিরে উপোষথ করা

সেই সময়ে উৎক্লিপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণ সেই সীমার অভ্যন্তরেই উপোষথ করিতেছিলেন, সজ্জ্বকর্ম করিতেছিলেন । উৎক্লিপক ভিক্ষুগণ সীমার বাহিরে যাইয়া উপোষথ

করিতেছিলেন, সজ্বকর্ম করিতেছিলেন। তখন জনৈক উৎক্রেপক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! সেই উৎক্রেপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণ সেই সীমার অভ্যন্তরেই উপোষথ করিতেছেন, সজ্বকর্ম করিতেছেন। প্রভো! আমরা উৎক্রেপক ভিক্ষুগণ সীমার বাহিরে যাইয়া উপোষথ করিতেছি, সজ্বকর্ম করিতেছি।”

“হে ভিক্ষু! যদি সেই উৎক্রেপ্তানুবর্তী ভিক্ষুগণ সেই সীমার অভ্যন্তরেই আমি যেরূপ জ্ঞপ্তি এবং অনুশ্রাবণের বিধান দিয়াছি তদনুরূপ উপোষথ করে এবং সজ্বকর্ম করে তাহা হইলে তাহাদের সেই কার্য ধর্মসম্মত, ঞ্চায়ানুমোদিত এবং যথোচিত হইবে। ভিক্ষু! তোমরা উৎক্রেপ্তক ভিক্ষুগণও যদি সেই সীমার অভ্যন্তরে আমার বিধানানুযায়ী জ্ঞপ্তি স্থাপন এবং অনুশ্রাবণ করিয়া উপোষথ কর এবং সজ্বকর্ম কর তাহা হইলে তোমাদের সেইকার্যও ধর্মসম্মত, ঞ্চায়ানুমোদিত এবং যথোচিত হইবে। তাহার কারণ কি? তাহারা তোমাদের পক্ষে পৃথক সম্প্রদায় এবং তোমরাও তাহাদের পক্ষে পৃথক সম্প্রদায়। ভিক্ষু! পৃথক সম্প্রদায় হইবার দুইটি স্তর আছে, যথা—(১) কেহ নিজেকে নিজে ‘নানাসংবাসকে’ (পৃথক সম্প্রদায়ে) পরিণত করে, অথবা (২) সমগ্রসজ্ব অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে, অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে কিংবা হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে তাহাকে উৎক্রেপ্ত করে। হে ভিক্ষু! এই দুইটিই নানাসংবাসক (পৃথক সম্প্রদায়) হইবার স্তর। ভিক্ষু! সমানসংবাসক (সমসম্প্রদায়) হইবার দ্বিবিধ স্তর আছে, যথা—(১) কেহ নিজেকে নিজে ‘সমানসংবাসকে’ (সমসম্প্রদায়ে) পরিণত করে, অথবা (২) সমগ্রসজ্ব অপরাধ দর্শন না করা বিষয়ে, অপরাধের প্রতিকার না করা বিষয়ে কিংবা হীনদৃষ্টি পরিত্যাগ না করা বিষয়ে উৎক্রেপ্ত কোন ভিক্ষুকে সজ্ব প্রবেশাধিকার প্রদান করে। ভিক্ষু! সমসম্প্রদায় হইবার এই দুই স্তর।

১. সজ্বকর্তৃক উৎক্রেপনীয়কর্মকৃত অধর্মবাদিগণের পক্ষে বসিয়া যেই ভিক্ষু ‘আপনারা কি বলিতেছেন?’ এই বলিয়া তাঁহাদের এবং অপরপক্ষের অভিমত শ্রবণ করিয়া ‘ইহারা অধর্মবাদী এবং অপরপক্ষীয় ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী’ এরূপ ধারণা পোষণ করে সেই ভিক্ষু তাঁহাদের (অধর্মবাদিগণের) মধ্যে উপবিষ্ট থাকিয়াও তাহাদের পক্ষে ‘নানাসংবাসক’ (পৃথকসম্প্রদায়) হয়, বিনয়-কর্ম নষ্ট করে এবং অপরপক্ষীয় ভিক্ষুগণের হস্তপার্শ্বে (দেড় হাতের মধ্যে) না থাকার তাঁহাদেরও বিনয়-কার্য নষ্ট করে। এইভাবে নিজেকে নিজে ‘নানাসংবাসকে’ (পৃথক সম্প্রদায়ে) পরিণত করে। ২. সাময়িক সংশ্রব ত্যাগ করে। ৩. যেই ভিক্ষু অধর্মবাদিগণের পক্ষে বসিয়া ‘ইহারা অধর্মবাদী এবং অপর পক্ষ ধর্মবাদী’ এই মনে করিয়া তাঁহাদের (ধর্মবাদিগণের) পক্ষে প্রবেশ করে এবং যেখানে সেখানে তাঁহাদের পক্ষে থাকিয়া ‘ইহারা ধর্মবাদী’ এই অভিমত পোষণ করে, সেই ভিক্ষু এইভাবে নিজেকে নিজে ‘সমানসংবাসকে’ (সমসম্প্রদায়ে) পরিণত করে।—সম-পাসা।

(৫) কলহবশত গায়বিরুদ্ধ কায়িক, বাচনিক কার্য করা অমুচিৎ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ গৃহস্থের গৃহে ভোজনের সময় ভগ্ন, কলহ, বিবাদের বশীভূত হইয়া পরস্পর অনমুলোম কায়িক, বাচনিক দুর্ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছিল, একে অগ্নের অঙ্গ স্পর্শ করিতেছিল। তদর্শনে জনসাধারণ 'কেন শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ গৃহস্থের বাড়ীতে ভোজন করিবার সময় ভগ্ন, কলহ এবং বিবাদের বশীভূত হইয়া পরস্পর অনমুলোমভাবে কায়িক, বাচনিক দুর্ব্যবহার করিতেছেন এবং কেনই বা একে অগ্নের গাত্র স্পর্শ করিতেছেন?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে হর্নাম প্রচার করিতে লাগিল। ভিক্ষুগণ সেই জনসাধারণের আন্দোলন, নিন্দা এবং হর্নাম প্রচার শুনিতে পাইলেন। শ্রবণ করিয়া অল্পেচ্ছ ভিক্ষুগণ 'কেন ভিক্ষুগণ গ্রামের মধ্যে ভোজনের সময় ভগ্ন, কলহ, বিবাদের বশীভূত হইয়া অনমুলোমভাবে পরস্পর কায়িক, বাচনিক দুর্ব্যবহার প্রদর্শন করিতেছেন এবং কেনই বা একজন অগ্ন্যজনের গাত্র স্পর্শ করিতেছেন?' এই বলিয়া আন্দোলন, নিন্দা এবং প্রকাশে আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এই বিষয় জানাইলেন। (ভগবান কহিলেন :—) "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষুগণ.....?" "হাঁ, ভগবন্! তাহা সত্য।".....ভগবান তাহা নিতাস্ত গর্হিত বলিয়া প্রকাশ করিয়া, ধর্মকথা উত্থাপন করিয়া ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—“হে ভিক্ষুগণ! সজ্বভেদ হইবার পর সম্প্রীতি এবং সন্তোষের অভাব হইলে 'একে অগ্নের প্রতি কায়িক-বাচনিক অমুচিৎ ব্যবহার প্রদর্শন করিব না, একে অগ্নের অঙ্গ ক্রোধবশে স্পর্শ করিব না' এই ভাবিয়া পৃথক আসনে উপবেশন করিবে^১। ভিক্ষুগণ! সজ্বভেদের পর সম্প্রীতি এবং সন্তোষ বিদ্যমান থাকিলে এক আসনেই ক্রিষ্ণং ব্যবধানে উপবেশন করিবে^২।

(৬) কলহকারিগণের জেদ

সেই সময়ে ভিক্ষুগণ সজ্বসভায় ভগ্ন, কলহ এবং বিবাদের বশবর্তী হইয়া একজন অগ্ন্যজনকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছিল। তাহারা সেই বিবাদ উপশম করিতে সক্ষম হইল না। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন। একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া সেই ভিক্ষু ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো! ভিক্ষুগণ সজ্বসভায় ভগ্ন, কলহ এবং বিবাদের বশীভূত হইয়া একজন অগ্ন্যজনকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছেন।

১. যেপত্তিষো কথা উপচারং মুঞ্চিষা নিসীদিতসং; ২. একেকং আসনং অন্তরং কথা নিসীদিতসং।—

তাঁহারা সেই বিবাদ উপশম করিতে সক্ষম হইতেছেন না, অতএব প্রভু ভগবান সেই ভিক্ষুগণের নিকট অন্নগ্রহ করিয়া উপস্থিত হউন।” ভগবান মৌনভাবে তাঁহার প্রার্থনার সম্মত হইলেন। অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন। ভগবান উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষুগণকে কহিলেন—“হে ভিক্ষুগণ! ভগ্ন, কলহ বিগ্রহ এবং বিবাদ করা নিপ্রয়োজন।” ভগবানের বাক্য শুনিয়া জনৈক অধর্মবাদী পক্ষের ভিক্ষু ভগবানকে কহিল—“ধর্মস্বামি প্রভু ভগবন্। আপনি নিরস্ত হউন ; প্রভু ভগবন্। আপনি এ বিষয়ে ঔৎসুক্য হীন হইয়া প্রত্যক্ষ সুখভোগে অমুরক্ত হইয়া বিহার করুন, এই ভগ্ন, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদে আমরা পরিদৃষ্ট হইব।” ভগবান দ্বিতীয়বার সেই ভিক্ষুগণকে এক্রপ বলিলে দ্বিতীয়বারও সেই ভিক্ষু এক্রপ উত্তর প্রদান করিল।

(৭) দীর্ঘায়ুর কথা

ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিলেন—হে ভিক্ষুগণ! অতীতে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে কাশীরাজা ছিলেন ; তিনি আঢ্য, মহাধনী, মহাভোগ্যদ্রব্যসম্পন্ন, মহা সৈন্তসম্পন্ন, মহাবাহনসম্পন্ন, মহারাজ্যসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার ধাত্মাগার ধাত্মে পরিপূর্ণ ছিল। দীর্ঘীতি নামক কোশলরাজ ছিলেন,—দরিদ্র, নির্ধন, নির্ভোগ, অন্নসৈন্ত-সম্পন্ন, অন্নবাহনসম্পন্ন, অন্নরাজ্যসম্পন্ন। তাঁহার ধাত্মাগার ধাত্মে অপরিপূর্ণ ছিল। ভিক্ষুগণ! অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত চতুরঙ্গিণী সৈন্ত সন্নদ্ধ (বর্ষাদি দ্বারা সজ্জিত) করিয়া কোশলরাজ দীর্ঘীতিকে আক্রমণে বাহির হইলেন। কোশলরাজ দীর্ঘীতি শুনিতে পাইলেন : কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত নাকি আমাকে আক্রমণ করিবার জন্ত চতুরঙ্গিণী সৈন্ত সন্নদ্ধ করিয়া যাত্রা করিয়াছেন। ভিক্ষুগণ! তখন কোশলরাজ দীর্ঘীতির মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত আঢ্য, মহাধনী, মহাসম্পত্তিশালী, মহাবলশালী, মহাবাহনশালী, মহারাজ্যশালী ; তাঁহার ধাত্মাগার ধাত্মে পরিপূর্ণ ; অথচ আমি দরিদ্র, অন্নধনশালী, অন্নবলশালী, অন্নবাহনশালী, অন্নরাজ্যসম্পন্ন এবং আমার ধাত্মাগার ধাত্মে অপরিপূর্ণ ; কাজেই আমি কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের একটি আক্রমণও প্রতিরোধ করিতে পারিব না ; অতএব আমি পূর্বেই নগর হইতে পলায়ন করিব।” এই ভাবিয়া কোশলরাজ দীর্ঘীতি মহিষীকে লইয়া পূর্বেই নগর হইতে পলায়ন করিলেন। অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত কোশলরাজ দীর্ঘীতির সৈন্ত, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোষ্ঠাগার জয় করিয়া স্বাধিকারে আনিয়া বাস করিলেন। কোশলরাজ দীর্ঘীতি স্বীয় মহিষী সহিত বারাণসী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ক্রমাগত বিচরণ করিতে করিতে বারাণসীতে গমন করিলেন। অতঃপর কোশলরাজ দীর্ঘীতি সপত্নী বারাণসীর

সীমান্তপ্রদেশে কুম্ভকার গৃহে অজ্ঞাতভাবে পরিব্রাজকবেশে বাস করিতে লাগিলেন। ভিক্ষুগণ! অচিরেই কোশলরাজ দীর্ঘীতির মহিষী অন্তর্কর্ত্তী হইলেন। তখন তাঁহার ‘সূর্য্যোদয়ের সময় যুদ্ধসাজে সজ্জিত চতুরঙ্গিণী সৈন্য স্তূভূমিতে স্থিত অবস্থায় দর্শন করিতে এবং খড়া ধৌত জলপান করিতে’ সাধ হইল। অতঃপর কোশলরাজ দীর্ঘীতির মহিষী কোশলরাজকে কহিলেন—“দেব! আমি অন্তর্কর্ত্তী হইয়াছি; এখন সূর্য্যোদয়ের সময় স্তূভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্য দর্শন করিতে এবং খড়াধৌত জলপান করিতে আমার সাধ হইয়াছে।”

“দেবি! আমাদের গায় দুর্গত ব্যক্তির স্তূভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্যই বা কোথায় এবং খড়াধৌত জলই বা কোথায়?” “দেব! যদি তাহা আমি না পাই, তাহা হইলে আমার মৃত্যু হইবে।”

সেই সময়ে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ কোশলরাজ দীর্ঘীতির সহায় ছিলেন। অনন্তর কোশলরাজ দীর্ঘীতি কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণকে কহিলেন—“বন্ধো! আপনার সখী অন্তর্কর্ত্তী হইয়াছেন, তাঁহার এখন সূর্য্যোদয়ের সময় স্তূভূমিতে স্থিত যুদ্ধসাজে সজ্জিত চতুরঙ্গিণী সৈন্যের দর্শন লাভ করিতে এবং খড়াধৌত জলপান করিতে সাধ হইয়াছে।” “দেব! তাহা হইলে আমরা দেবীর দর্শনলাভ করিতে চাই।” ভিক্ষুগণ! অতঃপর কোশলরাজ দীর্ঘীতির মহিষী কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ কোশলরাজ দীর্ঘীতির মহিষীকে দূর হইতেই আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া উত্তরীবন্ধুদ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া কোশলরাজ দীর্ঘীতির মহিষীর দিকে কৃতাজলি হইয়া তিনবার এই উদান উচ্চারণ করিলেন—“অহো! কোশলরাজ কুক্ষি প্রবিষ্ট হইয়াছেন! অহো! কোশলরাজ কুক্ষি প্রবিষ্ট হইয়াছেন!! অহো! কোশলরাজ কুক্ষি প্রবিষ্ট হইয়াছেন!!!” তৎপর কহিলেন—“দেবি! প্রসন্ন হউন; আপনি সূর্য্যোদয়ের সময় স্তূভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্যের দর্শনলাভ করিতে এবং খড়া ধৌত জলপান করিতে পাইবেন।”

হে ভিক্ষুগণ! অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন—“দেব! শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে, অতএব আগামীকাল্য সূর্য্যোদয়ের সময় স্তূভূমিতে যুদ্ধসাজে সজ্জিত সৈন্য দণ্ডায়মান হউক এবং খড়াধৌত করুক।” কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত কৰ্ম্মচারিগণকে আদেশ করিলেন: “পুরোহিত ব্রাহ্মণ যেরূপ বলিলেন তোমরা সেরূপ কর।”

হে ভিক্ষুগণ! এই প্রকারে কোশলরাজ দীঘীতির মহিষী সূর্য্যোদয়ের সময় সূভূমিতে বৃক্ষসাজে সজ্জিত সৈন্ত দর্শন করিতে এবং খড়্গাধৌত জলপান করিতে পাইলেন। কোশলরাজ দীঘীতির মহিষী সেই গর্ভ পূর্ণতা লাভ করিবার পর পুত্র প্রসব করিলেন। তাহার নাম রাখিলেন,—দীর্ঘায়ুকুমার। ভিক্ষুগণ! অতঃপর দীর্ঘায়ুকুমার অচিরে বিজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তখন কোশলরাজ দীঘীতির মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “এই কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত আমাদের বহু অনর্থ সাধন করিয়াছেন, তিনি আমাদের সৈন্ত, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোঠাগার ছিনাইয়া লইয়াছেন। যদি তিনি আমাদের সংবাদ পান, তাহা হইলে সকলকেই, আমরা তিনজনকেই হত্যা করাইবেন। অতএব আমি দীর্ঘায়ুকুমারকে নগরের বাহিরে রাখিব।” এই ভাবিয়া কোশলরাজ দীঘীতি দীর্ঘায়ুকুমারকে নগরের বাহিরে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দীর্ঘায়ুকুমার নগরের বাহিরে বাস করিয়া অচিরে সকল বিজ্ঞায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

হে ভিক্ষুগণ! সেই সময় কোশলরাজ দীঘীতির কোরকার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নিকট বাস করিতেছিল। একদিন সে কোশলরাজ দীঘীতিকে সপত্নী বারাণসীর সীমান্তের একস্থানে কুম্ভকার গৃহে পরিব্রাজকবেশে অজ্ঞাতবাস করিতে দেখিতে পাইল। দোখয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিল—“দেব! কোশলরাজ দীঘীতি সপত্নী বারাণসীর সীমান্তের একস্থানে কুম্ভকার গৃহে পরিব্রাজকবেশে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।” ভিক্ষুগণ! কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত কর্মচারিগণকে আদেশ করিলেন—“ভণে! সপত্নী কোশলরাজ দীঘীতিকে লইয়া আইস।” “যথা আজ্ঞা, প্রভো!” বলিয়া সেই কর্মচারিগণ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যাশ্বরে সম্মতি জানাইয়া কোশলরাজ দীঘীতিকে সপত্নী লইয়া আসিল। অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত কর্মচারিগণকে আদেশ করিলেন—“ভণে! সপত্নী কোশলরাজ দীঘীতির বাহু পশ্চাৎদিকে যজ্ঞদ্বারা দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, খরশক্ব বিশিষ্ট পণব (ঢাক জাতীয় বাস্তবস্ত্র) বাস্ত করিয়া, একরাস্তা হইতে অস্ত্র রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অস্ত্র চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করাইয়া, নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহির করিয়া। নগরের দক্ষিণ ভাগে চারি খণ্ড করিয়া চতুর্দিকে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ কর।” “যথা আজ্ঞা, দেব।” বলিয়া সেই কর্মচারিগণ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যাশ্বরে সম্মতি দিয়া সপত্নী কোশলরাজ দীঘীতির বাহু দৃঢ়রজ্জু দ্বারা পশ্চাৎভাগে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া, মস্তক মুণ্ডন করিয়া, খরশক্ব বিশিষ্ট পণব বাস্ত করিয়া, একরাস্তা হইতে অস্ত্র রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অস্ত্র চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করাইতে লাগিল। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘায়ুকুমারের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘দীর্ঘদিন হইল মাতাপিতার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, অতএব

আমি মাতাপিতাকে দেখিতে যাইব।’ এই ভাবিয়া দীর্ঘায়ুকুমার বারাণসীতে প্রবেশ করিয়া মাতাপিতার বাহু শক্ত রজ্জুদ্বারা পশ্চাৎভাগে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, মস্তক মুগুন করিয়া, খরস্বর বিশিষ্ট পণব বাজ করিয়া এক রাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করাইতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তিনি তাঁহার মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইলেন।

হে ভিক্ষুগণ! কোশলরাজ দীঘীতি দীর্ঘায়ুকুমারকে দূর হইতেই আসিতে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—“বৎস দীর্ঘায়ু! দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব দেখিও না; বৎস দীর্ঘায়ু! বৈরিতা দ্বারা বৈরিতার উপশম হয় না বরং অবৈরিতা দ্বারা বৈরিতার উপশম হয়।” এরূপ বলিলে সেই কৰ্মচারিগণ কোশলরাজ দীঘীতিকে কহিলেন—“এই কোশলরাজ দীঘীতি উন্মাদ হইয়া প্রলাপ বকিতেছেন, দীর্ঘায়ু তাঁহার কে? কাহাকেই বা তিনি বলিতেছেন—‘বৎস দীর্ঘায়ু! তুমি দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব অবলোকন করিও না; বৎস দীর্ঘায়ু! বৈরভাবের দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না বরং অবৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয়’?” “ভগে! আমি উন্মাদ হইয়া প্রলাপ করিতেছি না, যে বিজ্ঞ সে আমার কথার মর্ম বুঝিতে সমর্থ হইবে।” কোশলরাজ তিনবার দীর্ঘায়ুকুমারকে এরূপ বলিলেন। কৰ্মচারিগণও তিনবার কোশলরাজ দীঘীতিকে এরূপ কহিল। কোশলরাজ দীঘীতি পুনরায় তাহাদিগকে কহিলেন—“আমি উন্মাদ হইয়া প্রলাপ বকিতেছি না, যে বিজ্ঞ সে আমার কথার মর্ম বুঝিতে সমর্থ হইবে।”

হে ভিক্ষুগণ! অতঃপর সেই কৰ্মচারিগণ সপত্নী কোশলরাজ দীঘীতিকে একরাস্তা হইতে অন্য রাস্তায়, এক চৌরাস্তা হইতে অন্য চৌরাস্তায় পরিভ্রমণ করাইয়া, নগরের দক্ষিণদ্বার দিয়া বাহর করিয়া, নগরের দক্ষিণভাগে চারিটুকরা করিয়া, চতুর্দিকে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া, প্রহরী রাখিয়া প্রস্থান করিল। দীর্ঘায়ুকুমার বারাণসীতে প্রবেশ করিয়া, সুরা আনিয়া, প্রহরিগণকে পান করাইলেন। যখন তাহারা সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল তখন তিনি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া, চিতা প্রস্তুত করিয়া, মাতাপিতার শরীর চিতায় স্থাপন করিয়া, অগ্নি সংযোগ করিয়া, কৃতাজলি হইয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন। সেই সময়ে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত প্রাসাদের উপরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি প্রাসাদের উপর হইতে দীর্ঘায়ুকুমারকে কৃতাজলি হইয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া তাঁহার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল: ‘নিশ্চিতরূপে বলা যায়, এই ব্যক্তি কোশলরাজ দীঘীতির জ্ঞাতি অথবা রক্তসম্পর্কীয় কেহ হইবে। অহো! এই ব্যক্তি যে আমার অহিতকামী সেই কথা আমাকে কেহ বলিতেছে না!’ ভিক্ষুগণ! অতঃপর দীর্ঘায়ুকুমার অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, যথাক্রমে ক্রন্দন এবং রোদন করিয়া, অশ্রু মুছিয়া, বারাণসীতে প্রবেশ করিয়া, রাজাস্তম্ভপুয়ের পার্শ্বে অবস্থিত পিলখানায় গমন

করিয়া হস্তিপককে কহিলেন :—“আচার্য্য ! আমি আপনার নিকট শিল্প (হস্তী-বিদ্যা) শিখিতে চাই ।” “যুবক ! ইচ্ছা হইলে শিখিতে পার ।”

হে ভিক্ষুগণ ! অনন্তর দীর্ঘায়ুকুমার রাত্রির প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া পিলখানায় মধুরস্বরে গান করিতে এবং বীণাবাদন করিতে লাগিলেন । কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া পিলখানায় মধুরগীত-ধ্বনি এবং বীণা-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন । শুনিয়া কৰ্মচারিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“ভণে ! রাত্রির প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া পিলখানায় কে মধুর স্বরে গান এবং বীণা বাজ করিয়া থাকে ?” “দেব ! অমুক হস্তিপকের অশ্বেবাসী যুবক রাত্রির প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া পিলখানায় মধুর স্বরে গান এবং বীণাবাদন করিয়া থাকে ।” “ভণে ! তাহা হইলে সেই যুবককে লইয়া আস ।” “যথা আজ্ঞা, দেব !” বলিয়া সেই কৰ্মচারিগণ কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া দীর্ঘায়ুকুমারকে আনিলেন । তখন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—“হে যুবক ! তুমিই কি রাত্রির প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া পিলখানায় মধুরস্বরে গান এবং বীণাবাদন করিয়া থাক ?” “হাঁ, দেব !” “যুবক ! তাহা হইলে গান এবং বীণাবাদন কর দেখি ।” “যথা আজ্ঞা, দেব !” বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধানের নিমিত্ত মধুরস্বরে গান এবং বীণাবাদন করিলেন । তখন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—“ওহে যুবক ! তুমি আমার পরিচর্যা করিতে পার ।” “যথা আজ্ঞা, প্রভো !” বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইলেন ।

হে ভিক্ষুগণ ! অতঃপর দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের এইরূপ সেবা করিতে লাগিলেন : তিনি কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করিতেন এবং পরে শয়ন করিতেন, সর্বদা ‘কি করিব’, ‘কি করিব’ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং প্রিয়ঙ্কর ও প্রিয়ঙ্কদ হইলেন । কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত অচিরেই দীর্ঘায়ুকুমারকে আভ্যন্তরিক বিশ্বস্ত কার্যে নিযুক্ত করিলেন । একদিন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—“ যুবক ! রথ সজ্জিত কর, যুগয়ায় গমন করিব ।” “যথা আজ্ঞা, প্রভো !” বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া রথ সজ্জিত করিয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন—“দেব ! আপনার জন্ত রথ সজ্জিত করা হইয়াছে, এখন আপনি বাহা উচিত মনে করেন ।” অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত রথে আরোহণ করিলেন, দীর্ঘায়ুকুমার রথ চালনা করিলেন । তিনি এইভাবে রথ চালাইলেন যে সৈন্ত একদিকে এবং রথ অত্রদিকে চলিয়া গেল । কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত বহুদূর যাইবার পর দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—“যুবক ! রথ থামাও, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, একটু বিশ্রাম

করিব।” “বথা আস্তা, দেব!” বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি জানাইয়া রথ থামাইয়া ভূতলে আসনবন্ধ হইয়া উপবেশন করিলেন।

হে ভিক্ষুগণ! অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন। ক্লান্ত হওয়ার মুহূর্তের মধ্যেই তিনি নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িলেন। তখন দীর্ঘায়ুকুমারের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল—‘এই কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত আমাদের মহা অনর্থ সাধন করিয়াছেন, ইহার দ্বারা আমাদের সৈন্ত, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোঠাগার হরণ করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা আমার মাতাপিতা নিহত হইয়াছেন, অতএব এখনই শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত সময়।’ এই ভাবিয়া খড়া কোশমুক্ত করিলেন। তখন দীর্ঘায়ুকুমারের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : “আমার পিতা যে মৃত্যু সময়ে আমাকে বলিয়াছেন, ‘বৎস দীর্ঘায়ু! তুমি দীর্ঘ কিংবা হ্রস্ব অবলোকন করিও না, বৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না, বরং অবৈরিতা দ্বারাই বৈরভাবের উপশম হইয়া থাকে।’ অতএব পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করা আমার উচিত হইবে না।” এই ভাবিয়া খড়া কোশবন্ধ করিলেন। দুই, তিনবার দীর্ঘায়ুকুমার খড়া কোশমুক্ত করিলেন এবং দুই তিনবার পিতৃবাক্য স্মরণ করিয়া খড়া কোশবন্ধ করিলেন।

হে ভিক্ষুগণ! কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত ভীত, উদ্ভিগ্ন, শঙ্কাভিত্ত এবং উত্রস্ত হইয়া হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন। তখন দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন—“দেব! আপনি কেন ভীত উদ্ভিগ্ন, শঙ্কাভিত্ত এবং উত্রস্ত হইয়া হঠাৎ জাগ্রত হইলেন?” “যুবক! কোশলরাজ দীর্ঘাতির পুত্র দীর্ঘায়ু নামক কুমার স্বপ্নে আমাকে খড়াদ্বারা নিহত করিতেছে, এই জন্ত আমি ভীত, উদ্ভিগ্ন, শঙ্কাভিত্ত এবং উত্রস্ত হইয়া হঠাৎ জাগিয়া উঠিলাম।” তখন দীর্ঘায়ুকুমার বামহস্তে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের মস্তক চাপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে খড়া কোশমুক্ত করিয়া কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন—“দেব! আমিই কোশলরাজ দীর্ঘাতির পুত্র দীর্ঘায়ুকুমার। আপনি আমাদের বহু অনর্থ সাধন করিয়াছেন, আপনার দ্বারা আমাদের সৈন্ত, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোঠাগার হরণ করা হইয়াছে, আপনার দ্বারা আমার মাতাপিতা নিহত হইয়াছেন, অতএব এখনই শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণের সময়।”

হে ভিক্ষুগণ! তখন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন :—“বৎস দীর্ঘায়ু! আমার জীবন দান কর। বৎস দীর্ঘায়ু! আমার জীবন দান কর!!” “আমি মহারাজের জীবন দান দিতে পারি, যদি মহারাজ পূর্বে আমার জীবন দান করেন।” “বৎস দীর্ঘায়ু! তুমিও আমার জীবন দান কর, আমিও তোমার জীবন দান করিতেছি।” অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত এবং দীর্ঘায়ুকুমার একে অল্পের জীবন দান করিলেন এবং দ্রোহিতা না করিবার জন্ত একে অল্পের হস্তধারণ করিয়া

শপথ করিলেন। অনন্তর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—“বৎস দীর্ঘায়ু! রথ সজ্জিত কর, গমন করিব।” “যথা আজ্ঞা, দেব!” বলিয়া দীর্ঘায়ুকুমার কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রত্যুত্তরে সম্মতি দিয়া, রথ সজ্জিত করিয়া, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কহিলেন—“দেব! রথ সজ্জিত করা হইয়াছে, এখন আপনি যাহা উচিত মনে করেন।” কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত রথে আরোহন করিলেন এবং দীর্ঘায়ুকুমার রথ চালনা করিলেন। দীর্ঘায়ুকুমার এইভাবে রথ চালাইলেন যে রাজা অচিরেই সৈন্তের সহিত মিলিত হইলেন।

হে ভিক্ষুগণ! অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত বারাণসীতে গমন করিয়া অমাত্য এবং পার্শদগণকে সমবেত করাইয়া কহিলেন—“ভণে! যদি আপনারা কোশলরাজ দীর্ঘীতির পুত্র দীর্ঘায়ুকুমারের দেখা পান তাহা হইলে তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিবেন?” কোন কোন অমাত্য কহিলেন—“দেব! আমরা তাঁহার হস্তছেদন করিব, তাঁহার পদছেদন করিব, হস্তপদছেদন করিব, কর্ণছেদন করিব, নাসিকাছেদন করিব, কর্ণ ও নাসিকা ছেদন করিব, শিরশ্ছেদ করিব।” “ভণে! এই ব্যক্তিই কোশলরাজ দীর্ঘীতির পুত্র দীর্ঘায়ুকুমার। ইহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবেন না। সে আমার জীবন দান করিয়াছে, আমিও তাহার জীবন দান করিয়াছি।”

হে ভিক্ষুগণ! অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত দীর্ঘায়ুকুমারকে কহিলেন—“বৎস দীর্ঘায়ু! তোমার পিতা যে মৃত্যুসময়ে বলিয়াছিলেন, ‘তাত দীর্ঘায়ু! দীর্ঘ কিংবা ব্রহ্ম দেখিও না, বৈরভাবের দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না; বরং অবৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হইয়া থাকে।’ তোমার পিতা কোন উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন?” “দেব! আমার পিতার মৃত্যু সময়ের বাক্যের অর্থ হইতেছে, দীর্ঘ অর্থাৎ চিরকাল শত্রুতা করিও না; ব্রহ্ম অর্থাৎ হঠাৎ মিত্রের সঙ্গে ভেদ বিচ্ছেদ ঘটাইও না; বৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না, অবৈরিতা দ্বারা বৈরিতার উপশম হয় অর্থাৎ মহারাজ আমার মাতাপিতাকে নিহত করাইয়াছেন এই জন্ত যদি আমি মহারাজের জীবননাশ করি তাহা হইলে মহারাজের ষাঁহার হিতৈষী তাঁহারা আমার জীবননাশ করিতে পারেন এবং ষাঁহার আমার হিতৈষী তাঁহারা তাঁহাদের জীবননাশ করিতে পারেন, এক্ষেপে সেই বৈরিতা বৈরভাবের দ্বারা উপশম হইবে না। এখন কিন্তু আমি মহারাজের জীবনদান করায় মহারাজও আমার জীবনদান করিয়াছেন এক্ষেপে সেই বৈরিতা অবৈরভাবের দ্বারা উপশম হইয়াছে। দেব! এইজন্তই আমার পিতা মৃত্যুসময়ে বলিয়াছিলেন, ‘বৎস দীর্ঘায়ু! বৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হয় না, কিন্তু অবৈরিতা দ্বারা বৈরভাবের উপশম হইয়া থাকে।’ অতঃপর কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত ‘অহো! বড় আশ্চর্য! অহো! বড় অদ্ভুত! দীর্ঘায়ুকুমার কেমন পণ্ডিত লোক! যেহেতু তাহার পিতার সংক্ষিপ্ত বাক্যের মর্মার্থ সে বিস্তৃতভাবে অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছে।’ এই বলিয়া তাঁহার পৈত্রিক

সৈন্য, বাহন, জনপদ, কোষ এবং কোঠাগার প্রত্যর্পণ করিলেন এবং স্বীয় ছুঁহিতাও তাঁহাকে সম্প্রদান করিলেন।

হে ভিক্ষুগণ! এইরূপ দণ্ডধারী, শাস্ত্রধারী রাজাদের যদি মিলন হইতে পারে তবে ঈদৃশ সু-আখ্যাত ধর্মবিনয়ে (বুদ্ধ-শাসনে) প্রব্রজিত হইয়া তোমাদের মিলন হওয়া কি শোভা পায় না? তৃতীয়বারও ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে কহিলেন— “হে ভিক্ষুগণ! তোমরা ভগ্নন, কলহ, বিগ্রহ কিংবা বিবাদ করিও না।” তৃতীয়বারও সেই অন্ত্যায়ের পক্ষপাতী ভিক্ষু কহিল: “ধর্মস্বামী প্রভু ভগবন্! আপনি প্রত্যক্ষ সুখ বিহারে অনুরক্ত হইয়া অবস্থান করুন। আমরা এই ভগ্নন, কলহ, বিগ্রহ এবং বিবাদে পরিদৃষ্ট হইব।” অনন্তর ভগবান “এই মোঘপুরুষগণ অত্যন্ত জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, ইহাদের চৈতন্য উদয় করা সহজ নহে।” এই ভাবিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

॥ দীর্ঘায়ু ভগ্নিতা সমাপ্ত ॥

(৮) ভিক্ষুসঙ্ঘ পরিত্যাগ

ভগবান পূর্বাহ্নে বহির্গমনোপযোগী অন্তর্বাস পরিধান করিয়া, পাত্রচীবর লইয়া কৌশাঘীতে ভিক্ষার সংগ্রহের জন্ত প্রবেশ করিলেন। কৌশাঘীতে ভিক্ষার সংগ্রহে বিচরণ করিয়া, আহারকৃত্য সমাপনের পর ভিক্ষাচর্যা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, শয্যাসন সামলাইয়া এবং পাত্রচীবর লইয়া ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াই এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিলেন :—

উচ্চশব্দ, মহাশব্দ, বহু অভিমান,
‘সমজন’^১ সকলেই সমান সমান^২ !
কেহ নাহি মনে করে, ‘আমি মুর্থজন’
অধিকন্তু নাহি ভাবে, ‘আমার কারণ
সঙ্ঘমধ্যে সঙ্ঘভেদ হইল এখন।’
পরি মুঢ় স্মৃতিঃ^৩ কিন্তু ভাষায় পণ্ডিত.
বাকপটু বলে বাক্য নহে স্মৃতিস্তিত।

১. অয়ং পন ভিক্ষু ভগবতো অথকামো। অয়ং কিল্লসু অধিমায়ে : ইমে ভিক্ষু কোথাভিত্ততা
সখু বসনং ন গণ্হতি ; মা ভগবা এতে ওবদন্তো কিল্লামিখ তি, তন্মা এবমাহ।—সম-পাসা।

২. সকলে সমান ; ৩. সকলে পাণ্ডিত্যভিমানী ; ৪. স্মৃতিবিজ্ঞম ;

বাগীশ যথেষ্টা বাক্য^১ করে উদগীরণ
 দীর্ঘ প্রসারিত করি' আপন বদন ।
 কিন্তু নাহি জানে নিজ বাক্যের কারণ,
 সম্ভেতে নির্লজ্জভাব, হৃদশা এমন ।
 'আক্রোশ করিল মোরে, বধিল আমায়,
 জিনিল আমারে, উপহাসে হায় হায় !'
 এই ভাব পোষে নিজ মনে যেই জন
 বৈরিতা তাহার শাস্ত না হয় কখন ।
 'আক্রোশ করিল মোরে, বধিল আমায়,
 জিনিল আমারে, উপহাসে হায় হায় !'
 এইভাব যার মনে না হয় উদয়
 বৈরিতা তাহার শাস্ত জামিও নিশ্চয় ।
 শক্রতায় শক্রতার শাস্তি নহে হেথা কদাচন,
 মৈত্রীতে শমিত বৈরী,—জান ইহা ধর্ম সনাতন ।
 পণ্ডিত ব্যতীত যত আছে অশ্রু জন
 নাহি জানে, 'হেথা হতে করিব গমন^২ ।'
 জানে যেন সত্য^৩ এই পণ্ডিত স্মজন,
 কলহ শমিত তার হয় সে কারণ ।
 অস্থিচ্ছেদ করে কিংবা জীবন হরণ,
 অথবা গবাশ্ব ধন করে যে হরণ,
 অথবা রাজ্যের করে বিলোপ সাধন,
 যদি তাহাদের শেষে হয় রে মিলন
 কেন তবে তোমাদের হবে না মিলন ?
 যদি লাভ কর প্রাপ্ত সহায় আপন,
 ধীর সহচর আর সাধু ও স্মজন,
 অতিক্রম করি সর্ব আততায়িগণ^৪
 চর লোকে স্মৃতিমান, আনন্দিত মন ।

১. সম্ভের প্রতি গৌরব করিয়া কেহ স্থায় বিরুদ্ধবাক্য প্রয়োগে সঙ্কোচ করে না ।

২. আমরা যে মরিব তাহা ভাবে না ।

৩. আমাদের যত্ন হইবে এই বিষয় যে সর্বদা শ্রবণ করে ।

৪. প্রকাশ শত্রু এবং গুপ্ত শত্রু ।

যদি নাহি লভ প্রাজ্ঞ সহায় আপন,
 ধীর সহচর আর সাধু ও সূজন,
 রাজ্য সম ছাড়ি রাজ্য বিজিত^১ যখন
 অথবা অরণ্য মাঝে মাতঙ্গ যেমন
 একাকী নিঃসঙ্গ নিজে কর বিচরণ ।
 একাকী বিহার শ্রেয় আপনি আপন,
 মূর্খ হ'তে সহায়তা নাহি প্রয়োজন ।
 না করিয়া পাপ কর একা বিচরণ
 নিরুপেয়ে অরণ্যেতে মাতঙ্গ^২ যেমন ।

[স্থান :—বালক লোণকার গ্রাম]

ভগবান সজ্বসভায় দণ্ডায়মান হইয়াই এই গাথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বালক-লোণকার গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে আয়ুস্মান ভৃগু বালকলোণকার গ্রামে অবস্থান করিতেছিলেন। দূরে থাকিতেই আয়ুস্মান ভৃগু ভগবানকে আসিতে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া আসন প্রস্তুত করিলেন, পাদদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করিলেন এবং অগ্রসর হইয়া ভগবানের পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন। ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন এবং উপবেশন করিয়াই পাদ প্রক্ষালন করিলেন। আয়ুস্মান ভৃগু ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুস্মান ভৃগুকে ভগবান কহিলেন:—“হে ভিক্ষু! নিরুপদ্রবে আছ ত? সুখে দিন যাপন করিতেছ ত? এবং ভিক্ষার সংগ্রহে কষ্ট হয় না ত?” “ভগবন্! আমি নিরুপদ্রবে আছি, সুখে দিন যাপন করিতেছি এবং ভিক্ষার সংগ্রহেও আমার কষ্ট হয় না।” অতঃপর ভগবান আয়ুস্মান ভৃগুকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া প্রাচীনবংশদাবে উপস্থিত হইলেন।

[স্থান :—প্রাচীনবংশদাব]

সেই সময়ে আয়ুস্মান অশুরক, আয়ুস্মান নন্দিয় এবং আয়ুস্মান কিষিল প্রাচীনবংশদাবে অবস্থান করিতেছিলেন। দূরে থাকিতেই দায়পাল (বনরক্ষক) ভগবানকে আসিতে দেখিতে পাইল; দেখিয়া কহিল—“হে শ্রমণ! এই অরণ্যে প্রবেশ করিবেন না;

১. মহাজনকরাজা ও অশ্বিনমরাজার দ্বারা বিজিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া একাকী বিচরণ করিবে।

২. মাতৃপোষক ও পারিলেয়ক হস্তীরাজের দ্বারা একাকী বিচরণ করিবে।—সম-পাস্য।

কেননা এইস্থানে তিনজন কুলপুত্র স্বকার্য সাধনে রত আছেন ; তাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত উৎপাদন করিবেন না ।”

আয়ুস্মান অমুরুদ্ধ ভগবানের সহিত বনরক্ষকের আলাপ শুনিতে পাইলেন ; শুনিয়া বনরক্ষককে কহিলেন—“হে বনরক্ষক ! ভগবানকে বারণ করিও না । আমাদের শাস্তা (গুরু) ভগবান উপস্থিত হইয়াছেন ।” অতঃপর আয়ুস্মান অমুরুদ্ধ আয়ুস্মান নন্দিয় এবং আয়ুস্মান কিঞ্চিলের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া আয়ুস্মান নন্দিয় এবং আয়ুস্মান কিঞ্চিলকে কহিলেন :—“আয়ুস্মানগণ, আসুন ! আয়ুস্মানগণ, আসুন !! আমাদের শাস্তা ভগবান আসিয়াছেন !” আয়ুস্মান অমুরুদ্ধ, আয়ুস্মান নন্দিয় এবং আয়ুস্মান কিঞ্চিল অগ্রসর হইয়া কেহ ভগবানের পাত্ৰচীঘর প্রতিগ্রহণ করিলেন, কেহ আসন প্রস্তুত করিলেন এবং কেহ বা পাদোদক, পাদপীঠ এবং পাদকথালিক স্থাপন করিলেন । ভগবান নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন ; উপবেশন করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিলেন । সেই আয়ুস্মানগণও ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন । একান্তে উপবিষ্ট আয়ুস্মান অমুরুদ্ধকে ভগবান কহিলেন—“অমুরুদ্ধ ! তোমরা নিরুপদ্রবে আছ ত ? সুখে দিনযাপন করিতেছ ত ? এবং ভিক্ষার সংগ্রহে ক্লেশ হয় না ত ?” “ভগবন্ ! আমরা নিরুপদ্রবে আছি, আমরা সুখে দিনযাপন করিতেছি এবং ভিক্ষার সংগ্রহেও আমাদের ক্লেশ পাইতে হয় না ।” “অমুরুদ্ধ ! তোমরা কি সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছ ?” “হঁ, প্রভো ! আমরা সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছি ।” “অমুরুদ্ধ ! কিরূপে তোমরা সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছ ?”

“প্রভো ! আমার মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইয়া থাকে : “আমার অতি সৌভাগ্য যে আমি এতাদৃশ সত্রক্ষচারিগণের সঙ্গলাভে সমর্থ হইয়াছি ।” প্রভো ! আমি এই আয়ুস্মানগণের প্রতি প্রকাশে এবং গোপনে কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক মৈত্রীপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকি । প্রভো ! আমার মনে এইরূপ চিন্তা উদ্ভিত হইয়া থাকে : ‘আমি স্বীয় চিন্তের অধীন না থাকিয়া এই আয়ুস্মানদের চিন্তের অমুবর্তী হইব ।’ এই ভাবিয়া আমি স্বীয় চিন্তের বশে না থাকিয়া এই আয়ুস্মানগণের চিন্তেরই অমুবর্তী হইয়াছি । প্রভো ! আমাদের দেহ পৃথক হইলেও চিত্ত কিন্তু পৃথক নহে ।” আয়ুস্মান নন্দিয় এবং আয়ুস্মান কিঞ্চিলও ভগবানকে এইরূপ কহিলেন : “প্রভো ! আমরা

এইরূপে সমগ্রভাব, সম্মোদমান, অবিবাদমান এবং ক্ষীরোদক সদৃশ হইয়া পরস্পরকে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া অবস্থান করিতেছি।”

“অমুরুদ্ধ ! তোমরা কি প্রমাদবর্জিত, উদ্বোধী এবং সংযমী হইয়া অবস্থান করিতেছ ?” “হাঁ, প্রভো ! আমরা প্রমাদবর্জিত, উদ্বোধী এবং সংযমী হইয়া অবস্থান করিতেছি।” “অমুরুদ্ধ ! তোমরা কিরূপে প্রমাদবর্জিত, উদ্বোধী এবং সংযমী হইয়া অবস্থান করিতেছ ?”

“প্রভো ! আমাদের মধ্যে যিনি প্রথম গ্রাম হইতে ভিক্ষার সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন তিনি আসন প্রস্তুত করিয়া থাকেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক স্থাপন করেন, অন্ন রাখিবার পাত্র ধুইয়া স্থাপন করেন, পানীয় এবং পরিভোগ্য জলপাত্র স্থাপন করেন এবং যিনি পরে গ্রাম হইতে ভিক্ষার সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাগমন করেন যদি ভুক্তাবশেষ থাকে তাহা হইলে ইচ্ছা হইলে ভোজন করেন, যদি ইচ্ছা না হয় তাহা হইলে তৃণহীন ভূমিতে অথবা অন্নপ্রাণ রহিত জলে পরিত্যাগ করেন। তিনি আসন উঠাইয়া রাখেন, পাদোদক, পাদপীঠ, পাদকথলিক সামলাইয়া রাখেন, অন্ন-পাত্র ধোত করিয়া সামলাইয়া রাখেন, পানীয় পরিভোগ্য জলপাত্র সামলাইয়া রাখেন, ভোজনশালা সন্মার্জন করেন। যিনি পানীয় জলের ঘট, পরিভোগ্য জলের ঘট অথবা পায়খানার জলপাত্র জলশূণ্য দেখেন তিনি তাহা জলপূর্ণ করেন। যদি জলপাত্র ভারি বোধ হয় তাহা হইলে অগ্ৰকে হাতের ইসারায় আহ্বান করিয়া, ধরাধরি করিয়া জলপূর্ণ করিয়া থাকি। তজ্জন্ত আমরা বাক্যস্তুতি করি না। আমরা পঞ্চমদিন সারারাত্রি ধর্মকথায় উপবিষ্ট থাকি। প্রভো ! আমরা এইরূপে প্রমাদবর্জিত, উদ্বোধী এবং সংযমী হইয়া অবস্থান করিয়া থাকি।”

অনন্তর ভগবান আয়ুস্থান অমুরুদ্ধ, আয়ুস্থান নন্দিয় এবং আয়ুস্থান কিম্বিলকে ধর্মকথায় প্রবুদ্ধ, সন্দীপ্ত, সমুত্তেজিত এবং সম্প্রহৃষ্ট করিয়া, আসন হইতে উঠিয়া, পারিলেয়্যক বন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে পারিলেয়্যকবনে গমন করিলেন। ভগবান পারিলেয়্যক বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন,— রক্ষিতবনসঙ্গে, ভদ্রশাল বৃক্ষমূলে।

[স্থান :— পারিলেয়্যক বন]

(৯) নির্জ্ঞানবাসে আনন্দ

ভগবান নিভূতে ধ্যামাবিষ্ট থাকিবার সময় তাঁহার চিন্তে এইরূপ পরিবিতর্ক উপস্থিত হইল : ‘আমি পূর্বে সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী

এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোক্তা কৌশাধীবাসী ভিক্ষুগণ কর্তৃক উপদ্রুত হইয়া অস্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারি নাই; কিন্তু এখন আমি একাকী, অদ্বিতীয় সেই ভগ্নকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোক্তা কৌশাধীবাসী ভিক্ষুগণ হইতে পৃথক হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারিতেছি।’ তখন একটি হস্তীরাজ ও হস্তী, হস্তিনী, তরুণহস্তী ও হস্তীশাবকের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া এবং ছিন্নাগ্র তৃণ ভক্ষণ করিয়া, অবস্থান করিতেছিল। তাহার দ্বারা উচ্চস্থান হইতে আহরিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন শাখাপল্লব তাহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। তাহাকে আবিলা জল পান করিতে হইত এবং অবগাহনের পর হস্তিনীরা তাহার দেহ ঘেসিয়া গমন করিত। অনন্তর সেই হস্তীরাজের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘আমি হস্তী, হস্তিনী, তরুণহস্তী ও হস্তীশাবক দ্বারা উপদ্রুত হইয়া এবং ছিন্নাগ্র তৃণ ভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতেছি। আমার দ্বারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন শাখাপল্লব তাহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেছে। আমাকে আবিলা পানীয় পান করিতে হইতেছে এবং অবগাহনের পর হস্তিনীরা আমার দেহ ঘেসিয়া বাইতেছে; অতএব আমি যুথ পরিত্যাগ করিয়া একাকী অবস্থান করিব।’ এই ভাবিয়া সেই হস্তীরাজ যুথ পরিত্যাগ করিয়া পারিলেয়্যকবনে রক্ষিতবনসপ্তে, ভদ্রশালবৃক্ষমূলে ভগবানের নিকট উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়া শুণ্ডদ্বারা ভগবানের জন্ত পানীয় এবং পরিভোগ্য জল আহরণ করিয়া রাখিল এবং স্থানটি শুণ্ডদ্বারা তৃণহীন করিল। অনন্তর সেই হস্তীর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘আমি পূর্বে হস্তী, হস্তিনী, যুবকহস্তী এবং হস্তীশাবক দ্বারা উপদ্রুত হইয়া বাস করিতাম এবং ছিন্নাগ্র তৃণ ভক্ষণ করিতাম। আমার দ্বারা উচ্চস্থান হইতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন শাখাপল্লব তাহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। আমাকে আবিলা জলপান করিতে হইত; অবগাহনের পর হস্তিনীরা আমার দেহ ঘেসিয়া চলিয়া বাইত। কিন্তু এখন আমি হস্তী, হস্তিনী, হস্তীযুবক, হস্তীশাবক হইতে পৃথক হইয়া একাকী, অদ্বিতীয় নিরাপদে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছি।’ তখন ভগবান নিজের চিন্তা বিবেক এবং স্বচিন্তে সেই হস্তীরাজের চিন্তা পরিবিতর্ক অবগত হইয়া সেই সময় এই উদানগাথা উচ্চারণ করিলেন :—

ঐবাদন্ত^১ দীর্ঘদন্ত হস্তীনাগ মনে
সমুদ্ব^২ মিলায় চিন্ত আপন জীবনে
বেহেতু উত্তরে রথে একা এই বনে।

১. রথদেহের ভার দীর্ঘদন্ত বিশিষ্ট।

২. বুদ্ধরূপী নাগরাজ।

[স্থান :—শ্রাবস্তী]

ভগবান পারিলেয়্যকবনে যথাক্রমি অবস্থান করিয়া শ্রাবস্তী অভিমুখে পর্যটনে যাত্রা করিলেন। ক্রমান্বয়ে বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। ভগবান শ্রাবস্তী সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিলেন,—জেতবনে, অনাথপিণ্ডদের আরামে। কোশাধীবাসী উপাসকগণের মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘কোশাধীবাসী এই আৰ্য্য ভিক্ষুগণ আমাদের বড় অনর্থকারী ; ইহাদের দ্বারা উপদ্রুত হইয়া ভগবান প্রস্থান করিয়াছেন অতএব আমরা আৰ্য্য কোশাধীবাসী ভিক্ষুগণকে অভিবাদন করিব না, তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রত্যাখান করিব না, অঞ্জলিকর্ষ কিংবা তাঁহাদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব না। তাঁহাদিগকে সৎকার করিব না, তাঁহাদের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করিব না, তাঁহাদিগকে মাণ্ড্র কিংবা পূজা করিব না এবং তাঁহারা উপস্থিত হইলে ভিক্ষান্ন প্রদান করিব না। ইহারা এক্রূপে আমাদের দ্বারা সৎকার, গৌরব, মান, পূজা লাভ না করিয়া এবং অবজ্ঞাত হইয়া এইস্থান হইতে প্রস্থান করিবেন, গৃহী হইয়া যাইবেন অথবা ভগবানকে প্রসন্ন করিবেন।’ এই ভাবিয়া কোশাধীবাসী উপাসকগণ সেই হইতে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন না, তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রত্যাখান করিলেন না, তাঁহাদিগের দিকে কৃতাজ্জলি হইলেন না, তাঁহাদের কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন না, সৎকার, গৌরব, মাণ্ড্র, পূজা করিলেন না এবং তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেও ভিক্ষান্ন প্রদান করিলেন না। তখন কোশাধীবাসী ভিক্ষুগণ কোশাধীর উপাসকগণের দ্বারা সৎকার, গৌরব, মান, পূজা লাভ না করিয়া এবং অবজ্ঞাত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, “বন্ধো ! চলুন, আমরা শ্রাবস্তীতে যাইয়া ভগবানের নিকট এই বিবাদের মীমাংসা করিয়া ফেলি।” এই বলিয়া কোশাধীবাসী ভিক্ষুগণ শয্যাসন সামলাইয়া, পাত্রটীবর লইয়া শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন।

অধর্মবাদী এবং ধর্মবাদী

(১) অধর্মবাদীর পরিচয়

আয়ুমান শারীপুত্র শুনিতে পাইলেন : কোশাধীবাসী সেই ভণ্ডনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোক্তা, ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অনন্তর আয়ুমান শারীপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন, উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুমান শারীপুত্র, ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! সেই ভণ্ডনকারী.....কোশাধীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। আমি তাঁহাদের

প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব ?” “শারীপুত্র ! তুমি ধর্ম্বাদিগণের পক্ষাবলম্বন করিতে পার।” “প্রভো ! কে ধর্ম্ববাদী এবং কেই বা অধর্ম্ববাদী তাহা আমি কিরূপে জানিব ?”

“হে শারীপুত্র ! অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা অধর্ম্ববাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে। যথা—যেই ভিক্ষু (১) অধর্ম্বকে ধর্ম্ব বলে, (২) ধর্ম্বকে অধর্ম্ব বলে, (৩) অবিনয়কে বিনয় বলে, (৪) বিনয়কে অবিনয় বলে, (৫) তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিত বিষয় তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিত বলে, (৬) তথাগত দ্বারা ভাষিত, আলাপিত বিষয় তথাগত দ্বারা অভাষিত, অনালাপিত বলে, (৭) তথাগত দ্বারা অনাচরিত বিষয় তথাগত দ্বারা আচরিত বলে, (৮) তথাগত দ্বারা আচরিত বিষয় তথাগত দ্বারা অনাচরিত বলে, (৯) তথাগত দ্বারা অব্যবস্থিতকে তথাগত দ্বারা ব্যবস্থিত বলে, (১০) তথাগত দ্বারা ব্যবস্থিতকে তথাগত দ্বারা অব্যবস্থিত বলে, (১১) নিরপরাধকে অপরাধ বলে, (১২) অপরাধকে নিরপরাধ বলে, (১৩) লঘু অপরাধকে গুরু অপরাধ বলে, (১৪) গুরু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে, (১৫) সাবশেষ অপরাধকে অনাবশেষ অপরাধ বলে, (১৬) অনাবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে, (১৭) তৃষ্ণুল অপরাধকে অদৃষ্ণুল অপরাধ বলে, (১৮) অতৃষ্ণুল অপরাধকে তৃষ্ণুল অপরাধ বলে। শারীপুত্র ! এই অষ্টাদশ প্রকার বিষয় দ্বারা অধর্ম্ববাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে।

(২) ধর্ম্ববাদীর পরিচয়

হে শারীপুত্র ! অষ্টাদশ প্রকার বিষয় দ্বারা ধর্ম্ববাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে। যথা—যেই ভিক্ষু (১) অধর্ম্বকে অধর্ম্ব বলে, (২) ধর্ম্বকে ধর্ম্ব বলে, (৩) অবিনয়কে অবিনয় বলে, (৪) বিনয়কে বিনয় বলে, (৫) তথাগত কর্তৃক অভাষিত, অনালাপিতকে তথাগত কর্তৃক ভাষিত, অনালাপিত বলে, (৬) তথাগত কর্তৃক ভাষিত, আলাপিতকে তথাগত কর্তৃক অভাষিত, আলাপিত বলে, (৭) তথাগত কর্তৃক অনাচরিতকে তথাগত কর্তৃক আচরিত বলে, (৮) তথাগত কর্তৃক আচরিতকে তথাগত কর্তৃক অনাচরিত বলে, (৯) তথাগত কর্তৃক অব্যবস্থিতকে তথাগত কর্তৃক ব্যবস্থিত বলে, (১০) তথাগত কর্তৃক ব্যবস্থিতকে তথাগত কর্তৃক অব্যবস্থিত বলে, (১১) নিরপরাধকে নিরপরাধ বলে, (১২) অপরাধকে অপরাধ বলে, (১৩) লঘু অপরাধকে লঘু অপরাধ বলে, (১৪) গুরু অপরাধকে গুরু অপরাধ বলে, (১৫) সাবশেষ অপরাধকে সাবশেষ অপরাধ বলে, (১৬) অনবশেষ অপরাধকে অনবশেষ অপরাধ বলে, (১৭) তৃষ্ণুল অপরাধকে অতৃষ্ণুল অপরাধ বলে, (১৮) অতৃষ্ণুল অপরাধকে তৃষ্ণুল অপরাধ বলে। শারীপুত্র ! এই অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা ধর্ম্ববাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে।

আয়ুমান মহামৌলগল্যায়ন, আয়ুমান মহাকাশপ, আয়ুমান মহাকাভ্যায়ন, আয়ুমান মহাকোষ্ঠিত, আয়ুমান মহাকপ্পিম, আয়ুমান মহাচুল, আয়ুমান অমুসুদ, আয়ুমান বেবত, আয়ুমান উপালি, আয়ুমান আনন্দ এবং আয়ুমান রাহুল স্তনিত্তে পাইলেন : সেই ভগুনকারী.....নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোক্তা কোশাধীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অতঃপর আয়ুমান রাহুল ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুমান রাহুল ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! সেই ভগুনকারী.....নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোক্তা কোশাধীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন, অতএব আমি সেই ভিক্ষুগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করি ?” “হে রাহুল ! তুমি ধর্মবাদীর পক্ষাবলম্বন করিতে পার।” “প্রভো ! কে ধর্মবাদী, কেই বা অধর্মবাদী তাহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব ?” “রাহুল ! অষ্টাদশ বিষয় দ্বারা অধর্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে.....রাহুল ! এই অষ্টাদশ প্রকার বিষয়দ্বারা অধর্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে। রাহুল ! অষ্টাদশ প্রকার বিষয়দ্বারা ধর্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে.....রাহুল ! এই অষ্টাদশ প্রকার বিষয়দ্বারা ধর্মবাদীর পরিচয় লাভ করিতে হইবে।”

মহাপ্রজাপতি গৌতমী স্তনিত্তে পাইলেন : সেই ভগুনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুব্রথাবাক্যব্যয়ী এবং সজ্জের নিকট নিত্য অভিযোক্তা কোশাধীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অতঃপর মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন , উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইলেন ; একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া মহাপ্রজাপতি গৌতমী ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো ! সেই ভগুনকারী.....নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোক্তা কোশাধীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন, অতএব প্রভো ! আমি তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব ?” “গৌতমি ! তুমি উভয় পক্ষের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিতে পার, উভয়পক্ষের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া যাহারা ধর্মবাদী তাঁহাদের দৃষ্টি, কান্তি, মত এবং দৃঢ় ধারণার অনুসরণ করিতে পার। ভিক্ষুসজ্জের নিকট ভিক্ষুগণসজ্জের যাহা কিছু প্রত্যাশিতব্য তাহা ধর্মবাদীর নিকট হইতেই প্রত্যাশা করিতে হইবে।”

গৃহপতি অনাধপিণ্ড স্তনিত্তে পাইলেন : সেই ভগুনকারী.....নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোক্তা কোশাধীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অনন্তর গৃহপতি অনাধপিণ্ড ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন ; একান্তে উপবেশন করিয়া গৃহপতি অনাধপিণ্ড ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! সেই ভগুনকারী.....নিত্য সজ্জের নিকট অভিযোক্তা

কৌশাধীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন, অতএব আমি তাঁহাদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব ?” “গৃহপতি ! আপনি উভয়পক্ষকে দান করুন, উভয়পক্ষে দান দিয়া উভয়পক্ষের নিকট ধর্ম শ্রবণ করুন, উভয় পক্ষের নিকট ধর্ম শ্রবণ করিয়া তন্মধ্যে যেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী তাঁহাদের দৃষ্টি, ক্ষান্তি, মত এবং দৃঢ় ধারণার অনুসরণ করুন।”

মৃগারমাতা বিশাখা শুনিতে পাইলেন : সেই ভগুনকারী.....নিত্য সজ্জ্বর নিকট অভিযোক্তা কৌশাধীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন। অনন্তর মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া মৃগারমাতা বিশাখা ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! সেই ভগুনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহু বৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সজ্জ্বর নিকট অভিযোক্তা কৌশাধীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে আসিতেছেন ; অতএব আমি সেই ভিক্ষুগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার প্রদর্শন করিব ?” “বিশাখে ! তুমি উভয়পক্ষে দান দাও, দান দিয়া উভয়পক্ষের নিকট ধর্মশ্রবণ কর, উভয়পক্ষের নিকট ধর্মশ্রবণ করিয়া তন্মধ্যে যেই ভিক্ষুগণ ধর্মবাদী তাহাদের দৃষ্টি, ক্ষান্তি, মত এবং দৃঢ় ধারণার অনুসরণ কর।”

অতঃপর কৌশাধীবাসী ভিক্ষুগণ ক্রমাগত বিচরণ করিতে করিতে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইলেন। তখন আয়ুস্থান শারীপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন ; একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুস্থান শারীপুত্র ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! সেই ভগুনকারী, কলহকারী, বিবাদকারী, বহুবৃথাবাক্যব্যয়ী এবং নিত্য সজ্জ্বর নিকট অভিযোক্তা কৌশাধীবাসী ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়াছেন, অতএব আমি তাঁহাদের শয়নাসন সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিব ?” “শারীপুত্র ! তাহাদিগকে স্বতন্ত্র শয়নাসন প্রদান করা কর্তব্য।” “প্রভো ! যদি স্বতন্ত্র শয়নাসনের অভাব হয় তবে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে ?” “শারীপুত্র ! স্বতন্ত্র শয়নাসন প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। শারীপুত্র ! কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধতম ভিক্ষুকে শয়নাসন ভ্রষ্ট করিতে পারিবে না ; যে ভ্রষ্ট করিবে তাহার ‘দুর্ভট্ট’ অপরাধ হইবে।” “প্রভো ! আমিষ (ভোজনাদি) সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে ?” “শারীপুত্র ! আমিষ (খাদ্যদ্রব্য) সকলকে সমভাবে প্রদান করিতে হইবে।”

সজ্জ্বর-সম্মেলন

অতঃপর ধর্ম এবং বিনয় প্রত্যবেক্ষণ (পর্যালোচনা) করায় সেই উৎকৃষ্ট ভিক্ষুর মনে এই চিন্তা উদ্ভিত হইল : ‘ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে ; অপরাধ প্রাপ্ত

হইয়াছি, অপ্রাপ্ত নহে ; আমি উৎকৃষ্ট হইয়াছি, অমুৎকৃষ্ট নহে ; ধর্মসম্মত, গ্রায়সম্মত যথোচিত কর্মদ্বারা উৎকৃষ্ট হইয়াছি ।’ এই ভাবিয়া সেই উৎকৃষ্ট ভিক্ষু উৎকৃষ্টানুবর্তী ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া উৎকৃষ্টানুবর্তী ভিক্ষুগণকে কহিলেন :—“বন্ধুগণ ! ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে ; আমি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছি, অপ্রাপ্ত নহে ; আমি উৎকৃষ্ট হইয়াছি, অমুৎকৃষ্ট নহে ; ধর্মসম্মত, গ্রায়সম্মত, যথোচিত কর্মদ্বারা উৎকৃষ্ট হইয়াছি ; অতএব আয়ুমানগণ আমাকে সজ্জ্ব প্রবেশাধিকার প্রদান করুন ।”

তখন সেই উৎকৃষ্টানুবর্তী ভিক্ষুগণ সেই উৎকৃষ্ট ভিক্ষুকে সজ্জ্ব করিয়া ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন ; একান্তে উপবেশন করিয়া সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন—“প্রভো ! এই উৎকৃষ্ট ভিক্ষু বলিতেছেন, ‘বন্ধুগণ ! ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে ; আমি অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছি, অপ্রাপ্ত নহে ; উৎকৃষ্ট হইয়াছি, অমুৎকৃষ্ট নহে ; ধর্মসম্মত, গ্রায়সম্মত যথোচিত কর্মদ্বারা উৎকৃষ্ট হইয়াছি ; অতএব আয়ুমানগণ আমাকে সজ্জ্ব প্রবেশাধিকার প্রদান করুন ’ প্রভো ! আমাদিগকে এই সজ্জ্ব কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে ?”

“ভিক্ষুগণ ! ইহা অপরাধ, নিরপরাধ নহে ; এই ভিক্ষু অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছে, অপ্রাপ্ত নহে ; এই ভিক্ষু উৎকৃষ্ট হইয়াছে, অমুৎকৃষ্ট নহে ; ধর্মসম্মত, গ্রায়সম্মত যথোচিত কর্মদ্বারা উৎকৃষ্ট হইয়াছে । যেহেতু সেই ভিক্ষু অপরাধও প্রাপ্ত হইয়াছে, উৎকৃষ্টও হইয়াছে, অপরাধ স্বীকারও করিতেছে সেইজন্তু সেই ভিক্ষুকে সজ্জ্ব প্রবেশাধিকার প্রদান কর ।”

অতঃপর সেই উৎকৃষ্টানুবর্তী ভিক্ষুগণ সেই উৎকৃষ্ট ভিক্ষুকে সজ্জ্ব প্রবেশাধিকার প্রদান করিয়া উৎকৃষ্ট ভিক্ষুগণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া উৎকৃষ্ট ভিক্ষুগণকে কহিলেন :—“বন্ধুগণ ! যেই বিষয় লইয়া সজ্জ্বর মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সজ্জ্বভেদ, সজ্জ্বরাজি, সজ্জ্বব্যবস্থান এবং সজ্জ্বপার্থক্য হইয়াছিল সেই বিষয়ে এই ভিক্ষু সত্যই অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সত্যই উৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি এখন সেই অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন এবং সজ্জ্ব কর্তৃক তিনি সজ্জ্ব প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন । অতএব বন্ধুগণ ! চলুন, আমরা সেই বিষয়ের মীমাংসার জন্ত সজ্জ্ব-সামগ্ৰী (সজ্জ্ব সম্মেলন) করি ।”

অনন্তর সেই উৎকৃষ্ট (দণ্ডদাতা) ভিক্ষুগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন ; একান্তে উপবেশন করিয়া সেই উৎকৃষ্ট ভিক্ষুগণ ভগবানকে কহিলেন—

(১) সজ্ব-সম্মেলন-প্রণালী

প্রভো ! সেই উৎক্লিষ্টানুবর্তী ভিক্ষুগণ বলিয়াছেন : “বন্ধুগণ ! যেই বিষয়ে সজ্জের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সজ্বভেদ, সজ্বরাজি, সজ্বব্যবস্থান এবং সজ্বপার্থক্য ঘটিয়াছিল, সেই ভিক্ষু যথার্থ অপরাধী হইয়াছিলেন, উৎক্লিষ্ট হইয়াছিলেন, এখন অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন এবং সজ্জ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন, আমুন, বন্ধুগণ ! আমরা সেই বিষয়ের উপশমের জন্ত ‘সজ্ব-সামগ্গী (সজ্ব সম্মেলন) করি। প্রভো ! আমাদের কিস্তি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে ?” “হে ভিক্ষুগণ ! যেহেতু সেই ভিক্ষু যথার্থ অপরাধ প্রাপ্ত হইয়াছিল, উৎক্লিষ্ট হইয়াছিল, এখন অপরাধ স্বীকার করিতেছে এবং সজ্জ প্রবেশাধিকার পাইয়াছে সেই হেতু হে ভিক্ষুগণ ! সজ্ব সেই বিষয়ের উপশমের জন্ত সজ্ব-সম্মেলন করুক।”

হে ভিক্ষুগণ ! একরূপে করিতে হইবে : রোগী বা নিরোগী সকলকেই একস্থানে সমবেত হইতে হইবে, কেহই ছন্দ (মত) প্রেরণ করিতে পারিবে না ; সমবেত হইয়া দক্ষ এবং সমর্থ ভিক্ষু সজ্বকে এইরূপ প্রস্তাব জ্ঞাপন করিবে :—

জ্ঞপ্তি—“মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যেই কারণে সজ্জের মধ্যে ভণ্ডন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ.....উপস্থিত হইয়াছিল, সেই বিষয়ে এই ভিক্ষু অপরাধী এবং উৎক্লিষ্ট, হইয়াছিলেন, তিনি এখন সেই অপরাধ স্বীকার করিতেছেন এবং তিনি সজ্ব কর্তৃক সজ্জ প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছেন। যদি সজ্ব উচিত মনে করেন তাহা হইলে সজ্ব সেই বিষয়ের উপশমের জন্ত সজ্ব-সম্মেলন করিতে পারেন,—ইহাই জ্ঞপ্তি।”

অনুশ্রাবণ—“মাননীয় সজ্ব ! আমার প্রস্তাব শ্রবণ করুন। যেই কারণে সজ্জের মধ্যে ভণ্ডন,.....উপস্থিত হইয়াছিল, সেই ভিক্ষু যথার্থ অপরাধী হইয়াছিলেন, উৎক্লিষ্ট হইয়াছিলেন, এখন অপরাধ স্বীকার করিতেছেন এবং সজ্জ প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন। সজ্ব সেই বিষয়ের মীমাংসার জন্ত সজ্ব-সম্মেলন করিতেছেন। যেই আয়ুর্মান সেই বিষয়ের উপশমের জন্ত সজ্ব-সম্মেলন করা উচিত মনে করেন, তিনি মৌন থাকিবেন এবং যিনি উচিত মনে না করেন, তিনি তাঁহার বক্তব্য ভাষায় প্রকাশ করিবেন।”

ধারণা—“সজ্ব সেই বিষয়ের উপশমের জন্ত সজ্ব-সম্মেলন করিলেন। এখন সজ্বভেদ নিহত (বন্ধ) হইল, সজ্বরাজি, সজ্বব্যবস্থান এবং সজ্বপার্থক্য বন্ধ হইল। সজ্ব এই প্রস্তাব উচিত মনে করিয়া মৌন রহিয়াছেন,—আমি এইরূপ ধারণা করিতেছি।”

(২) গ্যাবিরুদ্ধ সঙ্ঘ-সম্মেলন

তখনই উপোষথ করিতে হইবে, প্রাতিমোক্ণ আবৃত্তি করিতে হইবে।

আয়ুমান উপালি ভগবানের নিকট উপস্থিত হইলেন ; উপস্থিত হইয়া ভগবানকে অভিবাদন করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। একান্তে উপবেশন করিয়া আয়ুমান উপালি ভগবানকে কহিলেন :—“প্রভো ! যেই বিষয়ের জন্ত সঙ্ঘের মধ্যে ভগ্ন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘব্যবস্থান এবং সঙ্ঘপার্থক্য হয় যদি সঙ্ঘ সেই বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া, মূল নির্ণয় না করিয়া সঙ্ঘ-সম্মেলন করেন তাহা হইলে সেই সঙ্ঘ-সম্মেলন কি ধর্মসম্মত হইবে ?”

“হে উপালি ! যেই বিষয়ের জন্ত সঙ্ঘের মধ্যে ভগ্ন, কলহ, বিগ্রহ.....হয় যদি সঙ্ঘ সেই বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া, মূল নির্ণয় না করিয়া সঙ্ঘ-সম্মেলন করে, তাহা হইলে সেই সঙ্ঘ-সম্মেলন ধর্মবিরুদ্ধ হইবে।”

(৩) নিয়মানুগ সঙ্ঘ-সম্মেলন

“প্রভো ! যেই বিষয়ের জন্ত সঙ্ঘের মধ্যে ভগ্ন, কলহ,.....হয় যদি সঙ্ঘ সেই বিষয় মীমাংসা করিয়া, মূল নির্ণয় করিয়া সঙ্ঘ-সম্মেলন করে তাহা হইলে সেই সঙ্ঘ-সম্মেলন কি ধর্মসম্মত হইবে ?”

“হে উপালি ! যেই বিষয়ে সঙ্ঘ মধ্যে ভগ্ন,.....হয় যদি সঙ্ঘ সেই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া, মূল নির্ণয় করিয়া সঙ্ঘ-সম্মেলন করে তাহা হইলে সেই সঙ্ঘ-সম্মেলন ধর্মসম্মত হইবে।”

(৪) দ্বিবিধ সঙ্ঘ-সম্মেলন

“প্রভো ! সঙ্ঘ সম্মেলন কয়প্রকার ?” “উপালি ! সঙ্ঘ সম্মেলন দুই প্রকার। যথা :—
(১) উপালি ! এমন সঙ্ঘ সম্মেলন আছে : যাহা অর্থহীন কিন্তু ব্যঞ্জনসম্পন্ন ; (২) আর একপ্রকার সঙ্ঘসম্মেলন আছে : যাহা অর্থ এবং ব্যঞ্জনসম্পন্ন। উপালি ! কোন্ সঙ্ঘ-সম্মেলন অর্থরহিত কিন্তু ব্যঞ্জনসম্পন্ন ? উপালি ! যেই বিষয়ের জন্ত সঙ্ঘমধ্যে ভগ্ন,হয় সঙ্ঘ সেই বিষয় নির্ণয় না করিয়া, মূল বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া যদি সঙ্ঘ-সম্মেলন করে তাহা হইলে তাহা অর্থরহিত কিন্তু ব্যঞ্জনসম্পন্ন হইবে। উপালি ! কোন্ সঙ্ঘসম্মেলন অর্থ এবং ব্যঞ্জনসম্পন্ন ? উপালি ! যেই বিষয়ের জন্ত সঙ্ঘমধ্যে ভগ্ন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ, সঙ্ঘভেদ, সঙ্ঘরাজি, সঙ্ঘব্যবস্থান এবং সঙ্ঘপার্থক্য হয় সঙ্ঘ সেই বিষয়ের মীমাংসা করিয়া, মূল নির্ণয় করিয়া যেই সঙ্ঘসম্মেলন করে সেই সঙ্ঘ সম্মেলন অর্থ এবং ব্যঞ্জনসম্পন্ন হয়। উপালি ! সঙ্ঘসম্মেলন এই দুইপ্রকার।”

উপযুক্ত বিনয়ধর্মের প্রশংসা

আয়ুজ্ঞান উপালি আসন হইতে উঠিয়া, উত্তরাসঙ্গদ্বারা দেহের একাংশ আবৃত করিয়া,
কৃতান্তলি হইয়া ভগবানকে কহিলেন—

সজ্জকৃত্যে, সজ্জকর্মে কিংবা মন্ত্রণায়
অর্থজাতে বিচারেতে বিচার সভায়
মহা উপকারী হেথা হয় কোনজন
কিরূপে বা ভিক্ষু হয় প্রশংসা-ভাজন ?
প্রথম শীলের গুণে নির্দোষ যে জন
অগুপ্ত সন্দেহযুক্ত নহে আচরণ,
সুসংবৃত সুসংষত ইন্দ্রিয় বাহার
শক্রও ধর্মত নিন্দা নাহি করে তার ।
নাহিক তাহাতে জান হেন কোন দোষ
যাহার কারণ তারে দিবে অপদোষ ।
শীল-বিশুদ্ধিতে স্থিত হয় সেই জন,
বিশারদ করে উক্তি জিনি সর্বজন ।
অস্তুষ্টিত পরিষদে কাঁপে না সে ডরে,
যুক্তিযুক্ত বলে বাক্য, নীতি নাহি ছাড়ে ।
পরিষদে যদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়
অধোমুখ কিংবা মধু? কভু নাহি হয় ।
কাল-উপযোগী বাক্যে করি' সত্ব্তর
বিচক্ষণ তোষে বিজ্ঞজনে নিরন্তর ।
বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু আর আচার্য্যের প্রতি
সগৌরবে বিশারদ ভক্তিমান অতি ।
বিচারেতে দক্ষ আর কথায় নিপুণ,
বিপক্ষ-বিরুদ্ধে যুক্তি দিতে বিচক্ষণ,
বিপক্ষ যাহাতে নিজ মানে পরাজয়,
উপস্থিত জনে তব উপলক্ষি হয় ।
স্বীয় আচার্য্যের মত করিয়া গ্রহণ
সহজে ঔদ্ধত্যবশে করে না বর্জন ।

যখন যে প্রশ্ন উঠে করে সে উত্তর,
 প্রশ্ন অক্ষুণ্ণ রাখি দেয় সহুত্তর ।
 সংবাদ-বহন যদি হয় প্রয়োজন
 আজ্ঞাবহরূপে আজ্ঞা করে সে পালন ।
 যদি থাকে সজ্বকৃত্য হেন কোন কাজ
 মহানন্দে নেয় ভার, নাহি মনে লাজ ।
 পালন করে সে বাক্য আদেশ যেমন,
 সজ্জের আদেশ সে ত করে না লঙ্ঘন ।
 যদি সজ্ব কোন কাজে করয়ে প্রেরণ
 'আমি করিতেছি' মান করে না তখন ।
 যে যে বস্তুবশে ভিক্ষু অপরাধী হয়,
 যে যে ভাবে অপরাধ হ'তে মুক্ত হয়,
 আপত্তি^১ ও অব্যাহতি দুইটি বিষয়,
 ব্যাখ্যাত বিভঙ্গদ্বয়ে^২ জানিও নিশ্চয় ।
 উভয়ের ব্যাখ্যা যথা বিভঙ্গে আগত,
 আপত্তি^৩ ও অব্যাহতি জানে সেই মত ।
 দণ্ডলভে যদি কোন হয় অনাচার,
 অপরাধে দণ্ড হ'তে নাহি পায় পার ।
 যথাবস্তু^৪ অপরাধী দণ্ডপ্রাপ্ত হয়,
 দণ্ড মানি পুনরায় দণ্ডমুক্ত হয় ।
 জানে ইহা বিচক্ষণ বিভঙ্গ-কেবিদ,
 বিনীত সুধীর প্রাজ্ঞ বিনয়ে পণ্ডিত ।
 বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষু যত তাঁহাদের প্রতি,
 নবীন মধ্যম 'খের' সকলের প্রতি,
 সর্গোরবে যেইজন ভক্তিমান অতি,
 জগজনহিতে রত^৫ পণ্ডিত সুজন,
 তাদৃশ ভিক্ষুই হেথা প্রশংসা-ভাজন ।

॥ কৌশাঙ্গী-স্কন্ধ সমাপ্ত ॥

॥ মহাবর্গ সমাপ্ত ॥

১. অপরাধ প্রাপ্তি ; ২. ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বিভঙ্গে ; ৩. অপরাধ প্রাপ্ত হওয়া ; ৪. বিনয় বিধান অনুযায়ী ; ৫. যে সকলের হিতসাধন করে ।

নাম-সূচী

	অ			উদারি	১৩৩
অঙ্গিরা		২২৪		উদেন	১৮১
অঙ্গুলিমালা		৮০		উজ্জয়িনী	৩৬২
অঙ্গুত্তরাপ		৩২২		উপক	৯, ১০
অচিরবতী		২৪৯, ৩৮৫		উপতিষ্ঠা	৪৫
অজাতশত্রু		১১৯, ৩০১		উপনন্দ	৯৭, ১৯৯, ২৮৫, ৩৯৪
অনাথপিণ্ড		৪৭৮			৩৯৫, ৩৯৬
অনুরুদ্ধ	৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৮			উপমেন	৬২, ৬৩
অন্ধকবিন্দ		৩৮৪		উপালি	৮৩, ৮৪, ৯৬, ৪২৮, ৪২৯,
অন্ধবন		৩৯১			৪৩০, ৪৩১, ৪৭৮, ৪৮২, ৪৮৩
অবস্থী		২৫৪, ২৫৬		উরুবলকাগ্রপ	২৬, ২৭, ২৯,
অভয়		৩৫৮			৩০, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৮
অরিন্দম রাজা		৪৭২		উরুবেলা	১, ১২, ২৬
অরিষ্ট		২২৬		উর্শীরধ্বজ	২৫৯
অষ্টক		৩২৪			
	আ			ঋ	
আকাশগোত্র		২৮৭, ২৮৮		ঋষিপত্তন মৃগদাব	৯, ১০, ১৩,
আতুমা		৩২৯			১৭, ২৪৬, ২৮৮
আনন্দ	৮৪, ১০৫, ২৫৭, ৩৬৪,			ঋষিদাস	৩৯৩
	৩৮৬, ৪৭৮			ঋষিভদ্র	৩৯৩
আপণ		৩২৪			
আম্রপালী	৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩৫৩			ক	
আম্রামিক গ্রাম		২৭৮		কঙ্কারেবত	২৮০
আরাটকালাম		৮		কঙ্কল	২৫৯
আর্য্যাবর্ত		৩০৩		কণ্টক	৮৬, ৯৪
	উ			কণ্টকী	৮৬
উৎকল		৪		কপিলবাস্ত	৯০
উত্তরকুরু		২৯		কলস্কক নিবাপ	১১৯, ২৮১, ২৮৩,
					২৮৭, ৩০০

কাশী	২৮৩, ৪০৮, ৪০৯, ৪১১
কাশীরাজা	৩৬৭, ৩৬৮
কাশ্যপ	৩২৪
কাশ্যপগোত্র	৪০৮, ৪০৯
কিঞ্চিল	৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৮, ৪৭৯
কুক্কটীরাম	৩৯৪
কুমার কাশ্যপ	১০৬
কুরুর ঘর	২৫৪
কুশীনগর	৩২৫
কেণির জটিল	৩২৪, ৩২৫
কুটাগারশালা	৩০৮
কুটাগার	৩৫৩
কোটিগ্রাম	৩০৫
কোলিত	৪৫
কোশল জনপদ	২৫০
কোশলরাজ	১৯৯, ২০০
কৌণ্ডিন্য	১৪
কোমার ভৃত্য	৭৭, ৭৮, ৩৫৪, ৩৫৫
কোশাধী	৪৫৬
গ	
গবম্পতি	২০, ২১
গয়াকাশ্যপ	২৬, ৩৬,
গয়া	৯
গয়ানীর্ষ	৩৬, ৩৭
গর্গ	১৪৩, ১৪৪
গর্গরা	৪০৮
গিঞ্জক আবাসথ	৩০৭
গিরিব্রজ	৪৫
গৃধকূট	১১৫, ২৩৩, ২৩৬, ২৩৭
গোপক	৩৯৪

গৌতমদ্বার	৩০৪
গৌতমতীর্থ	৩০৪
গৌতমক চৈত্র্য	৩৭৮
গৌতমী	৪৭৮
চ	
চম্পা	২৩৩, ৪০৮, ৪০৯
চোদনাবাস্ত	১৩৪
জ	
জম্বুদ্বীপ	৩২
জীবক	৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬
ত	
তক্ষশিলা	৩৫৫
ত্রপুষ	৪
ত্রয়ত্রিংশ	৩০৩, ৩০৭
থ	
থুন	২৫৯
দ	
দক্ষিণাগিরি	৮৭, ৩৭৭
দীর্ঘায়ুকুমার	৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯
দীঘীতি	৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৬
ন	
নদীকাশ্যপ	২৬, ৩৫
নন্দ	৯১
নন্দিয়	৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪
নাগরাজ স্পর্শ	২৯২
নাদিকা	৩০৭
নীলবাসী	৩৯৪
নৈরঞ্জনা	১
শ্রুগোধারাম	৯০

নাম-সূচী

৪৮৭

	প
পঞ্চবর্গীয়	৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬
পাটলিপুত্র	৩০৩, ৩৯৪
পাঠেয়	৩৩৩
পাণ্ডুক	১০৩
পারিলেয়্যক	৪৭২, ৪৭৪, ৪৭৬
পিলিন্দবৎস	২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯
পিলিন্দবৎসগ্রাম	২৭৮
পুনর্বসু	১০৩
প্রোতোত	৩৬২, ৩৬৪
প্রসেনজিৎ	১৯৯, ২০০
প্রাচীনবংশদাব	৪৭২
	ব
বঙ্গান্তপুত্র	৬২, ৬৩
বঙ্গাসন	৫
বর্ষকার	৩০২, ৩০৩, ৩০৪
বরিষ্ঠকাত্যায়ন	২৯৮, ২৯৯, ৩০০
বরিষ্ঠশীর্ষ	২৬৫, ৩৮৭
বশিষ্ঠ	৩২৪
বামক	৩২৪
বামদেব	৩২৪
বারাণসী	৯, ১০, ২৪৬, ২৮৮, ৩৮০, ৪৬৩,
বালকলোণকার গ্রাম	৪৭২
বাসন্তগ্রাম	৪০৮, ৪১০, ৪১১
বাস্পা	১৪
বিমল	২০, ২১
বিষিসার	৩৭, ৩৯, ৪০, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ১১৫, ১১৬, ১৮১, ২৩৩, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ৩১৮, ৩৫৮ ৩৫৯, ৩৬১, ৩৬৪

বিশাখা	১৯৮, ১৯৯, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৮, ৪৭৯
বিখামিত্র	৬২৩
বুদ্ধঘোষ	২৩৫
বৈশালী	৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩১৪, ৩৫৩, ৩৭৮
বোধিবৃক্ষ	১, ৫,
ব্রহ্মদত্ত	৪৬৩, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯
	ভ
ভদ্রবতিকা	৩৬৩
ভদ্রিকা	২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯
ভদ্রিয়	১৪
ভরদ্বাজ	৫২৪
ভল্লিক	৪
ভৃগু	৩২৪, ৩২৪, ৪৭২
ভৌম্যজক	১০৩
	ম
মগধ	৭
মগধরাজ	২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯
মন্দাকিনী	২৮৬
মর্দুকুম্বগদাব	১১৯, ১২০
মহক	৮৬
মহাকপ্তিন	১১৯, ১২০, ৪৭৮
মহানাম	১৫
মহাকাত্যায়ন	২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৮, ৪৭৮
মহাকাশ্যপ	১০৫, ১২৪, ৪৭৮
মহাজনক রাজা	৪৭২
মহাচন্দ	৪৭৮

মহাকোষ্ঠিত	৪৭৮
মাতৃপোষক	৪৭২
মুচলিন্দ	৪, ৫
মৃগারমাতা	১৯৮, ১৯৯, ৪৭৯
মেগুকগৃহপতি	৩১৭, ৩:৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩
মৈত্রেয়	১০৩
মৌদগল্যায়ন	৪৩, ৪৪, ৪৫, ২:৬, ৪৭৮
ষ	
যমদগ্নি	৩২৪
যশ	১৬, ১৭, :৯, ২০, ২১
যষ্টিবনোত্তান	৩৭
যসোজ	৩১৭
যোনক	২৪২
ঝ	
রাজগৃহ	২৩৩, ২৪৬, ২৮০, ২৮৭, ২৯৮, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৬৩, ৩০৭, ৩৭৮, ৩৭৯
রাজায়তন	৪, ৫
রাধ	৫৭
রাপ্তি	২৬৯
রাহুল	৯০, ৯১, ৪৭৮
রাহুলের মাতৃদেবী	৯০
রুদ্রকরামপুত্র	৮, ৯
রেবত	৪০৪, ৪৭৮
রোজমল	৩২৭, ৩২৮, ৩৮৮
ন	
লিঙ্কবি	৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯
লোহিতক	১০৩

শ	
শাক্যজাতীয়	৭৬
শারীপুত্র	৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ২৮৬, ৩৮০, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৯
শালবতী	৩৫৪
শিবি	৩৬৪
শুদ্ধোদন	৯০, ৯১, ৯২
শোণকোটবিশ	২৩৩, ২৩৫, ২৩৬, ২৪০
শোণকোটিকর্ণ	২৫৪, ২৫৫
শ্রাবস্তী	৯২, ৯৮, ৯৯, ৮১, ২০৬, ২০৭, ২৪৯, ২৫০, ২৫৬, ২৫৭, ২৬০, ২৮৬, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৮১, ৩৮৫, ৪৭৬
শ্বেতকর্ণিক	২৫৯
ষ	
ষড়বর্গীয়	৯৪, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৪৭, ১৪৯, ১৮০, ২১০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫০, ২৫২, ২৫৩, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৮৮, ৩১৯, ৪০২, ৪১৪
স	
সঞ্জয় পরিব্রাজক	৪১, ৪৪
সপ্তদশবর্গীয়	: ৮৩
সর্কাস্তিবাদ	. ১
সলরবতী নদী	২৫৯
সহস্পতি	৬, ৮, ২৮, ২৯
সাকৈত	৯৮, ৩৫৬
ক্ষলিক স্তম্ভন	৩৯৪

		নাম-সূচী	৪৮৯
সাক্ষি	৩৭৬	সুপ্রিয়া	২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯৩
মাগবাসী	৩৯৪	সুবাহ	২০, ২১
স্বাগত	২৩৩, ২৩৪	সেনানীগ্ৰাম	২২
সীতবন	২৩৬		
সুনীধ	৩০২, ৩০৩, ৩০৪	হাথিগুমা অলুশাসন	৮৩
সুপ্রিয়	২৮৮, ২৮৯, ২৯০	'হুক্ক' জাতীয়	৩

শব্দ-সূচী

অ		অনাগামী	৩৮৫
অংশুমালী	৩	অনাবাসে	১৭৫, ১৭৬
'অকপ্প'	৩৩৫	অনিত্য	১৫
অক্রিয়াবাদী	৩২০	অনিয়ত	১২৯
অগ্নির ভয়	১৩০	অনুবোধ	৩০৫
অগ্নিহোত্র	৩২৫	অনেজ	২৩৯
অগ্নিহোত্রী জটিল	৭৬	অন্তর্ভিত্তিক	১৮০, ১৯৮, ৩১২
অঙ্গবিদ্যা	৪৩৮	অন্তরাষ্টকে	৩৩, ৩৪
অঙ্গুলিচ্ছিন্ন	৪২৩	অন্তর্বিবাদ	৩০৩
অঙ্গুষ্ঠচ্ছিন্ন	৪২৩	অন্তর্কর্ত্ত্বী	৪৬৪
অজপাল	৩, ৫	অন্তর্অষ্টকায়	৩৭৮, ৩৭৯
অজরে	৭	অন্তর্গাহিক দৃষ্টি	২২২
অজাতে	৭	অন্তর্গ্রহি	৩৬১
অজিনপ্রবেণী	২৫১	অন্ধবধির	'৪২৩
অঙ্গনদানি	২৬৭	অন্ধমুকবধির	৪২৩
অঙ্গনশলাকা	২৬৮	অন্ধ	৪২৩
অঙ্গচ্যোগ	১৮৫	অন্ধমুক	৪২৩
অতিদৃষ্টি	৭০, ৮৩, ৮৯, ৯০	অপস্মার	৭৭, ১০৬, ১০৮, ১০৯
অতিবিষ	২৬৩	অপগর্ভ	৩১০, ৩১১, ৩১২
অধিশীল	৭০, ৮৮, ৮৯, ৯০	অপব্যবহার	৩৯১
অধিষ্ঠান	১৪৬, ২১৫	অবাধতা	২৩৮
অধিআচার	৭০, ৮৮, ৮৯, ৯০	অব্রহ্মচর্য	১৮৮
অধিপ্রজ্ঞা	২৪৮	অভিসমাচার	৭১
অধিচিত্ত	২৪৮	অভিসারে	৩৫৩, ৩৫৯
অনন্তজিন	১০	অমমুণ্ডের উপদ্রব	১৩০
অনবতত্ত্বদে	২৯, ৩০	অমৃতবিনয়	৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১,
অনভিরতির	১৮৫		৪৩৩

শব্দ-সূচী

৪৯১

অমোহ	২৩৮
অর্কনাগ	৪০১
অর্গল	৩৯২
অর্হৎহস্তা	১৪১, ১৭৭, ২১২, ৪০২, ৪২৩
অর্ধযোগ	১১১
অর্ধবোধ	৩৫৫
অর্ধকুণী	৩৭৮
অর্ধমণ্ডল	৩৭৮
অর্ধফল	৩৮৫
অরণ্যবাসী	৩৩৩
অরুণালোক	৩৭৯
অন্নপ্রাণরহিত	২৯৯
অশীতিশকটবাহ	২৪০
অণুচিপাত	৩৮৬, ৩৮৭
অষ্টবর্গ	২৫৭
অষ্টপাদ	৩৯০
অসমাপনস্তিকা	৩৩৭
অস্তিত্ত	৪৮৩
অস্তচালনা	২৮৮
অস্ত্রোপচার	২৮৮
অস্থিতার	৪
‘অহত’	৩২৬
অহিবাতরোগ	৮৫
অহি-মাংস	২৯২
আ	
আইল	৩৭৭
আগমজ্ঞ	১৪৯, ১৫০, ৪৫৬, ৪৫৮
আঙ্গুর	৩২৫
আচমন-পাহুকা	২৪৮
আচারসম্বন্ধীয় অপরাধ	২২১

আজীবক	৩৮২, ৩৮৪
আড়ক	৩১৮, ৩১৯
আচ্যযোগ	১২২, ৩১৬, ৩১৭, ৩৭২
আত্মপ্লাঘা	২৪০
আত্মা	১৫
আদিব্রহ্মচর্য	৭১
আবসথাগার	৩০১
‘আবাপক’	৩২৯
আবাস-প্রতিবন্ধক	৩৫২
আম	৩২৫
আমলকী	২৬৭, ৩৬৩
‘আমিষকার’	২৭৫
আর্জক	২৬৩
আর্জদেহে	৩৮২
আর্যজ্ঞান দর্শন	১১
আরামিক	২৭৭
আশঙ্কিত	২০৯
‘আশাবচ্ছেদিক’	৩৩৭, ৩৪২, ৩৪৬ ৩৪৭, ৩৫১
‘আসর্দী’	২৫১
আত্মাব	২৬৬
‘আত্মান’	১৮৭, ৪২১, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৭
ই	
ইক্ষুর রস	৩২৫
ইন্দ্রিয় ভাবনা	৩৮৫
ঈ	
ঈশাদস্ত	৪৭৫
উ	
উচ্ছিন্নভোজী	২৮২, ২৮৩, ২৯৪, ২৯৯

৪৯২

মহাবর্গ

উচ্ছেদবাদী	৩০৯, ৩১০
উজ্জ্বলিত্ব	৩১৪
উড়ুপ	৩০৫
উৎক্ষিপ্ত	১১৩, ১৪১, ২১২, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬
‘উত্তরাল্প’	৩৭৫
উত্তরাসঙ্গ	৩৭৯, ৩৮১, ৩৯১, ৩৯২
উদক-নিমিত্ত	১২১
‘উদক-কোষ্ঠক’	২৭২
‘উদক উচ্ছেপ’ সীমা	১২৭
উদরামর রোগ	৩৯৭
‘উদলোমি’	২৫১
উদ্দিষ্ট ভোজন	১১০
উদোসিত	১৮৩, ১৮৪
উদ্যানবাটিকা	১৮২, ১৮৩
উপবসথ	৯৭
উপসম্পদা	১৮৮, ১৮৯
উপস্থানশালা	১৪৬
উপস্থায়ক	২৫৪
উপাধান	২৫১
উপাসিকা	১৮৩, ১৯০
উপাসক	১৯১
উপাদানক্ষয়	২৩৮
উপোষথ	১১৬—২০৫
উপোষথাগার	১২২, ১২৩, ১৮৭
উভয়লক্ষণবিশিষ্ট	১৪১, ১৭৭, ২১২
‘উল্লিখিত’	৩৩৫
উলূকের পাখা	৪০১
উশীর	২৬৩

‘উগ্রাবনস্তিক’	৩১৭
উষ্ণকীর ধারা	৩২২, ৩২৩
	৪০২
উরু-মাংস	২৮৯
	ঋ
ঋণগ্রাহী	৮১
ঋতুমতী	৩৫৮
ঋদ্ধিপ্রতিহার্য	২৩৪
ঋদ্ধিমায়া	১৭, ১৮
ঋদ্ধিশক্তি	২৭৯
	এ
একবাক্যে প্রবারণা	২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২০
‘একস্তলোমি’	২৫১
একশযা	২৫৫
একাহার	২৫৫
একেক্সিয়বিশিষ্ট জীব	১৮০, ২৪৬, ২৪৭
‘এরগু’	২৫৬, ২৫৮, ২৫৯
	ই
ইহিক	২৩৩
	ঊ
‘ঊবটিক’	৩৩৫
	ঋ
ঊদ্ধতা	২৩৭
	ক
কঙ্কল	২৬৭
কঙ্কক	৪০২
‘কট্টিস’	২৫১
কটুকরোহিণি	২৬৩

শব্দ-সূচী

৪৯৩

কণ্ঠচ্ছিন্ন	৪২৩
কণ্ঠস্বর	১৩৪
‘কণ্ঠসু’	৩৩৫
কদলীমৃগ	২৫১
কপ্পিয়কারক	২৭৪, ২৮৩, ২৮৭
কপ্পিয়ভূমি	৩১৬, ৩১৭
কমল-পাছকা	২৪৮
কম্বল-পাছকা	২৪৮
কম্বল	৬১
‘কম্বল মদন’	৩৩৫
কর্মকারক	২৮৩, ২৮৪, ২৮৭
কর্মবাদী	৭৬
কর্ণচ্ছিন্ন	৪২৩
কর্ণনাসিকাচ্ছিন্ন	৪২৩
কশাহত’	৮১, ১০৩
কষায়জল	২৭৩
কষাটে	৩৬২
কসাইখানা	২৩৬
কানা	৪২৩
কাংশ পাছকা	২৪৮
কামতৃষ্ণা	১২
কামাসক্ত	৩৮৬
কায়বিজ্ঞেয়স্পর্শ	২৩৯
কায়দাহরোগ	২৮৬
কার্পাস	৩৬৮
কার্পাসবস্ত্র	৬১, ১১০
কার্পাসপত্র	২৬৪
কার্ষাপণ	২৬৫
কাষ্ঠতুষ	২৭১
কাঁচামাংস	২৬৬
কাঁচের পাছকা	২৪৮

কিলাস	৭৭
কুকুরের মাংস	২৯২
‘কুকু’	৩৩৫, ৩৩৬
‘কুন্তক’	৪২৩
কুমারীগোচর	৭৫, ৭৬
কুন্তকারগৃহে	৪৩৮
কুশটীর	৪০১
কুশপাত	৩৯৩
কুষ্ঠ	৭৭, ১০৬, ১০৮, ১০৯
কৃষ্ণপক্ষে	২২৮
কৃষ্ণাঙ্গন	২৬৭
কেশকম্বল	৪০১
‘কোজব’	৩৬৭
কোলম্ব	২৭৯, ২৮৪, ২৯৯
কৌশেয়	২৫১
কৌষেয়বস্ত্র	৬১
কৌসিণ্ড	২৩৭
ক্রিয়াবাদী	৭৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০,
	৩২০
ক্ষত্রিয়-পরিষদ	৩০২
ক্ষয়রোগ	৭৭
ক্ষয়রোগী	১০৬, ১০৮, ১০৯
ক্ষীণাস্রব	২৩৮
ক্ষীর	৩২৩
ক্ষীরোদক	৪৭৩
ক্ষুরভাণ্ড	৩২৯
ক্লেম	৩৬৭, ৩৬৮
ক্লেমবস্ত্র	৬১, ১১০
ক্লেমকার	৪৬৫
খ	
খন্ড	৪২৩

৪৯৪

মহাবর্গ

খড়ম	২৪৫
খনিজ	৩৫৫
খল	২৬৩
খারিভার	৩৫, ৩৬
খাঁড়	২৬১, ২৬২, ২৭৯, ২৮০
খোশামোদ	৪৩৮
খোস	২৬৫, ২৬৬
গ	
গজার মহাক্রীড়া	২৫০
গজুরাকৃতি গৃহ	১৮২
গণভোজন	৩৩৪
গণনা	৩১, ৩৬
গণপূরক	১৮৭
গণিকাবৃত্তিতে নিয়োগ	৩৫৩, ৩৫৪
গণ্ড	৭৭, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ২৭৩
গণ্ডমাত্র	৩৫৭
গন্ধকের প্রলেপ	২৭৬
গর্জভের চর্বি	২৬৩
গর্ভপাত	১১২
গর্ভবাস	৩১১
গলগণ্ডী	৪২৩
‘গহপতিক’	৩১৭
গাভীশকটে	২৫০
গিরিমল্লিকার কষায়	২৬৪
গিরিমল্লিকা-পত্র	২৬৪
গুপ্ত	২৫৬
গুপ্তস্থানের ডক	২৮৮
গুহা	৩১৬, ৩১৭
গৃহপতি-পরিষদ	৩০২
গেরিমাটি	২৬৭

গোচর্ম	২৫২, ২৫৩
‘গোণক’	২৫১
‘গোণিসাদিক’	৩১০
গোময়	২৬৬, ৩৭৫
গোমূত্র	৬১
গোষ্ঠফল	২৬৪
গোসাপের মুখের সদৃশ	২৮৭
গ্রামিক	২৩৩, ২৩৪, ২৩৫
গ্রাম্যকদলী	৩২৫
গ্রীবেয়	৩৭৮
ঘ	
ঘরনী	৩৫৭
ঝাণবিজ্ঞের গন্ধ	২৩৯
চ	
চক্ষুরোগ	২৬৬
চক্ষুবিজ্ঞের রূপ	২৩৯
চতুর্দশী	২১০, ২১৯, ২২৭
চতুর্দশী প্রসারী	৩৮২
চন্দন	২৬৭
চতুরঙ্গিনী সৈন্ত	৪৬৪
চতুর্ভূগ	৪১৯
চর্বি	২৬১, ২৬২, ২৭৯, ২৮০
চর্মরোগ	২৭৬
চাতুর্মাশ্রের	২০৪, ২০৫, ২৩২
‘চালি’	৩০৫
চিকিৎসাবিষ্ঠা	৩৫৫
‘চিত্রক’	২৫১
‘চীবর বিচারণ’	৩৩৫
চীবর-প্রতিবন্ধক	৩৫২
চূর্ণচালনী	২৬৬

চোরের উপদ্রব	১৩০
ছ	
ছন্দ	১৪২
ছন্দগামী	৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩
ছেদন	৩৩৫
জ	
'জন্ত'	২৫৬, ২৫৮, ২৫৯
জরাহূর্বল	৪২৩
জলের ভয়	১৩০
জাতিস্মরণ	৩
জাম	৩২৫
জালায়	১৯৮
জিহ্বাবিজ্জের রস	২৩৯
জীবননাশের আশঙ্কা	১৩০, ২১৮
জীবিকাঅপরিশুদ্ধ	২২০
জুগুপ্সিত	৩৮৪, ৩৮৫
জপ্তিচতুর্থকর্ম	৫৮
ট	
টান্টকারতা	২৬৬
ড	
ডাঙ্গা	৩৭৭
ত	
তক্র	৩২৩
তৎপাপীয়সিককর্ম	৪২৮—৪৩৩
তুম্বী :	২৩৭
তপস্বী	৩১০, ৩১১
তর্জনীয়কর্ম	১৮৭, ৪২৮, ৪৫১
তরঙ্গমাংস	২৯৩
তাম্রলোহের পাছকা	২৪৮
তালি	৩৮১

তিল	২৮৪, ২৮৫
তিলের খইল	২৭৩
তিরীটক	৪০২
তীর্থিক	৬৩, ৬৮, ৭৩—৭৬, ১০১, ১০২, ৩২০
তীর্ণগুরু	৭৫, ৭৬
তীর্থিকপ্রস্থানক	৯৬, ১০০, ১৪১, ১৭৭, ২১২, ৪০২, ৪২৩
তীর্থিকব্রত	৪০০
তীর্থিকধ্বজ	৪০১
তুলসীপত্র	২৬৪*
তুলারপাট	২৭৩
'তুলিক'	২৫১
তৃণগাছি	১১১
তৃণের পইছা	২৭৮
তৃণাক্রম	২৩৮
তৈল	২৬১, ২৬২, ২৭৯, ২৮০
ত্রিকটু যবাগু	২৮১
ত্রিকোটিপরিশুদ্ধ	৩১৪
ত্রিচীবরধারী	৩৩৩
ত্রিপরিবর্ত	১৩
ত্রিবাচিক	১৮
ত্রিবাচিকা	১০
ত্রিবাচ্যে প্রবারণা	২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২০
ত্রিশরণাগতি	৯১
দ	
দধি	৩২৩
দস্তবর্ণ	৩৭৭
'দহাহীকর্ম'	৩৩৫
দধবর্ণ	২৫৫, ৪১৯

৪৯৬

মহাবর্গ

দশমাংশ	৩৩১
দশবলধর	৪০
দাড়িষ	৩২৫
দাস্ত	২৫৬
দায়ভাগ	৩৯৬
দায়পাল	৪৭২
দায়াদ	৯০, ৯১
দিব্যবিভূতি	৩১৭, ৩১৮, ৩১৯
ছইঅস্ত	১২
ছঃখ আর্ঘ্যসত্য	১২, ৩০৫
ছঃখ	৩১৩, ৩২১, ৩২২, ৩২৭
দূষ্যচালনী	২৬৬
দৃষ্ট	২০৯
দৃষ্টিসম্বন্ধীয় অপরাধ	২২১
দেবদত্তেরশ্রায়	৯৯
দেহকুণ্ডল	৯৭
দোষগ্রন্থ	৩৬৪, ৩৬৫
দৌত্যকর্ম	৪৩৮
দ্রব্যবহল	২৭৯
দ্রোহিতা	৪৬৮
দ্বাদশাকার	১৩
দ্বিবাচিকউপাসক	৫
দ্বিবাক্যেপ্রবারণা	২১৬, ২১৭, ২১৮, ২২০
দ্বীপীমাংস	২৯৩
দ্বীপীরচর্ম	২৫২
দ্বেষগামী	৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩
ধ	
ধর্মকথিক	২১৭
ধর্মচক্র	৮, ১০, ১৩
ধর্মধর	১৪৯, ১৫০

ধর্মবিরুদ্ধ	২১১
ধর্মসঙ্গত	২১৬
ধর্মানুকূল	২১১
ধর্মান্তেবাসী	৩৫৫
ধাত্তেররস	৩২৫
ধূমনেত্র	২৬৯
ধূর্ত	১৪৩
ধেমু	৩২২, ৩২৩
‘ধোবন’	৩৩৫
ধ্বজবন্ধ	৮০

ন

নক্ষত্রবিজ্ঞা	৪৩৮
নদী-নিমিত্ত	১২১
নবনীত	২৬১, ২৬২, ২৭৯, ২৮০, ৩২৩,
নস্যকরণী	২৬৯
নস্তমালের কষায়	২৬৪
নাগসদৃশ	২৫৬
নাগ	২৮৬
নানাসংবাসক	১৭৪, ১৭৬, ৪৬১
নাপিতের কাজ	৩৩০
‘নালি’	৩২৯
নাশাস্তিকা	৩৩৭—৩৫১
নাসিকাচ্ছিন্ন	৪২৩
নিদান	১২৯
নির্টঠানস্তিক	৩৩৭—৩৪০
নিবেশন	১৮৪
‘নিমিত্ত’	৩৩৫, ৩৩৬
নিষপত্র	২৬৪
নিষের কষায়	২৬৪
নিগ্রহ	৩১৩, ৩১৪

শব্দ-সূচী

৪৯৭

নিগ্রহশ্রাবক	৩০৮
নির্ধনকর্ম	৫২, ১৮৭, ৪২৮—৪৫২
নিরোধ	৩১৩, ৩২১, ৩২২, ৫২৭
নিরোধ আর্ধ্যসত্য	১২, ১৩, ৩০৫
ছঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদ	
আর্ধ্যসত্য	১২
নিয়ন্ত্রিয়	৩৩৫, ৩৩৬
নিঃসারণ	৪২২
নিম্পুরুষ তুর্যো	১৬
লুড়ি	২৬৩
নৈগম	৩৫৩, ৩৫৯
নৈতিকস্থলন	২০৯
নৈক্রম্য	২৩৮
শ্রাকড়ার পটি	২৭৩

প

‘পকমনস্তিক’	৩৩৭, ৩৩৮
পকপাতার রস	৩৩৫
পক্ষপণন।	১৩৬
পঞ্চবর্গ	৪১২
‘পটলিক’	২৫১
পটুবস্ত্র	৬১, ১১০
‘পটিক’	২৫১
পটোল পত্র	২৬৪
পটোলের কষায়	২৬৪
পণব	৪৬৫
পণ্ডক	১৯৫, ১৪১, ১৯৪, ৪০২, ৪০৩, ৪২৩
পণ্ডকগোচর	৭৫, ৭৬
পরস্পর প্রবারণা	২১৩, ২১৪
পর্কবাত	২৭২
পর্কতনিমিত্ত	১২০

পর্যঙ্ক	২৫১
পত্তিকা	৭৯
পরিবাস	৫২, ৭৩—৭৭, ১৮৬, ২২৩, ৪২১, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩২, ৫৩৩
পরিভাষ	৪৩৯
পরিপৃচ্ছা	৫৩, ৬৬
পরিহার	৭৭
পরিব্রাজক	১১৫
পরিভুক্তি	১৪০, ১৪১, ১৪২
পরিষ্কৃত কাজি	২৭৬
পরিবেণ	২৮৯, ৩২৭
পরিপ্লাবিত	৩২৭
‘পরিভণ্ড’	৩৩৫
পরিকথা	৩৩৫, ৩৩৬
পরিমূঢ়স্বত্তি	৪১০
‘পরিবন্ধার চোল’	৩৮৯
‘পবল’	৩০৫
পাংশুকুল	১১০, ৩৩৬, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৯০
পাংশুলিপ্ত	১৩৮
পাঠোদ্দেশ	৫৩, ৬৬
পাণ্ডুরোগ	২৭৫
পাথেয়	৩২৩
পাদকীলরোগ	২৪৪, ২৪৫
পাদচ্ছিন্ন	৪২৩
পারত্রিক	২৩৩
পারাজিক	১২৯
পারিজাতপুষ্প	৩২, ৩৩
পারিবাসিক	৪২১
পাঙ্কী	২৫১
পাষণনিমিত্ত	১২০

৬৯৮

মহাবর্গ

পাহার	২৭৬
পিতৃহস্তার	৯৮, ১৪১, ১৭৭, ২১২, ৪০২, ৪২৩
‘পিলোতিকা’	৩৩৬
পিশাচ	১৯২
পিষ্টক	৩২৮, ৩২৯
পিপুল	২৬৪
পুথুজ্জন	৩৮৬
‘পোথক’	৪০১
প্রতিবেধ	৩০৫
প্রতিস্মারণীয়কর্ম	৫২, ১৮৭, ৪২৮—৪৫৫
প্রবারণাবাহক	২১২
প্রণিবেক	২৭৮
প্রব্রাজনীয়কর্ম	১৮৭, ৪২৮—৪৫৫
প্রস্রাবপাত্কা	২৪৮
প্রস্থানশ্লিক	৩৩৬
প্রতীত্যসমুৎপাদ	১, ২, ৩, ৬,
প্রাতিমোক্ষ	১১৬—১৪০, ১৪৪— ১৭৭
প্রাসাদ	৩১৬, ৩৫৩, ৩৭১
	ফ
ফলকচার	৪০১
ফল-তুষ	২৭১
	ব
বক্র	৪২৩
বচ	২৬৩
বচস্থ	২৬৩
বন-নিমিত্ত	১২০
বন্তকদলী	৩২৫
‘বন্ধন’	৫৩৫

বর্ষজ-পাত্কা	২৪৮
বর্ষাবাস	১৭৯, ১৮০, ১৮১
বর্ষোপনায়ক তিথি	১৭৯, ১৮১
বল ভাবনা	৩৮৫
বলীবর্দ শকটে	২৫০
বকুলচীর	৪০১
বল্লীক-নিমিত্ত	১২১
বহুজনাকীর্ণ	৩৫৩
বহেড়া	২৬৪
বাগীশ	৪৭১
বাতরোগ	২৭০
বানস্পতিকলবণ	২৬৫
বামন	৪২৩
‘বারণ দণ্ড’	৯৩
বারান্দা	১২৩, ১২৪
বালকধূল	৪০১
বাস্তবিদ্যা	৪৩৮
বাহু পাত্কা	২৪৮
বিংশতিবর্গ	৪১৯
বিকট শব্দ	৯৭
‘বিকতিক’	২৫১
বিকলক’	৩৭৪
বিটলবণ	২৬৫
বিড়ঙ্গ	২৬৪
বিধবাগোচর	৭৫
বিধিসম্মত	১৫৮, ১৫৯, ১৬০
বিধিবহিত্ত	১৫৮, ১৫৯, ১৬০
বিনয়ধর	২১৭, ৪৫৬, ৪৫৮
বিনয়সম্মত	২১৬
বিনয়ানুবর্তিতা	২০৯
বিনাশবাদী	৩১০

শব্দ-সূচী

৪৯৯

বিনা ত্রিচীবরে বিচরণ	৩৩৪
'বিন্দু'	৩৩৬
বিভঙ্গ	৪৮৪
বিভবতৃষ্ণা	১২
বিভূ	৯
বিমুক্তিসুখ	১
বিমোক্ষ	১১২
বিরেচক	২৭৬, ২৮৯, ৩৬৪, ৩৬৫
বৃক্ষ-নিমিত্ত	১২০
বৃক্ষ-কোটরে	১৯৭
বৃক্ষ-বিটপে	১৯৭
বৃহৎ ভাগু	৪০০
বেণারমূল	২৮১
বেত্রাহত	৪২৩
বেদাস্তগ	৩
বেনামা	৩৮০
বেত্রাগোচর	৭৫
বৈদিকমন্ত্র	৩২৬
বৈদ্যপাত্ৰকা	২৪৮
বোধিগৃহ	১৭৫
বোধ্যঙ্গ ভাবনা	৩৮৫
ব্যাক্রমাংস	২৯৩
ব্যাক্রেরচর্ম	২৫২
ব্রজে	১৯৬
ব্রহ্মচর্য্য	৩৮৫
ব্রহ্মবাদু	৩
ব্রহ্মচর্য্যবাস	২৩৭, ২৩৮
ব্রাহ্মণ-পরিষদ	৩০২
	ভ
ভগন্দররোগ	২৯৩, ৩৫৮
ভঙ্গবস্ত্র	৬১

ভঙ্গোদক	২৭২
ভঙ্গশালবৃক্ষ	৪৭৫
ভঙ্গমুস্তক	২৬৩, ২৬৭
ভবতৃষ্ণা	১২
ভবনেজী	৩০৫, ৩০৬
ভবভবকথা	২৪১, ২৪৬
ভয়গামী	৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩
ভল্লকের মাংস	২৯৩
ভাণ্ডারঘর	১৮২, ১৮৩, ৩১৬
ভাবন	৩৬৫
ভিক্ষামভোজী	৩২৩
ভিক্ষুণী	১৮৫, ১৮৭, ১৯০
ভিক্ষুণীগোচর	৭৫, ৭৬
ভিক্ষুণীদূনক	৯৫, ১৪১, ১৭৭, ২১২, ৪০২, ৪২৩
ভিক্ষুশব্দ	১৪৩, ২১২
ভৃতিক	১৯১
ভেলা	৩০৫
ভোজ্যবাগু	২৯৬, ২৯৭, ২৯৮
	ম
মরিচ	২৬৪
'মজ্জরু'	২৫৬
মণি-পাত্ৰকা	২৪৮
মৎগের চর্কি	২৬৩
মধু	২৬১, ২৬২, ২৭৯, ২৮০, ২৮৪, ২৮৫, ৩২৫
মধুগোলক	২৯৪, ২৯৫, ২৯৬
মধুক	৩২৫
মধুপিণ্ড	৪, ৫
মধ্যমপ্রতিপদ	১২
মধ্যমগুল	৩৭৮

মনবিজ্ঞেয় ধর্ম	২৩৯
মনুষ্যহত্যা	১১২
মনুষ্যের উপদ্রব	১৩০
‘মস্থ’	৪
মলভক্ষণ	২৭৫
মলদ্বার	২৮৭
মশাল	২৪৫
‘মহাশ্বেদের’	২৭২
মাতঙ্গ	৪৭২
মাতৃহস্তার	৯৮, ১৪১, ১৭৭, ২১২, ৪০২, ৪২৩,
মাতৃকাধর	১৩৯, ১৪৯, ১৫০ ৪৫৬ ৪৫৮
মানস	৫২, ১৮৬, ১৮৭, ৪২১, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৩
মানবেতরপ্রাণী	৪২৩
মার্গ	৩১৩, ৩২১, ৩২২, ৩২৭
মার্গ-নিমিত্ত	১২০
মিথ্যাধারণা	১১৪
মিথ্যাদৃষ্টি	১১৩, ২২২
মুক্তস্থলীপীড়ন	২৮৮
মুঞ্জপাত্ৰকা	২৪৮
মুর্দাখানায়	১৯৮
মুর্দাফরাস	১৯৮
মূলেপ্রতিকর্ষণ	৫২, ১৮৬, ৪২১ —৪৩৩
মুকুবধির	৪২৩
মৃগচর্ম	৪০১
মৃগয়ায়	৪৬৭
মৃগাল	২৮৬
মেঘেরআয়	২০৯

মৈত্রীচিত্তে	৩২৭
মোহগামী	৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩
‘মোরগু’	২৫৮, ২৫৯
মৌনব্রত	২০৯
ষ	
যথাকৃচি চীবর পরিভোগ	৩৩৪
যষ্টি	২৪৫
যথাবস্তু	৪৮৪
যাবজ্জীবক	৩৩১, ৩৩২
যাবকালিক	৩৩১
যামকালিক	৩৩১
যোনিশমনস্কার	২৪
ঝ	
ঝঙের দ্রোণি	৩৭৬
‘রজমুলুক’	৩৭৫
রক্তমোচন	২৭২
রক্তোৎপাদক	১৪১, ১৭৭, ৪০২ ৪২৩
রক্তপাতক	২১২
রসাজন	২৬৭
রাখাল	১৯৮
রাঙেরপাত্ৰকা	২৪৮
রাজার উপদ্রব	১৩০
রিফু	৩৮১
রূপ	৮৩
রোগীপরিচারক	৩৯৬, ৪০০
রৌপ্য-পাত্ৰকা	২৪৮
ল	
লক্ষণাহত	৮১, ১০৩
লঘুচেতা	৮৭
লঘুপরিবর্তনশীল	১৯৪

শব্দ-সূচী

৫০১

লিঙ্গস্তুনক	৯৬
লিখিতক	৮১, ১০৫, ৪২৩
লিপি	৮৩
লোক আখ্যায়িকা	২৪৫
লৌহতুঘ	২৭১
শ	
শকা	২
শঙ্খলিখিত ব্রহ্মচর্য্য	২৩৫, ২৩৬, ২৫৫
শকব গ্রাণ	২০৯
শবদেহ	৩৬৪
শববেব উপদ্রব	১২৯, ২১৬
শয্যাসন	১৯২, ১৯৭, ১৯৮
শয্যাসনপ্রষ্ট	৪৭৯
শলাকাভোজন	১১০
শলাকাবণ্টন	১৩৬
শলাকাদানি	২৬৮
শল্পচিকিৎসা	২৭৩
শাক	৩২৮
শালুক	৩২৫
শিক্ষমানা	১৮১, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৮, ১৯০, ৪২২
শিক্ষাপদদশাট	৯২
শিক্ষা প্রত্যাখ্যানকাবী	২১২
শিবিকা	২৫১
শিবিরে	৩২৩
শিববোগ	৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৯
শিশুমারেব চর্কি	২৬৩
শীতভীক	৩৭৯
শীল সম্বন্ধীয় অপরাধ	২২১
শীলব্রত	২৩৮

শ্লীপদী	৪২৫
শুকপক্ষে	২২৮
শুকবেব পাল	১১৬
শুকবেব চর্কি	২৬৩
শূপে	৩৫৪
শোকনোদ	৩৮৫
শ্রবণাস্তিকা	৩৩৭
শ্রমণ-পদিষন	৩০২
শ্রামণেব	১৮৫, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ২১২, ৩৫৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৩
শ্রামণেবৌ	১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮১, ১৯০
শত	২০৯
শ্রোত্রবিচ্ছেদ শব্দ	২০৯
স	
সং কমনীয়পাত্কা	২৮৮
সংবাসস্তুনক	৯৬, ১৪৩
সংঘতেন্দ্রিয়	২৫৬
‘সউত্তবচ্ছদ’	২৫১
সকুদাগামা	৩৮৫
সঙ্গপ্রবতা	৪৮
সঙ্গায়ন	২১৭
সঙ্গীতি	১১০
সঙ্গকন্ম	১০৬
সঙ্গপ্রবারণা	২১৩, ২১৪
সঙ্গভেদক	১৪১, ১৭৭, ২১৩, ৪০২, ৪২৩, ৪৫৯, ৪৬২
সঙ্গভেদ	১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২
সঙ্গভোজন	১১০

সঙ্ঘসামগ্গি	১৭৮	সম্বোধি	৩
সঙ্ঘ-সম্মেলন	৪৮০, ৪৮১	সবীম্বপের উপক্রম	১৩০
সঙ্ঘসেবক	১৮২	সল্লেক্ষ	৪৮
সঙ্ঘাটি	৩৭৯, ৩৮১, ৩৯১	সহবিনাশক	৩৩৭
সঙ্ঘাদিশেব	১২৯, ১৮৬	'সহুত্তাব'	৩৩৮, ৩৪১, ৩৪৬,
সতীর্থ	২২৩		৩৫২
'সত্ত্বহুর' সীমা	১২৭	সাবিত্রী	৩২৬
স০ গুটংপল	৩৬৫	সামুদ্রিক লবণ	২৬৫
সত্ত্বঃ প্রকৃতা গভীর শ্রাব	৩২৭	সার্থবাহ	১৯৭
সন্নদ	৪৬৩	সিংহমাংস	২৯৩
সন্নিষ্ঠানন্তিক	৩৩৭—৩৫১	সিংহেব চর্ম	২৫২
'সন্নিধি'	৩৩৫	সিবথিক	৩৬৪
সপ্তঅনৌক	২৪০	সীতা	৩১৮
সপ্তাহকালিক	৩৩১	সীতাব মাটি	২৭৫
সবনিক	৩৩৭, ৩৪০, ৩৪৫	সীমানির্ঘব	১২০, ১২১, ১২৫, ১২৬,
সমঅপবাধ	১৪৭, ১৪৮		১২৭, ১২৮
সমগুণী	৩৩৬	সীমাগৃহ	১৭৫
সমবৎস্কেব্ প্রবাবণা	২১৭, ২১৮	সীমাতিক্তিক	৩৩৭, ৩৪১,
	২২০		৩৪৬, ৩৫১
সম্বোধি প্রবণ	২৩৭	সীমাব পাহুকা	২৪৮
সমাপনন্তিকা	৩৩৭	সুগত-তনয়া	৩৮৫
সমুদয় অগ্যস ত্য	১২, ৩০৫	সৌত্রান্তিক	২১৭, ৪৫৬, ৪৫৮
সমুদ্র আখ্যাবিদা	২৪৫, ২৪৬	স্কন্ধাববণ	২৬৮
সম্প্রজ্ঞ	৩৬৮, ৩৮৭	স্মানবস্ত্র	৩৬৩
'সম্প্রবেদ'	২৭২	স্থালী	৩৭৫
সম্যক	৩২৪	স্থলপণ্ড	৩১৩, ৩১৪
সমানসক	১৭৪, ১৭৬, ৪৬১	স্থলকক্ষ	৩৮৭, ৩৮৮
'সম্প্রান্তিক'	৩১৭	স্থলকুমারী	১৯৪
সম্বোধ	২৪০	স্ফটিক পাহুকা	২৪৮
সম্যকপ্রধান	২৪	স্মৃতিবিনয়	৪২৮, ৪২৯, ৪৩০,
সম্যক্ বিমুক্তি	২৪৭		৪৩১, ৪৩২

শব্দ-সূচী

৫০৩

স্বয়ংসংবাসক	৯৬, ১৭৭, ২১২,	হস্তচ্ছিন্ন	৪২৩
	৪০২, ৪০৩	হস্তপাদচ্ছিন্ন	৪২৩
স্রোতাপত্তি	৫৮৫	হস্তীনাগ	৪০৫
স্রোতাঙ্কন	২৬৭	হস্তোরাঙ্গ	৪৭৫
স্বভূত্যাগ	৩৪৯	হস্তীবিশ্বা	৩৫৫
স্বর্ণপাত্ৰকা	২৬৮	হস্তীমাংস	২৯১
স্বর্ণ-রৌপ্য প্রতিগ্রহণ	৩২৪	হামাণ্ডি	২৩৬
স্বয়ংপাক	২৮৩	হিন্দু	২৬৫
স্বাধ্যায়শব্দ	১৭৩	হিন্দুজতু	২৬৫
	হ	হিন্দুমিপাটিক	২৬৫
'হথবট্টকে'	২৫০	হিহালপাত্ৰকা	২৪৮
হরিদ্রা	২৬৩	হিংস্রজন্তুর উপদ্রব	১৩০
হরীতকী	২৬৪, ২৭৫	হীনস্তরে	২৩৫, ২৩৬
হর্ষা	৩৭১	হীরক	৩২৪, ৩৫৬

সাক্ষেতিক নাম

সম-পাসা	সমস্তপাসাদিকা
সার-দীপ	সারথদীপনী
বিম-বিনো	বিমতিবিনোদনী
সুম-বিলা	সুমঙ্গল বিলাসিনী
খু-সি	খুঙ্গ সিদ্ধা
উ-অ	উদানচক্ৰকথা
সু-বি	সুতবিভঙ্গ



